শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বেদান্তসূত্রম্

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদবতার-মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-শ্রীব্যাসদেবেন বিরচিতম্

* * * *

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য-

শ্রীশ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-কৃত-

শ্রীগোবিন্দভাষ্যেণ সূক্ষ্মা টীকয়া চ সমেতম্

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষকাচার্য্যবর্য্য-নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-

ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানাং

শ্রীপাদপদ্মানুকম্পিতেন শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানস্য
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি-আচার্য্যেণ
নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-মহারাজেন

তদীয় সিদ্ধান্তকণা নাম্ন্যা অনুব্যাখ্যয়া তথা
বিবিধশাস্ত্রবেত্তৃ পণ্ডিতপ্রবর স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, বেদান্তরত্ন,
ভক্তিভূষণ-কৃতেন সটীক-শ্রীগোবিন্দভাষ্যস্য বঙ্গানুবাদেন চ সহ সম্পাদিতম্

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানতঃ
প্রকাশিতম্

অবতরণিকাভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ, অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকা, টীকানুবাদ, সূত্র, সূত্রার্থ, মূল-গোবিন্দভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ, মূল ভাষ্যের সূক্ষ্মা টীকা ও টীকানুবাদ এবং সম্পাদক কর্তৃক রচিত সিদ্ধান্তকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যার সহিত প্রকাশিত।

—প্রথম সংস্করণ—
শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী তিথি
গৌরাব্দ ৪৮২, বাংলা ১৩৭৫, ইংরাজী ১৯৬৮ সাল

—প্রকাশক—
স্বধামপ্রাপ্ত সতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বিদ্যার্ণব', 'ভক্তিপ্রমোদ'।

—দ্বিতীয় সংস্করণ—
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান পূর্ণিমা তিথি
শ্রীগৌরাব্দ ৫০৫, বাংলা ১৩৯৮, ইংরাজী ১৯৯১ সাল

—প্রকাশক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিরঞ্জন সাগর
বর্ত্তমান সভাপতি ও আচার্য্য
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন

—মুদ্রাকর—
শ্রীযুক্ত নীরদ বরণ মুখোপাধ্যায়
দি রেডিয়েন্ট প্রসেস্ প্রাইভেট্ লিমিটেড্
৬এ, এস্, এন্, ব্যানার্জ্জী রোড্, কলিকাতা-১৩

—প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন
(১) ২৯বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৯
(২) সাতাসন রোড, স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা
(৩) রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
—কলিকাতাস্থ পুস্তক বিক্রেতা—
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

উৎসর্গপত্রম্,

পরমারাধ্যতম-মদভীষ্ট-শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকপ্রবর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যাম্নায় - নবমাধস্তনাশ্রয়বর - শ্রীস্বরূপ - শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনাভিন্ন - শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-পাত্ররাজ-শ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থলী - শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ বিশ্ববিশ্রুতাকরমঠরাজ-শ্রীচৈতন্যমঠস্য তৎশাখা-শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহানাং চ প্রতিষ্ঠাতৃ-নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-**শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত - সরস্বতী - গোস্বামি - প্রভুপাদানাং** মনোঽভীষ্টানুসারেণ তৎপ্রীত্যর্থং তদীয় শ্রীপাদপদ্ম-রেণু-সেবাকাঙ্ক্ষিণা দাসাধমেন সম্পাদিতম্ **সটীক শ্রীগোবিন্দভাষ্যোপেতং বেদান্তসূত্রমিদং তেষাং শ্রীশ্রীকরকমলে সমর্পিতমস্তু ইতি প্রার্থ্যতে।—**

শ্রীজন্মাষ্টমী-বাসর
৪৮২ গৌরাব্দ।
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন,
২৯বি, হাজরা রোড, কলি-২৯

**শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-কিঙ্করাভাস-
শ্রীভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তিনা।**

প্রশস্তিপত্রম্

শ্রীবেদব্যাস-প্রশস্তিঃ

পারাশর্য্যমুনিঃ পুরাণনিচয়ং বেদার্থসারান্বিতং
স্ত্রীশূদ্রপ্রতিবোধনায় চ বিদাং বেদান্তশাস্ত্রং মুদে।
শ্রীগীতাবচসাং বিধায় বিবৃতিং জ্ঞানপ্রদীপপ্রভা-
লোকৈর্লোকমতিং সমুজ্জ্বলরুচিং লোকে কৃতার্থাং দধৌ॥

শ্রীবেদব্যাস-প্রণতিঃ

বেদং প্রমথ্য জলধিং মতিমন্দরেণ
কৃষ্ণাবতার! ভবতা কিল ভারতাখ্যা।
যেনোদহারি জনতাপহরা সুধা বৈ
তং সর্ব্ববৈদিকগুরুং মুনিমানতাঃ স্মঃ॥

বেদান্তসূত্র-মহিমা

বেদান্তসূত্রমহিমা কিমু বর্ণনীয়ো
যুক্ত্যা নিরীশ্বরমতানি নিরস্য সম্যক্।
সংস্থাপ্য সেশ্বরমতং শ্রুতিভিঃ কৃতা য-
ল্লোকা হরের্ভজনতঃ সুখমুক্তিভাজঃ॥

শ্রীবলদেব-বন্দনা

নমামি পাদৌ বলদেবদেব!
তব প্রপন্নোঽহমতীব দীনঃ।
কৃপাকরৈর্ভেদমতিং তমো মে
নিরস্য বিদ্যোতয় শুদ্ধবুদ্ধিম্॥

আচার্য্য শ্রীবলদেব-প্রশস্তিঃ

জয় জয় বলদেব! শ্রীমদাচার্য্যপাদ!
ব্রজপতিরতিগৌরং সম্প্রদায়স্য ধর্ম্মম্।
গুরুমবিতুমহো তে স্বপ্নদৃষ্টস্য বিষ্ণোঃ
প্রিয়ললিতনিদেশান্ নাম গোবিন্দভাষ্যম্॥

শ্রীগোবিন্দভাষ্য-মহিমা

বিদ্ধাদ্বৈতান্ধকারপ্রলয়দিনকর! ত্বৎকৃতাচিন্ত্যভেদা-
ভেদাখ্যোবাদ এষোঽম্বুজরুচিরধুনা যদ্ রসং বৈষ্ণবালিঃ।
শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গদেবানুমতমনুগতং প্রেমনিস্যন্দি পায়ং
পায়ং শ্রীমচ্ছুকাস্যাদ্ বিগলিতমমৃতং লীয়তে তত্র নিত্যম্॥

সূক্ষ্মা টীকাপ্রশস্তিঃ

সূক্ষ্মাভিধানা বুধ! তস্য টীকা
সূক্ষ্মার্থবোধায় কৃতা ত্বয়া বৈ।
উচ্চিত্য পৌরাণবচঃ শ্রুতীশ্চ
ভূয়স্তদীয়াঙ্ঘ্রিযুগং স্মরামঃ॥

সূক্ষ্মা টীকামহিমা

সংক্ষিপ্তসারময়ভাষিতপূর্ণমূর্ত্তিঃ
সূক্ষ্মাভিধেয়মনুভাষ্যমশেষটীকা।
দীপং বিনান্ধতমসে ন যথার্থদৃষ্টি-
রেনামৃতে স্ফুরতি ভাষ্যমিদং তথা ন॥

বৈষ্ণবপ্রশস্তিঃ

ধন্যা বৈষ্ণবমণ্ডলী ব্রজপতিপ্রেম্ণা যয়া রক্ষ্যতে
গোবিন্দপ্রিয়পুস্তকাবলিরহো কালে মহাসঙ্কটে।
ধন্যাস্তৎপরিশীলকা অপি ধনৈঃ প্রাণৈশ্চ যে সেবকা
যোগক্ষেমকরস্তনোতু ভগবাংস্তেষাং হরির্মঙ্গলম্॥

সিদ্ধান্তকণাক্রদাক্ষেপঃ

অহমতিদুর্ম্মতিরপগতগুরুগতি-
রাদ্যং কর্ম্মে দুঃখম্ ।
বেদ্যং করুণাগ্রহিতো রচনাং
কৃতবান্ যস্যাং সুখ্যম্ ॥
বৈষ্ণবকৃপয়া যদি সা সাদর-
মভিপ্রীতিরেবং ধন্যঃ ।
অধমো হরিপ্রীতিরস্তু সদৈবং
গুরুবলেশাঙ্কিতপুণ্যঃ ॥
গোবিন্দভাষ্যাধিহি 'সিদ্ধান্তক-
ণেয়ং' যদি স্বাচ্ছন্দিঃ ।
বৈষ্ণবসেবাং মন্যে ধন্যাং
তত্ত্ববিচারিতবুদ্ধিঃ ॥

(গ্রন্থ-সম্পাদক)

"স্বল্পাপি রুচিরেব স্যাদ্ভক্তিতত্ত্বাববোধিকা ।
যুক্তিস্তু কেবলা নৈব যদস্যা অপ্রতিষ্ঠতা ॥
যত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ, শ্রীশ্রীল রূপপাদ)

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ॥"

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

"তাবদ্ব্রহ্মকথা বিমুক্তিপদবী তাবন্ন তিক্তীভবে-
ত্তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো লোকবেদস্থিতিঃ ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানা বহির্ব্বর্ত্মসু
শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়জনো যাবন্ন দৃগ্গোচরঃ ॥"

(শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভূমিকা

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে॥

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠ-প্রিয়ায় চ।
শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী-গোস্বামিনে নমঃ॥

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্-বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ॥

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ॥

জয়তি বিদ্যাভূষণো বলদেবপূর্ব্বো হরিরতিঃ সূরিঃ।
যেন গোবিন্দভাষ্যং গোবিন্দাদেশাৎ প্রতেনে॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

শ্রীগুরু, বৈষ্ণব আর প্রভু-ভগবান্।
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন॥
সেই আশাবন্ধ মুঞি করিনু স্মরণ।
অনায়াসে হয় যেন বাঞ্ছিত পূরণ॥

পরমকরুণাময় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী করুণাবলে সর্ব্ববিধ অযোগ্যতা সত্বে, নানাবিধ অসুবিধার মধ্যেও শ্রীভগবদিচ্ছায় এক্ষণে **'বেদান্তসূত্রম্'** গ্রন্থখানির প্রথম অধ্যায় আত্মপ্রকাশ পাইতেছেন দেখিয়া ধন্য হইলাম। শ্রীগুরু-কৃপায় পঙ্গু গিরি উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, মূক বাচালত্ব প্রাপ্ত হয়, এই শাস্ত্রবাণীর জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ,—এ-স্থলে বিশেষভাবে অনুভব করিতে পারিয়া এই অধম এক্ষণে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মের উদ্দেশ্যে কৃতাঞ্জলি-পুটে পুনঃপুনঃ প্রণাম ও কাতরতা জ্ঞাপন করিতেছে। অধমের আশাবন্ধ এই যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের অশেষ করুণায় গ্রন্থের অবশিষ্টাংশও অদূর ভবিষ্যতে আত্মপ্রকাশ পাইবেন।

প্রচলিত রীতি-অনুসারে গ্রন্থের প্রারম্ভে একটি ভূমিকা প্রদত্ত হইয়া থাকে। উহাতে গ্রন্থের পরিচয় ও মহিমা এবং গ্রন্থে-বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সার বর্ণিত হয়। এইরূপ একটি দুরূহগ্রন্থের ভূমিকা লিখিবার যোগ্যতা মাদৃশ অধমের না থাকিলেও চিরাচরিত প্রথায় মহাজনানুগত্যে প্রয়াস পাইতেছি মাত্র।

প্রথমেই দেখিতে পাই, গ্রন্থটির নাম **'বেদান্তসূত্রম্'**। ইহার রচয়িতা ভগবদবতার মহর্ষি **শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস**, এইজন্য ইহাকে 'ব্যাস-সূত্র' বলে; আবার শ্রীমদ্ ব্যাসদেবের আর একটি নাম শ্রীবাদরায়ণ, তজ্জন্য ইহাকে 'বাদরায়ণ-সূত্র'ও বলা হয়। এই ব্রহ্মসূত্রাবির্ভাবের কারণ সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা স্কন্দপুরাণে পাওয়া যায়,—দ্বাপরযুগে বেদসমূহ প্রায় সংগুপ্ত হইলে চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, কপিল প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্মণ নিজদিগকে বিজ্ঞ মনে করিয়া কতকগুলি বেদবাক্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক ঐ সকলের অর্থ নিজেদের বুদ্ধিদ্বারা উদ্ভাবিত করিলেন, যাহাতে লোক পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়। সেই অনর্থজাল নিরাকরণের জন্য দেবগণ ভগবান্ শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-(বাদরায়ণ) রূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদসকল উদ্ধার ও বিভাগ করিলেন এবং দুষ্টমত নিরাকরণ পূর্ব্বক বেদের প্রকৃত অর্থ-নির্ণায়ক চতুরধ্যায়ী **ব্রহ্মসূত্র** বা **উত্তরমীমাংসা** আবিষ্কার করিলেন। এই বেদান্তসূত্র গ্রন্থখানি আরও কয়েকটি নামে পরিচিত। যথা—(১) ব্রহ্মসূত্র (২) শারীরকসূত্র (৩) ব্যাসসূত্র (৪) বাদরায়ণ সূত্র (৫) উত্তরমীমাংসা এবং (৬) বেদান্তদর্শন।

আমাদের এই গ্রন্থখানি 'বেদান্তসূত্র' নামেই আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্যেও পাই,—

"প্রভু কহে, **বেদান্তসূত্র**—ঈশ্বর বচন।
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ ॥
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৭।১০৬-১০৭)

শ্রীগীতাতেও পাই,—"বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্" (গীঃ ১৫।১৫)

'বেদান্তসূত্র' বলিতে গেলে প্রথমেই **'বেদান্ত'** শব্দটি পাইয়া থাকি। বেদ + অন্ত অর্থাৎ বেদের যাহা অন্ত—চরম সিদ্ধান্ত, তাহাকেই বেদান্ত বলা হয়।

শ্রীমহাপ্রভুর পূর্ব্বোক্ত বাক্যের অনুভাষ্যে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

" 'বেদান্ত'-শব্দে কোষকার হেমচন্দ্র বলেন,—ব্রাহ্মণের সহিত উপনিষদংশই 'বেদান্ত'—বেদাবশিষ্ট বা বেদশেষভাগ অর্থাৎ বেদসমূহের অন্ত। বেদের চরমোদ্দেশ্য যে শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাও বেদান্ত। উপনিষৎ-প্রমাণ-স্বরূপে যে শাস্ত্র ব্যবহৃত এবং তদুপকারক যে সূত্রাদি, তাহাও 'বেদান্ত', 'বেদান্তসূত্র'কে প্রস্থানত্রয়ের অন্যতম 'ন্যায়-প্রস্থান' বলা হয়। উপনিষদ্গুলি—'শ্রুতিপ্রস্থান' এবং গীতা-ভারত-পুরাণাদি—'স্মৃতিপ্রস্থান' "।

এক্ষণে **'বেদ'** বলিতে কি বুঝায়, তাহাও এই প্রসঙ্গে আমাদের একটু জানা আবশ্যক। বিদ্ ধাতু কর্ম্মবাচ্যে—অল্ হইতে 'বেদ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিদ্ ধাতুর অর্থ-সম্বন্ধে পাওয়া যায়,—

"বেত্তি বেদ বিদি জ্ঞানে বিন্তে বিদি বিচারণে।
বিদ্যতে বিদি সত্তায়াং লাভে বিন্দতি বিন্দতে ॥"

সাধারণতঃ বিদ্ ধাতুর অর্থ জানা বা অনুভব করা। যেমন পাই, —'বেদয়তি ধর্ম্মং ব্রহ্ম চ বেদঃ' অর্থাৎ যে শাস্ত্র ধর্ম্ম ও ব্রহ্মতত্ত্বকে জানাইয়া দেন, তাঁহাকেই বেদ বলে।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ-রচিত সর্ব্বসংবাদিনীতে তত্ত্ব-সন্দর্ভীয় বিচারে পাই,—"যশ্চানাদিত্বাৎ স্বয়মেব সিদ্ধঃ, স এব নিখিলৈতিহ্যমূলরূপো মহাবাক্য-

সমুদায়ঃ শব্দোঽত্র গৃহ্যতে,—স চ শাস্ত্রমেব, তচ্চ বেদএব—স বেদসিদ্ধঃ, য এব সর্ব্বকারণস্য ভগর্বতোঽনাদিসিদ্ধং পুনঃ সৃষ্ট্যাদৌ তস্মাদেবাবির্ভূতম-পৌরুষেয়ং বাক্যম্,—তদেব ভ্রমাদিরহিতং সম্ভাবিতং ; তচ্চ সর্ব্বজনকস্য তস্য চ সদোপদেশায়াবশ্যকং মন্তব্যং, তদেব চাব্যভিচারিপ্রমাণম্।" অর্থাৎ অনাদিত্ব-নিবন্ধন যাহা স্বয়ংসিদ্ধ, নিখিল-ঐতিহ্য-প্রমাণ-মূলরূপ সেই মহা-বাক্যসমুদায়ই এ-স্থলে শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছে। এই শব্দই শাস্ত্র নামে অভিহিত এবং তাহাকেই বেদ বলে। সেই বেদ অনাদিসিদ্ধ, যাহা পুনঃ পুনঃ জগৎসৃষ্ট্যাদি-ব্যাপারে শ্রীভগবান্ হইতে আবির্ভূত ; অনাদি-সিদ্ধ সেই অপৌরুষেয় বাক্য, অবশ্যই ভ্রমাদিরহিত, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহা সদুপদেশ-প্রচারের জন্য সেই সর্ব্বজনক পরমেশ্বরের বাক্য বলিয়া অবশ্য মন্তব্য। অতএব, এই বাক্যই অব্যভিচারিপ্রমাণ।

সুতরাং শব্দময় শাস্ত্রাবতারই বেদ। বেদ দুইভাগে বিভক্ত, একটি অংশ সংহিতা, অপরাংশের নাম ব্রাহ্মণ। বেদ সাধারণতঃ ছন্দোময়। ছন্দোময় শ্লোককে 'মন্ত্র' এবং মন্ত্রসমষ্টিকে 'সূক্ত' বলে। সূক্তসমষ্টি 'সংহিতা' নামে কথিত হয়। বেদের ব্রাহ্মণাংশে যজ্ঞাদির মন্ত্র ও নিয়মাদি উল্লিখিত হইয়াছে। উহা প্রধানতঃ গদ্যে লিখিত। এতদ্ব্যতীত বেদের আর একটি ভাগকে আরণ্যকও বলে। বেদের চতুর্থ বা শেষ অংশকে 'উপনিষদ্' 'শ্রুতি' বা 'বেদান্ত' বলা হয়। উপনিষদ্‌কে 'বেদান্ত' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা বেদের শেষ অংশ এবং বেদের চরম ও পরম সিদ্ধান্ত ইহাতেই নিবদ্ধ।

উপনিষদ্ শব্দের অর্থেও পাই,—

"ব্রহ্মণ উপ সমীপে নিষীদতি অনয়া ইত্যুপনিষদ্।"

অর্থাৎ যে শাস্ত্রের সাহায্যে সাধক মুক্ত হইয়া ভগবৎসমীপে উপস্থিত হইতে সমর্থ হন, তাহাই 'উপনিষদ্'।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি'—

শ্লোকের অনুভাষ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"উপনিষদি (ব্রহ্মবিদ্যাভিধানসর্ব্বোন্নত-বেদশাখাবিশেষে উপ-নি-পূর্ব্বকস্য বিশরণগত্যাবসাদনার্থস্য ষদ্‌ধাতোঃ কিপ্‌ প্রত্যয়ান্তস্যেদং তত্র উপ-উপগম্য গুরূপদেশাল্লব্ধেতি যাবৎ। উপস্থিতত্বাদ্ ব্রহ্মবিদ্যাং নিশ্চয়েন

তন্নিষ্ঠতয়া যে দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়বিতৃষ্ণাঃ সন্তঃ তেষাং সংসারবীজস্য সদ্ বিশরণকর্ত্রী শিথিলয়িত্রী অবসাদয়িত্রী বিনাশয়িত্রী ব্রহ্মগময়িত্রীতি)।"

শ্রীনারায়ণের নিঃশ্বাস হইতে বেদসমূহ প্রপঞ্চে প্রকটিত, এইজন্য ইহাকে অপৌরুষেয় বলা হয়। ছান্দোগ্যে পাই,—"এতস্য বা মহতোভূতস্য নিঃশ্ব-সিতমেতদ্ যদৃগ্‌বেদঃ" স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদ ও বেদসার উপনিষদের তাৎপর্য্য লইয়া ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র রচনা করিয়াছেন।

ইহাকে সূত্র বলিবার তাৎপর্য্য—

"অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখম্।

অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥" (**স্কন্দ ও বায়ুপুরাণ**)

শ্রীধরস্বামিপাদ সূত্র-শব্দের অর্থে বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্ম সূত্র্যতে সূচ্যতে এভিরিতি ব্রহ্মসূত্রাণি।"

সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব্বমীমাংসা প্রভৃতি সকল গ্রন্থই সূত্রাকারে গুম্ফিত। কিন্তু বেদান্তের সূত্রগুলি যেমন সুসংবদ্ধ, তেমনি সুসমঞ্জস।

শ্রীমদ্বেদব্যাস সূত্ররচনাকালে আরও সাতজন ঋষির প্রণীত বেদান্ত-মতের সমালোচনা করিয়াছেন ; যথা—আত্রেয়, আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, কার্ষ্ণাজিনি, কাশকৃৎস্ন, জৈমিনি ও বাদরি। ইহাতে জানা যায় যে, বেদান্তসূত্র রচিত হইবার পূর্ব্বে ঐ সকল ঋষিগণ বেদান্তমতের আলোচনা করিয়াছেন।

যথাস্থানে গ্রন্থমধ্যে উঁহাদের নাম ও বিচারের কথা পাওয়া যাইবে।

শ্রীমদ্ ব্যাসরচিত এই বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্রখানি ব্রহ্মতত্ত্বনির্ণায়ক পরম প্রামাণিক গ্রন্থরূপে সকল বৈদিক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। সমুদায় শাস্ত্রের মীমাংসা ইহাতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে **উত্তরমীমাংসা** বা মীমাংসাশাস্ত্রও বলা হয়। কেহ কেহ আবার ইহাকে দর্শনশাস্ত্রেরও শিরোমণিস্বরূপে পূজা করিয়া থাকেন। 'দর্শন'-শব্দের অর্থ দেখা, প্রত্যক্ষ করা, অবলোকন করা, আবার যে সাধনের দ্বারা বস্তুর সাক্ষাৎকার হয়, তাহাকেও দর্শন বলা যায়। সুতরাং যে শাস্ত্রের দ্বারা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার বা অনুভব করা যায় তাঁহাকে যেমন তত্ত্বশাস্ত্র বলা হয়, তেমনি দর্শন-শাস্ত্রও বলা চলে। এই দর্শনের কথা উপনিষদেও পাই, 'আত্মা বা অরে

দ্রষ্টব্যঃ'। তবে ভগবৎকৃপা ব্যতীত শুধু শাস্ত্রজ্ঞানলাভের দ্বারা ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হয় না। ইহাও উপনিষদে বলিয়াছেন, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বদর্শনের একমাত্র উপায় শ্রীভগবানের কৃপা।

কৃপাময় ভগবান্ শ্রীমদ্ ব্যাসদেব বেদান্তসূত্র রচনার পর যখন দেখিলেন যে, এই সূত্রগুলি তত্ত্ব জানিবার পক্ষে প্রামাণিক শাস্ত্র হইলেও ইহার বিচার দুর্ব্বোধ্য। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাবে এই সূত্রের অর্থ নির্ণয় করিতে পারেন। তখন স্বীয় গুরুপাদপদ্ম দেবর্ষি নারদের কৃপায় সমাধিলব্ধ অবস্থায় তত্ত্ব দর্শনপূর্ব্বক জীবের কল্যাণের জন্য বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ **শ্রীমদ্ভাগবত** রচনা করেন। গরুড়পুরাণাদিতেও পাওয়া যায়, "ভাষ্যোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥" ইত্যাদি। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগ গোস্বামিবৃন্দ শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

কালে কালে বিভিন্ন আচার্য্য এবং তদনুগবৃন্দ বেদান্তসূত্রের বহুবিধ ভাষ্য বৃত্তি বা টীকাদি রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম-সংরক্ষক **শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী** ও **শ্রীনিম্বাদিত্য** প্রমুখ সাত্বত বৈষ্ণবাচার্য্য চতুষ্টয়ের ভাষ্যগুলি অতিশয় প্রসিদ্ধ। শ্রীরামানুজের ভাষ্যের নাম '**শ্রীভাষ্য**'। ইহাদ্বারা **শ্রীরামানুজ 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকেই'** বেদান্তের সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। "চিদচিদ্‌বিশিষ্টাদ্বৈতং তত্ত্বম্"।

চিৎ ও অচিৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্বই বিশিষ্ট অদ্বৈততত্ত্ব।

শ্রীরামানুজের পরবর্ত্তিকালে তদীয় সম্প্রদায়ের অনেক আচার্য্যই **বেদান্তের** নানাপ্রকার ভাষ্যাদি রচনা করিয়াছেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রীবদরিকাশ্রমে শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎকার ও কৃপালাভ করিয়া তাঁহার আদেশে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। শ্রীমধ্বের রচিত তিনটি ভাষ্যের পরিচয় পাওয়া যায়,—(১) **শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্** (২) **অনুব্যাখ্যানম্** (৩) **অণুভাষ্যম্**। শ্রীমধ্বের প্রচারিত সিদ্ধান্তের নাম **দ্বৈতবাদ**। ইহাতে পঞ্চভেদ স্বীকৃত হইয়াছে, (১) জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, (২) জীবে ও জীবে ভেদ, (৩) ঈশ্বরে ও জড়ে ভেদ, (৪) জীব ও জড়ে ভেদ (৫) এবং জড়ে ও জড়ে ভেদ। শ্রীমধ্বের পরবর্ত্তিকালে এই সম্প্রদায়ের বহু আচার্য্য

বিভিন্ন ভাষ্য ও **টীকাদি** রচনাপূর্ব্বক কেবলা**দ্বৈতবাদকে বিপুলভাবে খণ্ডন** করিয়াছেন।

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর রচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের নাম '**সর্ব্বজ্ঞসূক্তি**' বলিয়া কথিত হয়। ইনি **শুদ্ধাদ্বৈতবাদ** প্রচার করিয়াছেন। এইমতে ঈশ্বরের, ভগবত্তনুর ও ভজনকারী ভক্তের শুদ্ধত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং জীব, জগৎ ও মায়ার তদাশ্রয়ত্বরূপে নিত্যত্ব ও অদ্বয়ত্ব স্বীকৃত। শ্রীবল্লভাচার্য্য এই মত স্বীকারপূর্ব্বক আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন এবং শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদও এই সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ আচার্য্য। অনেকে শ্রীধর স্বামিপাদকে কেবলাদ্বৈতবাদী বলিয়া ভ্রমে পতিত হন। ভক্তিরক্ষক শ্রীধর স্বামিপাদ শ্রীনৃসিংহ দেবের সেবক। তিনি শুদ্ধাদ্বৈতবাদ স্বীকার পূর্ব্বক বিদ্ধাদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করতঃ ভক্তিরক্ষক আচার্য্য নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন।

শুনিতে পাওয়া যায়,—

কাশীস্থ ভগবান্ শ্রীবিশ্বেশ্বর শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার প্রামাণিকত্ব স্বহস্তলিখিত এই শ্লোকে জানাইয়াছেন,—

"অহং বেত্তি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহপ্রসাদতঃ॥"

শ্রীধরের শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা, শ্রীগীতার টীকা প্রভৃতি সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বল্লভ-ভট্টের সহিত শ্রীমহাপ্রভুর কথোপকথনে **পাওয়া** যায়,—

"ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যান করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যান-বচন॥
সেই ব্যাখ্যা করেন যাহাঁ যেই পড়ে আনি।
একবাক্যতা নাহি, তাতে 'স্বামী' নাহি মানি॥
প্রভু হাসি' কহে,—"স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭।১০৯—১১১)

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ভেদাভেদবাদ-প্রচারক। তাঁহার রচিত ভাষ্যের নাম —**'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ'**। এই মতে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ স্বরূপতঃ ও ধর্ম্মতঃ ভিন্নাভিন্ন। এই ভেদ ও অভেদ সমভাবে সত্য, নিত্য ও অবিরুদ্ধ।

শ্রীনিম্বার্কের পরবর্ত্তিকালে এই সম্প্রদায়ের **কতিপয় বিখ্যাত আচার্য্য এই** মত প্রচার করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবাচার্য্য চতুষ্টয় ব্যতিরিক্ত আচার্য্য **শ্রীশঙ্করও 'শারীরক-ভাষ্য'** নামে একখানি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। আজকাল অধিকাংশ লোকই বেদান্তের শঙ্করভাষ্য পাঠ করিয়া থাকেন এবং মনে করেন যে, শঙ্কর-মতই বেদান্তের প্রকৃত-মত, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মত বা সিদ্ধান্ত আর নাই। যাহা হউক, শ্রীশঙ্কর বেদান্তের ভাষ্য দ্বারা যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহার নাম **কেবলাদ্বৈতবাদ**। ইহা আবার বিবর্ত্তবাদ, মায়াবাদ, অনির্ব্বাচ্যবাদ বা নির্ব্বিশেষবাদ প্রভৃতি নামেও প্রচারিত। এই মতের মূলকথা—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বা অদ্বিতীয় তত্ত্ব। ব্রহ্ম—নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ও নিষ্ক্রিয়। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র। ভ্রম-সংঘটনকারিণী অনির্ব্বাচ্যা মায়ার দ্বারা ব্রহ্মে 'জগৎ' ভ্রম হয়, জগৎ—মিথ্যা। এই সম্বন্ধে পাওয়া যায়,—

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।"

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের শিষ্যপরম্পরায় এইরূপ মতবাদ অদ্যাবধি প্রচলিত ও প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। এ-বিষয়ে এ-স্থানে অধিক আলোচনায় নিবৃত্ত হইয়া শঙ্করমত-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীসার্ব্বভৌমকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই উদ্ধার করিতেছি।

"জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥
'পরিণাম-বাদ'-ব্যাসসূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত
মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর, তবু অবিকার॥
ব্যাস—ভ্রান্ত বলি' সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি, সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয়॥

'প্রণব' যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ, জগতে উৎপত্তি॥
'তত্ত্বমসি'—জীব-হেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি' তারে করে মহাবাক্য॥
এইমতে কল্পিত-ভাষ্যে শত দোষ দিল।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল॥
বিতণ্ডা, ছল, নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল।
সব খণ্ডি' প্রভু নিজ-মত সে স্থাপিল॥
ভগবান্—'সম্বন্ধ', ভক্তি—'অভিধেয়' হয়।
প্রেম— 'প্রয়োজন', বেদে তিনবস্তু কয়॥
আর যে যে-কিছু কহে, সকলই কল্পনা।
স্বতঃপ্রমাণ বেদ-বাক্যে না করিয়ে লক্ষণা॥
আচার্য্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি' নাস্তিক-শাস্ত্র কৈল॥"

(**পদ্ম**পুরাণে উত্তরখণ্ডে সহস্রনাম কথনে ৬২ অঃ ৩১ শ্লোক)

"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥"

(পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ২৫ অঃ ৭ম শ্লোকে)

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৯-১৮২)

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে আরও অন্যত্র পাই,—

"প্রভু কহে,—সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি' মন হয় ত' বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
ভাষ্য কহ তুমি,—সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্য অর্থ না করহ ব্যাখ্যান।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন॥

উপনিষদ্-শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই অর্থ মুখ্য,—ব্যাসসূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
'অভিধা'-বৃত্তি ছাড়ি' কর শব্দের 'লক্ষণা'॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ—প্রধান।
শ্রুতি যে মখ্যার্থ কহে,—সেই সে প্রমাণ॥
জীবের অস্থি-বিষ্ঠা দুই শঙ্খ-গোময়।
শ্রুতি-বাক্যে সেই দুই মহা-পবিত্র হয়॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কয়।
'লক্ষণা' করিতে স্বতঃপ্রামাণ্য হানি হয়॥
ব্যাস-সূত্রের অর্থ—যৈছে সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিতভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন॥
বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম—বৃহদ্বস্তু, ঈশ্বর-লক্ষণ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান॥
'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি, করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৩০-১৪১)

"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে' বিগ্রহ কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ড্য॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্য-বাদ বৌদ্ধকে অধিক॥"

(চৈঃ চঃ **মধ্য ৬।১৬৬-১৬৮**)

কাশীতে শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত **কথোপকথনেও শ্রীমহাপ্রভু** বলিয়াছেন,—

"উপনিষৎ-সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্ত্যে সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব॥
গৌণ-বৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ যায় সর্ব্ব-কার্য্য॥
তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর-আজ্ঞা পাঞা।
গৌণার্থ করিল, মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে—'ভগবান্'।
চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ-সমান॥
তাঁহার বিভূতি, দেহ,—সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে 'নিরাকার'॥
চিদানন্দ—তেঁহো, তাঁর, স্থান, পরিকর।
তাঁরে কহে—প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার॥
তাঁর দোষ নাহি, তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে, তার হয় সর্ব্বনাশ॥
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব—যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ—যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ॥
"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" (গীঃ ৭।৫)
"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া-শক্তিরিষ্যতে॥"

(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৬০ শ্লোক)

হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি' পরতত্ত্ব।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব॥
ব্যাসের সূত্রেতে কহে 'পরিণাম'-বাদ।
'ব্যাস ভ্রান্ত'—বলি' তার উঠাইল বিবাদ॥
পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি' 'বিবর্ত্ত-বাদ' স্থাপনা যে করি॥
বস্তুতঃ পরিণাম-বাদ—সেই সে প্রমাণ।
'দেহে আত্মবুদ্ধি' হয় বিবর্ত্তের স্থান॥
অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥
নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে॥
প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি,—ইথে কি বিস্ময়॥
'প্রণব' সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব—সর্ব্ববিশ্ব-ধাম॥
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।
'তত্ত্বমসি'—বাক্য হয় বেদের একদেশ॥
'প্রণব' সে মহাবাক্য—তাহা করি' আচ্ছাদন।
মহাবাক্যে করি' 'তত্ত্বমসি'র স্থাপন॥
সর্ব্ববেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি' কৈল লক্ষণা-ব্যাখ্যান॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণ-শিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি॥
এইমত প্রতিসূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে সব কল্পনা করিয়া॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৭।১০৮-১৩৩)

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তদানীন্তন অদ্বিতীয় বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক বলিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট যেভাবে শঙ্কর-মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং কাশীতে শাঙ্কর সন্ন্যাসিপ্রধান শ্রীপ্রকাশানন্দকে সন্ন্যাসিসভায় শঙ্কর-মত খণ্ডনার্থ যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহা এ-স্থলে কতিপয় উদ্ধৃত হইল, যাঁহারা সারগ্রাহী, তাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা-গ্রহণের সৌভাগ্য বরণ করিতে পারিলে শঙ্কর-মতের অসারতা ও অযৌক্তিকতা ধরিতে পারিবেন। ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, শ্রীশঙ্কর নিজগুরু সূত্রকর্ত্তা ব্যাসকে 'ভ্রান্ত' বলিয়া নিরূপণ করিতেও ত্রুটী করেন নাই, আর তিনি যে সূত্রের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া গৌণার্থ করিয়াছেন এবং স্বকপোলকল্পিত ভাষ্য দ্বারা লোককে বিমোহিত করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। বেদান্তে শ্রীশঙ্করের মত স্বীকার করিতে গেলে বেদান্ত-প্রণয়নকর্ত্তা বেদব্যাসের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে হয়; শুধু তাহা নহে, যাবতীয় শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদির সিদ্ধান্ত পরিবর্জ্জন করতঃ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদী হইয়া ভগবচ্চরণে অপরাধী হইতে হয়। সুতরাং ভাগ্যবান্ সুধীমণ্ডলীর নিকট বিশেষ অনুরোধ, তাঁহারা যেন, সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দের সহিত শ্রীমহাপ্রভুর মুখনিঃসৃত বেদান্ত-বিষয়ক উপদেশগুলি যত্নের সহিত অনুধাবন করেন এবং ভগবদাজ্ঞায় স্বয়ং শ্রীশঙ্কর যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বকপোল-কল্পিত ভাষ্যের দ্বারা জীবের চিত্তকে কিরূপ বিভ্রান্ত করিয়াছেন, তাহা উপলব্ধি করিতে যত্ন করেন। স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য আজ্ঞাপালনকারী দাস বলিয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় মহাদেব স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যরূপে অসুরবিমোহনকল্পে এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কোন দোষ হইতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার ভাষ্য পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহাদের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। এ-বিষয়ে একটি দৃষ্টান্তও শুনা যায় যে, শ্রীমধুসূদন সরস্বতী মহোদয় প্রথমে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া নবদ্বীপে আগমনপূর্ব্বক ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দার্শনিক সিদ্ধান্তে আকৃষ্ট হইয়া ঐরূপ সিদ্ধান্ত-পরিপূর্ণ একটি গ্রন্থ রচনা করিয়া কেবলাদ্বৈত মতকে খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে কাশীতে গিয়া কিছুদিন কোন শাঙ্কর বৈদান্তিকের

নিকট মায়াবাদ-ভাষ্য শ্রবণ করেন এবং উক্ত ভাষ্য-শ্রবণের ফলস্বরূপে 'অদ্বৈতসিদ্ধি' নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সহজ বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুরাগ তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা পাঠে পরিস্ফুট হইয়াছে। এমন কি, তিনি সবিশেষ শ্রীকৃষ্ণকেই পরতত্ত্ব বলিয়া নির্ণয় করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। দ্বৈতভাব যে অদ্বৈতভাব হইতে সুন্দর, তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীগীতায় তদীয় টীকার মধ্যে স্থানে স্থানে শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রীশিবের অবতার বলিয়া এবং শিব পরম বৈষ্ণব বলিয়া তাঁহার হৃদ্গত ভক্তিভাব তিনি বিভিন্নভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, ভগবদাজ্ঞায় মায়াবাদ প্রচার করিলেও নিজের বৈষ্ণবতা-সংরক্ষণে পরাঙ্মুখ হন নাই, সারগ্রাহী ব্যক্তিগণ এ-সকল কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। শ্রীশঙ্কর-রচিত শ্রীগোবিন্দাষ্টক, শ্রীযমুনাষ্টকাদি তাহার নিদর্শন। তিনি বহুস্থানে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীব্রজগোপীগণের মহিমাও বর্ণন করিয়াছেন। বিষ্ণুর সহস্রনামস্তোত্র-ভাষ্য ও গীতার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, তিনি স্বয়ং পরম বৈষ্ণব। তবে 'শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ'—এই বিচারে আজ্ঞাপালনকারী দাস হইয়া কেবলাদ্বৈতমতবাদ-পোষক-ভাষ্য রচনারূপ আজ্ঞা পালনের দ্বারা তাঁহার বৈষ্ণবতার ব্যাঘাত না হইলেও যিনি তদ্বিরচিত ভাষ্য শ্রবণ করিবেন, তাহার ভক্তিরূপ মঙ্গল না হইয়া, নিজেকে শ্রীভগবানের সহিত সমজ্ঞান করায় অপরাধই লাভ হইবে। অতএব সাধু! সাবধান।

জীবমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়াই শ্রীমহাপ্রভু ঐ মতের গর্হণ করিয়াছেন। গৌড়ীয় দর্শনাচার্য্যশিরোমণি গৌরপার্ষদ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামীপাদও তদীয় শ্রীষট্সন্দর্ভে ও শ্রীসর্ব্বসংবাদিনীতে শঙ্কর-মতের বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছেন।

গৌড়ীয়গণ শ্রীমদ্ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া পরম আদর করেন। সূত্রকর্ত্তার স্বরচিত ভাষ্যের প্রতি আদরমূলে গৌড়ীয় ভক্তগণের ভাষ্যান্তর রচনা করিবার প্রয়োজন বোধ হয় নাই। শ্রীচৈতন্য-দেব সাত্বত আচার্য্য চতুষ্টয়ের ভাষ্যের প্রতি আদর প্রদর্শন করিয়াও

শ্রীমন্মধ্ব মুনির রচিত ভাষ্যকেই অপেক্ষাকৃত সমধিক অনুমোদন করায় উহাই গৌড়ীয়গণের প্রীতির বিষয় হইয়াছিল।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা'-গ্রন্থে পাওয়া যায়,—

"শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী আপ্তবাক্যের প্রমাণত্ব স্থির করিয়া পুরাণ শাস্ত্রের তদ্ধর্ম্মত্ব নিরূপণ পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রমাণ-শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। যে লক্ষণ দ্বারা ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন, সেই লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস ও তৎসহ শুকদেব ও ক্রমে বিজয়ধ্বজ, ব্রহ্মণ্যতীর্থ, ব্যাসতীর্থ প্রভৃতি তত্ত্বগুরু—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রণীত শাস্ত্রনিচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাসদিগের গুরুপ্রণালী। শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী এই অনুসারে দৃঢ় করিয়া স্বকৃত 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়' গুরুপ্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্যকার শ্রীল বিদ্যাভূষণপাদও সেই প্রণালীকে স্থির রাখিয়াছেন। যাঁহারা এই গুরু প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুচরগণের প্রধান শত্রু, ইহাতে আর সন্দেহ কি?"

শ্রীচৈতন্যদেব মধ্বসম্প্রদায়কে কেন যে স্বীকার করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়েও ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ-রচিত 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা'-গ্রন্থে পাই,—

"নিম্বার্কমতে যে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈতমত, তাহা পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণব-জগৎ সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। শ্রীমধ্বমতে যে সচ্চিদানন্দ নিত্য-বিগ্রহের স্বীকার আছে, তাহাই এই অচিন্ত্যভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত মত-সকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক সমতার অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিক ভেদে সম্প্রদায় ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতাবলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করতঃ শ্রীমধ্বের 'সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ', শ্রীরামানুজের 'শক্তিসিদ্ধান্ত,' শ্রীবিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত, তদীয়-সর্ব্বস্বত্ব' এবং শ্রীনিম্বার্কের 'চিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত'কে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। স্বল্পদিনের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বে একটি

মাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাহার নাম হইবে, 'শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়'। আর সকল সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্মসম্প্রদায়েই পর্য্যবসান লাভ করিবে।"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, তাঁহার শিষ্য শ্রীহৃদয়-চৈতন্য, তাঁহার দীক্ষা-শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দ, ইনি পরবর্ত্তিকালে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর নিকট শিক্ষা-গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ, তাঁহার শিষ্য শ্রীনয়নানন্দ, শ্রীনয়নানন্দের শিষ্য কান্যকুব্জ-বাসী পণ্ডিত শ্রীরাধাদামোদর, শ্রীরাধাদামোদরের শিষ্যই শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ। ইনি পরে বিরক্তবেষ গ্রহণ পূর্ব্বক 'একান্তি গোবিন্দদাস' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং শ্রীধামবৃন্দাবনে শ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রধানশিষ্য শ্রীউদ্ধবদাস বা উদ্ধরদাস। ইনি বৃন্দাবনে সূর্য্যকুণ্ডে ভজনানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন। এই স্থানেই আমাদের পরম পরাৎপর শ্রীগুরুদেব বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ভজন করিতেন। তাঁহা হইতেই ক্রমে শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীগৌরকিশোর ও শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর আমাদের শ্রীগুরু-দেবরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীরসিকানন্দ মুরারির প্রশিষ্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে আচার্য্যভাস্কররূপে উদিত হইয়া শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমদ্ ব্রহ্ম-সূত্রের '**শ্রীগোবিন্দভাষ্য**' নামক ভাষ্য এবং উহার 'সূক্ষ্মা' নাম্নী টীকা রচনা করেন। এই শ্রীগোবিন্দভাষ্য গৌড়ীয়বেদান্ত-ভাষ্যরূপে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীমদ্বলদেব প্রভু আরও অনেক গ্রন্থ, ভাষ্য ও টীকা রচনা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য ভাণ্ডারের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছেন। বারান্তরে তাঁহার জীবন-চরিত ও সেই সকল গ্রন্থের পরিচয় বর্ণিত হইবে।

শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর শ্রীগোবিন্দভাষ্য রচনাসম্বন্ধে দুইটি ইতিবৃত্তের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি এই যে, তিনি যখন শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন তখন একদিন একজন শঙ্কর মতাবলম্বী পণ্ডিতের সহিত তাঁহার বেদান্ত-বিচার উপস্থিত হয়। বিচারে সেই পণ্ডিত পরাস্ত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, কোন্ সম্প্রদায়ের ভাষ্যের অনুগত হইয়া আপনি আমাকে বিচারে পরাজিত করিতেছেন? তদুত্তরে শ্রীবলদেব প্রভু

বলিয়াছিলেন, ইহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায়ের ভাষ্যের অনুগত, তখন সেই শঙ্কর মতাবলম্বী পণ্ডিত সেই ভাষ্য দেখিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তখন শ্রীবৃন্দাবন ধামের অধিষ্ঠাতৃদেবতা শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর স্বপ্নাদেশে কয়েকদিনের মধ্যেই এই ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই ইহার নাম 'শ্রীগোবিন্দভাষ্য' হয়, এইরূপ একটি প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে।

অপর একটি আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়,—শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদ-প্রকটিত শ্রীবিগ্রহ—শ্রীগোবিন্দজীউ এক সময়ে জয়পুরে স্থানান্তরিত হইয়া-ছিলেন এবং তথায় বঙ্গদেশীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দ্বারা পূজিত হইতে থাকেন। জয়পুরের অনতিদূরে গল্তাপর্ব্বতে শ্রীরামানন্দিসম্প্রদায়ের একটি গাদি ছিল। ইহারা শ্রীরামানুজ সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন, অধিকন্তু নির্ব্বিশেষ বিচার-পরায়ণ। সেই রামানন্দিগণ জয়পুরের গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহারাজের কর্ণগোচর করাইলেন যে, গৌড়ীয়গণের যখন নিজস্ব ব্রহ্মসূত্রভাষ্য নাই, তখন তাঁহারা অবৈদিক ও অসাম্প্রদায়িক সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা শ্রীবিগ্রহসেবা হইতে পারে না। এই সময়ের আরও কয়েকটি ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায় যে, কতিপয় লোকের পরামর্শে শ্রীরাধারাণীর শ্রীবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দজীউর নিকট হইতে পৃথগ্ করান হয়, বৈষ্ণব মহারাজ তখন স্বতন্ত্র মন্দিরে শ্রীমতীর পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আরও একটি বিতর্কের বিষয় হইয়াছিল যে, শ্রীগোবিন্দজীউর অর্চ্চনের পূর্ব্বে শ্রীনারায়ণের অর্চ্চন করিতে হইবে ইত্যাদি বহু বিতর্কিত বিষয় যখন আন্দোলন হইতে থাকে, তখন জয়পুরের মহারাজ রামানন্দিসম্প্রদায়ের পণ্ডিত মণ্ডলীকে এক বিচার সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন এবং সেই বিচার-সভায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পক্ষে বিরক্ত-বেষী শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তদানীন্তন গৌড়ীয়বৈষ্ণবশিরোমণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেই বিচার-সভায় উপস্থিত হন এবং তত্রত্য পণ্ডিত মণ্ডলীকে পরাজিত করেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিচারানুসারেই পূর্ব্ববৎ যথারীতি পূজাদি নির্ব্বাহ হইতে থাকে। শ্রীল বলদেব প্রভু যে ভাষ্যের অনুগত হইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেই ভাষ্য দর্শনের জন্য যখন পণ্ডিতমণ্ডলী অনুরোধ করিলেন, তখন শ্রীল বলদেব প্রভু কিছু অবসর লইয়া সাতদিনের মধ্যে

শ্রীগোবিন্দের আদেশে গোবিন্দভাষ্য রচনা করিয়া পণ্ডিতগণের নিকট উপস্থিত করিলে তখন পণ্ডিতগণ পরম-আনন্দসহকারে—**'বিদ্যাভূষণ'** উপাধিতে তাঁহাকে বিভূষিত করেন।

গোবিন্দভাষ্য-রচনা-বিষয়ে আরও একটি আখ্যায়িকা আছে যে, যখন শ্রীবলদেব প্রভু ভাষ্যের জন্য চিন্তিত হইয়া শয়িত থাকেন, তখন শ্রীগোবিন্দ জীউ স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়া ভাষ্য রচনায় আজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "বলদেব! তোমার প্রতি আমার আজ্ঞা, তুমি ভাষ্য রচনায় যত্ন করো, আমি স্বয়ং তোমাকে দিয়া এই ভাষ্য রচনা করাইব এবং এই ভাষ্যের নাম গোবিন্দভাষ্য হইবে, এই ভাষ্যের নিমিত্তই তুমি 'বিদ্যাভূষণ' নামে প্রসিদ্ধ হইবে।"

শ্রীমদ্বলদেব প্রভু এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট বচনে স্বয়ংই লিখিয়াছেন যে,—

"বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্যে তেন যো মামুদারঃ।
শ্রীগোবিন্দঃ স্বপ্ননির্দ্দিষ্টভাষ্যো রাধাবন্ধুর্বন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ॥"

অর্থাৎ যে উদার পুরুষ আমাকে বিদ্যারূপ ভূষণ প্রদান পূর্ব্বক তদ্দ্বারা জগতে বিখ্যাত করিয়াছেন এবং যিনি স্বপ্নে এই ভাষ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই রাধারমণ ত্রিভঙ্গভঙ্গী শ্রীগোবিন্দদেব জয়যুক্ত হউন।

কিছুদিন পরে এই গোবিন্দভাষ্যের একটি সূক্ষ্মা টীকাও তিনি রচনা করেন।

শ্রীগোবিন্দদেবের আদেশে ভাষ্য রচিত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি ভাষ্যের নাম 'গোবিন্দভাষ্য' রাখিলেন। তদবধি গৌড়ীয়গণের ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যখানি শ্রীভাগবতানুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক শ্রীমহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা এই ভাষ্য অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারা নিশ্চয় জানিতে পারেন যে, গৌড়ীয়গণের সিদ্ধান্তই বেদব্যাসাভিপ্রেত বেদান্তের সিদ্ধান্ত। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমহাপ্রভু ও তদনুগ গোস্বামিবৃন্দ ভূমণ্ডলে তারস্বরে প্রচার পূর্ব্বক বেদান্তশাস্ত্রের দ্বারা জনসমাজকে ভক্তিমার্গে প্রবেশ করাইয়া, নিগম-কল্পতরুর গলিত ফল, শ্রীমদ্ভাগবত-রস বা বিমল কৃষ্ণপ্রেমরস আস্বাদন করাইয়া কৃতকৃতার্থ করিতেছেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয়—এইরূপ একটি অমূল্যনিধি আজ লোকলোচনের অগোচর হইতে বসিয়াছে দেখিয়া মাদৃশ হতভাগ্য ব্যক্তি পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ প্রেরণাবশতঃ 'বেদান্তসূত্রম্' গ্রন্থখানি সম্পাদনের আশাবন্ধ পোষণ করিয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থখানি এরূপ দুরূহ যে মাদৃশ অযোগ্যের পক্ষে ইহার অনুধাবন করা অতিশয় অসম্ভব, তথাপি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপা স্মরণ ও প্রার্থনাপূর্ব্বক এই দুরূহকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছি। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করণার্থ একমাত্র পূজনীয় শ্রীমৎ শ্যামলাল গোস্বামী মহোদয়ের সম্পাদিত 'বেদান্তদর্শনম্' গ্রন্থখানিই আমাদের আশ্রয় হইয়াছে। ঐ নামে কয়েকখানি গ্রন্থ পাইলাম তাহাতেও পাঠের তারতম্য দেখিয়া বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পতিত হই, তখন শ্রীভগবদিচ্ছায় শ্রীধামবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত একখানি হিন্দিভাষানুবাদ সহিত 'শ্রীব্রহ্মসূত্রগোবিন্দভাষ্যম্' গ্রন্থ বোলপুর শান্তিনিকেতনের জনৈক অধ্যাপকের নিকট পাইয়া ভাষ্যের পাঠ কিছু কিছু মিলাইতে সমর্থ হইয়াছি কিন্তু শ্রীবলদেব-কৃত সূক্ষ্মা টীকাটী মিলাইবার কোন সুযোগ পাইলাম না। এই টীকাখানি কাহার কৃত, সে-বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আচার্য্যবর্গের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া এবং ভাষ্য ও টীকার রচনাদির সাদৃশ্য দর্শনে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হয় যে, এই টীকাটীও ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুরই রচিত। প্রাচীন বহু গ্রন্থকর্ত্তা, ভাষ্যকার ও টীকাকার স্বকীয় গ্রন্থে, ভাষ্যে ও টীকায় স্বীয় নাম যোজনা করেন নাই। ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর রচিত বহুগ্রন্থ আদৌ মুদ্রিত হইয়াছেন কিনা, সে-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ পায় এবং যাহা প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তাহাও আজ প্রায় লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত। আমরা সম্প্রতি শ্রীগীতার তাঁহার ভাষ্যটীর পুনর্মুদ্রণ সমাপ্ত করিয়া তদ্‌রচিত ভাষ্য ও টীকাসহ বেদান্তসূত্র গ্রন্থখানি প্রকাশের প্রয়াস পাইয়াছি। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়খানি সম্প্রতি প্রকাশিত হইলেন।

এই গ্রন্থে চারিটি অধ্যায় আছে এবং প্রতি অধ্যায় চারিটি পাদ-সমন্বিত। প্রত্যেক পাদে আবার কতিপয় অধিকরণ আছে। প্রত্যেক

অধিকরণে পঞ্চাবয়ব ন্যায় বর্ত্তমান। বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সঙ্গতি ও সিদ্ধান্ত। বিভিন্ন ভাষ্যমতে ইহার ১৬২—২২৩ পর্য্যন্ত অধিকরণ বিভাগ লক্ষিত হয়; এবং সূত্রসংখ্যা—৫২০—৫৬০ পর্য্যন্ত। শ্রীগোবিন্দভাষ্যসম্মত বিচারে প্রথম অধ্যায় ৪টি পাদে ৩৭টি অধিকরণ এবং ১৩৫টি সূত্র, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪ পাদে ৫৪ অধিকরণ ও ১৫৫ সূত্র, তৃতীয় অধ্যায়ে ৪ পাদে ৭১ অধিকরণ ১৯০টি সূত্র এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৪৩ অধিকরণ ও ৭৮টি সূত্র আছে। এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'সম্বন্ধতত্ত্ব'-জ্ঞান, তৃতীয় অধ্যায়ে 'অভিধেয়'—সাধনভক্তি এবং চতুর্থ অধ্যায়ে 'প্রয়োজন—ফল' ভগবৎ-প্রেমার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

আমরা অবতরণিকাভাষ্য, অবতরণিকাভাষ্যানুবাদ, অবতরণিকাভাষ্যের টীকা ও অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ, সূত্র, সূত্রার্থ, মূলভাষ্য, মূল ভাষ্যানুবাদ, মূল ভাষ্যের টীকা ও মূল ভাষ্যের টীকার বঙ্গানুবাদ এবং অবশেষে সিদ্ধান্তকণানাম্নী একটি অনুব্যাখ্যার সহিত গ্রন্থখানি সম্পাদন ও প্রকাশ করিতেছি।

বেদান্তসূত্রের সম্বন্ধতত্ত্বাত্মক—প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে আমরা একাদশটি অধিকরণে একত্রিশটি সূত্র দেখিতে পাই। তন্মধ্যে প্রথম 'জিজ্ঞাসাধিকরণে'—ব্রহ্মই যে জিজ্ঞাস্য, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। দ্বিতীয়—'জন্মাদ্যধিকরণে' জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদির কারণ ব্রহ্মই যে একমাত্র জিজ্ঞাস্য; তাহাই বিচারিত ও নির্ণীত হইয়াছে। তৃতীয়—'শাস্ত্রজ্ঞেয়ত্বাধিকরণে' জগতের জন্মাদির হেতু পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, ইহা শ্রৌতপথে অপৌরুষেয় শাস্ত্রবাক্য দ্বারাই বোধ্য। তর্কের দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না, তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে বেদাদিশাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ; অথবা তিনিই সমস্ত শাস্ত্রের উৎপত্তিস্থল, ইহাই নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্থ—'সমন্বয়াধিকরণে' সমগ্র শাস্ত্রে শ্রীহরিকেই পরব্রহ্মরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীহরিই 'সর্ব্ববেদবেদ্য'। পঞ্চম—'ঈক্ষত্যধিকরণে' ব্রহ্মস্বরূপ বেদদ্বারা জ্ঞেয় হইয়াও স্ব-প্রকাশতা ধর্ম্মবিশিষ্ট এবং তিনি নির্গুণ স্বরূপ। ষষ্ঠ—'আনন্দময়াধিকরণে' ইহাই বর্ণিত হইয়াছে

যে, সেই নির্গুণ বেদবাচ্য শ্রীহরিই পূর্ণ আনন্দময় বিগ্রহ। সপ্তম—'অন্তরধিকরণে' সূর্য্যমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী ও চক্ষুর্মধ্যবর্ত্তী পুরুষ যে পরমাত্মরূপ শ্রীহরি, তাহাই বিচারিত হইয়াছে। অষ্টম—'আকাশাধিকরণে' পাওয়া যায়,—পৃথিব্যাদির আশ্রয়ভূত আকাশ-শব্দে শ্রীহরিই বোধ্য। নবম—'প্রাণাধিকরণে' ছান্দোগ্য-বর্ণিত প্রাণ-শব্দে সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরিকেই বুঝায়, কারণ তিনিই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও লয়ের একমাত্র হেতু। দশম—'জ্যোতিরধিকরণে' বিচারিত হইয়াছে যে, জ্যোতিঃ বলিতে ব্রহ্মই জ্ঞাতব্য, কারণ বিশ্ব তাঁহার একপাদ এবং পরব্যোম ত্রিপাদ বিভূতি বলা হইয়াছে, সুতরাং শ্রীহরিই নিখিল তেজের আধার। একাদশ—'ইন্দ্র-প্রাণাধিকরণে' পাওয়া যায়, প্রাণ-শব্দে পরমেশ্বরই নির্দ্দিষ্ট। প্রাণবায়ু বা জীব হইতে পরমেশ্বর পৃথক্।

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের অধিকরণ-বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। এই দ্বিতীয় পাদে সাতটি অধিকরণে তেত্রিশটি সূত্র নিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথম পাদে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র হেতু পুরুষোত্তম পরব্রহ্মই যে জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ আরাধ্য, তাহা কথিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পাদে অন্যত্র প্রতীত বাক্যসমূহেরও ব্রহ্মে সমন্বয় দেখাইবার জন্য এই প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন।

'সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধাধিকরণে' প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীহরিই বিজ্ঞানময় পরমাত্মা, তাঁহাকেই শ্রুতি মনোময়াদি-শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। মনোময়ত্বাদি গুণ জীবে সম্ভব নহে। পরমাত্মার সহিত জীবের পার্থক্য ও ভেদ এই অধিকরণে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

'অত্রধিকরণে' প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীহরিই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বের সংহারক এবং কালাদিরও ভোক্তা।

'গুহাধিকরণে' পাওয়া যায় যে, পরমাত্মা ও জীব উভয়ই হৃদয় গুহায় অবস্থান করেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, জীব কর্ম্মফল ভোগ করে, আর পরব্রহ্ম শ্রীহরি জীবের কর্ম্মফল-দাতৃরূপে জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করাইয়া সাক্ষিস্বরূপে দর্শন করেন। জীব ও পরমেশ্বর যে পরস্পর ভিন্ন, তাহার আলোচনা এই প্রকরণে পাওয়া যায়।

'অন্তরাধিকরণে' ইহাই বিচারিত হইয়াছে যে, শ্রুতি-বর্ণিত অক্ষিস্থ **পুরুষ** পরমাত্মাই।

'অন্তর্য্যাম্যধিকরণে' শ্রুতিবোধিত পৃথিব্যাদির অন্তর্য্যামী পুরুষ যে পরমাত্মা, তাহাই নির্ণীত হইয়াছে।

'অদৃশ্যত্বাধিকরণে' ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, অদৃশ্যত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট পরমাত্মাই শ্রুতিতে বেদ্য। তিনিই পরা বিদ্যার বিষয়।

'বৈশ্বানরাধিকরণে' ইহাই পাওয়া যায় যে, বৈশ্বানর পরমাত্মাই ধ্যেয়।

এক্ষণে তৃতীয়পাদের অধিকরণ বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে। ইহাতে স্পষ্টভাবে জীব প্রভৃতির প্রতিপাদক কতকগুলি শ্রুতির যে ব্রহ্মেই সমন্বয়, তাহা বিচারিত হইতেছে। এই পাদে একাদশটি অধিকরণ ও তেতাল্লিশটি সূত্র আছে। প্রথমে 'দ্যুভ্বাদ্যধিকরণে' পাওয়া যায়—শ্রীহরিই স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষাদির আশ্রয় এবং তিনিই মুক্তির হেতুস্বরূপ। এই শ্রীহরি মুক্ত পুরুষেরও একমাত্র আশ্রয় সুতরাং ইহা জীব বা প্রকৃতি হইতে পারে না, জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে ভেদের বিষয়ও এই অধিকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়ে 'ভূমাধিকরণে' ইহাই বর্ণিত হইয়াছে যে শ্রীহরিই সর্ব্বাতিশায়ী, তিনিই ভূমা। তিনি বিপুল সুখের আধার ও সর্ব্বোত্তম। প্রাণ-পরিচালক জীব কখনও ভূমা বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না। তৃতীয়ে 'অক্ষরাধিকরণে' নির্ণীত হইয়াছে যে, শ্রুতি-কথিত অক্ষর পুরুষ পরব্রহ্মই; ইহা প্রকৃতি বা জীব নহে কারণ তিনি আকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকে ধারণ করিতেছেন। সেই ধারণকার্য্য আবার তাঁহার আজ্ঞাতেই হয়। চতুর্থে 'ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণে' সেই পুরুষোত্তম শ্রীহরিকেই ধ্যান ও দর্শনের বিষয়রূপে উপদেশ আছে।

পঞ্চমে 'দহরাধিকরণে' অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীবিষ্ণুই হৃৎপুণ্ডরীক-স্থিত দহর-আকাশ, কারণ তিনিই সমস্ত বস্তুর আধার এবং তাঁহাকে জানিলে সমস্ত পাপ নাশ হয় সুতরাং ভূতাকাশ বা জীব দহর-শব্দবাচ্য নহে। ষষ্ঠে 'প্রমিতাধিকরণে' নিরূপিত হইয়াছে যে, শ্রুত্যুক্ত অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষ শ্রীবিষ্ণুই; জীব হইতে পারে না, কারণ তিনি অতীত, ভবিষ্যৎ সমস্ত বস্তুরই নিয়ন্তা, এই নিয়ন্তৃত্বরূপ ঐশ্বর্য্য জীবের থাকিতে পারে না; যেহেতু জীব কর্ম্মাধীন। জীব মুক্তাবস্থায় সাধনাবির্ভাবিত গুণসমূহ পাইয়া ব্রহ্ম-সদৃশ হয় মাত্র। সপ্তমে 'দেবতাধিকরণে' দিব্যদেহধারী দেবগণের পক্ষেও শ্রীহরির উপাসনা স্বীকৃত। স্মরণকারীর ভাবনানুসারে অঙ্গুষ্ঠমাত্র-পুরুষ শ্রীবিষ্ণু ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হন। অষ্টমে 'অপশূদ্রাধিকরণে' কথিত হইয়াছে যে, শূদ্রের বেদাধিকার নাই। বেদপাঠ সংস্কার-সাপেক্ষ। শূদ্রের দ্বিজাতিসংস্কার না থাকায় বেদাধিকার নাই। ইহাও লক্ষণীয় যে, রাজা জানশ্রুতি ক্ষত্রিয় হইলেও তাহাকে শূদ্র সম্বোধন করা হইয়াছে, কারণ যাহারা শোকে কাতর হয়, তাহাদিগকে শূদ্র-নামে অভিহিত করা হয়। নবমে 'কম্পনাধিকরণে' স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বজ্র প্রভৃতি কম্পনকারী দ্রব্যের সহিত সমগ্র জগতের পরিচালন হেতু কঠ-কথিত বজ্র-শব্দে নিয়মনকর্ত্তা শ্রীবিষ্ণুকেই বুঝায়। উহা তাঁহার নাম-বিশেষ। দশমে 'আকাশাধিকরণে' নিরূপিত হইয়াছে যে, ছান্দোগ্য-কথিত আকাশ-শব্দের অর্থ পরমেশ্বরই; কারণ নামরূপ-নির্ব্বাহকত্ব ধর্ম্মটি তাঁহারই, উহা মুক্ত জীবেরও নাই।

একাদশে 'সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যধিকরণে' পাওয়া যায়,—

সুষুপ্তিদশায় ও উৎক্রান্তি-স্থলে জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদ স্পষ্ট উল্লিখিত হওয়ায়, মুক্ত জীব ব্রহ্ম হইতে পারে না।

এক্ষণে চতুর্থপাদের অধিকরণ-বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। এই পাদে আটটি অধিকরণে অষ্টাবিংশ সূত্র আছে। এই পাদে কোন কোন বেদ-শাখায় দৃশ্যমান কপিল-তন্ত্র-সিদ্ধ প্রধান ও পুরুষবোধক শব্দ-সম্বলিত যে সকল বাক্য আছে, তাহাদেরও শ্রীহরিতে সমন্বয় বিচারিত হইয়াছে। প্রথমে 'আনুমানিকাধিকরণে' কঠ-উপনিষদ্-বর্ণিত অব্যক্ত-শব্দ সাংখ্য-কথিত প্রধানকে না বুঝাইয়া রথরূপকে বিন্যস্ত শরীরকেই বুঝায়। কারণরূপী সূক্ষ্ম-শরীরই অব্যক্ত-শব্দের বাচ্য। দ্বিতীয়ে 'চমসাধিকরণে' পাওয়া যায়,—শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি-কথিত অজা-শব্দ স্মৃত্যুক্ত প্রকৃতি নহে, উহা শ্রীহরিরই শক্তির বোধক। তৃতীয়ে 'সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণে' বৃহদারণ্যক-বর্ণিত পঞ্চ-পঞ্চ-শব্দে সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্ত্বকে বুঝায় নাই; উহার

দ্বারা প্রাণাদি প্রসিদ্ধ পঞ্চ-পদার্থকেই বুঝাইয়াছে। চতুর্থে 'কারণ-ত্বাধিকরণে' নির্ণীত হইয়াছে যে, শ্রীহরিই বিশ্বের একমাত্র হেতু। বিভিন্ন শ্রুতিতে আত্মা, অসৎ, আকাশ, প্রাণ, সৎ, প্রধান প্রভৃতিকে সৃষ্টির হেতুরূপে বর্ণন করিলেও শ্রীহরিকেই আত্মা, আকাশাদির কারণরূপে নির্দ্দেশ থাকায় সকল বেদার্থ-বিচারে-পরব্রহ্মেরই সৃষ্টিকর্তৃত্ব নিরূপিত হয়। পঞ্চমে 'জগদ্বাচিত্বাধিকরণে' নির্ণীত হইয়াছে যে, জগদ্রূপ কর্ম্ম কথিত হওয়ায় কৌষিতকী-ব্রাহ্মণে বর্ণিত পুরুষই পরব্রহ্ম শ্রীহরি। তিনি আদিত্যাদিরও কর্ত্তা। ষষ্ঠে 'বাক্যান্বয়াধিকরণে' পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বাপর বাক্যগুলির সমন্বয়হেতু পরমাত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য। বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আত্মা পরব্রহ্মই ; জীব নহে। সপ্তমে 'প্রকৃত্যধিকরণে' স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পুরুষোত্তম শ্রীহরিই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ। অষ্টমে 'সর্ব্বব্যাখ্যানাধিকরণে' ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রুতিতে ব্যবহৃত হর, রুদ্র, শিব, প্রধান ও জীবাদি-শব্দে একমাত্র শ্রীহরিকেই মুখ্যভাবে অভিহিত করা হইয়াছে কারণ সমস্ত নামের মূল-আশ্রয় একমাত্র শ্রীহরি।

প্রতি অধ্যায়ের প্রথমে একটি ভূমিকা প্রদত্ত হইবার আশায়, এখানে উহা আর বিস্তৃত করিলাম না। বেদান্তের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে সম্বন্ধাত্মক-তত্ত্বের উপদেশ নিহিত আছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়টি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় কোন প্রকারে সমাপ্ত হইল।

এক্ষণে পাঠকবর্গের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, এইরূপ একটি দুরূহ গ্রন্থের সম্পাদনা আমার বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ, দৈহিক শক্তি, সকল দিক্ দিয়াই সামর্থ্যের অতীত। তথাপি একমাত্র শ্রীগুরুবর্গের প্রেরণায় ও করুণায় অগ্রসর হইয়াছি মাত্র। গ্রন্থের পাঠ মিলাইবার জন্যও উপযুক্ত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অধিকন্তু সংস্কৃত-ভাষাজ্ঞানের অপ্রাচুর্য্য-হেতু এবং প্রুফ সংশোধনাদি-কার্য্যে দক্ষতার অভাবে অনবধানবশতঃ গ্রন্থে অনেক ভুল, প্রমাদ অনিবার্য্যরূপে থাকিয়া গেল। তজ্জন্য সুধী ও ভক্ত পাঠকগণের প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাঁহারা আমার সকল দোষ, ত্রুটী ক্ষমাপন পূর্ব্বক নিজগুণে ভুল, ভ্রান্তি সংশোধন করতঃ গ্রন্থের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলে আমি বিশেষ কৃতার্থ হইব।

যে সকল ভুল এক্ষণে লক্ষ্য হইতেছে, তজ্জন্য একটি ভ্রম-সংশোধন পত্র যোজনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি, তবে স্বল্পকালের মধ্যে সকল ভুল সংশোধিত হইবে বলিয়া মনে হয় না কারণ গ্রন্থটি অল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হইতেছেন।

একটি অধিকরণ-সূচী ও একটি সূত্র-সূচিপত্রও সংযোজন করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছি। অলমিতি বিস্তারেণ।

উপসংহারে অধমের কাতরোক্তি—

মুঞি অতি অভাজন, গুরুদেব-অদর্শন,
কাহারে কহি' হৃদয়ের কথা।
যাঁহারই প্রেরণা-বলে, গোবিন্দভাষ্য-ব্যাখ্যামূলে,
'সিদ্ধান্তকণা' বিরচিল হেথা॥
বৈষ্ণবগণ কৃপা করি', লহেন যদি করে ধরি',
ধন্য হই মুঞি অভাগিয়া।
সম্প্রদায়ের সেবা-বুদ্ধি, করুক্ মোর চিত্তশুদ্ধি,
'ভাষ্য' মানি তত্ত্ব-বিচারিয়া॥

শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহতিথি
১৫ বামন, শ্রীগৌরাব্দ ৪৮২
১১ই আষাঢ়, ১৩৭৫ সাল

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণরেণু-
সেবাপ্রার্থী—
শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী
(গ্রন্থ-সম্পাদক)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কৃতজ্ঞতাপত্র

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের পরম প্রিয়তমমূর্ত্তি মদীয় শিক্ষাগুরুদেব শ্রীচৈতন্যমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য পরিব্রাজকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ** মাদৃশ অযোগ্য দাসাধমের এই '**বেদান্ত-সূত্র**' গ্রন্থখানির সম্পাদনার সঙ্কল্পের কথা শ্রবণমাত্রই আনন্দসহকারে প্রকাশ করিলেন যে, এই কার্য্যের দ্বারা পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোভীষ্ট পূরণ হইবে। তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত এই বাক্য শ্রবণে আমি যে কিরূপ প্রোৎসাহিত ও বল-প্রাপ্ত হইলাম তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত। সেই সঙ্গে প্রভুবর আমাকে একটি আদেশ করিলেন যে, বেদান্তের অকৃত্রিম-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত, ইহা গৌড়ীয়গণের স্থির সিদ্ধান্ত; সুতরাং বেদান্তের প্রতিসূত্রে যদি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ-সহ গ্রন্থটি প্রকাশিত হন, তাহা হইলে বিশেষ আনন্দের বিষয় হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নমূর্ত্তিতে প্রভুবরের এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তদাদেশ পালনে যত্নবান্ হইয়াছি; জানিনা, সেই প্রভুবর তথা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্যান্য প্রিয়জনগণ মাদৃশ অধমের সেই প্রচেষ্টায় কতটা আনন্দবোধ করিতে পারিবেন।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অপার করুণায় সম্প্রতি গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায় প্রকাশিত হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীকরকমলে সমর্পণের সৌভাগ্য বরণ করিতে পারিয়া পরমপূজ্যপাদ শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের রাতুলচরণে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহাদের করুণায় যেন অবশিষ্টাংশের সম্পাদনা সমাপ্ত করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এবং শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও তাঁহাদের মনোভীষ্ট পূরণের সৌভাগ্য বরণ করিয়া ধন্য হইতে পারি।

এতৎপ্রসঙ্গে জ্ঞাপন করিতেছি যে, মদীয় যে সকল পূজনীয় শুভানুধ্যায়ী গুরুভ্রাতা আমাকে এই গ্রন্থসম্পাদন-বিষয়ে 'বাক্যের দ্বারাও' প্রোৎসাহিত করিয়া বল ও শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন, সেই সকল পূজনীয় বৈষ্ণববর্গের শ্রীচরণে চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম।

মদীয় অন্যতম পূজনীয় সতীর্থ ঝাড়গ্রামস্থ শ্রীগৌর সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ভূদেব শ্রৌতিগোস্বামী মহারাজ, এই গ্রন্থ প্রকাশের বিষয় প্রেসের স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে অবগত হইয়া পরমানন্দিত হন এবং এই কার্য্যের দ্বারা পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট পূরণ হইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া, এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া দেখিয়া দিয়া, আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি এই বৃদ্ধ বয়সে আমার প্রতি কৃপালু হইয়া যে ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্যও আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণকালে ও মুদ্রণকালে পরলোকগত মাননীয় শ্রীমৎ শ্যামলালগোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতি মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'বেদান্তদর্শন' গ্রন্থ কয়েকখানি বিশেষ প্রয়োজন হয়, তখন মদীয় সতীর্থগণের মধ্যে শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবারিধি পুরী মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণবগণ নিজ নিজ সেই গ্রন্থ প্রদান করিয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত ও বাধিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

আরও জানাইতেছি যে, মদীয় অন্যতম সতীর্থ শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের চেষ্টায় বোলপুর শান্তিনিকেতনের জনৈক অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট হইতে 'হিন্দিভাষানুবাদ সহিত শ্রীব্রহ্মসূত্র গোবিন্দভাষ্যম্' গ্রন্থখানি পাইয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম।

এতদ্ব্যতীত আমাদের স্নেহভাজন খিদিরপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিপ্রদীপ এম্, এস্, সি, (শ্রীআসনের সহকারী সম্পাদক) মহাশয়ও তাঁহার গ্রন্থখানি আমাকে প্রদান করায় বিশেষ উপকৃত হইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহার নিত্যমঙ্গল কামনা করি।

বর্ত্তমান সম্পাদিত 'বেদান্তসূত্রম্' গ্রন্থখানির শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত ভাষ্য ও টীকার আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ-কার্য্যে মাননীয় পণ্ডিত-শিরোমণি সংস্কৃত কলেজের মহাচার্য্য শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, (কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তর্ক-স্মৃতিতীর্থ ও বেদান্তাদি-ষড়্দর্শনাচার্য্য) বেদান্ত-রত্ন, ভক্তিভূষণ মহাশয় অশীতিপর বৃদ্ধ বয়সে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম

স্বীকার করিয়াছেন, তদনুরূপ তাঁহার সেবা আমি করিতে পারি নাই, তজ্জন্য এবং তাঁহার বিদ্যাবত্তা, নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ও সৌজন্যাদি বহুগুণ দর্শন করিয়া আমি বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি, আমার প্রতি তাঁহার স্বভাবসুলভ বাৎসল্য এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ আমার নিকট বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছে। আমি তাঁহার ব্যবহার ও কার্য্যের জন্য চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

এই গ্রন্থের মুদ্রণব্যাপারে আমাদের পরমস্নেহাস্পদ **'রূপ লেখা প্রেসের'** **সত্বাধিকারী** শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ নন্দী মহাশয় যেরূপ সেবাবুদ্ধি লইয়া **অক্লান্ত** পরিশ্রম-সহকারে এই গ্রন্থখানি মুদ্রণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম, যে শ্রীগোবিন্দদেবের কৃপায় শ্রীমদ্বল-দেব প্রভু এই গোবিন্দভাষ্য রচনা করিয়াছেন, সেই শ্রীগোবিন্দ দেব নন্দী মহাশয়ের আন্তরিক সেবাচেষ্টায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহার নিত্য মঙ্গল বিধান করুন এবং আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুবর্গের মনোভীষ্ট-কার্য্যে তিনি যে সেবা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে তাঁহারাও আশীর্ব্বাদ করুন, ইহা আমার কামনা।

সর্ব্বশেষ আমি আমাদের স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ তমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তি-সর্ব্বস্ব, এই গ্রন্থ-প্রকাশকালে প্রেসে যাতায়াত ও নানাবিধ সেবাকার্য্য করায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হউক, ইহাই কামনা করি। ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

আমাদের অত্যন্ত আনন্দের ও সৌভাগ্যের বিষয় যে, বহুদিনের বহু-জনের আকাঙ্ক্ষিত শ্রীশ্রীব্যাসরচিত বেদান্তসূত্র গ্রন্থখানি শ্রীশ্রীমৎ বলদেব বিদ্যা-ভূষণ প্রভু-প্রণীত **শ্রীগোবিন্দভাষ্য ও সূক্ষ্মা টীকাসহ** বঙ্গানুবাদ সহকারে সম্পাদন করিবার সংকল্প গ্রহণপূর্ব্বক আমাদের শ্রীআসন ও মিশনের বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্য মদীয় শিক্ষাগুরুদেব পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমৎ ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ সম্প্রতি প্রথম অধ্যায়খানি সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি যে **সিদ্ধান্তকণা**-নাম্নী একটি অনুব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে বেদান্তের দুরূহ বিষয়গুলি অত্যন্ত সরলভাষায় পরিস্ফুট করিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। পাঠকবর্গ পাঠ করিলেই অনুধাবন করিতে পারিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া গৌড়ীয়গণ জানেন, তথাপি শ্রীমৎ বিদ্যাভূষণ প্রভু-বিরচিত শ্রীগোবিন্দভাষ্য ও সূক্ষ্মা টীকাটিও গৌড়ীয় জগতের একটি অমূল্য সম্পদ্। গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমৎবলদেব প্রভুর শ্রীগোবিন্দভাষ্যসমন্বিত বেদান্তসূত্র গ্রন্থখানি আত্মপ্রকাশ পাইলে সুধী সমাজের নিকট ইহা পরমাদৃত হইবেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

আজ যদি আমাদের শ্রীআসনের প্রতিষ্ঠাতা ও শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ প্রকট থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি যে শ্রীআসনের প্রকাশিত গ্রন্থসম্পদ্ দর্শন করিয়া কত আনন্দবোধ করিতেন, তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত। যাহা হউক, তাঁহার অভিন্ন মূর্ত্তিতে শ্রীআসনের বর্ত্তমান আচার্য্যদেব দুর্ল্লভ গ্রন্থরাজি-সম্পাদনে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাহা অন্তরাল হইতে দর্শন করিয়াই পরমারাধ্যতম পরমগুরুদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তদীয় প্রিয়জন মদীয় শ্রীগুরুদেব পরমানন্দিত হইবেন।—ইহাই আমার বিশ্বাস।

আমি সকল সম্প্রদায়ের সজ্জন, শ্রদ্ধালু, সুধী পাঠকবর্গের নিকট করযোড়ে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা যেন এই গ্রন্থখানি একবার অধ্যয়নের সুযোগ গ্রহণ করেন। ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

নমো ওঁ গুরুদেবায় ধীমতে সৌম্যমূর্ত্তয়ে।
ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী প্রভবে শ্রীমহাত্মনে ॥
বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচারিণে সতে।
সাত্বতশাস্ত্রসদ্ব্যাখ্যা নিপুনায় মহামতে ॥
ব্রহ্মসূত্র-শ্রুতি-স্মৃতৌ গৌড়ীয় ভাষ্যকারিণে।
শাস্ত্রযুক্ত্যা ততস্তত্র বিপ্রতিপত্তিনাশিণে ॥
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়াধীশ সেবা প্রকাশিনে।
বৈষ্ণবাচার্য্যদেবায় নিত্যকল্যাণ-দায়িনে ॥

মদীয় পরমারাধ্যতম পরম কারুণিক শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও তদীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও পরাৎপরগুরুদেব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোভীষ্ট পূরণার্থে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগোবিন্দভাষ্যের অনুসরণে 'সিদ্ধান্তকণা' নাম্নী স্বীয় অনুব্যাখ্যা-সহ বঙ্গভাষায় বেদান্তসূত্রম্' সম্পাদনা ও ৪৮২ গৌরাব্দীয় শ্রীকৃষ্ণজন্ম বাসরে প্রকাশনা করতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং পরমাত্ম তত্ত্বানুশীলন অভিলাষী সকল সুধীজনের অশেষ উপকার ও আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত বাদরায়ণ সূত্র বা বেদান্তসূত্র ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণায়ক পরম প্রামাণিক গ্রন্থ। বেদের চরম ও পরম সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে নিবদ্ধ। শ্রীগুরুদেব তৎকৃত অনুব্যাখ্যায় বেদান্তের দুরূহ বিষয়গুলি যে অত্যন্ত সরল ভাষায় পরিস্ফুট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা সুধীগণ গ্রন্থ পাঠ মাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন। বেদান্তের পঠন-পাঠন ও প্রচার গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের যেমন হৃদগত অভিলাষ, সেইরূপ এই গ্রন্থ অনুশীলন করিয়া ভাগ্যবান মানবগণ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমসেবাময় জীবনকে বরণ করুন—ইহাও তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা। শ্রীগুরু বৈষ্ণব ভগবানের অপার করুণায় এই 'বেদান্তসূত্রম' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলেন।

কল্যানী নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায় ও তদীয় সহধর্ম্মিনী শ্রীযুক্তা বিজয়া দেবী শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউর অনুপ্রেরণায় চারি খণ্ডে সমাপ্য সুবিশাল 'বেদান্তসূত্রম' গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ সেবায় অর্থানুকূল্য নির্ব্বাহ করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের অশেষ অনুগ্রহ ভাজন হইয়াছেন। সাত্বতশাস্ত্রের প্রকাশনা ও প্রচার শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট সেবা। আমরা শ্রীযুক্ত প্রদীপবাবু ও তাঁহার পরিজনবর্গের নিত্যমঙ্গলহেতু শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের চরণাম্বুজে আর্ত্তি-প্রার্থনা জ্ঞাপন করি।

গ্রন্থরাজের পুনর্মুদ্রণে দি রেডিয়েন্ট প্রসেস্ প্রাইভেট্ লিমিটেডের সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নীরদ বরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, যে সহায়তা করিতেছেন তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই গ্রন্থ প্রকাশনায় সহায়করূপে তিনি ও তাঁহার মুদ্রণালয়ের সংশ্লিস্ট কর্ম্মীগণ শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউর যে সেবা করিতেছেন তাহাতে শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউ যে তাঁহাদের সকলেরই নিত্যমঙ্গল বিধান করিবেন ইহা নিশ্চিত।

প্রথম সংস্করণে মুদ্রণ-জনিত ভ্রম প্রমাদের সংশোধন নিমিত্ত মদীয় শ্রীগুরুদেব গ্রন্থমধ্যে যে ভ্রম-সংশোধন-পত্র সংযোজন করিয়াছিলেন তাহা অবলম্বনে বর্ত্তমান দ্বিতীয় সংস্করণে মুদ্রণ-প্রমাদ পরিহার চেষ্টা হইয়াছে। তথাপি অনবধানে গ্রন্থমধ্যে যদি কোন ভ্রম পরিদৃষ্ট হয় তাহা পাঠকগণ নিজগুণে ক্ষমা করতঃ সূত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিলে আমরা কৃতার্থ হইব।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবদাসানুদাস
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রী ভক্তিরঞ্জন সাগর

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-পূর্ণিমা তিথি,
৩০ ত্রিবিক্রম, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ,
১২ আষাঢ়, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ।

সম্বন্ধতত্ত্বাত্মক

প্রথম অধ্যায়ের অধিকরণ-সূচী

প্রথম অধ্যায়ের সূত্র-সূচী

(অক্ষরাদিক্রমে প্রদত্ত)

১ম অধ্যায়ের ১ম পাদ হইতে ৪র্থ পাদ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বেদান্তসূত্রম

(শ্রীশ্রীমদ্ভগবদবতার মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাসেন বিরচিতম্)

গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত সটীক শ্রীগোবিন্দভাষ্য-সমেতম্

মঙ্গলাচরণম্

শ্রীকৃষ্ণো জয়তি।

গোবিন্দভাষ্য—(মূল) সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম শিবাদিস্তুতং ভজদ্রূপম্।
গোবিন্দং তমচিন্ত্যং হেতুমদোষং নমস্যামঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—গ্রন্থারম্ভে পরমভাগবতাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থ-পরিসমাপ্তির জন্য ইষ্টদেবতার প্রণামস্বরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। আমি সেই নির্দ্দোষ অচিন্তনীয়স্বরূপ ভগবান্ (অপ্রাকৃত গুণৈশ্বর্য্যশালী) শ্রীগোবিন্দকে প্রণাম করিতেছি। যিনি সত্য অর্থাৎ বেদাদি-প্রতিপন্ন সৎস্বরূপ, স্ব-প্রকাশ, অনন্ত ও বিভু। শিবাদিদেবতা কর্ত্তৃক যিনি স্তুতিদ্বারা সেবিত, ভক্তের আরাধ্য রূপ, পরব্রহ্ম—জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয়ের কর্ত্তা, অথচ নির্ব্বিকার ও মায়াতীত পুরুষ।

মঙ্গলাচরণম্

সূক্ষ্মা-টীকা—ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে গোবিন্দায় ॥

যড়্‌গুণৈশ্বর্য্যশালী অশেষ মহিমান্বিত গোবিন্দ অর্থাৎ যিনি বেদবাক্যকে প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, সেই শ্রীবিগ্রহ, তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি।

বেদান্তথাস্মৃতিগিরো যমচিন্ত্যশক্তিং, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারণমামনন্তি।
তং শ্যামসুন্দরমবিক্রিয়মাত্মমূর্ত্তিং, সর্ব্বেশ্বরং প্রণতিমাত্রবশং ভজামঃ॥

অনুবাদ—'বেদান্তথা' ইত্যাদি শ্রুতিশাস্ত্রসমূহ ও ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি যাঁহাকে অচিন্তনীয় শক্তিময়, বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কারণ বলিয়া ঘোষণা করেন, আমি সেই নির্ব্বিকার কূটস্থ পরমাত্মা সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা এবং যিনি প্রণামমাত্রে ভক্তের অধীন, সেই শ্যামসুন্দরকে ভজনা করিতেছি।

গজপতিরনুকম্পাসম্পদা যস্য সদ্যঃ, সমজনি নিরবদ্যঃ সান্দ্রমানন্দমৃচ্ছন্।
নিবসতু মম তস্মিন্ কৃষ্ণচৈতন্যরূপে, মতিরতিমধুরিম্না দীপ্যমানে মুরারৌ॥

অনুবাদ—'গজপতিরনুকম্পা'—ইত্যাদি—যাঁহার কৃপাবশে গজেন্দ্র অথবা গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র সদ্য নিবিড় আনন্দ লাভ করিয়া নিরবদ্যরূপ লাভ করিয়াছিলেন; সেই মুরারি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপ শ্রীহরি, যিনি অতিশয় মাধুর্য্যরসে দেদীপ্যমান, তাঁহাতে আমার মতি বিরাজ করুক।

দেবাভ্যর্থনমন্দরেণ মথিতাদ্ভক্তীন্দিরাভূদ্ যতঃ, শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যনির্জরতরুঃ সৎসূত্ররত্নোৎকরঃ।
দীব্যদ্গীতিসুধাংশুকামৃতরুচির্জ্জানঞ্চ ধন্বন্তরিঃ, স শ্রীব্যাসমহাম্বুধির্বিজয়তে প্রীত্যৈ সমন্তাৎ সতাম্॥

অনুবাদ—'দেবাভ্যর্থনমন্দরেণ' দেবতাদিগের প্রার্থনারূপ মন্দর পর্ব্বতদ্বারা মথিত যে ক্ষীরসমুদ্র হইতে ভক্তিরূপিণী শ্রীলক্ষ্মীদেবী আবির্ভূত হইয়াছিলেন; অর্থাৎ যেমন মন্থনের পর ক্ষীরসাগর হইতে লক্ষ্মীদেবী উঠিয়াছিলেন, সেইরূপ দেবতাদের প্রার্থনায় যে মহামুনি হইতে ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে এবং

দেবতরু কল্পবৃক্ষের মত শ্রীমদ্‌ভাগবত নামক মহাগ্রন্থ যাঁহা হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন; যেমন ক্ষীরসাগর কৌস্তুভ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট রত্নের আকর, তদ্রূপ যাহা উত্তম প্রবচন সমুদয়ের নিধি। সমুদ্র-মধ্যে বিরাজমান অমৃতদীধিতিচন্দ্রের মত অমৃতময়ী দিব্যগীতি যাঁহা হইতে প্রকাশ পাইয়া পাঠকবর্গের কর্ণে অমৃতনিস্যন্দ বর্ষণ করিতেছেন এবং বৈদ্যরাজ ধন্বন্তরির মত যিনি জ্ঞানের ভাণ্ডার, সেই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসরূপী মহাসাগর সজ্জনগণের সর্ব্বতোভাবে প্রীতিসাধনার্থ বিজয়ী (অর্থাৎ জয় লাভ করিতেছেন), আমি তাঁহাকে প্রণাম করি।

গোবিন্দাভিধমিন্দিরাশ্রিতপদং হস্তস্থরত্নাদিবৎ, তত্ত্বং তত্ত্ববিদুত্তমৌ ক্ষিতিতলে যৌ দর্শয়াঞ্চক্রতুঃ।
মায়াবাদমহান্ধকারপটলীসৎপুষ্পবন্তৌ সদা, তৌ শ্রীরূপসনাতনৌ বিরচিতাশ্চর্য্যৌ সুবর্য্যৌ স্তমঃ॥

অনুবাদ—শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী কর্ত্তৃক সংসেবিত-চরণ গোবিন্দতত্ত্ব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপকে যাঁহারা হস্তস্থিত রত্নাদির মত এই পৃথিবীতে লোকের দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন এবং স্থিরপ্রকাশ চন্দ্রসূর্য্যের মত যাঁহারা মায়াবাদরূপ অন্ধকারের তিরোধায়ক, সেই তত্ত্ববিৎ-প্রধান শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন নামক দুই আশ্চর্য্যকারী সুশ্রেষ্ঠ পুরুষকে স্তব করিতেছি।

যঃ সাঙ্খ্যপঙ্কেন কুতর্কপাংশুনা, বিবর্ত্তগর্ত্তেন চ লুপ্তদীধিতিম্।
শুদ্ধং ব্যধাদ্বাক্সুধয়া মহেশ্বরং, কৃষ্ণং স জীবঃ প্রভুরস্তু নো গতিঃ॥

অনুবাদ—'যঃ সাংখ্যপঙ্কেন'...অতঃপর প্রভু শ্রীজীব গোস্বামীর প্রণাম কথিত হইতেছে। যিনি সাংখ্যবাদরূপ পঙ্কের দ্বারা, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদিগের কুতর্ক ধূলিদ্বারা এবং কেবলাদ্বৈতবাদী শঙ্করের বিবর্ত্তবাদরূপ গর্ত্তে পতিত হওয়ায় লুপ্ত-কিরণ, সেই মায়াতীত মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণসূর্য্যকে বাক্যরূপ সুধাদ্বারা শুদ্ধরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ আমাদিগের একমাত্র গতি হউন।

যস্য শ্রীমন্নামপীযূষবর্ষৈরাসীদ্বিশ্বং ধৃতপাপং কিলৈতৎ।
স্বাবির্ভাবোল্লাসিতানন্দসিন্ধুর্জীয়াৎ স শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বন্দনা করা হইতেছে—যাঁহার শ্রীহরিনামামৃত বর্ষণ-দ্বারা এই পাপপূর্ণ বিশ্ব নিষ্পাপ হইয়াছে, ও নিজের আবির্ভাবের দ্বারা আনন্দসাগর উথলিয়া উঠিতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন।

ভক্ত্যাভাসেনাপি তোষং দধানে ধর্ম্মাধ্যক্ষে বিশ্বনিস্তারিনাম্নি।
নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যরূপে তত্ত্বে তস্মিন্ নিত্যমাস্তাং রতির্নঃ॥

অনুবাদ—শ্রীনিত্যানন্দাদির বন্দনা—যিনি ভক্তির আভাসমাত্রেই আনন্দসাগরে মগ্ন, যাঁহার নাম- বিশ্ব-নিস্তারক, যিনি ধর্ম্মাধ্যক্ষ, সেই শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীচৈতন্যস্বরূপের তত্ত্বে আমাদিগের রতি নিত্য বিরাজ করুক।

সান্দ্রানন্দস্যন্দিগোবিন্দভাষ্যং জীয়াদেতৎ সিন্ধুগাম্ভীর্য্যজাতম্।
যস্মিন্ সদ্যঃ সংস্তুতে মানবানাং মোহচ্ছেদী জায়তে তত্ত্ববোধঃ॥

অনুবাদ—গোবিন্দভাষ্যের প্রশংসা—এই গোবিন্দভাষ্য পাঠকের চিত্তে অবিমিশ্র আনন্দ-ক্ষরণকারী, সমুদ্রের মত অগাধ গাম্ভীর্য্যসম্পন্ন। যাহার সহিত পরিচয় হইলে তৎক্ষণাৎ মানবগণের মোহ-বিধ্বংসী তত্ত্বজ্ঞান উদিত হয়; সেই গোবিন্দভাষ্য জয়যুক্ত হউন।

আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥

অনুবাদ—আনন্দতীর্থ-নামক গুরু-প্রণাম—যিনি সুখময়ধামস্বরূপ, সেই আনন্দতীর্থ-নামক সন্ন্যাসী জয়যুক্ত হউন; পণ্ডিতগণ যাঁহাকে সংসাররূপ সাগরের তরণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভবতি বিচিন্ত্যা বিদুষা নিরবকরা গুরুপরম্পরা নিত্যম্।
একান্তিত্বং সিধ্যতি যয়োদয়তি যেন হরিতোষঃ॥

অনুবাদ—গুরুপরম্পরার প্রশংসা—বিক্ষেপ-শূন্য গুরুপরম্পরা-(পর পর গুরুবর্গ যাঁহাদের মধ্যে কোন অশুদ্ধি-সংস্পর্শ নাই) বিষয়ে বিদ্বদ্‌গণের নিত্য বিচার করা উচিত। যাঁহাদের চরিত্র আলোচনা করিলে ঐকান্তিক ভক্তির উদয় হয় এবং শ্রীহরির প্রীতি সঞ্জাত হইয়া থাকে।

তথাচোক্তম্,—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥ ইতি॥
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥

অনুবাদ—এ-বিষয়ে প্রমাণরূপে কথিত আছে—সৎ-সম্প্রদায়-বহির্ভূত-গুরুস্থানে গৃহীত মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না। অতএব কলিতে চারিটি সৎ-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইবেন। যথা—শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনক, ইঁহারা পৃথিবীর উদ্ধারক বৈষ্ণবসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক। এই চারিটি কলিতে উৎকলদেশে শ্রীপুরুষোত্তম হইতে আবির্ভূত হইবেন। তন্মধ্যে শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীরামানুজকে অভিব্যক্ত করিলেন। (যাঁহা হইতে শ্রীসম্প্রদায় প্রকাশ পাইলেন)। শ্রীব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যকে, (ব্রহ্মসম্প্রদায় যাঁহা হইতে প্রকাশিত), ভগবান্ রুদ্র শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে, (যাঁহা হইতে রুদ্রসম্প্রদায় প্রচারিত), এবং চারিটি সন অর্থাৎ সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার শ্রীনিম্বাদিত্যকে প্রকাশ করিলেন, (যাঁহা হইতে সনকসম্প্রদায় প্রকাশ পাইলেন)।

তত্র স্বগুরুপরম্পরা যথা,—

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্মদেবর্ষিবাদরায়ণসংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্॥
পুরুষোত্তমব্রহ্মণ্যব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ জগদ্‌গুরূন্।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ॥

অনুবাদ—আচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর স্ব-গুরুপরম্পরা যথা—শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, নারদ, বাদরায়ণ (বেদব্যাস), শ্রীমধ্ব, শ্রীপদ্মনাভ, শ্রীনৃহরি, মাধব, অক্ষোভ্য, জয়তীর্থ, শ্রীজ্ঞানসিন্ধু, দয়ানিধি, শ্রীবিদ্যানিধি, রাজেন্দ্র ও জয়ধর্ম্ম ইঁহাদিগকে এবং পুরুষোত্তম, ব্রহ্মণ্য ও ব্যাসতীর্থকে যথাক্রমে আমি স্তব করিতেছি। তাহার পর লক্ষ্মীপতি ও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি। শ্রীঈশ্বরপুরী ও শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ ইঁহারা মাধবেন্দ্রের শিষ্য, জগতের গুরু, পূজনীয়; ইঁহাদিগকে এবং ঈশ্বর-শিষ্য ভগবদবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু—যিনি জীবকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দিয়া জগৎকে উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহাকেও ভজনা করিতেছি।

ভাষ্যমেতদ্বিরচিতং বলদেবেন ধীমতা।
শ্রীগোবিন্দনিদেশেন গোবিন্দাখ্যামগাত্ততঃ ॥
অধীত্য সর্ব্বান্ বেদান্তান্ গুরোর্লক্ষ্মীধরপ্রিয়ান্।
দৃষ্ট্বা সাঙ্খ্যাদিশাস্ত্রাণি ভাষ্যং পাঠ্যমিদং বুধৈঃ ॥

অনুবাদ—ধী-সম্মতানুসারে বলদেব (বিদ্যাভূষণ) ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবের আদেশে এই ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, এজন্য ইহার নাম **'গোবিন্দভাষ্য'** হইয়াছে। লক্ষ্মীধর-প্রিয় বেদান্ত-শাস্ত্রগুলি গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া এবং সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রসমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ এই ভাষ্য পাঠ করিবেন।

কৃতস্নানাদিরাসীনো গুরুঃ শিষ্যশ্চ ধীরধীঃ।
পাঠয়েচ্ছৃণুয়াদ্ভাষ্যং শান্তিপূর্ব্বোত্তরং দ্বিজঃ ॥
আলস্যাদপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ পুংসাং যদ্গ্রন্থবিস্তরে।
গোবিন্দভাষ্যে সঙ্ক্ষিপ্তা টিপ্পনী ক্রিয়তেঽত্র তৎ ॥

অনুবাদ—পাঠবিধিক্রম—স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শ্রীগুরু ও শিষ্য উভয়েই ধীরচিত্তে আসীন হইবেন; পরে শ্রীগুরুদেব আদি ও অন্তে শান্তিসূক্ত পাঠপূর্ব্বক ভাষ্যের অধ্যাপনা করিবেন এবং দ্বিজ শিষ্যও পাঠের পর তদনুযায়ী ভাষ্য শ্রবণ করিবেন। গ্রন্থের বিস্তার হইলে অধ্যয়ন করিতে আলস্য হওয়া স্বাভাবিক এবং তজ্জন্য পাঠে অমনোযোগ আসিতে পারে, এজন্য এই গোবিন্দ-ভাষ্যের আমি সংক্ষিপ্ত টীকা করিতেছি।

ভাষ্যং যস্য নিদেশাদ্রচিতং বিদ্যাভূষণেনেদম্;
গোবিন্দঃ স পরমাত্মা মমাপি সূক্ষ্মং করোত্বস্মিন্ ॥
আম্নায়মূর্দ্ধরসিকাঃ কৃষ্ণপাদাম্ভোরুহাসক্তাঃ।
সন্তঃ করুণাবন্তো ময়ি প্রসাদং বিতন্বতামনিশম্ ॥

অনুবাদ—(শ্রীমদ্) বিদ্যাভূষণ যাঁহার আদেশানুসারে এই ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, সেই পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দ আমার এই টীকাতেও সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা দিন। যাঁহারা বেদের মস্তকস্বরূপ-বেদান্তরসে রসিক এবং যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আসক্ত, সেই দয়ালু সাধুগণ আমার উপর নিরন্তর অনুগ্রহ বিস্তার করুন।

সূক্ষ্মা-টীকা

অথ সর্ব্ববেদেতিহাসাদিমহার্ণবমন্থনোত্থিতমীমাংসাপরনামধেয়ব্রহ্মসূত্রাণি বেদ-ব্যাসসমাধিলব্ধতদকৃত্রিমভাষ্যভূতসর্ব্ববেদান্তসার-শ্রীমদ্ভাগবতানুগ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-হরিস্বীকৃতমধ্বমুনিমতানুসারতঃ ব্যাচিখ্যাসুর্ভাষ্যকারঃ শ্রীগোবিন্দৈকান্তী বিদ্যা-ভূষণাপরনামা বলদেবঃ নির্ব্বিঘ্নায়ৈ তৎপূর্ত্তয়ে শিষ্টাচারপরিপ্রাপ্তশাস্ত্রপ্রতি-পাদ্যেষ্টদেবতানমস্কাররূপং মঙ্গলমাচরতি ॥

সত্যমিতি ॥ তং সর্ব্বেশ্বরং নমস্যামঃ, বয়মিতি স্বসতীর্থশিষ্যাত্মভি-প্রায়েণ বহুবচনম্। তেন কেবলাদ্বৈতবাদৈকজীববাদৌ চ নিরস্তৌ। তং বিশিনষ্টি, সত্যমিত্যাদিনা। সত্যং প্রামাণিকং শ্রুত্যাদিপ্রতিপন্ন-মিতি জলাকাশাদিতঃ, জ্ঞানং স্বপ্রকাশমিতি প্রকৃত্যাদিতঃ, অনন্তং বিভূমিতি জীবেভ্যশ্চ ব্যাবৃত্তিঃ। সেব্যত্বং ব্যঞ্জয়ন্ বিশিনষ্টি, ব্রহ্মেত্যা-দিনা। ব্রহ্মসত্যত্বাদিভিঃ সার্ব্বজ্ঞ্যসার্ব্বৈশ্বর্য্যানন্দসৌন্দর্য্যসৌহার্দ্দাদিভিশ্চ বৃহদ্ভি-র্গুণৈর্বিশিষ্টং, অতএব শিবাদিভির্দেবমুখ্যৈস্তুতং সুখাপোপশ্লোকিতম্। ভজদ্রূপং ভজন্তো ভক্তা নিত্যমুক্তাদয়ো রূপাণি মূর্ত্তয়ো যস্যেতি তন্নিত্যসাহিত্যদ্যোতনা-দ্বিচিত্রানন্তলীলমিত্যর্থঃ। ভজতাং রূপাণি যস্মাদিতি স্বসঙ্কল্পেনৈব পার্ষদতনু-প্রদমিতি চ। ননু স্বহেতুমেব সর্ব্বঃ শ্রয়তি ন স্বাহেতুমিতি চেৎ তত্রাহ, হেতুমিতি। নিখিলনিমিত্তোপাদানরূপমিত্যর্থঃ। তথা অদোষং শ্রমাদিদোষরহি-তম্। অচিন্ত্যং তর্কাগোচরং, স্বশক্তিমাত্রসহায়ঃ সৃষ্ট্যাদিকুর্ব্বন্ শ্রমাদিকৃতং কিঞ্চি-দপি বিকারং ন লভত ইতি শ্রুত্যাদিভিঃ কীর্ত্তনাৎ ন তত্র তর্কাবকাশঃ,

সর্ব্বমেতৎ যথাস্থলং বিস্ফুটীভাবি। গোবিন্দং গোপাললীলমিতি সুখসেব্যত্বং সূচ্যতে। যদ্যপি গোভূমিবেদবিদিত্যাদিশ্রৌতনিরুক্তেরর্থান্তরমপ্যস্তি তথাপি "মহেন্দ্রমদভিৎ পায়ান্ন ইন্দ্রো গবামিতি শ্রীশুকোক্তেস্তথা ব্যাখ্যাতম্"। পরিকরোঽত্রালঙ্কারঃ, বিশেষণৈর্যৎ সাকূতৈরুক্তিঃ পরিকরস্তু স ইতি তল্লক্ষণাৎ। সাভিপ্রায়ৈরনেকৈর্বিশেষণৈর্বিশেষ্যপুষ্টিঃ পরিকর ইতি তদর্থঃ। অথ সর্ব্বেশ্বরো ভগবান্ নন্দসূনুর্ব্রজনাভপ্রীত্যার্চ্চাবতারতয়াবির্ভূতাদনন্তরং শ্রীরূপেণ চাভিষিক্তঃ শ্রীমদ্‌বৃন্দাটব্যধিদেবতাত্বেন যশ্চকাস্তি তন্নিষ্ঠমনা ভাষ্যকৃৎ তন্নিদেশেনৈব ব্রহ্মসূত্রার্থান্ বিবৃণ্বন্ তৎপ্রণতিং মঙ্গলমাচচার। বিদ্যারূপভূষণং মে প্রদাপয়েত্যাদি-ভাষ্যপীঠকোক্তেরিতি বদন্তি। তৎপক্ষেত্বেবং ব্যাখ্যেয়ম্। তং শ্রীবৃন্দাবনাধিষ্ঠাতৃদেবত্বেন প্রসিদ্ধং শ্রীগোবিন্দং বয়ং নমস্যামঃ। কীদৃশং ভজদ্রূপং ভজং সেবমানো রূপস্তন্নামা মহত্তমো যমিতি দ্বিতীয়ান্তান্যপদার্থো বহুব্রীহিঃ। ভজন্তি রূপাণি যমিতি বা সৌন্দর্য্যসেবিতমিত্যর্থঃ। রূপং প্রভাবসৌন্দর্য্যে ইতি বিশ্বঃ। অর্চ্চাসাধারণং নির্ব্বর্ত্ত্য সাক্ষাদ্ভগবত্তাং বক্তুং বিশেষণানি সত্যমিত্যাদীনি। সত্যাদিরূপং যৎ পরতত্ত্বং তদেব ভক্তানুগ্রহবশাদর্চ্চারূপমিত্যর্থঃ। নন্থ চিৎসুখমূর্ত্তেরর্চ্চ্যত্বং কথং? তত্রাহ, অচিন্ত্যমিতি তর্কাবিষয়মিত্যর্থঃ। হেতুমর্চ্চকাগুবিদ্যানিবারকম্। "বৃন্দাবনে তু গোবিন্দং যে পশ্যন্তি বসুন্ধরে। ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃতাং গতিম্" ইতি স্মৃতেঃ। পুণ্যকৃতাং ভক্তিমতাম্। পুণ্যন্তু চার্ব্বপীত্যমরঃ। ইহ বস্তুনির্দেশাদিরূপং মঙ্গলং বোধ্যম্। ন চেদমপ্রমাণমফলঞ্চেতি বাচ্যং শিষ্টাচারানুমিতশ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ গ্রন্থসমাপ্তেঃ ফলত্বাচ্চ। নন্থ ক্বচিৎ সত্যপি মঙ্গলে তস্যাসমাপ্তেরসতি চ তস্মিন্ সমাপ্তেবীক্ষণাদ্ব্যভিচারঃ। মৈবং, অনুরূপমঙ্গলাচরণাদেস্তৎকরণাচ্চ। অন্যথা শিষ্টাস্তন্নাচরেয়ুঃ। বেদপ্রামাণ্যাভ্যুপগতত্বং হি শিষ্টত্বম্। ন চ অনৃতব্যাঘাতপুনরুক্তদোষেভ্যো বেদবচনস্যাপ্রামাণ্যমিতিবাচ্যং, কর্ম্মকর্ত্তৃসাধনবৈগুণ্যাৎ অভ্যুপেত্য কালভেদে দোষবচনাৎ অনুবাদোপপত্তেশ্চ ॥ ১ ॥

টীকানুবাদ—

অতঃপর সমস্ত বেদ, মহাভারতাদি ইতিহাস ও পুরাণাদি মহাসাগর মন্থন হইতে উত্থিত ; উত্তরমীমাংসা-নামক ব্রহ্মসূত্রসমুদায়, বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ তাহার অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ, সমস্ত বেদান্তের সারভূত শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থের

আনুগত্যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যহরি-স্বীকৃত মধ্বমুনির (মধ্বাচার্য্যের) মতানুসারে, ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করিয়া শ্রীগোবিন্দের একান্ত ভক্ত বিদ্যাভূষণোপাধিযুক্ত ভাষ্যকার বলদেব নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থ-সমাপ্তির জন্য পর পর শিষ্টগণের শাস্ত্রে আচার দেখিয়া শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য নিজ অভীষ্টদেবতার নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।

'তং'—সেই সর্ব্বেশ্বরকে, 'বয়ম্'—আমরা, 'নমস্যামঃ'—নমস্কার করি। 'বয়ম্' এই পদটি অস্মদ্ শব্দের প্রথমা বিভক্তির বহুবচনে নিষ্পন্ন, অভিপ্রায় এই,—সহাধ্যায়ী ও শিষ্যাদির সহিত এই অর্থপ্রকাশ। ইহার ফলে কেবল-অদ্বৈতবাদ ও একজীববাদ খণ্ডিত হইল। তাৎপর্য্য এই—সমস্ত জীব এক হইলে এবং অদ্বৈতাতিরিক্ততত্ত্ব না থাকিলে বহুবচন সঙ্গত হয় না। অতএব জীবের বহুত্ব ও দ্বৈততত্ত্ব স্বীকৃত। সেই সর্ব্বেশ্বরকে 'সত্যম্' ইত্যাদি বিশেষণ-দ্বারা বিশেষিত করিতেছেন। 'সত্যম্'—যিনি প্রমাণসিদ্ধ সৎস্বরূপ, বেদ প্রভৃতি-দ্বারা প্রতিপন্ন বা স্বীকৃত, জলে প্রতিবিম্বিত আকাশ প্রভৃতির মত নহেন। 'জ্ঞানম্'—স্বপ্রকাশ, প্রকৃতি প্রভৃতি জড়পদার্থ যেমন পরসাপেক্ষপ্রকাশ, ইনি সেরূপ নহেন। 'অনন্তম্'—তিনি বিভু—বিশ্বব্যাপক অসীম, জীবের মত পরিচ্ছিন্ন নহেন। এইরূপে সেই পরমেশ্বরকে প্রতিবিম্ব হইতে, প্রকৃতি প্রভৃতি দৃশ্য হইতে ও জীবাত্মা হইতে পৃথক্ করা হইল। অতঃপর তাঁহার ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিয়া সর্ব্বসেব্যত্ব বা সর্ব্বপূজ্যত্ব দেখাইতেছেন। যেহেতু তিনি সৎস্বরূপ, জ্ঞানময় ও অপরিচ্ছিন্ন এবং সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব, পরমানন্দ, পরম সৌন্দর্য্য, সর্ব্ব সৌহৃদ্য বা প্রেমিকত্ব প্রভৃতি নিরতিশয় এই অসাধারণ বৃহদ্‌গুণবিশিষ্ট এইজন্য শিবপ্রভৃতি দেবমুখ্যগণ কর্ত্তৃক স্তুত অর্থাৎ সুখ-প্রার্থিগণ কর্ত্তৃক স্তুতি-দ্বারা সেবিত। 'ভজদ্রূপম্'—যাঁহারা ভজন করেন সেই সকল নিত্যমুক্ত প্রভৃতি ভক্ত যাঁহার মূর্ত্তি, ইহাতে সেই সকল নিত্য ভক্তাদির সহিত তাঁহার সতত সান্নিধ্য প্রকাশিত হওয়ায় তিনি যে বিচিত্র ও অনন্ত লীলাময় এই অর্থই বুঝাইল। অথবা ভজনকারীদিগের রূপ যাঁহা হইতে হইয়া থাকে, অর্থাৎ নিজ সঙ্কল্পবলেই যিনি পার্ষদগণের শরীর প্রদান করিয়া থাকেন। আপত্তি হইতে পারে যে, কার্য্য-মাত্রই নিজ নিজ নিয়ত কারণকে

অপেক্ষা করে, যাহা তাহার কারণ নহে, তাহাকে অপেক্ষা করে না, তবে ঐ কার্য্যের কারণ কে ? এই যদি বল, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'হেতুম্'। তিনিই সমস্ত বস্তুর নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ। সেইরূপ তিনি 'অদোষ' অর্থাৎ কার্য্য—সৃষ্টিবিষয়ে শ্রম, আলস্যাদি দোষরহিত। যদি বল, এ কিরূপে সম্ভব ? তাহাতে বলিতেছেন 'অচিন্ত্যম্' তিনি তর্কের অগোচর, অর্থাৎ কেন যে তিনি শ্রমাদি-দোষরহিত, এ-তর্ক তাঁহাতে চলে না, নিজ স্বাভাবিক শক্তিমাত্র সহায় করিয়া তিনি সৃষ্টি প্রভৃতি করিয়া থাকেন, সুতরাং সৃষ্টিপ্রভৃতিবশতঃ শ্রমাদি-কৃত কোন বিকারই তিনি প্রাপ্ত হন না। শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতি এই কথাই বলিতেছেন, অতএব বেদাদিবাক্যে তর্কের অবকাশ কোথায় ? এসব কথা যথাস্থানে পরিস্ফুট হইবে। 'গোবিন্দম্' গোপাল-লীলাকারী একথায় তিনি যে অনায়াসে ভজনীয় অর্থাৎ সুখসেব্য ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। যদিও গোবিন্দ শব্দের অর্থ—গোকে অর্থাৎ গো-মণ্ডলীকে, পৃথিবীকে, অথবা বেদবাক্যকে যিনি জানেন এইরূপ নিরুক্তকার যাস্ক ও শ্রুতি-নিরুক্তিসিদ্ধ ; অন্য অর্থও আছে, 'গোপাললীল' এই অর্থ ই ধর্ত্তব্য কেন ? তাহা হইলেও মহামুনি শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করিয়াছেন—'মহেন্দ্রমদভিৎ পায়ান্ন ইন্দ্রো গবাম্', অর্থাৎ যিনি গোগণের পালক হইয়া ইন্দ্রের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে পালন করুন। এই উক্তির প্রামাণ্যে ঐরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; এই শ্লোকে 'পরিকর' নামক অলঙ্কার। তাহার লক্ষণ সাভিপ্রায় বিশেষণগুলির দ্বারা যে বাক্য উক্ত হইবে, তথায় 'পরিকর অলঙ্কার' হয়। ইহার তাৎপর্য্য—অভিপ্রায়-বিশেষের ব্যঞ্জক অনেকগুলি বিশেষণ দিয়া যেখানে বিশেষ্য-পদার্থকে পুষ্ট করা হইবে, তথায় পরিকর।

অতঃপর ভাষ্যকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ (প্রভু)—সেই সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীনন্দকুমার যিনি বজ্রনাভের প্রীতির জন্য শ্রীবিগ্রহাবতারে আবির্ভূত হইবার পর শ্রীরূপের দ্বারা অভিষিক্ত হইলেন এবং শ্রী-সমন্বিত বৃন্দারণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে প্রকাশ পাইলেন, তাঁহাতে একান্তমতি হইয়া সেই গোবিন্দের নির্দ্দেশমত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ বিবৃত করিবার প্রারম্ভে ভগবৎ-প্রণতিরূপ মঙ্গলা-চরণ করিয়াছেন। 'বিদ্যারূপভূষণং মে প্রদাপয়' ইত্যাদি ভাষ্যকারের সন্দর্ভ

হইতে ইহাই বুঝা যায়, এই কথা অনেকে আক্ষেপমুখে বলেন ; সেই পক্ষে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' ইত্যাদি শ্লোক এইরূপ ব্যাখ্যার বিষয় হইবে। 'তম্' সেই শ্রীবৃন্দাবনের অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে প্রসিদ্ধ, 'গোবিন্দং' শ্রীগোবিন্দকে, 'বয়ং নমস্যামঃ' আমরা প্রণাম করিতেছি। কি প্রকার তিনি ? 'ভজদ্রূপম্' ভজৎ অর্থাৎ ভজনা করিতেছেন রূপ অর্থাৎ শ্রীরূপ নামক গোস্বামী মহাপুরুষ যাঁহাকে এইরূপ দ্বিতীয়ান্ত পদের বাচ্য লইয়া বহুব্রীহি সমাস। অথবা 'ভজন্তি-রূপাণি যম্' যাঁহাকে সকল সৌন্দর্য্য আশ্রয় করিয়া থাকে ; অর্থাৎ সৌন্দর্য্য-সেবিত। বিশ্বকোষ নামক অভিধানে রূপশব্দের অর্থ—প্রভাব ও সৌন্দর্য্য। অর্চ্চাসাধারণ অর্থ না ধরিয়া, তিনি যে সাক্ষাৎ ভগবান্ ইহা বলিবার জন্য 'সত্যম্' ইত্যাদি বিশেষণগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই সত্যাদিস্বরূপ যে পর-ব্রহ্মতত্ত্ব তিনিই ভক্তের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ ধৃত অর্চ্চা-বিগ্রহ, এই অর্থ প্রকাশ পাইল। প্রশ্ন হইতে পারে, যিনি জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, তিনি তো নির্গুণ নিরাকার, তবে তিনি অর্চ্চনীয় কিরূপে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—তিনি 'অচিন্ত্যম্'—তর্কের অগোচর, এবং তিনি 'হেতু' অর্থাৎ অর্চ্চকাদির অবিদ্যানাশক। স্মৃতিতে কথিত আছে,—"বৃন্দাবনে তু গোবিন্দং যে পশ্যন্তি বসুন্ধরে ! ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃতাং গতিম্"—হে পৃথিবি ! যাঁহারা বৃন্দাবনধামে শ্রীগোবিন্দমূর্ত্তি দর্শন করেন, তাঁহারা আর যমালয়ে যান না, ভক্তিমান্‌দিগের গতিলাভ করেন। পুণ্যকারী অর্থাৎ ভক্তিমান্। অমরকোষ নামক অভিধানে উক্ত আছে—পুণ্য শব্দের অর্থ সুকৃত এবং ভক্তি। এই মঙ্গলাচরণে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু-নির্দ্দেশ প্রভৃতিরও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। মঙ্গলাচরণকে প্রমাণশূন্য ও নিরর্থক বলিতে পার না, শিষ্টগণের আচার দেখিয়া মূলীভূত শ্রুতির অনুমান করা হয় এবং সেই শ্রুতির প্রামাণ্য-অনুসারে মঙ্গলাচরণ কর্ত্তব্য বুঝা যাইতেছে ; শুধু ইহাই নহে, গ্রন্থ-সমাপ্তিও তাহার ফলরূপে প্রকাশ পাইতেছে। যদি বল, কোনও কোনও ক্ষেত্রে মঙ্গলাচরণ সত্ত্বেও যে গ্রন্থের অসমাপ্তি (যেমন কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থের) এবং মঙ্গলাচরণ না থাকিলেও গ্রন্থ-সমাপ্তি (যেমন নাস্তি-কাদির গ্রন্থে) দেখা যায়, ব্যভিচারের (ব্যতিক্রমের) প্রসক্তি, তাহাও বলিতে পার না, কারণ অনুকূল মঙ্গলাচরণ অর্থাৎ যতটুকু মঙ্গলাচরণ করিলে বিঘ্ন ধ্বংস পূর্ব্বক সমাপ্তি জন্মে, তাবৎপরিমাণ মঙ্গলাচরণই সমাপ্তি-ফল দান

করে। একথা না মানিলে শিষ্টগণ মঙ্গলাচরণ করিতেন না। যাঁহারা বেদের প্রামাণ্য মানেন, তাঁহারাই শিষ্ট।

এক্ষণে আপত্তি হইতেছে, যদি মঙ্গলাচরণ করিলেও গ্রন্থসমাপ্তি না হয়, তবে শিষ্টাচার-মধ্যে মিথ্যা, ব্যাঘাত ও পুনরুক্তি দোষপাতহেতু বেদবাক্যের অপ্রামাণ্য আসিয়া পড়িল; এই আপত্তি করিতে পার না, যেহেতু কর্ম্মের দোষে, কর্ত্তার দোষে ও সাধনের বৈগুণ্যে ঐসকল দোষ ঘটে, অভ্যুপগম-পক্ষে কালভেদে দোষ ও অনুবাদ বলিয়াও উপপত্তি করা চলে ॥ ১ ॥

গোবিন্দভাষ্য—সূত্রাংশুভিস্তমাংসি ব্যুদস্য বস্তূনি যঃ পরীক্ষয়তে।
স জয়তি সাত্যবতেয়ো হরিরনুবৃত্তো নতপ্রেষ্ঠঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—যে সাত্যবতেয়—সত্যবতীর গর্ভে পরাশর হইতে প্রকট শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নরূপী হরি অর্থাৎ সূর্য্য বা চন্দ্রমা ব্রহ্মসূত্ররূপ কিরণসমূহদ্বারা জীবের অজ্ঞানরূপ অন্ধকাররাশি বিদূরিত করিয়া বস্তুতত্ত্বসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই ভক্তগণের প্রিয়তম, ব্যাপী বেদব্যাস জয়যুক্ত হউন।

সূক্ষ্মা-টীকা—অথ প্রত্যূহাধিক্যশঙ্কয়া শাস্ত্রকৃৎপ্রণতিঞ্চ মঙ্গলমাচরতি, সূত্রাংশুভিরিতি। স সাত্যবতেয়ঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ প্রকটঃ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স এব হরিঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রো বা জয়তি স্বোৎকর্ষমাবিষ্করোতু। হরিবাতার্ক-চন্দ্রেন্দ্রযমোপেন্দ্রমরীচিম্বিত্যমরঃ। যঃ সূত্রাংশুভির্ব্রহ্মসূত্রকিরণৈস্তমাংস্যজ্ঞানান্যেব তমাংসি তিমিরাণি ব্যুদস্য বিধূয় বস্তূনি তত্ত্বান্যেব বস্তূনি ঘটপটাদীনি পরীক্ষয়তে প্রদর্শয়তি। তমঃ পাপে তমোঽজ্ঞানে তমো ধ্বান্তে প্রকীর্ত্তিতমিতি হড্ডচন্দ্রঃ। বস্তু দ্রব্যে তথা তত্ত্বে বস্তুজ্ঞানেঽর্থদর্শনে ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। স কীদৃশঃ? অনুবৃত্তো ব্যাপী, নতপ্রেষ্ঠো ভক্তাতিপ্রিয়ঃ। স্বাপকর্ষবোধ-ককরকপালাদিসংযোগরূপব্যাপারবিশেষো নমধাতোরর্থঃ স্বাধিকোৎকর্ষতাজ্ঞা-পকব্যাপারবিশেষো বা। ভক্তস্য তদুভয়বৈশিষ্ট্যাৎ ন দোষঃ। সমাপ্তপুন-রাত্তত্বমিহ বাক্যদোষো ন মন্তব্যঃ, তস্য সর্ব্বৈরনঙ্গীকারাৎ। জয়দেবাদ্যৈ-শ্চন্দ্রালোকাদিম্বতএব তস্যোদ্দেশাদিকং ন কৃতম্। অন্যৎ বা বিশেষ্যং কল্প্যম্। রূপকমত্রালঙ্কারঃ। তত্র সাঙ্গরূপকমঙ্গীশ্লিষ্টপরম্পরিতত্বঙ্গং বিবেচনীয়ং তমোবস্তুশব্দাবিহ শ্লিষ্টৌ। তল্লক্ষণঞ্চোক্তম্। 'নিয়তারোপণোপায়ঃ স্যাদারোপঃ

পরস্য যঃ। তৎপরম্পরিতং শ্লিষ্টবাচিকে ভেদবাচিকে' ইতি॥ যস্য কস্যচিদা-রোপশ্চেৎ প্রকৃতস্যান্যতাদাত্ম্যতয়ারোপণে হেতুঃ স্যাৎ তদা পরম্পরিতং রূপকমিতি তদর্থঃ। ইহ তমঃস্বজ্ঞানেষু শ্লিষ্টশব্দবাচ্যেষু তিমিরত্বারোপো বস্তুষু তত্ত্বেষু চ ঘটাদিত্বারোপঃ। প্রকৃতস্য সাত্যবতেয়স্য সূর্য্যত্বং তৎসূত্রগণস্যাং-শুত্বঞ্চারোপয়তীতি লক্ষণসঙ্গতিঃ। জয়তিনাত্র সর্ব্বোৎকর্ষস্তদাশ্রয়ত্বাৎ ব্যাসস্য সর্ব্বনমস্যত্বাক্ষেপঃ। সর্ব্বান্তঃপাতাদ্গ্রন্থকর্ত্তুশ্চ তন্নতির্ব্যঙ্গ্যা ॥ ২ ॥

টীকানুবাদ—অতঃপর ভাষ্যকার অধিকাধিক বিঘ্নের আশঙ্কায় বেদান্ত-সূত্রকার ব্যাসদেবের প্রণতিরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন,—'সূত্রাংশুভিরিত্যাদি' শ্লোকে।

'স সাত্যবতেয়ঃ' ইত্যাদি—সেই সর্ব্বপ্রসিদ্ধ সত্যবতীতে মহর্ষি পরাশর হইতে প্রকট শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাবতার, তিনিই শ্রীহরি অথবা তদ্রূপী সূর্য্য বা চন্দ্র নিজের উৎকর্ষ (সর্ব্বোৎকৃষ্টতা) আবিষ্কার করুন। অমরকোষ নামক অভিধানে হরি শব্দের অর্থ পর্য্যায়রূপে শ্রীহরি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, যম, উপেন্দ্র ও কিরণ। 'যঃ'—যিনি (শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন) 'সূত্রাংশুভিঃ'—ব্রহ্মসূত্ররূপ কিরণসমূহদ্বারা, 'তমাংসি'—অজ্ঞানরূপ অন্ধকাররাশি, 'ব্যুদস্য'—দূরীকৃত করিয়া, 'বস্তূনি'—তত্ত্বরূপ বস্তুগুলি অর্থাৎ ঘটপট প্রভৃতিকে, 'পরীক্ষয়তে'—প্রকাশ করিতেছেন। হড্ডচন্দ্রে তমঃ-শব্দ পাপ, অজ্ঞান, অন্ধকার অর্থে কথিত আছে। ত্রিকাণ্ডশেষ নামক অভিধানে বর্ণিত আছে,—'বস্তু'-শব্দের অর্থ দ্রব্য, তত্ত্ব (ব্রহ্ম), জ্ঞান ও অর্থজ্ঞান। সেই মুনিরূপী হরি কি প্রকার? 'অনুবৃত্তঃ'—ব্যাপী অর্থাৎ সদ্রূপে সর্ব্বত্র অনুস্যূত এবং 'নতপ্রেষ্ঠঃ'—ভক্তের অতিপ্রিয়।

অতঃপর 'নম্' ধাতুর অর্থ বিবেক করিতেছেন,—কেহ বলেন প্রণম্য দেবতাদি হইতে নিজের অপকর্ষ যাহাতে বোঝায়, তাদৃশ কপালে হস্ত-স্পর্শরূপ ব্যাপার নম ধাতুর অর্থ। আবার কেহ বলেন—স্বাবধিকেত্যাদি অর্থাৎ প্রণামকারীর নিজ হইতে প্রণম্যের উৎকর্ষ-বোধক ব্যাপার অর্থাৎ আত্মসমর্পণ, ইহাই নম ধাতুর অর্থ। এখানে কেহ কেহ সমাপ্তপুনরাত্ততা-রূপবাক্য-দোষের আশঙ্কা করেন, কথাটি এই—ক্রিয়াপদের উল্লেখ হইলেই বাক্য সমাপ্তি হয়, তাহার পর আবার বিশেষণাদির উল্লেখ দূষণীয়, এখানে 'স জয়তি হরিঃ' বলিয়া আবার হরিকে 'অনুবৃত্তঃ' ও 'নতপ্রেষ্ঠঃ' এই দুইটি

বিশেষণ-দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে; অতএব সমাপ্তপুনরাত্ততা নামক আলঙ্কারিকসম্মত দোষ, কিন্তু তাহা মনে করা উচিত নহে, যেহেতু এই দোষ সকলে স্বীকার করেন না। জয়দেব প্রভৃতি মহাকবিগণ চন্দ্রালোক প্রভৃতি অলঙ্কারগ্রন্থে ঐ দোষের উল্লেখই করেন নাই। অথবা হরিকে বিশেষ্য না করিয়া 'নতপ্রেষ্ঠঃ' 'অনুবৃত্তঃ' এই দুই বিশেষণের অন্য বিশেষ্য পদ কল্পনা করিলেই ঐ দোষের পরিহার হইবে। এই শ্লোকে রূপক নামে অলঙ্কার আছে। তাহার মধ্যে একটি সাঙ্গরূপক উহা প্রধান, অপরটি পরম্পরিতরূপক ইহা অঙ্গ অর্থাৎ প্রধান রূপকের পরিপোষক, ইহা বিবেচনাযোগ্য। এই শ্লোকে 'তমস্'-শব্দ ও 'বস্তু'-শব্দ শ্লিষ্ট অর্থাৎ উভয়ার্থক। রূপকলক্ষণ সম্বন্ধে কথিত আছে 'নিয়তারোপণোপায়' ইত্যাদি তাহার অর্থ—যদি কোন একটি পদার্থের অপর পদার্থের উপর আরোপ করা হয় অর্থাৎ ভেদসত্ত্বেও সাদৃশ্য দেখিয়া উভয়ের অভেদরূপে প্রকাশ করা যায়, যেমন মুখ ও চাঁদ এক নহে জানিয়াও আহ্লাদকত্বরূপ সমানধর্ম্মবশতঃ মুখচন্দ্র শব্দ প্রযুক্ত হয় এবং সেই আরোপ প্রকৃত (আসল) বস্তুর উপর অন্য বস্তুর অভেদজ্ঞানরূপ আরোপের কারণ হয়, তখন ঐ রূপক পরম্পরিত-সংজ্ঞক হয়। যেমন এখানে শ্লিষ্ট (দ্ব্যর্থক) তমস্ শব্দের অর্থ অজ্ঞানের উপর অন্ধকারের আরোপ এবং বস্তু শব্দের অর্থ তত্ত্বের উপর ঘটপটাদি পদার্থের আরোপ হইয়াছে; এজন্য সাত্যবতেয় শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের উপর সূর্য্যত্বের আরোপ করিতে হইল এবং তৎকৃত সূত্র-গণের উপর অংশুত্বের (কিরণত্বের) আরোপ করা হইল; অতএব একটি আরোপ অপর আরোপের কারণ বলিয়া পরম্পরিত রূপক হইতেছে। এইরূপে লক্ষণ-সমন্বয় জানিবে। 'জয়তি' এই ক্রিয়াপদ-দ্বারা সর্ব্বোৎকর্ষ অর্থ প্রকাশ পাইল, এবং সেই সর্ব্বোৎকর্ষের আধার হিসাবে বেদব্যাস সর্ব্ব-নমস্য হইলেন; ইহা অর্থবল-লভ্য অর্থ। সর্ব্বপদার্থের মধ্যে গ্রন্থকর্ত্তাও অন্তর্ভূত; এজন্য তাঁহারও বেদব্যাসপ্রণতি ব্যঞ্জনাবৃত্তি-দ্বারা বুঝাইল। অতঃপর ব্রহ্মসূত্র-গ্রন্থপ্রকাশে হেতুরূপে এক আখ্যায়িকা ভাষ্যকার দেখাইতেছেন দ্বাপরে ইত্যাদি ॥ ২ ॥

অবতরণিকা ভাষ্য (গোবিন্দভাষ্য)—দ্বাপরে বেদেষু সমুৎ-সন্নেষু সঙ্কীর্ণপ্রজ্ঞৈর্ব্রহ্মাদিভিরভ্যর্থিতো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ কৃষ্ণ-

দ্বৈপায়নঃ সন্ তান্ উদ্ধৃত্য বিবভাজ। তদর্থনির্ণেত্রীঞ্চতুর্লক্ষণীং ব্রহ্মমীমাংসামাবিশ্চকার ইত্যস্তি কথা স্কান্দী।

অবতরণিকা ভাষ্যানুবাদ—দ্বাপর যুগে যখন সকল বেদই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, তখন সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধি ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ ভগবান্ পুরুষোত্তমকে বেদো-দ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিলেন, করুণাময় শ্রীহরি কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদের উদ্ধার ও তাহার বিভাগ করিলেন। সেই বেদার্থের মধ্যে অনেক বিপ্রতিপত্তি বা মতভেদ, তাহার নিরাসের জন্য বাস্তব বেদার্থ-নির্ণয়ের জন্য চারি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ব্রহ্মমীমাংসা বা উত্তরমীমাংসা আবিষ্কার করিলেন। এই আখ্যায়িকাটি স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে।

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকা—ব্রহ্মসূত্রাবির্ভাবে হেতুমাখ্যায়িকয়াহ দ্বাপর ইতি। অয়মর্থঃ—বেদোৎসাদে সতি চার্ব্বাকবৌদ্ধ-কপিলাদয়ঃ কেচিদ্ বিপ্রাঃ স্বয়ং বিজৃম্ভমাণাস্তদা কতিচিদ্বেদবাক্যান্যুপলভ্য তদর্থৈঃ স্ববুদ্ধ্যুদ্ভাবিতৈরন্যৈশ্চ দুরর্থৈর্মতানি নিববন্ধু র্যৈর্জনাঃ পরমার্থাদ্বিচ্যোতেয়ুঃ। তদেতদনর্থজালনিবৃত্তয়ে দেবৈর্বিজ্ঞাপিতো ভগবান্ হরির্বাদরায়ণঃ সন্ আবির্ভূয় বেদান্ উদ্ধৃত্য তান্ বিবভাজ। তানি দুর্ম্মতানি নিরাকর্ত্তুং বাস্তবং বেদার্থং নির্ণেতুঞ্চ চতুরধ্যায়ীমুত্তরমীমাংসামাবিশ্চকারেত্যস্তি কথা স্কান্দী। তথাহি, "নারায়ণাদ্বিনিষ্পন্নং জ্ঞানং কৃতযুগে স্থিতম্। কিঞ্চিদন্যৎ তথা জাতং ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽখিলম্ ॥ গৌতমস্য ঋষেঃ শাপাৎ জ্ঞানে ত্বজ্ঞানতাং গতে। সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্মরুদ্রপুরঃসরাঃ ॥ শরণ্যং শরণং জগ্মুর্নারায়ণমনাময়ম্। তৈর্বিজ্ঞাপিতকার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ॥ অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ। উৎসন্নান্ ভগবান্ বেদানুজ্জহার হরিঃ স্বয়ম্ ॥ চতুর্ধা ব্যভজৎ তাংশ্চ চতুর্ব্বিংশতিধা পুনঃ। শতধা চৈকধা চৈব তথৈব চ সহস্রধা ॥ কৃষ্ণো দ্বাদশধা চৈব পুনস্তস্যার্থবিত্তয়ে। চকার ব্রহ্মসূত্রাণি যেষাং সূত্রত্বমঞ্জসা ॥ অল্পাক্ষরম-সন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুরিত্যাদ্যাঃ ॥" উক্তঞ্চ ভাষ্যপীঠকে, ইহ হি সুখপ্রাপ্তিদুঃখপরিহারয়োর্লোকপ্রবৃত্তিঃ দৃশ্যতে। তৌ চ উপেয়ভূতৌ উপায়মন্তরা ন সম্ভবেতামতশ্চার্ব্বাকবৌদ্ধমতানুসারিণঃ সারাসারবিচারজ্ঞাঃ কপিলাদিমহর্ষয়শ্চ তত্রোপায়ং প্রকীর্ত্তয়ন্তি। তত্র চৈতন্য-বিশিষ্টদেহ এবাত্মা দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণ-

বাদিতয়ানুমানাদেরনঙ্গীকারেণ প্রামাণ্যাভাবাৎ। অঙ্গনালিঙ্গনাদিজন্যং সুখমেব পুরুষার্থঃ। ন চাস্য দুঃখসংভিন্নতয়া পুরুষার্থত্বমেব নাস্তীতি মন্তব্যং অবর্জ্জনীয়তয়া প্রাপ্তস্য দুঃখস্য পরিহারেণ সুখমাত্রস্যৈব ভোক্তব্যত্বাদিতি **চার্ব্বাকাঃ**। সর্ব্বং শূন্যমিতি **মাধ্যমিকবৌদ্ধাঃ**। বাহ্যবস্তুজাতমসত্যং ক্ষণিক-বিজ্ঞানমেবাত্ম ইতি **যোগাচারাঃ**। বাহ্যং সত্যমনুমানসিদ্ধঞ্চেতি সৌত্রান্তিকাঃ। বাহ্যং সত্যং প্রত্যক্ষসিদ্ধঞ্চেতি **বৈভাষিকাঃ** সুগতো দেবঃ, জগৎ ক্ষণিকং, ক্ষণিকবিজ্ঞানমাত্মা, প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ প্রমাণং, দুঃখায়তনসমুদয়মার্গাখ্যানি চত্বারি তত্ত্বানি, তত্ত্বজ্ঞানমেব মোক্ষ ইতি **সর্ব্বে বৌদ্ধাঃ**। প্রকৃতিপুরুষা-বিবেকাদস্য ত্রিবিধদুঃখোৎপাদস্তদ্বিবেকাৎ পুনরনাত্মবিবেকনিবৃত্তৌ পুরুষং প্রতি নিবৃত্ত্যধিকারা প্রকৃতির্ভবতীতি তস্য ত্রিবিধস্য দুঃখস্য প্রধ্বংসঃ স্যাৎ। স চ কার্য্যোঽপি নিত্যঃ অভাবরূপত্বাৎ। স এবানন্দাবাপ্তিরিত্যুপচরিতঃ। ভারাপগমে সুখী সংবৃত্ত ইতিবন্ন তু তস্মাৎ সাতিরিচ্যত **ইতি কপিলঃ**। প্রকৃতিপুরুষবিবেকাভ্যাসবৈরাগ্যপরিপাকাৎ যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যা-হারধারণাধ্যানসম্প্রজ্ঞাতসমাধেরস্য তাবিতি **পতঞ্জলিঃ**। দেহেন্দ্রিয়াদি-বিলক্ষণো বিভুরয়মাত্মা নববিশেষগুণাশ্রয়স্তস্য দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসম-বায়ানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানেন সাক্ষাৎকারাদীশ্বরোপাসনাসহিতান্ন-বানাং বৈশেষিকগুণানাং প্রাগভাবেন সহবৃত্তিধ্বংসো ভবেৎ স এবানন্দাবাপ্তি-রিতি **কণাদঃ**। প্রমাণপ্রমেয়াদিষোড়শপদার্থানামুদ্দেশলক্ষণপরীক্ষাভিরাত্মা-দিদ্বাদশবিধপ্রমেয়নিষ্কর্ষেণাত্মদ্বয়সাক্ষাৎকারাৎ শ্রবণমননিদিধ্যাসনপূর্ব্বকাৎ সবাসনমিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তৌ তৎকার্য্যাণাং রাগদ্বেষমোহানাং নিবৃত্তিস্তৎকার্য্যয়োঃ প্রবৃত্তিপূর্ব্বকয়োর্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ স্ততঃ পূর্ব্বার্জিতকর্ম্মণাং কায়ব্যূহপূর্ব্বকং ভোগেন পরিক্ষয়াদ্দেহান্তরানারম্ভস্ততো বাধনালক্ষণস্যৈকবিংশতিবিধস্য দুঃখস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্ভবেৎ সৈব সুখাবাপ্তিরিতি **গৌতমঃ**। বেদোক্তৈঃ শুভকর্ম্মভির্দুঃখহানিঃ সুখলাভশ্চেতি **জৈমিনিঃ**। তথাচ, চার্ব্বাকাদ্যুক্তাঃ সর্ব্বে হেতে উপায়া স্তয়োরাত্যন্তিকয়োঃ সিদ্ধয়ে নাঙ্গীকার্য্যাঃ পরমাচার্য্যেণ ভগবতা শ্রীবাদরায়ণেন সূত্রেষু তদ্ভাষ্যভূতে শ্রীমদ্ভাগবতে চ তত্তন্মতানাং নিরাকৃতত্বাৎ। কিন্তু নিখিলাম্নায়বেদ্যস্য সর্ব্বেশ্বরাখ্যস্য পুরুষোত্তমস্য স্বরূপতো গুণতশ্চ পরিজ্ঞানং স্বজ্ঞানপূর্ব্বকং তস্যৈ কল্প্যত ইতি। দুর্ম্মতানি দর্শয়তি, বেদেষ্বিত্যাদিনা।

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকানুবাদ—বেদব্যাসের ব্রহ্মসূত্র রচনার হেতু-রূপে একটি আখ্যায়িকা ভাষ্যকার বলিতেছেন; ইহার তাৎপর্য্য এই—বেদ উৎসন্ন হইলে চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, কপিল প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্মণ নিজ নিজকে বিজ্ঞ মনে করিয়া তখন কতকগুলি বেদবাক্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক তাহাদের অর্থ নিজেদের বুদ্ধিদ্বারা উদ্ভাবিত করিলেন এবং অন্যান্য অযৌক্তিক অর্থ-দ্বারা এমন সব স্বমত নিবদ্ধ করিলেন, যাহাতে লোকে পরমার্থ হইতে চ্যুত হয়।

সেই অনর্থ-জাল নিরাকরণের জন্য দেবগণ ভগবান্ শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন। তিনি বাদরায়ণ (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন) রূপে আবির্ভূত হইয়া বেদ-সকল উদ্ধার করিয়া বিভাগ করিলেন। সেই সকল দুষ্ট মত নিরাকরণের জন্য ও প্রকৃত বেদার্থ নির্ণয়ের জন্য চারি অধ্যায়ে পূর্ণ উত্তর-মীমাংসা আবিষ্কার করিলেন; এই আখ্যায়িকা স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে। তাহা এই প্রকার—'নারায়ণাদিত্যাদি'—সত্যযুগে শ্রীনারায়ণ হইতে সম্পূর্ণ জ্ঞানমার্গ প্রকাশিত হইয়াছিল। ত্রেতাযুগে সেই জ্ঞানের কিছু অন্যথাভাব ঘটিল। দ্বাপরযুগে সম্পূর্ণ উল্‌টাইয়া গেল। গৌতম মুনির শাপে বেদার্থ-জ্ঞান যখন অজ্ঞানে পরিণত হইল, তখন সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি-বিশিষ্ট দেবগণ ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতিকে অগ্রে করিয়া শরণাগত-বৎসল, অবিপ্লুতমতি নারায়ণের শরণ লইলেন। তাঁহারা ভগবানের নিকট কর্ত্তব্য-জ্ঞাপন করিলে সেই পুরুষোত্তম শ্রীহরি সত্যবতী-গর্ভে মহামুনি পরাশর হইতে মহাযোগী বেদব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইলেন। ভগবান্ শ্রীহরি সেই মহাযোগী অবতারে বিলুপ্ত বেদসমূহের নিজেই উদ্ধার সাধন করিলেন এবং সেই বেদগুলিকে চারি ভাগে বিভক্ত করিলেন; সেই চতুর্দ্ধা বিভক্ত বেদ-গুলিকে আবার চাব্বিশ ভাগে বিভক্ত করিলেন। সেই বেদার্থজ্ঞানের জন্য শত প্রকারে, একপ্রকারে, সহস্রপ্রকারে এবং দ্বাদশভাগে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিভক্ত করিলেন। এমন ব্রহ্মসূত্রগুলি রচনা করিলেন, যাহাদের বাস্তবিকই সূত্রত্ব আছে। কারণ সূত্রের লক্ষণ হইতেছে—'অল্পাক্ষরমিত্যাদি' যাহা অল্প অক্ষরে নিবদ্ধ, যাহাতে কোন তাৎপর্য্য-বিষয়ে সন্দেহ নাই, যাহা সারগর্ভ (বাজে কথায় পূর্ণ নহে), সবদিকে যাহার গতি,

যাহাতে আপাততঃ বাদ-নিরাসের জন্য স্তোভবাক্য দেওয়া নাই, অথবা পাঠকের প্ররোচনা-বাক্য নাই, যাহা নির্দ্দোষ অর্থাৎ অতি-ব্যাপ্তি, অব্যাপ্তি ও অসম্ভব-দোষ-দুষ্ট নহে, তাহাকেই পণ্ডিতগণ সূত্র বলিয়াছেন। এই প্রকার আরও আখ্যায়িকা এই ব্রহ্মসূত্রাবির্ভাবের মূলে আছে।

ভাষ্যপীঠকে বলা আছে, এই জগতে লোকের দুইটি বিষয়ে প্রবৃত্তি দেখা যায়—এক সুখলাভ, দ্বিতীয় দুঃখ-নিবৃত্তি। এই দুইটি লোকে চায়। অতএব উপেয়, উপায় (সাধন) ব্যতিরেকে লাভ হইতে পারে না। এই জন্য চার্ব্বাক, বৌদ্ধ মতানুসারী ব্যক্তিরা (নাস্তিকবাদিগণ) এবং সারাসার-বিচারজ্ঞ কপিলাদি মহর্ষিগণ সেই বিষয়ে উপায় বর্ণনা করেন।

চার্ব্বাক মত—নাস্তিক্যবাদী চার্ব্বাক মতাবলম্বীরা বলেন যে, চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহই আত্মা; আত্মা বলিয়া স্বতন্ত্র বস্তু কিছু নাই। কারণ দেহাতিরিক্ত আত্মসত্তার কোন প্রমাণ নাই। মর্ম্মার্থ এই—প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কোনও প্রমাণ ইহারা মানে না; এজন্য অনুমান প্রভৃতি অপর প্রমাণও তাহাদের মতে সিদ্ধ নহে; কারণ অনুমানাদিও অপ্রামাণিক। তাহাদের মতে রমণীর আলিঙ্গন-জন্য সুখই পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষকাম্য বস্তু। যদি বল, দুঃখমিশ্রিত অঙ্গনালিঙ্গনজন্য সুখ পুরুষার্থ কিরূপে হইবে? ইহাও বলিতে পার না, কারণ যখন সুখ পাইতে হইলে দুঃখ তৎসহ আসিবেই, তখন দুঃখ-অংশকে পরিহার করিয়া কেবল সুখ-অংশই ভোগ করা যাইবে। এই কথা চার্ব্বাকরা বলেন।

বৌদ্ধ মত—বৌদ্ধ-সম্প্রদায় চারিভাগে বিভক্ত যথা মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক; তন্মধ্যে মাধ্যমিক বৌদ্ধরা বলেন—সমস্তই শূন্য। যোগাচার মতে বাহ্য-ঘটপটাদি বস্তুমাত্রই মিথ্যা—অসৎ, ক্ষণিক বিজ্ঞান আত্মা। সৌত্রান্তিকগণ বলেন—বাহ্যবস্তু সমস্তই সত্য এবং অনুমানসিদ্ধ। বৈভাষিক-সম্মত মত এই—বাহ্য সত্য এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সমস্ত বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের সার মত এই—সুগত (বুদ্ধ)—দেব, জগৎ—ক্ষণিক, আত্মা—ক্ষণিকবিজ্ঞানস্বরূপ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বিবিধ প্রমাণ, চারিটি তত্ত্ব যথা—দুঃখ, আয়তন (শরীরাদি) সমুদয় ও মার্গ (সাধন); তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তি।

কপিলের মত—সাংখ্য-সূত্রকার কপিল বলেন—প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকের অভাবেই জীবের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের উৎপত্তি হয়, আর প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক (তত্ত্বজ্ঞান) হইতে পুনরায় অনাদি প্রবহমান অবিদ্যা বা অবিবেকের নিবৃত্তি ঘটিলে প্রকৃতির আর পুরুষের প্রতি অধিকার থাকে না অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের ভোগ-সম্পাদন হইতে বিরত হয়, অতএব এইরূপে ত্রিবিধ দুঃখের সমূলে বিনাশ ঘটে। যদিও ধ্বংস কার্য্য, তথাপি অভাবস্বরূপ বলিয়া উহা নিত্য, সেই ধ্বংসকেই লক্ষণাবৃত্তি-বলে আনন্দ-প্রাপ্তিরূপে বর্ণনা করা হয়। যেমন স্কন্ধ হইতে ভার চলিয়া গেলে, লোকে বলে আমি সুখী হইলাম, সেইরূপ দুঃখ-ধ্বংস হইতে আনন্দপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি বিভিন্ন নহে।

পতঞ্জলির মত—যোগসূত্রকার-পতঞ্জলি বলেন, যখন প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক অর্থাৎ অন্যথাখ্যাতি পরিপক্ক হয় এবং অভ্যাস ও বৈরাগ্য দৃঢ় হয়, তখন যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে জীবের দুঃখ-ধ্বংস ও সুখপ্রাপ্তি (মুক্তি) হইয়া থাকে।

কণাদের মত—কণাদের (বৈশেষিক দর্শন-প্রণেতার) মতে—দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে ভিন্ন, বিভু—ব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন এই আত্মা, নয়টি বিশেষ গুণ (জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, অদৃষ্ট (পাপ, পুণ্য) ভাবনা বা সংস্কার) তাহাতে আছে; দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য বা জাতি, বিশেষ (প্রত্যেক পরমাণুগত বিশেষত্ব) ও সমবায় সম্বন্ধ—এই ছয়টি পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য-জ্ঞান হইতে যে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, ইহাও ঈশ্বরের উপাসনা-সহিত সাক্ষাৎকার জন্য উক্ত নয়টি বিশেষ গুণের ধ্বংস হয় এবং পুনরায় তাহার উৎপত্তি হয় না, এই প্রাগভাবের অসহকৃত সেই ধ্বংসই আনন্দ প্রাপ্তির স্বরূপ বা মুক্তির স্বরূপ।

গৌতমের মত—গৌতম-মতাবলম্বী নৈয়ায়িকগণের মত এই যে,—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, নিশ্চয় প্রভৃতি যে ষোলটি পদার্থ আছে, তাহাদের স্বরূপ-দর্শন, লক্ষণজ্ঞান ও পরীক্ষা-দ্বারা আত্মা প্রভৃতি বার প্রকার প্রমেয়ের নিষ্কর্ষ হয়, তাহা-দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা—এই দুই আত্মার প্রত্যক্ষ জন্মে;

তাহার সহিত আত্ম-বিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন হইলে তাহা হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বাসনার বা সংস্কারের সহিত মিথ্যা-জ্ঞান ধ্বংস হয়, সংস্কার ধ্বংস হইলে তাহার কার্য্য রাগ (বিষয়ে আসক্তি), দ্বেষ (বিষয়ে বিদ্বেষ) ও মোহেরও নিবৃত্তি ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে সেই রাগাদির কার্য্য-প্রবৃত্তিপ্রসূত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ক্ষয় হয় এবং তাহা হইতে কায়ব্যূহ ধারণবশতঃ ভোগদ্বারা পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মসমূহের আত্যন্তিকভাবে বিনাশ ঘটে, সুতরাং আর অন্য দেহ ধারণ করিতে হয় না, দেহান্তর না হইলে বাধনা (দুঃখদায়কত্ব) রূপ একুশ প্রকার দুঃখের যে আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়, তাহার নাম সুখপ্রাপ্তি বা মুক্তি।

জৈমিনির মত—পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনকার জৈমিনির সিদ্ধান্ত এই,—বেদ-বিহিত পুণ্যজনক যাগযজ্ঞপ্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখলাভ হয়।

শ্রীব্যাসদেবের মত—যাহাই হউক, এই সকল উপায় সেই আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি ও আত্যন্তিক সুখের কারণ বলিয়া মানা যায় না। কারণ সর্ব্বদর্শন-পরমাচার্য্য শ্রীভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঐ সকল মতের খণ্ডন করিয়া, কিন্তু সর্ব্বেশ্বররূপে খ্যাত পুরুষোত্তমের স্বরূপতঃ ও গুণতঃ সর্ব্বথা পরিজ্ঞান ও তাহা হইতে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান,—ইহাই আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির কারণ নির্ণয় করিয়াছেন। ভাষ্যকার ঐ সকল দুষ্ট মত দেখাইতেছেন 'বেদেষু ইত্যাদি' সন্দর্ভদ্বারা।

অবতরণিকা ভাষ্য (গোবিন্দভাষ্য)—বেদেষু খলু কর্ম্মণো নিখিলপুমর্থহেতুত্বং, বিষ্ণোস্তু কর্ম্মাঙ্গত্বং, স্বর্গাদেঃ কর্ম্মফলস্য নিত্যত্বং, জীবস্য প্রকৃতেশ্চ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং, পরিচ্ছিন্নস্য প্রতিবিম্বস্য ভ্রান্তস্য বা ব্রহ্মণ এব জীবত্বং, চিন্মাত্রব্রহ্মাত্মকত্বধীমাত্রাদেবাস্য জীবস্য সংসৃতিবি-নিবৃত্তিরিত্যাপাততোঽর্থা দুর্ম্মতিভিঃ প্রতীয়ন্তে। তানিমান্ পূর্ব্বপক্ষান্ বিধায় পরস্য বিষ্ণোরিহ স্বাতন্ত্র্যসর্ব্বকর্ত্তৃত্বসার্ব্বজ্ঞ্য-পুমর্থত্বাদিধর্ম্মক-বিজ্ঞানস্বরূপত্বং নিরূপ্যতে। তথাহি, ঈশ্বরজীবপ্রকৃতিকালকর্ম্মাণি পঞ্চতত্ত্বানি শ্রূয়ন্তে। তেষু বিভুচৈতন্যমীশ্বরোঽণুচৈতন্যস্তু জীবঃ।

নিত্যজ্ঞানাদিগুণকত্বমস্মদর্থত্বঞ্চোভয়ত্র। জ্ঞানস্যাপি জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশস্য স্বপ্রকাশকত্ববদবিরুদ্ধম্। তত্রেশ্বরঃ স্বতন্ত্রঃ স্বরূপশক্তিমান্ প্রবেশ-নিয়মনাভ্যাং জগদ্বিদধৎ ক্ষেত্রজ্ঞভোগাপবর্গৌ বিতনোতি। একোঽপি বহুভাবেনাভিন্নোঽপি গুণগুণিভাবেন দেহদেহিভাবেন চ বিদ্বৎপ্রতীতে-র্বিষয়োঽব্যক্তোঽপি ভক্তিব্যঙ্গ একরসঃ প্রযচ্ছতি চিৎসুখং স্বরূপম্। জীবাত্মানস্ত্বনেকাবস্থা বহবঃ। পরেশবৈমুখ্যাত্তেষাং বন্ধস্তৎসাম্মুখ্যাৎ তু তৎস্বরূপতদ্গুণাবরণরূপদ্বিবিধবন্ধবিনিবৃত্তিস্তৎস্বরূপাদিসাক্ষাৎ-কৃতিঃ। প্রকৃতিঃ সত্ত্বাদিগুণসাম্যাবস্থা তমোমায়াদিশব্দবাচ্যা তদী-ক্ষণাবাপ্তসামর্থ্যা বিচিত্রজগজ্জননী। কালস্তু ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানযুগ-পচ্চিরক্ষিপ্রাদিব্যবহারহেতুঃ ক্ষণাদিপরার্দ্ধান্তশ্চক্রবৎ পরিবর্ত্তমানঃ প্রলয়সর্গনিমিত্তভূতো জড়দ্রব্যবিশেষঃ। ঈশ্বরাদয়শ্চত্বারোঽর্থা নিত্যাঃ। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামিতি" "গৌরনাদ্যনন্ত-বতীতি"। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিতি" শ্রুতেঃ। জীবাদয়স্তু তদ্বশ্যাশ্চ। "স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ, জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ। প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ, সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুরিতি" শ্বেতাশ্বতরবচনাৎ। কর্ম্ম চ জড়মদৃষ্টাদিশব্দব্যপদেশ্যমনাদি বিনাশি চ ভবতি। চতুর্ণামেষাং ব্রহ্মশক্তিত্বাদেকং শক্তিমদ্ ব্রহ্মেত্যদ্বৈত-বাক্যেঽপি সঙ্গতিরিতীমেঽর্থাশ্চতুর্লক্ষণ্যামস্যাং যথাস্থলং প্রকাশ্যন্তে। লক্ষণান্যধ্যায়াঃ। তদর্থাত্মকে শ্রীভাগবতে বিব্রিয়তে। "ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥ যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্ম-কম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥ অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে। লোকস্যাজানতো ব্যাসশ্চক্রে সাত্ব-তসংহিতাম্" ইতি। "দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ। যদ-নুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়েতি" চৈবমাদিভিঃ। অস্য সূত্রার্থ-ত্বঞ্চ স্মর্য্যতে। "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণামিতি"। তত্র প্রথমে লক্ষণে

সর্ব্বেষাং বেদানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ। দ্বিতীয়ে সর্ব্বশাস্ত্রাবিরোধঃ। তৃতীয়ে ব্রহ্মাপ্তিসাধনানি। চতুর্থে তু তদাপ্তিঃ ফলমিতি। যত্র নিষ্কামধর্ম্মনির্ম্মলচিত্তঃ সৎপ্রসঙ্গলুব্ধঃ শ্রদ্ধালুঃ শান্ত্যাদিমান্ অধিকারী। সম্বন্ধো বাচ্যবাচকভাবঃ। বিষয়ো নিরবদ্যো বিশুদ্ধানন্তগুণগণোঽচিন্ত্যানন্তশক্তিঃ সচ্চিদানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ। প্রয়োজনন্ত্বশেষদোষবিনাশপুরঃসরস্তৎসাক্ষাৎকার ইত্যুপরি স্পষ্টং ভাবি। যস্মাং খলু বিষয়সংশয়পূর্ব্বপক্ষসিদ্ধান্তসঙ্গতিভেদাৎ পঞ্চ ন্যায়াঙ্গানি ভবন্তি। ন্যায়োঽধিকরণং, বিষয়ো বিচারযোগ্যবাক্যং, সঙ্গতিরিহ শাস্ত্রাদিবিষয়তয়া বহুবিধাঽপি ন বিতায়তে, বিষয়াবগতৌ স্বয়মেব বিদ্যোতনাৎ। ইত্যেবং স্থিতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাধিকরণং তাবৎ প্রবর্ত্ততে। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নান্যৎ সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য" ইতি। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি" ইতি চ শ্রূয়তে। নিদিধ্যাসিতব্যো জিজ্ঞাসিতব্যঃ। ইতি ভবতি সংশয়ঃ, অধীতবেদস্য পুংসো ধর্ম্মজ্ঞস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যুক্তা ন যুক্তা বেতি? "অপামসোমমমৃতা অভূম"; "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতীত্যাদিষু" ধর্ম্মৈরমৃতত্বাক্ষয্যসুখত্বশ্রবণান্নযুক্তেতি পূর্ব্বস্মিন্ পক্ষে প্রাপ্তে ভগবান্ বাদরায়ণো ব্যাসঃ প্রারিপ্সিতস্য শাস্ত্রস্যাদিমং সূত্রমিদমবতারয়তি—

অবতরণিকা ভাষ্যানুবাদ—সকল বেদেই কর্ম্মমাত্রকে সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থের (ভুক্তি ও মুক্তির) কারণ বলা হইয়াছে, কিন্তু বিষ্ণু সেই কর্ম্মের অঙ্গ অর্থাৎ উপকারক বা উদ্দেশ্যীভূত দেবতা। স্বর্গ প্রভৃতি কর্ম্মফল নিত্য। জীবাত্মা ও প্রকৃতি স্বাধীনভাবেই কার্য্য করিয়া থাকে, স্বরূপতঃ, কালতঃ ও দেশতঃ পরিচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ), বুদ্ধি-দর্পণে চিৎপ্রতিবিম্ব বা অবিদ্যামূঢ় ব্রহ্মই জীবাত্মা এবং জীবের স্ব-স্বরূপজ্ঞান অর্থাৎ 'আমি চিন্মাত্র স্বরূপ', 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইতেই জীবের সংসার-নিবৃত্তি বা মুক্তি; —এই সকল মত আপাতদৃষ্টিতে দুর্ম্মতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দেখিয়া থাকেন।

ঐ সকল মতকে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া উত্তর পক্ষ বা সিদ্ধান্তরূপে পুরুষোত্তম বিষ্ণুরই ইহাতে স্বাতন্ত্র্য (অন্য নিরপেক্ষভাবে কর্ত্তৃত্ব) সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, ভুক্তি বা মুক্তিরূপ পুরুষার্থদাতৃত্ব এবং বিজ্ঞানস্বরূপত্ব নিরূপণ করা হইতেছে। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম এই পাঁচটিমাত্র তত্ত্বই (সদ্বস্তু) শাস্ত্রে শুনা যায়। তন্মধ্যে বিভুচৈতন্য—ঈশ্বর। অণুচৈতন্য—জীব। উভয় আত্মারই নিত্য জ্ঞান, নিত্য আনন্দ প্রভৃতি গুণ এবং অস্মদ্ শব্দ-বাচ্যত্ব অর্থাৎ আমি আমি এই বোধের বিষয়ত্ব। যদি বল, যিনি জ্ঞাতা, তিনি জ্ঞান-স্বরূপ হইবেন কিরূপে? ইহা কোন বিরুদ্ধ নহে অর্থাৎ অসমঞ্জস নহে; কারণ যেমন প্রকাশক প্রদীপাদি ঘট-পটাদি অপর বস্তুর প্রকাশক এবং নিজেরও প্রকাশক সেইরূপ জ্ঞান-স্বরূপ হইলেও আত্মা জ্ঞাতা।

ঈশ্বর-তত্ত্ব—তন্মধ্যে ঈশ্বর স্বাধীন (কর্ম্মকালাদি-নিরপেক্ষ) ও স্বরূপশক্তিমান্, তিনি স্বেচ্ছায় প্রকৃতি-মধ্যে প্রবেশ করিয়া ও প্রকৃতিকে নিয়মনীশক্তিদ্বারা নিয়মবদ্ধ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন এবং জীবের ভোগ ও মুক্তি দান করেন। ঈশ্বর এক হইয়াও, বহুভাবে অভিন্ন হইয়াও, গুণ ও গুণিভাবে এবং দেহ-দেহিভাবে বিদ্বৎপ্রতীতিতে প্রকাশ পান। কথাটি এই,—যেমন জগতে গুণ হইতে গুণী পৃথক্ হইয়াই থাকে, দেহ ও দেহী পৃথক্, কিন্তু শ্রীভগবান্, এক হইয়াও বহুভাবে, গুণ-গুণিরূপে এবং দেহ-দেহিরূপে অভিন্নই। ইহা বিদ্বৎপ্রতীতির বিষয়-বস্তু। তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ অবাঙ্মনস-গোচর হইলেও একমাত্র ভক্তিদ্বারা গ্রাহ্য। এক রস অর্থাৎ এক আনন্দময় হইয়া স্বরূপভূত জ্ঞান ও আনন্দ জীবকে বিতরণ করেন। ইহাই—ঈশ্বরতত্ত্ব।

জীব-তত্ত্ব—পরমাত্মা এক হইলেও জীবাত্মা কিন্তু বহু এবং নানাবস্থাপন্ন। ঈশ-বৈমুখ্যই জীবগণের বন্ধনের কারণ; অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রবণতার অভাব; জীব যখন ঈশ্বরের সম্মুখীন হয়, তখন জীবের স্বরূপাবরণ ও নিত্য বুদ্ধ, মুক্ত স্বরূপ-গুণের আবরণও কাটিয়া যায় এবং স্বরূপ-সাক্ষাৎকার ঘটে।

প্রকৃতি-তত্ত্ব—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি অর্থাৎ যখন প্রকৃতির গুণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—ইহাদের কোন বিক্ষোভ বা বিকার ঘটে নাই, সেই অবস্থাপন্ন যিনি, তিনি প্রকৃতি। তাঁহাকে তমঃ-শব্দে বা মায়া-শব্দে, বা অবিদ্যাদি-শব্দে অথবা অব্যাকৃতাদি-শব্দে অভিহিত করা হয়।

সেই পরমেশ্বরের ঈক্ষণ বা ইচ্ছায় বা কটাক্ষে যিনি মহত্তত্ত্ব প্রভৃতিরূপে পরিণামের সামর্থ্য লাভ করিয়া স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করেন।

কাল-তত্ত্ব—কাল একটি জড় পদার্থ। ইহাকে ধরিয়াই অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, যুগপৎ (সমকাল) চির (বিলম্ব) ক্ষিপ্র (দ্রুত) প্রভৃতি লৌকিক ব্যবহার হয়। ক্ষণ হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত, চক্রের মত পরিবর্ত্তনশীল, প্রলয় ও সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ। ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীবাত্মা ও কাল এই চারিটি পদার্থ নিত্য। 'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্' যিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতন পদার্থ-গুলিরও চৈতন্য-সম্পাদক; এই বাক্য অনাদি অনন্ত বস্তুকেই বুঝাইতেছে। শ্রুতি বলিতেছেন—'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' হে সৌম্য শ্বেতকেতু! এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টির অগ্রে (পূর্ব্বে) তিনি সদ্রূপেই বর্ত্তমান ছিলেন। জীব, প্রকৃতি, কাল—ইহারা কিন্তু সেই পরমাত্মার অধীন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলিতেছেন—"স বিশ্বকৃদ······স্থিতিবন্ধহেতুঃ" তিনি (ঈশ্বর) বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্ববেত্তা ব্রহ্মা প্রভৃতি জীবের উপাদান, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, কালের কারণ, প্রশস্ত সর্ব্বোত্তম গুণ-সমুদয়ের আধার, নিখিল কলাকুশল, প্রকৃতি ও ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের অধিপতি, সত্ত্বাদিগুণের নিয়ন্তা, সংসারের বন্ধন, স্থিতি, ও মুক্তির কারণ।

কর্ম্ম-তত্ত্ব—কর্ম্ম—জড় পদার্থ, এবং অদৃষ্ট, নিয়তি, দৈব ইত্যাদি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত, অনাদি কিন্তু নশ্বর। উক্ত চারিটি পদার্থ ব্রহ্মেরই শক্তি, এই জন্য 'একং শক্তিমদ্ ব্রহ্ম' অর্থাৎ সশক্তিক ব্রহ্মই অদ্বিতীয় তত্ত্ব, এই অদ্বৈত-বাক্যেও কোনও বিরোধ নাই। এই সকল কথা বেদান্তদর্শনের চারিটি অধ্যায়ে যথাস্থানে বিবৃত হইবে। অধ্যায়ের নাম লক্ষণ। শ্রীমদ্ ভাগবত গ্রন্থ ইহার ভাষ্যস্বরূপ, তাহাতে এই তত্ত্ব বিবৃত হইতেছে। যথা—"ভক্তিযোগেন মনসি" ইত্যাদি ব্যাসদেব ভক্তিযোগবলে মনকে সমাধিস্থ করিবার পর, সেই বিশুদ্ধ মনের মধ্যে পূর্ণ পুরুষ ভগবান্‌কে দর্শন করিলেন এবং মায়াকেও অপাশ্রিত-ভাবে তাঁহা (ভগবান্) হইতে অনেক দূরে থাকিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, দেখিলেন; যে মায়া-দ্বারা মোহিত হইয়া জীব নিজেকে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণময় জ্ঞান করে, যদিও সেই জীব বস্তুতঃ এই মায়া হইতে অতীত, তথাপি মায়ারচিত অনর্থ-জালে পতিত হয়। অধোক্ষজ ভগবানে

সাক্ষাৎ ভক্তিযোগই ঐ অনর্থের নিবারক; ইহা সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া অজ্ঞ জীবের হিতার্থে সাত্বতসংহিতা অর্থাৎ বৈষ্ণবী সংহিতা বা শ্রীমদ্ ভাগবতসংহিতা রচনা করিলেন। আরও 'দ্রব্যমিত্যাদি' দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল, স্বভাব ও জীব যাঁহার অনুগ্রহে অর্থাৎ অনুপ্রবেশে কার্য্যক্ষম হয় এবং যাঁহার উপেক্ষাতে অর্থাৎ সম্বন্ধের অভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয় বা অসৎকল্প হয় অর্থাৎ কার্য্যক্ষম থাকে না (তিনিই ব্রহ্ম) ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা জীবের অজ্ঞান-নিবৃত্তির জন্য শ্রীমদ্-ভাগবতের আবিষ্কার করেন। শ্রীমদ্ ভাগবত-সংহিতা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ, ইহা 'অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণামিত্যাদি' গরুড় পুরাণোক্ত বাক্যে অবগত হওয়া যায়। অতঃপর সংক্ষেপে এই বেদান্তদর্শন-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বা বক্তব্য বিষয় বলিতেছেন—তত্রেত্যাদিদ্বারা, তত্র—সেই চতুরধ্যায়-সমন্বিত ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ে সমস্ত বেদের ব্রহ্মে সমন্বয় অর্থাৎ তাৎপর্য্য, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সকল শাস্ত্রের সহিত বিরোধাভাব, তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধন বা উপায় নির্দ্দেশ, চতুর্থে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল বা পুরুষার্থ নিরূপিত হইয়াছে। যিনি নিষ্কাম-ধর্ম্মানুশীলনে রাগদ্বেষাদিমলবিমুক্ত-চিত্ত হইয়াছেন, যিনি সৎপ্রসঙ্গ-লোলুপ, শাস্ত্রার্থে দৃঢ় বিশ্বাসী ও শম, দম, তিতিক্ষা, বিষয়-বিরতি ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা-সম্পন্ন—তিনি এই শাস্ত্রের অধিকারী। শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ও শাস্ত্র এই উভয়ের বাচ্যবাচকভাব সম্বন্ধ। এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় অনিন্দনীয় বা অকলঙ্ক বিশুদ্ধ অনন্তগুণগণ-সমন্বিত অচিন্ত্যানন্তশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। অশেষ দোষ বিনাশ-পূর্ব্বক সেই পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎকার ইহার প্রয়োজন। এই সকল কথা পরে স্পষ্টীকৃত হইবে। এই শাস্ত্রে বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি-ভেদে পাঁচটি ন্যায়াঙ্গ।

ন্যায় শব্দের অর্থ অধিকরণ। বিষয় অর্থাৎ বিচারার্হ বাক্য। সঙ্গতি যদিও এই চতুর্লক্ষণীতে শাস্ত্রসঙ্গতি প্রভৃতি ভেদে বহুবিধ, তথাপি তাহাদের আর বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলাম না। কেননা, বিষয়টি বুঝিলেই বোদ্ধার নিকট স্বয়ংই উহা বিবৃত হইবে। এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইবার পর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসারূপ অধিকরণ (অংশবিশেষ) আরব্ধ হইতেছে। যিনি ভূমা বিপুল—নিরবশেষ, দেশতঃ, কালতঃ ও স্বরূপতঃ পরিচ্ছেদ-(সীমা) রহিত, তিনিই

সুখস্বরূপ, তদ্ভিন্ন অন্য কিছু সুখ নাই, যিনি সেই ভূমা, তিনিই সুখস্বরূপ, তিনিই জিজ্ঞাস্য, সেই ভূমাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে পত্নী মৈত্রেয়ীর প্রতি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তিতেও অবগত হওয়া যায়,—অরে মৈত্রেয়ি! আত্মাকেই দর্শন করিবে, তাঁহাকেই শ্রবণ করিবে, তাঁহারই মনন কর্ত্তব্য এবং তিনিই জিজ্ঞাসার (বিচারের) বিষয়। এইটি বিষয়—বাক্যার্থ। ইহাতে সংশয় হইতেছে, বেদ অধ্যয়নের পর জীবের ধর্ম্মজ্ঞান হয়, তৎপরে তাহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যুক্তিযুক্ত কিনা? তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—কর্ম্মকাণ্ডে যখন শ্রুতি বলিতেছেন—'অপাম সোমমমৃতা অভূম'। আমরা সোমযাগ করিয়াছি, তখন অমৃতত্ব পাইয়াছি। 'অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি' এই শ্রুতিতেও উক্ত হইতেছে—যিনি চাতুর্ম্মাস্য-যাগ করিয়াছেন, তাহার ক্ষয়ের অযোগ্য পুণ্য হয়। ইত্যাদি শ্রুতিতে ধর্ম্মকার্য্য-দ্বারা অমৃতত্ব ও অক্ষয় সুখপ্রাপ্তির কথা অবগত হওয়ায় আর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই; এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইলে, ভগবান্ বাদরায়ণ বেদব্যাস কর্ত্তব্যত্বরূপে অভীষ্ট বেদান্ত-সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকা—তেষু কর্ম্মণো নিখিলপুমর্থহেতুত্বং, কারীর্য্যা যজেত বৃষ্টিকামঃ, পুত্রেষ্ট্যা যজেত পুত্রকামঃ, জ্যোতিষ্টোমেন যজেত স্বর্গকামঃ, আচার্য্যকুলদ্বেদমধীয়ীতেত্যাদিশ্রবণাৎ। বিষ্ণোস্তু কর্ম্মাঙ্গত্বং, বিষ্ণুরূপাংশ্চ যষ্টব্যা ইত্যাদিশ্রবণাৎ। কর্ম্মণো দ্বে অঙ্গে দ্রব্যং দেবতা চেতি। কুশঘৃতাদিবৎ বিষ্ণোঃ কর্ম্মাঙ্গত্বমাহুঃ। স্বর্গাদেঃ কর্ম্মফলস্য নিত্যত্বং, অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি। অপামসোমমিত্যাদিশ্রুতেঃ। জীবস্য স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং, বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে; এষ হি দ্রব্যাৎ প্রেষ্ঠেত্যাদিশ্রুতেঃ। প্রকৃতেঃ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং, অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপা ইত্যাদিশ্রুতেঃ। পরিচ্ছিন্নস্য ব্রহ্মণ এব জীবত্বং, ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়ত ইত্যাদি-শ্রুতেঃ। প্রতিবিম্বিতস্য তস্য জীবত্বং, এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবদিত্যাদিশ্রুতেঃ। ভ্রান্তস্য জীবত্বং, স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্। স্ত্রীরন্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতুষ্টিমেতীত্যাদিশ্রুতেঃ। উপলক্ষণমেতৎ পরমাণুবাদাসদ্বাদস্বভাববাদানাম্। ন্যগ্রোধফলমদ আহরেতি,

ইদং ভগবত ইতি, ভিন্ধীতি, ভিন্নং ভগবত ইতি, কিমত্র পশ্যসীতি, অত্র ব্যদ্রবে মাধানা ভগব ইতি, অসদেবেদমগ্র আসীন্ন তদ্বেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তেত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। চিন্মাত্রেত্যাদি। তত্র কঃ শোকঃ কো মোহ একত্বমনুপশ্যত ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ। এষাং সিদ্ধান্তার্থাস্তু স্বপীঠক-ভাষ্যাদ্বোধ্যঃ। আপাতত ইতি। ঐদম্পর্য্যাবধারণং বিনাভূতাৎ জ্ঞানাদিত্যর্থঃ। উভয়ত্রেতি। ঈশ্বরে জীবে চেত্যর্থঃ। তত্রেশ্বরস্যাহমর্থত্বম্। 'অহমাত্মা গুড়াকেশ' ইত্যাদিষ্বস্মদর্থাত্মনোরভেদাভিধানাৎ। নন্বু মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচেত্যাদাবহমর্থস্য ক্ষেত্রজ্ঞত্বোক্তেঃ কথমীশ্বরস্য তত্ত্বমিতি চেন্নৈবং ভ্রমিতব্যম্, তস্য ততোঽনন্যত্বাৎ। অতএব 'সোঽকাময়ত বহুস্যামিত্যাদৌ' প্রধানমহদাদিসর্গাৎ পূর্ব্বমেব সোঽস্মদর্থতয়া শ্রূয়তে। 'তদাত্মানমেবাবৈদহং ব্রহ্মাস্মীতি' শ্রুতিঃ। 'অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরং পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহমিত্যাদি' শ্রুতেশ্চ। শুদ্ধাত্মনো হরেরস্মদর্থত্বমবতারয়তি। তস্যানিবৃত্তিশ্চান্তে স্থিত্যুক্তেঃ। অথ জীবাত্মনোঽপ্যস্মদর্থত্বং 'বিলীনোঽহমিতি', সুষুপ্তৌ 'সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি' তত্ত্বেনৈব তস্য পরামর্শাৎ। যৎ তু তস্যাং স্বপ্রকাশ আত্মা। কিন্তু পশ্চাজ্জাতেনান্তঃকরণেন সম্বন্ধাৎ তত্ত্বেন সোঽনুভূয়ত ইত্যাহ তন্মন্দম্। অস্বাপ্সমিত্যুত্তমপুরুষপ্রয়োগাৰ্হস্য অস্মদর্থ স্যৈব তস্যাং পরামর্শাৎ ন কিঞ্চিদবেদিষমিত্যজ্ঞানাত্যংশে পরামর্শোপপত্তেশ্চ। ন হ্যজ্ঞানাদিকং নিরাশ্রয়মন্যাশ্রয়ং বা পরামৃশ্যতে অপি তু অস্মদর্থাশ্রয়মেব। ইতরথা যোঽহং শ্রান্তোঽস্মি সোঽহং সুপ্ত্বা সুখী স্যাং ইতীচ্ছয়া তস্যাং প্রবৃত্তিঃ। যোঽহং সুপ্তঃ সোঽহং জাগর্ম্মীতি প্রত্যভিজ্ঞা চ ন স্যাৎ। কিঞ্চাস্বাপ্সীন্ন কিঞ্চিদবেদীদিতি বিমর্শশ্চ স্যাৎ। কিঞ্চ তত্রাস্মদর্থাপরামর্শে। এতাবন্তং কালং সুপ্তোঽহং বা অন্যো বেতি সন্দেহাদিঃ স্যান্ন তু নিশ্চয় ইতি। তস্মাদুভয়োরহমর্থত্বং সিদ্ধম্। তত্র জ্ঞানস্যাপি জ্ঞাতৃত্বং দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে চ ব্যক্তী ভাবি। অব্যক্তোঽপীতি প্রত্যগপি ভক্তিগ্রাহ্য ইত্যর্থঃ। প্রকৃতিরিতি। তস্যেশ্বরস্যেক্ষণেন কটাক্ষেণাবাপ্তং বলং মহদাদিভাবেন পরিণামে সামর্থ্যং যয়া সা ইত্যর্থঃ। ঈশ্বরাদয়শ্চত্বারোঽর্থা নিত্যা ইত্যত্র ভাল্লবেয়শ্রুতিশ্চ, "অথ হ বাব নিত্যানি পুরুষঃ প্রকৃতিরাত্মা কাল ইতি। অথ যান্যনিত্যানি প্রাণঃ শ্রদ্ধাভূতানি ভৌতিকানি ইতি। যানি হ বা উৎপত্তিমন্তি তান্যনিত্যানি। যানি হ বা অনুৎপত্তিমন্তি তানি নিত্যানি।

ন হেতানি কদা নোৎপত্তন্তে নো বিলীয়ন্তে পুরুষঃ প্রকৃতিরাত্মা কাল ইত্যেষা" শ্রুতিঃ। স বিশ্বকৃদিতি। বিশ্বকৃতাং দ্রুহিণাদীনামাত্মনাং জীবানাং যোনিরুপাদানং সশক্তিকাৎ তস্মাৎ তেষামুৎপত্তেঃ। জ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ। গুণী প্রশস্তগুণবৃন্দকঃ। সর্ব্ববিৎ যো নিখিলকলাকুশলঃ। সদেবেত্যত্র কালস্যাপি নিত্যত্বং প্রলয়েহপি তস্য প্রতীতেঃ। ভক্তিযোগেনেতি শ্রীভাগবতে সূতোক্তিঃ। সম্যক্ প্রণিহিতে সমাধিং লব্ধে। তদপাশ্রয়াং ততো দূরতোহবস্থিত্বা তমাশ্রয়ন্তীম্। যয়া মায়য়া। তৎকৃতং মায়ারচিতম্। দ্রব্যমুপাদানম্। কর্ম্মাদিকং নিমিত্তম্। সন্তি কার্য্যক্ষমা ভবন্তীত্যর্থঃ। অস্যেতি শ্রীভাগবতস্য। স্মর্য্যতে গারুড়ে, 'অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥ পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোহয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ। গ্রন্থোহষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধ' ইতি। শ্রোতৃপ্রবৃত্তয়ে সঙ্ক্ষেপতস্তাবচ্ছাস্ত্রার্থং দর্শয়তি। তত্রেতি তস্যাং চতুর্লক্ষণ্যাম্। তদাপ্তির্ব্রহ্মলাভঃ। যত্র যস্যাং ধর্ম্মে। সত্যাদীনিঅগ্নিহোত্রাদীনি চ গ্রাহ্যাণি। শ্রদ্ধালুস্তদুপদিষ্টবেদান্তবাক্যার্থদৃঢ়বিশ্বাসবান্। শান্ত্যাদিমানিত্যাদিপদাৎ যমোপরতিতিতিক্ষাসমাধয়ঃ। এতেনানুরক্তস্যাপি জ্ঞানে অধিকারঃ, কর্ম্মসু ন পঙ্গ্বাদেরিতি ব্যঞ্জিতা। বাচ্যং ব্রহ্ম; বাচকং শাস্ত্রং তদ্ভাবঃ সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। বিষয়ঃ শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যঃ। তৎসাক্ষাৎকারস্তৎপ্রাপ্তিঃ। সংশয় একস্মিন্ ধর্ম্মিণি বিরুদ্ধনানার্থবিমর্শঃ। প্রতিকূলোহর্থঃ পূর্ব্বপক্ষঃ। প্রামাণিকত্বেনাভ্যুপগতোহর্থঃ সিদ্ধান্তঃ। সঙ্গতিঃ পূর্ব্বোত্তরয়োরর্থয়োরবিরোধঃ। সা তাবৎ শাস্ত্রসঙ্গতিরধ্যায়সঙ্গতিঃ পাদসঙ্গতিশ্চেতি। তত্র নিখিলে শাস্ত্রে ব্রহ্মৈব সপরিকরং বিচার্য্যমিতি শাস্ত্রসঙ্গতিঃ। অধ্যায়সঙ্গতিস্তু তত্র প্রথমে লক্ষণে সর্ব্বেষাং বেদানামিত্যাদিনা দর্শিতাস্তি। পাদসঙ্গতয়স্তু প্রতিপাদং দর্শিতাঃ সন্তি। পূর্ব্বোত্তরাধিকরণয়োর্মিথোহবান্তরসঙ্গতয়শ্চ ষট্ সম্ভবন্তি। আক্ষেপসঙ্গতিঃ, দৃষ্টান্তসঙ্গতিঃ, প্রতিদৃষ্টান্তসঙ্গতিঃ, প্রসঙ্গসঙ্গতিঃ, উপোদ্ঘাতসঙ্গতিঃ, অপবাদসঙ্গতিশ্চেতি। পূর্ব্বাধিকরণে সিদ্ধান্তযুক্তিমুত্তরাধিকরণে পূর্ব্বপক্ষযুক্তিঞ্চান্যত্রাক্ষেপাদিকং যোজ্যম্। বক্ষ্যমাণমর্থং মনসি নিধায় তদর্থমর্থান্তরবর্ণনমুপোদ্ঘাতঃ। তদুক্তং, চিন্তাং প্রকৃতিসিদ্ধার্থামুপোদ্ঘাতং বিদুর্বুধা ইতি। আশ্রয়াশ্রয়িভাবাদয়োহপ্যত্র সঙ্গতয়ো বোধ্যাঃ। এতা যথাস্থলং ব্যঞ্জয়িষ্যামঃ। বিষয়াবগতাবিতি। শাস্ত্রাধ্যায়পাদানামধিকরণানাঞ্চার্থপ্রতীতৌ সত্যামিত্যর্থঃ। বিদ্যোতনাৎ স্ফুরণাৎ। এক-

ত্রিংশৎসূত্রস্যৈকাদশাধিকরণস্য প্রথমপাদস্য ব্যাখ্যানমারভতে, 'যো বৈ ভূমেতি'। বিপুলসুখরূপো হরির্জিজ্ঞাস্য ইত্যর্থঃ। আত্মা বা ইতি। আত্মা পরেশঃ 'অততি ব্যাপ্নোতি' ইত্যাদিব্যুৎপত্তেঃ। ধ্যানমিতি। সাঙ্গং বেদমধীত্য তস্য ফলবদর্থাববোধকত্বং বীক্ষ্য তন্নির্ণয়ে স্বয়ং প্রবর্ত্তত ইতি। শ্রবণস্য প্রাপ্তত্বাদনুবাদঃ। শ্রবণপ্রতিষ্ঠার্থত্বান্মননস্যাপি সঃ। তস্মান্নিদিধ্যাসনমেব বিধীয়ত ইতি ব্যাচক্ষতে। তদিদং বিভাব্যম্। ধর্ম্মজ্ঞস্য নিশ্চিতকর্ম্মতৎফলস্বরূপস্য। অপামেতি। সোমরসপানেনামরত্বং বাক্যার্থঃ। অক্ষয্যমিতি। চাতুর্ম্মাস্যেন কর্ম্মণা য ইষ্টবান্ তস্য সুকৃতমক্ষয্যমবিনাশি ভবতীত্যর্থঃ॥

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকানুবাদ—'বেদেষু' ইত্যাদি কর্ম্ম সমস্ত পুরুষার্থের হেতু, একথা বেদে প্রকাশিত আছে। যথা 'কারীর্য্যা বৃষ্টিকামো যজেত'—বৃষ্টিকামীব্যক্তি 'কারীরী' যাগ করিবেন। 'পুত্রেষ্ট্যা পুত্রকামো যজেত'—পুত্রকামনায় পুত্রেষ্টি যাগ করিবেন। 'জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত'—যিনি স্বর্গাভিলাষী, তিনি জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবেন। 'আচার্য্যকুলাদ্‌বেদমধীয়ীত'—আচার্য্যগৃহ হইতে বেদ অধ্যয়ন করিবে ইত্যাদি ফলশ্রুতি কর্ম্মনিচয়ের বেদ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে। 'বিষ্ণোস্তু কর্ম্মাঙ্গত্বম্'—যাগাদি কর্ম্মের অঙ্গ দুইটি—এক দ্রব্য, দ্বিতীয় দেবতা, তন্মধ্যে সকল কর্ম্মেই বিষ্ণু দেবতা, যেহেতু বিষ্ণুই ইন্দ্রাদিরূপে বর্ত্তমান। শ্রুতিতে আছে—'বিষ্ণুরূপাশ্চযষ্টব্যাঃ', বিষ্ণুরূপে দেবতাদিগকে যাগ করিবে। কর্ম্মের দুইটি অঙ্গ দ্রব্য ও দেবতা, বিষ্ণু কুশঘৃতাদির মত কর্ম্মের অঙ্গ অর্থাৎ সাধক—এই কথা যাজ্ঞিকরা বলিয়া থাকেন। 'স্বর্গাদেঃ কর্ম্মফলস্য নিত্যত্বম্'—স্বর্গ প্রভৃতি কর্ম্মফল নিত্য অর্থাৎ অবিনশ্বর। শ্রুতিই ইহার প্রমাণ—'অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি' যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য যাগ করেন, তাঁহাদের পুণ্যফল অক্ষয় হয়। এইরূপ 'অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম' আমরা সোমরস পান করিয়াছি, এইজন্য অমৃতত্ব লাভ করিয়াছি।

জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বাধীন, যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে' বিজ্ঞান আত্মা যজ্ঞ উৎপাদন করেন। 'এষ হি দ্রব্যাৎ প্রেষ্ঠঃ'—এই আত্মা দ্রব্য হইতে প্রিয়তর। প্রকৃতিরও স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব। শ্রুতি সেই কথাই বলিয়াছেন—'অজামেকাং লোহিতেত্যাদি' প্রকৃতি নিত্যা, তিনি লোহিত

বর্ণা অর্থাৎ রজোগুণময়ী, আবার শুক্লা—সত্ত্বগুণাত্মিকা, তিনি কৃষ্ণা—কৃষ্ণবর্ণা—তমোরূপিণী। 'বহ্বীঃ প্রজাঃ' বহু পদার্থ (ভোগের দ্রব্য) 'সৃজমানাং' সৃষ্টি করিতেছেন। পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মেরই জীবত্ব। যথা শ্রুতিঃ—'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' ইন্দ্র—পরমাত্মা, মায়াভিঃ—নানামায়াদ্বারা, বহুরূপঃ—বহুরূপী ঐন্দ্র-জালিকের মত ঈয়তে—প্রতীত হন। 'প্রতিবিম্বিতস্য তস্য জীবত্বম্'—প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মের জীবত্ব, শ্রুতিই তাহার প্রমাণ—'এক এব হি ভূতাত্মা' ইত্যাদি একই আত্মা প্রত্যেক দেহের মধ্যে প্রত্যগাত্মরূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি প্রতীতি-ভেদে এক অথবা অনেক প্রকার প্রতীত হন ; শ্রুতিতে আছে—একটি জলপাত্রে যেমন প্রতিবিম্বিত চন্দ্র একরূপে, বহু জলপাত্রে বহুসংখ্যকরূপে প্রতিভাতি হন। ভ্রান্ত ব্রহ্মই—জীবাত্মা, কথিত আছে—'স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা' ইত্যাদি—সেই ব্রহ্মই মায়া-দ্বারা ভ্রান্তস্বরূপ হইয়া শরীর পরিগ্রহ করেন এবং সমস্ত করেন, জাগ্রদ্ দশায় তিনি স্ত্রী-অন্নপানাদি নানাবিধ ভোগদ্বারা তুষ্টি লাভ করিয়া থাকেন। শুধু ইহাই নহে, ইহাতে নৈয়ায়িকদিগের সম্মত পরমাণু-কারণতাবাদ, এবং অদ্বৈতবাদীর অসদ্বাদ বা মিথ্যাবাদ এবং স্বভাবকারণতা-বাদের প্রতিও কটাক্ষ করা হইল। কারণ ঐ মতের প্রতিপক্ষ সব শ্রুতি আছে—'ন্যগ্রোধফলমিদমাহর' এই বট ফলটি লইয়া আইস, বলিতেই শিষ্য সেই ফল আনিয়া বলিল—'ইদং ভগবঃ' ভগবন্! এই যে বট ফল। গুরু বলিলেন—ভিন্ধি—ভাঙ্গ, শিষ্য—'ভিন্নং ভগবঃ' ভাঙ্গিলাম। গুরু—'কিমত্র পশ্যসি' ইহার মধ্যে কি দেখিতেছ ? শিষ্য—'অত্র ব্যদ্রবে মাধানাঃ' ইহার মধ্যে ভৃষ্ট যব। 'অসদেবেদমগ্রআসীৎ' প্রলয়ের পর সৃষ্টির পূর্ব্বে এই চরাচর বিশ্ব অসৎই ছিল অর্থাৎ তখন কিছুই ছিল না, সব শূন্য। 'ন তদ্বেদং তর্হ্যব্যাকৃত-মাসীৎ' কিছুই জানা যায় নাই, অতএব তখন সমস্ত অব্যাকৃত—অব্যক্ত অর্থাৎ নাম-রূপ-হীন হইয়া সব ছিল। পরে ঐ অদৃশ্য বিশ্ব নাম-রূপ-দ্বারা ব্যক্ত করা হইল। এই সকল শ্রুতিবচনের সিদ্ধান্ত-অর্থ নিজের রচিত ভাষ্য-পীঠক হইতে বোদ্ধব্য। এই যে ভ্রান্ত জীবের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব, ইহা আপাত-দৃষ্টিতে বলা হইল, তত্ত্বজ্ঞানের পর কিন্তু অন্যথাভূত। উভয়ত্র—জীব ও ঈশ্বরে। ঈশ্বরের অহমর্থত্ব অর্থাৎ অস্মৎ শব্দ-বাচ্যত্ব এই প্রকারে সঙ্গত, শ্রীমদ্‌ভগবদ্ বাক্য তাহার প্রমাণ—'অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ' আমি পরমাত্মা সকল প্রাণীর মধ্যে প্রত্যগাত্মরূপে অবস্থিত। এখানে ঈশ্বর

আমি' পদের বিষয় হইতেছেন। আত্মার অভিন্নরূপে কথন-হেতু ঐ উক্তি সঙ্গত হইতেছে। আপত্তি হইতেছে, 'মহাভূতানি' ইত্যাদি বাক্যে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, প্রকৃতি, ইহাতে ক্ষেত্রজ্ঞ অহম্‌পদের বাচ্য বুঝা যাইতেছে, তবে ঈশ্বর কিরূপে আত্ম-স্বরূপ ? এই যদি বল, ভুল করা হইবে ; এইরূপ বুঝিও না। কারণ জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে, এইজন্যই 'সোঽকাময়ত, বহু স্যাম্' পরমাত্মা ইচ্ছা করিলেন 'আমি বহু হইব' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি প্রাকৃতিক বা বৈকৃতিক সৃষ্টির পূর্ব্বেই শ্রুতিতে পরমাত্মার আমিত্ব-বোধ যাহা অস্মদর্থরূপে তাহা পাওয়া যাইতেছে। অন্য শ্রুতিও বলিতেছেন—'তদাত্মানমেবৈবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি' তখন আত্মাকেই তিনি জ্ঞান করিলেন যে, আমিই ব্রহ্ম হইতেছি। 'অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্' সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই একমাত্র ছিলাম, তখন আর অন্য কিছু ছিল না, যাহা সৎ অর্থাৎ স্থূল, এবং যাহা অসৎ অর্থাৎ সূক্ষ্ম, সেই সদসৎ হইতে অতীত ব্রহ্মও আমা হইতে ভিন্ন ছিল না। পরে অর্থাৎ সৃষ্টির পরবর্ত্তী কালে এই যে পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ, সমুদয় স্বরূপে আমিই অবস্থিত আছি এবং প্রলয়ে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব।—ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জীবেরও তদাত্মকত্ব বিচারিত হইতেছে। অতঃপর শুদ্ধস্বরূপ শ্রীহরির অস্মদর্থত্ব-বিষয় ভাষ্যকার অবতারণা করিতেছেন।

'তস্যা নিবৃত্তিশ্চান্তে তৎস্থিত্যুক্তেঃ'। সংসার নিবৃত্ত হইলেও তিনি থাকেন এই উক্তি আছে, কারণ শ্রুতিই বলিয়াছেন,—'যোঽবশিষ্যেত' যিনি অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই (পরমাত্মা)। অতঃপর জীবাত্মারও অস্মৎ শব্দের বাচ্যত্ব ; যেহেতু 'বিলীনোঽহম্' আমি বিলীন ছিলাম, সুষুপ্তি-অবস্থায়ও 'সুখমহমস্বাপ্সম্, ন কিঞ্চিদবেদিষম্' আমি বেশ সুখে ঘুমাইয়াছি, কিছুই জানিতে পারি নাই এইরূপে তৎকালে সেই জীবের স্বানুভূতি বুঝাইতেছে। তবে যে সুষুপ্তিতে আত্মা স্বপ্রকাশই আছেন, পরে (সুষুপ্তি ভঙ্গের পর) আবার উত্থিত অন্তঃকরণের সহিত তাহার সম্বন্ধ হয় বলিয়া তাহা তৎ-স্বরূপে অনুভূত হয়, এই যে কেহ বলেন, তাহা মন্দ অর্থাৎ যুক্তিহীন ; কারণ

'অস্বাপ্সম্' এই পদটিতে স্বপ্‌ধাতুর লুঙের উত্তম পুরুষের একবচন প্রযুক্ত আছে, সেই প্রয়োগের উপযুক্ত জীবাত্মাই সুষুপ্তিতে প্রতীত হইতেছে এবং 'ন কিঞ্চিদবেদিষম্' এ-কথায় অজ্ঞান প্রভৃতি অংশেও জীবাত্মারই প্রতীতি সঙ্গত হয়, কিছুই জানি নাই বলিতে অজ্ঞানই জ্ঞানের বিষয়, সেই অজ্ঞান প্রভৃতি কোন অধিকরণ বা বিষয়ী-ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না অথবা অন্য কোন কিছুকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না, যেহেতু সুষুপ্তিকালে সমস্তই নিদ্রিত—লুপ্ত—অতএব আমিত্ববোধের যে বিষয়ী সেই জীবাত্মাই সেই অজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞানের আশ্রয় একথা বলিতেই হইবে। ইহা যদি অস্বীকার কর, তবে 'যোঽহং শ্রান্ত…সুখী স্যাম্ ইতীচ্ছয়া',—যে আমি ক্লান্ত বা পরিশ্রান্ত হইয়াছি, সেই আমি এক্ষণে নিদ্রা যাইয়া সুখী হইব, এই ইচ্ছাতেই আমার সুষুপ্তিতে প্রবৃত্তি হয়, অতএব জীবাত্মাই ইহার বিষয়ী, তদ্‌ভিন্ন পরমাত্মাকে সেই সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানের বিষয়ী করিলে আর একটি দোষ হয় যে, যে আমি ঘুমাইয়াছিলাম সেই আমি জাগিতেছি, এই আমিত্ববোধ এক আত্মারই প্রত্যভিজ্ঞা, ইহা অস্বীকার করা যায় না ; ভিন্ন আত্মা বলিলে ঐ প্রত্যভিজ্ঞার অনুপপত্তি হইয়া পড়ে। আরও একটি অনুপপত্তি 'অস্বাপ্‌সীৎ-ন কিঞ্চিদ-বেদীৎ' এইরূপ প্রয়োগও হইত, কিন্তু তাহা তো হয় নাই। আরও একটি কথা, সুষুপ্তি অবস্থায় যদি অস্মদ্‌বাচ্য জীবাত্মা প্রতীয়মান না হয়, তবে এতক্ষণ ধরিয়া আমি সুপ্ত বা অপর কেহ সুপ্ত এইরূপ সন্দেহও হইতে পারিত, আমিই সুপ্ত এইরূপ নিশ্চয় হইত না। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত—অস্মদ্ শব্দের বাচ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই। সেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মার জ্ঞাতৃত্ব বা জ্ঞান-কর্তৃত্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে সুস্পষ্ট হইবে। ভাষ্যস্থিত 'অব্যক্তোঽপি' এই অপি শব্দের অর্থ প্রত্যগাত্মা অন্তর্য্যামী ক্ষেত্রজ্ঞপুরুষ তিনিও ভক্তিগ্রাহ্য। অতঃপর প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণীত হইতেছে। 'প্রকৃতিরিতি' সেই পরমেশ্বরের কটাক্ষ-লাভে প্রাপ্ত-সামর্থ্য অর্থাৎ মহদাদিবিকাররূপে পরিণাম-বিষয়ে লব্ধ-শক্তিই প্রকৃতি।

'ঈশ্বরাদয়শ্চত্বারোঽর্থা নিত্যা' ইত্যাদি—ঈশ্বর প্রভৃতি চারিটি পদার্থ নিত্য, এ-বিষয়ে ভাল্লবেয় শ্রুতি বলিয়াছেন—'অথ হ বাব নিত্যানি'—অতঃপর যেগুলি নিত্যরূপে প্রসিদ্ধ তাঁহাদের উল্লেখ করিতেছি—পুরুষ (ঈশ্বর), প্রকৃতি, জীবাত্মা ও কাল। ইহারা নিত্য। আর যাহারা অনিত্য তাহারাও বর্ণিত হইতেছে, যেমন—দশবিধ প্রাণ, শ্রদ্ধা, ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত এবং যে সকল ঐ ভূতসমুদয় হইতে উৎপন্ন, যেমন পার্থিবাদি দেহ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও দ্ব্যণুকাদি বিষয় যাহাদের উৎপত্তি আছে, তাহারাই অনিত্য এবং যাহারা উৎপত্তিহীন তাহাদিগকে নিত্য বলা হয়। এই ঈশ্বরাদি চারিটি পদার্থ কোনকালে উৎপন্ন হয় না, কখনও লয় প্রাপ্ত হয় না, যেমন পুরুষ, প্রকৃতি, আত্মা ও কাল—এইরূপ শ্রুতি আছে। স বিশ্ব-কৃদিত্যাদি—'বিশ্বকৃদ্‌বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ'—তিনি বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাপ্রভৃতি প্রজাপতি প্রমুখ জীবগণের উপাদান-কারণ, যেহেতু শক্তি-সমন্বিত সেই পরমেশ্বর হইতে তাহারা উৎপন্ন। 'জ্ঞঃ'—সর্ব্ববেত্তা, 'গুণী'—প্রশস্ত গুণবৃন্দ-বিশিষ্ট। 'সর্ব্ববিৎ'—যিনি নিখিল কলাবিদ্যায় পারদর্শী। 'সদেব সৌম্যেদম্' ইত্যাদি'-শ্রুতিতে কালকে নিত্য বলা হইয়াছে কারণ প্রলয়কালেও তাহার প্রতীতি হইতেছে। 'ভক্তিযোগেন' ইতি—শ্রীভাগবত নামকগ্রন্থে 'ভক্তিযোগেন' ইত্যাদি শ্লোককয়টি সূত-মুখে বর্ণিত। 'মনসি সম্যক্‌প্রণিহিতে' অর্থাৎ মন সমাধি লাভ করিলে, তাঁহাতে, 'তদপাশ্রয়াম্'—সেই পরমাত্মা হইতে দূরে থাকিয়া যে মায়া তাঁহাকে আশ্রয় করিতেছে। 'যয়া'—যে মায়াদ্বারা। 'তৎকৃতম্'—সেই মায়াদ্বারা রচিত, দ্রব্য শব্দের অর্থ উপাদান কারণ, জীবের কর্ম্ম নিমিত্ত কারণ। 'সন্তি' অর্থাৎ কার্য্য-জননে সমর্থ হয়। 'অস্য সূত্রার্থত্বম্'—এই ভাগবতের বেদান্তসূত্রের ভাষ্যরূপতা। 'স্মর্য্যতে'—গরুড়পুরাণে স্মৃত বা কথিত হয়। যথা 'অর্থোঽয়ম্' ইত্যাদি—ইহা (শ্রীমদ্‌ভাগবত) ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, ইহা মহাভারতোক্ত বিষয়ের অর্থ-নির্ণায়ক। গায়ত্রীমন্ত্রের ইহা ভাষ্যস্বরূপ, বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়গুলিদ্বারা পরিপুষ্ট। সমস্ত পুরাণের, বেদের মধ্যে সাম বেদের মত সার, শ্রীভগবানের স্বমুখে উচ্চারিত। ইহাতে বারটি স্কন্ধ আছে এবং একশত উপাখ্যান বর্ণিত। আঠার হাজার শ্লোকে পূর্ণ, এই শ্রীমদ্ ভাগবতনামক গ্রন্থ। অতঃপর শ্রোতার শ্রবণ-প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য সংক্ষেপে বেদান্তসূত্রশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিতেছেন। শাস্ত্রে কথিত আছে—"জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে। শাস্ত্রাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ স প্রয়োজনঃ।" শ্রোতা প্রথমে যে কোন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়, শাস্ত্রের সহিত সেই বিষয়ের সম্বন্ধ ও গ্রন্থপাঠের ফল জানিয়া তবে সেই

গ্রন্থ শুনিতে প্রবৃত্ত হয়, সেইজন্য শাস্ত্রারম্ভের পূর্ব্বেই সম্বন্ধ, প্রতিপাদ্য ও প্রয়োজন বর্ণনা করা উচিত। এই শাস্ত্রনিয়মানুসারে শাস্ত্রার্থের বর্ণনায় ভাষ্যকার প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 'তত্র'—যে চতুরধ্যায়ী বেদান্তসূত্রে। 'তদাপ্তিঃ' —সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার। 'যস্যাং'—যে চতুরধ্যায়ীতে, নিষ্কাম-ধর্ম্মপদে সত্য প্রভৃতি ধর্ম্ম ও অগ্নিহোত্র প্রভৃতিও গ্রহণীয়, 'শ্রদ্ধালুঃ'—তাঁহার উপদিষ্ট বেদান্ত-বাক্যার্থে দৃঢ়বিশ্বাসী, 'শান্ত্যাদিমান্' ইহাতে উক্ত আদিপদ-দ্বারা যম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধি গ্রাহ্য। ইহার দ্বারা সূচিত হইল যে, কেবল ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হইলেই তাহার তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার, পঙ্গু প্রভৃতির মত কর্ম্মে অধিকার নহে। শাস্ত্রবাচ্য—ব্রহ্ম, শাস্ত্র সেই ব্রহ্মের বাচক। এইরূপ বাচ্যবাচক ভাবসম্বন্ধ। 'বিষয়ঃ' অর্থাৎ শাস্ত্র যাহা প্রতিপাদন করিতে চাহে। 'তৎপ্রাপ্তিঃ—তাঁহার সাক্ষাৎকার। ন্যায়ে বা অধিকরণমাত্রে পাঁচটি অঙ্গ থাকে যথা "বিষয়োবিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষশ্চ সঙ্গতিঃ। সিদ্ধান্তশ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্" তন্মধ্যে বিষয় উক্ত হইল। বিশয় বা সংশয় বলিতে একটি ধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ নানাবিষয়ের আলোচনা, ইহা এই, না ঐ ইত্যাদিরূপ। প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিকূল অর্থ পূর্ব্বপক্ষ। প্রমাণসিদ্ধরূপে স্বীকৃত অর্থ ই সিদ্ধান্ত। সঙ্গতি শব্দের অর্থ পূর্ব্বাপর অর্থের বিরোধ না থাকা। সেই সঙ্গতি তিনপ্রকার যথা—শাস্ত্রসঙ্গতি, অধ্যায়-সঙ্গতি ও পাদ-সঙ্গতি। তন্মধ্যে সমগ্র শাস্ত্রমধ্যে সপরিকর ব্রহ্মই বিচারণীয় বস্তু, ইহাই শাস্ত্রসঙ্গতি। অধ্যায়-সঙ্গতি 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই দ্বিতীয় সূত্রে 'সর্ব্বেষাম্ বেদানাম্ ব্রহ্মণি তাৎ-পর্য্যম্' ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। পাদ-সঙ্গতি প্রতি অধ্যায়ের প্রতিপাদে দেখান আছে। পূর্ব্ব পক্ষ এবং উত্তর পক্ষ উভয় অধিকরণেরই পরস্পর অবান্তর সঙ্গতি ছয়টি থাকে যথা—আক্ষেপ-সঙ্গতি, দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি, প্রসঙ্গ-সঙ্গতি, উপোদ্ঘাতসঙ্গতি ও অপবাদ-সঙ্গতি। পূর্ব্বপক্ষে 'তন্মতসিদ্ধান্তযুক্তি' এবং উত্তরাধিকরণে পূর্ব্বপক্ষযুক্তি ব্যতিরেকে (ত্যাগ করিয়া) অন্য বিষয়ে আক্ষেপাদি সঙ্গতি প্রযোজ্য। সেই ষট্ সঙ্গতির মধ্যে উপোদ্ঘাত সঙ্গতির প্রতিপাদ্য এই যে, বলিতে অভিপ্রেত কোন একটি বিষয় মনে রাখিয়া তাহার জন্য অন্য কথার অবতারণা; কথিত আছে যে, প্রস্তাবিত বিষয়ের সিদ্ধির জন্য যে আলোচনা বা সমীক্ষা করা হয়, তাহার নাম উপোদ্ঘাত।

আশ্রয়াশ্রয়িভাব প্রভৃতি সঙ্গতিও এখানে আছে বুঝিয়া লইবে। সেইগুলি যথাস্থলে অভিব্যক্ত করিব। 'বিষয়াবগতৌ'—এই বেদান্ত-শাস্ত্রের অধ্যায়-পাদগুলির এবং অধিকরণগুলির তাৎপর্য্য প্রতীত হইলে পর, 'স্বয়মেব বিদ্যোতনাৎ' নিজেই প্রকাশ হইবে। প্রথম পাদে একত্রিশটি সূত্রে এগারটি অধিকরণ আছে, সেই প্রথম পাদেরই ব্যাখ্যা আরম্ভ করিতেছেন—'যো বৈ ভূমা' ইত্যাদি বাক্যে।

'যো বৈ ভূমেতি'—বিপুল সুখস্বরূপ হরিই জিজ্ঞাস্য—জ্ঞানেচ্ছার বিষয়। আত্মা বা ইতি—আত্মা—পরমেশ্বর, অত্ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি যিনি সর্ব্বব্যাপী, ইহাই আত্মা শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ। 'আত্মা বাহরে শ্রোতব্যঃ' ইত্যাদি শ্রুতির অন্তর্গত নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান, ইহাই এইবাক্যে বিধেয়, কেননা, শ্রবণপ্রাপ্ত তাহার বিধি হয় না অতএব উহা অনুবাদ। কেন শ্রবণপ্রাপ্ত (বিধিব্যতিরেকেও অবগত) তাহা বলিতেছেন—'সাঙ্গং বেদমধীত্য' ইত্যাদি শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয়টি অঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিয়া অধ্যেতা জানিতে পারে যে, এই সকল বেদবাক্যের সফল অর্থ-বোধনে সামর্থ্য আছে, ইহার পর তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য স্বয়ংই তাহাতে প্রবৃত্ত হয় সুতরাং তত্ত্ব-শ্রবণ তাহার অধিগত। অধিগত বস্তুর পুনঃ কথনের নাম অনুবাদ। এইরূপ মননও তাহার অধিগত, যেহেতু শ্রবণের সফলত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সে মননও করিয়া থাকে অতএব মননও অনুবাদ্য. কেবল ধ্যানই (নিদিধ্যাসনই) বিধেয়—বিধিবোধিত কর্ত্তব্য কার্য্য এইরূপ ব্যাখ্যা কেহ কেহ করেন; কিন্তু ইহা চিন্তনীয়। 'ধর্ম্মজ্ঞস্য'—যিনি বৈদিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও তাহার ফলের নিশ্চয় করিয়াছেন। 'অপামেতি'—সোমরসপান-দ্বারা অমরত্ব প্রাপ্তি। ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। 'অক্ষয্য-মিতি' চাতুর্ম্মাস্য-কর্ম্মদ্বারা যিনি ইষ্টি সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহার, সুকৃত—পুণ্য, 'অক্ষয্যম্'—অবিনাশী হয়।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অবতরণিকা।

মঙ্গলাচরণম্

সিদ্ধান্তকণা—

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোহস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে॥

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠ-প্রিয়ায় চ।
শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী-গোস্বামিনে নমঃ॥

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্-বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ॥

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

জয়তি বিদ্যাভূষণোবলদেবপূর্ব্বো হরিরতিঃ সূরিঃ।
যেন গোবিন্দভাষ্যং গোবিন্দাদেশাৎ প্রতেনে॥

গ্রন্থের আরম্ভে করি 'মঙ্গলাচরণ'।
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ॥

শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের বন্দনামুখে, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের স্মরণমূলে, তাঁহাদের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনাপূর্ব্বক আজ পরমারাধ্যতম **শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের** ত্রিংশদ্বার্ষিক তিরোভাব-তিথি-পূজাবাসরে তাঁহার এবং তদীয় প্রিয়জনগণের অহৈতুকী করুণা একমাত্র সম্বল করিয়া 'একটি' অতিশয় দুরূহকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি। শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত জনগণের মধ্যে আমি নিতান্ত অধম ও সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য। মাদৃশ পতিতাধম কখনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে, বেদান্তসূত্রের ভাষ্যকার গৌড়ীয় বৈষ্ণব-বেদান্তাচার্য্য **শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ** প্রভুর প্রণীত **গোবিন্দভাষ্য** ও তদনুকূল তদীয় টীকাসহ বেদান্তের একটি সংস্করণের সম্পাদনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সেই ভাষ্যের ও টীকার অনুগতসূত্রে একটি '**সিদ্ধান্ত-কণা**'-নাম্নী ক্ষুদ্রটীকাও ঐগ্রন্থে মাদৃশ হতভাগ্য সংযোজন করিতে প্রয়াস পাইতেছে।

ভগবদবতার **শ্রীমদ্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস**-রচিত **বেদান্তসূত্রের** অন্বয়মুখে উপপত্তিমূলক সূত্রার্থ এবং শ্রীমদ্বলদেবের প্রণীত ভাষ্যের ও টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ, সিদ্ধান্তকণা-নাম্নী পাদটীকার সহিত এই দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থখানির একটি সহজবোধ্য সংস্করণ সম্পাদনা ও প্রকাশের জন্য এই বাতুলের প্রয়াস হইয়াছে। আমার পরম পূজনীয় সতীর্থগণ হয়তো আমার এই প্রয়াস দেখিয়া উপহাস না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ইহা উপহাসের বিষয়ও; কারণ যোগ্যতম বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও ভজনশীল সতীর্থ বৈষ্ণবগণ প্রকট থাকিতে সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য হইয়াও আমি কেন এইরূপ অসীম সাহসী হইলাম! ইহার একটি কৈফিয়ৎ সকলেই আমার নিকট চাহিতে পারেন। কিন্তু তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, বহুকাল পূর্ব্বে মাননীয় শ্রীমৎ শ্যামলাল গোস্বামী মহোদয় 'বেদান্তদর্শনম্' নামে এই গ্রন্থের একটি সংস্করণ সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে বৈষ্ণবগণের পরম আদরের বস্তুরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। শুনিতে পাই, আমাদের পরাৎপর শ্রীগুরুদেব শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ও এই গ্রন্থ-প্রকাশে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সেই গোস্বামী মহাশয়কে অধিকরণমালা নির্ণয়াদি-বিষয়ে সাহায্যও করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই প্রকাশিত গ্রন্থখানি এখন আর

পাওয়া যায় না; সুতরাং বেদান্তের গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত লোকে জানিতে না পারিয়া কেবল শাঙ্কর-বেদান্তকে 'বেদান্ত' বলিয়া ভ্রমে পতিত হন। শ্রীমদ্ বেদব্যাস-রচিত বেদান্তসূত্র সমস্ত শাস্ত্রের সার-মীমাংসা বলিয়া ইহাকে উত্তর মীমাংসাদর্শন বা উত্তর মীমাংসাসূত্রও বলা যায়। এই সূত্রগুলি অতিশয় সংক্ষিপ্ত এবং দুর্ব্বোধ্য বলিয়া স্বয়ং বেদব্যাস নিজেই ইহার ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই ভাষ্যের নামই শ্রীমদ্ভাগবত। গরুড়পুরাণাদিতে শ্রীমদ্ভাগবত যে বেদান্তের অকৃত্রিম-ভাষ্য, ইহা বর্ণিত আছে। স্বয়ং মহাপ্রভু এবং তদীয় সম্প্রদায়ের অনুগ গোস্বামিবৃন্দ সকলেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য বেদান্তের পৃথক্ ভাষ্য-রচনায় তাঁহাদের আগ্রহ দেখা যায় নাই। কেবলমাত্র শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীগোবিন্দদেবের কৃপানির্দ্দেশে সপ্তাহকালের মধ্যে এই ভাষ্যখানি **'গোবিন্দভাষ্য'** নামকরণ করিয়া জয়পুরের সভায় উপস্থাপিত করত তদানীন্তন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি স্বয়ং একটি টীকা রচনা করিয়া সেই ভাষ্যটিকে আরও সহজ-বোধ্য করিয়াছেন। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ তাঁহার রচিত ষট্সন্দর্ভের মধ্যে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের তদ্রচিত ক্রমসন্দর্ভ-টীকার মধ্যে বহুস্থানে 'বেদান্তসূত্রের' উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং বেদান্তসূত্র যে গৌড়ীয়গণেরও উপজীব্য গ্রন্থ এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রিয়তমজন আমার এই বেদান্তগ্রন্থের সম্পাদনার সঙ্কল্পের কথা অবগত হইয়া এই গ্রন্থ-প্রকাশ যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তথা শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রিয়-কার্য্য হইবে, ইহা জ্ঞাপন করায় আমি বিশেষ আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়া পড়ি; কিন্তু সেই সঙ্গে সেই প্রভুবর আমাকে একটি নির্দ্দেশ দেন যে, **বেদান্তসূত্রের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণসহ** গ্রন্থটি প্রকাশিত হইলে, তিনি বিশেষ আনন্দিত হইবেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নমূর্ত্তিতে তাঁহার নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া সেইরূপ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, জানি না, এ বিষয়ে আমি কতটা সমর্থ হইতে পারিব। তবে তাঁহার কৃপাদেশ যে আমার একমাত্র পরম সম্বল, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই; তাই আজ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাশীর্ব্বাদমাত্র

সম্বল করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই তিরোভাব-তিথিবাসরে 'সিদ্ধান্তকণা' লিখিতে আরম্ভ করিতেছি।

হে পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব! হে পরমদয়াল বৈষ্ণববৃন্দ! আপনারা সকলে আমার প্রতি কৃপাপরবশে প্রসন্ন হইয়া আমার লেখনীতে শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক আপনাদের তথা শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর মনোভীষ্ট গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-সমুদ্রের কণামাত্র প্রকাশ করতঃ বেদান্তসূত্রের তাৎপর্য্য সহজ-বোধ্য করিয়া আমাকে কৃতকৃতার্থ করুন। হে শ্রীমদ্বলদেব প্রভো! আপনিও দাসাধমের প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করুন, যাহাতে আপনার রচিত ভাষ্যের সিদ্ধান্ত-সমুদ্রের মধ্যে কণামাত্র সংগ্রহ করিয়া **সিদ্ধান্তকণা**-নাম্নী টীকার মধ্যে সংযোজন করিতে পারি, ইহাই অধমের সকাকু প্রার্থনা।

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনার প্রারম্ভে দুইটি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। এবং তদীয় টীকা রচনার প্রারম্ভে তিনি শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রণামকরতঃ শ্রীশ্যামসুন্দরের বন্দনা-গীতি উচ্চারণ পূর্ব্বক, গজপতির প্রতি অনুকম্পাকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হরির জয় ঘোষণা পূর্ব্বক সূত্রকর্ত্তা শ্রীমদ্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রিয় পার্ষদ শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন এবং শ্রীজীবের বন্দনা করতঃ শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুত্রয়ের বন্দনা করিয়াছেন। তৎপরে **গোবিন্দভাষ্যের** জয়গান পূর্ব্বক, আনন্দতীর্থ শ্রীমন্মধ্বমুনির প্রণামান্তে স্বীয় গুরু-পরম্পরার পরিচয়-প্রদানমূলে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত স্বরূপ-রূপানুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের গুরুপরম্পরার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব, তথা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই গুরুপরম্পরাই আমাদিগকে জানাইয়াছেন। প্রাচীন গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণও এই মাধ্বগৌড়ীয়-আম্নায় স্বীকার করতঃ আমাদের ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সনাতন পরিচয় জানাইয়াছেন। আধুনিক কোন কোন অর্ব্বাচীন লেখক গুর্ব্ববজ্ঞারূপ-মহৎ-অপরাধফলে স্বীয় স্বকপোলকল্পিত কলুষিত বিচারের দ্বারা শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর চরণে অসীম অপরাধ পুঞ্জীভূত করিয়া মহাজন-প্রদত্ত গুরুপরম্পরার পরিচয় উল্লঙ্ঘন করতঃ উদ্ভট কাল্পনিক সম্প্রদায়

প্রবর্ত্তনের অপচেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। আমি আশা করি, প্রাকৃত সহজিয়া গুর্ব্ববজ্ঞাকারী কতিপয় মৎসর ব্যক্তি ব্যতীত কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব ঐমত সমর্থন করিবেন না। সুতরাং অপ্রাসঙ্গিকবোধে অধিক আলোচনায় নিবৃত্ত হইলাম। কেবলমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক এই বেদান্তসূত্রের ভাষ্যগ্রন্থে ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় গুরুপরম্পরা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া প্রসঙ্গক্রমে, কতিপয় দুর্দ্দৈবগ্রস্ত ব্যক্তির অর্ব্বাচীন প্ররোচনায় কেহ প্ররোচিত হইয়া বিপন্ন না হন, সে-বিষয়ে সতর্ক করিবার যত্ন করিলাম। আশা করি, সজ্জন পাঠকবর্গ ইহার তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে পারিবেন।

ভাষ্যমধ্যস্থিত মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের টীকার মধ্যে শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভু গ্রন্থ-মধ্যে মঙ্গলাচরণের প্রয়োজনীয়তা এবং তদ্বিষয়ে শিষ্টগণের আচরণের আদর্শের কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আজকাল কতিপয় গুর্ব্ববজ্ঞাকারীর রচিত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নামোল্লেখে বিরত থাকিবার ধৃষ্টতা দেখিয়া আমরা অতিশয় বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া থাকি।

শ্রীমদ্ বেদব্যাসের প্রণতিরূপ মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকটিরও বিস্তৃত টীকায় শ্রীমদ্বলদেব প্রভু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রণিধানসহকারে সকলের আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তদীয় ভাষ্যের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণের পরই বেদান্তসূত্র বা উত্তর মীমাংসা-গ্রন্থ আবিষ্কারের কারণ বর্ণন করিয়াছেন। এবং উহার টীকার মধ্যেও বেদব্যাসের ব্রহ্মসূত্র রচনার হেতুরূপে এক আখ্যায়িকা স্কন্দপুরাণ হইতে উল্লেখ করিয়াছেন।

উক্ত টীকার মধ্যে শ্রীমদ্বলদেব প্রভু, চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, সাংখ্যকার কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম ও পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনকার জৈমিনি প্রভৃতি মনীষিগণের স্বকপোলকল্পিত মতের নিরর্থকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীমদ্কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের রচিত বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্রে বর্ণিত সিদ্ধান্তই যে সকল শাস্ত্রের সার, তাহাই স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-লিখিত গীতিটি মনে পড়ে,—

"কেশব ! তুয়া জগত বিচিত্র।
করম বিপাকে, ভববন ভ্রমই,
পেখলুঁ রঙ্গ বহু চিত্র ॥
তুয়াপদ বিস্মৃতি, আ-মর-যন্ত্রণা,
ক্লেশ-দহনে দহি' যাই।
কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম, কণভোজী,
জৈমিনি, বৌদ্ধ আওয়ে ধাই' ॥
তব্ কই নিজ মতে, ভুক্তি মুক্তি যাচত,
পাতই' নানাবিধ ফাঁদ।
সো-সবু—বঞ্চক, তুয়া ভক্তি-বহির্মুখ,
ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ ॥ ৩ ॥"

শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভু স্বীয় ভাষ্যের মধ্যে ও টীকার মধ্যে ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড জীবের নিত্যমঙ্গল প্রদানে অসমর্থ। বিষ্ণুকে কর্ম্মাঙ্গ-দেবতা-বিশেষ জানিয়া যাঁহারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে বিষ্ণুতত্ত্ববিষয়ে অজ্ঞ, তাহাও জানাইয়াছেন। শ্রীবিষ্ণু—পুরুষোত্তম, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র। তিনিই একমাত্র ভোগ ও মোক্ষদানের মালিক। তাহা ব্যতীত স্বতন্ত্র ঈশ্বররূপে কোন দেবতা নাই, দেবগণ সকলেই তাঁহার শক্তির প্রকাশক বিভূতিমাত্র।

বেদ আলোচনা করিয়া জ্ঞানকাণ্ডী হইয়া যাঁহারা মনে করেন যে, ভ্রান্ত ব্রহ্মই জীব, জীবের ভ্রম কাটিয়া গেলে জীব পুনরায় ব্রহ্ম হইতে পারে; জীব ও জগৎ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে।—ইত্যাদি বিচারের দ্বারা যাঁহারা কৈবলাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া জ্ঞানকাণ্ডের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক, বেদার্থ তাঁহারা বুঝিয়াছেন বলিয়া যে ধারণা করেন, তাহা যে অমূলক, তাহা সূত্রকার শ্রীমদ্ বেদব্যাস স্বীয় রচিত ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে যে বিশেষ-ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভু তদীয় ভাষ্য ও টীকার অবতরণিকার মধ্যেই উল্লেখ করিয়াছেন, তত্তৎ স্থানে তাহা আলোচ্য। এতৎপ্রসঙ্গে নরোত্তম ঠাকুরের বাণী স্মরণ হয়,—

"কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥"

শ্রীমন্মধ্বদেব প্রভু—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্মরূপ পাঁচটি তত্ত্বের বিষয় পরিষ্কারভাবে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত যে বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য, তাহাও শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভু প্রমাণিত করিয়াছেন।

অতঃপর বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি যে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-ভেদে চতুরধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে; তাহাও জানাইলেন। বেদান্তের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে সম্বন্ধতত্ত্ব, তৃতীয় অধ্যায়ে অভিধেয়তত্ত্ব এবং চতুর্থ অধ্যায়ে প্রয়োজনতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। আরও জানিতে পারি যে, বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ে সমগ্রবেদের যে ব্রহ্মেই সমন্বয়, তাহা বর্ণিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমস্ত শাস্ত্রের সহিত বিরোধাভাব প্রদর্শিত হইয়াছে, তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন ভক্তিই বর্ণিত হইয়া, চতুর্থ-অধ্যায়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তিই প্রয়োজনরূপে নির্ণীত হইয়াছে। শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পূর্ব্বাহ্ণে জানিতে পারিলে শাস্ত্রের পাঠক ও শ্রোতার উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, এইজন্য অবতরণিকায় শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভু তাহা আলোচনা করিয়াছেন।

বেদান্তে বর্ণিত বিষয়গুলি যে পঞ্চাঙ্গ-ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাও শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার টীকার মধ্যে বর্ণন করিয়াছেন।

ন্যায় শব্দের অর্থ অধিকরণ অথবা অধ্যায়ের অংশবিশেষ। বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি এই পাঁচটি ন্যায়াবয়ব। ইহার মধ্যে বিচারযোগ্য বাক্যই বিষয়; সংশয় বলিতে এক-ধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ নানা বিষয়ের আলোচনা, প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিকূল অর্থের নাম পূর্ব্বপক্ষ; প্রামাণিকরূপে স্বীকৃত অর্থকেই সিদ্ধান্ত বলা হয়। সঙ্গতি অর্থে পূর্ব্বাপর অর্থের অবিরোধ; তাহা আবার শাস্ত্রসঙ্গতি, অধ্যায়সঙ্গতি ও পাদ-সঙ্গতিভেদে ত্রিবিধ। এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় অবান্তর সঙ্গতির বিষয়ও অবগত হওয়া যায়, যথা—আক্ষেপ-সঙ্গতি, দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি, প্রসঙ্গ-সঙ্গতি,

উপোদ্ঘাত-সঙ্গতি, ও অপবাদ-সঙ্গতি ইত্যাদি বিষয় ভাষ্যকার তাঁহার টীকায়—উল্লেখ করিয়াছেন। একাদশ অধিকরণে একত্রিংশ সূত্র-সমন্বিত প্রথমপাদ আরম্ভ হইতেছে। বর্ত্তমানে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসারূপ অধিকরণ আরম্ভ করিবেন বলিয়া তাহারই উপোদ্ঘাত আরম্ভ করিতেছেন। যিনি একমাত্র ভূমা পুরুষ, সুখময়স্বরূপ, তিনিই জিজ্ঞাস্য। বৃহদারণ্যকের প্রমাণ দিতেছেন, —"আত্মাকেই দর্শন করিবে, তাঁহাকেই শ্রবণ করিবে, তাঁহাকেই মনন করিবে এবং তিনিই জিজ্ঞাস্য। এ-বিষয়ে সংশয় এই যে, বেদ অধ্যয়নের পর জীবের ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তখন, তাঁহার আর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা যুক্তিযুক্ত কিনা? এতৎ সম্পর্কে পূর্ব্বপক্ষীয় বিভিন্ন যুক্তি খণ্ডনার্থ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রথম সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।—

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সম্বন্ধতত্ত্বাত্মক-

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাদঃ (ব্রহ্মে সমন্বয়াধ্যায়)

জিজ্ঞাসাধিকরণম্

সূত্র—অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ—অথ (অনন্তর—তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গের পর), অতঃ (এই কারণে, যেহেতু কাম্য-কর্ম্মের ফল পরিমিত ও নশ্বর এইজন্য), ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা) যুক্তা—যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করিবে ॥ ১ ॥

গোবিন্দভাষ্য—(মূল)—অথাতঃ শব্দাবত্রানন্তর্য্যহেতুভাবয়োর্ভ-বতঃ। অথানন্তরমতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যুক্তেত্যক্ষরযোজনা। বিধি-নাধীতবেদস্যাপাততোঽধিগততদর্থস্যাশ্রমসত্যাদিভিশ্চ বিমৃষ্টসত্ত্বস্য লব্ধতত্ত্ববিৎপ্রসঙ্গস্যাথ তৎপ্রসঙ্গানন্তরমতঃ কাম্যকর্ম্মাণি পরিমিতা-নিত্যফলানি, ব্রহ্মস্বরূপং তু জ্ঞানলভ্যমক্ষয়ানন্তচিৎসুখং নিত্য-জ্ঞানাদিগুণকং নিত্যসুখহেতুরিতি প্রত্যয়াৎ কাম্যকর্ম্মপ্রহাণপুরঃসরা চতুর্লক্ষণ্যাঃ জিজ্ঞাসা যুক্তেত্যর্থঃ। নন্বধীতাদ্বেদাদেব তত্তদবগতিঃ স্যাদধ্যয়নস্যার্থাববোধনপর্য্যন্তত্বাৎ। ততস্তৎপ্রহাণে তদুপাসনে চ ধীঃ প্রবর্ত্ততে, কিমনয়া চতুর্লক্ষণ্যেতি চেদুচ্যতে। আপাততঃ প্রতীতাদর্থাদ্বাস্তবাদপি সংশয়বিপর্য্যয়াভ্যাং ধীর্বিভ্রংশতে। সোপ-পত্তিকয়া তয়া তু অধীতয়া তাবতিবর্ত্ত্য পরমার্থে তস্মিন্নসৌ স্থিরী-

ভবতীত্যাবশ্যকং তদধ্যয়নং। অয়মর্থঃ, আশ্রমকর্ম্মাণি চিত্তশোধকতয়া জ্ঞানাঙ্গানি ভবন্তি। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি, যজ্ঞেন দানেন, তপসানশনেন" ইতি বৃহদারণ্যকশ্রুতেঃ। সত্যতপোজপাদীনি চ "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্" ইতি মণ্ডুকশ্রুতেঃ। "জপ্যেনৈব চ সংসিধ্যেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্নবা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচতে" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ॥ তত্ত্ববিৎপ্রসঙ্গঃ খলু জ্ঞানহেতুঃ। নারদাদীনাং সনৎকুমারাদিপ্রসঙ্গেন ব্রহ্মজিজ্ঞাসাদর্শনাৎ, "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিন" ইতি স্মৃতিভ্যশ্চ। কাম্যকর্ম্মাণ্যনিত্যফলানি। "তদ্ যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়ত" ইতি ছান্দোগ্যশ্রুতেঃ। ব্রহ্মৈব তু জ্ঞানৈকগম্যং, "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন, তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" ইতি মণ্ডুকশ্রুতেঃ। অক্ষয়ানন্তসুখঞ্চ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাদ্" ইতি তৈত্তিরীয়কাৎ। নিত্যজ্ঞানাদিগুণকঞ্চ "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"; "সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ"; "ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যম্" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরবচনাৎ। নিত্যসুখদত্বঞ্চ "তং পীঠস্থং যে তু যজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্" ইতি গোপালোপনিষদুক্তেঃ। কাম্যকর্ম্মণাং হেয়তা তু তৃতীয়ে বক্ষ্যতে। তথাচ। সাঙ্গং সশিরস্কঞ্চ বেদমধীত্য তদর্থানাপাততোঽধিগম্য তত্ত্ববিৎপ্রসঙ্গেন নিত্যানিত্যবিবেকতোঽনিত্যবিতৃষ্ণো নিত্যবিশেষাবগতয়ে চতুর্লক্ষণ্যাং প্রবর্ত্তত ইতি। ন চাত্র কর্ম্মসম্পত্ত্যানন্তর্য্যং শক্যং বক্তুং, তদ্বতামপি সৎসঙ্গবিরহিণাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়া অদর্শনাৎ, তচ্ছূন্যানামপি সত্যাদিপূতানাং সৎপ্রসঙ্গিনাং দর্শনাচ্চ। ন চ নিত্যানিত্যবিবেকাদি, সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যানন্তর্য্যং

শক্যং বক্তুং। প্রাক্ তস্যাঃ দৌর্লভ্যাৎ সৎপ্রসঙ্গশিক্ষাপরভাব্যত্বাচ্চ। তদবাপ্তজ্ঞানাঃ খলু দেশিকভাবানুসারিণঃ সন্নিষ্ঠাদিভেদাৎ ত্রিধা ভবন্তি। নিষ্ঠয়া কর্ম্মাণ্যাচরন্তঃ সন্নিষ্ঠাঃ। লোকসংজিঘৃক্ষয়া তান্যাচরন্তঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ। ধ্যানমেবানুতিষ্ঠন্তো নিরপেক্ষাশ্চ। সর্ব্বে হ্যেতে ব্রহ্মবিদ্যয়ৈব স্বভাবানুসারিপরং ব্রহ্ম গচ্ছন্তীত্যুপর্য্যুপরি বিশদীভবিষ্যতি। "নম্বোঙ্কারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা, কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ"; ইতি স্মৃতের্মঙ্গলমেবাথশব্দার্থঃ, শাস্ত্রারম্ভে হি শিষ্টা বিঘ্ননাশায় তদাচরন্তীতি চেন্মৈবং, ঈশ্বরস্য বিঘ্নাশঙ্কাবিরহাৎ। তস্যেশ্বরত্বন্তু, "কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্" ইতি স্মৃতেঃ। তথাপি মঙ্গলাত্মকত্বাৎ তস্মাৎ কম্বুস্বনাদিবৎ তৎ সম্ভবেদিতি তেনৈব লোকোঽপি সংগৃহীতঃ। তস্মাৎ তাদৃশস্য পুংসস্তদনন্তরং তজ্জিজ্ঞাসা যুক্তেতি। (অবিন্দুমস্তকো যোঽঙ্কঃ সূত্রতো বৃত্তিতোঽপি সঃ। দ্বিবিন্দুমস্তকস্ত্বেষ বোধ্যোঽধিকরণাশ্রিতঃ)॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ 'অথ' ও 'অতঃ এই দুইটি শব্দ ক্রমান্বয়ে অনন্তর অর্থে ও হেতু অর্থে প্রযুক্ত। সূত্রাক্ষরের যোজনা এই প্রকার—অথ—অনন্তর, অতঃ—এই কারণে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা যুক্তিযুক্ত। তাৎপর্য্য এই—'অথ'—'বিধিনা' বিধি-অনুসারে, 'অধীতবেদস্য'—যিনি বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন এবং 'আপাততোঽধিগততদর্থস্য'—আপাততঃ (উপর উপর) বেদের অর্থও যিনি বুঝিয়াছেন, 'আশ্রমসত্যাদিভিশ্চ বিমৃষ্টসত্ত্বস্য'—চারি-আশ্রমপালন ও সত্য, জ্ঞান, তপস্যাদি আচরণদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন এবং তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির প্রসঙ্গ লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তির সেই তত্ত্ববিৎ-প্রসঙ্গের পর, 'অতঃ'—এইজন্য, কি জন্য? 'কাম্যকর্ম্মাণীত্যাদি'—যেহেতু কাম্যকর্ম্ম-সমুদায় নশ্বর ও পরিমিত ফলজনক, কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানদ্বারা লভ্য এবং উহা অক্ষয়, অনন্ত চিৎসুখস্বরূপ, নিত্যজ্ঞান, নিত্যেচ্ছা, নিত্য সুখাদি-গুণাধার, উপাসকের নিত্য সুখের কারণ, এইরূপ প্রত্যয়হেতু কাম্যকর্ম্ম সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্লক্ষণী বা বেদান্ত দর্শন হইতে সেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা যুক্তিযুক্ত। যদি বল,

অধীত বেদ হইতেই তো সেই তত্ত্বের বোধ হইতে পারে, যেহেতু অধ্যয়ন বলিতে, যাহাতে অর্থ-বোধ পর্য্যন্ত জন্মাইয়া থাকে, তাদৃশ অধ্যয়নকে বুঝায়। তাহা হইলে সেই অধ্যয়নের ফলে কাম্যকর্ম্মত্যাগ ও ব্রহ্মের উপাসনায় মতি স্বতঃই জন্মিবে; এই চতুর্লক্ষণীর অনুশীলনে প্রয়োজন কি? তাহাতে বলিতেছি, অধ্যয়ন হইতে আপাততঃ বাস্তব অর্থ প্রতীত হইলেও, তদ্‌বিষয়ে সংশয় ও ভ্রমজ্ঞানবশতঃ উহা হইতে বুদ্ধি ভ্রংশ হয়, কিন্তু যুক্তিপূর্ণ সেই চতুর্লক্ষণী অধ্যয়ন করিলে তাহার দ্বারা সংশয় ও ভ্রান্তিকে অতিক্রম করিয়া সেই পরমার্থ-বস্তুতে মতি স্থির হয়, এইজন্য চতুর্লক্ষণীর অধ্যয়ন আবশ্যক। কথাটী এই—আশ্রমোচিত কর্ম্মগুলি চিত্ত শুদ্ধির কারণ, এই হেতু ব্রহ্ম-জ্ঞানের অঙ্গ অর্থাৎ উপকারক; এ-বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ যথা—'তমেতম্ বেদানু-বচনেন······অনশনেন।'—বৃহদারণ্যকোপনিষদে ধৃত এই শ্রুতি বলিতেছেন,—'ব্রাহ্মণাঃ'—কৃতবেদাধ্যয়ন ব্যক্তিগণ, 'তম্-এতম্'—সেই এই পরমাত্মাকে, 'বেদানুবচনেন'—বেদার্থানুশীলনদ্বারা 'যজ্ঞেন দানেন'—যজ্ঞ ও দানদ্বারা, 'তপসা-অনশনেন'—তপস্যা ও অনশন—উপবাস ও আহার-সংযমদ্বারা, 'বিবিদিষন্তি'—জানিতে চাহেন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় অনুষ্ঠান করেন। মণ্ডুকোপনিষদেও এইরূপ শ্রুতি আছে—'সত্যতপোজপাদীনিচ···নিত্যমিতি' সত্যতপোজপ প্রভৃতিও জ্ঞানাঙ্গ হইয়া থাকে। 'এষঃ আত্মা'—এই পরমাত্মাকে, 'সত্যেন'—সত্যভাষণদ্বারা, 'লভ্যঃ'—লাভ করা যায়, 'তপসা হি এষ আত্মা' —তপস্যাদ্বারা এই পরমাত্মা প্রাপ্তির যোগ্য, 'সম্যগ্ জ্ঞানেন'—যথার্থ জ্ঞান-দ্বারা, 'ব্রহ্মচর্য্যেণ'—ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানদ্বারা, 'নিত্যম্'—নিশ্চিত। মনু প্রভৃতি স্মৃতিতেও আছে যে—'জপ্যেনৈব চ···ব্রাহ্মণ উচ্যতে'—ব্রাহ্মণ মন্ত্র-জপদ্বারাই কৃত-কৃতার্থ হইবেন অর্থাৎ সিদ্ধিলাভ করিবেন, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অন্য কিছুর অনুষ্ঠান তিনি করুন অথবা না করুন, ব্রাহ্মণকে সূর্য্য সদৃশ বলা হয়। তত্ত্ববিদ্‌গণের প্রসঙ্গ নিশ্চিত জ্ঞানের হেতু। কথিত আছে যে, নারদাদি সনৎকুমারাদির প্রসঙ্গ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন···জ্ঞানিনস্তত্ত্ব-দর্শিনঃ।'

হে অর্জ্জুন! প্রণিপাত অর্থাৎ আত্মসমর্পণ, পরিপ্রশ্ন—তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ও সেবাদ্বারা তাঁহাকে জানিবে। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে সেই ব্রহ্মোপ-

দেশ করিবেন।—ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতেও তত্ত্ববিৎ-প্রসঙ্গের জ্ঞানহেতুত্ব অবগত হওয়া যায়। কাম্যকর্ম্মগুলি যে অনিত্য ফল প্রসব করে, ইহার প্রমাণ বহু শ্রুতি হইতে পাওয়া যায়—"তদ্ যথেহ" ইত্যাদি সেই কাম্য-কর্ম্ম নশ্বর, কিরূপ? যেমন এই জগতে কর্ম্মদ্বারা উপার্জ্জিত অভ্যুদয় ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, সেইরূপ ঐ লোকেও (পরলোকে) পুণ্যার্জ্জিত লোক স্বর্গাদি ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়;—ছান্দোগ্যোপনিষদে ধৃত এই শ্রুতি। মণ্ডুক শ্রুতি বলিতেছেন —'ব্রহ্মৈব তু জ্ঞানৈকগম্যম্······ব্রহ্মনিষ্ঠম্' ইতি। ব্রহ্ম একমাত্র জ্ঞানদ্বারাই লভ্য, অতএব বেদজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্মোপার্জ্জিত লোক (গতি) সকলকে পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ নশ্বর বুঝিয়া ভোগ হইতে বিরক্ত হইবেন। 'অকৃতঃ'—নিত্য লোক, কৃতেন—সকাম কর্ম্মদ্বারা, নাস্তি—লাভ করা যায় না। অতএব ব্রহ্ম-জ্ঞানের জন্য বেদজ্ঞ, ভগবদনুভাবক, গুরুর নিকট সমিধ্ হস্তে যাইবে। তৈত্তিরীয়োপনিষদে ব্যক্ত হইয়াছে,—'অক্ষয়ানন্তসুখঞ্চ······ব্যজানাদ্' ইতি। 'ব্যজানাৎ'—জানিয়াছে। ব্রহ্মের কোন নাশ নাই, তিনি জ্ঞান ও সত্য-স্বরূপ, তিনি আনন্দস্বরূপ, ইহার দ্বারা তাঁহার অক্ষয়-অনন্ত-সুখরূপত্ব জানিবে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ উক্তি হইতে—তিনি যে নিত্যজ্ঞান, নিত্য সুখাদিগুণময়, ইহা পাওয়া যাইতেছে, যথা—'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব'······এই পরমাত্মার পরা শক্তি বিবিধা—তাহা জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ারূপ নানাপ্রকারই শ্রুত হয়, উহা নিত্য সিদ্ধ ও স্বাভাবিক, তিনি সকলের বন্ধু, সকলের আশ্রয়। অগ্নির উষ্ণতাবৎ তাঁহার নৈসর্গিকী—স্বাভাবিকশক্তি আছে। তাঁহাকে একমাত্র ভক্তিদ্বারা বশ করা যায়, তিনি অনিকেত অর্থাৎ বিভু। তিনি যে উপাসকের নিত্য সুখদ একথা গোপালতাপনী উপনিষদে সুস্পষ্ট হইয়াছে যথা—'তং পীঠস্থং যে তু'······যে সকল জ্ঞানী সেই সিংহাসনস্থিত শ্রীহরিকে উপাসনা করেন, তাঁহাদের সুখ চিরন্তন—শাশ্বত—অবিনাশী, অপর যোগীদের নহে। আর কাম্যকর্ম্ম যে পরিত্যাজ্য এ-কথা তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যক্ত হইবে।

এতাবৎ প্রবন্ধে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ-সমন্বিত, উপনিষৎসহ বেদ অধ্যয়নের পর, সেই অধীতবেদের আপাততঃ প্রতিভাত অর্থ বুঝিয়া তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গ করিবে, তাহাতে নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক অর্থাৎ জগৎ অনিত্য, ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য, ব্রহ্ম ও জগতের এই ভেদ জানিবে,

ইহার ফলে অনিত্য বস্তুতে বিরক্ত হইয়া (ব্রহ্মের) নিত্য বিশেষ জানিবার জন্য চতুর্লক্ষণী গ্রন্থ অধ্যয়নে নিবিষ্ট হইবে। অতঃপর সূত্রোক্ত—'অথ' শব্দের অর্থ-বিচার।

'ন চাত্র' ইত্যাদি—এই সূত্রে কর্ম্ম-নিষ্পত্তির অনন্তর—এই অর্থ বলিতে পারা যায় না। কেননা, কর্ম্ম করিয়াও যদি সৎসঙ্গ লাভ না করে, তবে দেখা যায়, তাহাদের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উদয় হয় না, অথচ কর্ম্ম না করিয়াও সত্য, তপঃ, জপ প্রভৃতি-দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া সৎ-প্রসঙ্গ করিলে, তাঁহাদের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার নিত্যানিত্য বিবেক, ঐহিক ও পারত্রিক ফল-ভোগে বিতৃষ্ণা, শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি—এই চারিটি সাধনের নিষ্পত্তির অনন্তর (ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা যুক্ত) এ অর্থও বলিতে পারা যায় না; কেননা, সেই সাধন-চতুষ্টয়সিদ্ধি তত্ত্ববিদ্-প্রসঙ্গের পূর্ব্বে জীবের পক্ষে দুর্লভ এবং সৎপ্রসঙ্গের পর শিক্ষা লাভ হইলে, তৎপরবর্ত্তীকালে সেই সম্পত্তি বা সাধনসিদ্ধি যুক্তিযুক্ত, নতুবা নহে; সুতরাং সাধন-চতুষ্টয়-সম্পত্তির আনন্তর্য্য বলা চলে না। সৎপ্রসঙ্গদ্বারা লব্ধবিদ্য ব্যক্তিরাই আচার্য্যের ভাবানুসরণ করে এবং সন্নিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষভেদে ত্রিবিধ হয়। তন্মধ্যে যাঁহারা নিষ্ঠাসহকারে (ঐকান্তিকভাবে) কর্ম্ম আচরণ করেন, তাঁহারা সন্নিষ্ঠ। আর যাঁহারা লোক-সংগ্রহার্থ (লোকেও এই আচরণের অনুসরণ করুক—এই বুদ্ধিতে) কর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহারা পরিনিষ্ঠিত। কিন্তু যাঁহারা কেবল ধ্যানেরই অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা নিরপেক্ষ সংজ্ঞায় ব্যপদেশ্য। যাহাই হউক, ইঁহারা সকলেই কেবল ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারাই স্বভাবানুসারী পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, একথা পরে পরে বিশদভাবে ব্যক্ত হইবে। এক্ষণে আক্ষেপ এই যে, শাস্ত্রে কথিত আছে, পুরাকালে ওঙ্কার (প্রণব) এবং 'অথ' এই দুইটি শব্দ ব্রহ্মের কণ্ঠভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে, সে কারণ ঐ দুইটি মঙ্গলফলপ্রদ, এইরূপ স্মৃতি থাকায়, মঙ্গলই 'অথ' শব্দের অর্থ বলিব, এবং শাস্ত্রের আরম্ভে শিষ্টগণ বিঘ্ন-বিনাশের জন্য মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন, এই সদাচারের প্রামাণ্যে মঙ্গলার্থক 'অথ' শব্দ বলিব, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—এই যদি বল, এরূপ বলিও না, যেহেতু ঈশ্বর বেদব্যাসের বিঘ্নের আশঙ্কাই নাই; তবে বিঘ্ন-নিবারণের জন্য মঙ্গলাচরণের প্রসক্তি কোথায়? বেদব্যাস যে ঈশ্বর তাহা

'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে নারায়ণ বলিয়া জানিবে' এই স্মৃতিবাক্য-দ্বারা প্রমাণিত। ইহা হইলেও, 'অথ' শব্দটি মঙ্গলাত্মক, এজন্য উহা হইতে শঙ্খধ্বনির মত মঙ্গল হইবে, তাহা দ্বারা লোকেও শিক্ষিত হইয়াছে। অতএব নিষ্কাম-কর্ম্মাদিদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির সৎসঙ্গের পর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা যুক্তিসঙ্গত। এ-বিষয়ে সংক্ষেপে একটি কারিকাদ্বারা প্রথম পাদের সার কথা ব্যক্ত হইতেছে— যথা 'অবিন্দু মস্তক' ইত্যাদি যে অঙ্ক বা অধ্যায় সূত্র ও বৃত্তিহীন তাহা বিন্দুহীন মস্তক। অতএব এই অধিকরণকে আশ্রয় করিয়া যে পরিচ্ছেদ বলা হইল, ইহা দ্বিবিন্দু মস্তক জানিবে ॥ ১ ॥

সূক্ষ্মা-টীকা—অথাত ইতি। তদর্থস্য বেদার্থস্য। বিমৃষ্টসত্ত্বস্য বিশুদ্ধচিত্তস্যে-ত্যর্থঃ। কাম্যকর্ম্মেতি। কাম্যকর্ম্মাণি পুত্রাদিফলানি পুত্রেষ্ট্যাদীনি বিহায় ব্রহ্ম-জ্ঞানেচ্ছা যুজ্যত ইত্যর্থঃ। অত্র ইচ্ছায়া **ইষ্যমাণ প্রধানং** তাদৃশং জ্ঞানং বিধিৎসিতং। তচ্চ বাক্যার্থ জ্ঞানাদন্যদেবোপাসনাশব্দবাচ্যং। "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইতি শ্রবণাৎ। "ইহাত্মানমেব লোকমুপাসীত ওমিত্যেবাত্মানং ধ্যায়েত নিদিধ্যাসিতব্য" ইত্যাদিবাক্যৈকার্থাৎ বিজ্ঞায়েতি বাক্যার্থজ্ঞানমুপকারিত্বাদনূদ্য প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীতে-ত্যুপাসনলক্ষণং জ্ঞানং বিধীয়তে। নন্বধীতাদিতি ॥ তত্তদবগতিঃ কাম্যকর্ম্মণাং পরিমিতানিত্যফলত্বপ্রতীতিঃ পরস্যহরের্জ্ঞানলভ্যাক্ষয়ানন্দত্বাদিপ্রতীতিশ্চেত্যর্থঃ। তৎপ্রহাণে কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগে। তদুপাসনে ব্রহ্মোপাসনে। তাবিতি সংশয়বিপর্য্যয়ৌ। অতিবর্ত্ত্য উল্লঙ্ঘ্য নিরস্যেতি যাবৎ। পরমার্থে বাস্তবে বস্তুনি অসৌ ধীঃ স্থিরতামেতীত্যর্থঃ। **পূর্ব্বোক্তাননর্থান্** সপ্রমাণান্ কর্ত্তুং প্রযততে। অয়মর্থ ইতি। "তমেতমিতি"। এতং পরমাত্মানং। বেদানুবচনেন ব্রহ্মচারিণঃ। দানযজ্ঞাভ্যাং গৃহিণঃ, তপোঽনশনাভ্যাং বনস্থযতয়ঃ। অনশনং ভোজন-সঙ্কোচঃ। অত্র বেদানুবচনাদীনি কর্ম্মাণি বিবিদিষূণামনুষ্ঠেয়ানি ভবন্তি তেষাং জ্ঞানাঙ্গত্বং প্রতীয়তে। সত্যতপোজপাদীনি চেতি জ্ঞানাঙ্গানি ভবন্তীতি চ শব্দেনোক্তং সত্যেনেতি সত্যভাষণেনেত্যর্থঃ। এষ পরমাত্মা পরমেশ্বরঃ। "জপ্যেনেতি" মনুবাক্যং। ব্রাহ্মণো জপ্যেন মন্ত্রজপ্যেন সংসিধ্যেৎ কৃতার্থো ভবেৎ। অন্যদগ্নিহোত্রাদিকং, মৈত্রঃ সূর্য্যসদৃশঃ সূর্য্যদৈবতোবেত্যন্যে। নারদাদীনামিতি ভূমাধিকরণে বিস্ফুটীভাবি। তদ্বিদ্ধীতি। তৎপরমাত্মরূপং। তদ্‌যথেতি। কর্ম্মচিতো দুর্গাদিঃ। পুণ্যচিতঃ স্বর্গাদিঃ। সোপপত্তিকত্বাৎ বলবদিদং

বাক্যং। "পরীক্ষ্যেতি"। কর্ম্মচিতান্ কর্ম্মনিষ্পাদিতান্ লোকান্ পরীক্ষ্য অনিত্যান্ বীক্ষ্য তেষু কর্ম্মস্থ ব্রাহ্মণো বেদাভ্যাসরতো নির্ব্বেদং বিরাগমায়াৎ প্রাপ্নুয়াৎ। নন্থ পরমাত্মলোকোঽপি কর্ম্মভির্লভ্যঃ স্যাদতস্তানি তদর্থমনুষ্ঠেয়ানীতি চেৎ তত্রাহ নাস্ত্যকৃত ইতি। অকৃতো নিত্যলোকঃ কৃতেন কর্ম্মণা নাস্তি ন লভ্যতে সাধনসাধ্যয়োর্বৈরূপ্যাদিত্যর্থঃ। কিন্তু জ্ঞানেনৈব লভ্যস্তয়োঃ সারূপ্যাৎ। এবমুক্তং মোক্ষধর্ম্মে, "মৃগৈর্মৃগাণাং গ্রহণং পক্ষিণাং পক্ষিভির্যথা। গজানাঞ্চ গজৈরেবং জ্ঞেয়ং জ্ঞানেন গৃহ্যত" ইতি। জ্ঞানঞ্চ গুরূপসত্তিলভ্যমিত্যাহ, "তদ্বিজ্ঞানার্থম্" ইতি। উপায়নপাণিঃ সন্ গুরুমুপসর্পেদিত্যাহ, সমিদিতি। সমিদগ্নিহোত্রার্থা। অন্তঃশুদ্ধ্যর্থা বা বোধ্যা গুরুং বিশিনষ্টি, শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠমিতি। শ্রোত্রিয়ং বেদজ্ঞং। অন্যথা সংশয়ং ছেত্তুং ন শক্নুয়াৎ। ব্রহ্মনিষ্ঠং ভগবদনুভাবিনং। অন্যথা তদুপদিষ্টো হরিঃ শিষ্যহৃদি ন স্ফুরেৎ। "পরাস্য" ইতি। স্বাভাবিকী স্বরূপানুবন্ধিনী। স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ নিসর্গশ্চেত্যমরঃ। অগ্ন্যুষ্ণতাবদস্য নৈসর্গিকী শক্তিরস্তি। কীদৃশীত্যাহ, জ্ঞানেতি। সম্বিৎসন্ধিনীরূপা ক্রমাৎ সা বোধ্যা। শ্রূয়ত ইতি সপ্রমাণতা দর্শিতা। "সর্ব্বস্যেত্যাদি"। শরণ্যসৌহার্দ্দভক্তিবশ্যতাদয়ঃ সেব্যত্বহেতবো ধর্ম্মাঃ প্রোক্তাঃ। অনীড়াখ্যং বিভুমপীত্যর্থঃ। "তম্" ইতি। তং কৃষ্ণং পীঠস্থং সিংহাসনে বিরাজমানং। তথাচেতি। সাঙ্গং শিক্ষাদিষড়ঙ্গসহিতং। সশিরস্কং সোপনিষদং। নিত্যানিত্যেতি জগদ্ব্রহ্মণোরনিত্যত্বনিত্যত্বাভ্যাং ভেদং বিজ্ঞায়ানিত্যে জগতি বিতৃষ্ণঃ সন্ নিত্যস্য ব্রহ্মণো বিশেষাবগতয়ে চতুরধ্যায্যাং নিবিষ্টঃ স্যাদিত্যর্থঃ বিশেষাশ্চ রূপগুণাভিধানধামপরিকরাদয়ো বোধ্যাঃ। অথাত ইত্যত্র তত্ত্ববিৎসৎপ্রসঙ্গানন্তর্য্যমথশব্দার্থো ভাষিতঃ। কেচিৎ কর্ম্মানন্তর্য্যমেব তদর্থং ভাষন্তে তন্নিরাকর্ত্তুমাহ, ন চাত্র কর্ম্মেতি। তদ্বতাং কর্ম্মসম্পত্তিমতাং। তচ্ছূন্যানাং কর্ম্মসম্পত্তিরহিতানাং। নন্থ যত্র কর্ম্মসম্পত্তিবিরহিণাং সৎসঙ্গাদিমতাং বিদ্যাদয়ো বর্ণ্যন্তে তত্রাপি প্রাগ্ভবে কর্ম্মসম্পত্তিরূহ্যা। তস্যাশ্চিত্তশোধকতয়া প্রমাণপ্রতিপন্নত্বাৎ। ন কর্ম্মণেত্যাদিশ্রুতিস্তু কর্ম্মণাং সাক্ষান্মুক্তিহেতুত্বং নিরাকরোতি। অতশ্চ কর্ম্মানন্তর্য্যং নিয়তমিতি চেৎ মৈবং। যত্র হরিভক্তিরেব চিত্তশোধিকা মুক্তিজনিকা বোপদিশ্যতে তত্র কর্ম্মানন্তর্য্যনিয়মো ব্যভিচারীতি। তথাহি স্মরন্তি। "পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাম্" ইত্যাদি। ন চ ভক্তিরপি কর্ম্মৈবেতি বাচ্যং। "যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো

বিধিৎসয়া। জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কর্হিচিদ্" ইত্যাদি স্মরণাৎ কেচিন্নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদ্যানন্তর্য্যং তদর্থং ভাষন্তে তন্নিরাসায়াহ, ন চ নিত্যেতি। চতুষ্টয়েতি। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ইহামুত্রফলভোগবিরাগঃ শমদমাদিষট্সম্পৎ মুমুক্ষুত্বঞ্চেতি। তস্যাঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তেস্তত্ত্বজ্ঞসৎপ্রসঙ্গাৎ পূর্ব্বং দুর্লভত্বাদিত্যর্থঃ। সৎপ্রসঙ্গেতি। সৎপ্রসঙ্গেন শিক্ষায়াং সত্যাং ততঃ পরস্মিন্ কালে সা সম্পত্তির্ভবিতুং যুক্তেত্যর্থঃ। শিক্ষা বিদ্যাগ্রহণং, বিদ্যাচ শাব্দী। তদবাপ্তেতি। সৎপ্রসঙ্গলব্ধবিদ্যা ইত্যর্থঃ। দেশিক আচার্য্যঃ। ব্রহ্মবিদ্যয়ৈবেতি। কর্ম্মৈব জ্ঞানকর্ম্মণী বা মুক্তিহেতুরিতি নিরস্তং। আত্মানুসন্ধিপ্রধানত্বাদেতচ্চোপরি বিস্ফুটীভাবি। ঈশ্বরস্য বাদরায়ণস্য। 'কৃষ্ণেতি' শ্রীবৈষ্ণবে পরাশরবাক্যং। কোহ্যন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষান্মহাভারতকৃদ্ভবেদিতি বাক্যশেষঃ। তথাপীতি। তস্মাদ্থশব্দাৎ তৎ মঙ্গলং। তাদৃশস্য নিষ্কামকর্ম্মাদিবিশুদ্ধস্য পুংসঃ। তদনন্তরং সৎসঙ্গোত্তরং। অস্কৌ বৃত্তিপরৌ যৌ তৌ ভাষ্যে ভাষ্যকৃতা ধৃতৌ। তাবেব সূক্ষ্মে লিখিতৌ দ্বয়োঃ ক্রমজিঘৃক্ষয়া। পূর্ব্বাধিকরণে তাদৃশস্য পুংসো ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা যুক্তেত্যুক্তং। ব্রহ্মসুখস্তু পরেশ ইতি ভূমাত্মব্রহ্মশব্দৈর্বিমৃষ্টং। তে চ শব্দা জীবপক্ষে সঙ্গচ্ছরেন্নিত্যেবংবিধাপেক্ষসঙ্গত্যা পরাধিকরণং প্রবর্ত্ততে ॥ ১ ॥

টীকানুবাদ—অথাত ইতি। 'তদর্থস্য'—'অধিগততদর্থস্য' ইহার অন্তর্গত তদর্থ শব্দের অর্থ বেদার্থ, 'বিমৃষ্টসত্ত্বস্য'—সত্ত্বশব্দের অর্থ চিত্ত যাহার বিমৃষ্ট—শোধিত অর্থাৎ যিনি বিশুদ্ধচিত্ত, সেই ব্যক্তির। 'কাম্যকর্ম্মেতি'—পুত্রাদিজনক পুত্রেষ্টি প্রভৃতি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা যুক্তিসঙ্গত। জিজ্ঞাসা পদটি জ্ঞা-ধাতুর সন্ প্রত্যয় হইতে নিষ্পন্ন, সন্ প্রত্যয়টি ইচ্ছা অর্থে হয়। ইচ্ছাদ্বারা অভীপ্সিত জ্ঞানই কর্ত্তব্যরূপে অভিপ্রেত বুঝাইতেছে। সে জ্ঞান কিন্তু বাক্যার্থ-জ্ঞান হইতে পৃথক্, যাহা উপাসনা-শব্দের বাচ্য 'বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত' জানিয়া তবে মনন করিবে, এই কথা হইতে ঐ অর্থই বুঝায়। এ-স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 'বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত' এই বাক্যে বিজ্ঞানানন্তর প্রজ্ঞা কর্ত্তব্যত্বরূপে বিধেয় বুঝাইতেছে অথচ 'আত্মানমেব লোকম্ উপাসীত' 'ওমিত্যেবাত্মানং ধ্যায়েত' 'নিদিধ্যাসিতব্যঃ' এই সকল বাক্যার্থের সহিত এক বাক্যতা করিয়া বিজ্ঞায় পদের অর্থ বাক্যার্থ-জ্ঞান,

ইহাকে অনুবাদরূপে অর্থাৎ উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিয়া প্রজ্ঞাশব্দের অর্থ উপাসনাকে বিধেয় করা হইতেছে। বাক্যার্থ জ্ঞানকে অনুবাদ করিবার কারণ হইতেছে, উহা উপাসনার অঙ্গ অতএব প্রাপ্ত, প্রাপ্তকথাই অনুবাদ হয়, প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ উপাসনা তাহা 'আত্মেত্যেবোপাসীত' এই বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতাবলে অবগত হওয়া যাইতেছে। 'তত্ত্বদবগতিঃ'—কাম্য-কর্ম্মগুলি স্বল্প (মাপা) এবং নশ্বর ফলপ্রদ ইহা বুঝাইল এবং পরম-পুরুষ শ্রীহরির জ্ঞান হইতে লভ্য অক্ষয় আনন্দপ্রদত্ব প্রতীত হইল। 'তৎপ্রহাণে'—কাম্যকর্ম্মের পরিত্যাগে, 'তদুপাসনে'—ব্রহ্মোপাসনায়। 'তাবতি-বর্ত্ত্য'—'তৌ'—সংশয় ও ভ্রম, এই দুইটিকে, 'অতিবর্ত্ত্য'—অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ নিরাস করিয়া, 'পরমার্থে'—বাস্তব বস্তুতে, 'অসৌ'—ঐ বুদ্ধি স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। অতঃপর ভাষ্যকার পূর্ব্ব বর্ণিত অর্থগুলি প্রমাণসিদ্ধ দেখাইবার জন্য প্রযত্ন করিতেছেন—'অয়মর্থঃ' এই বলিয়া। 'তমেতং'—'এতং'—এতৎ শব্দের অর্থ পরমাত্মা তাঁহাকে, 'বেদানুবচনেন' ব্রহ্মচারীরা বেদাধ্যয়ন-দ্বারা, গৃহস্থাশ্রমীরা দান ও যজ্ঞদ্বারা, বানপ্রস্থাবলম্বী ও সন্ন্যাসী তপস্যা ও অনশনদ্বারা। অনশন শব্দটি-দ্বারা ভোজনের হ্রাস বুঝিতে হইবে; এখানে বেদানুবচন প্রভৃতি কর্ম্মগুলি ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণের অনুষ্ঠেয় হইতেছে। সুতরাং সেগুলি যে ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গ, তাহা প্রতীত হইতেছে। 'সত্যতপোজপাদীনিচ' সত্য, তপঃ, জপ প্রভৃতিও জ্ঞানের অঙ্গ, ইহা ভাষ্যোক্ত 'চ' শব্দের দ্বারা বলা হইল। সত্য শব্দের অর্থ সত্যভাষণ, 'এষঃ'—পরমাত্মা—পরমেশ্বর। 'জপ্যেন' ইত্যাদি বাক্য মনুবাক্য। ব্রাহ্মণ মন্ত্র-জপদ্বারা সিদ্ধ হইবেন, কৃতার্থ হইবেন। মনুবাক্যস্থ 'অন্যৎ' পদের অর্থ—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, মৈত্রঃ—সূর্য্যসদৃশ, বা সূর্য্যোপাসক এইরূপ অর্থ অপরে বলেন। 'নারদাদীনাং'—ভূমাধিকরণে ঐ আখ্যায়িকা সুস্পষ্ট হইবে। 'তদ্বিদ্ধীত্যাদি'—'তৎ'—পরমাত্মরূপ বস্তু। 'তদ্ যথেতি'—'কর্ম্মচিতঃ'—কর্ম্মদ্বারা অধিকৃত দুর্গ প্রভৃতি। 'পুণ্যচিতঃ'—পুণ্যদ্বারা অর্জ্জিত স্বর্গাদি। যুক্তিযুক্ত বলিয়া এই বাক্য প্রবল। 'পরীক্ষ্যেতি'—কর্ম্ম-চিত অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা নিষ্পাদিত, 'লোকান্'—অভ্যুদয় সমূহ, 'পরীক্ষ্য'—অনিত্য বুঝিয়া, সেই সকল কর্ম্মে, 'ব্রাহ্মণঃ'—বেদপাঠরত, 'নির্ব্বেদম্'—বৈরাগ্য, 'আয়াৎ' —প্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে যে, পরমাত্মলোক অর্থাৎ ব্রহ্মলোকও তো কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা লাভ করা যায়, অতএব সেই কর্ম্মও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত্যর্থ

অনুষ্ঠেয়, এই যদি বল, তবে সে বিষয়ে বলিতেছেন,—'নাস্তি অকৃতঃ কৃতেন'—'অকৃতঃ' অর্থাৎ নিত্যলোক—ব্রহ্মলোক, 'কৃতেন' কর্ম্মদ্বারা, 'ন অস্তি'—লাভ করা যায় না; কেননা, সাধন ও সাধ্য বিসদৃশ হইতেছে। তবে কিসে লভ্য? কিন্তু একমাত্র জ্ঞানদ্বারাই লভ্য। যেহেতু জ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান দুইয়ের সমান-রূপতা বা সৌসাদৃশ্য আছে। মোক্ষধর্ম্মপ্রকরণে মহাভারতে এইরূপই বলা আছে, যথা—"মৃগৈর্মৃগাণামিত্যাদি'...'জ্ঞেয়ং জ্ঞানেন গৃহ্যতে' যেমন পশুদ্বারা পশুকে ধরা হয়, পক্ষীদ্বারা পক্ষীর গ্রহণ হয়, হস্তীর সাহায্যে হস্তীকে বশ করা, এইপ্রকার জ্ঞেয় বস্তুকে জ্ঞানদ্বারা জানিবে। গুরুসেবা-বলে জ্ঞান লভ্য 'তদ্‌বিজ্ঞানার্থম্' ইত্যাদিবাক্য তাহাই বলিতেছেন। 'উপায়নপাণিঃ সন্'—হাতে কিছু গুরুসেবার উপঢৌকন লইয়া গুরুর নিকট উপস্থিত হইবে; সেই গুরুসন্তোষণ বস্তুটির পরিচয় দিতেছেন—'সমিৎপাণিঃ'—সমিধ্—যজ্ঞীয় কাষ্ঠ অগ্নিহোত্রহোমের জন্য অথবা অন্তঃশুদ্ধির জন্য। কিরূপ গুরুর নিকট যাইবে? তাহাই বিশেষণদ্বারা বিশেষিত করিতেছেন—'শ্রোত্রিয়ম্' ও 'ব্রহ্ম-নিষ্ঠম্' এই দুইটি পদে। 'শ্রোত্রিয়ং'—অর্থে বেদজ্ঞ, তাহা না হইলে সংশয় নিবৃত্তি করিতে যে কেহ পারিবেন না, 'ব্রহ্মনিষ্ঠম্' অর্থাৎ যিনি ভগবন্নিষ্ঠা-পরায়ণ অর্থাৎ ভগবদ্‌ভাবের ভাবুক। তদ্ব্যতীত যে কোন গুরু হইলে, তাঁহার উপদিষ্ট শ্রীহরিমূর্ত্তি শিষ্যের হৃদয়ে স্ফুরিত হইবে না। 'পরাস্য শক্তিঃ'—স্বাভাবিকী অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধিনী। স্বভাব, স্বরূপ, নিসর্গ এগুলি একপর্য্যায়-শব্দ, ইহা অমরকোষে বলা আছে। অগ্নির উষ্ণতা-শক্তির ন্যায় এই পরমেশ্বরের নৈসর্গিক জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া-শক্তি আছে। সে কিরূপ? তাহা বলিতেছেন—'জ্ঞান-বল-ক্রিয়াচ' সম্বিদ্—জ্ঞানশক্তি, সন্ধিনী-শক্তি—বলরূপা, হ্লাদিনী-শক্তি ক্রিয়াত্মিকা। 'শ্রূয়তে' এই কথায় ইহার সপ্রমাণতা দেখান হইল। 'সর্ব্বস্য' ইত্যাদি—শরণাগতরক্ষা, সৌহার্দ্দ ও ভক্তিবশ্যতা—এই তিনটি সেবনীয়তার হেতুভূত ধর্ম্ম বলা হইল। 'অনীড়াখ্যম্'—অনিকেত এবং বিভু। 'তমিতি'—'তম্'—সেই শ্রীকৃষ্ণকে, কিরূপ? 'পীঠস্থং'—যিনি সিংহাসনে বিরাজমান। 'তথাচ' ইত্যাদি—'সাঙ্গম্'—শিক্ষাপ্রভৃতি ছয়টি অঙ্গ-সমন্বিত, 'সশিরস্কম্'—উপনিষদ্‌সহ। 'নিত্যানিত্যবিবেকতঃ'—ব্রহ্ম ও জগতের যথাক্রমে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বদ্বারা প্রভেদ বুঝিয়া, অনিত্য—নশ্বর জগতে তৃষ্ণাশূন্য হইয়া নিত্য ব্রহ্মের বিশেষ ধর্ম্ম অবগতির জন্য চতুরধ্যায়ী—বেদান্ত দর্শনে,

নিবিষ্ট হইবে। বিশেষ ধর্ম্ম কি? তাহা বলিতেছেন—রূপ, গুণ, অভিধান (নাম), ধাম ও পরিকর প্রভৃতি।

'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'—এই সূত্রান্তর্গত 'অথ' শব্দের অর্থ তত্ত্ববিদ্ সৎপ্রসঙ্গের অনন্তর এইরূপ বলা হইয়াছে, কেহ কেহ 'কর্ম্মানন্তর' অর্থ বলেন, তাহা নিরাকরণ করিবার জন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন—'ন চাত্র কর্ম্মেতি'—কর্ম্মের আনন্তর্য্য নহে, কেননা, 'তদ্বতাম্' ইত্যাদি কর্ম্ম-সম্পত্তি থাকিলেও, 'তচ্ছূন্যানাঞ্চ'—কর্ম্মসম্পত্তিহীন ব্যক্তিদিগেরও। আপত্তি হইতেছে—যাহাদের কর্ম্মসম্পত্তি নাই অথচ সৎসঙ্গপ্রভৃতি আছে, তাহাদের যে তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি বলা হইতেছে, এই অনুপপত্তি হইবে কেন? তথায়ও পূর্ব্বজন্মে কর্ম্ম-সম্পত্তি কল্পনা করা যাইবে, কর্ম্মসম্পত্তি চিত্তশুদ্ধির কারণ, ইহা প্রমাণ সিদ্ধ। তবে যে 'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন' ইত্যাদি শ্রুতি তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে কর্ম্মকে কারণ বলিতেছেন না; ইহার কি সঙ্গতি হইবে? উত্তরে বলা যায়, কর্ম্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (সোজাসুজি) মুক্তির কারণ নহে, ইহাই ঐ শ্রুতির তাৎপর্য্য, অতএব কর্ম্মের অনন্তর তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা হইয়াই থাকে, এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন—'নৈবম্'—এরূপ বলা চলে না, যেহেতু যেস্থলে হরিভক্তিই চিত্তের শুদ্ধি ও মুক্তি-জনিকা, উভয়ই উপদিষ্ট হইতেছে, তথায় কর্ম্মানন্তর্য্যের নিয়মভঙ্গ হইতেছে। হরিভক্তি যে চিত্ত-শোধক সে-বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণ—'পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাম্' সাধুদিগের আত্মাস্বরূপ ভগবান্‌কে যাঁহারা সাদরে শ্রবণ করেন, তাঁহাদের মুক্তি করতলগত। ভক্তিকে কর্ম্ম বলিতে পার না, তাহাতে 'যোগাস্ত্রয়ো ময়া' ইত্যাদি ভগবদ্ বাক্যের অনুপপত্তি হয়—তিনি বলিয়াছেন—আমি জীবের শ্রেয়োবিধানার্থ তিনটি যোগ—বলিয়াছি জ্ঞান, কর্ম্ম, ও ভক্তি, এতদ্‌ভিন্ন অন্য কোনও উপায় কখনও থাকিতে পারে না' ইহার দ্বারা কর্ম্ম ও ভক্তির পার্থক্য বুঝা যাইতেছে। অতঃপর নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক, ঐহিক ও পারত্রিক ফলভোগে বৈরাগ্য বা বিতৃষ্ণা, শমদম প্রভৃতি ষট্-সম্পত্তি ও মুক্তির কামনা—এই চারি প্রকার সাধন সম্পদ্ তত্ত্ববিদ্ সৎ-প্রসঙ্গের পূর্ব্বে জন্মাইতে পারে না। 'সৎপ্রসঙ্গেতি'—সৎপ্রসঙ্গের দ্বারা শিক্ষা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা-গ্রহণ পূর্ণ হইলে, তারপর সেই সাধন-চতুষ্টয়সম্পত্তি হওয়াই যুক্তিযুক্ত। শিক্ষা—বিদ্যাগ্রহণ, সেই বিদ্যা শাব্দবোধাত্মক, প্রত্যক্ষাত্মক

নহে। 'তদবাপ্তজ্ঞানা' ইত্যাদি সৎপ্রসঙ্গদ্বারা যাঁহারা বিদ্যালাভ করিয়াছেন। 'দেশিক' অর্থাৎ আচার্য্য। 'ব্রহ্মবিদ্যয়ৈবেত্যাদি'—কেবল ব্রহ্মবিদ্যা-দ্বারা। 'কেবল' একথা বলায়, কেবল কর্ম্ম বা জ্ঞান-কর্ম্মের সমুচ্চয় মুক্তির কারণ,—এই বাদ খণ্ডিত হইল। কেননা, কেবল ব্রহ্মবিদ্যারই আত্মানুসন্ধানে তাৎপর্য্য, ইহাও পরে সুস্পষ্ট হইবে। 'ঈশ্বরস্য' অর্থাৎ বাদরায়ণের—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের। 'কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসমিত্যাদি' বাক্য, বিষ্ণুপুরাণে **মৈত্রেয়ের** প্রতি মহর্ষি পরা-শরের উক্তি। ইহার সমর্থক অবশিষ্টাংশ যথা **'কোহন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষান্** মহাভারতকৃদ্ ভবেৎ' পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি ব্যতীত আর কে মহাভারত-গ্রন্থ রচনা করিবেন? 'তথাপীতি'—তাহা হইলেও। 'তস্মাৎ'—সেই অথ শব্দ হইতে, 'তৎ'—মঙ্গল। 'তাদৃশস্য'—'পুংসঃ'—নিষ্কামকর্ম্মাদি আচরণে বিশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তির। 'তদনন্তরং'—সৎসঙ্গলাভের পর। 'অঙ্কৌ বৃত্তিপরৌ যৌ তৌ ভাষ্যে' ইত্যাদি—যে দুইটি পরিচ্ছেদ বৃত্তি-গ্রন্থরূপে ভাষ্যকার ভাষ্যগ্রন্থে ধরিয়াছেন, সেই দুইটি পরিচ্ছেদই ক্রম-নির্দ্দেশাভিপ্রায়ে সূক্ষ্মভাবে এখানে প্রদর্শিত হইল। অতঃপর প্রথমাধিকরণের বক্তব্য সার বলিতেছেন—পূর্ব্ব-অধিকরণে নিষ্কাম-কর্ম্মাচরণদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা যুক্তিযুক্ত, ইহা বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম যে সুখস্বরূপ, ইহা পরেশ-শব্দে ভূমা, আত্মা, ব্রহ্ম, শব্দের দ্বারা বিচারিত হইয়াছে। কিন্তু সেই ভূমাদি-শব্দ জীব-পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে? এইরূপ আক্ষেপ সঙ্গতি ধরিয়া তৎসমাধানার্থ দ্বিতীয় সূত্ররূপ অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে ॥ ১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ব্রহ্মের জিজ্ঞাস্যতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীমদ্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের জিজ্ঞাসাধিকরণে এই প্রথম সূত্রটির অবতারণা করিলেন।

এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমদ্বলদেব প্রভু বলেন যে, এ-স্থলে 'অথ' ও 'অতঃ' এই শব্দ দুইটি অনন্তর-অর্থে ও হেতু-অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য—বেদাদি-শাস্ত্র অধ্যয়নকরতঃ আপাততঃ কিছু অর্থবোধ হওয়ার পর এবং আশ্রম-ধর্ম্ম ও সত্যাদি আচরণের ফলে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির, যদি ভাগ্যক্রমে তত্ত্ববিৎ সাধুর সঙ্গলাভ ঘটে, তখন সেই সৎপ্রসঙ্গের ফলে, সেই ভাগ্যবানের ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়। যদি বলা যায়, কেন? তদুত্তরে

বক্তব্য এই যে, সৎপ্রসঙ্গের দ্বারা কাম্যকর্ম্মের ফল পরিমিত ও নশ্বর জানিতে পারিয়া, ব্রহ্মই অক্ষয়, অনন্ত ও চিৎস্বরূপ এবং অনন্ত সুখের হেতু জ্ঞাত হইয়া, জ্ঞানৈকলভ্য সেই ব্রহ্মের উপাসনায় বিশ্বাস করতঃ কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মানুশীলনের জন্য এই চতুর্লক্ষণী বেদান্তশাস্ত্রের আশ্রয় পূর্ব্বক পরতত্ত্বের জিজ্ঞাসা করেন।

কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, বেদাধ্যয়ন করিলেই তো উক্ত ফল লাভ হইতে পারে, পুনরায় বেদান্তাশ্রয়ের কি প্রয়োজন? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বেদাদি-শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে শাস্ত্রের বাস্তব-অর্থ আপাততঃ প্রতীত হইলেও সংশয় ও ভ্রমের দ্বারা বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া থাকে; কিন্তু তত্ত্ববিৎ সৎপ্রসঙ্গের পর শাস্ত্রানুশীলন-ফলে সেই সংশয় ও ভ্রম দূরীভূত হইয়া পরমার্থভূততত্ত্বে মতি স্থির হয়। এই জন্যই তত্ত্ববিৎ-প্রসঙ্গই পরমার্থলাভের নিশ্চিত উপায়; ইহা জানা যায়। বহুলোক বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও তত্ত্ববিৎ সাধুর সঙ্গ লাভের অভাবে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বানুশীলনে বঞ্চিত হয়, ইহার ভূরিভূরি প্রমাণ আমরা প্রতিনিয়ত দেখিতে পাই। তত্ত্ববিৎ সাধুর সঙ্গ-প্রভাবে শুধু তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহা নহে, বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া, তত্ত্বানুশীলন-ফলে তত্ত্ববস্তু লাভ হইয়া থাকে। এই জন্য শ্রীভগবান্‌ও অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া গীতায় "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন" শ্লোকে আমাদিগকে তত্ত্ববস্তু জানিবার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ এবং তত্ত্বদর্শী গুরুর চরণাশ্রয়ের একান্ত আবশ্যকতা জানাইয়াছেন। মুণ্ডক উপনিষদেও 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ' বলিয়া 'শ্রোত্রিয়' এবং 'ব্রহ্ম-নিষ্ঠ' গুরুর নিকটই ভগবৎ-তত্ত্ব জানিবার জন্য যাওয়া উচিত, জানাইয়াছেন। শ্রীগুরুদেব শাস্ত্রাদিপারঙ্গত হইলে শিষ্যের যাবতীয় সংশয় নিরসনে সমর্থ হইবেন এবং শ্রীভগবানে নিষ্ঠাবান্ হইলে শিষ্যের হৃদয়েও নিষ্ঠাপ্রদানপূর্ব্বক শ্রীভগবানের স্ফূর্ত্তি লাভ করাইতে পারিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও সদ্‌গুরুর লক্ষণ 'তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত' শ্লোকে পাওয়া যায়। এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুও জানাইয়াছেন যে, 'যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়'। নারদাদির দৃষ্টান্তেও সনৎকুমারাদির প্রসঙ্গের কথা পাওয়া যায়।

কেহ যদি এস্থলে 'অথ' শব্দের অর্থ মাঙ্গল্যার্থে নিরূপণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাও শ্রীমদ্বলদেব প্রভু স্বীয় ভাষ্যমধ্যে যুক্তিমূলে খণ্ডন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য 'অথ' শব্দের অর্থ চারিপ্রকার সাধনসম্পত্তির পর অর্থাৎ যাঁহারা জ্ঞানলাভের এই সকল উপায় লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তদনন্তর ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইবেন। শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তত্ত্ববিৎ-প্রসঙ্গের পরই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়, জানাইয়াছেন। কেহ কেহ যে কর্ম্মান্তর বলেন, তাহা তিনি বিশেষভাবে যুক্তিমূলে নিরাকরণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার টীকার মধ্যে দ্রষ্টব্য। শ্রীমদ্বলদেব প্রভু স্পষ্টই তাঁহার টীকায় জানাইয়াছেন যে, সৎপ্রসঙ্গের দ্বারা শিক্ষা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণ পূর্ণ হইলে, তাহার পর সেই সাধন-চতুষ্টয়সম্পত্তি লাভ হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

মোক্ষধর্ম্মে পাওয়া যায়,—

"যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে।
তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ॥"

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের 'এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং' (২।৯।৩৫) শ্লোকও আলোচ্য, তাহাতেও দেখা যায়, শ্রীভগবান্ গুরুরূপে ব্রহ্মাকে কৃপা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং' 'গৃহাণ গদিতং ময়া' 'তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ' ২।৯।৩০-৩১ প্রভৃতি শ্লোকও আলোচ্য।

শ্রীনারদও শ্রীব্যাসদেবকে বলিয়াছিলেন যে—'জিজ্ঞাসিতং সুসম্পন্নমপি' 'জিজ্ঞাসিতমধীতঞ্চ ব্রহ্ম যত্তৎ সনাতনম্' (১।৫।৩-৪)—ইত্যাদি পাওয়া যায়।

পরীক্ষিতের জাতকর্ম্ম সম্পাদনের পর ব্রাহ্মণগণও বলিয়াছেন,—'জিজ্ঞাসিতাত্মযাথার্থ্যো মুনের্ব্যাসসুতাদসৌ।' (১।১২।২৮) অর্থাৎ হে মহারাজ! এই বালক ব্যাসপুত্র শুকদেবের মুখ হইতে জিজ্ঞাসিত আত্মার যথার্থ তত্ত্ব শ্রবণ করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের জন্মাদ্যস্য শ্লোকে 'তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে'—ইহার টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন, "আদিকবয়ে ব্রহ্মণে যো ব্রহ্ম বেদং স্বতত্ত্বং বা তেনে প্রকাশয়ামাস।" আরও লিখিয়াছেন,—"অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" ইতি সূত্রার্থঃ ফলতো বিবৃতঃ ধ্যানস্যৈব জিজ্ঞাসায়াঃ ফলত্বাৎ"।

তত্ত্ববিদ্ প্রসঙ্গ ব্যতীত যে তত্ত্বজ্ঞান বা ভগবদুপাসনা হইতে পারে না, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্য্যামীরূপে শিখায় আপনে॥"
আরও
"সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

ইহার অনুভাষ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"জীব কৃষ্ণবিমুখ থাকিয়া সংসারে সুখভোগে ব্যস্ত হন। বৈষ্ণবকৃপায় ও শাস্ত্রানুগ্রহে কর্ম্মফলভোগবাসনা-নির্ম্মুক্ত হইয়া তিনি কৃষ্ণ-সেবায় উন্মুখ হইলে, ভোগ করিবার বা মুক্ত হইবার পিপাসা হইতে নিস্তার লাভ করেন। কৃষ্ণসেবাপরা বুদ্ধি হইলে বিষয়-ভোগবাসনারূপ মায়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইলে তখন জীব আর অহংগ্রহোপাসনায় মত্ত হইয়া মুক্তিকামী জ্ঞানী বা বিষয়-ভোগবাসনাক্রমে ফলভোগকামী হইয়া কৃষ্ণেতর বস্তুতে আবদ্ধ হন না, পরন্তু মায়ার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করেন॥ ১॥

অবতরণিকা ভাষ্য—নন্থ পূর্ব্বত্র ভূমশব্দেন চ জীবমভ্যুপেত্য ব্রহ্মশব্দেনাপি তমেবাহ। প্রাক্ প্রাণপ্রক্রিয়য়া পতিজায়াদি-প্রীতিসংসূচনয়া চ তস্যৈব প্রত্যয়ত্বাৎ বৃহজ্জাতিজীবকমলাসনশব্দ-রাশিষ্বিতি ব্রহ্মশব্দস্য চ তত্র রূঢ়েরিত্যেতাং ভ্রান্তিং অপনেতুমারম্ভঃ। তৈত্তিরীয়কে, 'ভৃগুর্বৈ বারুণির্বরুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভো ভগবো ব্রহ্ম' ইত্যুপক্রম্য পঠ্যন্তে। 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ব্রহ্ম তদ্বিজি-জ্ঞাসস্ব' ইতি। ইহ সংশয়ঃ, জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্ম জীবঃ সর্ব্বেশ্বরো বেতি? 'বিজ্ঞানং ব্রহ্মচেদ্বেদ তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি। শরীরে পাপ্মনো হিত্বা সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে'। ইতি তত্রৈব জীবেঽপি ব্রহ্মত্বধ্যেয়ত্বাদি—শ্রবণাদদৃষ্টদ্বারা ভূতোৎপত্ত্যাদিহেতুত্বসম্ভবাচ্চ জীবঃ স্যাদিতি প্রাপ্তে জিজ্ঞাস্যস্য ব্রহ্মণো লক্ষণমাহ—

অবতরণিকা ভাষ্যানুবাদ—'নন্থ পূর্ব্বত্রেত্যাদি'—আপত্তি এই—পূর্ব্বে

(প্রথমাধিকরণে) 'ভূম'-শব্দের দ্বারা জীবকে বুঝিয়া, তাহাকেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-সূত্রোক্ত ব্রহ্ম-শব্দের প্রতিপাদ্য বলিব, কেননা 'ভূম'-বোধক বাক্যের (যো বৈ ভূমা ইত্যাদি) পূর্ব্বে প্রাণপ্রক্রিয়াদ্বারা এবং আত্মবাক্যের (আত্মা বা এষঃ) পূর্ব্বে পতি, জায়াদি-প্রীতি সূচনাদ্বারা তত্তৎস্থলে জীবাত্মাই বোধ্য হইতেছে এবং ব্রহ্মশব্দের অর্থও জীবাত্মা, ইহা অভিধানবাক্যে প্রসিদ্ধ আছে, যথা—"বৃহজ্জাতিজীবকমলাসনশব্দরাশিষু" ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বৃহৎ—বিশ্ব ব্যাপক নিরবচ্ছিন্ন পরমাত্মা, ব্রাহ্মণ জাতি, জীবাত্মা, পদ্মযোনি ব্রহ্মা, ও শব্দরাশি অর্থাৎ বেদ। এই রূঢ়িবলে ব্রহ্ম-শব্দের জীবে তাৎপর্য্য, এই ভ্রম দূর করিবার জন্য দ্বিতীয় সূত্রের আরম্ভ। 'ভৃগুর্বৈ বারুণির্বরুণম্'…বারুণি ভৃগু পিতা বরুণের কাছে গিয়াছিলেন এবং প্রার্থনা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করুন, এই উপক্রমে (বরুণ কর্তৃক) পঠিত হইতেছে 'যতো বা ইমানি' ইত্যাদি, যাহা হইতে এই সকল প্রাণী জন্মিয়াছে, জাত হইবার পর যে ব্রহ্ম-সম্বন্ধহেতু স্থিতিলাভ করিতেছে, ক্রমশঃ প্রলয়াভিমুখে যাইতেছে, পরে সেই ব্রহ্মেই প্রবিষ্ট হইতেছে, সেই ব্রহ্ম, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর। এই বাক্যটি বিষয়-বাক্য, ইহাতে সংশয় হইতেছে এই যে,—জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত ব্রহ্ম ইনি কে? জীব, না পরমেশ্বর? পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—জীবই জিজ্ঞাস্য, কেননা শ্রুতি বলিতেছেন—'বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্ বেদ', ইত্যাদি। 'যদি জীবরূপ ব্রহ্মকে জানিতে পার অর্থাৎ জীব প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, এইরূপ বিবেক-দ্বারা জানিতে পারে এবং তাহা হইতে ভ্রষ্ট যদি না হয়, তবে শরীরগত সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অতি বিশুদ্ধ হইবে এবং সকল কাম্যই ভোগ করিবে' অতএব এই বাক্যে জীবকেই ব্রহ্ম বলা হইতেছে এবং 'আত্মা বাহরে শ্রোতব্যঃ' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জীবেরই ধ্যেয়ত্ব, অবগত হওয়া যাইতেছে, শুধু তাহাই নহে, জীবের অদৃষ্টবিশেষ-দ্বারা সমস্ত পৃথিব্যাদিভূতের উৎপাদন শক্তিও সম্ভবপর, এইজন্য 'যতো বা ইমানি' ইত্যাদি শ্রুতিবোধিত ব্রহ্মশব্দ-বাচ্য তত্ত্বকেই জীব বলিব, এই পূর্ব্বপক্ষীয় মত সাব্যস্ত হইলে, উত্তরপক্ষ সেই মত-নিরসনার্থ জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মের লক্ষণ সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকা—নন্থ পূর্ব্বত্রেতি। যো বৈ ভূমেত্যত্র ভূম-শব্দেন, আত্মা বা ইত্যত্র আত্মশব্দেন জীবমভ্যুপেত্য সূত্রকারেণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসেত্যত্র

ব্রহ্মশব্দেনাপি তং জীবমেবাহ। ভূমাদিবাক্যাৎ প্রাক্ পত্যাদিপ্রিয়তাসংসূচনায় তত্র তত্র জীবস্যৈব বোধ্যত্বাদিত্যর্থঃ। অথ ব্রহ্মশব্দস্য জীবে রূঢ়ত্বাদপি তথেত্যাহ, বৃহদিতি। জাতির্ব্রাহ্মণজাতিঃ। শব্দরাশির্বেদঃ রূঢ়ির্যোগমপহরতীতিন্যায়াৎ বৃহত্ত্বগুণযোগেন ভগবৎপরতা ন বাচ্যেত্যাশয়ঃ। যতো বা ইতি। যতঃ প্রকৃতিজীবশক্তিকাদ্ব্রহ্মণো হেতোঃ। ভূতানি প্রাণিনঃ। জাতানি তানি যেন ব্রহ্মণাস্থিতিং বিদন্তি। প্রযন্তি প্রলয়াভিমুখানি তানি যৎপ্রবিশন্তীত্যর্থঃ। বিজ্ঞানমিতি। শরীরে বিদ্যমানং বিজ্ঞানং জীবরূপং ব্রহ্মচেদ্বেদ প্রকৃতিতো বিবিচ্য জানাতি তর্হি পাপ্মনো হিত্বা নিরবদ্যঃ সন্ সর্ব্বান্ কামান্ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ। ব্রহ্মণো লক্ষণমিতি। অসাধারণধর্ম্মবচনমিতর ভেদানুমাপকং বা লক্ষণং। ন চ জগজ্জন্মাদিকর্ত্তৃত্বমেতৎ জীবে সম্ভবতি তস্য তত্রাসামর্থ্যাদিতি নিরূপয়িষ্যতি ইতরব্যপদেশাদিত্যাদিনা অতএব জীবাদ্ভেদশ্চানুমীয়তে।

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বত্রেত্যাদি—'যো বৈ ভূমা' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যান্তর্গত 'ভূম' শব্দের দ্বারাও 'আত্মা বা অরে' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যস্থ আত্মন্ শব্দদ্বারা জীবকে স্বীকার করিয়া লইয়া সূত্রকার 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' এই সূত্র-ধৃত **ব্রহ্মন্**-শব্দের দ্বারা সেই জীবকেই বলিতেছেন। ইহাতে যুক্তি এই,—'ভূম' বাক্যের পূর্ব্বে পতি, জায়া প্রভৃতির প্রিয়তা সূচনার্থ সেই সেই স্থলে জীবই বোধনীয়। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে, ব্রহ্মন্ শব্দ তো রূঢ়ি শক্তিদ্বারাও জীববোধক, তবে এখানে ব্রহ্মশব্দটি জীববোধক এই অভ্যুপগম কেন? যেহেতু ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ বৃহৎ, ব্রাহ্মণজাতি, জীব, ব্রহ্মা, শব্দরাশি অর্থাৎ বেদ, এই কয়টি অর্থে ব্রহ্মন্ শব্দ প্রসিদ্ধ। যদি বল, যোগশক্তিদ্বারা বৃহৎ বা ভূমাকেই বুঝাইবে; তাহাও নহে, "লব্ধাত্মিকাসতী-রূঢ়ির্ভবেদ্যোগাপহারিণী। কল্পনীয়াতু লভতে নাত্মানং যোগবাধতঃ" কঌপ্তরূঢ়ি যোগশক্তিকে বাধা দিবে, কল্পনীয় রূঢ়ি যোগশক্তির কাছে পরাস্ত—এই ন্যায়টি হইতে রূঢ়িশক্তির যোগশক্তি হইতে প্রাবল্য অবগত হওয়া যায় অতএব বৃহত্ত্বগুণযোগহেতু ব্রহ্মন্ শব্দ ভগবান্‌কে না বুঝাইয়া জীবকেই রূঢ়ি বুঝাইবে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়। উত্তর পক্ষীয়—'যতো বা' ইত্যাদি 'যতঃ'—শ্রুত্যন্তর্গত 'যদ্' শব্দের অর্থ—প্রকৃতি, জীব, ইহারা ব্রহ্মের শক্তিবিশেষ,

সেই শক্তিসমন্বিত ব্রহ্মরূপ কারণ হইতে। 'ভূতানি'—প্রাণিবর্গ। 'জাতানি তানি' ইত্যাদি জাত হইয়া সেই ভূত সমূহ, 'যেন ব্রহ্মণা জীবন্তি'—যে ব্রহ্মের অনুগ্রহে বাঁচিয়া থাকে অর্থাৎ স্থিতি লাভ করে। 'প্রযন্তি'—প্রলয়ের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়, তাহারাই যে ব্রহ্মে প্রবেশ করে। 'বিজ্ঞানমিতি' শরীরের মধ্যে বিদ্যমান জীবস্বরূপ ব্রহ্মকে যদি জানে অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে জীব ভিন্ন এইরূপ বিবেক লাভ করে, তবে পাপমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব-ময় হয় এবং সমস্ত কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ জীবনে কৃতকৃতার্থ হয়। 'ব্রহ্মণোলক্ষণমিতি'। কথিত আছে—'মানাধীনা মেয়সিদ্ধির্মানসিদ্ধিশ্চ লক্ষণাৎ' প্রমাণ হইতে প্রমেয় সিদ্ধি হয় এবং প্রমাণ সিদ্ধি হয় লক্ষণ হইতে। লক্ষণ বলিতে বুঝা যায়—অসাধারণ ধর্ম্ম, যেমন গো'র লক্ষণ গোত্ব, সেইরূপ বৃহত্ত্ব ব্রহ্মের লক্ষণ। অথবা 'ইতর ভেদানুমাপকং লক্ষণম্' —যাহা তদ্ভিন্ন পদার্থ হইতে পার্থক্যের অনুমান করাইয়া দেয়, যেমন পৃথিবী 'ইতরেভ্যোভিদ্যতে গন্ধবত্ত্বাৎ' এই গন্ধবত্ত্ব ধর্ম্মটি পৃথিবী ব্যতিরিক্ত পদার্থ হইতে পৃথিবী যে ভিন্ন, ইহার অনুমান করাইতেছে, এজন্য গন্ধবত্ত্ব পৃথিবীর লক্ষণ। এইরূপ ব্রহ্ম 'ব্রহ্মেতরেভ্যো ভিদ্যতে জগজ্জন্মাদিকর্ত্তৃত্বাৎ যন্নৈবং তন্নৈবং যথা জীবঃ'। এই জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি কর্ত্তৃত্ব জীবে সম্ভব নহে, অতএব জীব ব্রহ্মশব্দের বাচ্য নহে; জীবের জগৎ সৃষ্টি কর্ত্তৃত্বে সামর্থ্য নাই, একথা 'ইতরব্যপদেশাৎ' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা নিরূপিত হইবে, এইজন্য জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদ অনুমিত হইতেছে।

জন্মাদ্যধিকরণম্

সূত্র—জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ—'যতঃ'—যে পরমেশ্বর হইতে অর্থাৎ যিনি অচিন্তনীয় শক্তি-সম্পন্ন, স্বয়ং বিশ্বের কর্ত্তা, পালক, অনুগ্রাহক, বিনাশক এবং যিনি প্রপঞ্চের উপাদানকারণ তাঁহা হইতে। 'অস্য'—এই পরিদৃশ্যমান চতুর্দ্দশভুবনাত্মক বিশ্বের, 'জন্মাদি'—উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে, তিনিই জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম ॥ ২ ॥

গোবিন্দভাষ্য (মূল)—জন্মাদীতি। তদ্‌গুণসম্বিজ্ঞানবহুব্রীহিণা জন্মস্থিতিভঙ্গাদি বোধ্যতে। অস্য চতুর্দ্দশভুবনাত্মকস্য বিরিঞ্চ্যাদিস্থাবরানন্তকর্ত্তৃভোক্তৃযুক্তস্য নানাবিধকর্ম্মফলায়তনস্য জীবাতর্ক্যাতিবিচিত্ররচনস্য বিশ্বস্য যতো যস্মাৎ পরাৎ বা অবিচিন্ত্যশক্তিকাৎ স্বয়ং কর্ত্রাদিরূপাতুপাদানরূপাচ্চ জন্মাদি ভবতি তদ্ব্রহ্মাত্র জিজ্ঞাস্যমিত্যর্থঃ। ভূমাত্মশব্দৌ ব্যাপ্তিগুণযোগেন ভগবতি মুখ্যবৃত্তৌ ভূমাধিকরণে বাক্যান্বয়াধিকরণে চ তথৈব নির্ণেষ্যমানত্বাৎ ব্রহ্মশব্দস্তু নিঃসীমাতিশয়গুণযোগাৎ তত্রৈব বর্ত্ততে। 'অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্মেতি বৃহন্তো হ্যস্মিন্ গুণা ইতি' শ্রৌতনির্বচনাৎ অতোঽয়ং তত্রৈব মুখ্যঃ। ততোঽন্যত্র তু তদ্‌গুণাংশযোগাৎ ভাক্ত এব রাজাদিবৎ। স এব স্বাশ্রিতবাৎসল্যনীরধিস্তাপত্রয়বিপ্লুষ্যমানৈর্জীবৈর্নিঃশ্রেয়সায় জিজ্ঞাস্যঃ অতঃ পরব্রহ্মাভিধানঃ পুরুষোত্তম এব জিজ্ঞাসাকর্ম্মভূতঃ। ন চাত্র গুণাধ্যাসো বক্তুং যুক্তঃ বস্তুতো ব্রহ্মত্বপ্রসঙ্গাৎ। জিজ্ঞাসা চ জ্ঞানেচ্ছৈব। জ্ঞানঞ্চ পরোক্ষাপরোক্ষরূপং দ্বিবিধং, বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীতেতি শ্রুতেঃ। তত্র পরমেব প্রাপকং, পূর্ব্বন্তু তত্র দ্বারমিতি স্ফুটীভবিষ্যতি। বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেত্যাদিকং তু জীবস্বরূপজ্ঞানমিহোপযোগীতীহৈব বক্ষ্যতে চ, ইহ ব্রহ্মণো জীবেতরত্বপ্রতিপাদনাৎ তয়োরদ্বৈতং নাভিমতং নেতরোঽনুপপত্তের্ভেদব্যপদেশাচ্চ মুক্তোপসৃপ্যং ব্যপদেশাদাকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাদ্ভেদমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চেতি সূত্রে মোক্ষেঽপি তয়োর্দ্বৈতনিরূপণাচ্চ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যত ইতি হেতৌ পঞ্চমী—'যতঃ' এই পদে যদ্ শব্দের উত্তর হেত্বর্থে পঞ্চমী, তাহার অর্থ যিনি এই বিশ্বের জন্মাদির হেতু। জন্মাদি পদটি 'তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান' বহুবীহিসমাস-নিষ্পন্ন। কথাটি এই,—বহুব্রীহি সমাস দুই প্রকার অর্থ প্রকাশ করে,—যথা 'তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান' বহুব্রীহি ও 'অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান' বহুব্রীহি। তন্মধ্যে যে বহুব্রীহিতে তাহার অন্তর্গত পদটিকে তাহার অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হয়, তাহাকে 'তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান

বহুব্রীহি' বলে, যেমন জন্মাদি বলিতে জন্ম, স্থিতি, লয় তিনটিকেই বুঝাইল। কিন্তু অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি স্থলে সমস্ত পদের একটি পদার্থকে ত্যাগ করিয়া অবশিষ্টগুলিকে বুঝায়, যেমন গণেশাদি পঞ্চদেবতা বলিতে গণেশকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট পাঁচটি দেবতা মোট ছয়টি দেবতা বুঝাইতেছে। 'অস্য' পদের অর্থ—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, পাতাল, রসাতল—এই অধোভুবন সাতটি এবং ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—এই সাতটি ঊর্দ্ধভুবন, মিলিত হইয়া চতুর্দ্দশ ভুবনস্বরূপ বিশ্ব, যাহাতে ব্রহ্মা প্রভৃতি জীব হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত অনন্ত কর্ত্তা ও ভোক্তা আছে, যাহা নানাপ্রকার কর্ম্মফলের ভোগভূমি, যাহার রচনা অতিবিচিত্র, জীবের কল্পনার অতীত, তাদৃশ বিশ্বের। 'যতঃ'—যাহা হইতে, অথবা পরমেশ্বর হইতে, যিনি অচিন্ত্যশক্তিময়, অন্য নিরপেক্ষভাবে স্বয়ং কর্ত্তা, পাতা, প্রলয়কর্ত্তা এবং জগতের উপাদানকারণস্বরূপ সেই পরমেশ্বর। 'জন্মাদি'—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, 'ভবতি'—হইতেছে, সেই ব্রহ্মই পরমেশ্বর, এই শ্রুতিনিহিত ব্রহ্মই বিশেষভাবে জিজ্ঞাস্য। জীবাত্মা নহে। 'ভূমন্' শব্দ ও 'আত্মন্' শব্দ মুখ্যবৃত্তি অর্থাৎ অভিধাবৃত্তি—ভগবানেই, সর্ব্বব্যাপকত্ব গুণ একমাত্র তাঁহাতেই আছে। জীবে তাহা নাই, একথা ভূমাধিকরণে ও বাক্যান্বয়াধিকরণে নির্ণয় করা হইবে।

ব্রহ্মন্ শব্দটি—যোগার্থবলে সীমাহীনত্ব ও সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বগুণ-সম্বন্ধহেতু সেই পরমেশ্বরকেই বুঝাইতেছে। পরমেশ্বরকে ব্রহ্ম কি হেতু বলা হইতেছে? তাহার উত্তরে বলা হয়,—শ্রুতির নিরুক্তিবলে উহা বুঝায়; বৃহ্ ধাতু হইতে মন্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন ব্রহ্মন্ শব্দ, অধিকরণবাচ্যে মন্ প্রত্যয় হওয়ায় যাহাতে বৃহৎ অসাধারণ গুণ আছে, এই অর্থ প্রকাশ পাইতেছে, অতএব পরমেশ্বরে বৃহদ্ গুণরাশি থাকায়, তিনিই ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থ। সেই ভগবান্ ভিন্ন অন্যতে অর্থাৎ জীবে আত্মন্ শব্দ ও ব্রহ্মন্ শব্দ গৌণ,—অর্থাৎ সেই পরমেশ্বরের কতিপয় গুণ-সম্বন্ধহেতু লাক্ষণিক, যেমন রাজপুরুষে রাজন্ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, রাজকীয় গুণযোগে, সেইরূপ। 'স এব'—সেই ভগবান্‌ই নিজ আশ্রিত ব্যক্তির প্রতি বাৎসল্যের অপার সাগর, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক,—এই ত্রিতাপে দহ্যমান

জীবগণের নিঃশ্রেয়স-নিমিত্ত জিজ্ঞাসার বিষয়। অতএব পরব্রহ্ম নামক পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ই জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ জ্ঞানেচ্ছার কর্ম্মকারক।

'ন চাত্র গুণাধ্যাসো বক্তুং যুক্ত' ইত্যাদি। 'অত্র'—এই ভগবৎ-শব্দবাচ্য ব্রহ্মে, গুণের অধ্যাস—স্বাশ্রিতবাৎসল্য প্রভৃতি গুণের আরোপ, 'বক্তুং-যুক্তঃ ন চ'—বলিতে পারা যায় না; বলা উচিত নহে, কেননা অপ্রকৃত বস্তুরই আরোপ হয়, যেমন মুখের চন্দ্রত্ব না থাকিলেও মুখচন্দ্র বলা হয়, কিন্তু ব্রহ্মে বা ভগবানে উহা বাস্তব। জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ কেহ 'বিচার' বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে, যথাশ্রুতজ্ঞানেচ্ছাই তাহার অর্থ। জ্ঞান পরোক্ষ ও অপরোক্ষ-ভেদে দ্বিবিধ, যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—'বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত' এখানে জ্ঞানপূর্ব্বক প্রজ্ঞা অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞান করিবে, এখানে পূর্ব্বাপরীভূত দুইটি জ্ঞানের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে পরবর্ত্তী জ্ঞান অর্থাৎ প্রজ্ঞাত্মকজ্ঞান পরমাত্মার প্রাপক, আর পূর্ব্ববর্ত্তীজ্ঞান উত্তরবর্ত্তী জ্ঞানের উপায়। একথা পরে প্রস্ফুট হইবে। 'বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য-বোধিত জীবস্বরূপজ্ঞান এই ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগী—উপকারক। 'বক্ষ্যতে চ'—সূত্রকার 'অন্যাথশ্চ পরামর্শঃ' এই সূত্রে ঐ কথা বলিবেন। এখানে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সূত্রে ব্রহ্মকে জীব-ভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করায়, জীব ও ব্রহ্ম এক, ইহা অভিমত নহে। আবার জীব ও ব্রহ্মের পারমার্থিক ভেদও নিত্য ও অচিন্ত্য; এসব কথা 'নেতরোঽনুপপত্তেঃ' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই পাঁচটি সূত্র যথা (১) 'নেতরোঽনুপপত্তেঃ' (২) 'ভেদব্যপদেশাচ্চ' (৩) 'মুক্তোপসৃপ্যং ব্যপদেশাৎ' (৪) 'আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ' (৫) 'ভেদমাত্রব্যপদেশ লিঙ্গাচ্চ'। 'নেতরোঽনুপপত্তেঃ' জীব ব্রহ্ম হইতে ব্যাবহারিক ভিন্ন, পারমার্থিক ভিন্ন নহে, ইহাও সঙ্গত হয় না; (১)। ভিন্নরূপে নির্দ্দেশও আছে; (২)। মুক্তপুরুষকর্ত্তৃক যখন সেই ব্রহ্ম আশ্রয়ণীয় তখন মুক্তিতেও দ্বৈতবাদ নিরূপিতই হয়। (৩)। ব্রহ্ম আকাশ একথায়ও ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন পদার্থ বুঝাইতেছে; (৪)। ভেদমাত্র বলিলেই সাম্য বুঝাইতেছে না; (৫)। এই কয়টি সূত্রে মুক্তির পরেও জীব-ব্রহ্মের দ্বৈত অর্থাৎ ভেদ নিরূপিত হইতেছে॥ ২॥

সূক্ষ্মা-টীকা—সূত্রে যত ইতি হেতৌ পঞ্চমী। জন্মাদিষু সাধারণ্যাৎ

ভূমাদিশব্দান্ ব্রহ্মণি হরৌ ব্যুৎপাদয়তি ভূমাত্মেত্যাদিনা। তত্রৈব ভগবত্যেব ব্রহ্মশব্দো মুখ্যো বাচকঃ। ততোঽন্যত্র ভগবতোঽন্যস্মিন্ জীবে। রাজাদিশব্দবদিতি রাজসেবকোঽপি রাজা চোচ্যতে তদ্গুণাংশযোগাৎ। স এব ভগবানেব। বিপ্লুষ্যমানৈর্দহ্যমানৈর্নিশ্রেয়সায় মোক্ষায়। ন চাত্রেতি। অত্র ভগবচ্ছব্দবাচ্যে ব্রহ্মণি। বস্তুত ইতি। বৃহদ্গুণযোগেন ব্রহ্মত্বং শ্রুত্যা বর্ণিতং যদ্যপি রূঢ়ির্যোগাৎ বলবতী তথাপি শ্রুত্যুক্তস্য যোগার্থস্য জীবে অসম্ভবাৎ ন সাদ্রিয়তে। জ্ঞানঞ্চেতি পরোক্ষং শব্দঃ। অপরোক্ষন্তু ভক্ত্যুপাসনশব্দব্যপদেশ্যোঽনুভবঃ তত্র প্রমাণং বিজ্ঞায়েতি। বিজ্ঞায় বেদাদ্বিদিত্বা প্রজ্ঞামুপাসনাং কুর্বীতেত্যর্থঃ। তত্র পরমেবেতি। পরং বিজ্ঞানং। পূর্ব্বং জ্ঞানং। তত্র বিজ্ঞানে। ইহোপযোগীতি। ইহ ব্রহ্মজ্ঞানে। এবং বক্ষ্যতে সূত্রকৃতা অন্যার্থশ্চ পরামর্শ ইতি। ইহ ব্রহ্মণ ইতি। ইহ জন্মাদিসূত্রে। নন্ বু ব্যাবহারিকো ভেদঃ পরৈরপ্যঙ্গীকৃতঃ পারমার্থিকস্ত্বভেদো ভাবীতি চেৎ তত্রাহ নেতরোঽনুপপত্তেরিত্যাদি। এষাং পঞ্চানামর্থাস্তু ভাষ্যে দ্রষ্টব্যাঃ॥ ২॥

টীকানুবাদ—'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সূত্রান্তর্গত 'যতঃ' এই পদটি যদ্শব্দের হেত্বর্থে পঞ্চমী স্থানে তসিল্ প্রত্যয়দ্বারা নিষ্পন্ন অর্থাৎ যে কারণ হইতে। 'জন্মাদিষু সাধারণ্যাদ্' ইতি ভূমা, আত্মা ইত্যাদি শব্দ ব্রহ্ম শব্দের মত সাধারণভাবে জন্মাদির কারণ এজন্য ভাষ্যকার ব্রহ্মন্ শব্দবাচ্য শ্রীহরিতে সেই ভূমাদি শব্দের যোজনা করিতেছেন; 'ভূমাত্মশব্দো' ইত্যাদি উক্তি-দ্বারা। 'অতোঽয়ং তত্রৈব মুখ্যঃ' ইত্যাদি 'তত্র'—সেই ভগবানেই, 'অয়ং'—এই ব্রহ্ম শব্দটি, 'মুখ্যো বাচকঃ'—অভিধাশক্তিদ্বারা প্রধানভাবে বোধক। 'ততোঽন্যত্র তু' ইত্যাদি সেই ভগবান্ ভিন্ন অন্য জীবে তাহা লাক্ষণিক। 'রাজাদিশব্দবদ্' ইতি—যেমন রাজসেবককেও রাজা বলা হয়, সেইরূপ আংশিক রাজগুণ তাহাতে আছে বলিয়া। 'স এব'—সেই ভগবান্ই। 'বিপ্লুষ্যমানৈঃ' অর্থাৎ ত্রিতাপে দহ্যমান জীবগণ কর্ত্তৃক। 'নিঃশ্রেয়সায়'—মুক্তির জন্য।

'ন চাত্র' ইত্যাদি—'অত্র'—এই ভগবৎশব্দবাচ্য ব্রহ্মপদার্থে। 'বস্তুতঃ'—বাস্তবিকপক্ষে তাহাতে গুণ আছে। 'বৃহদ্ গুণযোগেন'—বৃহত্ত্বধর্ম্ম থাকায় শ্রুতিই ভগবান্কে ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব ঈশ্বরে ব্রহ্মগুণের অধ্যাস বলা চলে না; যদিও রূঢ়ি যোগশক্তি হইতে প্রবল,

তাহা হইলেও শ্রুতিবর্ণিত যোগার্থ (প্রকৃতি প্রত্যয়লভ্য অর্থ) জীবে অসম্ভব-হেতু সেই যোগশক্তি আদরণীয় নহে। 'জ্ঞানঞ্চ' ইতি পরোক্ষ জ্ঞান—শাব্দ-বোধাত্মক। অপরোক্ষজ্ঞান অর্থাৎ ভক্তিরূপ উপাসনা-শব্দে সংজ্ঞিত অনুভব-স্বরূপ। সে-বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন, 'বিজ্ঞায়' ইতি—বিজ্ঞায়—জানিয়া অর্থাৎ বেদ হইতে, 'বিদিত্বা'—জানিয়া, 'প্রজ্ঞাম্' অর্থাৎ উপাসনা করিবে। 'তত্র পরমেব'—'পরং' অর্থাৎ উত্তরবর্ত্তী বিজ্ঞান। 'পূর্ব্বং'—জ্ঞান, 'তত্র' অর্থাৎ—বিজ্ঞানে বিষয়ে। 'ইহোপযোগি'—ইহ—এই ব্রহ্মজ্ঞানেতে। এবং ইত্যাদি এইরূপ সূত্রকার-তাৎপর্য্য 'অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ' পূর্ব্বজ্ঞান শাব্দবোধ, অন্য অর্থাৎ অনুভূতির জন্য কর্ত্তব্য। এইসূত্রে বলিবেন। 'ইহ ব্রহ্মণ' ইত্যাদি—এই 'জন্মাদ্যস্য' সূত্রে জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন প্রতিপাদন করিয়াছেন সুতরাং জীব-ব্রহ্মের অদ্বৈততত্ত্ব বা ঐক্য নহে। যদি বল, অদ্বৈতবাদিগণও ব্যবহারদশায় জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্বীকারই করিয়াছেন, বাস্তবপক্ষে কিন্তু উহাদের অভেদ, ভেদের অভাব—ঐক্য, একথাও বলিতে পার না ; 'নেতরোঽনুপপত্তেঃ' ব্যাবহারিক ভেদ বলিতে পার না,—'ইতরঃ' অর্থাৎ মুক্তাবস্থায়ও জীব জীবই, ব্রহ্ম নহে, মান্ত্রবর্ণিক নহে। তাহা হইলে সে সকল কাম্যবস্তু ভোগ করে। সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত তাহার ভোগ হয়, একথায় সহভাবে ভোগশ্রুতি অসঙ্গত হয়। দ্বিতীয় সূত্র—'ভেদ-ব্যপদেশাচ্চ' ইত্যাদি পাঁচটি সূত্রের অর্থ ভাষ্যে দ্রষ্টব্য ॥ ২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—প্রথম সূত্রে যে ব্রহ্মের জিজ্ঞাস্যতার বিষয় বলা হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম কে ? জীব না পরমেশ্বর ? এইরূপ সংশয়ের স্থলে পূর্ব্বপক্ষে যদি কেহ বলেন যে, এস্থলে জীবকে ব্রহ্ম বলা হউক, কারণ 'ভূমা' বোধক বাক্যের পূর্ব্বে প্রাণ-প্রক্রিয়ার দ্বারা এবং আত্মবাক্যের পূর্ব্বে পতি-জায়াদি-প্রীতি সূচনার দ্বারা সেখানে জীবকে বুঝাইতেছে এবং অভিধানেও ব্রহ্মশব্দের অর্থ জীব, ইহাও প্রসিদ্ধ আছে, ইত্যাদি-দ্বারা জীবেই ব্রহ্ম শব্দের তাৎপর্য্য প্রমাণিত করিবার চেষ্টাকে নিরসনার্থ "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই দ্বিতীয় সূত্র উত্থাপিত হইতেছে।

তৈত্তিরীয়-উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

> "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি।
> যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্-বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি ॥" তৈঃ ৩।১।১

অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই ভূতসমূহের জন্ম হয়, যাঁহা দ্বারা তাহাদের পালন হয়, এবং প্রলয়ে সকল যাঁহাতে প্রবেশ করে, তিনিই ব্রহ্ম।

'বিজ্ঞানম্ ব্রহ্ম'-অর্থে জীব ব্রহ্মকে জানিলে পাপমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধসত্ত্বময় হয় এবং জীবনে কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকে। 'বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ' ইতি ব্রহ্ম, ইহাও পাওয়া যায়। ব্রহ্মের অসাধারণ বৃহত্ত্বধর্ম্মই তাঁহার লক্ষণ। জীবে তাহা সম্ভব নহে।

বর্ত্তমান সূত্রেও জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্ত্তৃত্ব, যাহা ব্রহ্মস্বরূপে নির্ণীত হইয়াছে, তাহা জীবে সম্ভব নহে, একমাত্র পরমেশ্বর হইতে ইহা সাধিত হইতে পারে। এ-স্থলে জীব্ যে ব্রহ্ম নহে, ইহা স্পষ্টই সূত্রকার জন্মাদ্যাধিকরণে প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তাঁহার ভাষ্যে ইহা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বৃহৎগুণরাশি পরমেশ্বরে থাকায়, তিনিই ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থ। আর পরমেশ্বরের কিঞ্চিৎ গুণ বিভিন্নাংশ জীবে, উহা তৎসম্বন্ধে লাক্ষণিক ; যেমন রাজপুরুষে রাজকীয় কিছু গুণ বা শক্তি থাকে বলিয়া তাহাতেও 'রাজন্' শব্দ প্রযুক্ত হয়। ত্রিতাপদগ্ধ জীব সেই ভগবানের অপার করুণায় উদ্ধার লাভ করিয়া থাকে, সেই কারণে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই জীবের একমাত্র জিজ্ঞাসার বিষয়।

সূত্রকার স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ বলিয়াছেন,—গরুড়পুরাণে তিনি লিখিয়াছেন,—"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং"। সুতরাং তিনি বেদান্তসূত্রের প্রথমেই ব্রহ্মের জিজ্ঞাস্যতা প্রতিপাদন করিয়া সেই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য বেদান্তের দ্বিতীয় সূত্র রচনা করিলেন। তিনিই আবার বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করিয়া লিখিয়াছেন—

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্" সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত সূত্রার্থ-নির্ণায়ক গ্রন্থ, ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার সারার্থ-দর্শিনী টীকায়ও লিখিয়াছেন,—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইতি (ব্র১।১।১) সূত্রার্থঃ ফলতো বিবৃতঃ ধ্যানস্যৈব জিজ্ঞাসায়াঃ ফলত্বাৎ"। অর্থাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার ফল ধ্যানই, সুতরাং 'ধীমহি' শব্দ এস্থলে শ্রীমদ্ভাগবতে বিবৃত হইয়াছে।

আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রথম শ্লোকে তদীয় সিদ্ধুবৈভব-বিবৃতি-প্রারম্ভে লিখিত শ্রীজীবপাদের 'পরমাত্ম-সন্দর্ভের শেষাংশের তাৎপর্য্যের কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইল।

"শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ সাক্ষাৎ ভগবান্। এই প্রধান পুরাণে ছয় প্রকারে তাৎপর্য্য পর্য্যালোচিত হইয়াছে; উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা-ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ছয় প্রকার নিদর্শন-দ্বারা তাৎপর্য্যোপলব্ধি হয়।

উপক্রমশ্লোক—"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্ তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ। তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥"

"শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাগ্রন্থ"—গরুড়পুরাণের এই উক্তি অনুসারে এই মহাপুরাণই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া ইহাই সূত্র-তাৎপর্য্যময় প্রথম অবতার। 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' প্রশ্নের প্রথম ব্যাখ্যায় তেজঃ, বারি ও মৃত্তিকাদির পরস্পর বিনিময়হেতু সত্যাভাবে দৃশ্যবিশ্বের নশ্বরতা এবং পরে তদুত্তরে 'ভগবান্‌কে আমরা ধ্যান করি' কথিত হইয়াছে। 'মুক্তপ্রগ্রহ'-যোগবৃত্ত্যনুসারে বৃহত্ত্বশতঃ ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক ও তদ্বহির্ভূত সমস্ত। সূর্য্য বস্তুটি যেরূপ স্বীয় রশ্মি প্রভৃতি হইতে স্বতঃই শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ মূলরূপ প্রদর্শনজন্য পরব্রহ্ম-শব্দে ভগবান্‌ই লক্ষিত হইয়াছেন। সেই ভগবানের অংশবিশেষ অন্তর্য্যামিপুরুষ এবং প্রাকৃতগুণহীন বলিয়া নির্গুণ ব্রহ্মেরও মূল স্বরূপ ভগবান্।"

শ্রীরামানুজপাদও বলেন—"সর্ব্বত্র বৃহত্ত্বগুণযোগবশতঃ ব্রহ্ম শব্দ। ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থে ভগবানই লক্ষিতব্য। বৃহত্ত্ব যাঁহার স্বরূপ, যাঁহাতে গুণের অবধি নাই, এবং যাঁহার গুণাপেক্ষা অন্যত্র গুণাতিশয্য দেখা যায় না। ব্রহ্ম শব্দের তাহাই মুখ্যার্থ। তিনিই সর্ব্বেশ্বর। প্রচেতাগণ বলিয়াছেন—যাঁহার বিভূতির অন্ত নাই, তিনিই অনন্ত। অতএব বিবিধ, মনোহর, অনন্ত আকারবিশিষ্ট হইলেও সেই সেই আকার সমূহের আশ্রয় ভগবানের পরমাদ্ভুত মুখ্যাকারই অভিব্যক্ত হইতেছেন।

এইপ্রকার মূর্ত্তিসত্তা সিদ্ধ হইলে তাঁহার বিষ্ণু প্রভৃতি নিত্যরূপবিশিষ্ট ভগবত্তাই পর শব্দে সিদ্ধ হইতেছে। ব্রহ্মা-শিবাদিরও পর (অতীত) বস্তু বলিয়া পর শব্দে বিষ্ণুই শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছেন। এখানে জিজ্ঞাসার ব্যাখ্যাই ধ্যান, যেহেতু জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্যই ধ্যান।" ইত্যাদি বহু কথার দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত যে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য তাহা শ্রীল জীব গোস্বামি-পাদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে তাহা উদ্ধার করিলাম না।"

আরও পাওয়া যায়,—

"'সত্য' এই পদে 'অথাতঃ' এই সূত্রের ব্যাখ্যা—যেহেতু 'অথ' শব্দে অনন্তর অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসা কথিত কর্ম্মকাণ্ড সমাপন করিয়া, 'অতঃ'—শব্দে হেতু অর্থাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-বিষয়ে হেতুই সত্য জ্ঞান। সেই সত্য সর্ব্বসত্তার দাতাও অব্যভিচারি-সত্তাময়। অনন্তজ্ঞান ব্রহ্মই পরম সত্য। অন্যান্য সত্তা তাঁহার ইচ্ছাধীন-সত্তাময় বলিয়া তাহারা ব্যভিচারি-সত্তাত্মক। ভগবদ্ব্যতীত অন্য ব্যভিচারি-সত্তার ধ্যানে আমরা এতাবৎ নিযুক্ত ছিলাম, এক্ষণে তাদৃশ ব্যভিচারি-সত্তার ধ্যান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান-হেতুমূলে পরম সত্যের ধ্যান করিব।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় বেদান্তের (১।১।১) (১।১।২) (১।১।৩) (১।১।৫) (১।১।১৬) প্রভৃতি সূত্র শ্রীমদ্ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে উদ্ধার করিয়াছেন। বহু শ্রুতি ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ এই প্রসঙ্গে দিয়াছেন।

কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, ব্রহ্ম জীব হইতে পৃথক্ হইলেও, জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম তো নির্ব্বিশেষ হইবে। তদুত্তরে উপনিষদের 'যতো বা ইমানি ভূতানি' শ্লোক আলোচ্য। জীব ও ব্রহ্মের ভেদ-সম্বন্ধে—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" শ্লোক আলোচ্য।

শ্রীমদ্বলদেব প্রভু এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার ভাষ্য ও টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪৩)

শ্রীগীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।"—(গীঃ ১০।৮)

নারায়ণ উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

"নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে নারায়ণাদষ্টৌ বসবঃ জায়ন্তে নারায়ণাদেকাদশ রুদ্রা জায়ন্তে নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যাঃ" ইত্যাদি।

বরাহপুরাণেও আছে,—

"নারায়ণঃ পরোদেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্মুখঃ।
তস্মাদ্ রুদ্রোঽভবদ্দেবো যশ্চ সর্ব্বজ্ঞতাং গতঃ॥"

শ্রীরামানুজাচার্য্যও এই সূত্র হইতে যে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই প্রমাণিত হয়, তাহাই বলিয়াছেন॥ ২॥

অবতরণিকা ভাষ্য—'উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলং। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥' ইতি যানি শাস্ত্রতাৎপর্য্যনির্ণেতৃণি ষড়্বিধানি লিঙ্গানি স্মৃতানি তান্যপি দ্বৈত এব বিলোক্যন্তে। তথাহি শ্বেতাশ্বতরাঃ, দ্বাসুপর্ণেত্যুপক্রমঃ, অন্যমীশমিত্যুপসংহারঃ, তয়োরন্যোঽনশ্নন্নন্যোঽন্যমীশমিত্যভ্যাসঃ। ঈশ্বরসম্বন্ধিভেদস্য শাস্ত্রং বিনা অপ্রাপ্তেরপূর্ব্বতা, বীতশোক ইত্যাদি ফলং, অস্য মহিমানমেতীত্যর্থবাদঃ; অন্যোঽনশ্নন্নিত্যুপপত্তিশ্চেত্যেবমন্যত্রাপ্যেতানি মৃগ্যাণি। ননু ফলবত্যজ্ঞাতেঽর্থে শাস্ত্রতাৎপর্য্যাৎ তাদৃশমদ্বৈতং তস্য গোচরঃ, বৈফল্যাজ্জ্ঞাতত্বাচ্চ দ্বৈতং ন তদ্গোচরঃ, কিন্ত্বনুমানমেব তদিতি চেন্মৈবং। 'পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতীত্যাদিনা শ্বেতাশ্বতরৈস্তত্র ফলস্যোক্তেঃ। বিরুদ্ধধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকতয়া লোকে তস্যাজ্ঞাতত্বাচ্চ। অদ্বৈতং ত্বফলমস্বীকারাদজ্ঞাতঞ্চ শশশৃঙ্গবদসত্বাৎ। যানি চ তদদ্বৈতবোধকানি বাক্যানি ক্বচিদ্বীক্ষ্যন্তে তানি তন্মাত্রায়ত্তবৃত্তিকত্বতদ্ব্যাপ্যত্বাদিভিঃ শাস্ত্রকৃতৈব সঙ্গময়িষ্যন্তে।' শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেববদিত্যুপরিষ্টাৎ। অথ জগজ্জন্মাদিহেতুঃ পুরুষোত্তমোঽবিচিন্ত্যত্বাদ্বেদান্তেনৈব বোধ্যো ন তু তর্কৈরিতিবুক্তু্মারম্ভঃ। 'সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে' ইতি গোপালতাপন্যাং, 'তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' ইতি বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে চ। ইহ সংশয়ঃ। উপাস্যো হরিরনুমানেনোপনিষদা বা বেদ্য ইতি। গৌতমাদ্যৈর্মন্তব্য ইতি শ্রুত্যা চাভ্যুপগমাদনুমানেন স বেদ্য ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা ভাষ্যানুবাদ—শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক প্রমাণ ছয়টি কথিত হয়, যথা—উপক্রম ও উপসংহারের একরূপতা, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ছয়টি শাস্ত্রতাৎপর্য্য-নির্ণায়ক প্রমাণই জীব ও ব্রহ্মের **দ্বৈতত্বই** অর্থাৎ ভেদেরই জ্ঞাপক দেখা যায়, কিরূপে? তাহা ক্রমশঃ বলা যাইতেছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ বলিতেছেন—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা' ইত্যাদি শ্রুতিতে 'উপক্রমে' দুইটি আত্মার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, 'উপসংহারে'ও 'অন্যমীশম্' ইহা দ্বারা ঈশ্বর জীব হইতে ভিন্ন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে; এই উপক্রমোপসংহারের ঐক্য প্রমাণে জীব ও ব্রহ্মের একরূপতা নিষিদ্ধ হইল। 'দ্বা সুপর্ণা' ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য এই,—জীব ও ঈশ্বর দুইটি পক্ষী একসঙ্গেই থাকে, দুইটি পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন, দেহরূপ একটি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন, তন্মধ্যে একটি জীব পক্ষী সুস্বাদু অশ্বত্থফল ভোগ করে অর্থাৎ সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করে, অপর ঈশ্বর পক্ষীটি ফল না খাইয়া প্রদীপ্তভাবে বিরাজ করিতেছেন। 'অভ্যাস' নামক আর একটি নির্ণায়ক-প্রমাণ, ইহার নাম অবিশেষ ভাবে পুনঃপুনঃ উল্লেখ যথা 'দ্বা সুপর্ণা' এই শ্রুতিতে 'তয়োরন্যঃ অর্থাৎ 'অনশ্নন্ অন্যঃ' এই কথায় জীব হইতে অন্য ঈশ্বর বলা হইল পুনরায়, 'অন্যমীশং' এই শ্রুতিতে জীব হইতে পৃথক্ ঈশ্বর বলায় পুনঃপুনঃ উভয়ের ভেদ প্রতিপাদিত হইতেছে। 'অপূর্ব্বতা' একটি প্রমাণ—ঈশ্বর হইতে জীবের ভেদ (ঈশ্বর প্রতিযোগিক ভেদ) শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কিছু হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে না, অতএব শাস্ত্র-প্রমাণক অণুত্ববৃহত্ত্বাদি জীবেশ্বরভেদক ধর্ম্ম

ফলও একটি নির্ণায়ক প্রমাণ যথা 'বীতশোক' ইত্যাদি যিনি তাঁহাকে (পরমেশ্বরকে) অবগত হন, তিনি শোকমুক্ত হন, ইহা দ্বারাও উভয়ের ভেদ বুঝাইতেছে। 'অর্থবাদ' নামক প্রমাণের অর্থ—প্রশংসা, যথা 'অস্য মহিমান-মেতি' ঈশ্বরের উপাসক তাঁহার মহিমা অনুভব করেন, অতএব ইহাও উভয়ের ভেদবোধক। 'উপপত্তি' প্রমাণের অর্থ—ভেদে যুক্তি, ঈশ্বর ও জীব যে পরস্পর বিভিন্ন, তাহাতে যুক্তি বা সঙ্গতি যথা—'অন্যোহনশ্নন্নভিচাকশীতি' ঈশ্বর নামক পক্ষীটি না খাইয়াও বেশ সমুজ্জ্বল আছেন আর জীবপক্ষী ফল খাইয়াও মলিন হয় অতএব দুইটি এক হইতে পারে না। এইরূপ জীব ও ব্রহ্মের ভেদ মুণ্ডকাদি শ্রুতিতেও অনুসন্ধেয়।

'নন্বু ফলবতীত্যাদি'—আশঙ্কা হইতেছে—শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি? যাহা অজ্ঞাত বিষয় অথচ ফলবান্ তাহাই শাস্ত্র বুঝাইয়া থাকে, এই রীতি-অনুসারে অদ্বৈত ব্রহ্মই তো অজ্ঞাত এবং তাহার জ্ঞান ফলপ্রসূ, অতএব উহাই জিজ্ঞাস্য হওয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, কিন্তু লোকপ্রসিদ্ধ বস্তুর কথন অনুবাদ-রূপে গৃহীত হয় অতএব অদ্বৈত ব্রহ্মের জিজ্ঞাস্যত্ব কথন বিধি নহে কিন্তু অনুবাদ। ইহার উত্তরে বলিতেছেন 'ইতি চেন্নৈবম্'—এই যদি বল, এইরূপ বলা যায় না, যেহেতু ব্রহ্ম অদ্বৈতও নহে, অফলও নহে এবং অজ্ঞাত বস্তুও নহে, যাহাতে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য উহাতে হইবে, যথাক্রমে তাহা দেখাইতেছেন—'পৃথগাত্মানম্ প্রেরিতারঞ্চ মত্বা' ইত্যাদি জীব নিজেকে এবং প্রেরক ঈশ্বরকে পৃথক্ মনে করিয়া তাঁহাকে ভজন করে, তাহার ফলে ঈশ্বরের অনুগ্রহে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্বাক্যের দ্বারা দ্বৈতেই ফল বলা হইয়াছে, অদ্বৈতের সফলত্ব কথিত হয় নাই। আর এক কথা —অদ্বৈত অজ্ঞাত হইল কিরূপে? ভেদ বলিতে বিরুদ্ধ দুইটি ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগী জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, তাহা শাস্ত্র হইতেই জানা যায়, লৌকিক ব্যবহারে সেই ভেদ অজ্ঞাতই আছে। আর অদ্বৈততত্ত্ব ফলহীন—ফলবৎ নহে, কারণ অদ্বৈততত্ত্ব স্বীকৃতই নহে এবং শশশৃঙ্গের মত অসদ্বস্তু এজন্য অজ্ঞাত। আর যে সকল অদ্বৈতবোধক বাক্য কোনও কোনও দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও উপপত্তি তন্মাত্রাধীন-বৃত্তি ও তদ্ব্যাপ্যত্ব প্রভৃতি ধরিয়া শাস্ত্রকারই সঙ্গত করিবেন। যথা 'শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতুপদেশো বামদেববৎ'

এই সূত্রে। কথাটি এই—শাস্ত্রোক্তি অনুসারেই উপদেশ হইয়া থাকে। নিখিল বাক্যের ব্রহ্মে তাৎপর্য্য হইলে বক্তা ইন্দ্রের কিরূপে নিজের উপদেশ প্রতর্দ্দন রাজার প্রতি হইতে পারে অর্থাৎ ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বলিলেন— 'আমাকে অবগত হও' ইহার উত্তরে বলিতেছেন—ঐ উক্তিদ্বারা উপাস্য ব্রহ্মরূপে নিজ বিষয়ক উপদেশ করিলেন, উহা শাস্ত্র দৃষ্টিদ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে, অন্যপ্রকারে নহে। ইন্দ্রাদি জীববর্গের ব্রহ্মাধীন বৃত্তিত্বনিবন্ধন ব্রহ্মরূপতা। দৃষ্টান্তরূপে বলিতেছেন 'বামদেববৎ' যেমন বামদেব ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করিয়া বলিলেন, আমি মনু হইয়াছি, আমি সূর্য্য হইয়াছি, এইরূপে নিজের বৃত্তির হেতু ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ এখানেও জানিবে, একথা পরে ব্যক্ত হইবে।

অথ জগজ্জন্মাদিহেতুরিত্যাদি—অতঃপর 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সূত্র হইতে জ্ঞাত বিষয় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ পুরুষোত্তম, অচিন্তনীয় হেতু, একমাত্র বেদান্ত বাক্যদ্বারাই বোধ্য, তর্কদ্বারা নহে; এই বলিবার জন্য এই তৃতীয় সূত্রের আরম্ভ, যেহেতু গোপাল তাপনী উপনিষদে ইহা কথিত হইয়াছে, "সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অক্লিষ্টভাবে অর্থাৎ সঙ্কল্পমাত্রে কার্য্যকারী, বেদান্তবাক্যদ্বারা বোধ্য, গুরু, বুদ্ধির সাক্ষী সেই ভগবান্‌কে নমস্কার।" বৃহদারণ্যকেও বলা আছে "তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" 'আমি সেই বেদান্তবেদ্য আত্মার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি'। ইহাতেও ঔপনিষদ বলিয়া পুরুষোত্তমকে বলা হইয়াছে। এ-বিষয়ের উপর সংশয় এই,—উপাস্য হরি কি অনুমান-দ্বারা অনুমেয়? অথবা উপনিষদ্দ্বারা জ্ঞেয়? তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, গৌতমাদি মুনিগণ বলেন—'ব্রহ্ম মন্তব্যঃ' অর্থাৎ মননের বিষয়ীভূত—অনুমেয়। শ্রুতিও তাহা বলিতেছেন, 'আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ' মৈত্রেয়ীর প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি—আত্মাকে শ্রবণ করিবে, মনন (অনুমান) করিবে এবং ধ্যান করিবে। অতএব শ্রুতি-স্মৃতি উভয়ের দ্বারা স্বীকৃত আত্মবিষয়ক অনুমানদ্বারাই তাহাকে জানিবে, এই পূর্ব্বপক্ষীর কথার উপর উত্তর পক্ষরূপে তৃতীয় সূত্র প্রদর্শিত হইতেছে—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকা—উপক্রমেতি। বৃহৎসংহিতাবাক্যং। উপক্রমোপসংহারয়োরৈকরূপ্যমিতি ষড়েব লিঙ্গানি। অভ্যাসোঽবিশেষঃ

পুনরুক্তিঃ। অর্থবাদঃ প্রশংসা। উপপত্তির্ভেদে যুক্তিঃ সা চ ভুঞ্জানস্যাপি মালিন্যমভুঞ্জানস্যাপি **দীপ্তিরিত্যেবংরূপা**। নন্বর্থবাদস্য স্বার্থে প্রামাণ্যং নেতি চেন্ন। ত্রিধা হ্যর্থবাদঃ। 'বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ'; ইত্যুক্তেঃ। আদিত্যো যূপো যজমানঃ প্রস্তর ইতি গুণবাদঃ। অগ্নির্হিমস্য ভেষজং ইত্যনুবাদঃ। ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছদিতি ভূতার্থবাদঃ। এষ্বন্ত্যয়োঃ স্বার্থে তাৎপর্য্যমিব প্রকৃতে তদস্তীতি ন কাপি ক্ষতিঃ। এবমন্যত্রাপীতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদাদৌ ইত্যর্থঃ। কিন্ত্বিতি। লোকপ্রসিদ্ধং **শাস্ত্রেণানূদ্যতে** অন্ত্যো বা এষ প্রাতরুদেত্যপঃ সায়ং প্রবিশতীতি বদতো ন তত্র শাস্ত্রাভিপ্রায় ইতি ভাবঃ। পৃথগিতি। আত্মানং স্বং প্রেরিতারং ঈশ্বরং চ পৃথক্ ভিন্নং মত্বা **জুষণ্** ভজন্ জনস্ততস্তদনন্তরং তেন ঈশ্বরেণ হেতুনা অমৃতত্বং মোক্ষমেতি। ততস্তৎসম্বন্ধেন ব্যাপ্ত ইতি কেচিৎ। আদিপদাৎ জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমিতি গৃহ্যতে। তত্র দ্বৈতে। বিরুদ্ধেতি। অণুত্ববিভুত্বনিয়ম্যত্বনিয়ামকত্বাদয়ো মিথো বিরুদ্ধা যে ধর্ম্মাস্তৈরবচ্ছিন্নৌ বিশিষ্টৌ প্রতিযোগিনৌ জীবেশৌ যস্য স বিরুদ্ধধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগী জীবেশয়োর্ভেদস্তত্তয়া শাস্ত্র এব স জ্ঞায়তে ন তু লোকে, লোকে অজ্ঞাতত্বং ভেদস্যাস্তি। ন চাদ্বৈতমীদৃশং ভবতীত্যাহ 'অদ্বৈতন্ত্বিতি'। ন খলু কেবলাদ্বৈতিনো মোক্ষে কিঞ্চিৎ ফলমাত্মনি স্বীকুর্ব্বন্তি তৎস্বীকারে তস্য বৈশিষ্ট্যাপত্তেঃ ততশ্চ কৈবল্যক্ষতিঃ। ন চ উপনিষন্মাত্রগম্যত্বাদদ্বৈতমজ্ঞাতমিতি শক্যং বক্তুং ব্রহ্মাত্মকস্য তদ্গম্যত্বেঽবাচ্যত্বপ্রতিজ্ঞাভঙ্গাৎ। লক্ষণাবিষয়ত্বস্তু ন স্যাৎ, সর্ব্বশব্দাবাচ্যে তস্যাযোগাৎ, তস্মাৎ খপুষ্পাদিবদসত্বাদেবাজ্ঞাতং তৎ পর্য্যবস্যতীতি ভাবঃ। নন্বদ্বয়ং বোধয়ন্তীতি শ্রুতিঃ প্রতীয়তে তস্যাঃ কা গতিরিতি চেৎ তত্রাহ 'যানি চেতি'। তত্রাহুঃ। ন চ দ্বৈতং বেদান্তার্থঃ সাংখ্যাদিশাস্ত্রৈর্দ্বৈতিভির্জীবব্রহ্মস্বরূপৈক্যরূপতয়া তদর্থস্যাক্ষেপাদিতি। মন্দমেতৎ, আপাতবিভ্রাজিতেন শ্রুত্যর্থেন তেষাং তথাক্ষেপাৎ। ন চৈবং শাস্ত্রান্তরত্বাসিদ্ধির্ব্যাবর্ত্তকবিশেষসত্বাৎ অন্যথা ভেদবাদিনাং তেষাং আক্ষেপ্তুর্ন তত্ত্বসিদ্ধিঃ। ন চাদ্বৈতমেব তদর্থোঽস্তু সূত্রৈরসকৃন্নিরাকরণাদিতি। পূর্ব্বসূত্রে বিষয়বাক্যে জগজ্জন্মাদিহেতুভূতং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যং জ্ঞাতুং ধ্যাতুং চেষণীয়মিতি শ্রুতং। ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকং সকর্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবদিত্যনুমানেনাপি তদ্বোধসিদ্ধৌ কিং শ্রুত্যেত্যাক্ষেপসঙ্গত্যারভ্যতে। বেদান্তেষু মুমুক্ষুপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তিঃ পূর্ব্বপক্ষে ফলং, সিদ্ধান্তে তেষাং প্রবৃত্তিরিতি। 'সচ্চিদিতি'। অক্লিষ্টমশ্রমং যথা স্যাৎ তথা বহু স্যামিতি সঙ্কল্পমাত্রেণ করোতি জগদিত্যক্লিষ্টকারী অথবা ভক্তানক্লিষ্টান্ করোতীতি তথাভূতায়েত্যর্থঃ। অত্র সর্ব্বদা সেব্যত্বমুক্তং। তন্ত্বিতি। উপনিষদা প্রতিপাদ্যতে ঔপনিষদঃ শৈষিকাণ্ প্রত্যয়—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকানুবাদ—'উপক্রমেতি' উপক্রমোপসংহার প্রভৃতি ছয়টি প্রমাণ বৃহৎসংহিতা বাক্যে বোধিত। উপক্রম-উপসংহারের একরূপতা ধরিয়া ছয়টিই লিঙ্গ বা প্রমাণ সিদ্ধ হইল। অভ্যাস শব্দের অর্থ বিশেষহীন পুনরুক্তি। অর্থবাদের অর্থ—প্রশংসা। উপপত্তি অর্থাৎ ভেদে যুক্তি, তাহা এইরূপ—জীবপক্ষী ফল খাইলেও তাহার মলিনতা আর ঈশ্বর পক্ষী ফল না খাইলেও তাহার দীপ্তি; এইরূপ আরও অণুত্ব-বিভুত্ব প্রভৃতিও জ্ঞাতব্য। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে, অর্থবাদের তো স্বকীয় অর্থে প্রমাণ নহে, উহা বিধেয় অর্থের উত্তেজক। মীমাংসাদর্শনে জৈমিনির অর্থবাদ সম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদপ্রামাণ্যমতদর্থানাম্' বেদবাক্য মাত্রই ক্রিয়াবোধক বলিয়া প্রমাণ, অর্থবাদরূপ বেদ ক্রিয়াবোধক নহে অতএব তাহার অপ্রামাণ্য; ইহার উত্তর পক্ষীয় সূত্র—'বিধিনাত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থত্বেন বিধীনাংস্যুঃ' হাঁ অর্থবাদ ক্রিয়াবোধক নহে সত্য কিন্তু বিধির সহিত একবাক্যতা করিয়া তাহার প্রামাণ্য, যেহেতু 'বিধিশক্তিরবসীদন্তী অর্থবাদেনোত্তভ্যতে' বিধিশক্তি যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তখন অর্থবাদ বাক্য ঐ বিধেয় বস্তুকে উজ্জীবিত করিয়া তোলে,—উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়াছেন—'অহরহঃসন্ধ্যামুপাসীত' প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় উপাসনা করিবে; এই বিধেয় অর্থটি যখন ক্লেশাসহিষ্ণু, অলস ও প্রত্যক্ষ ফল না জানায় শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে সন্ধ্যায় প্রবৃত্ত করিতে সমর্থ হইতেছে না, তখন অর্থবাদ বাক্য 'সন্ধ্যামুপাসতে যে তু নিয়তং সংশিতব্রতাঃ। বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্।' যাহারা ব্রতী হইয়া নিত্য সন্ধ্যোপাসনা করে, তাহারা পাপ মুক্ত হইয়া অবিনশ্বর শাশ্বত ব্রহ্মলোকে গমন করে। এই অর্থবাদোক্ত ফল, সেই অপ্রবৃত্ত ব্যক্তিকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে, নতুবা অর্থবাদের স্বতঃ কোনও প্রামাণ্য নাই; এই আপত্তি খণ্ডনার্থ

বলিতেছেন—'ইতি চেন্ন' এই যদি বল, তাহা ঠিক নহে, কারণ অর্থবাদ তিন প্রকার—যথা 'বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে। ভূতার্থবাদ-স্তদ্ভানাদর্থবাদ স্ত্রিধা মতঃ'। যখন বাক্যার্থ বোধে বিরোধ ঘটিবে তখন গুণবাদ অর্থাৎ লাক্ষণিক সাদৃশ্যার্থ বুঝাইবে যেমন 'আদিত্যো যূপো ভবতি' একথা বলিলে সূর্য্যের যূপরূপতা সঙ্গতই হয় না অতএব সেই সঙ্গতির জন্য যূপকে সূর্য্যসদৃশ বলিয়া প্রশংসা করা হইল। এইরূপ 'যজমানঃ প্রস্তরঃ' যজমান প্রস্তর হইতে পারে না অতএব নিন্দার্থবাদ করা হইল, যজমান প্রস্তরের মত হৃদয়হীন। অনুবাদ স্বরূপ অর্থবাদ যথা 'অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্' অগ্নি হিমের ঔষধ, ইহা জ্ঞাত বস্তুর জ্ঞাপক, অতএব অনুবাদ। 'ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছৎ' ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিবার জন্য বজ্র তুলিয়াছিলেন, এইসকল বাক্য ইতি-বৃত্তের জ্ঞাপক সুতরাং ভূতার্থবাদ। এই ত্রিবিধ অর্থবাদের মধ্যে শেষোক্ত দুইটি অর্থবাদ নিজ অর্থের যেমন জ্ঞাপক, সেইরূপ এই ক্ষেত্রেও সেই অর্থবাদ—ভূতার্থবাদ ও অনুবাদ সুতরাং কোনও অসঙ্গতি নাই। 'এবমন্যত্রাপ্যেতানি মৃগ্যানি'। অন্যগ্রন্থে অর্থাৎ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ প্রভৃতিতে।

কিন্ত্বিতি। লোকপ্রসিদ্ধ বস্তুই শাস্ত্র উল্লেখ করিয়া থাকে, যেমন 'অদ্ভ্যো বা এষপ্রাতরুদেতি, অপঃ সায়ং প্রবিশতি'—সূর্য্যদেব প্রাতঃকালে জল হইতে উত্থিত হয় এবং সায়ংকালে জলের মধ্যে প্রবেশ করেন, এই কথা বলিলেও তাহাতে শাস্ত্রের সম্মতি নাই। ইহাই বক্তার অভিপ্রায় জানিবে। 'পৃথগিতি' 'আত্মানং'—নিজেকে এবং প্রেরক ঈশ্বরকে পৃথক্ মনে করিয়াই লোকে ঈশ্বরকে ভজনা করে এবং তাহার পর সেই ঈশ্বরের অনুগ্রহে 'অমৃতত্ব'—মুক্তিলাভ করে। এখানে 'ততঃ' এই পদের অর্থ সেই ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া এইরূপ অর্থ কেহ কেহ করেন। ভাষ্যোক্ত 'অমৃতত্বমেতি' ইত্যাদিনা এই আদি পদ হইতে 'জুষ্ট যদা পশ্যতি অন্যমীশম্' অর্থাৎ যখন হইতে সেব্য ঈশ্বরকে পৃথক্ জানিতে পারে তখন ঈশ্বরের সেবা করিতে করিতে অমৃতত্ব লাভ করে। এই অংশটুকুও আদিপদ-দ্বারা গৃহীত হয়। 'তত্র ফলস্যোক্তেঃ'—তত্র অর্থাৎ জীবেতেই ফল সম্বন্ধ বলা হইয়াছে। 'বিরুদ্ধেতি'—জীবের অণুপরিমাণত্ব ও ঈশ্বরের বিভুত্ব অর্থাৎ বিশ্বব্যাপকত্ব, জীব নিয়ম্য, ঈশ্বর তাহার নিয়ামক—এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট জীব ও

ঈশ্বরের প্রতিযোগী, ভেদের বিষয় তদ্রূপে শাস্ত্রেই জানা যায়, লৌকিক ব্যবহারে জ্ঞাত হয় না। লোকব্যবহারে উভয়ের ভেদ অজ্ঞাতই আছে। 'ন চাদ্বৈত-মীদৃশং ভবতি' তুমি যে বলিলে অদ্বৈত ফলবৎ ও অজ্ঞাত, শাস্ত্রে তাহাই তাৎপর্য্য, ইহা বলা যায় না, অর্থাৎ অদ্বৈত—এইরূপ নহে। কারণ কেবল-অদ্বৈতবাদীরা মোক্ষের পর আত্মায় কোন—ফল জন্মায়, ইহা স্বীকার করেন না। যদি স্বীকৃত হইত, তবে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আসিয়া পড়িত। তাহাতে কৈবল্যবাদের অসঙ্গতি হইত। আর অদ্বৈত যে অজ্ঞাত, ইহা বল কিরূপে? উপনিষৎ মাত্রদ্বারাই তাহা জ্ঞেয়। যদি বল, ব্রহ্মাত্মক অদ্বৈত উপনিষদ্গম্য, ইহাও হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম অবাচ্য, সেই অবাচ্যতার ভঙ্গ হইয়া পড়ে। যদি লক্ষণাবলে উপপত্তি কর, তাহাও নহে, যাহা সকল শব্দেরই অবাচ্য তাহা লক্ষণার বিষয় কিরূপে হইবে? লক্ষণাস্থলে মুখ্যার্থবাধ থাকিবেই অতএব আকাশকুসুমের মত অদ্বৈত অসৎ, সুতরাং অজ্ঞাত ইহাই পর্য্যবসিত হইতেছে। প্রশ্ন হইতেছে,—অদ্বৈত বুঝাইতেছে এইরূপ শ্রুতি প্রতীত হইতেছে, তাহার উপায় কি? তাহাতে উত্তর করিতেছেন 'যানি চেতি'। দ্বৈততত্ত্ব কোন বেদান্তশাস্ত্র প্রতিপাদ্য নহে কারণ সাংখ্যাদিশাস্ত্রে দ্বৈতবাদীরা জীব ও ব্রহ্মস্বরূপের একরূপতা দ্বারা দ্বৈতবাদকে ফলতঃ প্রতিপাদন করিয়াছেনমাত্র কিন্তু বাস্তব দ্বৈত নহে,—এই কথাও অসঙ্গত। যেহেতু আপাততঃ প্রতীত শ্রুত্যর্থ ধরিয়া তাঁহারা আক্ষেপ করিয়াছেন। যদি বল, তবে সাংখ্য-শাস্ত্র যদি অদ্বৈতবাদীর হইবে, তবে উহা শাস্ত্রান্তর হইবে কেন? উহাও বলা অনুচিত, কিছু বিশেষত্ব উহাতে আছে, এজন্য উহার সত্তা, তাহা না হইলে ভেদবাদী উহাদের সম্বন্ধে আক্ষেপকারীর তত্ত্বসিদ্ধি হইতে পারে না। আবার অদ্বৈতই তাহাদের তত্ত্ব ইহাও নহে, সূত্রগুলিদ্বারা বারবার অদ্বৈত-তত্ত্বের নিরাকরণই করা হইয়াছে।

পূর্ব্বসূত্রে বিষয় বাক্যে ইত্যাদি 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সূত্র হইতে বিষয় বাক্যে অবগত হওয়া যায় যে, জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-লয়ের কারণীভূত ব্রহ্মই জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ জানিবার জন্য এবং ধ্যানের জন্য ইচ্ছার বিষয়, ইহা শ্রুতিদ্বারা প্রাপ্ত; আবার অনুমানদ্বারাও উহা বোধ্য; যথা—'ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকং সকর্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ', যাহাই কার্য্য অর্থাৎ ক্রিয়াজন্য অনিত্য তাহাই

কর্ত্তৃসাপেক্ষ অর্থাৎ কার্য্য হইলেই তাহার কর্ত্তা আছে, এই যে ক্ষিতি বীজের-অঙ্কুর প্রভৃতি, ইহাদেরও একটি কর্ত্তা আছে, যেহেতু উহারা কার্য্য, যেমন ঘট কার্য্য, কর্ত্তৃসাপেক্ষ এইরূপ অনুমানদ্বারা কর্ত্তৃরূপে ব্রহ্ম-বোধ সিদ্ধি হইতে পারে, তবে শ্রুতির আবশ্যকতা কি জন্য? এইরূপ আক্ষেপ সঙ্গতিতে সূত্রোত্থান হইতেছে। বেদান্তেষু মুমুক্ষু প্রবৃত্তি ইত্যাদি—বেদান্তবাক্যে মুমুক্ষুর প্রবৃত্তি হইতে পারে না, এই প্রবৃত্তির অসঙ্গতিরূপ ফল পূর্ব্ব পক্ষে জ্ঞাতব্য। সিদ্ধান্তবাক্যে দেখান হইতেছে মুমুক্ষু ব্যক্তিদের বেদান্ত বাক্যে প্রবৃত্তি। 'সচ্চিদিতি'—'অক্লিষ্টং' অর্থাৎ অক্লান্তভাবে, যেহেতু 'বহুস্যাম্ প্রজায়েয়' এই শ্রুতিতে ইচ্ছামাত্রেই তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন। এইজন্য তিনি অক্লিষ্টকারী। অথবা অক্লিষ্টকারী ইহার অর্থ যিনি ভক্তগণকে ক্লেশহীন করেন, সেই কৃষ্ণকে প্রণাম। এই গোপাল-তাপনীর উক্তিতে তাঁহার সর্ব্বদা উপাস্যত্ব বা সেবনীয়ত্ব কথিত হইল। 'তন্বিতি'—'উপনিষদা প্রতিপাদ্যতে **ইত্যৌপনিষদম্**'—উপনিষদ্দ্বারা যিনি বোধিত হন, এই অর্থে উপনিষদ্ শব্দের উত্তর শৈষিকতদ্ধিত অণ্ প্রত্যয়-দ্বারা নিষ্পন্ন—

শাস্ত্রজ্ঞেয়ত্বাধিকরণম

সূত্র—শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ—'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'—(উপনিষৎ, যোনিঃ—বোধহেতু যাঁহার এই-জন্য) উপনিষদ্ দ্বারা ব্রহ্ম বোধ্য এই শ্রুত হয় বলিয়া, ব্রহ্ম ন অনুমেয়ম্—ব্রহ্ম অনুমানের বিষয় নহে, অর্থাৎ অনুমান প্রমাণদ্বারা ব্রহ্ম বোধ্য নহে, কেবল বেদান্তবাক্য-দ্বারা বোধ্য ॥ ৩ ॥

গোবিন্দভাষ্য—ঈক্ষতের্নেত্যতো নেত্যাকৃষ্যং। মুমুক্ষুভি-রসৌ নানুমেয়ঃ, কুতঃ, শাস্ত্রেতি। শাস্ত্রমুপনিষদ্ যোনির্বোধ-হেতুর্যস্য তত্ত্বাৎ উপনিষদ্বোধ্যত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ। অন্যথৌপনিষদ-সমাখ্যাবিরোধঃ। মন্তব্য ইতি শ্রুত্যা তু স্বানুসারিতর্কোঽভ্যুপ-গতঃ। "পূর্ব্বাপরাবিরোধেন কোঽর্থোঽত্রাভিমতো ভবেৎ। ইত্যাদ্যমূ-

হনং তর্কঃ শুষ্কতর্কন্তু বর্জ্জয়েৎ।" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। গৌতমাদিশুষ্কতর্ক-হেয়ত্বন্তু বক্ষ্যতে, তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতি। তস্মাদ্বেদান্তাদ্বিদিত্বাসৌ ধ্যেয় ইতি। ইদমেবাহুষ্টং প্রমাণমিতি সূত্রয়তি। শ্রুতেস্তু শব্দ-মূলত্বাদিতি। ইত্থঞ্চ হরেরাত্মমূর্ত্তিত্বমনুভূতেরনুভবিতৃত্বং স্বাত্মকধর্ম্মা-ধিষ্ঠানশালিত্বং জগৎকর্ত্তৃ নির্ব্বিকারত্বং ৰেত্যাদি—শ্রূয়মাণরূপতয়া তস্যোপাসনং সিধ্যতি। তত্রাহ, ন খলু তাবদ্বেদান্তৰাক্যগণঃ প্রয়োগযোগ্যঃ সিদ্ধার্থবোধকত্বেন প্রয়োজনশূন্যত্বাৎ, সপ্তদ্বীপা বসু-ন্ধরেত্যাদিবাক্যবৎ। প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপসাধ্যার্থবোধকানি বাক্যানি প্রয়োজনবত্ত্বাৎ প্রয়োগযোগ্যানি দৃষ্টানি। 'অর্থলিপ্সুর্নৃপং গচ্ছেৎ' 'মন্দাগ্নির্ন জলং পিবেৎ' ইতি লোকে, 'স্বর্গকামো যজেত', 'সুরাং ন পিবেৎ' ইতি বেদে চ। নহি প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য বাক্যপ্রয়োগঃ সম্ভবতি। তচ্চ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিসাধ্যেষ্টাপ্ত্যনিষ্টপরিহারাত্মকমবগতং। ব্রহ্ম খলু পরিনিষ্পন্নং বস্তু। তদ্বোধকস্য সত্যং জ্ঞানমিত্যাদিবাক্যস্য তচ্ছূন্যত্বান্নতদ্‌যোগ্যত্বং। যদি কশ্চিৎ তং প্রযুযুক্ষুর্ভবেৎ তর্হি প্রয়োজন-বদ্বাক্যৈকবাক্যতয়া তং প্রযুঞ্জানঃ তস্যাপি তদ্বত্ত্বং ব্রূয়াৎ। তস্মাৎ ক্রতুদেবতাকর্ত্তৃপ্রতিপাদনেন তদ্বান্ তদ্বাক্যগণঃ তদ্‌যোগ্যো ভবতীতি। আহ চৈবং জৈমিনিঃ। 'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং তস্মাদনিত্যত্বমুচ্যতে তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়োঽর্থস্য তন্নিমিত্ত-ত্বাদ্' ইতি। মৈবং ভ্রমিতব্যং। প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবোধকতাবিরহেঽপি পরমপুমর্থরূপব্রহ্মাস্তিত্ববোধনেনৈব তস্য তদ্বত্ত্বাৎ নিধিসত্তাববোধক-বাক্যবৎ। যথা ত্বদ্‌গৃহে নিধিরস্তীত্যাপ্তবাক্যাৎ তৎপ্রাপ্ত্যেকলক্ষণঃ পুমর্থস্তথাক্ষয়ানন্দচিদ্রূপং নিরবদ্যসর্ব্বসুহৃদাত্মপ্রদং মদংশি ব্রহ্মা-স্তীতি। তৎসত্ত্বপ্রত্যয়াদেব স ইতি ন তদ্বত্ত্ববিরহঃ। পুত্রস্তে জাতো নায়ং সর্পোরজ্জুরেবেত্যাদিষু স্বরূপপরেষ্বপি বাক্যেষু হর্ষভয়নিবৃত্তিরূপ-ফলবত্ত্বং দৃষ্টং। কিঞ্চ স্ফুটমস্য তদ্বত্ত্বং পরিদৃশ্যতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্" ইত্যাদিষু।

ন চোক্তরীত্যা ক্রিয়াপরতা তস্য শক্যা বক্তুং প্রকরণভেদাৎ প্রত্যুত কর্ম্মতৎফলবিগানাৎ শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনপ্রসঙ্গাৎ। ন চ নিখিলজগদ্ধৃদয়াদিকারণে নিত্যচিদ্বপুষ্যনন্তকল্যাণগুণরত্নাকরে শ্রীনিবাসে ব্রহ্মণি ব্যুৎপন্নং শাস্ত্রমন্যপরং শক্যং কর্ত্তুম্। প্রমাণত্বেন স্ববিষয়াবগতিপর্য্যবসায়িত্বাৎ। ন চাম্নায়স্যেত্যাদিন্যায়েন জৈমিনিনা কর্ম্মপরত্বং তস্য সমর্থিতমিতি বাচ্যং তস্য ব্রহ্মনিষ্ঠত্বাৎ। তস্মাৎ কর্ম্মপ্রকরণস্থানাং কেষাঞ্চিদ্বাক্যানাং স্বার্থান্ ত্যক্ত্বৈব তৎপরত্বং তেন সমর্থিতং ন ত্বন্যৎ। তস্মাৎ ব্রহ্মপরমেব তদিতি স্ফুটম্॥ ৩॥

ভাষ্যানুবাদ—'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' এই সূত্রস্থ নিষেধার্থক 'ন' শব্দটির আকর্ষণ করিতে হইবে, অতএব সূত্রার্থ হইতেছে, মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ঐ পরমেশ্বর অনুমানদ্বারা বোধ্য নহে। কি কারণে? উত্তর—'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'; 'শাস্ত্র'—উপনিষদ্,—'যোনিঃ'—'বোধহেতুঃ'—জ্ঞানের উপায়, 'যস্য'—যাঁহার, সেইজন্য অর্থাৎ উপনিষদ্‌বোধ্য এইরূপ শ্রুত হয় বলিয়া। তাহা না হইলে, 'ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' এই শ্রুতির অন্তর্গত 'ঔপনিষদ' পদটির ব্যুৎপত্তি সঙ্গত হয় না; উপনিষদ্দ্বারা যিনি প্রতিপাদিত হইতেছেন, তিনি 'ঔপনিষদ' এইরূপ ব্যুৎপত্তিলভ্য। তবে যে 'আত্মা বাহরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ' এই শ্রুত্যন্তর্গত 'মন্তব্য' পদটিদ্বারা মনন অর্থাৎ তর্ককে জ্ঞানের উপায় বলা হইয়াছে, উহার অভিপ্রায়—স্বানুকূল তর্ক উপায়রূপে গ্রহণীয়। সে তর্ক কি? উত্তর—পূর্ব্বাপর বাক্যের বিরোধ বা অসঙ্গতি ত্যাগ করিয়া, কি অর্থ এখানে অভিমত হইবে, ইত্যাদি কল্পনার নাম তর্ক, কিন্তু শুষ্ক তর্ক ত্যাগ করিবে ইত্যাদি স্মৃতিতে কথিত হইয়া থাকে। গৌতম প্রভৃতির শুষ্কতর্ক যে হেয়, ইহা পরে বলিবেন; যথা—'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' তর্কের কুত্রাপি স্থিতি বা অবসান নাই, ইত্যাদি বাক্যে। অতএব মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ এই শ্রুত্যংশের অর্থ বেদান্তবাক্য হইতে মনন অর্থাৎ নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিয়া উহাকে ধ্যান করিবে। ইহাই দোষরহিত প্রমাণ। শ্রুতিই নির্দ্দোষ প্রমাণ, কারণ উহা শব্দমূলক। —ইত্যাদি সূত্রে প্রদর্শিত হইবে। এইরূপে শ্রীহরির আত্মমূর্ত্তিত্ব,

অনুভূতির অনুভবকর্ত্তৃত্ব, স্বস্বরূপধর্ম্মের অধিষ্ঠানত্ব, জগৎকর্ত্তৃত্ব ও নির্ব্বিকারত্বরূপ শ্রুত হওয়ায় তাঁহার উপাসনা সিদ্ধ হইতেছে।

'তত্রাহ'—সে-বিষয়ে কেহ বলেন, বেদান্ত বাক্যসমূহ ব্রহ্মোপদেশের উপযুক্ত নহে, কারণ সিদ্ধবস্তুকে বুঝাইতেছে, এজন্য নিষ্ফল; যেমন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ইত্যাদি বাক্য নিষ্ফল। তাৎপর্য্য এই,—বিধায়ক বাক্য অসিদ্ধ বা অজ্ঞাত বিষয়েই প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতে ফলশ্রুতি থাকে, যেমন 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ' স্বর্গকামী ব্যক্তি অগ্নিহোত্র যাগ করিবে, ইহা অজ্ঞাত অগ্নিহোত্রহোমের নির্দ্দেশক। কিন্তু এখানে ব্রহ্ম জ্ঞাতপদার্থ, তাঁহার জিজ্ঞাসায় কোনও ফলেরও শ্রুতি নাই সুতরাং জিজ্ঞাসা বিধেয় হইতে পারে না। দেখা গিয়াছে প্রবর্ত্তক (প্রবৃত্তিজনক) ও নিবর্ত্তক (নিবৃত্তিবোধক) বাক্যগুলি প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রয়োগের যোগ্য হয়, যেমন লৌকিক ব্যবহারে 'অর্থলিপ্সুর্নৃপং গচ্ছেৎ' যিনি অর্থকামুক তিনি রাজার নিকট যাইবেন, ইহা প্রবর্ত্তক বাক্য, 'মন্দাগ্নির্ন জলং পিবেৎ' মন্দাগ্নি হইলে জলপান করিবে না, ইহা নিবর্ত্তক বাক্য, ইহাতে যথাক্রমে অর্থলাভ ও মন্দাগ্নি নিবৃত্তিরূপ ফল শ্রুত আছে, এইরূপ বেদেও 'স্বর্গকামো যজেত' এই বাক্যে স্বর্গকামীর জ্যোতিষ্টোম-যাগের প্রবৃত্তি এবং 'সুরাং ন পিবেৎ'—সুরা পান করিবে না—এই বাক্যে সুরাপান জন্য প্রত্যবায় পরিহার ফল অবগত হওয়া যাইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রয়োজন উদ্দেশ না করিয়া বাক্য প্রয়োগ হয় না। সেই প্রয়োজন হইতেছে, জ্যোতিষ্টোমযাগে প্রবৃত্তিসাধ্য স্বর্গলাভ, সুরাপান-ত্যাগে অনিষ্ট অর্থাৎ প্রত্যবায় পরিহার। কিন্তু ব্রহ্মতো সিদ্ধবস্তু কোন ক্রিয়াদ্বারা সাধ্য নহে এবং সেই ব্রহ্মের বোধক 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যে কোন ফলেরও উল্লেখ নাই, অর্থাৎ কোনও প্রয়োগার্হ (অনুষ্ঠানযোগ্য) নহে। যদি নাকি কোনও ব্যক্তি সেই ব্রহ্মকে প্রয়োগ করিতে চায়, তবে প্রয়োজনবোধক কোন বাক্যের সহিত 'সত্যং জ্ঞানমিত্যাদি' বাক্যের একবাক্যতা করিয়া সেই বাক্যগুলি প্রয়োগ করিবে এবং সেই সত্যং জ্ঞানমিত্যাদি বাক্যে সেই ফলের সত্তাবোধক শব্দ প্রয়োগ করিবে, তাহার ফলে যজ্ঞের দেবতা বিষ্ণু প্রভৃতি ও যজ্ঞকর্ত্তা যজমান তাহাদের প্রতিপাদনহেতু ঐ সকল বাক্য প্রয়োজনবান্ হইয়া

প্রয়োগ যোগ্য হইবে। পূর্ব্বমীমাংসাকার জৈমিনিও এই কথা বলিয়াছেন—'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্' বেদবাক্যমাত্রই অনুষ্ঠানবোধক, যে সকল বেদবাক্য ক্রিয়াবোধক নহে, তাহাদের ধর্ম্মপ্রমিতিরূপ অর্থ-প্রতিপাদকত্ব নাই অতএব অপ্রামাণ্য, সেজন্য অনিত্যত্ব আসিয়া পড়িতেছে কিন্তু ক্রিয়াপর বাক্যের সহিত একবাক্যতারূপ সম্বন্ধ ধরিয়া উহাদের সাফল্য ও নিত্যত্ব রাখিতে হইবে; এই মতের খণ্ডনার্থ বলিতেছেন,—'মৈবং ভ্রমিতব্যম্' এইভাবে ভ্রম করিও না; কারণ যদিও বেদান্তবাক্যে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বুঝাইতেছে না, তাহা হইলেও পরম পুরুষার্থরূপ ব্রহ্মের অস্তিত্ববোধনদ্বারাই উহাদের সফলত্ব, যেমন নিধিসত্তা-বোধক বাক্য নিধিপ্রাপ্তিরূপফল বুঝাইয়া থাকে। কথাটি এই—যদি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেন যে,—ওহে! তোমার গৃহে নিধি—রত্নখনি আছে, তবে সে বুঝিয়া লয়, ইহা আমার হস্তগত হইয়াছে, এই পুরুষার্থ আমি পাইয়াছি, সেইরূপ অক্ষয়ানন্দ, চিৎস্বরূপ, অনিন্দ্যসুন্দর সকলের সুহৃদ্ আত্মপ্রদ আমার অংশ বিশিষ্ট ব্রহ্ম তোমাতে আছে, ইহাতেও তাহার সত্তা-বোধকত্বহেতুতেই সেই উপনিষদ্ বাক্যনিচয় সফল; সুতরাং ফলবত্তার অভাব নাই। 'তোমার পুত্র জন্মিয়াছে' 'এইটি সর্প নহে রজ্জুই' ইত্যাদি স্বরূপপর বাক্যাদিতেও হর্ষ ও ভয়নিবৃত্তিরূপ ফলবত্তা দৃষ্ট হইতেছে।

কিঞ্চেত্যাদি—আর এক কথা—ঐ উপনিষদ্ বাক্যসমূহের যে ফলবত্তা, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে,—যথা 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ' ইত্যাদি—যে ব্যক্তি সৎস্বরূপ জ্ঞানাত্মক সনাতন ব্রহ্মকে জানেন, যে ব্রহ্ম অতি রহস্যে আবৃত, সেই ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি সমস্ত কাম্যবস্তু লাভ করেন, ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞানের ফল শ্রুত হইতেছে। অর্থবাদের মত ঐ সকল বেদান্ত বাক্যের কর্ম্মবোধে তাৎপর্য্য বলিতে পারা যায় না, কারণ দুইটিই বিভিন্ন প্রকরণীয়, একটি জ্ঞান ও অন্যটি কর্ম্ম। অধিকন্তু বেদান্ত শাস্ত্রে কর্ম্মের ও কর্ম্মফলের নিন্দাই শ্রুত হয়। ইহার ফলে শ্রুতহানি ও অশ্রুত কল্পনা দোষ ঘটে অর্থাৎ উপনিষদ্ বাক্য সমুদয়ের ব্রহ্মপরতা ছাড়িতে হয় এবং অশ্রুত কর্ম্মপরতা কল্পনা হইয়া পড়ে। যিনি সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ, নিত্য চিৎস্বরূপ ও অনন্ত কল্যাণ-গুণের আকর, সেই শ্রীনিবাস ব্রহ্মে যে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য তাহাকে অন্যপর অর্থাৎ কর্ম্ম তাৎপর্য্যে

প্রযুক্ত করিতে পার না। যেহেতু যে বিষয়ের যে প্রমাণ, তাহা সেই বিষয়কেই বুঝাইয়া থাকে; উপনিষদ্ বাক্য ব্রহ্মবোধনে প্রমাণ, উহা ব্রহ্মকেই বুঝাইবে, কর্ম্মকে বুঝাইবে কেন? আর মহর্ষি জৈমিনি 'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদ্' ইত্যাদি যুক্তিবলে বেদবাক্যমাত্রেরই কর্ম্মপরতা (কর্ম্মবিধায়কতা) সমর্থন করিয়াছেন, ইহাও বলিতে পার না; যেহেতু জৈমিনি স্বয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁহার এই অভিপ্রায় সম্ভব কিসে? অতএব তাঁহার ঐরূপ উক্তির অভিপ্রায় কর্ম্মপ্রকরণে যে সকল কর্ম্মের অবোধক বাক্য আছে, সেই সকল বাক্য স্বার্থত্যাগ করিয়া কর্ম্মকেই বুঝাইবে, ইহারই সমর্থন ঐ সূত্রে তিনি করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অন্য অফল কথার তিনি সমর্থন করেন নাই। অতএব সিদ্ধান্ত এই—বেদান্ত শাস্ত্র সুস্পষ্টরূপে ব্রহ্মপর (ব্রহ্মবোধক) ॥ ৩ ॥

সূক্ষ্মা-টীকা—শাস্ত্রেতি। নানুমেয়ং ব্রহ্ম। কুতঃ, শাস্ত্রেতি, বেদবেদ্যত্বাবগমাৎ, নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তমিতি স্ফুটং মানান্তরপ্রতিষেধাচ্চ। শাস্ত্রেত্যাদিষু হেত্বাদিপ্রতীকেন হেতুত্বাদি বোধয়ন্ ভাষ্যকৃৎসমাসব্যাখ্যাতৃত্বং স্বস্য ব্যঞ্জয়তি। একাক্ষরকৃতং গৌরবং ত্বন্তু নাপনয়সি, ননু স্বফক্কিকাসু বহ্বীষু বহ্বক্ষরকৃতং গৌরবমস্তি তৎ কথং নাপনীতমিতি চেৎ, ন, স্বতন্ত্রেচ্ছুত্বাৎ। সমাখ্যেতি। সমাখ্যা যৌগিকঃ শব্দঃ স্বানুসারিশ্রুত্যনুকূলঃ। পূর্ব্বেতি। কৌর্ম্মে বনপর্ব্বণি চ। শুষ্কতর্কং পরিত্যজ্য আশ্রয়স্ব শ্রুতিস্মৃতীত্যুক্তং। অত্রানুমানং তর্কশ্চ নিরস্যতে। অনুমাননিরাসে তদ্ধর্ম্মভূতব্যাপ্তিশঙ্কানিবর্ত্তকস্তর্কোঽপি নিরস্যতে। তর্কনাশে তর্কনিশ্চিতব্যাপ্তিধর্ম্মকমনুমানঞ্চ নিরস্যত ইতি বোধ্যমেবং পরত্র চ। ইত্থঞ্চেতি। স্বাত্মকানি হর্য্যভিন্নানি যানি ধর্ম্মাধিষ্ঠানানি গুণধামানি, তচ্ছালিত্বং তদ্বৈশিষ্ট্যমিত্যর্থঃ। অথ কেবলকর্ম্মজড়ানাং মতমনুবদতি তত্রাহেত্যাদিনা। প্রয়োগযোগ্যঃ উপদেশার্হঃ। তচ্চেতি। তচ্চ প্রয়োজনং জ্যোতিষ্টোমাদিপ্রবৃত্তিসাধ্যস্বর্গাদীষ্টপ্রাপ্তিরূপং সুরাপানাদি-নিবৃত্তিসাধ্যানিষ্টপরিহাররূপং চেত্যর্থঃ। অনিষ্টং প্রত্যবায়ঃ। ব্রহ্মেতি। পরিনিষ্পন্নং সিদ্ধং বস্তু ন তু কর্ম্মবৎ সাধ্যমিত্যর্থঃ। তচ্ছূন্যত্বাদিতি। প্রয়োজনশূন্যতাৎ প্রয়োগার্হত্বং নেত্যর্থঃ। যদীতি। কশ্চিদ্বিদ্বান্ যদি তং বেদান্তবাক্যগণং। প্রযোক্তুমিচ্ছুর্ভবেৎ তর্হি জ্যোতিষ্টোমাদিবিধিবাক্যৈক-বাক্যতয়া তং তদ্বাক্যগণং প্রযুঞ্জানঃ সন্ তস্যাপি তদ্গণস্য তদ্বত্বং ক্রিয়া-

দিত্যর্থঃ। তথা তস্য তত্ত্বং স্বয়ং দর্শয়তি, তস্মাৎ ক্রত্বিতি। যজ্ঞাদিভূতা যা দেবতা বিষ্ণ্বাদয়ো যে চ যজ্ঞকর্ত্তারো যজমানা স্তৎপ্রতিপাদনেন তদ্বাক্যগণঃ প্রয়োজনবান্ সন্ প্রয়োগযোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ। বিধিবাক্যানাং যৎ ফলবত্ত্বং তদেব বেদান্তবাক্যানামিতি নিষ্কর্ষঃ। স্বাভ্যুপগমে জৈমিনি-সম্মতিং দর্শয়তি আহ চৈবমিতি। আম্নায়স্যেতি পূর্ব্বপক্ষসূত্রং। তস্যার্থঃ। আম্নায়স্য বেদস্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ কর্ম্মপরত্বাৎ, অতদর্থানাং ক্রিয়াপরতারহিতানাং সোঽরোদীদিত্যাদিবাক্যানাং। আনর্থক্যং ধর্ম্মপ্রমিতিরূপার্থপ্রতিপাদকত্ব-বিরহ ইত্যর্থ ইতি। সিদ্ধান্তমাহ। তদ্ভূতেতি। তস্যার্থঃ, ক্রিয়ার্থেন বাক্যেন তদ্ভূতানামক্রিয়ার্থানাং সমাম্নায়ঃ সমুচ্চারণং সম্বন্ধ ইতি যাবৎ। কুতঃ, অর্থস্যেতি। পদার্থস্য বাক্যার্থহেতুত্বাদিত্যর্থঃ। তদেতন্মতং নির-স্যতি মৈবমিত্যাদিনা। তস্য তদ্বাক্যগণস্য। তদিতি। তৎসত্ত্বপ্রত্যয়াৎ তাদৃশব্রহ্মাস্তিত্বাবগমাৎ স পুরুষার্থঃ প্রকাশত ইতি ন তস্য ফলশূন্যত্ব-মিত্যর্থঃ। পরিনিষ্পন্নবস্তুপরেষ্বপি বাক্যেষু ফলবত্ত্বং দৃষ্টমিত্যাহ পুত্রস্তে ইত্যাদি। কিঞ্চেতি। তস্য তদ্বাক্যগণস্য। তত্ত্বং ফলবত্ত্বং স্ফুটং পরিদৃশ্যতে। সত্যমিতি। আদিপদাৎ রসো বৈ স ইত্যাদিগ্রহঃ। ব্রহ্মণা সহ সর্ব্বকামাশনং ব্রহ্মজ্ঞানানন্দিত্বং বিস্ফুটং প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ। পরকৃতাং সঙ্গতিং ভঙ্‌ক্তুমুঙ্‌ক্তে নচোক্তেতি। তস্য তদ্বাক্যগণস্য। প্রকরণভেদাদিতি। অন্যৎ কর্ম্মপ্রকরণং। অন্যত্তু জ্ঞানপ্রকরণমিত্যর্থঃ। প্রকরণৈক্যে তু তথাত্বং সম্ভবেৎ। প্রত্যুতেতি। বেদান্তে কর্ম্ম তৎফলঞ্চ বিনিন্দ্যতে। তৎ যথেহ কর্ম্মজিত ইত্যাদিবাক্যাচ্চ। তদ্বাক্যৈকবাক্যতা দূরোৎসারিতা। শ্রুতেতি। শ্রুতং ব্রহ্মপরত্বং হীয়তে। অশ্রুতং কর্ম্মপরত্বং কল্প্যেত। তথাচ শব্দস্বারস্যভঙ্গাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্জে-রন্নিত্যর্থঃ। ন চেতি। যৎপ্রমাণং যদ্বিষয়কং তত্তদ্বিষয়মববোধয়তি নান্যৎ। অন্যথা নিখিলপ্রমাণমর্য্যাদাবিপর্য্যয়ঃ স্যাদিতি ভাবঃ। ন চাম্নায়েতি। তস্য তদ্বাক্যগণস্য। তস্য ব্রহ্মেতি। জৈমিনের্ব্রহ্মনিষ্ঠত্বং, তদ্‌গুরুণা বাদরায়ণেন জিজ্ঞাস্যতে, স্বশাস্ত্রে তথা মন্মতোপন্যাসাৎ। তদ্ভূতানামিতি জৈমিনিসূত্রার্থ-মাহ। তস্মাদিতি কেষাঞ্চিৎ সোঽরোদীদিত্যাদিবাক্যানাং ন তুপনিষদাম-পীত্যর্থঃ। স্বার্থান্ ত্যক্ত্বেতি। বিধিবাক্যৈকবাক্যত্বেঽপি স্বার্থপরতা ন হীয়তে। তেন জৈমিনিনা অন্যার্থোৎপত্তিকস্ত শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধ ইতি তদুক্তিবিরোধঃ স্যাদিতি ভাবঃ। তৎশাস্ত্রম্ ॥ ৩ ॥

টীকানুবাদ—'নানুমেয়ং ব্রহ্ম', ব্রহ্ম অনুমেয় নহে অর্থাৎ অনুমানমাত্রেই একটি পক্ষ, অপরটি সাধ্য, অন্যটি হেতু থাকে। এই অনুমানের পক্ষ—ব্রহ্ম, সাধ্য—অনুমেয়ত্বাভাব, হেতু—শাস্ত্রযোনিত্ব। কিরূপে শাস্ত্রযোনিত্ব? উত্তর—যেহেতু বেদ-বেদ্যত্ব, জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে এবং 'নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্' যিনি বেদজ্ঞ নহেন, তিনি সেই ব্রহ্মকে মনন করিতে পারেন না, এই শ্রুতিবাক্য হইতেও স্পষ্টই অন্য প্রমাণ-দ্বারা বোধ্যত্বের নিষেধ বা অভাব বুঝা যাইতেছে।

ভাষ্যকার হেতুর প্রতীক শাস্ত্রেত্যাদি (শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ) পদের সমাস-দ্বারা নিজের ব্যাখ্যাকর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করিয়া দিতেছেন। 'ন' পদটি সূত্রান্তর হইতে আকর্ষণ করিয়া অন্বয় করায় 'এক অক্ষরের সূত্রে উল্লেখ থাকিলে যে গৌরব হয়, তাহা কিন্তু তুমি নিরাস করিতেছ না। যদি বল, সূত্র-কারেরও তো বহু ফক্কিকায় বহু অক্ষরকৃত গৌরব আছে, তাহার পরিহার করিলেন না কেন? ইহার উত্তরে বলা হয়, মুনিদিগের ইচ্ছা স্বাধীন, তাহার উপর অভিযোগ চলে না। 'ঔপনিষদসমাখ্যাবিরোধঃ'—ঔপনিষদ পদের প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগের বিরোধ হয়। সমাখ্যা অর্থাৎ যৌগিক শব্দ নিজের উপজীব্য মন্তব্য এই শ্রুতির অনুকূল স্বীকার করিয়াছেন। 'পূর্ব্বাপরা-বিরোধেন'—কূর্ম্মপুরাণে ও মহাভারতের বনপর্ব্বে কথিত আছে, 'শুষ্কতর্কং পরিত্যজ্য আশ্রয়স্ব শ্রুতিস্মৃতী'—বিতণ্ডা ছাড়িয়া শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণরূপে গ্রহণ কর। এখানে ব্রহ্মের অনুমান প্রমাণগম্যত্ববাদীর অনুমান ও তর্কের নিরাস করিতেছেন। অনুমানের খণ্ডন হইলে, সুতরাং অনুমানধর্ম্মব্যাপ্তির শঙ্কা-নিরাসক তর্কেরও নিরাস হইয়া থাকে। আবার তর্কের নিরাস হইলে, তর্কদ্বারা নিশ্চিত ব্যাপ্তিজ্ঞানমূলক অনুমানেরও নিরাস হয়। কথাটি এই—অনুমানে হেতুর ব্যভিচার-শঙ্কা নিবৃত্তি করে তর্ক, সেই তর্কই যদি পরাস্ত হয় তবে ব্যভিচারশঙ্কাদূষিত হেতুদ্বারা অভ্রান্ত অনুমিতি কিরূপে হইবে? এই রীতি এস্থলে এবং অন্যত্রও জ্ঞাতব্য। 'ইত্থঞ্চেতি'—এইরূপে হরি হইতে অভিন্ন স্বীয় যে সকল ধর্ম্মাধিষ্ঠান আছে এবং গুণ ও ধাম সকল, তৎসমুদয়শালিত্ব অর্থাৎ তদ্বৈশিষ্ট্য। অতঃপর শ্রীহরির উপাসনা-বিমুখ কেবল কর্ম্ম-পরায়ণ জড়ব্যক্তিদের মত তুলিতেছেন—'তত্রাহ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা।

'প্রয়োগযোগ্যঃ'—অর্থাৎ উপদেশনীয়। 'তচ্চেতি'—'তচ্চ'—সেই প্রয়োজন হইতেছে জ্যোতিষ্টোমাদিযাগে প্রবৃত্তিদ্বারা-সাধ্য স্বর্গাদি অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি, আর 'সুরাং ন পিবেৎ' ইত্যাদি নিবর্ত্তক বাক্যের ফল সুরাপানাদি হইতে নিবৃত্তিদ্বারা নিষ্পাদ্য অনিষ্টের অনুৎপত্তি। অনিষ্ট শব্দের অর্থ প্রত্যবায়। 'ব্রহ্ম খলু পরিনিষ্পন্নং'—অর্থাৎ ব্রহ্ম সিদ্ধবস্তু, ব্রহ্মকে কোন ক্রিয়া উৎপাদন করিতে পারে না অর্থাৎ যেমন কর্ম্মসাধ্য, সেরূপ নহে। 'তচ্চ্যুত্বা-দিতি'—প্রয়োজন উল্লিখিত নাই, এজন্য প্রয়োগার্হ নহে। 'যদীতি'—যদি কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি সেই বেদান্তবাক্যগুলিকে প্রয়োগপথে আনিতে চান, তবে জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্যের সহিত একবাক্যতা করিয়া সেই ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্যগুলিকে প্রয়োগ করিবেন, এইরূপ হইলে সেই বাক্যগুলির সফলত্ব বলিতে পারিবেন, ইহাই তাৎপর্য্য। অতঃপর কিভাবে সেই বেদান্ত-বাক্যনিচয়ের সফলত্ব, তাহা ভাষ্যকার নিজেই দেখাইতেছেন—'তস্মাৎ ক্রতু' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। যজ্ঞের প্রধানীভূত যে বিষ্ণুপ্রভৃতি দেবতা এবং যজ্ঞানুষ্ঠানকারী যে সকল যজমান, তাহাদের প্রতিপাদন-দ্বারা (বোধনদ্বারা) সেই বাক্যগুলি প্রয়োজনবিশিষ্ট হইয়া প্রয়োগযোগ্য হইয়া থাকে। ফলকথা,—বিধিবাক্যে যে ফলবত্তা, তাহাই বেদান্তবাক্যে জানিবে। নিজের মতে জৈমিনিরও সম্মতি দেখাইতেছেন—'আহ চৈবম্'—এইরূপ মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন—'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্' ইহা পূর্ব্বপক্ষবাদীর মত-পরিদর্শকসূত্রে-তাহার অর্থ এই—'আম্নায়স্য' অর্থাৎ বেদের, 'ক্রিয়ার্থত্বাৎ'—ক্রিয়া-পরত্ব, ক্রিয়ায় তাৎপর্য্যহেতু, 'অতদর্থানাং'—যাহারা ক্রিয়া বুঝাইতেছে না, সেই সকল বাক্যের, যেমন 'সোঽরোদীদ্ যদরোদীৎ তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্' সে কাঁদিয়াছিল, এজন্য তাহার নাম রুদ্র ইত্যাদি বাক্যে কোন বিধির উল্লেখ নাই, এজন্য এই সকল অর্থবাদবাক্যের 'আনর্থক্যং'—ধর্ম্মনিশ্চয়রূপ অর্থের প্রতিপাদকতার অভাবহেতু অপ্রামাণ্য। সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন—না, তাহা নহে, 'তদ্ভূতানাম্' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ ক্রিয়াবোধক বাক্যের সহিত অক্রিয়াপরবাক্যগুলির উচ্চারণ অর্থাৎ সম্বন্ধ আছে, কি ভাবে? উত্তর—'অর্থস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ' যেহেতু পদার্থ বাক্যার্থের হেতু হয়। এই মতকে খণ্ডন করিতেছেন—'মৈবম্' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা, এই ভুল করিও না, কারণ—'তস্য' সেই বাক্যসমূহের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিবোধকতা না থাকিলেও পরম-

পুরুষার্থ যে ব্রহ্ম, তাঁহার অস্তিত্ব বোধ করাইয়া দেয় বলিয়া, 'তদ্বত্বাৎ' তাঁহার অস্তিত্ব প্রত্যয় হয় অর্থাৎ তাদৃশ ব্রহ্মের অস্তিত্ব বুঝায় অতএব তাহা—পুরুষার্থ-প্রকাশ পাইতেছে; সুতরাং সফলত্ব আছে, ফলশূন্যত্ব নাই। ইহার দৃষ্টান্তও আছে—সিদ্ধবস্তুর বোধকবাক্যসমূহেও সফলত্ব দেখা গিয়াছে, যেমন কেহ বলিল—'পুত্রস্তে জাতঃ' ওহে! তোমার পুত্র জন্মিয়াছে; এ-কথা যদিও স্বরূপবোধক তথাপি উহা শুনিলে হর্ষ হইয়া থাকে, এইরূপ 'নায়ং সর্পো রজ্জুরেব' ইহা সর্প নহে, রজ্জুই; ইহাতেও স্বরূপকথা থাকিলেও ভয় নিবৃত্তিরূপ ফল দেখা গিয়াছে। ইত্যাদি 'স্বরূপপরেষ্বপি' ইত্যাদি পদে আদিপদের দ্বারা 'রসো বৈ সঃ' ইত্যাদি বাক্যও জ্ঞাতব্য। তাহার তাৎপর্য্য—ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কামনার সিদ্ধি ও ব্রহ্মানন্দ-প্রাপ্তি স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। অতঃপর অপরের প্রদর্শিত সঙ্গতি ভাঙ্গিবার জন্য বলিতেছেন—

'নচোক্তরীত্যেত্যাদি'—'তস্য' অর্থাৎ উপনিষদ্ বাক্যসমূহের। হেতু—'প্রকরণভেদাৎ' বেদান্ত-বাক্য জ্ঞানপ্রকরণীয়। আর অর্থবাদ বাক্য—কর্ম্মপ্রকরণীয় সুতরাং দুইটি বিভিন্ন। যদি একপ্রকরণে দুইটি থাকিত তবে কর্ম্মপরত্ব সম্ভব হইত। প্রত্যুত—অধিকন্তু, বেদান্তে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের নিন্দাই আছে, আর 'তদ্ যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমমুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে'।—ইত্যাদি বাক্যও তাহার পরিপোষক থাকায় কর্ম্মপর বাক্যের সহিত ব্রহ্মপর বাক্যের একবাক্যতা সুদূর পরাহত। 'শ্রুতহান্যে-ত্যাদি'—শ্রুতার্থের পরিত্যাগ অর্থাৎ বেদান্ত বাক্যের ব্রহ্মপরতা ত্যাগ হইতেছে এবং অশ্রুত-কল্পনা, যে অর্থে প্রযুক্ত নহে, সেই অর্থপরতা (কর্ম্মপরতা) কল্পনা করা হইতেছে,—এই দুইটি দোষের প্রসঙ্গ। ইহার ফলে শব্দের স্বরসতাভঙ্গ প্রভৃতি দোষের আপত্তি হয়। 'নচেত্যাদি'—'যৎপ্রমাণম্' ইত্যাদি যে প্রমাণ যাহাকে বিষয় করিয়া প্রযুক্ত হয়, তাহা সেই বিষয়কেই বুঝায়, অন্য নহে,—এই নিয়ম, অন্যথা—ইহা না মানিলে, সকল প্রমাণেরই শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া যায়।—ইহাই বক্তার অভিপ্রায়।

'নচাম্নায়েতি'—'কর্ম্মপরত্বং' 'তস্য'—উপনিষদ্ বাক্য সমূহের, 'তস্য ব্রহ্মনিষ্ঠত্বাৎ'—জৈমিনির ব্রহ্মনিষ্ঠতা প্রমাণিত হইতেছে, তাহার গুরু বেদব্যাস কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসা, যেহেতু জৈমিনি নিজ মীমাংসাশাস্ত্রে সেই বেদান্তের

মত ধরিয়াছেন। 'তদ্ভূতানামিতি'—'তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়োঽর্থস্ত তন্নিমিত্তত্বাৎ' এই পূর্ব্বোক্ত জৈমিনি-সূত্রের অর্থ বা তাৎপর্য্য বলিতেছেন—'তস্মাৎ' কর্ম্মপ্রকরণস্থানামিত্যাদি কর্ম্মপ্রকরণেস্থিত ইহারা সিদ্ধবস্তু অতএব ভূতার্থ যেমন 'সোঽরোদীৎ' ইত্যাদি কতিপয় বাক্যের, তদ্‌ভিন্ন উপনিষদ্ বাক্যগুলিরও নহে। 'স্বার্থান্ ত্যক্ত্বা'—বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা থাকিলেও একেবারে স্বার্থত্যাগ নহে, 'তেন সমর্থিতং'—জৈমিনি সমর্থন করিয়াছেন, 'নত্বন্যৎ' অন্য কিছু সমর্থন করেন নাই, যেহেতু তাহাতে তাঁহার নিজবাক্যের অর্থাৎ 'অন্যার্থোৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ' এই কথার বিরোধ হইত। 'তৎ' অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্র ॥ ৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—জগতের জন্মাদির হেতু পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, শ্রৌতপথে শাস্ত্রবাক্য-দ্বারাই বোধ্য। তর্কদ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না। "তর্ক অপ্রতিষ্ঠানাৎ" বেঃ সূঃ ২।১।১১। "নৈষা তর্কে'ণ মতিরপনেয়া" (কঠ ২।৯) "ন তাং তর্কে'ণ যোজয়েৎ" ইত্যাদি বাক্যে তিনি তর্কের অতীত, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং তিনি কি প্রকারে বোধ্য, তাহা বৃহদারণ্যক বলেন,—'তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং' আবার গোপালতাপনী শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—"সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধি-সাক্ষিণে," এ-স্থলে গৌতমাদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, তিনি অনুমানের দ্বারা বেদ্য। কারণ শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"আত্মা বাঽরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ" ইত্যাদি। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে শ্রীমদ্বেদব্যাস তৃতীয় সূত্রের অবতারণা করিলেন।

এই সূত্রের তাৎপর্য্যে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মের প্রতিপাদক বা প্রমাণ-স্বরূপ বেদাদিশাস্ত্র অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপনির্ণয় করিতে হইলে, বেদাদি শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। অথবা তিনিই সমস্ত শাস্ত্রের উৎপত্তি স্থল।

যেমন শাস্ত্রের দ্বারাই আমরা জানিতে পারি, "যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি।

শ্রীগীতাতেও পাই,—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো" (গীঃ ১৫।১৫)

শ্রীমদ্ জীব গোস্বামীপাদ তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীর অন্তর্গত তত্ত্বসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"যদ্যপি প্রত্যক্ষানুমান-শব্দার্ষোপমানার্থাপত্ত্যভাব-সম্ভবৈতিহ্য-

চেষ্টাখ্যানি দশ প্রমাণানি বিদিতানি, তথাপি ভ্রমপ্রমাদবিপ্রলিপ্সাকরণাপাটব-দোষরহিতবচনাত্মকঃ শব্দএব মূলং প্রমাণম্।" অর্থাৎ যদিও প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টা প্রভৃতি দশবিধ প্রমাণের কথা বিদিত আছে, তথাপি ইহাদের মধ্যে ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনেচ্ছা, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা প্রভৃতি দোষচতুষ্টয়-নির্ম্মুক্ত শব্দ প্রমাণই মূল-প্রমাণ।

কোন বিষয় প্রকৃত 'প্রমা' অর্থাৎ নিশ্চয় জ্ঞানলাভ করিতে হইলে প্রমাণের আবশ্যক। ঋষিগণ শাস্ত্রে দশবিধ প্রমাণের উল্লেখ করিলেও, শব্দ-প্রমাণ ব্যতিরেকে অন্য প্রমাণে পূর্ব্বোক্ত দোষ চতুষ্টয়ের সম্ভাবনা থাকায়, প্রকৃত জ্ঞান-লাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু শব্দ-প্রমাণ সর্ব্বদোষরহিত; এ-কথা নিঃসংশয়রূপে বলা যায়। সুতরাং ভৃত্য যেমন রাজার অধীন, সেইরূপ অন্যান্য প্রমাণ-সমূহ শব্দ-প্রমাণের অধীন। আর শব্দ-প্রমাণ নিরপেক্ষ ও স্বাধীন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

> "ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
> আর্ষ-বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব" ॥ (আদি ২।৮৬)

সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণের সহিত শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের কথোপকথনেও পাই,—

> শিষ্যগণ কহে,—"ঈশ্বর কহ কোন প্রমাণে' ?
> আচার্য্য কহে,—'বিজ্ঞমত ঈশ্বর লক্ষণে'।
> শিষ্য কহে,—'ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধি অনুমানে'।
> আচার্য্য কহে,—"অনুমানে নহে ঈশ্বর-জ্ঞানে" ॥ ইত্যাদি।
> (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।৮০-৮১)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

> "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
> জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি" ॥ (১৬।২৪)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমদ্বলদেব প্রভু বলেন যে,—

"যেহেতু শাস্ত্রবিমুখতার ফলে কামাদির অধীন প্রবৃত্তি পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট করায়; সেইহেতু তোমার কার্য্য ও অকার্য্য-ব্যবস্থাতে অর্থাৎ কি কর্ত্তব্য ? এবং কি অকর্ত্তব্য ?—এই বিষয়ে নির্দ্দোষ অপৌরুষেয় বেদরূপ শাস্ত্রই প্রমাণ, ভ্রমাদি-দোষবান্ পুরুষের দ্বারা উৎপ্রেক্ষিত বাক্য কিন্তু নহে।"

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমও বলিয়াছেন,—

"সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।"

শ্রীমদ্ভাগবতে নাগপত্নীদিগের স্তবে পাওয়া যায়,—

"নানাবাদানুরোধায় বাচ্যবাচকশক্তয়ে।
নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে॥" (১০।১৬।৪৩-৪৪)

শ্রীমদ্ভাগবতের "জ্ঞানমেকং পরাচীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্রহ্ম নির্গুণম্"। (৩।৩২।২৮) —শ্লোকে শ্রীল জীবপাদ তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ টীকায় লিখিয়াছেন,—"ব্রহ্ম চ জীবানাং শব্দ-গোচর এব নত্বনুভবগোচরঃ তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি শ্রুতেঃ। শাস্ত্র-যোনিত্বাদিতি ন্যায়াচ্চ।" অর্থাৎ ব্রহ্মও শব্দের দ্বারাই গোচরীভূত; জীবের অনুভব অর্থাৎ অনুমান-গোচর নহেন। 'সেই ঔপনিষদ পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি' এই শ্রুতি হইতে এবং বেদান্তের 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' (১।১।৩) এই ন্যায়ানুসারে। সুতরাং এ-স্থলে জীবের তর্ক-প্রয়াস অকিঞ্চিৎকর।"

কেহ কেহ আবার বেদ, উপনিষদকে প্রামাণিক শাস্ত্র বলিয়া মর্য্যাদা দিলেও পুরাণের মর্য্যাদা দিতে অক্ষম। সে-স্থলে আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,— "ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে"।

বেদান্তমতে—"ধর্ম্ম-ব্রহ্মপ্রতিপাদকমপৌরুষেয় বাক্যং বেদঃ"
পুরাণকর্ত্তা বলেন,—"ব্রহ্মমুখনির্গতধর্ম্মজ্ঞাপকং শাস্ত্রং বেদঃ।"
ন্যায়শাস্ত্র মতে—"মীনশরীরাবচ্ছেদেন ভগবদ্বাক্যং বেদঃ।"

মহাভারত ও মনুসংহিতায়ও পাওয়া যায়,—

"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ"।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।১২।৩৯ শ্লোকে শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তিতে পাওয়া যায়,—

"ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ।
সর্ব্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শনঃ॥"

নারদীয় পুরাণেও পাওয়া যায়,—

"বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়॥
পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ।
সুদান্তোঽপি সুশান্তোঽপি ন গতিং ক্বচিদাপ্নুয়াৎ॥"

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে আছে,—

"যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ।
উভয়োর্যন্ন দৃষ্টং হি তৎপুরাণৈঃ প্রগীয়তে॥"

অন্যত্র পাওয়া যায়,—

"পূরণাৎ পুরাণম্" অর্থাৎ বেদার্থ পরিপূরণ করেন বলিয়া ইহার নাম পুরাণ। সুতরাং পুরাণ অবেদ নহে।

"বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়। পুরাণ-বাক্যে সেই করয় নিশ্চয়॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪৮)

অষ্টাদশ পুরাণের বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতের (১২।৭।২২-২৪) শ্লোকে পাওয়া যায়। পুরাণগুলি আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণকে সাত্ত্বিক পুরাণ বলিয়া গণনা করিলেও উহা নির্গুণ। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—"সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।" "শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং।"—ইত্যাদি।

শ্রীমহাপ্রভু এই শ্রীমদ্ভাগবতকে অমল প্রমাণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

সুতরাং অধিকারীভেদে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন শাস্ত্র আশ্রয় করিলেও নির্গুণ বৈষ্ণবগণ কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি ও সর্ব্বশাস্ত্রচূড়ামণিরূপে শ্রীমদ্ভাগবতকেই বরণ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্র-সম্বন্ধে শ্রীমৎ বেদব্যাস স্কন্দপুরাণেও বলিয়াছেন,—

"ঋগ্ যজুঃ সামাথর্ব্বাখ্যং ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর।" (১১।২০।৪)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—

"কেবল মনুষ্যের পক্ষেই যে বেদ নিঃশ্রেয়সকর তাহা নহে, দেব, পিত্রাদিগণের পক্ষেও তদ্রূপ। আপনার বেদই শ্রেষ্ঠ চক্ষু বা জ্ঞানের হেতু।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসনৎকুমার-বাক্যে পাওয়া যায়,—

"শাস্ত্রেষ্বিয়ানেব সুনিশ্চিতো নৃণাং ক্ষেমস্য সধ্র্যগ্বিমৃশেষু হেতুঃ"।
(৪।২২।২১)

"নাভিহ্রদাদিহ সতোঽম্ভসি যস্য পুংসো" (ভাঃ ৩।৯।২৪) শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন,—ব্রহ্মা বলিলেন,—"হে ভগবন্! যে বেদাভ্যাসের-প্রসাদে আপনার ঐশ্বর্য্যসিন্ধুর কণামাত্রে আমার প্রবেশ, সম্প্রতি এতাদৃশ বিচিত্ররূপ বিশ্বের বিস্তারকালে যেন আমার সেই বেদের বিস্মৃতি না হয়।"

আবার ব্রহ্মই সকল শাস্ত্রের উৎপত্তিস্থান। ইহাও শ্রীমদ্ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের 'তেনে ব্রহ্ম হৃদা'—বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে॥ ৩॥

অবতরণিকা ভাষ্য—অথ পূর্ব্বার্থদার্ঢ্যায় ব্রহ্মণঃ সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব-মুচ্যতে। "যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়ত" ইতি গোপালোপনিষদি; "সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি" ইতি কঠবল্ল্যাঞ্চ পঠ্যতে। তত্র সংশয়ঃ। সর্ব্ববেদবেদ্যত্বং বিষ্ণোরযুক্তং নবেতি। বেদেষু প্রায়েণ কর্ম্মবিধান-দর্শনাৎ অযুক্তং তস্য তৎ। বৃষ্টিপুত্রস্বর্গাদিফলকানি কারিরীপুত্র-কাম্যেষ্টিজ্যোতিষ্টোমাদীনি কর্ম্মাণি সাঙ্গানি সেতিকর্ত্তব্যানি বিদধতো

বেদা দৃশ্যন্তে। তে চ প্রমাণত্বেন স্ববিষয়াবগতিপর্য্যবসায়িনো, বিষ্ণু-পরতয়া ন শক্যা নেতুমিতি প্রাপ্তে।—

অবতরনিকা ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর চতুর্থসূত্রের অবতরণিকা করিতে-ছেন,—'অথেত্যাদি'। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত বাক্যের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য ব্রহ্ম যে সর্ব্ববেদবেদ্য তাহা বলিতেছেন, যথা—গোপালতাপনী উপনিষদে আছে —"যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়তে' 'যিনি সকল বেদে গীত হন' অর্থাৎ যাঁহাতে সকল বেদের তাৎপর্য্য বলা হয়। কঠবল্লীতেও পঠিত হয় 'সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি' সকল বেদ যে বিষ্ণুর পদের কথা বারবার বলিতেছেন। ইহা অর্থাৎ বিষ্ণুর সকল-বেদবেদ্যত্ব, ইহা—বিষয়। তাহাতে সংশয়,—বিষ্ণুর সকল-বেদবেদ্যত্ব যুক্তিযুক্ত কিনা? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—বেদে প্রায়ই কর্ম্মের বিধান দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং বিষ্ণুর সকলবেদবেদ্যত্ব অযুক্ত। বেদে দেখা যায়,—বৃষ্টি কামনায় কারিরীযাগ যথা 'কারির্য্যাবৃষ্টিকামো যজেত' পুত্রকামনায় 'পুত্রেষ্ট্যাপুত্রকামো যজেত' পুত্রকামনাবান্ পুত্রেষ্টিযাগ করিবেন, 'জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত' স্বর্গকাম-ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবেন, এইরূপ ফল-বিশেষে ক্রিয়া-বিশেষ বিহিত হইয়াছে এবং উহাদের অঙ্গানুষ্ঠান ও ইতিকর্ত্তব্যসমূহ উদ্দিষ্ট হইয়াছে; সেই বেদ-বাক্যগুলি নিজ নিজ বিষয় বুঝাইয়া চরিতার্থ, সুতরাং বিষ্ণু-বোধে তাৎপর্য্য লওয়া যায় না, এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ সূত্র উত্থিত হইতেছে—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকা—অথ পূর্ব্বার্থেতি। পূর্ব্বং হরের্বেদান্তবেদ্যত্ব-মভিহিতং ইদানীং নিখিলবেদবেদ্যত্বমভিধীয়তে। তেন প্রাপ্তে উক্তোঽর্থো দৃঢ়ো ভবতীত্যর্থঃ। তত্রাপি পূর্ব্বোক্তৈবাক্ষেপসঙ্গতিঃ, ভগবতো বেদবেদ্যত্বমাক্ষিপ্য সমাধানাৎ। ফলন্তু প্রাগ্বন্নিভাল্যং। যোঽসাবিতি। যো গোপালঃ। যৎ-পদমিতি যদ্ব্রহ্মস্বরূপং। আমনন্তি অভ্যস্যন্তি। তে চেতি। তে বেদা প্রমাণত্বাৎ স্ববিষয়ং কর্ম্মৈব বোধয়েয়ুর্নেশ্বরং। যে চ কেচন শব্দাস্তত্র জীবেশ-পরা ইব দৃশ্যন্তে তে বিকলযজ্ঞাঙ্গভূতকর্ত্তৃদেবতাসমর্পণেন তত্রৈব পর্য্যবস্যন্তীতি ইত্যবোচাম এবং প্রাপ্তে।—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকানুবাদ—'অথ পূর্ব্বার্থেতি'। ইহা চতুর্থসূত্রের অবতরণার্থ ভাষ্যকার দেখাইতেছেন—পূর্ব্বে-শ্রীহরির বেদান্তবেদ্যত্ব বলা হইয়াছে ; এক্ষণে সমস্তবেদের বেদ্যত্ব বলিতেছেন ; ইহাতে উক্ত অর্থ দৃঢ় হইবে—ইহাই অভিপ্রায়। ইহা আক্ষেপসঙ্গতিলভ্য ; আক্ষেপসঙ্গতির স্বরূপ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিরূপ আক্ষেপসঙ্গতি? উত্তরে বলিতেছেন—ভগবানের বেদান্তবেদ্যতার উপর আপত্তি করিয়া যেহেতু সমাধান করা হইল। ইহার ফল পূর্ব্বের ন্যায় কল্পনীয়। 'যোঽসৌ' ইত্যাদি—'অসৌ' অর্থাৎ যিনি গোপাল। 'যৎপদমিতি'—যে ব্রহ্মস্বরূপ, 'আমনন্তি'—পুনঃপুনঃ বলিতেছেন। 'তে চ' ইতি সেই সকল বেদপ্রমাণবাক্য এজন্য নিজ বক্তব্য কর্ম্মকেই বুঝাইবে, ঈশ্বর শ্রীহরিকে নহে। তবে যে কতকগুলি শব্দ বেদে ঈশ্বর বোধকরূপে দেখা যায়, সেগুলি ক্রটিপূর্ণ যজ্ঞের অঙ্গভূত কর্ত্তা ও দেবতা বুঝাইয়া সেই তাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত। 'এবং প্রাপ্তে'—এইরূপ শ্রীহরির বেদবেদ্যত্ব নিরাসরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থিরীকৃত হইলে, তন্নিরাসার্থ এই সূত্র প্রবৃত্ত হইতেছে ;—

সমন্বয়াধিকরণম্

সূত্র—তত্তু সমন্বয়াৎ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ—'তু' (কিন্তু), 'তৎ' (বিষ্ণুর সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব) যুক্তিযুক্ত, কারণ—'সমন্বয়াৎ'—সুবিচারিতহেতু ॥ ৪ ॥

গোবিন্দভাষ্য—তুশব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। তৎ সর্ব্ববেদবেদ্যত্বং বিষ্ণোর্যুক্তং, কুতঃ, সমন্বয়াৎ। অন্বয়স্তাৎপর্য্যলিঙ্গম্। সমন্বয়ত্বং সুবিচারিতত্বম্। সুবিমৃষ্টৈরুপক্রমোপসংহারাদিভিঃ ষড়্ভির্লিঙ্গৈস্তত্রৈব শাস্ত্রতাৎপর্য্যাৎ স এব তদ্বেদ্য ইত্যর্থঃ। ইতরথা কথং যোঽসাবিত্যাদি-শ্রুতিবাক্যোপপত্তিঃ। আহ চৈবং ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষঃ। "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্" ইতি। "কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ। ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন। মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্" ইতি বা। এতদুক্তং ভবতি, সাক্ষাৎপরম্পরাভ্যাং বেদা ব্রহ্মণি প্রবর্ত্তন্তে। তত্র স্বরূপগুণনিরূপণেন জ্ঞানকাণ্ডে সাক্ষাৎ, কর্ম্মকাণ্ডে তু জ্ঞানাঙ্গভূতকর্ম্মপ্রতিপাদনেন পরম্পরয়েতি মন্যন্তে, "তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি" ইত্যাদি শ্রবণাৎ। বৃষ্টিপুত্রস্বর্গাদিফলককর্ম্মবিধায়িতা তু তেষাং রুচ্যুৎপাদনার্থৈব। বৃষ্ট্যাদিফলদৃষ্ট্যা তেঽভিজাতরুচেস্তদর্থান্ বিচারয়তো নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকিনো ব্রহ্মতৃষ্ণা জগদ্বৈতৃষ্ণ্যঞ্চ স্যাদিতি সিদ্ধং সর্ব্বেষাং তেষাং ব্রহ্মপরত্বম্। কামিতস্যৈব বৃষ্ট্যাদেঃ ফলত্বেন প্রতীতেরকামিতোঽসৌ ন স্যাৎ। কিঞ্চ জ্ঞানোদয়ার্থা বুদ্ধিশুদ্ধিরেব ভবেৎ। তমেতমিত্যাদেরিতি ব্রহ্মাঙ্গভূতদেবতার্চ্চনং খলু ব্রহ্মার্চ্চনমেব তৎফলন্তু চিত্তশুদ্ধিরেবেত্যন্যৎ প্রাগ্বৎ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ 'তু' শব্দ শঙ্কা নিরাস করিতেছে। 'তৎ'—সেই অর্থাৎ বিষ্ণুর সর্ব্ব বেদ-বেদ্যত্ব, যুক্তিযুক্ত। কেন? যেহেতু সমন্বয় আছে। অন্বয় শব্দের অর্থ—তাৎপর্য্যবোধক প্রমাণ, তাহা বুঝাইতেছে। সমন্বয় শব্দের অর্থ সুবিচারিত। কিরূপে? উত্তমভাবে বিজ্ঞাত উপক্রমোপসংহার প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ছয়টি প্রমাণদ্বারা বিষ্ণুর বেদবেদ্যত্ব-বিষয়ে শাস্ত্রের অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়, কাজেই বিষ্ণুই বেদবেদ্য। 'ইতরথা' তাহা না হইলে 'যোঽসৌ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের কিরূপে সঙ্গতি হইবে? এইরূপ কথা (শ্রীহরির সকল বেদবেদ্যত্ব) ভগবান্ পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি স্বমুখেই বলিতেছেন—'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্' সকল বেদ আমাকেই বুঝাইতেছে, আমিই বেদান্তশাস্ত্রের কর্ত্তা, আমিই সমগ্রবেদবিৎ। এই বেদবাণীর তাৎপর্য্য হইতেছে—'কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ' কর্ম্মকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যদ্বারা কাহাকে প্রকাশ করিতেছে, বিধিবাক্যদ্বারা কাহার বিধান করিতেছে, আবার জ্ঞানকাণ্ডে 'নেতি' 'নেতি'-দ্বারা প্রতিষেধার্থ কাহার উল্লেখ করিয়া বিকল্প হইবে? ইহ জগতে আমি ভিন্ন আর কেহ জানে না, বেদ আমাকেই যজ্ঞরূপে বর্ণন করিতেছে, আমাকেই যজ্ঞের

দেবতারূপে প্রকাশ করিতেছে, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টিকালে আমা হইতে পৃথগ্ভাবে বলিয়া আবার তাহাদিগকে মদ্রূপে প্রতিপাদন করতঃ 'অপোহ' অর্থাৎ ঈশ্বরাতিরিক্ত বস্তুর নিরাস করিতেছে। কথাটি এই—সাক্ষাৎ-ভাবে (সোজাসুজি) ও পরম্পরায় (পরোক্ষভাবে) বেদের ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য। তাহার মধ্যে বেদের জ্ঞানকাণ্ডে ঈশ্বরের স্বরূপ ও গুণ নিরূপণদ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে ঈশ্বরবোধক এবং কর্ম্মকাণ্ডে তত্ত্বজ্ঞানের অঙ্গ বা উপায়ীভূত কর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারা পরম্পরায় ঈশ্বর-প্রতিপাদক—এইরূপ মনীষিগণ মনে করেন। যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—'তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' ভৃগুবারুণি বলিল,—ভগবন্! আমি সেই উপনিষদ্বাক্যবেদ্য পুরুষকে জানিতে চাই। আবার 'তমেতং বেদানুবচনেন পুরুষা বিবিদিষন্তি' তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা সেই এই পরমেশ্বরকে বেদবাক্যদ্বারা জানিতে চান ইত্যাদি শ্রুতি হইতে সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব অবগত হওয়া যাইতেছে। তবে যে বেদবাক্যগুলি কর্ম্মকাণ্ডে বৃষ্টি, পুত্র, স্বর্গাদিফলজনক কর্ম্ম বিধান করিতেছে, তাহার উপায় কি? সেজন্য বলিতেছেন—'তেষাং রুচ্যুৎপাদনার্থৈব' জীবের ঐ সকল কার্য্যে রুচি উৎপাদন-নিমিত্ত। কেননা, বৃষ্টি প্রভৃতি ফল দেখিয়া, সেই সেই কর্ম্মে জীবের প্রবৃত্তি হইবে এবং সেই সকল বেদার্থ-বিচার করিয়া বুঝিবে যে, ঐ ফলগুলি অনিত্য, কেবল ব্রহ্মই সত্য অর্থাৎ নিত্য। তাহা হইতে ব্রহ্ম (ঈশ্বর)-বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা এবং সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মিবে। অতএব সকল বেদই যে ব্রহ্মে তাৎপর্য্য, ইহা সিদ্ধ হইল। যখন দেখা যাইতেছে, বৃষ্টি-স্বর্গাদি কামিত-(অভীষ্ট) বস্তু ফলরূপে প্রতীত, তখন ঐগুলি অকামিত হইলে ফল হইবে না। আর এক কথা, কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইবে, যাহাতে জ্ঞানোদয় হইবে। 'তমেতম্' ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য ব্রহ্মশক্তিভূত ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চ্চন--ঈশ্বরেরই অর্চ্চন এবং চিত্তশুদ্ধিই তাহার ফল। যদি বল, তবে সেই সকল ফল-শ্রুতি কেন? তাহাতে বলিব, 'প্রাশ্বদন্যৎ' অর্থাৎ রুচি উৎপাদনের জন্য উহা পূর্ব্বোক্তমত জানিবে, অন্য কিছু নহে ॥ ৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তত্ত্বিতি। স এবেতি। স বিষ্ণুরেব বেদবেদ্য ইত্যর্থঃ। বেদৈশ্চেতি শ্রীগীতাসু। বেদান্তকৃদ্বেদার্থনিশ্চায়কঃ। উভয়োরপি দৃষ্টোহন্ত ইত্যাদাবন্তশব্দস্য নিশ্চয়ার্থত্বপ্রত্যয়াৎ। কিমিতি শ্রীভাগবতে। কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যৈঃ

কিং বিধত্তে। দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যৈঃ কিমাচষ্টে প্রকাশয়তি। জ্ঞানকাণ্ডে প্রতিষেধায় কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ। অস্যা বেদবাণ্যাঃ। অস্যা হৃদয়ং স্বয়মাহ, মামিতি। মাং যজ্ঞরূপং বিধত্তে। তত্তদ্দেবতারূপং মামভিধত্তে প্রকাশয়তি। যশ্চ প্রধানমহদাদিপ্রপঞ্চজাতং সর্গে বিকল্প্য পৃথঙ্নিরূপ্য পুনঃ প্রতিসর্গে মদ্রূপতামাপাদ্য পৃথগ্ভাবস্তস্যাপোহ্যতে। তৎসর্ব্বমহমেব। শক্তিমতো মমৈতদ্রূপত্বাদিতি। তেষাং বেদানাং। তেম্বিতি। বেদেষূৎপন্নপ্রীতে-র্বেদার্থান্ বিচারয়তো জনস্যেত্যর্থঃ। নন্বু কর্ম্মণাং কারিরীপ্রভৃতীনাং বৃষ্ট্যাদিফলানি শ্রূয়ন্তে জ্ঞানাঙ্গচিত্তশুদ্ধিফলকত্বং কথং শ্রদ্দধীমহীতি চেৎ তত্রাহ। কামিতস্ত্বৈবেতি। স্বর্গকামো যজেত ইত্যাদৌ কামিত এব স্বর্গাদিঃ ফলত্বেন প্রতীতো নত্বকামিত ইত্যর্থঃ। অসৌ বৃষ্ট্যাদিরিত্যর্থঃ। অপরাং সঙ্গতিং দর্শয়তি ব্রহ্মাঙ্গেতি। চিদচিচ্ছক্ত্যুপেতং খলু ব্রহ্ম। তচ্ছক্তি-ভূতা ইন্দ্রাদয়ো দেবতা স্তদঙ্গবুদ্ধ্যা ইজ্যন্তে। ব্রহ্মার্চ্চনমেব তদ্‌যজনং। তেন চিত্তং শুদ্ধ্যতি ন তু ফলান্তরং তৎস্পৃহাবিরহাদিত্যর্থঃ। তর্হি ফলশ্রবণং কথং সঙ্গতং তত্রাহান্যৎ প্রাশ্বদিতি। রুচ্যুৎপাদনার্থং তদিতি ॥ ৪ ॥

টীকানুবাদ—'তত্ত্বিতি'। 'স এবেতি' সেই বিষ্ণুই বেদবেদ্য। 'বেদৈশ্চে-ত্যাদি' শ্রীভগবদ্গীতায় উক্ত। 'বেদান্তকৃৎ'—অর্থাৎ বেদার্থের নিশ্চয়কারী আমিই। 'উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ' এখানে যেমন অন্ত-শব্দের অর্থ নিশ্চয়, সেইরূপ বেদান্ত শব্দের অর্থ বেদার্থ-নিশ্চয় জানিবে। 'কিমিত্যাদি' শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদ্ধৃত। ইহার অর্থ—কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যগুলিদ্বারা শ্রুতি কাঁহার বিধান করিতেছে? দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যসমূহ কাঁহাকে প্রকাশ করিতেছে? জ্ঞানকাণ্ডেই বা নিষেধ-উদ্দেশ্যে কাঁহার উল্লেখ করিয়া কি বিকল্প করিবে? 'অস্যাঃ'—এই বেদবাণীর; ইহার অভিপ্রায়—বক্তা স্বয়ং বর্ণনা করিতেছেন,—'মাম্'—অর্থাৎ যজ্ঞরূপী আমারই বিধান করিতেছে, সেই সেই দেবতারূপে আমাকেই প্রকাশ করিতেছে এবং যিনি প্রকৃতি, বুদ্ধি প্রভৃতি প্রপঞ্চসমূহকে সৃষ্টিকালে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে প্রকাশ করিয়া আবার প্রলয়কালে আমারই (ঈশ্বরে লয়) স্বরূপত্ব পাওয়াইয়া প্রপঞ্চের ঈশ্বর হইতে পার্থক্য নিরাস করিতেছেন। 'তৎ সর্ব্বমহমেব'—সেই সমুদয় আমিই। যেহেতু এইসকল সর্ব্বশক্তিমান্ আমারই রূপ।

'তেষাং'—অর্থাৎ সেই বেদবাক্যগুলির। 'তেষ্বভিজাতরুচেঃ'—বেদার্থেতে রুচি বা প্রীতি জন্মিবার পর, 'বেদার্থান্ বিচারয়তঃ' বেদপ্রতিপাদ্যবস্তুগুলি বিচার করিতে থাকে, কোন্‌টি নিত্য, কোন্‌টি অনিত্য তাদৃশ ব্যক্তির। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে—'নন্বিত্যাদি'—কারিরী প্রভৃতি কর্ম্মসমুদায়ের বৃষ্টি-প্রভৃতি ফল তো ঐ সকল বাক্যে শ্রুত হইতেছে, তবে উহাদের জ্ঞানসাধক চিত্তশুদ্ধি-ফল কিরূপে বিশ্বাস করিব? এই যদি বল, তবে বলিতেছেন,—'কামিতস্যৈবেত্যাদি'—যে বৃষ্টিপ্রভৃতি-ফল কামনার বস্তু হইবে, তাহারই —ঐ কামিত ফলের সিদ্ধি হইবে, যদি ঐ ফল কামিত না হয়, তবে ঐ বৃষ্টি প্রভৃতি ফল হইবে না; ইহাই শাস্ত্রতাৎপর্য্য। অতঃপর আর একটি সঙ্গতি দেখাইতেছেন—ব্রহ্মাঙ্গেত্যাদিদ্বারা। ব্রহ্ম চিৎ ও অচিৎ সকল শক্তি-সম্পন্ন, অতএব ইন্দ্রাদি দেবতা তাঁহার অঙ্গ—এই জ্ঞানে পূজিত হইয়া থাকেন, এইজন্য দেবতার অর্চ্চন ব্রহ্মের অর্থাৎ পরমেশ্বরেরই অর্চ্চন, ইহার ফল চিত্ত-শুদ্ধি, অন্যকিছু ফল নহে, কারণ ফল যে কাম্যই নহে। যদি বল, তবে কর্ম্ম-বোধক শ্রুতিবাক্যে ফল বলা হইয়াছে কেন? তাহাতে উত্তর—'অন্যৎ প্রাপ্নৎ' —যে কামনা করে, তাহার পক্ষে রুচি উৎপাদনের জন্য ॥ ৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বাক্যের অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীহরি যে 'সর্ব্ববেদবেদ্য' তাহা দৃঢ় করিবার জন্য সূত্রকার চতুর্থ সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। অনেকে যে বেদকে কর্ম্মপর বলিয়া ঘোষণা করে, তাহাও এই সূত্রে নিরসন করিতেছেন।

গোপালতাপনী শ্রুতিতে পাওয়া যায়, 'যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়তে'—সকল বেদে যিনি গীত হন অর্থাৎ যাঁহাতে সকল বেদেরই তাৎপর্য্য।

কঠ-উপনিষদেও আছে,—

'সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি' অর্থাৎ সকল বেদ যে বিষ্ণুপদের মহিমা গান করেন।

শ্রীগীতাতেও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্" (গীঃ ১৫।১৫)।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং" (১।১।২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ' 'অভিধেয়,' 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ'—প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি'—প্রাপ্যের সাধন ॥" (মধ্য ২০।১২৪)

অন্যত্র পাওয়া যায়,—

"এইত কহিলুঁ সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচার।
বেদশাস্ত্রে উপদেশে, কৃষ্ণ—এক সার ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩)
"বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ—মুখ্য-সম্বন্ধ।
তাঁর জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াগন্ধ ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৪৪)

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পাই,—

"ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥ (২।৪।১৪২)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই প্রসঙ্গে তাঁহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"সেই সেই পুরাণ ও আগম গ্রন্থসকল তত্তদুদ্দিষ্ট দেবতাগণকে চরাচরের মোহ উৎপাদনের জন্য প্রধান বলিয়া কল্পাবধি জল্পনা করিতে থাকুন। সেই সমস্ত আগমাদি ভাল করিয়া দেখিলে সিদ্ধান্তস্থলে বিষ্ণুই একমাত্র ভগবান্ বলিয়া নিশ্চিত"।

সুতরাং পরব্রহ্ম শ্রীভগবানই যে সকল বেদবেদ্য, ইহা প্রতিপাদিত হইল। কিন্তু কেহ কেহ ইহাতে সংশয়মূলে পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, বেদে প্রায়ই কর্ম্মের বিধান দৃষ্ট হয়, সুতরাং বিষ্ণুর সকল বেদবেদ্যত্ব যুক্তিযুক্ত বলা যায় কি প্রকারে? এই পূর্ব্বপক্ষ নিরসনের জন্যই সূত্রকার চতুর্থ সূত্রের অবতারণা করিয়া বলিলেন যে, বিষ্ণুর সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব যুক্তিযুক্ত, কারণ উপক্রম-উপসংহারাদি ছয়টি প্রমাণের দ্বারা উত্তমরূপে বিচার করিলে তাৎপর্য্য-বোধক প্রমাণে বিষ্ণুর বেদবেদ্যত্ব অবগত হওয়া যায়। নতুবা পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র-বাক্যগুলি এবং স্বয়ং শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাক্যের সঙ্গতি হয় না।

শাস্ত্রীয় বাক্যগুলি অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে প্রতিপন্ন করাকেই সমন্বয় বলে। আজকাল অনেক অর্ব্বাচীন সবই এক বলিয়া গোঁজামিল দেওয়াকে সমন্বয় বলিয়া থাকে। একে তো অনেকে শাস্ত্র মানিতেই চায় না, তারপর আবার অন্বয় ও ব্যতিরেক বিচারের দ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে অক্ষম হইয়া শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য-বিষয় নির্ণয় করিতে পারে না। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে পাওয়া যায়—"মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।"

হংসগুহ্যে কথিত (ভাঃ ৬।৪।৩১) "যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং" শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"যদি প্রশ্ন হয় যে, একই ব্রহ্ম যখন এই বিশ্বসংসারের একমাত্র কারণ, তখন অদ্বৈতবাদিগণ সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত ভেদ স্বীকার করেন না; নৈয়ায়িকগণ ষোড়শ পদার্থকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন। দ্বৈতবাদিগণ তাহাদের সহিত বিবাদ করেন; বৈশেষিকগণ বিশেষকে স্বীকার করেন। মীমাংসকগণ অনীশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরাধীন আত্মাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করেন এবং স্বকর্ম্মদ্বারা জীবই সৃষ্ট্যাদির হেতু বলেন আর স্বভাববাদিগণ স্বভাবকেই জগতের কারণ বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন ও পরস্পর বিবাদ করেন কেন? বিশেষতঃ তত্ত্ববাদিগণ তত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ত্তৃক প্রতিবোধিত হইয়াও মোহপ্রাপ্ত হন কেন? তদুত্তরে জানা যায় যে, ভগবানের মায়াবিদ্যাশক্তিসমূহই তত্ত্ববাদিগণের বিবাদ, সংবাদ এবং মোহ-প্রাপ্তির কারণ। কেননা, আলোচ্য শ্লোকের 'অনন্তগুণায়'-শব্দে শ্রীভগবানের গুণগণের অনশ্বরত্ব ও নিঃসীমত্ব কথিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া পৃথিবীর উক্তি—"হে ভগবন্! এই সকল এবং অন্যান্য মহদ্‌গুণসকল যাহাতে নিত্য অক্ষয় হইয়া বর্ত্তমান" (ভাঃ ১।১৬।৩০); শ্রীসূতোক্তি—"প্রাকৃতগুণরহিত যে ভগবানের গুণসমূহের শিবব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণও ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই," (ভাঃ—১।১৮।১৪) এবং "অশেষজ্ঞানশক্তিবল-ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-তেজ—যাহা হেয় গুণাদি রহিত হইয়া ভগবচ্ছব্দবাচ্য—এই পরাশরোক্তি হইতে ভগবানের গুণসমূহ অপ্রাকৃত জানিয়াও যাহারা অবাস্তব অর্থাৎ অনিত্য জানে ও বলে, তাহারা অপরাধী, সুতরাং তাহারা অবিদ্যা দ্বারা মুগ্ধ হইবে না কেন?"

শ্রীমদ্ভাগবতের "যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ," (৬।৪।৩১) শ্লোকে প্রজাপতি দক্ষ কহিলেন,—বাদিগণের সম্বন্ধে যাঁহার শক্তিসকল বিবাদ ও সংবাদ উৎপন্ন করে এবং মুহুর্মুহুঃ উহাদের আত্মমোহ জন্মাইয়া দেয়, সেই অনন্তগুণস্বরূপ ভূমা পুরুষকে আমি নমস্কার করি।

আরও পাওয়া যায়,—

"যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্‌গৃহ্য বদতাং কিংনু দুর্ঘটম্॥" (১১।২২।৪)

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র যুক্ত হইয়াছে; কেননা মদীয় মায়া অবলম্বন-পূর্ব্বক যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের পক্ষে দুর্ঘট কিছুই নয়। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের মায়া অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি; সুতরাং অনেকস্থলে সত্যকে গোপন করিয়া মিথ্যাকে প্রতিপন্ন করিতে পারেন। সেই মায়ার আশ্রয়ে কপিল, গৌতম, জৈমিনি ও কণাদাদি ব্রাহ্মণগণ বহুতর অসারবাক্য যুক্ত-বাক্যের ন্যায় প্রকাশ করিয়াছেন।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়,—

"মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানাবাদ।
ইহার কি দোষ—এই মায়ার প্রসাদ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে ত্বহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি॥" (ভাঃ ১১।২১।৪২-৪৩)

এই শ্লোক-প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমৃতপ্রবাহভাষ্যে পাই,—

"বেদবচন সকল কাঁহাকে বিধান করে এবং কাঁহাকেই বা প্রতিপন্ন করে, কাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বিকল্পনা করে—বেদের এইরূপ তাৎপর্য্য আমি ব্যতীত আর কেহ জানে না। আমি বলিতেছি,—আমাকেই বেদ-বচন সকল সাক্ষাৎ বিধান ও অভিধান করে এবং আমাকেই বিকল্পনা দ্বারা উক্তি করে। আমিই সর্ব্ববেদার্থের একমাত্র তাৎপর্য্য। বেদ মায়া-মাত্রকে বিচার করিয়া তাহাকে পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষেধ করতঃ প্রসন্ন (বিচারাদি হইতে শান্ত) হয়।

শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য জানিতে হইলে যেমন উপক্রমাদি ছয়টি প্রমাণের দ্বারা বিচার করা দরকার, সেইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে সকল বিষয় বিচার-পূর্ব্বক তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে 'অন্বয়াদিতরশ্চ' এবং চতুঃশ্লোকী ভাগবতের 'অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা' (২।৯।৩৫) কথাগুলি এতৎ প্রসঙ্গে আলোচ্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি, কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥" (মধ্য ২০।১৪৬)

শ্রীল প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"রূঢ়ি ও লক্ষণাবৃত্তি, অথবা অন্বয় ও ব্যতিরেক দর্শনেও কৃষ্ণই বেদের প্রতিপাদ্য-বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট।"

তবে যে কর্ম্মকাণ্ডের বিধান বেদে বহুলভাবে পরিদৃষ্ট হয়, উহা কেবল তত্তদধিকারীর রুচি উৎপাদনের জন্য। কিন্তু যখন লোক বুঝিবে যে, কর্ম্ম-কাণ্ডের ফলগুলি অনিত্য, ব্রহ্মই নিত্য; তখনই জীবের ব্রহ্ম-বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা ও সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিবে। ইহাতে দেখা যায় যে, পরিণামে বেদের তাৎপর্য্য ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হয়। যেমন দেখা যায়, নিবৃত্তি উদ্দেশ করিয়াই প্রবৃত্তি-মার্গের বিধান দেওয়া হইয়াছে, 'লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা··· নিবৃত্তিরিষ্টা' (ভাঃ ১১।৫।১১)

আচার্য্য শঙ্করও এই সূত্রের অর্থে বলিয়াছেন,—উপনিষদের বাক্যগুলি তাৎপর্য্যমূলে ব্রহ্মেই অনুগত।

যাহা হউক, শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে হইলে শ্রুতি বলেন,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥"

ব্রহ্মাও বলিয়াছেন,—

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্"॥৪॥

অবতরণিকা ভাষ্য—অথোক্তবক্ষ্যমাণসমন্বয়োপপত্তয়ে ব্রহ্মণোঽবাচ্যত্বং নিরস্যতে। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইতি তৈত্তিরীয়কে। "যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে তদেব ব্রহ্ম তদ্বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসত" ইতি কেনোপনিষদি চ পঠ্যতে। তত্র সংশয়ঃ;—অশব্দং শব্দবাচ্যং বা ব্রহ্মেতি? শ্রুতিস্বারস্যাদশব্দং তৎ, অন্যথা স্বপ্রকাশতাহানাৎ। "যতোঽপ্রাপ্য নিবর্ত্তন্তে বাচশ্চ মনসা সহ। অহঞ্চান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নম" ইতি স্মৃতেশ্চেত্যেবং প্রাপ্তে নিরাকর্ত্তুমাহ—

অবতরণিকা ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর পূর্ব্বে বর্ণিত ও পরে বক্তব্য ঈশ্বরের বেদবেদ্যত্ব সমন্বয়ের সঙ্গতি-রক্ষার্থ ব্রহ্মের অবাচ্যত্ব নিরাস করিতেছেন,—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা আছে—যাঁহাতে শব্দ বিমুখ হয় এবং মনও তাঁহাকে না পাইয়া তাঁহাতে নিবৃত্ত হয়। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের (পরমেশ্বরের) অবাঙ্‌মনসগোচরত্ব বলা হইয়াছে; আবার কেনোপ-নিষদে পঠিত আছে—'যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে' ইত্যাদি—যাঁহা বাক্য-দ্বারা প্রকাশ্য নহেন, বরং বাক্যই যাঁহাদ্বারা প্রকাশিত হয়, তাঁহাই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও, যাহাকে উপাসনা করে, ইহা ব্রহ্মপদার্থ নহে'—এই বাক্য দুইটি বিষয়রূপে উপজীব্য করিয়া সংশয় হইতেছে,—ব্রহ্ম শব্দ-বাচ্য অথবা শব্দের

অবাচ্য ? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, শ্রুতির অভিপ্রায়-অনুসারে ব্রহ্ম শব্দের অবাচ্য বলিতে হয়। তাহা না হইলে অর্থাৎ শব্দ-প্রকাশ্য স্বীকার করিলে অন্যপ্রকাশ্য আসিয়া পড়ে, ব্রহ্মের স্বাধীনপ্রকাশতার লোপ হয়। আরও শ্রীমদ্ভাগবতে মৈত্রেয়বাক্যও তাঁহার শব্দ-অপ্রকাশ্যতার প্রমাণ যথা— 'বাক্য মনের সহিত যাহা হইতে স্বরূপ প্রকাশে বিরত এবং আমি, এই অন্য দেবতাগণও যাঁহার স্বরূপ-জ্ঞাপনে অক্ষম, সেই ষড়্গুণৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্‌কে প্রণাম।' —এইরূপে বেদবেদ্যত্ব খণ্ডিত হইয়াছে ; ইহাতে উত্তরপক্ষে উহার খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকা—ব্রহ্মণো বেদ্যত্বমুক্তং। তচ্চ যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত ইতিশ্রুতের্নাভিধয়া শব্দবৃত্ত্যা ভবিতুং যুক্তং ; কিন্তু লক্ষণয়ৈব তয়া ইতি আক্ষেপসঙ্গত্যারভ্যতে। অথোক্তেত্যাদি। যত ইতি। বাচো বেদলক্ষণা গিরো অপ্রাপ্য বিষয়মকৃত্বা যতো ব্রহ্মণঃ সকাশান্নিবর্ত্তন্তে। মনসা সহেতি। মনোঽপি যতো নিবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। যদ্বাচেতি। 'যদ্ব্রহ্ম বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে প্রকাশ্যতে তদ্ব্রহ্মেতি'। শাখাচন্দ্রন্যায়েন কথঞ্চিদ্ভাগলক্ষণয়া লক্ষ্যমিতি পূর্ব্বপক্ষ-বাক্যার্থঃ। সিদ্ধান্তে তু যতো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য স্বরূপগুণপারমলব্ধ্বেত্যর্থঃ। এবং যদ্বাচেত্যত্রাপি বাক্যার্থঃ। নেদমিতি। যদিদং মনঃপ্রভৃতিপ্রতীকরূপং এতচ্চ কাৎস্ন্যাগোচরত্বমগ্রে স্ফুটীকরিষ্যতে। অন্যথেতি শব্দপ্রকাশ্যতা-ভ্যুপগমে সতীত্যর্থঃ। 'যতোঽপ্রাপ্যেতি' শ্রীভাগবতে মৈত্রেয়বাক্যম্। অর্থঃ প্রাগ্বৎ। অত্র ভগবতস্তথাত্বমুক্তং ন তু নির্গুণস্য। তেন শ্রুতাব-প্যেবমেবার্থঃ—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকানুবাদ—'ব্রহ্মণো বেদ্যত্বমুক্তমিত্যাদি'— 'তচ্চ'—সেই ব্রহ্মের বেদ্যত্ব। 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' এই শ্রুতি-প্রমাণে। অভিধানামক শব্দবৃত্তি-দ্বারা তাহা সিদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে, কিন্তু লক্ষণানাম্নী বৃত্তিদ্বারাই হইবে,—এই আক্ষেপরূপ সঙ্গতি ধরিয়া 'অথেত্যাদি' গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। যত ইতি, 'বাচঃ'—অর্থাৎ বেদস্বরূপ বাক্যগুলি, 'অপ্রাপ্য'—ব্রহ্মকে বিষয় না করিয়া, 'যতঃ' —যাহা হইতে, ব্রহ্মের নিকট হইতে, 'নিবর্ত্তন্তে' ফিরিয়া আইসে। 'মনসা সহেতি'—মনও যাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। 'যদ্বাচা অনভ্যুদিতম্'

ইত্যাদি 'যৎ' অর্থাৎ ব্রহ্ম, 'যেন বাগভ্যুদ্যতে' যাঁহার শক্তিতে বাক্য প্রকাশিত হয়। 'তদ্ব্রহ্ম' ইতি—শাখাচন্দ্রন্যায়ে অর্থাৎ বৃক্ষশাখার ফাঁকে ফাঁকে চন্দ্র প্রকাশ পায় সেইরূপ, কোনরূপে ভাগলক্ষণা অর্থাৎ উপাদান লক্ষণাদ্বারা যিনি লক্ষিত হন, ইহাই পূর্ব্বপক্ষে বাক্যতাৎপর্য্য। সিদ্ধান্তপক্ষে—ঐ শ্রুতির অর্থ এইরূপ—'যতো নিবর্ত্তন্তে'—যাহা হইতে বিমুখ হয়, 'অপ্রাপ্য'— তাঁহার স্বরূপ ও গুণের সীমা না পাইয়া। এইরূপ 'যদ্বাচানভ্যুদিতম্' ইত্যাদিবাক্যেরও অর্থ জানিবে। 'নেদমিতি' এই যে মন প্রভৃতির প্রতীক স্বরূপ বলা হয়, ইহাও সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমগ্রভাবে তিনি অগোচর ; ইহাই পরে পরিস্ফুট করিবেন। 'অন্যথা স্বপ্রকাশতা-হানাৎ' ইতি 'অন্যথা' অর্থাৎ শব্দ-দ্বারা ব্রহ্মের প্রকাশ্যতা স্বীকার করিলে। 'যতোঽপ্রাপ্য মনসা সহেত্যাদি' বাক্য শ্রীমদ্ভাগবতে মৈত্রেয়ের উক্তি। ইহার অর্থ—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থের মত। 'অহঞ্চান্য' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শ্রীভগবানের তৎস্বরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু নির্গুণ-স্বরূপ সম্বন্ধে নহে। সেজন্য শ্রুতিতেও এইরূপ অর্থ ধর্ত্তব্য—

ঈক্ষত্যধিকরণম্

সূত্র—ঈক্ষতের্নাশব্দম্ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ—'অশব্দম্' (যাহাতে শব্দ বাচক নহে অর্থাৎ যাহা শব্দবাচ্য নহে) ঈদৃশং ব্রহ্ম (এইরূপ শব্দের দ্বারা অবাচ্য ব্রহ্ম) 'ন' নহে, তবে কি ? তিনি শব্দ বাচ্যই, কি কারণে ? 'ঈক্ষতেঃ' (দর্শনহেতু অর্থাৎ ঔপনিষদ-শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় দর্শনহেতু) যেহেতু 'ঔপনিষদ' শব্দটি উপনিষদা জ্ঞেয়ম্ এই অর্থে উপনিষদ্ শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয়দ্বারা নিষ্পন্ন, অতএব বুঝাইতেছে, সেই পরমেশ্বর উপনিষদ্দ্বারা জ্ঞেয়, অতএব শব্দ-প্রকাশ্য, এইজন্য তাঁহাকে 'অশব্দ' বলা চলে না ॥ ৫ ॥

গোবিন্দভাষ্য—নাস্তি শব্দো বাচকো যস্মিন্ তদশব্দং। ঈদৃশং ব্রহ্ম ন ভবতি। কিন্তু শব্দবাচ্যমেব তৎ। কুতঃ, ঈক্ষতেঃ। "তন্ত্বৌ-

পনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" ইতি প্রষ্টব্যস্য পুরুষস্য ঔপনিষদসমাখ্যা-দর্শনাদিত্যর্থঃ। ভাবে তিপ্ প্রত্যয়স্ত্বার্ষঃ। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" ইত্যাদি বাক্যেভ্যশ্চ। অশব্দন্তু কার্ৎস্ন্যেনাশব্দিতত্বাৎ। দৃষ্টোঽপি মেরুঃ কার্ৎস্ন্যেনাদর্শনাদদৃষ্টঃ কথ্যতে। অন্যথা যত ইতি, অপ্রাপ্যেতি, অনভ্যুদিতমিতি, তদেব ব্রহ্মেতি চ ব্যাকুপ্যেৎ। স্বাত্মনা বেদেন জ্ঞাপনং খলু স্বপ্রকাশতয়া ন বিরুদ্ধ্যতে। তস্য স্বাত্মকত্বং তু উপরি বক্ষ্যতে। তস্মাৎ শব্দবাচ্যং ব্রহ্ম ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রান্তর্গত 'অশব্দ' শব্দটির প্রকৃতিপ্রত্যয়লভ্য অর্থ ভাষ্যকার দেখাইতেছেন—'নাস্তি শব্দঃ' অর্থাৎ বাচক, 'যস্মিন্' যাহাতে, তাহাই 'অশব্দম্' অর্থাৎ শব্দবাচ্য নহে, ব্রহ্ম ঈদৃশ নহেন, কিন্তু ব্রহ্ম শব্দ-বাচ্যই। কি কারণে? উত্তর 'ঈক্ষতেঃ' ঈক্ষণহেতু অর্থাৎ 'তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি' —'আমি সেই উপনিষৎশাস্ত্র-বেদ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি'—ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, প্রশ্নের বিষয়ীভূত পুরুষ (আত্মা) ঔপনিষদ; উপনিষদ্‌বেদ্যত্ব পুরুষেরই বুঝা যাইতেছে। ইহা ঔপনিষদ-শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়া কথিত হইতেছে। 'ঈক্ষতি' শব্দটি দর্শনার্থক 'ঈক্ষ্' ধাতুর ভাববাচ্যে তিপ্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন, কিন্তু তিপ্ প্রত্যয় কর্তৃবাচ্যে হয়, ভাববাচ্যে হইবে কেন? উত্তর—উহা আর্ষ-প্রয়োগ। শুধু ঔপনিষদ শব্দের সমাখ্যা (ব্যুৎপত্তি) দেখিয়া নহে; কিন্তু বেদ হইতেও ব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্ব অবগত হওয়া যায়, যথা—'সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি' সকল বেদ যে ব্রহ্ম-পদের বর্ণনা বহুশঃ করিয়াছেন। তবে যে, শ্রুতিদ্বারা তাঁহার অবাচ্যত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ কৃৎস্নভাবে অর্থাৎ সর্ব্বাংশে তিনি শব্দ-প্রকাশ্য নহেন—এই তাৎপর্য্যে; এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত—যেমন কেহ সুমেরু পর্ব্বত দেখিলেও সর্ব্বাংশে অদর্শনহেতু বলে, আমি মেরু দেখি নাই। অন্যথা—এইরূপ অর্থ না করিলে, 'যতো বাচোনিবর্ত্তন্তে' ইত্যাদি শ্রুতির, 'অপ্রাপ্য মনসা সহ'—এই বাক্যের এবং 'যেন অনভ্যুদিতং' ইত্যাদি শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়। যদি বল, তিনি বেদ-প্রকাশ্য হইলে আর স্ব-প্রকাশ কিরূপে হইবেন? এ-কথাও কিছু নহে, যেহেতু বেদ তাঁহার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ, সেই বেদ-দ্বারা জ্ঞাপন স্ব-প্রকাশ্যত্ব, অতএব কিছুই উক্তি-বিরোধ নাই। বেদের ব্রহ্মাত্মকত্বও পরে বলিব। অতএব শব্দবাচ্য ব্রহ্ম, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ঈক্ষতেরিতি। ভাবে তিপ্ প্রত্যয়স্ত্বার্ষঃ। ঈক্ষতেরিতি ধাতু-বাচক ঈক্ষতিশব্দো লক্ষণয়া ধাত্বর্থেক্ষণপরঃ ঈক্ষিতৃত্বশ্রবণাদিত্যন্যে। অন্যথা যত ইতি। দেবদত্তঃ কাশ্যা নিবৃত্ত ইত্যুক্তে কাশীং স্পৃষ্ট্বৈব নিবৃত্ত ইত্যধিগম্যতে। এবং 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' ইত্যুক্তে কথঞ্চিদ্গোচরং কৃত্বৈব নিবর্ত্তন্তে ইত্যধিগম্যতে; এবং অপ্রাপ্যেত্যত্র প্রকর্ষেণ ন, কথঞ্চিল্লব্ধ্বেত্যর্থঃ প্রতীয়তে। অনভ্যুদিতং অভিতো নোদিতং কিয়দুদিতমেবেত্যর্থঃ। তস্মাৎ তত্র কার্ৎস্ন্যেনাগোচরত্বমেব সাধু ব্যাখ্যাতম্। 'কার্ৎস্ন্যেন নাজোঽপ্যভিধাতুমীশ' ইতি স্মৃতেশ্চ। তস্যেতি বেদস্য। উপরীতি তদ্ধর্ম্মাদ্যধিকরণেষু ইত্যেবং ধ্যেয়ম্ ॥ ৫ ॥

টীকানুবাদ—'ঈক্ষতেরিতি'—'ঈক্ষতি' এই পদটি কিরূপে নিষ্পন্ন হইল, তাহা বলিতেছেন—ঈক্ষ্ ধাতু দর্শনার্থ, ভাববাচ্যে তিপ্ প্রত্যয় আর্ষ, ভাববাচ্যে প্রত্যয়স্থলে কেবল ক্রিয়াকেই বুঝায়, ধাতুবাচক ঈক্ষতি-শব্দটি লক্ষণা-বৃত্তিবলে ধাত্বর্থ ঈক্ষণ-বোধক। কেহ কেহ 'ঈক্ষতেঃ' ইহার অর্থ 'ঈক্ষিতৃত্ব'—দর্শনকারিত্ব অর্থ করেন। অন্যথা ইতি—ঐরূপ কৃৎস্নভাবে এই অর্থ না করিলে, যত ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সঙ্গত হয় না। 'দেবদত্ত কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে' এ-কথা বলিলে যেমন কাশী স্পর্শ করিয়াই নিবৃত্তি বুঝায়, এইরূপ 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' এ-কথায় কিঞ্চিন্মাত্র ব্রহ্মকে গোচর করিয়াই নিবৃত্ত হয়, ইহাই বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ 'অপ্রাপ্য'—ইহার অর্থ—প্রকৃষ্টরূপে না পাইয়া অর্থাৎ কিছু পাইয়া, এই অর্থ প্রতীত হইতেছে। 'বাচা অনভ্যুদিতম্' 'অভিতঃ'—সর্ব্বতোভাবে উদিত—প্রকাশিত নহে, কিন্তু ঈষদুদিত, এই অর্থ। অতএব 'যতো বাচো' ইত্যাদি বাক্যে যে কৃৎস্নভাবে অগোচরত্বই—শব্দাবাচ্যত্ব, ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, ইহা সমীচীনই হইয়াছে। পুরাণাদিস্মৃতি হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়,—যথা 'নাজোঽপ্যভিধাতুমীশঃ' ব্রহ্মাও তাঁহাকে শব্দদ্বারা প্রকাশ করিতে সমর্থ নহেন। 'তস্য স্বাত্মকত্বম্'—তস্য অর্থাৎ বেদের। 'উপরি'—পরে অর্থাৎ তদ্ধর্ম্মাধিকরণ-সমুদায়ে 'ইত্যেবং ধ্যেয়ম্'—এইরূপ বিচার করিবে ॥ ৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্ম বেদবেদ্য এই কথা বলিলে তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে কথিত আছে, 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' অর্থাৎ

যাঁহাকে না পাইয়া মন ও বাক্য ফিরিয়া আসে, সুতরাং অবাঙ্-মনস-গোচর বস্তু কি প্রকারে শব্দবাচ্য হইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ কেনোপনিষদেও পাওয়া যায়,—'যদ্বাচানভ্যুদিতম্' অর্থাৎ যাঁহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ্য নহে, বরং বাক্যই যাঁহা দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। যদি ব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঐ সকল শ্রুতির সঙ্গে বিরোধ ঘটে এবং ব্রহ্মের স্বতঃপ্রকাশতারও হানি ঘটে।

শ্রীমদ্ভাগবতে মৈত্রেয়ের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"যতোঽপ্রাপ্য ন্যবর্ত্তন্ত বাচশ্চ মনসাসহ।
অহঞ্চান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥" (৩।৬।৪৫)

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার ৫ম সূত্রের অবতারণা করিলেন। যাহাতে শব্দ বাচক নহে, তাহাই অশব্দ, কিন্তু ব্রহ্ম শব্দবাচ্য। ঈক্ষণহেতু অর্থাৎ দেখা যায়—এই হেতু। কারণ 'সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি'—বাক্যে সকল বেদ যাঁহার পদের পুনঃ পুনঃ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে যে তৎসম্বন্ধে শব্দের অবাচ্যত্ব শ্রুতি-স্মৃতি বলিয়াছেন, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, কৃৎস্নভাবে অর্থাৎ সর্ব্বাংশে শব্দ প্রকাশ করিতে পারে না; আর আংশিক পারেই। শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়,—"শব্দ ব্রহ্ম ও পর ব্রহ্ম উভয়ই তাঁহার তনু" সুতরাং বেদ তদভিন্ন, তদ্দ্বারা প্রকাশিত হইলেও তাঁহার স্বপ্রকাশতার হানি হইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানও বলিয়াছেন,—

"মমাহমেবাভিরূপ-কৈবল্যাৎ, অদ্যাপি ব্রহ্মবাদো ন মৃষা ভবিতুমর্হতি।" (৫।৩।১৬)

'অশব্দ' প্রভৃতি-দ্বারা প্রাকৃত শব্দাদিই নিষিদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ প্রাকৃত শব্দ বা ইন্দ্রিয়াদি তাঁহাকে গোচরীভূত করিতে পারে না। ইহাই অবাঙ্ মনসগোচর শব্দের তাৎপর্য্য। কিন্তু ভক্তের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত তিনি হন।

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"পরমভক্তিযোগানুভাবেন পরিভাবিতান্তর্হৃদয়াধিগতে ভগবতি" (৫।১।২৭)॥ ৫॥

অবতরণিকা ভাষ্য—স্যাদেতৎ। বাচ্যত্বেনেক্ষিতঃ পুরুষঃ সগুণোঽস্তু তত্র গৃহীতশক্তয়ো বেদাঃ শুদ্ধে পূর্ণে বাচ্যলক্ষণয়া পর্য্যবস্যেযুরিতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা ভাষ্যানুবাদ—স্যাদেতদিত্যাদি—যদি বক্ষ্যমাণ (আমি পরে যাহা বলিব সেই) আমার বাক্য যুক্তিযুক্ত না হয়, তবে তোমার কথিত অর্থ সিদ্ধ হইতে পারে। সেই বক্ষ্যমাণ বাক্যটি কি? উত্তর—'বাচ্যত্বেনেক্ষিত' ইত্যাদি—পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন, যিনি বাচ্য পুরুষ, তিনি সগুণ পুরুষ হউন, তাহাতেই বেদবাক্যগুলির শক্তিগ্রহ আছে, কিন্তু বেদবাক্যসমূহের বাচ্য অর্থের নির্গুণ ব্রহ্মে বাধ হওয়ায় লক্ষণা-দ্বারা শুদ্ধ পূর্ণ ব্রহ্ম-অর্থে পর্য্যবসান বলিব। ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন,—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকা—স্যাদেতদিতি। যদি বক্ষ্যমাণং মদ্বাক্যং নোপপদ্যেত তর্হি ত্বয়া যদুক্তং তৎ স্যাৎ সিধ্যেদিত্যর্থঃ। বক্ষ্যমাণমাহ বাচ্যত্বেনেত্যাদি—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকানুবাদ—স্যাদেতদিতি—পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—হাঁ, ইহা হইতে পারে, যদি আমার বাক্য সঙ্গত না হয়। আমি বলিব সগুণব্রহ্ম শব্দবাচ্য, তাহাতেই বেদবাক্যগুলির শক্তিগ্রহ হয়, নির্গুণ ব্রহ্মে উহা (শব্দবাচ্যত্ব) বাধিত হওয়ায় লক্ষণাবলে বেদবাক্যগুলির অর্থবোধকতা। এই আক্ষেপের উত্তরে বলিতেছেন,—'গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ'—

সূত্র—গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ॥ ৬॥

সূত্রার্থ—'চেৎ' (যদি) 'গৌণঃ' (শুদ্ধ নিরুপাধিক ব্রহ্ম, বাচ্যরূপে গৃহীত সগুণ ব্রহ্মের লক্ষণাদ্বারা বোধ্য) 'ন' (হইতে পারেন না) কারণ, 'আত্মশব্দাৎ'—(শ্রুতিতে নির্গুণ পুরুষকেই আত্মন্ শব্দদ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে, অতএব পূর্ণব্রহ্ম লাক্ষণিক নহে, কিন্তু অভিধেয়)॥ ৬॥

গোবিন্দভাষ্য—বাচ্যত্বেন দৃষ্টোঽসৌ সত্ত্বোপাধিকো ন ভবেৎ। কুতঃ, আত্মশব্দাৎ। "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ" ইতি বাজসনেয়কে। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা" ইত্যৈতরেয়কে চ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বস্য পুরুষস্য আত্মশব্দেন অভিধানাৎ। তস্য শব্দস্য পূর্ণে ব্রহ্মণি মুখ্যবৃত্ততা প্রাগভানি। "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি শব্দ্যতে। মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণকারণে"॥ ইত্যাদিস্মৃত্যা চ পূর্ণস্য শুদ্ধস্য বাচ্যতা। ন হ্যবাচ্যঃ শব্দিতুং শক্যঃ॥ ৬॥

ভাষ্যানুবাদ—যাঁহাকে বাচ্য বলিয়া জানা হইয়াছে, উনি সগুণ ব্রহ্ম নহেন। কেননা, আত্মন্ শব্দ ভূয়োভূয়ঃ তাহাতে প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই শ্রুতিগুলি এই প্রকার—'আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ' ইহা বাজসনেয় উপনিষদের অন্তর্গত। তাৎপর্য্য এই—সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়কালে পুরুষাখ্য আত্মাই কেবল ছিলেন। তথা ঐতরেয়ক উপনিষদে শ্রুত—'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা' ইতি, সৃষ্টির পূর্ব্বে—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এক আত্মা ছিলেন, আর কিছুই প্রকাশমান ছিল না, সৃষ্টির আরম্ভে সেই পুরুষ—আত্মা ইচ্ছা করিলেন, আমি লোক সৃষ্টি করিব। অতএব এই শ্রুতি সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষকে 'আত্মন্' শব্দে অভিহিত করিতেছে। পূর্ব্বে—'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সূত্রভাষ্যে সেই পূর্ণব্রহ্মেই ঐ শব্দের মুখ্যা বৃত্তি, উক্ত হইয়াছে, লক্ষণা নহে। আরও শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে—'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ' ইত্যাদি—তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বকেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎ শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপ বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে—'শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে' ইত্যাদি মহর্ষি পরাশর মৈত্রেয়কে বলিতেছেন, হে মৈত্রেয়! যিনি শুদ্ধ, পারমেশ্বর্য্যাদি-বিশিষ্ট, সকল কারণের যিনি কারণ, সেই পরব্রহ্মই ভগবৎশব্দের বাচ্য, ইত্যাদি বহু পুরাণবাক্য-দ্বারা পূর্ণ, নিরুপাধি, নির্গুণ ব্রহ্মই শব্দদ্বারা বাচ্য বলা হইয়াছে। যদি তিনি অবাচ্যই হইবেন, তবে তাঁহাকে কখনই শব্দদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না॥ ৬॥

সূক্ষ্মা টীকা—অসৌ পুরুষঃ, মিষৎ প্রকাশমানং, প্রাক্ জন্মাদিসূত্রভাষ্যে। বদন্তীতি শ্রীভাগবতে। অদ্বয়মেকম্। শুদ্ধ ইতি শ্রীবৈষ্ণবে। শব্দিতুং শব্দগোচরতাং নেতুম্॥ ৬॥

টীকানুবাদ—'বাচ্যত্বেন দৃষ্টোঽসৌ' যাঁহাকে বাচ্য বলিয়া জানা গিয়াছে, সেই পুরুষ সগুণ হইতে পারেন না। 'অসৌ—ঐ পুরুষ। 'মিষৎ' অর্থাৎ প্রকাশমান, 'প্রাক্'—পূর্ব্বে অর্থাৎ 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ইত্যাদি সূত্রভাষ্যে,—'বদন্তি'—বলিয়া থাকেন শ্রীমদ্‌ভাগবতে। 'অদ্বয়ম্'—এক। শুদ্ধ ইত্যাদি শ্লোক বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত। 'শব্দিতুং'—অর্থাৎ শাব্দবোধের বিষয় করাও (যায় না)॥ ৬॥

সিদ্ধান্তকণা—এখন যদি এরূপ পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, ব্রহ্ম যদি শব্দবাচ্যই হন, তাহা হইলে তাঁহাকে সগুণ ব্রহ্ম বলা যাক্। এবং লক্ষণাবৃত্তির বলে শুদ্ধ ও পূর্ণ নির্গুণ ব্রহ্মে প্রয়োগ বলা হউক। ইহার উত্তরে সূত্রকার ৬ষ্ঠ সূত্রের অবতারণা করিয়া বলিতেছেন,—যাঁহাকে বাচ্য বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়, তিনি সগুণ ব্রহ্ম নহেন; কারণ বাজসনেয় উপনিষদে এবং ঐতরেয় উপনিষদে পুনঃপুনঃ 'আত্মা' শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। সুতরাং উহা শ্রুতির অভিধা-বৃত্তিতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'জন্মাদ্যস্য'-সূত্রে তাহা বর্ণিত হইয়াছে, অবাচ্যবস্তু কখনও শব্দের দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ' ১।২।১১ শ্লোকে অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্বকেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণেও পরাশর ঋষি মৈত্রেয়কে বলিয়াছেন যে, সেই শুদ্ধ, সকল কারণের কারণ পরমেশ্বরই ভগবৎশব্দের বাচ্য। সুতরাং পূর্ণ ব্রহ্মই বেদবেদ্য ও বেদের অভিধাবৃত্তির লক্ষিতব্য।

শ্রীগীতাতেও "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য" (১৪।২) শ্লোকেও উহা ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন মতাবলম্বিগণ বিভিন্ন প্রকারে উপদেশ করিলেও সেই উপদেশ সমূহ ভ্রমজনিতই হইয়া থাকে। উহা তত্ত্বদৃষ্টিজাত নহে। "জনিমসতঃ সতো মৃতিমুতাত্মনি যে চ ভিদাং" ১০।৮৭।১১ শ্লোক আলোচ্য॥ ৬॥

সূত্র—তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ—'তন্নিষ্ঠস্য' (নির্গুণ পরব্রহ্মে ঐকান্তিকভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে) মোক্ষোপদেশাৎ' (মুক্তির কথা বলা হইয়াছে, এজন্য শব্দবাচ্য ব্রহ্মকে—সগুণ বলা যায় না।) ॥ ৭ ॥

গোবিন্দভাষ্য—চতুর্ষু নেত্যনুবর্ত্ততে। তৈত্তিরীয়কে। "অসদ্বা ইদমগ্র আসীত্ততো বৈ সদজায়ত তদাত্মানং স্বয়মকুরুতেত্যারভ্য যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যে অনিরুক্তেঽনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতেঽথ সোঽভয়ং গতো ভবতি যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি" ইতি প্রপঞ্চাতীতে বেদবাচ্যে বিশ্বকর্ত্তরি তস্মিন্ পরব্রহ্মণি পরিনিষ্ঠিতস্য বিমুক্তিকথনান্ন স গৌণঃ। তস্য গৌণত্বে তদ্ভক্তস্য মুক্তিঃ ন ভূয়াৎ। নির্গুণঃ পরমাত্মা তস্যানুবৃত্ত্যা মোক্ষঃ স্মর্য্যতে। "হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ" ইতি ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রে 'ন' এই নিষেধার্থক শব্দ নাই কিন্তু 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' এই সূত্র হইতে 'ন' পদটি অনুবৃত্ত হইতেছে, এইরূপ চারিটি সূত্রে তাহার অনুবৃত্তি। কেন সগুণ ব্রহ্ম নহে, তাহার কারণ শ্রুতি-প্রমাণদ্বারা দেখাইতেছেন,—যথা তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে 'অসদ্বা ইদমগ্র আসীদ্' ইত্যাদি 'ইদং'—এই পরিদৃশ্যমান স্থূল জগৎ, 'অগ্রে'—সৃষ্টির পূর্ব্বে, 'অসৎ'—সূক্ষ্মরূপে, 'আসীৎ'—ছিল, অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র ছিলেন, তাহাতে জগৎ বিলীন ছিল। ততঃ—চিচ্ছক্তিযুক্ত সেই সূক্ষ্ম ব্রহ্ম হইতে, সৎ—স্থূলজগৎ, 'অজায়ত'—অভিব্যক্ত হইল। 'তদ্'—প্রকাশস্বভাব, সেই ব্রহ্মই, (নিজে) 'আত্মানম্'—চিচ্ছক্তিযুক্ত নিজেকে 'অকুরুত'—স্থূল জগদ্রূপে রচনা করিলেন। এই শ্রুতি হইতে আরম্ভ করিয়া 'যদা হ্যেবৈষঃ অথ তস্য ভয়ং ভবতি' ইত্যন্ত শ্রুতিতে পরব্রহ্মের সৃষ্টির কথা বলা হইতেছে—'যদা'—যখন, 'এষঃ'—এই প্রমাতা (জ্ঞানকর্ত্তা) জীব, 'অদৃশ্যে' দ্রষ্টা, এবং 'অনাত্ম্যে'—স্বর্গাদিভোগ্যবস্তু হইতে পৃথক্ অর্থাৎ ভোক্তা, 'অনির্বাচ্যে'—কৃৎস্নভাবে নির্বচনের অগোচর, 'অনিলয়নে'—প্রকাশকরহিত অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশমান, পরমাত্মায় ঐকান্তিকী ভক্তি করে, তখন সে

অভয় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মুক্ত হয়। কিন্তু যখন জীব তাহা হইতে অল্প ব্যবধান প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বিমুখ হয়, তখন তাহার ভয় অর্থাৎ সংসার বন্ধন হয়। এইরূপে বিশ্বের অতীত বেদদ্বারা বাচ্য, বিশ্বকর্ত্তা সেই পরমেশ্বরে ভক্তিমান্ জীবের বিমুক্তির সন্ধান পাওয়ায় সেই ঈশ্বর গৌণ অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম নহেন। সেই ঔপনিষদ পুরুষ যদি সগুণ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ভক্তের মুক্তির উপদেশ সঙ্গত হইত না। যিনি নির্গুণ পরমাত্মা, তাঁহার ভক্তিদ্বারা মোক্ষের কথা শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়, যথা 'হরির্হিনির্গুণঃ সাক্ষাদ্' ইত্যাদি—শ্রীহরিই মায়োপাধি-বিবর্জ্জিত, সত্ত্ব রজস্তমঃ এই ত্রিগুণ সম্পর্কহীন, পরমেশ্বর, যেহেতু তিনি প্রকৃতির ধর্ম্মদ্বারা অসংস্পৃষ্ট, সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তিনি সকলের জ্ঞানকারণ ও সাক্ষিস্বরূপ, তাঁহাকে যিনি ভজন করেন, তিনি নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ হন ॥ ৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তন্নিষ্ঠস্যেতি। চতুর্ষু সূত্রেষু। অসদ্বা ইতি। ইদং জগৎ অগ্রে সৃষ্টেঃ প্রাক্ অসৎ সূক্ষ্মং। ব্রহ্মৈবাসীত্তস্মিন্ বিলীনমাসীদিত্যর্থঃ। ততোঽসতঃ সূক্ষ্মাৎ ব্রহ্মণঃ সৎ স্থূলং জগদজায়ত। তদ্ব্রহ্মৈব স্বয়মাত্মানমকুরুত; সূক্ষ্মং চিদচিচ্ছক্ত্যুপেতং স্বং স্থূলং চিচ্ছক্ত্যুপেতং সজ্জগদ্রূপমরচয়ত। চিতিশক্তৌ ধর্ম্মভূতং জ্ঞানং বিকাশঃ স্থৌল্যং। অচিতি তু মহদাদ্যবস্থেতি বোধ্যং। যদা হ্যেবেতি। এষ প্রমাতা জীবঃ। এতস্মিন্ পরমাত্মনি। অদৃশ্যে দৃশ্যভিন্নে দ্রষ্টরি। অনাত্ম্যে। আত্ম্যং স্বর্গাদিভোগ্যং বস্তু তদ্ভিন্নে—ভোক্তরি। অনিরুক্তে গুণানন্ত্যাৎ কৃৎস্ননির্বচনাগোচরে। অনিলয়নে নিলয়নং প্রকাশস্তদ্রহিতে স্বয়ং প্রকাশমানে। প্রতিষ্ঠাং স্থিতিং। ঐকান্তিকীং ভক্তিমিত্যর্থঃ। অভয়ং তদ্ধেতুত্বাৎ। অভয়ং গতো ভবতি বিমুচ্যতে ইত্যর্থঃ। উদরমল্পং। অন্তরং বিচ্ছেদম্ কপটলক্ষণং। পরিনিষ্ঠিতস্য ঐকান্তিকভক্তস্য। ন স গৌণঃ ইতি। স ঔপনিষদসমাখ্যয়া বেদে দৃষ্টঃ। পুরুষো গৌণঃ ন সত্ত্বোপাধিকো নেত্যর্থঃ। হরির্হীতি শ্রীভাগবতে। প্রকৃতেরুপাধিতঃ পরস্তদ্ধর্ম্মৈরসংস্পৃষ্টঃ। স্বতএব নির্গুণঃ, তত্র হেতুঃ, সাক্ষাদেব পুরুষঃ ঈশ্বরঃ। ন তু প্রতিবিম্ববদ্ব্যবধানেনেত্যর্থঃ। অতএব সর্ব্বেষাং শিবাদীনাং দৃক্ জ্ঞানং যস্মাৎ তাদৃশঃ সন্নুপদ্রষ্টা তদাদিসাক্ষী ভবতি। ভজন্নির্গুণো গুণাতীতফলভাগ্জনো ভবেদিতি ॥ ৭ ॥

টীকানুবাদ—'তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ন' এই নঞ্ পদটি পর পর চারটি সূত্রে অনুবৃত্ত হইবে। 'অসদ্বা' ইতি-শ্রুতির ব্যাখ্যা 'ইদং'—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, 'অগ্রে'—সৃষ্টির প্রাক্‌কালে, 'অসৎ'—সূক্ষ্মভাবে ছিল। ব্রহ্মরূপেই ছিল অর্থাৎ ব্রহ্মে বিলীন হইয়া ছিল। 'ততঃ'—সেই সূক্ষ্ম ব্রহ্ম হইতে স্থূল এই জগৎ অভিব্যক্ত হইল। চিৎ ও অচিৎ-শক্তিযুক্ত সেই ব্রহ্মই নিজে (অন্যের সহায়তা ব্যতিরেকে) নিজেকে চিচ্ছক্তিযুক্ত স্থূল জগদ্রূপে রচনা করিলেন। চিচ্ছক্তিতে জ্ঞান ধর্ম্মস্বরূপ, তাহার বিকাশের নাম স্থূলতা। যাহা অচিৎ, তাহাতে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অবস্থা; ইহা জ্ঞাতব্য। 'যদা হেবেতি'—যখন এই সুখদুঃখাদির অনুভবকারী জীবাত্মা, এই পরমেশ্বরে; (যিনি দৃশ্যবস্তু নহেন কিন্তু দ্রষ্টা, যিনি অনাত্ম্য অর্থাৎ স্বর্গাদি-ভোগ্যবস্তু হইতে পৃথক্—অর্থাৎ ভোক্তা, যিনি অনন্তগুণসম্পন্ন বলিয়া অনিরুক্ত—অর্থাৎ সর্ব্বাংশ নির্বচনের অগোচর, এবং অনিলয়ন—প্রকাশক-সাপেক্ষ নহেন—স্বয়ং প্রকাশমান), পরমাত্মায় ঐকান্তিকী ভক্তি করেন, তখন তিনি অভয় অর্থাৎ অভয়ের কারণত্বনিবন্ধন অভয় প্রাপ্ত হন। আর যখন জীব এই ব্রহ্মে ঈষন্মাত্র বিচ্ছেদ অর্থাৎ কপটময় ব্যবধান প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহার সংসারবন্ধন হইয়া থাকে। এইহেতু ঈশ্বরের ঐকান্তিক ভক্তের উপাস্য সেই শব্দবাচ্য ব্রহ্ম সগুণ হইতে পারেন না। 'সঃ' অর্থাৎ উপনিষদ্বেদ্যরূপে যাঁহাকে বেদে জ্ঞাত করা হইয়াছে, তিনি, 'গৌণঃ ন'—সত্ত্বোপাধি-সম্পন্ন নহেন। 'হরির্হি' ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্‌ভাগবতে ধৃত। তিনি, 'প্রকৃতেঃ'—উপাধিত্রয় হইতে, 'পরঃ'—উপাধি-ধর্ম্মে অসংস্পৃষ্ট। তিনি স্বতঃই নির্গুণ। সে-বিষয়ে হেতু—যেহেতু তিনি সাক্ষাৎই ঈশ্বর। সাক্ষাৎ শব্দের তাৎপর্য্য—প্রতিবিম্বের মত পরম্পরায় বা ব্যবধানে নহেন। এইজন্য সর্ব্বদৃক্—সকলের—শিব প্রভৃতি দেবতার দৃক্ অর্থাৎ জ্ঞান যাহা হইতে হয়। অর্থাৎ শিবাদির জ্ঞানের উৎপাদক। তাদৃশ হইয়া যিনি উপদ্রষ্টা—সকলের সাক্ষী। 'ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ'—তাঁহাকে যে ভজনা করে সেই ভক্ত গুণাতীত ফলভাগী হন ॥ ৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বেদাদি-শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম যে সগুণ হইতে পারেন না; তাহার কারণস্বরূপে সূত্রকার এই ৭ম সূত্রের অবতারণা পূর্ব্বক বলিতেছেন

যে, সেই ব্রহ্মে নিষ্ঠাযুক্ত ব্যক্তির মোক্ষলাভ হয়, এই উপদেশ পাওয়া যায়। সুতরাং যাঁহাতে নিষ্ঠার ফলে নির্গুণ ফল—মোক্ষলাভ হয়, তিনি কখনই সগুণ হইতে পারেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ ॥" (১০।৮৮।৫)

অর্থাৎ শ্রীহরি সর্ব্বদর্শী, প্রকৃতির অতীত, সাক্ষী ও সাক্ষাৎ গুণাতীত পুরুষোত্তম তত্ত্ব। তাঁহার আরাধনা করিলে পুরুষও তাদৃশ গুণাতীতই হন।

এই শ্রীভগবান-বিমুখ হইলে, তাহার কি গতি হয়, তাহাও শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়,—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা"।
(ভাঃ ১১।২।৩৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব-অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥
সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥"

শ্রীগীতাতেও পাওয়া যায়,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥" (৭।১৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুক-বাক্যেও পাই,—

"বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ।
মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেঽকল্পনায় চ ॥" (১০।৮৭।২)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥" (১।৭।১০)

শ্রীভগবান্ মুক্তপুরুষগণেরও আরাধ্য, সুতরাং তাঁহাকে সগুণ ব্রহ্ম বলিবার চেষ্টা করা ধৃষ্টতা মাত্র। মূলতঃ ব্রহ্ম সর্ব্বদাই নির্গুণ। তিনি কখনই সগুণ হন না।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥" (১।১১।৩৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাই, সবে মায়া পার॥" (আদি ২।৫৪)
"প্রপঞ্চে আসিয়াও প্রপঞ্চাতীত রয়॥"

শ্রীভগবান্ তো সর্ব্বদাই নির্গুণ। এমন কি, তাঁহার আশ্রিত ভক্তও নির্গুণ।

"নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ" (ভাঃ ১১।২৫।২৬)

সুতরাং তাঁহাকে সগুণ বলা অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক। শ্রীগীতার 'অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ' শ্লোক 'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ' শ্লোক সমূহ আলোচ্য। তৎসঙ্গে উহার কি গতি? সে বিষয়ও "মোঘাশা মোঘ-কর্ম্মাণঃ" শ্লোকও আলোচনা করা আবশ্যক।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥"

'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' এই সূত্রের 'ন' অক্ষরটী চারিটি সূত্রেই গ্রহণ করা হইবে। অর্থাৎ এই সকল সূত্রের বলেও শ্রীভগবানকে শব্দের অবাচ্য বলা যাইবে না। সন্তানকে জন্মদাতা পিতার খবর যেমন মাতাই দিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রুতি—মাতৃস্বরূপা হইয়া জগৎপিতা জগদীশ্বরের সংবাদ জীবকে দিয়া থাকেন। স্মৃতিশাস্ত্রও ভগিনীস্বরূপা।

তবে উপনিষদ্-শাস্ত্র পরব্রহ্মের সংবাদ জীবের নিকট উপস্থাপিত করিলেও সর্ব্বাংশে দিতে পারেন না; কারণ "শ্রুতিভির্বিমৃগ্যম্"। অর্থাৎ যেই পদ শ্রুতিও অনুসন্ধান করেন। কিন্তু "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু" (ভাঃ-১।১।২) বিচারে শ্রীমদ্ভাগবতের কৃপায়ই একমাত্র বাস্তব বস্তু জানা যায়। এইজন্যই সর্ব্বশাস্ত্রের সার শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধে ইহাও পাওয়া যায়,—"ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্"—(ভাঃ ১।৩।৪০)।

অতএব ব্রহ্মে ভক্তিনিষ্ঠ হইলে জীবের মোক্ষ-লাভ হয়, এই উপদেশ হেতু, ব্রহ্ম কখনই সগুণ হন না, সগুণ হইলে মোক্ষ লাভ হইত না॥ ৭॥

সূত্র—হেয়ত্ববচনাচ্চ॥ ৮॥

সূত্রার্থ—যদি সেই শব্দবাচ্য ব্রহ্ম সগুণ হইতেন তবে, 'হেয়ত্ববচনাৎ'—যেমন স্ত্রী-পুত্রাদির হেয়তা শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে, সেইরূপ ব্রহ্মেরও হেয়ত্ব উক্ত হইত, কিন্তু তাহা নহে; এজন্য তিনি সগুণ নহেন॥ ৮॥

গোবিন্দভাষ্য—যদ্যসৌ জগৎকর্ত্তা গৌণঃ স্যাত্তর্হি সাধনোপদেশিষু বেদান্তবাক্যেষু স্ত্রীপুংসাদেরিব হেয়ত্বং ব্রূয়ান্ন চৈবমস্তি। কিং গুণহানায় মুমুক্ষুভিরুপাস্যঃ স কীর্ত্ত্যতে? তদ্ভিন্নস্য তু গৌণস্য তদুচ্যতে। "অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ" ইতি। কর্ত্তৃত্বঞ্চেদং শুদ্ধনিষ্ঠমতঃ সত্যত্বাদিরিব মুমুক্ষুধ্যেয়ত্বং বোধ্যং তথাচ নির্গুণএব বাচ্যঃ ইতি॥ ৮॥

ভাষ্যানুবাদ—যদি ঐ শব্দবাচ্য জগৎসৃষ্টিকারী ব্রহ্ম সগুণ হইতেন, তাহা হইলে সাধনের উপদেশকারী বেদান্তবাক্যসমূহ স্ত্রীপুত্রাদির মত তাঁহারও হেয়ত্ব বলিতেন, তাহা তো নাই। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ কি সগুণ ব্রহ্মকে গুণ-হানির উদ্দেশ্যে উপাস্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন? তাহা তো করেন না, কিন্তু তদ্ভিন্ন সংসারী জীবেরই হেয়তা কীর্ত্তিত হয়, যেহেতু বলিয়াছেন,—'অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ' হরিবিষয়ক বাক্যভিন্ন সব বাক্য ত্যাগ করিবে। জগৎ কর্ত্তৃত্ব একমাত্র নিরুপাধিক ব্রহ্মেরই সম্ভব, অতএব শুদ্ধ ব্রহ্মেরই সত্যত্ব,

সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ব প্রভৃতির মত মুমুক্ষুর ধ্যেয়ত্ব জানিবে। তাহাতে নির্গুণ ব্রহ্মই শব্দবাচ্য, ইহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—হেয়ত্বেতি। কীর্ত্ত্যতে। হরির্হীত্যাদৌ। তদন্যস্তু হরীতরস্তু সংসারিজীবস্তু হেয়ত্বন্তু কথ্যত ইত্যর্থঃ। অন্যা হরীতরবিষয়া বাচঃ ॥ ৮ ॥

টীকানুবাদ—'হেয়ত্ববচনাচ্চ' এই সূত্রের ভাষ্যে যে 'হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ' ইত্যাদি—শ্লোকে 'স কীর্ত্ত্যতে'? যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম, তাঁহাকে কি হেয় বলা হইতেছে? তাহা নহে, হরি ভিন্ন সংসারী জীবেরই হেয়তা বর্ণিত হইয়াছে। 'অন্যাঃ'—হরি ভিন্ন অন্যবিষয়ক বাক্য সমুদয় হেয় ॥ ৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ব্রহ্ম শব্দের অর্থাৎ বেদের অবাচ্য নহেন, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই অষ্টম সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

ব্রহ্মবস্তু সগুণ হইলে ব্রহ্মের সাধনের উপদেশকারী বেদান্ত-বাক্যসমূহ, স্ত্রীপুত্রাদির ন্যায় তাঁহারও হেয়ত্ব বলিতেন; কিন্তু তাহা বলেন নাই, পরন্তু তদ্ভিন্ন সংসারী জীবেরই হেয়তা বর্ণিত হইয়াছে। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ কখনও ব্রহ্ম সগুণ হইলে তাঁহাকে উপাস্য বলিয়া নির্ণয় করিতেন না। শ্রীহরি ব্যতীত অন্য বাক্যই হেয় এবং পরিত্যাজ্য। যেমন শ্রীভাগবতে শ্রীনারদের বাক্যে পাই,—

"ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ক্ষয়াঃ ॥" (১।৫।১০)

আরও

"তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোহঙ্কিতানি যৎ
শৃন্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥" (১।৫।১১)

জগৎকর্তৃত্ব প্রভৃতি শক্তি নির্গুণ ব্রহ্মেই সম্ভব। সুতরাং তিনিই সত্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং মুমুক্ষুর ধ্যেয় বস্তু। তিনিই বেদবাচ্য ॥ ৮ ॥

সূত্র—স্বাপ্যয়াৎ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ—'স্ব'-তে—নিজেতে 'অপ্যয়াৎ' অর্থাৎ লয়ের কথা উক্ত হওয়ায় উক্ত শব্দবাচ্য ব্রহ্মকে সগুণ বলিতে পারা যায় না ॥ ৯ ॥

গোবিন্দভাষ্য—বাজসনেয়কে। **"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদুচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥" পূর্ণে স্বস্মিন্নেব পূর্ণস্যৈব স্বস্যাপ্যয়াভিধানাৎ ন পূর্ণমশব্দম্। যদীদং গৌণং স্যাত্তর্হি পরস্মিন্নপীয়ান্ন তু স্বস্মিন্নেব। ন চ পূর্ণশব্দিতং স্যাৎ। বাক্যার্থস্তু অদো মূলরূপম্। ইদং প্রকাশরূপম্। উভয়ং পূর্ণম্। রাসাদিষু কর্ম্মসু মূলরূপাৎ পূর্ণাদুদুচ্যতে প্রাদুর্ভবতি। তৎপূর্ণে পূর্ণস্য পূর্ণপ্রকাশরূপমাদায়ৈক্যং নীত্বা পূর্ণং মূলরূপমন্যত্রাবিলীনং অবশিষ্যত ইতি। নির্গুণস্য হরেরেবম্বিধ্যং স্মৃতিরাহ। "স দেবো বহুধা ভূত্বা নির্গুণঃ পুরুষোত্তমঃ। একীভূয় পুনঃ শেতে নির্দ্দোষো হরিরাদিকৃৎ" ইতি ॥ ৯ ॥**

ভাষ্যানুবাদ—বাজসনেয়ক উপনিষদে আছে—'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্' ইত্যাদি ঐ মূল ব্রহ্ম পূর্ণ, ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত বস্তুও পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণই প্রকাশিত হন, পূর্ণ হইতে পূর্ণ গৃহীত হইলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন।

অতএব এই শ্রুতিতে পূর্ণ আপনাতেই পূর্ণ আপনারই লয় কথিত হওয়ায় পূর্ণ, মূল ব্রহ্ম অশব্দ অর্থাৎ শব্দদ্বারা অবাচ্য বলা যায় না। যদি এই শব্দবাচ্য পূর্ণ মূল ব্রহ্ম সগুণ হইতেন, তবে অপরেতে তাহার লয় বলা যাইতে পারিত, নিজেতে লয় কথিত হইত না। আর সেই ব্রহ্ম সগুণ হইলে পূর্ণশব্দে সংজ্ঞিত হইত না। ঐ শ্রুতির অর্থ ভাষ্যকার স্বয়ং বলিতেছেন—'অদঃ'—অর্থাৎ মূলরূপ ব্রহ্ম, ইদং প্রকাশরূপ ব্রহ্ম, উভয়ই পূর্ণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা প্রভৃতি কর্ম্মসমূহে তিনি পূর্ণ মূলস্বরূপ হইতে আবির্ভূত হইলেন, অতএব পূর্ণেতে পূর্ণের পূর্ণপ্রকাশরূপ লইয়া অর্থাৎ দুই পূর্ণকে এক করিয়া মূল পূর্ণ ব্রহ্ম অন্যত্র অবিলীন হইয়া অবশিষ্ট রহিলেন। নির্গুণ শ্রীহরির যে এইরূপ স্বভাব, তাহা পদ্মপুরাণেও কথিত হইতেছে—'স দেব'

ইত্যাদি সেই নির্গুণ পরমেশ্বর বহুরূপ হইয়া লীলা করেন, আবার মায়াতীত শ্রীহরি বিশ্বের আদিকর্ত্তা; তিনি প্রলয় কালে সমস্ত আপনাতে উপসংহার করিয়া কারণ-সলিলে শয়ন করেন ॥ ৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—রাসাদিষ্বিতি। আদিনা মহিষীবিবাহাদিগ্রহণং। ঐবম্বিধ্যং পূর্ব্বোক্তশ্রুত্যর্থরূপত্বম্। স দেব ইতি পাদ্মে ॥ ৯ ॥

টীকানুবাদ—ভাষ্যোক্ত 'রাসাদিষু' এই আদি পদের দ্বারা মহিষী-বিবাহে রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীর উপলক্ষণ। 'নির্গুণস্য হরেরৈবংবিধ্যং'—ইতি যদি ভগবান্ নির্গুণই হন তবে তাঁহার মহিষী-বিবাহাদি কার্য্য কিরূপে সম্ভব? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন,—'ঐবংবিধ্যং' এই প্রকার কার্য্য অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিপ্রতিপাদ্য বিষয়। পদ্মপুরাণে কথিত আছে যথা—'স দেবঃ' ইত্যাদি ॥ ৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বাজসনেয় উপনিষদে পাওয়া যায়,—"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং" অর্থাৎ মূল ব্রহ্ম পূর্ণ বস্তু, পূর্ণ হইতে পূর্ণেরই উদ্ভব হয় এবং পূর্ণ হইতে পূর্ণকে গ্রহণ করিলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন। ইত্যাদি বাক্যে মূল ব্রহ্মই পূর্ণ। যদি এই মূল ব্রহ্ম সগুণ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজেতে লয় কথিত হইত না। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম ও মূল ব্রহ্ম বলিয়া রাসলীলা ও মহিষী-বিবাহে পূর্ণ হইতে পূর্ণেরই প্রকাশ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ-বিষয়ে স্মৃতিতেও পাওয়া যায়, "স দেবঃ" ইত্যাদি অর্থাৎ নির্গুণ পুরুষোত্তম আদিকর্ত্তা নির্দ্দোষ শ্রীহরিই বহুরূপ হইয়াও পূর্ণ স্বরূপ আত্মাতে একীভূত হইয়া অবস্থান করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

> "ব্রজে কৃষ্ণ-সর্ব্বৈশ্বর্য্য-প্রকাশে পূর্ণতম।
> পুরীদ্বারে পরব্যোমে 'পূর্ণতর', 'পূর্ণ' ॥ (মধ্য ২০।৩৯৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও পাওয়া যায়,—

> " 'প্রাভব'-'বৈভব'-রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
> এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে ॥
> মহিষীবিবাহে হৈল বহুবিধ মূর্ত্তি।
> প্রাভব বিলাস—এই শাস্ত্র পরসিদ্ধি ॥" (মধ্য ২০।১৬৭-১৬৮)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

> "চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
> গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥" (১০।৬৯।২) ॥ ৯ ॥

অবতরণিকা ভাষ্য—যত্তু সগুণং নির্গুণঞ্চেতি দ্বিরূপং ব্রহ্ম। তত্রাদ্যং সত্ত্বোপাধি সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি জগৎকারণম্। দ্বিতীয়ঞ্চ। সত্তানুভূতিমাত্রং পূর্ণং বিশুদ্ধম্। পূর্ব্বত্র বেদানাং শক্তিঃ। পরত্র তু তাৎপর্য্যমিত্যাহুভিপ্রেতং, তদপি নিরস্যতি—

অবতরণিকা ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর দশম সূত্রের অবতারণার্থ আক্ষেপ করিতেছেন—'যত্তু' ইত্যাদি দ্বারা। তবে যে কেহ কেহ সগুণ বিষয়ক বাক্য দেখিয়া ভ্রান্ত হন, তাহাদের মত খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—যাঁহারা বলেন ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ দুই প্রকার। তন্মধ্যে যিনি সত্ত্বোপাধি, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, জগৎকারণ, তিনি সগুণ ব্রহ্ম। দ্বিতীয় অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম বলিতে—যিনি সত্তানুভূতিমাত্র, পূর্ণ, উপাধি নির্মুক্ত—বিশুদ্ধ ব্রহ্ম, তিনি। সগুণ ব্রহ্মেতে বেদের অভিধাশক্তি আর নির্গুণ ব্রহ্মে বেদের তাৎপর্য্য, বাচ্যতা নহে; সে মতও খণ্ডন করিতেছেন—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকা—সগুণবিষয়কং বাক্যং দৃষ্ট্বা কেচিদ্ ভ্রমন্তি তন্মতং নিরাকরোতি। যত্ত্বিত্যাদিনা। পূর্ব্বত্র সগুণে ব্রহ্মণি, পরত্র তু নির্গুণে—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকানুবাদ—সগুণ-বিষয়ক বাক্য দেখিয়া কেহ কেহ ভ্রমে পতিত হন, তাঁহাদের মত খণ্ডন করিতেছেন—'যত্তু' ইত্যাদি বাক্যে। 'পূর্ব্বত্র' অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মে। 'পরত্র'—নির্গুণ ব্রহ্মে—

সূত্র—গতিসামান্যাৎ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ—'গতি সামান্যাৎ'—'গতেঃ'—অবগতির সামান্যহেতু অর্থাৎ একই রূপ ব্রহ্মের জ্ঞানহেতু। 'বিজ্ঞানঘনঃ সর্ব্বজ্ঞ' ইত্যাদি জ্ঞান—সকল বেদেই এক ব্রহ্মের অবগতি ॥ ১০ ॥

গোবিন্দভাষ্য—গতিঃ অবগতিঃ, বিজ্ঞানঘনঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ পূর্ণো বিশুদ্ধঃ পরমাত্মা জগদ্ধেতুরুপাসিতঃ সন্ বিমুক্তিকৃদিতি ধীরিত্যর্থঃ। তস্যাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু সামান্যাদেকরূপ্যাৎ। তথা-ভূতস্যৈকস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বেষু তত্তয়াভিধানাৎ। সগুণং নির্গুণঞ্চেতি দ্বিরূপতা নাস্তীত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চ। "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" ইতি ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—তিনি (পরমাত্মা) বিজ্ঞানঘন (চিৎস্বরূপ), সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-শক্তিমান্, পূর্ণ, মায়াধীশ স্বরূপ এবং সমুদয় জগতের অদ্বিতীয় কারণ, তাঁহাকে উপাসনা করিলে, তিনি বিমুক্তি দান করেন ;—এইরূপ জ্ঞানের সকল বেদেই তুল্যভাবে অবগতি হয় বলিয়া—অর্থাৎ সকল বেদেই একরূপ ব্রহ্মের প্রতিপাদন করা হইয়াছে বলিয়া, সগুন, নির্গুণ-ভেদে ব্রহ্ম দুইটি নাই। ভগবদ্গীতাতেও এইরূপ উল্লিখিত আছে, যথা—'মত্তঃ পরতরং' ইত্যাদি, ও হে ধনঞ্জয়! আমা ভিন্ন শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কিছু নাই—অতএব দ্বিবিধ ব্রহ্ম নাই ॥ ১০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সুগমং গতিরিত্যাদি ॥ ১০ ॥

টীকানুবাদ—গতি ইত্যাদি সুগম ॥ ১০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কোন কোন মতবাদী এইরূপ বিচার করেন যে, ব্রহ্ম দ্বিবিধ অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ। তন্মধ্যে সগুণ ব্রহ্মই সত্ত্বোপাধি, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-শক্তিমান্ ও জগৎকারণ, আর নির্গুণ ব্রহ্মই সত্তাস্বরূপ, অনুভূতিমাত্রস্বরূপ, পূর্ণ ও বিশুদ্ধ। সগুণ ব্রহ্মেই বেদের শক্তি—অভিধাবৃত্তি, এবং নির্গুণ ব্রহ্মে বেদের তাৎপর্য্য। এইরূপ মতের নিরাকরণার্থ সূত্রকার ১০ম সূত্রের অবতারণা করিলেন, 'গতিসামান্যাৎ' সকল বেদেই ব্রহ্মকে সামান্য অর্থাৎ একরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। সগুণ ও নির্গুণ-ভেদ কাল্পনিক ; অর্থাৎ ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ-ভেদে দুইটি রূপ নাই। সকল বেদেই অবগত হওয়া যায়, তিনি বিজ্ঞানঘন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, পূর্ণ, বিশুদ্ধ, পরমাত্মা, জগৎকারণ। তাঁহার উপাসনা করিলেই বিমুক্তি লাভ হয়। সকল বেদে এই এক ব্রহ্মকেই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

শ্রীগীতাতেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—হে অর্জ্জুন! আমা হইতে পরতর তত্ত্ব আর নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

'মমাহমেবাভিরূপঃ কৈবল্যাৎ'—ভাঃ ৫।৩।১৬

'মম অহমেবাভিরূপঃ সদৃশঃ, কৈবল্যাদদ্বিতীয়ত্বাৎ'—শ্রীধর।

অর্থাৎ আমার তুলনা আমিই, কারণ আমি অদ্বিতীয়। শ্বেতাশ্বতরে পাওয়া যায়,—"ন তৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যঃ"(৬।৮)। শ্বেতাশ্বতরে আরও পাওয়া যায়,—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" ॥ (৩।৮) ; আরও পাওয়া যায়,—"য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি।" (ঐ ৩।১০) ; বেদান্ত সূত্রে পরেও পাওয়া যাইবে,—'তথান্যপ্রতিষেধাৎ' (৩।২।৩৭) 'যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ' ইত্যাদি শ্রুতি আছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

"কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥" (মধ্য ২০ পঃ)

ভক্ত অর্জ্জুনের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যঃ' (গীঃ ১১।৪৩)

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর ; তাঁহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব কিছু নাই, সমস্ত বেদাদি তারস্বরে তাঁহারই মহিমা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই সদ্গুরুর কৃপায় শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন। নতুবা শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই,—

"শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে ইহাও পাওয়া যায়,—

"বাসুদেবপরা বেদা, বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥" ইত্যাদি (১।২।২৮-২৯) ॥১০॥

অবতরণিকা-ভাষ্য—অথ স্ফুটমেব নির্গুণস্য বাচ্যত্বমাহ—

অবতরণিকা ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর সূত্রকার সুস্পষ্টভাবেই নির্গুণ ব্রহ্মের বাচ্যতা বলিতেছেন,—

সূত্র—**শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১১ ॥**

সূত্রার্থ—এবং কাঠকাদিশ্রুতিতে নির্গুণ ব্রহ্মের উক্তিবশতঃও তিনি বাচ্যই ॥ ১১ ॥

গোবিন্দভাষ্য—কাঠকাদিষু। "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। ধর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইতি॥ নির্গুণস্য শ্রুত্যুক্তত্বাচ্চ বাচ্য এব সঃ। ন হ্যশব্দঃ শ্রূয়েত। যত্তু লক্ষণয়া নির্গুণস্যাবগতিঃ নত্বভিধয়া প্রবৃত্তি-নিমিত্তাভাবাদিতি জল্পন্তি তদসৎ। সর্ব্বশব্দাবাচ্যে লক্ষণাযোগাৎ। নির্গুণত্বাদেরপ্যদৃশ্যত্বাদেরিব তন্নিমিত্তত্বাৎ। ননু নির্গুণোঽপি গুণ-বানিতি বিরুদ্ধং। মৈবং। রহস্যানববোধাৎ। তথাহি, নির্গুণা-দয়ঃ শব্দাঃ নৈর্গুণ্যাদিনা নিমিত্তেন তত্র প্রবর্ত্তেরন্। সর্ব্বজ্ঞাদয়স্তু সার্ব্বজ্ঞত্বাদিনা। তেন প্রাকৃতৈঃ সত্ত্বাদিভির্গুণৈর্বিহীনঃ স্বরূপানুবন্ধি-ভিস্তৈস্তৈস্তু বিশিষ্টোঽসাবিতি ন কাপি বিচিকিৎসা। স্মরন্তি চেত্থম্। "সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চাপ্রাকৃতা গুণাঃ।" "সমস্তকল্যাণগুণাত্ম-কোঽসৌ" ইত্যাদিভিঃ। তস্মাৎ পূর্ণো বিশুদ্ধো হরির্ব্বেদবাচ্যঃ। অনা-মাদিশব্দাস্তু গুণাপ্রসিদ্ধিকাৎর্স্ন্যাগোচরত্বাদিতঃ সঙ্গমনীয়াঃ। তদ-প্রসিদ্ধিশ্চ প্রাকৃতবৈলক্ষণ্যেনাগ্রহাৎ। কাৎর্স্ন্যেনাগোচরতা ত্বান-ন্ত্যাৎ। যস্তু তেষাং স্ফুটার্থং ব্রূতে স এবং প্রষ্টব্যঃ। তৈস্তস্য বোধঃ স্যান্নবেতি? আদ্যে তেঽপি তস্যাখ্যাঃ। অন্ত্যে তু তদারম্ভবৈফল্যা-পত্তিরিতি ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—কাঠকাদিশ্রুতিতে নির্গুণ ব্রহ্ম বর্ণিত হইতেছেন, যথা—'একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু' ইত্যাদি—সেই বিবিধ আশ্চর্য্যলীলাময়, প্রাণিমাত্রেরই হৃদয়মধ্যে গূঢ়ভাবে বিরাজমান, এই বলিয়া তিনি সসীম নহেন, কিন্তু সর্ব্বব্যাপী এবং সকল প্রাণীর অন্তর্য্যামী ও ধর্ম্মাধ্যক্ষ অর্থাৎ সকলের কর্ম্মফলের বিধাতা, সকলের আবাস—আশ্রয়, অথচ জীবের কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধহীন। তিনি দ্রষ্টা; দৃশ্য নহেন, যেহেতু চিৎস্বভাব; কিংবা জীবের জ্ঞানদাতা, শুদ্ধ—রাগদ্বেষাদি-শূন্য, যেহেতু তিনি নির্গুণ—মায়ালেশের সম্পর্কহীন; এই-ভাবে নির্গুণ ব্রহ্মকেই শ্রুতি বলিয়াছেন,—অতএব নির্গুণ ব্রহ্ম শব্দবাচ্যই হইতেছেন। যে শব্দবাচ্য নহে, তাহা শ্রুত হয় না। তবে যাঁহারা বলেন সগুণ ব্রহ্মই শব্দবাচ্য, নির্গুণব্রহ্ম সাক্ষাত্যসম্বন্ধে লক্ষণাদ্বারা বোধিত হন, অভিধাশক্তিদ্বারা নহে, কেননা তাহাতে শক্তিগ্রহ নাই; একথা অতীব অসাধু, কারণ যাহা সকল শব্দের অবাচ্য, তাহাতে লক্ষণা হইতে পারে না।

বাদিগণ যে বলিয়াছেন নির্গুণ ব্রহ্ম শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মশূন্য, ইহাও সঙ্গত কথা নহে, যেহেতু অদৃশ্যত্বাদির মত নির্গুণত্বাদি ধর্ম্মও শব্দ প্রবৃত্তির নিমিত্ত। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে,—তিনি নির্গুণ হইয়াও গুণবান্, একথা তো অত্যন্ত বিরুদ্ধ; ইহাও বলিতে পার না। তোমরা এ-সম্বন্ধে রহস্যতত্ত্ব জান না; এইজন্য এইরূপ বলিতেছেন, কিরূপ তাহা বলিতেছেন,—ব্রহ্মের স্বরূপ বিশেষণরূপে যে সকল নির্গুণ প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত আছে, ঐ নৈর্গুণ্যাদিরূপে উহারা ব্রহ্মে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্তীভূত। কথাটি এই—বস্তুতঃ অদৃশ্যত্বাদি-ধর্ম্মদ্বারা বেদবাক্যসকল যেমন ব্রহ্মে, সেইরূপ নির্গুণত্বাদি ধর্ম্মও ব্রহ্মে শব্দ-প্রবৃত্তির নিমিত্তীভূত। যেমন সর্ব্ব-জ্ঞত্বাদি শব্দ সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মে প্রবৃত্তিনিমিত্ত, অতএব নির্গুণ বলিতে তিনি প্রাকৃত—প্রকৃতিগত সত্ত্ব প্রভৃতি গুণরহিত, কিন্তু স্বরূপগত দয়ালুত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি অপ্রাকৃত গুণবিশিষ্ট ঐ ব্রহ্ম; অতএব কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই; নির্গুণ হইয়াও তিনি গুণবান্ এ-কথায় কোন অসঙ্গতি নাই। এইরূপ কথিতও আছে যথা—'সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে' ইত্যাদি পরমেশ্বরে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই প্রাকৃত গুণ নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত গুণ আছে। আরও বলা আছে,—তিনি সমস্ত কল্যাণ গুণের আধার। ইত্যাদি বাক্য

দ্বারা তাঁহার সগুণত্ব নির্গুণত্ব, উভয়ই ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব পূর্ণ, বিশুদ্ধ (মায়াধিকার বহির্ভূত) হরি, বেদদ্বারা বাচ্য।

'অনামাদিশব্দাস্তু' ইত্যাদি বেদ-বোধিত ব্রহ্মের অনামা, নির্গুণ, অরূপ, অবাচ্য প্রভৃতি বিশেষণ শব্দের প্রসিদ্ধগুণহীনত্ব ও সাকল্যে গুণের অগোচরত্বাদিরূপে সঙ্গতি করিতে হইবে। সেই গুণের অপ্রসিদ্ধির হেতু—প্রাকৃত-বিলক্ষণভাবে প্রতীতির অভাব। এইরূপ অবাচ্যত্বও অনন্ততা-হেতু কৃৎস্নভাবে অজ্ঞেয়ত্ব। যে ব্যক্তি সেই অনামাদি শব্দের যথাশ্রুত অর্থ বলেন, তাঁহাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করি, অনামাদি শব্দদ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মের বোধ হয় কিনা? যদি হয়, তবে ঐ অনামাদি শব্দগুলিও ব্রহ্মের বাচক বলিব। আর যদি ঐ সকল শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের বোধ না হয়, তবে তাঁহার অনামাদি বিশেষণ দেওয়া ব্যর্থ ॥ ১১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—একো দেব ইতি। মৎস্যকূর্ম্মাদ্যাত্মনা ভেদং নিরস্যাহ। এক ইতি। দেবো বিবিধাশ্চর্য্যক্রীড়ঃ। সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ। সর্ব্বপ্রাণিহৃদ্বর্ত্তী। তত্তদ্হৃদ্বর্ত্তিত্বেন পরিচ্ছেদো নেত্যাহ। সর্ব্বব্যাপীতি। আকাশবত্তাটস্থ্যং বারয়তি। সর্ব্বভূতান্তরেতি নিখিলান্তর্য্যামীত্যর্থঃ। সর্ব্বেভ্যঃ কর্ম্মফল-দাতা চেত্যাহ ধর্ম্মাধ্যক্ষ ইতি। দয়ালুত্বমাহ। সর্ব্বভূতাধিবাস ইতি সর্ব্বাশ্রয় ইত্যর্থঃ। সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্ত্যপি তৎকৃতকর্ম্মাস্পৃষ্ট ইত্যাহ। সাক্ষীতি। সাক্ষিত্বে হেতুঃ। চেতা ইতি। চিৎস্বভাব ইত্যর্থঃ। অথবা চেতাশ্চেত-য়িতা প্রাণিনাং জ্ঞানপ্রদ ইত্যর্থঃ। কেবলঃ শুদ্ধঃ। শুদ্ধত্বং কুত ইত্যাহ—নির্গুণ ইতি মায়াগন্ধাস্পৃষ্ট ইত্যর্থঃ। সর্ব্বশব্দেতি। সর্ব্বৈঃ শব্দৈর্যদ-বাচ্যং তত্র লক্ষণা ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ। তথাহি ব্রহ্ম কিঞ্চিচ্ছব্দাবাচ্যং সর্ব্বশব্দা-বাচ্যং বা? আদ্যে শব্দবাচ্যত্বমায়াতি কেনচিচ্ছব্দেনাবাচ্যত্বেঽপি কেন-চিদ্বাচ্যং তদিত্যর্থাৎ। অনেন তু লক্ষণাপি ন সম্ভবেৎ। যৎ কিল সর্ব্বশব্দা-বাচ্যং ন তত্র লক্ষণা শক্যা বক্তুং দৃষ্টান্তবিরহাৎ। সোঽয়ং দেবদত্ত ইত্যত্রাজহৎস্বার্থয়া তৎকালে তৎকালরূপো ভাগো বিহীয়তে। পিণ্ড-মাত্ররূপো ভাগস্তু ন হীয়তে। স চ ভাগো বাচ্য এব। পিণ্ডমাত্রশব্দেন দৃষ্ট ইতি। নাস্তি সর্ব্বশব্দাবাচ্যস্য লক্ষণায়াং দৃষ্টান্ত ইতি। অদ্বিতীয়ং চিন্মাত্রং ব্রহ্ম। কেনাপি শব্দেন বাচ্যং ন ভবতি। কিন্তু লক্ষ্যমেব তদিতি

ভবতামভ্যুপগমঃ। নির্গুণত্বাদেরপীতি। অদৃশ্যত্বাদিগুণকধর্ম্মোক্তেরিতি সূত্রে যথাঽদৃশ্যত্বাদীন্ গুণান্ ভগবান্ ব্যাসঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তানি মন্যতে। তথা নির্গুণত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তানি ভবেয়ুরিত্যর্থঃ। অনামেতি। অপ্রসিদ্ধেস্তু গুণানামনামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ ইত্যাদি স্মৃতেঃ। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে ইত্যাদাবশব্দং ব্রহ্মেতি যৎ প্রতীয়তে তৎ খলু অনন্তস্য তস্য কাৎ'স্ন্যেনাগোচরত্বাদিত্যবোচাম। যস্তু তেষামিতি। তেষামনামাদি-শব্দানাং তেঽপীতি। তেঽনামাদিশব্দাঃ। তস্য ব্রহ্মণঃ অনামানীত্যর্থঃ। অন্ত্যে তৈস্তস্য বোধো ন স্যাদিতি পক্ষে তদারম্ভবৈফল্যং অনামাদিশব্দ-বৈয়র্থ্যমিত্যর্থঃ।

এতামেকাদশসূত্রীং সভাষ্যাং পঞ্চন্যায়ীং যে পঠেয়ুঃ সুসূক্ষ্মাম্। তত্ত্বজ্ঞানং সুলভং কিং ন তেষাং শেষগ্রন্থোঽয়মতিবিস্তারকারী ॥ ১১ ॥

টীকানুবাদ—'একো দেবঃ' ইতি, মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারভেদে তাঁহার প্রভেদ খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন,—তিনি একই দেব অর্থাৎ নানাপ্রকার আশ্চর্য্যজনক লীলাময়। যদি একই, তবে বিভিন্নরূপে প্রতীত হন কেন? উত্তরে বলিতেছেন,—তিনি সকল প্রাণীর হৃদয়ে গূঢ় হইয়া আছেন, তাই বলিয়া তিনি সীমাবদ্ধ বা পরিচ্ছিন্ন নহেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী। আকাশও সর্ব্বব্যাপী, তিনি কিন্তু সেইরূপ উদাসীন অর্থাৎ নির্লিপ্ত নহেন, সকল প্রাণীর অন্তরে থাকিয়া ইন্দ্রিয়বর্গের প্রেরণা দিতেছেন; শুধু ইহাই নহে, কর্ম্মানুসারে জীবের কর্ম্মফলের প্রযোজক, অর্থাৎ যে যেরূপ কর্ম্ম করে, তিনি তাহাকে সেইরূপ ফল দান করিয়া থাকেন। তাঁহার মত দয়ালু কেহ নাই; তিনি সকলের আশ্রয়—অবলম্বন। সকল জীবের অন্তরে থাকিয়াও তিনি জীবকৃত কর্ম্মের সম্পর্কশূন্য; ইহাই 'সাক্ষী' এইপদে ব্যক্ত হইতেছে। যেহেতু তিনি চিৎস্বরূপ অথবা ইন্দ্রিয়-দেহ-প্রাণ প্রভৃতি জড়পদার্থের চৈতন্য-সম্পাদক, অতএব দ্রষ্টা, দৃশ্য নহেন। তিনি কেবল অর্থাৎ শুদ্ধ রাগদ্বেষাদিশূন্য, তাহার কারণ তিনি নির্গুণ—মায়ালেশ-সম্পর্কহীন। অতঃপর কেন যে নির্গুণব্রহ্মে লক্ষণা হইতে পারে না, তাহা যুক্তি-দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—'সর্ব্বশব্দাবাচ্যে লক্ষণাঽযোগাৎ'—যে কোন শব্দদ্বারা বাচ্য না হইলে তথায় লক্ষণাবৃত্তি সঙ্গত হয় না; কি কারণে? তাহা যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—তথাহি

ইত্যাদি দ্বারা। আক্ষেপ এই—নির্গুণ ব্রহ্ম কোন একটি শব্দদ্বারা অবাচ্য? না, সকল শব্দের দ্বারা অবাচ্য? (অভিধাশক্তির দ্বারা অবোধ্য?) যদি বল, কোন একটি শব্দের দ্বারা অবাচ্য, তবে শব্দবাচ্যতা তাঁহার আসিয়া পড়িল, যেহেতু কোনও একটি শব্দের দ্বারা অবাচ্য হইলেও অন্য শব্দদ্বারা তিনি নিশ্চিত বাচ্য হইবেন—এইরূপে প্রথম পক্ষদ্বারা অবাচ্যত্ব নিরাস করা হইল। দ্বিতীয় পক্ষে সকল শব্দের দ্বারা অবাচ্য হইলে দৃষ্টান্তের অভাবে তথায় লক্ষণাবৃত্তির প্রসর কিরূপে হইতে পারে? যেমন 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' এই সেই দেবদত্ত এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাস্থলে 'তৎকালে সেই স্থানে যে দেবদত্তকে দেখিয়াছিলাম, এখন সে এখানে, এইরূপ অর্থপ্রকাশ পায়; তাহাতে অজহৎ-স্বার্থলক্ষণা-(যাহাতে স্বার্থ একবারে ত্যক্ত হয় নাই কিন্তু ভাগতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে, যেমন এখানে সেইকালীনত্ব রূপ ভাগ পরিত্যক্ত হইতেছে) দ্বারা এতৎকালে তৎকালরূপ ভাগের পরিত্যাগ, কিন্তু দেবদত্ত ব্যক্তিটি বা শরীরোপাধি দেবদত্ত ঠিকই আছে, তাহার তো পরিত্যাগ হইতেছে না, সেইরূপ ব্রহ্মের অপরিত্যক্ত ভাগ তো বাচ্যই আছে, সকল শব্দের দ্বারা অবাচ্য পদার্থের লক্ষণাতে দৃষ্টান্তই নাই। ওহে বাদিগণ! তোমাদের অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম চিন্মাত্র, তাহার সজাতীয় বা বিজাতীয় কেহ নাই এবং সেই ব্রহ্ম কোন শব্দদ্বারা বাচ্য নহেন, কিন্তু তিনি লক্ষ্য (লক্ষণাবোধ্য)।

'নির্গুণত্বাদেরপীতি'—অদৃশ্যত্বাদি ধর্ম যেমন তাঁহার শক্যতাবচ্ছেদক, সেইরূপ নির্গুণত্বাদিও। ভগবান্ বেদব্যাস 'অদৃশ্যত্বাদিগুণকধর্ম্মোক্তেঃ' এই সূত্রে যেমন অদৃশ্যত্বাদি-ধর্ম্মকে ব্রহ্মশব্দের শক্যতাবচ্ছেদক মনে করেন, সেইরূপ নির্গুণত্বাদি ধর্ম্মও তাহার শক্যতাবচ্ছেদক হইবে। 'অনামেত্যাদি' তবে যে নির্গুণ ব্রহ্মে অনামা, অরূপ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ আছে, সে-বিষয়ে সঙ্গতি এই—তিনি প্রসিদ্ধ অর্থাৎ প্রাকৃত-বিলক্ষণ গুণবান্ বলিয়া জ্ঞাত হন না; ইহাই তাৎপর্য্য। পুরাণাদি স্মৃতিও সেইরূপ বলিতেছে—'অপ্রসিদ্ধেস্তদ্গুণা-নামিত্যাদি'—গুণের অপ্রসিদ্ধি অর্থাৎ প্রাকৃত-বিলক্ষণ গুণের প্রসিদ্ধির অভাবে তাঁহাকে অনামা বলা হয় এবং 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' ইত্যাদি শ্রুতি-দ্বারা তাঁহাকে যে অবাচ্য বলা হয়, উহারও তাৎপর্য্য এই যে—তিনি কৃৎস্নভাবে

অর্থাৎ সাকল্যে নির্ব্বাচনাসমর্থ গুণের আধার। কারণ তিনি অনন্ত, তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে কেহই বুঝিতে পারে না, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

'যস্তু তেষামিত্যাদি'—যে ব্যক্তি বলেন 'তেষাম্'—অর্থাৎ অনামাদি শব্দের যথাশ্রুত অর্থই গ্রাহ্য; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, 'তেঽপি তস্যাখ্যাঃ' —'তে' অর্থাৎ অনামা প্রভৃতি শব্দই তাঁহার (ব্রহ্মের) আখ্যা অর্থাৎ—নাম। অন্ত্যে—শেষ পক্ষে অর্থাৎ সেই অনামা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের বোধ হয় না এই পক্ষে, 'তদারম্ভবৈফল্যং'—অনামাদি শব্দ প্রয়োগ ব্যর্থ। এই ভাষ্যের সহিত পঞ্চ অধিকরণ-সম্পন্ন অতি সূক্ষ্ম বিষয়পূর্ণ—এই এগারটি সূত্র যাঁহারা পাঠ করিবেন, তাঁহাদের কি তত্ত্বজ্ঞান সুলভ নহে? অবশিষ্ট গ্রন্থ মনে হয়, সেই সূক্ষ্মতত্ত্বের অতি বিস্তার করিতেছে॥ ১১॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার নির্গুণ ব্রহ্মের বাচ্যত্ব-সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে বলিতেছেন। কাঠকাদি শ্রুতিতে সেই নির্গুণ ব্রহ্মের কথাই শ্রুত হইতেছে। সুতরাং তিনি বাচ্যই। কঠ-উপনিষদে পাওয়া যায়,—সেই বিবিধ আশ্চর্য্য লীলাময় অদ্বিতীয় পুরুষ মৎস্যকূর্ম্মাদি বিভিন্নরূপে লীলা করিয়াও তিনি অভিন্নভাবে, সর্ব্বজীবের হৃদয়ে গূঢ়ভাবে বিরাজমান। তিনিই সর্ব্ব-জীবান্তর্য্যামী, সকলের কর্ম্মফল-দাতা, তিনি দ্রষ্টা, তিনিই নির্গুণ। অতএব শ্রীভাগবত বলিয়াছেন—'হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ' অর্থাৎ শ্রীহরিই সেই নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব।

সুতরাং যাঁহারা বলেন যে, সগুণ ব্রহ্মই শব্দবাচ্য, নির্গুণ ব্রহ্ম কেবল লক্ষণা-বৃত্তিতে বোধ্য, অভিধাবৃত্তি-দ্বারা তাহা বোধিত হয় নাই। এই পূর্ব্ব-পক্ষীয় মত অত্যন্ত দুষ্ট অর্থাৎ অসাধু ও অযৌক্তিক; কারণ যাহা শব্দের অবাচ্য, তাহার লক্ষণাও হইতে পারে না। ব্রহ্মের অবাচ্যত্ব যে যুক্তিযুক্ত নহে, তাহা শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর টীকায় দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবেই অনেকে সগুণ ও নির্গুণ-ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে। তবে যে শ্রুতিতে নির্গুণত্বাদির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা কেবল প্রাকৃত নিষেধপূর্ব্বক অপ্রাকৃত স্থাপনের জন্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

" 'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত নিষেধি' করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন॥" (মধ্য ৬।১৪১)

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র বচনে কথিত আছে,—"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।"—এই শ্লোকের তাৎপর্য্য, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন—"যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে 'নির্ব্বিশেষ' করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ'—এই দুই গুণই নিত্য,—ইহা বিচার করিলে সবিশেষতত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে; কেন না, জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষতত্ত্ব অনুভূত হয় না।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও পাই,—

"ভগবান্ অনেক হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিতে তখন কৈল বিলোকন॥
সেকালে নাহি জন্মে 'প্রাকৃত' মন নয়ন।
অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র মন॥
ব্রহ্ম-শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—শাস্ত্রের প্রমাণ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়।
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয়॥
অপাণি-পাদ-শ্রুতি বর্জ্জে 'প্রাকৃত' পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্বগ্রহণ॥
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম—সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি' 'লক্ষণাতে' মানে নির্ব্বিশেষ॥" (মধ্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে।
চিত্তজা যৈস্তু ভূতানাং সজ্জমানো নিবধ্যতে॥ (ভাঃ ১১।২৫।১২)

অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিনটি জীবোপাধি চিত্তজ গুণ, আমার নহে। ঐ সকল গুণের দ্বারা জীবসকল দেহ ও দৈহিকাদি-বিষয়ে আসক্ত হইয়া সংসারে আবদ্ধ হয়।

গোপালতাপনীতেও পাওয়া যায়,—

"সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চেতি"।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণও বলেন,—

"সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চাপ্রাকৃতা গুণাঃ।
স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যো পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি" (ভাঃ ১।৭।২৩)

আরও পাওয়া যায়,—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরি-বিরিঞ্চি-হরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥ (১।২।২৩)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

"পর ইতি গুণৈর্যুক্তোঽপি অচিন্ত্যশক্ত্যা তেভ্যো বহিঃ
পৃথগবস্থিত্যৈব তেষামস্পর্শনাৎ পর অযুক্ত ইত্যর্থঃ।
তদপি শ্রেয়াংসি ভক্তানামভীষ্টানি॥"

অতএব ব্রহ্ম যে প্রাকৃত গুণ-রহিত ও স্বরূপানুবন্ধি অপ্রাকৃত গুণগণ-বিশিষ্ট, ইহাই নির্গুণ শব্দের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রুতি ও স্মৃতি ইহা তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন।

অনামাও তাঁহার একটি পরিচয়। নতুবা ঐসকল উক্তিরও সার্থকতা থাকে না। ইহাও শব্দবাচ্য বলিয়া ঘটিতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়—দেবর্ষি নারদ ভক্ত চিত্রকেতুকে যে বিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা এই,—

"ওঁ নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥
... ...
বচস্যুপরতেঽপ্রাপ্য য একো মনসা সহ।
অনামরূপশ্চিন্মাত্রঃ সোঽব্যান্নঃ সদসৎপরঃ" ॥ (ভাঃ ৬।১৬।১৮-২১)

এখানেও দেখা যায় যে, ভগবান্ শ্রীবাসুদেবকেই নাম-রূপবিবর্জ্জিত চিন্মাত্র ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ দুইটিই শ্রীভগবানের গুণ, কিন্তু স্বরূপ দুইটি নহে। অসম্যক্ প্রতীতিতে যিনি ব্রহ্ম, আংশিক প্রতীতিতে যিনি পরমাত্মা, তিনিই পূর্ণ প্রতীতিতে পরব্রহ্ম শ্রীহরি। যেমন শ্রীভাগবত বলেন—"বদন্তি তত্ত্বত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি, পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥" (ভাঃ ১।২।১১)

যাহা হউক, এই পঞ্চাধিকরণ-সম্পন্ন সুসূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ এগারটি সূত্র সটীক ভাষ্যের সহিত যিনি মনোযোগ-সহকারে বিচার পূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই অনায়াসে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। অবশিষ্ট সূত্রগুলি ইহারই বিস্তার-মাত্র। এই এগারটি সূত্রের মধ্যে প্রথমটিতে 'জিজ্ঞাসাধিকরণে' ব্রহ্মের জিজ্ঞাস্যতার প্রতিপাদন; দ্বিতীয় সূত্রে 'জন্মাদ্যধিকরণে'—ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ণয়; তৃতীয় সূত্রে 'শাস্ত্রজ্ঞেয়ত্বাধিকরণে'—পরব্রহ্ম—শাস্ত্রগম্য, তর্কাতীত ও বেদবাচ্য; চতুর্থ সূত্রে 'সমন্বয়াধিকরণে'—শ্রীহরিই পরব্রহ্মরূপে সর্ব্বশাস্ত্রে প্রতিপন্ন এবং পঞ্চম হইতে একাদশ সূত্রাবধি 'ঈক্ষত্যধিকরণে' ব্রহ্মের স্বরূপ নির্গুণ ও স্বপ্রকাশ হইয়াও তদভিন্ন বেদদ্বারা জ্ঞেয়। এই সকল তত্ত্ব এই এগারটি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান-লাভেচ্ছু ব্যক্তি সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবামূলে ইহা অবগত হইতে পারিবেন। কিন্তু দম্ভবশে নিজে নিজে 'বেদান্ত' অধ্যয়ন করিতে গিয়া বিভ্রান্তই হইবেন, ইহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য ॥ ১১ ॥

অবতরণিকা ভাষ্য—শব্দা বাচকতাং যান্তি যত্রানন্দময়াদয়ঃ।
বিভুমানন্দবিজ্ঞানং তং শুদ্ধং শ্রদ্দধীমহি ॥

যস্য সমন্বয়স্যোপপাদনায় বাচ্যত্বং ব্রহ্মণঃ সমর্থিতং তমিদানীং দর্শয়ত্যানন্দময় ইত্যাদিনা যাবদধ্যায়পূর্ত্তিঃ। তত্রাস্মিন্ প্রথমে পাদে প্রায়েণান্যত্র প্রসিদ্ধানাং শব্দানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ প্রদর্শ্যতে। তৈত্তি-রীয়কে। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যুপক্রম্য "স বা এষ পুরুষোঽন্নরস-ময়" ইত্যাদিনান্নময়প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়ান্ ক্রমেণাম্নায়েদমভি-ধীয়তে। "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তরাত্মানন্দময়স্তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ, তস্য প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি ॥

তত্র সংশয়ঃ। কিময়মানন্দময়ো জীব উত পরব্রহ্মেতি? এষ শারীর আত্মেতি দেহসম্বন্ধপ্রতীতের্জীব ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর 'তত্তু সমন্বয়াৎ' এই সূত্রে প্রতি-জ্ঞাত সমন্বয়হেতু অর্থাৎ সুবিচারিত উপক্রমোপসংহারাদি ছয়টি প্রমাণ-দ্বারা ব্রহ্মেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বশতঃ সেই বিষ্ণুই বেদবেদ্য; এই যে সমন্বয়ের কথা বলা হইয়াছে, সেই সমন্বয়কে বিস্তৃতভাবে বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—"শব্দা বাচকতাং যান্তীত্যাদি"।

'শব্দা বাচকতাং যান্তি'—শ্রুতিবর্ণিত আনন্দময় প্রভৃতি শব্দ যে শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মের বাচক হইতেছে, সেই ব্রহ্ম বিভু—ব্যাপক, চিদানন্দস্বরূপ ও শুদ্ধ অর্থাৎ মায়াতীত এবং মায়াকার্য্যের লেশমাত্র-সম্পর্কশূন্য, তাঁহাকে ভজনা করি। যে সমন্বয়ের উপপত্তিহেতু ব্রহ্মের বাচ্যতা সিদ্ধ হইয়াছে, সেই সমন্বয়-স্বরূপ এই অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্য্যন্ত "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা এক্ষণে সূত্রকার দেখাইতেছেন। তাহার মধ্যে এই প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে প্রায়ই অন্যত্র প্রসিদ্ধ শব্দ সকলের ব্রহ্মে সমন্বয় অর্থাৎ শাস্ত্রতাৎপর্য্য দেখান

হইতেছে। যথা তৈত্তিরীয়-উপনিষদে—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া 'স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ' সেই এই ভৌতিক পিণ্ডময় পুরুষ অন্নরসময় অর্থাৎ অন্ন ও রসের বিকার ইত্যাদি বলিয়া ক্রমে ক্রমে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় কোশ বর্ণন করিলেন; শেষে ইহা কথিত হইল—যথা 'তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াৎ' ইত্যাদি—সেই এই বিজ্ঞানময় হইতে আনন্দময় অন্তর্য্যামী পৃথক্, সেই আনন্দময় কোশ-দ্বারাই ইনি সম্পূর্ণ।

'স বা পুরুষবিধঃ' ইতি—সেই এই অন্নরসময় পিণ্ড একটি পুরুষের অনুকারী, যেহেতু পুরুষাকৃতির অনুকরণ করিতেছে, অতএব তাহাকে (পক্ষীকে) পুরুষবিধ বলা হইতেছে। কিরূপে? তাহা দেখাইতেছেন—'তস্য প্রিয়মেব শিরঃ' ইত্যাদি দ্বারা সেই পক্ষীর মস্তক এই পুরুষের মস্তকের মত প্রিয়। দক্ষিণ পাখা—আনন্দ, প্রমোদ—বামপাখা, আনন্দ—আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছ—ইহাই প্রতিষ্ঠা—সত্তাস্বরূপ।

এক্ষণে আনন্দময়-শব্দার্থে সন্দেহ হইতেছে যে, এই আনন্দময় সর্ব্বান্তর আত্মাটি কে? ইনি কি জীব, অথবা পরব্রহ্ম? পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন,—যখন শারীর আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন শরীর সম্বন্ধ অবগত হওয়ায় উহা জীব,—এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকা—প্রতিজ্ঞাতং সমন্বয়ং বিস্তারেণ প্রতিপাদয়িতুং মঙ্গলমাচরতি। শব্দা ইতি। যত্র শ্রীগোবিন্দে ব্রহ্মণ্যানন্দময়াদয়ঃ শব্দা বাচকতাং যান্তি তে যস্য বাচকা ভবন্তীত্যর্থঃ। তং বয়ং শ্রদ্দধীমহি দৃঢ়বিশ্বাসেনানন্দময়ং তং ভজেম ইত্যর্থঃ। শুদ্ধং মায়াতৎকার্য্যগন্ধাস্পৃষ্টং। স্ফুটমন্যৎ।

যস্যেতি। বাচ্যত্বং বেদাভিহিতত্বং অভিধয়া বৃত্ত্যা কথিতত্বং সমর্থিতং শ্রুত্যা স্মৃত্যা সাধিতমীক্ষত্যধিকরণে। প্রায়েণেতি। অন্যত্র জীবপ্রধানাদৌ তৈত্তিরীয়ক ইতি। পূর্ব্বং ব্রহ্মণঃ সর্ব্ববেদবেদ্যত্বং প্রতিপাদিতং তন্ন সংভবেৎ। আনন্দময়াদিশব্দানাং জীবাদিষু প্রসিদ্ধেরিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপসঙ্গতিঃ। তত্র হি ব্রহ্মবিদাপ্নোতীত্যুপক্রম্যান্নময়াদয়ঃ পঞ্চ পুরুষাঃ

পঠ্যন্তে। তত্রান্নময়ো যথা। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। তস্যেদমেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়ং উত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ। অথো অন্নেনৈব জীবন্ত্যথান্নং তদপি যং ত্যজন্ত্যত ইতি। অস্যার্থঃ—বৈ প্রসিদ্ধৌ নিশ্চয়ে বা এষ মৃজ্জলাদিপিণ্ডলক্ষণঃ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। অন্নরসো নামাত্রান্নরসবিকারঃ তেন ত্বগাদিরূপঃ সর্ব্বোঽপি তদ্বিকারো লভ্যতে। তন্ময়ত্বং জলাদিবিকারশ্লেষ্মাদ্যপেক্ষয়া তস্যাধিক্যাৎ তৎপ্রাচুর্য্য এব ময়ট্প্রত্যয়াৎ বিকারে তদযোগাৎ। দ্ব্যচশ্ছন্দসীতি সূত্রেণ বিকারাবয়বয়োর্দ্ব্যচ এব ময়ট্ ছন্দসি স্যাৎ। ময়তয়োরিত্যাদিনা বহুস্বরান্তয়োস্তস্য বিধানং লোকে এব। পক্ষিরূপকেণানুবর্ণয়তি। তস্যেদমিতি। ইদং প্রসিদ্ধং শির এব শিরঃ। নূনমুত্তরোত্তরত্রৈব রূপকময়ম্। এবং পক্ষাদিষ্বপি ব্যাখ্যেয়ম্। পক্ষো বাহুঃ। উত্তরো বামঃ। অয়ং মধ্যমো দেহভাগঃ। আত্মা অঙ্গানাং মধ্যস্থেষামাত্মেতি শ্রবণাৎ। ইদমিতি নাভেরধোঽঙ্গম্। তৎ পুচ্ছমিব পুচ্ছং অধোলম্বনসামান্যাৎ। তদেব প্রতিষ্ঠাশ্রয়ঃ। প্রকর্ষেণ তিষ্ঠত্যস্যামিতি ব্যুৎপত্তেঃ। তদেবমরুন্ধতীদর্শনন্যায়েনান্তরতমতত্ত্বজ্ঞানার্থং লোকপ্রসিদ্ধমাত্মানমনূদ্য তস্যান্তরতমং আত্মানং শাস্ত্রপ্রসিদ্ধসাধনাদিক্রমেণ প্রবেশয়ন্ প্রাণময়াদীনপ্যাহ। তত্র মনসো ধারণার্থং তদাধারঃ প্রাণো ধার্য্য ইতি প্রথমং প্রাণময়মাহ। তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদন্যোঽন্তর আত্মা-প্রাণময়স্তেন এষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণপক্ষঃ। অপান উত্তরপক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি—প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে। প্রাণো হি ভূতানামায়ুস্তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যতে॥' ইত্যাদি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্যেতি। অস্যার্থঃ—অন্নরসময়াৎ প্রাণময়োঽন্তরস্তদপগমেঽন্নরসময়স্য মৃতেঃ। এষোঽন্নরসময়স্তেন প্রাণময়েন পূর্ণঃ। বায়ুনেব দৃতিঃ। স চ প্রাণময়ঃ পুরুষবিধঃ পুরুষাকারঃ। কথং? তস্য পূর্ব্বস্যান্নরসময়স্য পুরুষবিধতামনুলক্ষীকৃত্য বিশেষং বোধয়িতুং অয়ং প্রাণময়োঽপি রূপককল্পিতৈঃ শিরঃপক্ষাদ্যৈঃ পুরুষাকার এব নিরূপ্যত ইতি। তদেব রূপকং দর্শয়তি। তস্য প্রাণময়স্য হৃদি স্থিতঃ প্রাণবায়ুরেব প্রথমধার্য্যত্বেন শিরঃ কল্প্যতে।

এবং সাধনক্রমেণ দক্ষিণপক্ষত্বাদিক্রমো বোধ্যঃ। উদানানির্দ্দেশঃ প্রাণেনাভেদোপাসনাৎ। আকাশস্তৎস্থো বায়ুবৃত্তিবিশেষঃ সমানাখ্যো বায়ুঃ প্রাণাদিবৃত্ত্যধিকারাৎ। স চ মধ্যস্থত্বাদিতরপর্য্যন্তবৃত্তিনিরপেক্ষঃ অধ্যক্ষঃ। পৃথিবী তদভিমানিনী দেবতা প্রতিষ্ঠা। আধ্যাত্মিকস্য প্রাণস্য ধারয়িত্রী স্থিতিহেতুত্বাৎ। সৈষা পুরুষস্যাপানমারভ্যেতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্য প্রাণময়স্যৈষ 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।' ইত্যুপক্রমোক্ত এবাত্মা শারীর আত্মা তদ্রূপশারীরান্তর্য্যামী। কীদৃশঃ? যঃ পূর্ব্বস্যান্নরসময়স্যাপি শারীর আত্মা। এবং যঃ পূর্ব্বস্য প্রাণময়স্যেত্যাদিকম্ পরত্রাপি যোজ্যম্। যত্ত্বানন্দময়োঽন্তেঽপি তস্যৈষ এব শারীর আত্মেতি-পঠ্যতে। তত্র তস্যোপচারিকভেদনির্দ্দেশে অনন্যাত্মত্বমেব বোধয়তি নত্বাত্মান্তরম্। বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মা ইতি বদন্ত্যপ্রস্তাবাৎ। ততশ্চ তত্রৈব পূর্ব্বোক্ত আনন্দময়তাৎপর্য্যাবসানবিবেক আত্মৈব তস্য শারীর আত্মেতি যোজ্যম্। এবং প্রাণধারণয়া মনোবশীকৃত্য। তচ্চ মনো নিষ্কামকর্ম্মাত্মকতয়া ধার্য্যমিতি মনোময়মাহ। তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াদন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়স্তেন এষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এবস্তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধস্তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা। অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন' ইতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্যেতি। অস্যার্থঃ—মনঃ সঙ্কল্পাদ্যাত্মকমন্তঃকরণং অস্য পূর্ব্বস্মাদন্তরত্বং জ্ঞানসম্বন্ধেন জড়াৎ প্রাণময়শ্রৈষ্ঠ্যেন বোধ্যম্। তেনৈষ পূর্ণঃ। মনোময়েন প্রাণময়ঃ পূর্ণঃ। এষ এব মনোময়ঃ পুরুষাকারঃ। তস্য প্রাণময়স্য পুরুষবিধতামনুলক্ষীকৃত্যায়ং মনোময়োঽপি পুরুষাকার ইত্যর্থঃ। তদেব রূপকং দর্শয়তি। তস্য যজুরিত্যাদিনা। যজুরিত্যনিয়তাক্ষরপাদবিশেষো মন্ত্রবিশেষঃ। তজ্জাতিবাচী যজুঃশব্দঃ। তস্য শিরস্ত্বং প্রাথম্যা যজুষা হি হবির্দীয়তে। এবমৃক্সাময়োশ্চ বৈশিষ্ট্যং বোধ্যম্। আদেশোঽত্র ব্রাহ্মণম্। আদেষ্টব্যবিশেষান্নির্দ্দিশতি। অথর্ব্বাঙ্গিরসা চ দৃষ্টা মন্ত্রা, ব্রাহ্মণঞ্চ শান্ত্যাদিপ্রতিষ্ঠাহেতুকর্ম্মপ্রধানত্বাৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। মনোময়াঙ্গত্বং চৈষাং মনোবৃত্ত্যাবাবির্ভাবিত্বেন তৎপ্রাচুর্য্যাৎ। তদ্বিকারত্বে তু পৌরুষেয়ত্বাপত্তিঃ। অত্র পারমার্থিকপথস্যৈব প্রকৃতত্বাদ্ব্যাবহারিক -সঙ্কল্পাদ্যাত্মকমনোময়ত্বং ন প্রযুজ্যতে।

প্রাণধারণায়াঃ প্রাগেব হি ত্যক্তং তৎ। অতএব মনুষ্যাধিকারবত্ত্বান্মনুষ্যশরীরমেবোপক্রান্তম্। তস্য মনোময়স্যৈষ তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যুপক্রমঃ কথিত এবাত্মা শারীর আত্মা তদ্রূপশারীরান্তর্য্যামী। যঃ পূর্ব্বস্য প্রাণময়স্যাপি শারীর আত্মেত্যর্থঃ। অথ বিজ্ঞানময়মাহ। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াদন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়স্তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধস্তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগঃ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। 'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ। বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্ব্বে ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠং উপাসত' ইত্যাদি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্যেতি। অস্যার্থঃ—বিজ্ঞানময়স্য জীবস্য মনোময়াদন্তরত্বং করণাৎ তস্মাৎ কর্ত্তৃত্বেন শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। তেনৈষ পূর্ণঃ। বিজ্ঞানময়েন মনোময়ঃ পূর্ণঃ। স বা এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষবিধঃ। তস্য মনোময়স্য পুরুষবিধতামনুলক্ষ্যীকৃত্যায়ং বিজ্ঞানময়োঽপি পুরুষবিধ ইত্যর্থঃ। তদেব রূপকং দর্শয়তি তস্য শ্রদ্ধৈবেত্যাদিনা শ্রদ্ধাত্রাধ্যাত্মশাস্ত্রযাথার্থ্যপ্রতীতিঃ। ঋতং তচ্ছাস্ত্রার্থনিশ্চিতা বুদ্ধিঃ। সত্যং তদর্থানুভবপ্রযত্নঃ। যোগো যুক্তিঃ সমাধিরিত্যর্থঃ। স তস্য মধ্যকায়ঃ। শ্রদ্ধাদীনামেতৎ সাক্ষাৎকারাঙ্গত্বাৎ মহস্তত্তৎসর্ব্বপ্রকাশকত্বেনোত্তমতরং শুদ্ধজীবস্বরূপম্ তৎ কিল পুচ্ছম্। তত্তদবধিভূতত্বাৎ। তৎ খলু প্রতিষ্ঠা। তেষাং সর্ব্বেষামাশ্রয়ঃ। তদেবং শুদ্ধজীবপর্য্যন্তমুপদিশ্য তথা তথা লব্ধান্তরাণাং পুনঃ সর্ব্বান্তরতমত্বেন তত্রৈব পূর্ব্বোপক্রান্তমুখ্যাত্মতত্ত্বপর্য্যবসায়কযত্নানন্দময়মুপদিশতি। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদিত্যাদিনা। শেষং ভাষ্যে দ্রষ্টব্যম্। অস্যার্থঃ—আনন্দময়স্য সর্ব্বান্তরবর্তিত্বাৎ। ইহ পূর্ব্বত্র শাস্ত্রীয়পরমার্থপ্রক্রিয়ৈব লব্ধা। ন তু ব্যাবহারিকী। ততঃ প্রিয়াদিশব্দৈঃ ইষ্টপুত্রদর্শনাদিজমানন্দাদিকং ন ব্যাখ্যেয়ম্। কিন্ত্বেকস্যৈব পরমানন্দরূপস্য হরেরুত্তরোত্তরোদয়বিশেষাৎ প্রিয়াদিশব্দৈর্ব্যপদেশঃ। তথাহি—এক এব পরমাত্মা ব্যূহিত্বেন ব্যূহত্বেন দ্বিধা ভবতি। তত্রানন্দময়স্য প্রিয়রূপো নারায়ণঃ শিরো ভবতি মোদরূপঃ প্রদ্যুম্নো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদরূপোঽনিরুদ্ধ উত্তরপক্ষঃ। আনন্দরূপো বাসুদেব আত্মা মধ্যকায়ঃ। যথা—নারায়ণো মধ্যকায়ঃ বাসুদেবঃ শির ইতি। ব্রহ্মরূপঃ সঙ্কর্ষণস্তু পুচ্ছং ভবতি। এবং হি স্মরন্তি—"শিরো নারায়ণঃ প্রোক্তো দক্ষিণঃ সব্য এব চ। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ সদেহো বাসুদেবকঃ। নারায়ণোঽথ সদেহোবাসুদেবঃ শিরোঽপি

বা। পুচ্ছং সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্ত এক এব তু পঞ্চধা। অঙ্গাঙ্গিত্বেন ভগবান্ ক্রীড়তে পুরুষোত্তমঃ। ঐশ্বর্য্যান্ন বিরোধশ্চ চিন্ত্যস্তস্মিন্ জনার্দ্দনে॥" ইতি॥ সঙ্কর্ষণস্য ব্রহ্মত্বমাধাররূপস্য তস্যাধেয়পুরুষোত্তমবিগ্রহাপেক্ষয়া বৃহদ্রূপত্বাৎ তদ্ধারকত্বস্বরূপবৃহদ্‌গুণযোগাচ্চ বদন্তি। অতএব তদাধারত্বরূপং প্রতিষ্ঠাত্বং চ তস্যোক্তং পুচ্ছত্বন্তু সর্ব্বোত্তরোদিতত্বাদিতি। ন চৈবমুত্তরোত্তরোদয়তারতম্যাদ্ ভেদঃ প্রাপ্নোতি। একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতীত্যাদিশ্রুতেঃ। অঙ্গাঙ্গিত্বেনেত্যাদিস্মরণাচ্চ। অতএব শিরঃ সদেহরূপকে পরিবৃত্তিঃ সঙ্গচ্ছতে। তথাচ নারায়ণাদি শিরঃপ্রভৃত্যবয়বঃ শ্রীকৃষ্ণানন্দময়ঃ স্বয়ং ভগবানিতি নিস্কৃষ্টম্। অতএবানন্দময়মধিকৃত্য রসো বৈ স রস ইত্যাদিকমপি সঙ্গতিমৎ। মল্লানামশনিরিত্যাদৌ পঞ্চবিধপ্রেমরসাশ্রয়তয়া তস্যৈবাভিধানাৎ। তথাচ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিতি যদ্ ব্রহ্মোপক্রান্তং তস্যৈব তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশ ইত্যাদিনাত্মত্বং প্রদর্শ্য তত্ত্বস্য পর্য্যবসানমানন্দময় এব দর্শিতং অন্যানুক্তেরিতি। বিশেষস্তু প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরিত্যত্র দ্রষ্টব্যঃ। যদ্যপি ব্যাখ্যান্তরং প্রাচীনৈরপ্যত্র দর্শিতং অস্তি তথাপ্যেতদেব ব্যাখ্যানং সদ্ভিশ্চ শ্রদ্ধেয়ং প্রমাণমূলত্বাদিতি। এতাবতার্থকদম্বেনাচিন্ত্যেঽস্মিন্ বিষয়ে সন্দেহাদিকং দর্শয়তি। কিময়মিত্যাদিনা। শারীরো দেহভৃৎ। তত্ত্বঞ্চ জীবস্যৈব প্রসিদ্ধম্। স হি স্বার্জ্জিতাভ্যাং পাপপুণ্যাভ্যাং নানাবিধানি শরীরাণি ভজতীতিশাস্ত্রে দৃষ্টম্। পরব্রহ্মণস্তু কর্ম্মসম্বন্ধাভাবাচ্ছরীরাণি ন ভবন্তীত্যশরীরত্বং প্রসিদ্ধম্—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকানুবাদ—প্রতিজ্ঞাতমিত্যাদি—'তত্তু সমন্বয়াৎ' এই সূত্রে প্রতিজ্ঞাত সমন্বয়কে বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদন করিবার জন্য ভাষ্যকার মঙ্গলাচরণ করিতেছেন,—'শব্দা' ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা। 'যত্র'—যে শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মে, আনন্দময় প্রভৃতি শব্দ বাচকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ আনন্দময়াদি শব্দ যে ব্রহ্মের বাচক হইয়া থাকেন, তাঁহাকে আমরা শ্রদ্ধা করি অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে সেই আনন্দময় পুরুষকে ভজন করিতেছি। শুদ্ধ শব্দের অর্থ তিনি মায়া এবং মায়ার কার্য্য দেহাদি-সম্পর্কলেশরহিত। বিভু, বিজ্ঞান প্রভৃতি আর যাহা বলা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টার্থক।

যদ্যেতি যে সমন্বয়ের উপপত্তিহেতু, 'ব্রহ্মণঃ বাচ্যত্বং' ব্রহ্মের বেদদ্বারা

অভিহিতত্ব, অর্থাৎ অভিধাবৃত্তিদ্বারা কথিতত্ব, সমর্থিত—শ্রুতি-স্মৃতি দ্বারা 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' এই অধিকরণে সাধিত—প্রমাণীকৃত হইয়াছে। 'প্রায়েণেতি' —অন্যত্র জীব-প্রকৃতি প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে, পূর্ব্বে ব্রহ্মের যে সকল বেদবেদ্যত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহা তো সম্ভবপর নহে, কেননা আনন্দময়াদি শব্দ তো জীব প্রভৃতিতেই প্রসিদ্ধ, এই আক্ষেপ করিয়া ভাষ্যকার সমাধান করিয়াছেন সুতরাং পরবর্ত্তী গ্রন্থ আক্ষেপসঙ্গতি-সূচক। সেই পূর্ব্বপক্ষগ্রন্থে 'ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন' এইরূপ আরম্ভ করিয়া অন্নময়াদি পঞ্চবিধপুরুষ পঠিত আছে; তন্মধ্যে অন্নময় পুরুষের বর্ণনা যেমন 'স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ' ইত্যাদি যং ত্যজস্তীত্যন্তগ্রন্থ, ইহার অর্থ—স বৈ এষঃ—'বৈ' শব্দটি প্রসিদ্ধি অর্থে অথবা নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত একটি অব্যয়। 'এষঃ'—এই যাহা মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশময় একটি পিণ্ড, তদভিমানী পুরুষ অন্নরসময় নামে অভিহিত। অন্নরস শব্দটি এখানে অন্নরসের বিকার অর্থে প্রযুক্ত। সেজন্য ত্বক্ প্রভৃতি সকল বিকারকেই বুঝাইতেছে। তবে যে জলাদিময় না বলিয়া অন্নরসময় বলা হইয়াছে, তাহার কারণ—জল প্রভৃতির বিকার শ্লেষ্মাদি অপেক্ষা শরীরে অন্নের বিকারই অধিক। প্রাচুর্য্য অর্থে ময়ট্ প্রত্যয়। যেহেতু বিকার হইলেই ময়ট্ প্রত্যয় সম্বন্ধ থাকে না। 'দ্ব্যচশ্ছন্দসি' এই পাণিনি সূত্রদ্বারা বৈদিক প্রয়োগে দুইটি স্বরবর্ণ-বিশিষ্ট দুইটি অবয়ব বাচক শব্দের মধ্যে যাহাতে বিকার বুঝাইবে, তাহার উত্তর ময়ট্ বিহিত হইয়াছে। লৌকিক প্রয়োগে 'ময়তয়োঃ' ইত্যাদিসূত্রে ময়ট্ ও তয়প্ প্রত্যয় হইয়া থাকে, যদি বহুস্বর-বিশিষ্ট দুইটি অবয়ব-বাচক শব্দ হয়। অতঃপর ভাষ্যকার পক্ষিরূপে সেই অন্নরসময় পুরুষের বর্ণন করিতেছেন।

'তদপ্যেষ শ্লোকঃ শ্রূয়তে'—সেই অন্নরসময় পুরুষ সম্বন্ধে একটি শ্লোকও শ্রুত হয় যথা—'অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে' ইত্যাদি অন্ন হইতে সমস্ত লোক উৎপন্ন হয়। যে কেহ এই পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া আছে—তাহার পর উৎপন্ন জীব অন্নদ্বারাই বাঁচিয়া থাকে, পরে সেই অন্নময় দেহও ত্যাগ করে। উত্তরোত্তর নিশ্চিতভাবে এই অন্নরসময় পুরুষের পক্ষিরূপে বর্ণনা জানিবে। এইরূপ পক্ষ প্রভৃতি স্থলেও ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য। পক্ষ অর্থাৎ বাহু। উত্তর

শব্দের অর্থ বাম। 'অয়ম্'—ইহা অঙ্গসমুদায়ের মধ্যভাগ আত্মা,—কথিত আছে 'মধ্যস্থেষামাত্মা'—ইহাদের মধ্যভাগ আত্মা। 'ইদং পুচ্ছং'—ইহা অর্থাৎ নাভির অধোঽঙ্গ, 'তৎ পুচ্ছম্'—তাহা পুচ্ছ, পুচ্ছের মত, পুচ্ছ যেমন অধোলম্বমান, সেইপ্রকার। 'তৎ প্রতিষ্ঠা'—তাহাই আশ্রয়, প্রতিষ্ঠা শব্দের ব্যুৎপত্তি—প্রকর্ষরূপে যাহাতে স্থির করে। এইরূপে অরুন্ধতীদর্শন ন্যায়ে আত্মাকে সর্ব্বাধিক অন্তর জানাইবার জন্য সাধারণতঃ লৌকিক ব্যবহারে প্রসিদ্ধ দেহাভিমানী আত্মাকে উল্লেখ করিয়া শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ সাধনক্রমানুসারে ঐ আত্মারও আন্তরতম আত্মাকে বাহ্য হইতে অভ্যন্তরে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করাইতে করাইতে প্রাণময়াদি আত্মার বর্ণন করিলেন। অরুন্ধতীন্যায়টি এইপ্রকার—যেমন কেহ অরুন্ধতী দেখিতে চাহিলে অভিজ্ঞ প্রদর্শক তাহাকে প্রথমতঃ স্থূল নক্ষত্র দেখায়, পরে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতমকে দেখাইতে থাকে, সেইরূপ বাহ্য প্রসিদ্ধ আত্মা অন্নরসময়, তাহা হইতে আন্তর সূক্ষ্ম প্রাণময়, সূক্ষ্মতর মনোময়, সূক্ষ্মতম বিজ্ঞানময়, তাহা হইতে আরও আন্তর আনন্দময় ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রাণে মনের ধারণের জন্য মনের আধার প্রাণ ধারণীয়, এইজন্য প্রথমে প্রাণময় আত্মা বলিতেছেন—'তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদন্য' ইত্যাদি সেই অন্নরসময় আত্মা হইতে প্রাণময় আত্মা অন্তরস্থিত। 'স বা এষ পুরুষবিধ এব' সেই প্রাণময় আত্মাও পুরুষাকৃতি, এজন্য পুরুষবিধ রূপকে বলিতেছেন। যেহেতু ইহারও মস্তকাদি আছে, প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর মধ্যে প্রাণবায়ুই তাহার মস্তকস্বরূপ, ব্যানবায়ু দক্ষিণবাহু, অপানবায়ু বাম বাহু, আকাশ বা শরীরাভ্যন্তরবর্ত্তী অবকাশ আত্মা, পৃথিবী পুচ্ছ, তাহাই প্রতিষ্ঠা—ইহার আশ্রয়। এ-বিষয়ে এই একটি শ্লোক আছে—'প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি…তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যতে' 'তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্যেতি' ইহার তাৎপর্য্য—অন্নরসময় আত্মা বাহ্য, তাহা হইতে প্রাণময় আত্মা আরও অন্তর, কেননা প্রাণময় আত্মার সম্বন্ধ নষ্ট হইলে, অন্নরসময় আত্মার মৃত্যু ঘটে। অতএব এই অন্নরসময় আত্মা সেই প্রাণময় আত্মা-দ্বারা পূর্ণ হইয়া আছে, যেমন বায়ুদ্বারা চর্ম্মপেটিকা বা মশক পূর্ণ হয়, বায়ুর অপগমে তাহার অস্তিত্বই থাকে না; সেইরূপ এই প্রাণময় আত্মা। সেই প্রাণময় আত্মা মানব-শরীরাকৃতি, কিরূপে? তাহা দেখাইতেছেন—সেই পূর্ব্ববর্ণিত অন্নরসময় আত্মার যেমন

পুরুষসাদৃশ্য, সেইরূপ ইহারও কিন্তু একটু বিশেষ আছে, সেই বিশেষত্ব বুঝাইবার জন্য এই প্রাণময় আত্মাকে রূপকদ্বারা কল্পিত মস্তকপক্ষ প্রভৃতি যোগে পুরুষাকার নিরূপণ করা হইতেছে। সেই রূপকই দেখাইতেছেন—সেই প্রাণময় শরীরের হৃদয়ে যে প্রাণবায়ু থাকে, তাহাতেই প্রথমে মনের ধারণার জন্য শিরোরূপে কল্পনা করা হইতেছে। এইরূপ কল্পনাক্রমে দক্ষিণপক্ষাদি কল্পনা জ্ঞাতব্য। উদানবায়ুর পৃথগ্ভাবে নির্দ্দেশ না করিবার হেতু প্রাণের সহিত উদানবায়ুর অভেদরূপে উপাসনা হয় বলিয়া আকাশ অর্থাৎ সেই প্রাণময়স্থিত বায়ুর কার্য্যবিশেষ। সমান শব্দের অর্থ সমান নামক বায়ু বুঝিতে হইবে, যেহেতু প্রাণাদিবায়ুর বৃত্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে উহাই উল্লিখিত। সেই সমান বায়ু—তাহা হৃদয়ের মধ্যে স্থিত, এজন্য অপর বায়ুর বৃত্তিকে অপেক্ষা করে না, এজন্য প্রধান। পৃথিবী অর্থাৎ পৃথিব্যভিমানিনী দেবতা, সেই প্রাণময়ের প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়। যেহেতু—আধ্যাত্মিক প্রাণের ধারণকারিণী পৃথিবী, তাহা স্থিতির হেতু, এইজন্য প্রতিষ্ঠা। শ্রুত্যন্তরে বলিয়াছেন—এই পৃথিবী পুরুষের (প্রাণময় আত্মার) অপান হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বায়ুর ধারণকারিণী। সেই প্রাণময় আত্মার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে—যথা 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ' সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে—এই উপক্রম করিয়া যে আত্মার কথা বলা হইয়াছে, উহা শারীর আত্মা—পক্ষিরূপে বর্ণিত শরীরধারী অন্তর্য্যামী। তিনি কি প্রকার? তাহা বলা হইতেছে—যিনি পূর্ব্ব-বর্ণিত অন্নরসময়েরও (শরীরধারী) অন্তর্য্যামী। এইরূপ যিনি পূর্ব্ববর্ণিত প্রাণময় আত্মার অন্তর্য্যামী, এইপ্রকারে পরবর্ত্তী বাক্যেও ব্যাখ্যান কর্ত্তব্য। পরিশেষে যে আনন্দময় আত্মা বলা হইল, তাহারই অন্তর্য্যামী এই আত্মা (পরমাত্মা) এইরূপ পঠিত হয়। সেই আত্মার সহিত জীবাত্মার লাক্ষণিক ভেদ নির্দ্দেশ করিলে তবে উভয় অভিন্ন, ইহাই বুঝায়; কিন্তু বিভিন্ন আত্মা বুঝায় না। 'বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মা' ইহার মত ভেদনির্দ্দেশ-হেতু আত্মভেদ মানিতেই হইবে। অতএব পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে আনন্দময় আত্মাতে পর্য্যবসিত আত্মাই সেইরূপ পরমেশ্বরের শারীর-আত্মা—এইরূপ অর্থ বোদ্ধব্য। এইভাবে অন্নরসময়াদি আত্মায় প্রাণের ধারণাদ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া পরে সেই মনকে নিষ্কামকর্ম্ম-

পরত্বরূপে ধারণ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে মনোময় আত্মার কথা বলিতেছেন—'তস্মাদ্বা এতস্মাৎ...তেনৈষ পূর্ণঃ।' 'স বা এষ...পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।' সেই এই প্রাণময় আত্মা হইতে আরও অভ্যন্তরবর্ত্তী মনোময় আত্মা, তাহার দ্বারাই এই আত্মা পূর্ণ (তাহার সত্তায় ইহার সত্তা)। সেই মনোময় আত্মাও পুরুষাকৃতিসম্পন্ন। তাহার পুরুষবিধতা লক্ষ্য করিয়াই এই আত্মা পুরুষবিধরূপে উক্ত হইয়াছে। অতঃপর ইহার শরীরের বর্ণনা হইতেছে—সেই যজ্ঞপুরুষের যজুর্ব্বেদই মস্তক, ঋগ্‌বেদ দক্ষিণ বাহু, সামবেদ বামবাহু, বেদের ব্রাহ্মণাংশ বিধিবাক্য আত্মা, আঙ্গিরস অথর্ব্ববেদ ইহার পুচ্ছ, ইহাতেই তাহার প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি। এ-বিষয়ে একটি শ্লোক আছে 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' ইত্যাদি—যাহার প্রকাশকার্য্য হইতে বাক্য বিরত হয়, মনও তথায় পৌছায় না। ব্রহ্মের সেই আনন্দস্বরূপ জানিলে আর কোন ভয় থাকে না। 'তস্যৈষ এব আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য'। ইহার অর্থ—এই মন সঙ্কল্প-বিকল্পময় অন্তঃকরণ বিশেষ, ইহা পূর্ব্ববর্ণিত প্রাণময় হইতে অন্তর্বর্ত্তী আরও সূক্ষ্ম, যেহেতু মন জ্ঞানের করণ, প্রাণ কিন্তু তাহা নহে, যেহেতু জড। মনোময় আত্মা দ্বারা এই প্রাণময় আত্মার অস্তিত্ব। এই মনোময় আত্মাও পুরুষাকৃতিসম্পন্ন, এই প্রাণময় আত্মার শরীরানুসারে ইহারও শরীর কল্পনা করা হয়। তাহাই রূপক দেখাইতেছে—'তস্য যজুঃ শিরঃ' ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা। যজুঃ শব্দের অর্থ যাহাতে শ্লোকচরণের অক্ষর ব্যবস্থা বা নিয়ম নাই, এইরূপ মন্ত্র বিশেষ। তজ্জাতীয় যজুঃ শব্দ। তাহাকে মস্তকরূপে কল্পনার হেতু প্রথমতঃ যজুর্ম্মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় এই কারণে। এই ঋগ্‌বেদ ও সামবেদেরও বিশেষত্ব বুঝিবে। আদেশ-শব্দের অর্থ এখানে বেদের ব্রাহ্মণভাগ। যেহেতু ব্রাহ্মণভাগ করণীয় কার্য্য-বিশেষের নির্দ্দেশ করে। অথর্ব্ববেদবিৎ অঙ্গিরা মুনি যে-সকল মন্ত্র ধ্যানযোগে দর্শন করিয়াছেন, সেইগুলি ও ব্রাহ্মণাংশ শান্তি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার হেতু কর্ম্মসকল প্রধানভাবে নির্দ্দেশ করে বলিয়া উহারা প্রতিষ্ঠা ও পুচ্ছ। এই মন্ত্রগুলি মনোময় আত্মার অঙ্গ এইরূপে সিদ্ধ। যেহেতু মনোবৃত্তিদ্বারা আবির্ভূত, তাদৃশ মন্ত্রই এই বেদে প্রচুরভাবে আছে, কিন্তু মন্ত্র মনের বিকার নহে, তাহা হইলে বেদ পৌরুষেয় হইয়া পড়ে। এই বেদান্তদর্শনে পারমার্থিক পথই প্রক্রান্ত অর্থাৎ প্রকৃত, ব্যবহারিক সঙ্কল্পাদি-স্বরূপ মনোময়ত্ব প্রযুক্ত নহে।

ইহাতে প্রাণধারণার পূর্ব্বেই যেহেতু উহা পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, অতএব ধারণা মনুষ্যেরই কার্য্য এইজন্য মনুষ্যাকৃতি কল্পনা করা হইয়াছে। 'তস্মাদ্বা এতস্মাৎ' ইত্যাদি শ্রুতিতে সেই মনোময় আত্মারই উপক্রম করিয়া এই বিজ্ঞানময় আত্মা তদ্রূপধারী শারীর আত্মা অর্থাৎ তাহার অন্তর্য্যামী। যিনি পূর্ব্ববর্ণিত বাহ্য প্রাণময়েরও আত্মা। 'ইনি বিজ্ঞানময়' ইহাই বলিতেছেন—'তস্মাদ্বা এতস্মাৎ মনোময়াদন্য ইত্যাদি...তেনৈষপূর্ণঃ।' 'স বা এষ ইত্যাদি... পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।' তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। 'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে···জ্যেষ্ঠ উপাসতে।' 'তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্যেতি।' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জীব—বিজ্ঞানময়, উহা মনোময় আত্মা হইতে অন্তর—অভ্যন্তরবর্ত্তী, যেহেতু মনোময় আত্মা করণ, তাহা হইতে বিজ্ঞানময় আত্মা কর্ত্তৃত্বহেতু শ্রেষ্ঠ, তাহার দ্বারা (বিজ্ঞানময়-দ্বারা) এই মনোময় আত্মা পূর্ণ, সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা পুরুষ-শরীরবৎ আকৃতি সম্পন্ন। সেই মনোময় আত্মার পুরুষ-সাদৃশ্য অনুসারে বিজ্ঞানময় আত্মাও পুরুষাকৃতি। তাহাই রূপক দেখাইতেছে—তাহার শ্রদ্ধাই মস্তক ইত্যাদি দ্বারা। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ—এই অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে যথার্থভাবে বিশ্বাস। ঋত শব্দের অর্থ—সেই অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য-অর্থে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। উহা দক্ষিণ হস্ত। সত্য অর্থাৎ অধ্যাত্মশাস্ত্রার্থের অনুভূতি-বিষয়ে প্রযত্ন, ইহা বিজ্ঞানময় আত্মার বামহস্ত, সমাধি তাহার আত্মা অর্থাৎ শরীর মধ্যদেশ,—শ্রদ্ধাদি এই বিজ্ঞানময় আত্মার সাক্ষাৎকারের সাধন; এজন্য মহঃ তাহার পুচ্ছ অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির প্রকাশকত্বহেতু উত্তমতর শুদ্ধ জীব-স্বরূপ, তাহাই পুচ্ছ; পুচ্ছ যেমন পক্ষীর শরীরের চরমসীমা, সেইরূপ এই বিজ্ঞানময় আত্মা পঞ্চবিধ আত্মার অবধি। ইহাই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সেই সকলের আশ্রয়। ইনিই শুদ্ধজীব, এইরূপে শুদ্ধজীব পর্য্যন্ত উপদেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অন্নরসময়াদি হইতে বিজ্ঞানময় পর্য্যন্ত আত্মার উত্তরোত্তর অন্তরত্ব বলিয়া পরে পুনরায় উক্ত সকল হইতে অন্তরতমরূপে আনন্দময় পুরুষ পর্য্যন্ত বলিয়া তাহাই মুখ্য আত্মারূপে পর্য্যবসিত, ইহারই পরিশেষে উপদেশ করিতেছেন—'তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াৎ' ইত্যাদি অবশিষ্টাংশ ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। এই শ্রুতির অর্থ—সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা হইতে আনন্দ-ময় অন্তরাত্মা পৃথগ্‌ভূত, সেই আনন্দময় আত্মাদ্বারা বিজ্ঞানময় আত্মা পূর্ণ অর্থাৎ সত্তাবান্। সেই আনন্দময় আত্মাও পুরুষসদৃশ আকৃতিসম্পন্ন, সেই বিজ্ঞানময়

আত্মার আকৃতি অনুসারে ইনিও পুরুষাকৃতিসম্পন্ন। যাহা কিছু জগতে প্রিয়বস্তু আছে, তৎসমুদয় তাঁহার মস্তক, মোদ দক্ষিণ বাহু, প্রমোদ বাম বাহু, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছ উহাই প্রতিষ্ঠা বা সকলের আশ্রয়। আনন্দময় আত্মাই সকলের অন্তরতম, এজন্য ইহা আত্মা। এই বেদান্ত শাস্ত্রে পূর্ব্বে শাস্ত্রীয় পরমার্থ প্রক্রিয়া অবগত হওয়া গিয়াছে, কিন্তু ব্যবহারিকী প্রক্রিয়া নহে। সেইজন্য প্রিয় প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যায় ইষ্ট বস্তু, পুত্র দর্শন প্রভৃতির জন্য আনন্দাদি ধর্ত্তব্য নহে, কিন্তু সর্ব্বত্রানুগত একই পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীহরির অন্নরসাদিরূপে উত্তরোত্তর উদয়-বিশেষ বশতঃ প্রিয় প্রভৃতি সংজ্ঞা দ্বারা সেই শ্রীহরিরই নির্দ্দেশ করা হইল। কিরূপে? তাহা দেখাইতেছি—একই পরমাত্মা ব্যূহী অর্থাৎ ব্যূহবিশিষ্ট ও ব্যূহরূপে দ্বিবিধ, তন্মধ্যে আনন্দময় আত্মার প্রিয়রূপ নারায়ণ মস্তক হইতেছেন। প্রদ্যুম্ন মোদ স্বরূপ, ইনি তাঁহার দক্ষিণ বাহু। অনিরুদ্ধ প্রমোদস্বরূপ, ইনি তাঁহার বাম বাহু। আনন্দরূপ বাসুদেব তাঁহার আত্মা অর্থাৎ শরীরের মধ্য ভাগ। কথিত আছে—'যথা নারায়ণো মধ্য কায়ঃ, বাসুদেবঃ শিরঃ,' ইতি নারায়ণ তাঁহার মধ্য ভাগ, বাসুদেব মস্তক। ব্রহ্ম অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ বা বলরাম তাঁহার পুচ্ছ। কথিত আছে—'শিরো নারায়ণঃ প্রোক্তঃ' ইত্যাদি—নারায়ণ মস্তক-রূপে কথিত, প্রদ্যুম্ন দক্ষিণ বাহু, অনিরুদ্ধ বাম বাহু, বাসুদেব দেহধারী রূপে অবতীর্ণ, কিংবা নারায়ণ দেহধারী, বাসুদেব তাঁহার মস্তক, সঙ্কর্ষণ পুচ্ছ রূপে কথিত। এক ব্রহ্মই পাঁচ প্রকারে (নারায়ণ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই পঞ্চব্যূহে) ব্যূহিত। সেই ভগবান্ পুরুষোত্তম অঙ্গ ও অঙ্গিরূপে লীলা করিতেছেন। ব্যূহব্যূহীর একরূপে কথনে বিরোধ আশঙ্কনীয় নহে, কারণ ঐশ্বর্য্য ভেদে ঈশ্বরের ভেদ মাত্র, বাস্তব ভেদ নাই। সঙ্কর্ষণকে যে ব্রহ্মরূপে বলা হইল, ইহার উদ্দেশ্য—আধেয় পুরুষোত্তম বিগ্রহাপেক্ষা যেহেতু তিনি আধার অতএব আধেয়াপেক্ষা আধারের বৃহত্ত্ব—বৃহদ্রূপত্ব হেতু এবং সেই বাসুদেব বিগ্রহের ধারকত্ব হেতু বৃহদ্‌গুণ যোগবশতঃ ব্রহ্মরূপে তাঁহার নির্দ্দেশ হইয়াছে—এই কথা প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন। এইজন্য সঙ্কর্ষণকে প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সর্ব্বাধাররূপে বর্ণন করা হইয়াছে,—পুচ্ছ বলিবার হেতু তিনি সর্ব্বোত্তম রূপে উদিত বলিয়া। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, উত্তরোত্তর উদয়ের তারতম্য বশতঃ তিনি এক স্বরূপ হইলেন কিরূপে, ভেদ

আসিয়া পড়িল তো? উত্তর তাহা নহে, শ্রুতিতে কথিত হইতেছে 'একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি' যিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। আবার কেহ অঙ্গ, কেহ অঙ্গী, অঙ্গ অঙ্গী ব্যতীত থাকে না, অতএব তিনি এক। আর এইজন্য মস্তকের সহিত রূপকে রূপের পরিবর্ত্তনও সঙ্গত হইতেছে। নিষ্কর্ষ এই—নারায়ণাদি শিরঃ প্রভৃতি অবয়বসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ আনন্দময় স্বয়ং ভগবান্। আর এই একত্ব নিবন্ধন আনন্দময় আত্মাকে অধিকার করিয়া 'রসো বৈ সঃ' তিনি রসময় বা আনন্দ স্বরূপ ইত্যাদি উক্তি সঙ্গত হইল। 'মল্লানামশনিঃ' ইত্যাদি ভাগবতোক্ত বাক্যে পঞ্চবিধ প্রেমরসের আশ্রয়রূপে এক শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্মকে বলা হইয়াছে। তাঁহার একত্ব সম্বন্ধে আরও প্রমাণ—'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি সেই সর্ব্বোত্তম পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হন। এই বলিয়া যে ব্রহ্মের কথা আরব্ধ হইয়াছে—'তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ আকাশঃ সম্ভূতঃ' ইত্যাদি শ্রুতি-দ্বারা তাঁহারই আত্মত্ব দেখাইয়া তত্ত্বের পর্য্যবসানে আনন্দময়ই দর্শিত হইল। অন্য কাহারও উক্তি নাই। বিশেষ এই—প্রিয় কে, শিরঃ কি, সে সমুদয় পূর্ব্বে দর্শিত হয় নাই, তাহাই এখানে দ্রষ্টব্য। যদি প্রাচীনগণও এখানে অন্য প্রকার ব্যাখ্যা দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও এই ব্যাখ্যাই সাধুগণের শ্রদ্ধেয়, যেহেতু ইহা প্রমাণমূলক। এতদূর পর্য্যন্ত অর্থ সমুদায় দ্বারা ভাষ্যকার এই অচিন্তনীয় বিষয়ে সন্দেহাদি দেখাইতেছেন। শারীর ইত্যাদি—শারীর আত্মা দেহধারী, তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি জীবেরই প্রসিদ্ধ। যেহেতু জীবই নিজ কর্ম্মে অর্জ্জিত পাপপুণ্য দ্বারা নানাবিধ শরীর গ্রহণ করে, ইহা শাস্ত্রে দেখা গিয়াছে। কিন্তু পরব্রহ্মের কর্ম্ম সম্বন্ধের অভাবে শরীর হয় না। এই হেতু তাঁহার অশরীরত্ব প্রসিদ্ধ—

আনন্দময়াধিকরণম্

সূত্র—আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ—'আনন্দময়ঃ' আনন্দময়-শব্দপ্রতিপাদ্য আত্মা ব্রহ্মই, যেহেতু 'অভ্যাসাৎ'—শ্রুতিতে বারবার সেই পরব্রহ্মেরই উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ১২ ॥

গোবিন্দভাষ্য—পরং ব্রহ্মৈব সঃ। কুতঃ? অভ্যাসাৎ। প্রতিষ্ঠান্তেনানন্দময়ং নিরূপ্য "অসন্নেব সম্ভবতি অসদ্‌ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ" ইতি তত্রৈব ব্রহ্মশব্দস্যাভ্যস্তত্বাৎ। অবিশেষপুনঃশ্রুতিরভ্যাসঃ। ন চাভ্যাসঃ পুচ্ছব্রহ্মণীতি বাচ্যম্। "অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে" ইত্যাদীনাং পুচ্ছান্তপঠিতানাং চতুর্ণাং শ্লোকানামন্নময়াদিপুচ্ছিপুরুষচতুষ্টয়পরত্বেনাস্যাপি শ্লোকস্য তথাভূতস্যাপ্যানন্দময়স্যোত্তরোত্তরোদয়ভেদেন তত্তন্নামভেদাৎ তদযোগাৎ। বিশেষতস্তু তৃতীয়ে বক্ষ্যতে প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তেরিত্যাদিনা। যত্ত্বাহুরন্নময়াদ্যসুখপ্রবাহনিপাতান্নানন্দময়স্য মুখ্যত্বমিতি। নৈষ দোষঃ। তস্য সর্ব্বান্তরত্বাৎ। অজ্ঞানাং জ্ঞপ্তিসৌলভ্যায় তথোপদেশপ্রবৃত্তেঃ। পরমোপকর্ত্তা হি বেদঃ পরমেবাত্মানং বিজিজ্ঞাপয়িষুররুন্ধতীদর্শনন্যায়েনাপরোপদেশেঽপি প্রবর্ত্ততে। নন্বেতাবতা পরত্র তস্য তাৎপর্য্যং ন বা পরস্যামুখ্যত্বমিতি। কিঞ্চোত্তরত্র ব্রহ্মজিজ্ঞাসুং প্রতি তৎপিতা বরুণো বিশ্বোৎপত্ত্যাদিহেতুভূতং বস্তু ব্রহ্মেত্যুপদিশ্য পুনঃ স বুদ্ধ্যর্থমন্নপ্রাণমনোবিজ্ঞানানি ক্রমেণ ব্রহ্মেত্যুক্ত্বান্তেত্বানন্দময়ং ব্রহ্মেত্যুপদর্শ্যোপররাম। মদুক্তেয়ং বিদ্যা ভগবন্নিষ্ঠেত্যভিদধৌ। অথোপসংহারেঽপি। স য এবম্বিদস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য এতমন্নময়মাত্মানং উপসংক্রম্যেত্যাদ্যুক্ত্বা "এতমানন্দময়মাত্মানং উপসংক্রম্য ইমান্ লোকান্ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্নেতৎ সাম গায়ন্নাস্তে" ইত্যুক্তমতঃ পরং ব্রহ্মৈবানন্দময়ঃ। পুরুষবিধোঽন্নময়োঽত্র চরমোঽন্নময়াদিষু যঃ সদসতঃ পরং ত্বমথ যদেষবশেষমৃতমিতিস্মৃতেশ্চ।

শারীরত্বন্তু তস্মিন্নপি ন বিরুদ্ধম্। যস্য পৃথিবী শরীরমিত্যাদিশ্রুতৌ তস্যাপি তদুক্তেঃ। অতঃ শারীরকমিদং শাস্ত্রম্। যত্ত্বানন্দময় ইত্যত্র ব্রহ্মপুচ্ছমিত্যাদি ব্যাচষ্টে, তন্মন্দম্। শব্দস্বারস্যভঙ্গাদ্দেশিকানুগতিহানাচ্চ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আনন্দময় পুরুষ পরব্রহ্মই, যদি বল কিরূপে? তদুত্তর—অভ্যাস হেতু। 'প্রতিষ্ঠাপুচ্ছমিত্যন্ত' পূর্ববর্ণিত শ্রুতিদ্বারা আনন্দময় ব্রহ্মের নিরূপণ করিয়া, প্রলয়কালে—আদিতে ব্রহ্ম অসদ্—অবিদ্যমান, পরে—সৃষ্টিকালে উৎপন্ন হন এই যে জানে, সেই ব্যক্তি অসন্—নিন্দনীয় হয়। আর যে জানে সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম থাকেন, তাহাকে পণ্ডিতগণ সৎ বলিয়া মনে করেন। যেহেতু সেই আনন্দময় পুরুষেই পুনঃপুনঃ ব্রহ্ম-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে—অতএব আনন্দময় পুরুষ ব্রহ্ম-অর্থে প্রযুক্ত। সূত্রোক্ত অভ্যাস-শব্দের অর্থ অবিশেষভাবে পুনঃপুনঃ প্রয়োগ। একথা বলিতে পার না যে, পুচ্ছ ব্রহ্মে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত। কারণ 'অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে'—এই অন্ন হইতে জীব জন্মায় ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা এই পর্য্যন্ত চারিটি শ্লোক অন্নময়াদি পুচ্ছবিশিষ্ট চারিটি ব্রহ্মের বোধক, অতএব পুচ্ছং ব্রহ্ম বলিবার পর যে শ্লোক পঠিত হইয়াছে, সেই শ্লোকোক্ত পুরুষেরও ব্রহ্মপরত্ব, তবে যে অন্নরসময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় নামে সেই ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা উত্তরোত্তর উৎকর্ষভেদে জানিবে। এ-বিষয়ে বিশেষ বিবরণ তৃতীয় অধ্যায়ে 'প্রিয় শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তেঃ' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা বলিবেন। কেহ কেহ যে বলেন, আনন্দময় পুরুষ মুখ্য-অর্থে প্রযুক্ত নহেন, যেহেতু অন্নময়াদি পুরুষ ক্লেশময়, সেই প্রকরণে ইহা পঠিত, অতএব ইহাও ক্লেশময়; তাহা নহে অর্থাৎ ইহা আপত্তির যোগ্য নহে, কারণ আনন্দময় পুরুষই সকলের অন্তর, (যেহেতু ইহার- পর আর কোনও আত্মার কথা শ্রুতি বলেন নাই)। কেবল অজ্ঞব্যক্তিদিগের জ্ঞানের সৌকর্য্যের জন্য অন্নরসাদি প্রবাহের মধ্যে আনন্দময়ের উপদেশ হইয়াছে। জীবের পরম উপকারক বেদ পরমাত্মারই পরিচয় জানাইবার ইচ্ছায় অরুন্ধতী দর্শন-ন্যায়ে অর্থাৎ স্থূল হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মতর পদার্থ দেখাইবার জন্য অপর অন্নময়াদি পুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন। 'নন্বেতাবতা' ইত্যাদি—ওহে তত্ত্বজিজ্ঞাসু! এত কথায় আনন্দময় শ্রুতির তাৎপর্য্য সেই পরব্রহ্মে জানিবে। সেই পরব্রহ্ম অমুখ্য হইতে পারে না। আর এক কথা, ভৃগু-আরুণি-সংবাদে পরবর্ত্তী গ্রন্থে আমরা ইহাই দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া আরুণি পিতা বরুণের নিকট গেলেন, বরুণ তাহাকে বুঝাইলেন, যিনি এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি, লয়ের কারণ—সেই বস্তু সৎ ব্রহ্ম, এই উপদেশ করিয়া

আবার তাহার সংশয় নিবৃত্তির জন্য ক্রমে ক্রমে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের উপদেশ করিলেন, পরিশেষে আনন্দময় ব্রহ্মের বর্ণন করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। পরে উপদেশ হইতে নিবৃত্ত হইবার পর বলিলেন, বারুণি! আমার কথিত এই বিদ্যা ভগবানে পর্য্যবসিত অর্থাৎ আনন্দময়ই সেই ভগবান্। আবার উপসংহারেও দেখিতে পাই—যথা-'স য এবংবিৎ' ইত্যাদি—সেই ব্যক্তি, যে ব্রহ্মকে এইরূপে জানিয়া ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করে, সে এই অন্নময় আত্মা হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ইত্যাদি। পরিশেষে বলিলেন এই আনন্দময় আত্মা লাভ করিয়া স্বাধীন ভোগী ও স্বাধীনরূপ হইয়া এই লোকে বিচরণ করে, এই সামগান করিতে থাকে—ইত্যন্ত কথা বলিলেন, তবেই দেখ আনন্দময় পুরুষ পরব্রহ্ম।

'শারীরত্বন্ত' ইত্যাদি—'পুরুষবিধঃ পুরুষঃ আত্মা পুরুষাকৃতি' এ-কথায় সন্দেহ হইতে পারে, ব্রহ্ম শরীরধারী কিরূপে? কিন্তু ইহা কোন বিরুদ্ধ কথা নহে, যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—'যস্য পৃথিবী শরীরম্' ইত্যাদি পৃথিবী যাঁহার (যে পরমাত্মার) শরীর, অতএব পরমাত্মারও শরীর আছে। এইজন্য এই বেদান্ত শাস্ত্রকে শারীরক নামে অভিহিত করা হয়। 'অয়ন্ত আনন্দময়ঃ'—এই আনন্দময় শ্রুতি ব্রহ্ম পুচ্ছ ইত্যাদিরূপে কেবলাদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা করেন, কথাটি এই—অদ্বৈতবাদীরা বলেন, যদি ব্রহ্ম শরীরধারী হন, তবে অদ্বৈত ব্রহ্ম হইতে পারেন না। অতএব শারীর শব্দের অর্থ পরমাত্মা, তাহার উত্তর স্বার্থে ক প্রত্যয়দ্বারা নিষ্পন্ন শারীরক শব্দ—ইহা বাচ্য হইলেও বাচ্য-বাচকের অভেদ ধরিয়া শারীরক শব্দের অর্থ শাস্ত্রও হইতেছে। ব্রহ্ম যে শারীর তাহার প্রমাণ ব্রহ্মপুচ্ছম্ ইত্যাদি উক্তি। কিন্তু কেবল-অদ্বৈতবাদীর এই ব্যাখ্যা অসঙ্গত, কেননা সর্ব্বত্র দেখা যায়, অনুমান প্রমাণে পক্ষ ও সাধ্য সমান বিভক্তিযুক্ত হয়, যেমন 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্', কিন্তু 'আনন্দময়ঃ' ইহা পক্ষ, 'তস্য প্রিয়মেব শিরঃ' ইহা অথচ দেখা যাইতেছে পক্ষে প্রথমা, সাধ্যে ষষ্ঠী, ইহা শব্দশাস্ত্রের পদ্ধতি ভঙ্গ করিতেছেন, দ্বিতীয় দোষ—এই আচার্য্য বাদরায়ণ ও বরুণ তাঁহাদের গতিহানি ঘটিতেছে ॥ ১২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রতিষ্ঠান্তেনেতি। বাক্যেনেত্যর্থঃ। অসন্নিতি। অসন্নিন্দ্যঃ সম্ভবতি। যো ব্রহ্ম অসন্নাস্তীতি বেদ। যোঽস্তি ব্রহ্মেতি বেদ। ততো ব্রহ্মা-

স্তিত্ববেদনাদ্ধেতোরেনং জনাঃ সন্তং বিদুর্জ্জানন্তীত্যর্থঃ। তত্রৈবেতি। আনন্দময়ে পুংসি ব্রহ্মশব্দস্য দ্বিপাঠাদিত্যর্থঃ। অবিশেষেতি। তস্যৈব শব্দস্য পুনঃ প্রয়োগ ইত্যর্থঃ। ইদং দ্বিতীয়ং তাৎপর্য্যলিঙ্গম্। পুচ্ছং ব্রহ্মণি কেচিত্তদভ্যাসং মন্যন্তে তান্নিরস্যতি। ন চেতি। তথাভূতস্য পুচ্ছাস্তপঠিতস্য। তথাচ। প্রক্রম-ভঙ্গাখ্যো দোষ ইত্যাশয়ঃ। তদযোগাদভ্যাসাসম্ভবাৎ। যত্বিতি। মুখ্যত্বমিতি। তস্যেতি তস্যানন্দময়স্য সর্ব্বান্তরত্বং সর্ব্বান্তরবর্ত্তিত্বং তদনন্তরমন্যস্যাত্মনোঽনুপ-দেশাৎ। নন্বেবঞ্চেৎ তস্যান্নময়াদিভিঃ সহ কুত উপদেশো ভবিতুং যুজ্যতেতি চেত্তত্রাহ। অজ্ঞানামিতি। অপরোপদেশে অন্নময়াদিপুরুষোপদেশে। অপরত্র। অন্নময়াদিষু। নবেতি। পরস্যানন্দময়াত্মনঃ। অভ্যাসলিঙ্গেনানন্দময়স্য পরমাত্মত্বং সূত্রকৃদ্ভির্নির্ণীতম্। অথোত্তরগ্রন্থাৎ ভৃগুবার্ত্তাতস্তস্য তত্ত্বং নির্ণেতব্যমিতি। ভাষ্যকৃদ্যোজয়তি কিঞ্চোত্তরত্রেতি।

স য এবম্বিদিতি। আনন্দময়ং ব্রহ্ম জানন্নিত্যর্থঃ। এতমানন্দময়মাত্মা-নমীশ্বরমুপসংক্রম্য তস্যান্তিকং প্রাপ্য। ইমান্ চতুর্দ্দশলোকান্ অনুসঞ্চরন্ সাম গায়ন্নাস্তে বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। সর্ব্বত্র গতিস্বাচ্ছন্দ্যবর্ণনেন মুক্তত্বং, সামগানেন মুক্তাবপি ভগবদ্রতত্বং চ বোধ্যতে। যত্তূপসংক্রম্যেত্যস্যোল্লঙ্ঘ্যেত্যর্থম্ অভিধায়ানন্দময়াদন্যৎ পরতত্ত্বমিত্যাহুস্তন্মন্দম্। তচ্ছব্দস্য তত্র শক্ত্যভাবাৎ। মেষাদিরাশিষু রবেঃ প্রাপ্তিরেব মেষাদিসংক্রান্তিরিতি প্রসিদ্ধেঃ। স কীদৃশ ইত্যাহ। কামান্নীতি কামং যথেষ্টমন্নং ভোগাঃ সন্ত্যস্য কামান্নী, কামং যথেষ্টং রূপমস্ত্যস্য কামরূপী। স সত্যসংকল্পত্বান্নিখিলভোগসম্পন্নো বিচিত্র-রূপশ্চ তদা ভগবন্তমনুকূলয়ন্ বিভাতীত্যর্থঃ। পুরুষবিধ ইতি। অত্র প্রধানমহদাদিপরিণামরূপেষু সমষ্টিব্যষ্টিজীবশরীরেষু জীবানামনুগ্রহায় ত্বমন্ন-ময়ঃ প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ। কো হ্যেবান্যাদিত্যাদিশ্রুত্যা প্রাণনাদিচেষ্টানাং ত্বন্নি-মিত্তত্বাভিধানাত্তবানুগ্রাহকত্বম্। অন্নময়াদিষু যশ্চরমঃ পুরুষবিধঃ পূর্ব্ব-পূর্ব্ববৎ পুরুষরূপকেণ নিরূপিত আনন্দময়ঃ স ত্বমেব। নন্বু তত্র জীবশরীরেষু প্রবিষ্টস্য মম তদ্গতমালিন্যপ্রসঙ্গ ইতি চেত্তত্রাহ। সদসতঃ পরমিতি। স্থূলসূক্ষ্মকার্য্যকারণবর্গাৎ পরমন্যদ্বস্তু ত্বম্। তৎপ্রবিষ্টোঽপি ত্বং তদ্গন্ধাস্পৃষ্ট ইত্যর্থঃ। এষু সমষ্টিরূপেষু জীবশরীরেষু লীনেষু সৎস্ব যদ্বস্তু অবশেষং শিষ্যমাণং ঋতং তত্তৎসর্ব্বাশ্রয়ভূতং তত্ত্বমেবেত্যর্থঃ। ঋগ-তাবিত্যস্মাদধিকরণার্থকেনক্তপ্রত্যয়েন সিদ্ধে ঋতশব্দস্য তদর্থত্বং বোধ্যম্।

শারীরত্বস্থিতি। তস্মিন্ পরমাত্মনি। তদুক্তেঃ শারীরত্বাভিধানাৎ। শারীরকমিতি। শারীরপরমাত্মা স্বার্থে কপ্রত্যয়ঃ। বাচ্যবাচকয়োরভেদ-বিবক্ষয়া শাস্ত্রং শারীরকম্। যত্বিতি ব্যাচষ্টে কেবলাদ্বৈতী। শব্দেতি। পক্ষসাধ্যয়োরেকবিভক্তিকত্বং দৃষ্টং। তদভাবাত্তদ্ভঙ্গম্। দেশিকো গুরুঃ স চ বাদরায়ণো বরুণশ্চ ॥ ১২ ॥

টীকানুবাদ—'প্রতিষ্ঠান্তেন ইতি' প্রতিষ্ঠা শব্দটি যাহার শেষে আছে, সেই বাক্য-দ্বারা। 'অসন্ সম্পদ্যতে'—নিন্দনীয় হয়। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম অসৎ অর্থাৎ নাই মনে করে, সেই নিন্দনীয়। আর যিনি ব্রহ্ম তখন থাকে মনে করেন, তাঁহার সেই ব্রহ্মাস্তিত্বজ্ঞান হেতু তাঁহাকে লোকে সৎপুরুষ বলিয়া জানে। 'তত্রৈব ইতি' আনন্দময় পুরুষে ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যে দুইবার ব্রহ্মশব্দের পাঠ হেতু (অভ্যাস হেতু) নির্গুণ ব্রহ্ম আনন্দময় বলিয়া জানিতে হইবে। 'অবিশেষেতি' অবিশিষ্টভাবে শব্দের পুনঃ প্রয়োগ ইহাও, 'দ্বিতীয় তাৎপর্য্য লিঙ্গম্' আনন্দময় শব্দের যে ব্রহ্মে তাৎপর্য্য, তাহাতে এই অবিশেষ শ্রুতি দ্বিতীয় অনুমাপক। কেহ কেহ পুচ্ছ ব্রহ্মে অভ্যাস মনে করেন; তাঁহাদিগকে নিরসন করিতেছেন—'ন চেতি' পুচ্ছান্ত-পঠিত বাক্যেরও আনন্দময়ে তাৎপর্য্য আছে, অতএব ঐ কথা বলা যায় না। তাহা বলিলে প্রক্রমভঙ্গ-দোষ হয়, অর্থাৎ পুচ্ছান্ত বাক্যের যদি ব্রহ্মে তাৎপর্য্য না হইবে, তবে আরম্ভের সহিত উপসংহার বাক্যের অনৈক্য হওয়ায় প্রক্রমভঙ্গ দোষ ঘটিবে—এই অভিপ্রায়। 'তদযোগাৎ' অভ্যাসের অসঙ্গতি হেতু প্রিয় শিরস্ত্ব প্রভৃতির অসম্বন্ধ। 'যত্বিতি' আনন্দময়ের মুখ্যত্ব নহে, এই যাহারা বলে, ইহাতে এই দোষ নাই, যেহেতু আনন্দময় পুরুষ সকলের অন্তর অর্থাৎ সকলের অন্তরবর্ত্তী। কেন সর্ব্বান্তর ? তাহার কারণ, তাঁহার পর আর কোন আত্মার উপদেশ হয় নাই। যদি বল, এই যদি হয়, তবে অন্নময়াদি পুরুষের সহিত একভাবে আনন্দময়ের উপদেশ কিভাবে হওয়া উচিত, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'অজ্ঞানামিত্যাদি'। 'অপরোপদেশে' অর্থাৎ অন্নময়াদি পুরুষের উপদেশেও বেদের প্রবৃত্তি। 'নবা পরস্যামুখ্যত্বম্'—পরস্য অর্থাৎ আনন্দময়াত্মার, অমুখ্যত্ব নহে। অভ্যাসরূপ তাৎপর্য্য-লিঙ্গ দ্বারা আনন্দময় যে পরমাত্মা, ইহা সূত্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অতঃপর উত্তর গ্রন্থ ভৃগু-বরুণ সংবাদ হইতে তাহার

যাথার্থ্য নির্ণয় করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে ভাষ্যকার 'কিঞ্চ উত্তরত্র' ইত্যাদি গ্রন্থের যোজনা করিতেছেন। ইহার অর্থ ভাষ্যানুবাদে দ্রষ্টব্য।

স য এবম্বিদিত্যাদি 'এবম্বিৎ'—আনন্দময় ব্রহ্ম জানিলে, 'এতম্ আনন্দময়ম্ উপসংক্রম্য'—আনন্দময় পুরুষস্বরূপ ঈশ্বরের নিকটে গিয়া, 'ইমান্'—এই চতুর্দ্দশ ভুবন ঘুরিতে ঘুরিতে সাম গান করিতে থাকেন। তাঁহার এই সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দগতি বর্ণন-দ্বারা মুক্তত্ব ও সাম গান-দ্বারা মুক্তি সত্ত্বেও ভগবদারাধনা-রতত্ব বুঝাইল। তবে যে কেহ কেহ উপসংক্রম্য এই পদে উল্লঙ্ঘন করিয়া এই অর্থ বলিয়া, আনন্দময় হইতে পরমাত্মতত্ত্ব স্বতন্ত্র, এই কথা বলেন, তাহা মন্দ ব্যাখ্যা—কেননা উপসংক্রম্য পদের উল্লঙ্ঘন-অর্থে শক্তি নাই। কারণ—মেষাদি রাশিতে রবির সংক্রম বলিতে মেষাদি রাশির প্রাপ্তি-অর্থই প্রসিদ্ধ। সে কিরূপ হয় ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'কামান্নী' কাম অর্থাৎ ইচ্ছামত অন্ন, কিনা ভোগ তাহার হয় এবং সে কামরূপী অর্থাৎ অভীষ্ট মত রূপ সে ধারণ করে। অর্থাৎ সে সত্যসঙ্কল্প হয় বলিয়া নিখিল ভোগসম্পন্ন ও বিচিত্ররূপী হইয়া ভগবানকে প্রীত করিয়া প্রকাশ পায়। 'পুরুষবিধঃ' ইতি—ওহে ভৃগু! 'অত্র'—এই প্রকৃতি, মহত্তত্ত্বাদির পরিণাম সমষ্টি ও ব্যষ্টি জীব-শরীরের মধ্যে, তুমি জীবের অনুগ্রহের জন্য অন্নময় হইয়া প্রবিষ্ট হইয়াছ। কিরূপে অন্নময়াদি শরীর মধ্যে প্রবেশ জীবের অনুগ্রাহক তাহা বলিতেছেন—'কো হেবা অন্যৎ' আর কে আছে, যে অনুগ্রহ করিবে ইত্যাদি শ্রুতি-দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, জীবের প্রাণনাদি চেষ্টা তোমারই আনন্দময় (আত্মার) জন্য। অন্নময়াদি পঞ্চবিধ পুরুষ মধ্যে যে চরম অর্থাৎ সর্ব্বশেষে বর্ণিত আনন্দময় আত্মা, যিনি পুরুষবিধ, পূর্ব্ব বর্ণিত অন্নময়াদির মত রূপকদ্বারা নিরূপিত আনন্দময় পুরুষ। ভৃগু! তুমি সেই। যদি বল, সেই জীবশরীর সমুদয় মধ্যে আমি প্রবেশ করিলে আমার দেহগত মালিন্য-সম্পর্ক হইবে, সে বিষয়ে উত্তর করিতেছেন—'সদসতঃ পরম্' তুমি যে সৎ ও অসৎ অর্থাৎ স্থূল ভূতাদি ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদি কার্য্য-কারণ সমষ্টি হইতে, পর—স্বতন্ত্র। সেই শরীর মধ্যে তুমি প্রবিষ্ট হইয়াও তুমি তাহার সম্পর্কহীন। 'যদেষু' 'ইত্যাদি—এই সমষ্টি জীব-শরীরগুলি প্রলয়কালে ব্রহ্মে লীন হইলে যাহা একমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম ঋত—বাস্তব পদার্থ,

তাহা সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের আশ্রয়ভূত, তাহা তুমিই। ঋত শব্দটি গত্যর্থক ঋ ধাতুর অধিকরণ বাচ্যে ক্ত প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন, সুতরাং ঋত শব্দের অর্থ যাহাতে গত হয়, সেই ব্রহ্ম তুমি। 'শারীরত্বস্ত' ইত্যাদি, 'তস্মিন্'—সেই পরমাত্মাতে, 'তদুক্তেঃ'—শারীরত্বের কথন আছে এজন্য। 'শারীরকমিতি'—শারীরঃ অর্থাৎ পরমাত্মা, সেই অর্থে ই ক প্রত্যয়-যোগে শারীরক, বাচ্য ও বাচক (অর্থ ও শব্দ) অভিন্ন মতে ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রকেও শারীরক বলা হয়। 'ব্যাচষ্টে'—ব্যাখ্যা করেন, কে? কেবলাদ্বৈতবাদী। 'শব্দেতি'—'শব্দস্বারস্যভঙ্গাৎ'—শব্দের স্বারসিকতা অর্থাৎ নীতি, তাহার ভঙ্গ হইতেছে, এইজন্য ঐ মত মন্দ। কি শব্দের স্বারসিকতা? উত্তর—পক্ষ ও সাধ্য, সমান বিভক্তিযুক্ত হওয়াই নিয়ম, তাহার ভঙ্গ হইতেছে। আর দেশিক অর্থাৎ গুরু বেদব্যাস ও ভৃগুর পিতা বরুণ, তাঁহাদের অনুগতি—যেভাবে উক্তি, তাহারও হানি ঘটিতেছে॥ ১২॥

সিদ্ধান্তকণা—ব্রহ্ম নির্গুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণরহিত ও অপ্রাকৃত গুণগণ-বিশিষ্ট, ইহাই শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই বিষয় নিশ্চয় করিয়া, পূর্ণ বিশুদ্ধ শ্রীহরিই বেদবাচ্য, ইহা সিদ্ধান্তিত হওয়ার পর, আনন্দময়াধিকরণে তিনি যে পূর্ণ আনন্দময় বিগ্রহ, তাহাই কতিপয় সূত্রে প্রতিপাদন করিতেছেন। আনন্দময়াদি শব্দবাচ্যত্ব অধ্যায়-সমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে এই প্রথম পাদে অন্যত্র প্রসিদ্ধ শব্দ-সমূহ যে পরব্রহ্মে সমন্বয় হইয়াছে, তাহাও নির্ণয় করিয়াছেন। 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন'—এই তৈত্তিরীয় শ্রুতি হইতে আরম্ভ করিয়া 'স বা এষ' 'সেই এই পুরুষ' অন্নরসময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিয়া বিজ্ঞানময় কোশ হইতে ভিন্ন তদভ্যন্তরে অবস্থিত পুরুষ আনন্দময় আত্মা। তাঁহার সর্ব্ব শরীর আনন্দস্বরূপ। কেহ কেহ 'এই আত্মা শারীর' এই কথায় 'শারীর' শব্দে দেহ-সম্বন্ধের প্রতীতি-হেতু দেহধারী জীবকেই আনন্দময় বলিবার প্রয়াস করেন, সেই পূর্ব্ব পক্ষের নিরাকরণের জন্যই সূত্রকার এই দ্বাদশ সূত্রের অবতারণা পূর্ব্বক বলিলেন যে, আনন্দময়-শব্দে যখন পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন এই আনন্দময় পুরুষ ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে, জীব নহে। বিশেষতঃ শ্রুতিতে আছে যে, "যিনি আনন্দময় ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারেন, তাঁহারই অস্তিত্ব

সিদ্ধ, নতুবা নিজের অস্তিত্বও অসিদ্ধ হয়"—ইত্যাদি বাক্যে বারংবার উল্লেখহেতু ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে। অন্নময়াদি কোশের মধ্যে আনন্দময়ের উল্লেখ ক্রমান্বয়ে উৎকর্ষ প্রদর্শনের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু এ-স্থলে অরুন্ধতী ন্যায়ের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ভৃগুকে তৎপিতা বরুণ বিশ্বের সৃষ্টাদির কারণভূত বস্তুরূপে ব্রহ্মকে উপদেশ করিয়া, পরে অন্নময়াদি কোশের উল্লেখ করতঃ আনন্দময় পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—এবং যিনি এই আনন্দময় পুরুষকে জানেন তিনি অন্তে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

> "অর্চ্চিতং পুনরিত্যাহ নারায়ণ জগৎপতে।
> আত্মানন্দেন পূর্ণস্য করবাণি কিমল্পকঃ॥" (ভাঃ ১০।৫৮।৩৮)

অর্থাৎ নগ্নজিৎ যথাবিধি পূজনান্তে শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় এইরূপ বলিলেন, হে জগৎপতে নারায়ণ! আপনি আত্মানন্দে পরিপূর্ণ, সুতরাং মাদৃশ ক্ষুদ্রজন আপনার কোন্ প্রিয়কার্য্য-অনুষ্ঠানে সমর্থ হইবে?

দ্বিতীয়তঃ 'শারীর' শব্দ প্রয়োগও অসঙ্গত নহে; কারণ শ্রুতিই বলেন,—'এই পৃথিবী তাঁহার শরীর'।

অন্য শ্রুতিও আছে,—"তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" (কঠ—২।২৩)

বাচ্য পরব্রহ্মের অভিন্ন বাচক এই শাস্ত্রকে 'শারীরক' শাস্ত্র বলা হয়। তজ্জন্যও 'শারীর' শব্দ অসঙ্গত নহে।

মনুষ্যের আনন্দ হইতে প্রজাপতির আনন্দ শত ভাগ করিয়া ক্রমশঃ শতগুণরূপে গুণিত করিয়া যে উৎকর্ষ, সেই প্রাজাপত্য আনন্দ হইতে শতগুণ করিলে ব্রহ্মানন্দ, তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন,—যাহা হইতে শ্রুতি নিরস্ত হয় অর্থাৎ পরম ব্রহ্মের আনন্দের পরিমাণ শ্রুতিও নির্ণয় করিতে অসমর্থ। এইরূপ নিরতিশয় আনন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যত্র সম্ভব নহে। জীবের আনন্দ সীমাবদ্ধ সুতরাং আনন্দময় শব্দে ব্রহ্ম ভিন্ন জীবকে কখনই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না।

শ্রীরামানুজের শ্রীভাষ্যেও পাওয়া যায়,—

ব্রহ্মানন্দস্য প্রভূতত্বমন্যানন্দস্যাল্পত্বমপেক্ষতে ইতি উচ্যতে চ তৎ—"স একো মানুষ আনন্দঃ" (তৈঃ আঃ ৮ অনু) ইত্যাদিনা জীবানন্দাপেক্ষয়া ব্রহ্মানন্দো নিরতিশয়দশাপন্নঃ প্রস্তুত ইতি (শ্রীভাষ্যম্)।

শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" (তৈঃ আঃ ৭।১) এষ হ্যেবানন্দয়তি (তৈঃ আঃ ৭ অনু)।

সৈষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি (তৈঃ আঃ ২।১।৮)।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন (তৈঃ আঃ ৯ অনু)।
আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

'কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ' (১১।৯।১৮)
'মল্লানামাশনিঃ' (শ্লোকও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য)।

শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে দেবগণের উক্তিতেও পাওয়া যায়,—

"স্বয়মুপলব্ধনিজসুখানুভবো ভবান্"।

জীবকে ব্রহ্মজ্ঞানে যাঁহারা আনন্দ আস্বাদন করেন অর্থাৎ আত্মারামত্ব লাভ করিয়া জীবের স্বরূপানন্দে বিভোর থাকিয়া যাঁহারা ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা শ্রীপ্রকাশানন্দের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশবাণী আলোচনা করিলে প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

"কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৮৪,৮৫,৯৭)

হরিভক্তি-সুধোদয়েও পাওয়া যায়,—

"ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥"

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু সর্ব্বসম্বাদিনী-গ্রন্থে ভগবৎসন্দর্ভের বিচার-মধ্যে দ্বিধর্ম্মতা-সিদ্ধান্তপক্ষ স্থাপনকল্পে, এই সূত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মে পাই,—

ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতার মতেও ব্রহ্মের আনন্দরূপে প্রকাশেও উদয়-ভেদ দেখা যায়। যথা—"হ্যানন্দময়োঽভ্যাসাৎ"—(ব্রঃ সূত্র ১।১।১২)।

তৈত্তিরীয় উপনিষদেও অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় শিরঃ-পক্ষাদিরূপকের দ্বারা ক্রমানুসারে নির্দ্দেশকরতঃ আনন্দময়ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—"তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তরাত্মা আনন্দময়স্তস্য প্রিয়মেব শিরো ··· ... আনন্দ আত্মা ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি। (তৈঃ উঃ ২।৫।১) তাৎপর্য্য—আনন্দময় আত্মা বিজ্ঞানময়ের অভ্যন্তরে সুতরাং তাহা হইতে ভিন্ন। প্রীতিই উহার শির ইত্যাদি বলিয়া আনন্দ উহার আত্মা এবং ব্রহ্ম তাঁহার পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা। এ-স্থলে যদি এই সংশয় হয় যে, এই আনন্দময় শব্দ-দ্বারা কি পরব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে? কিম্বা অন্নময়াদিবৎ ব্রহ্মের অর্থান্তর বুঝিতে হইবে? তদুত্তরে পাওয়া যায়,—'ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা', ইতি এ-স্থলে ব্রহ্ম-শব্দ—যোগবলের দ্বারা পুচ্ছশব্দ ব্যপদিষ্টেরই ব্রহ্মত্ব লব্ধ হইতেছে। 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' এই সূত্রে ব্রহ্মশব্দ অধিকারলব্ধ সুতরাং জীব নহে। সেই ব্রহ্ম আনন্দময়, শ্রুতিতে এই 'আনন্দময়ঃ' শব্দটি প্রথমান্ত পাঠেই আছে এবং সূত্রকারও সেই প্রথমান্ত পাঠেই রাখিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম আনন্দময়, তাহাই এই সূত্রের বাচ্য।

এ-স্থলে আচার্য্য শঙ্কর এই আনন্দময় শব্দ—গৌণব্রহ্ম পক্ষে ব্যাখ্যা করিলেও বৈষ্ণব ভাষ্যকার শ্রীবলদেব প্রভু উহার প্রতিবাদে বলিয়াছেন যে, মুখ্য ব্রহ্মকে অধিকার করিয়াই এই সূত্রের অবতারণা হইয়াছে। গৌণ-ব্রহ্ম লক্ষ্য করিয়া নহে। তিনি এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, 'ব্রহ্ম আনন্দময়' ইহা শ্রুতিতে পুনঃপুনঃ বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ অভ্যাস

শব্দের অর্থ 'অবিশেষ পুনঃশ্রুতি' অর্থাৎ অবিকল ভাবে পুনঃপুনঃ কথনের নামই অভ্যাস।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদে ব্যাস-সূত্রের পরিণাম বাদ-বিচার প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনুভাষ্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আলোচ্য ॥ ১২ ॥

অবতরণিকা ভাষ্য—বিকারে ময়ট্স্মৃতের্জীবাশঙ্কা কস্যচিৎ স্যাদতস্তাং নিরাকর্ত্তুমাহ—

অবতরণিকা ভাষ্যের অনুবাদ—ভাষ্যকার ত্রয়োদশসূত্রোত্থানের বীজ দেখাইতেছেন,—বিকার ইতি। ব্যাকরণশাস্ত্রে বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় দেখা যায়, যেমন 'স্বর্ণময়ং কুণ্ডলং' বলিলে স্বর্ণের বিকারীভূত কুণ্ডল এই অর্থ বুঝায়, সেইরূপ 'আনন্দময়' শব্দটি বিকারার্থে আনন্দশব্দের উত্তর ময়ট্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন বলিব, তাহাতে আনন্দের বিকার এই অর্থে জীবকে বুঝাইবে, এই আশঙ্কা কোন কোন ব্যক্তির হইতে পারে, অতএব তাহা নিরাকরণ করিবার জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকা—বিকারে ইতি। নিত্যং বৃদ্ধশরাদিভ্য ইতি সূত্রেণানন্দ-শব্দাৎ বৃদ্ধত্বাদ্বিকারে ময়ট্ স্যাৎ অত আনন্দস্য বিকারঃ। আনন্দময়ঃ স চ জীবঃ স্যাদিত্যাশঙ্কা স্যাদিত্যর্থঃ—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকানুবাদ—বিকারে ইতি। 'নিত্যং বৃদ্ধশরা-দিভ্যঃ' বৃদ্ধসংজ্ঞক শব্দ ও শর প্রভৃতির উপর নিত্যই ময়ট্ হয়। আনন্দ শব্দটির আদি স্বর বৃদ্ধসংজ্ঞক (আ ঐ ঔ স্বরূপ) হওয়ায় বিকারার্থে ময়ট্ হইবে। অতএব আনন্দময় শব্দের অর্থ জীব এই আশঙ্কা হইতে পারে—

সূত্র—বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—'বিকারশব্দাৎ ন'—বিকারবাচকময়ট্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন বলিয়া আনন্দময় শব্দের অর্থ ব্রহ্ম হইতে পারে না, কিন্তু জীব অর্থই হইবে, 'ইতি চেন্ন'—এই পূর্ব্বপক্ষ যদি কর, তাহা হইতে পারে না, হেতু—'প্রাচুর্য্যাৎ' প্রাচুর্য্য অর্থেই এখানে ময়ট্ প্রত্যয় ॥ ১৩ ॥

গোবিন্দভাষ্য—ন হ্যানন্দবিকারত্বাদানন্দময়ঃ। কুতঃ? প্রাচুর্য্যাদানন্দস্য তৎপ্রকৃতবচনে ময়ডিতি প্রাচুর্য্যেঽর্থে ময়ড্ বিধানাৎ। ন চ বিকারে ময়ডস্তু। দ্ব্যচশ্ছন্দসীতি নিয়মাদ্বহুস্বরাদবিকারার্থকস্য তস্যাপ্রাপ্তেঃ। ন চ দুঃখাপ্ত্যসদ্ভাবঃ, "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহত-পাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণ" ইতি সুবাল শ্রুতেঃ। "পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশ" ইতি স্মৃতেশ্চ। তস্মাৎ প্রকৃত্যর্থপ্রভূতত্বমেবাত্র প্রাচুর্য্যম্। প্রচুরপ্রকাশো রবিরিতি স্বরূপে চ যুজ্যতে প্রচুরশব্দঃ। তস্মাদানন্দময়ো ন জীবঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—নহীত্যাদি—আনন্দের বিকার বলিয়া ব্রহ্ম আনন্দময় নহেন অর্থাৎ আনন্দের বিকার এই অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় এখানে নহে, তবে কি? উত্তর—তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্ এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে প্রাচুর্য্য অর্থে ময়ট্, ইহার অর্থ—প্রচুর আনন্দময় বা আনন্দপূর্ণ ব্রহ্ম। পূর্ব্বপক্ষ-বাদী বলিতেছেন—'ন চ বিকারে ময়ডস্তু'—বিকারার্থেই এখানে ময়ট্ হউক, কোন বিনিগমনা তো নাই, ইহা নহে যেহেতু পাণিনি বলিয়াছেন, 'দ্ব্যচশ্ছন্দসি' বেদে দুইটি স্বরবিশিষ্ট শব্দের উত্তর বিকারার্থে ময়ট্ হইবে, লৌকিক প্রয়োগে ততোঽধিকশব্দের উত্তর এখানে আনন্দ শব্দটি তিনটি ময়ট্ নহে এই নিয়মহেতু হইবে না। বহু স্বরবিশিষ্ট, তাহার উত্তর বিকারার্থে ময়ট্ নিষিদ্ধ। পুনশ্চ আপত্তি হইতেছে যে—সুবাল শ্রুতিতে আছে—ব্রহ্মে দুঃখের অসম্ভাব, ইনি সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মা, পাপধ্বংসকারী, তিনি দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক, এক, নারায়ণ নামে খ্যাত। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—তিনি কারণ সকলের অতীত, যাঁহাতে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশরূপ পঞ্চবিধ ক্লেশের গন্ধ নাই, তিনি কার্য্যকারণের নিয়ন্তা—এই সকল বাক্য হইতে প্রাচুর্য্য অর্থ অবগত হওয়া যায়, অতএব প্রকৃতী-ভূত আনন্দশব্দের অর্থ প্রভূতত্বই এখানে প্রাচুর্য্য। অথবা প্রচুর-প্রকাশ রবি শব্দের মত স্বরূপার্থেও ময়ট্ প্রত্যয় হইতে পারে, অতএব আনন্দময় শব্দের অর্থ জীব নহে ॥ ১৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নিত্যং বৃদ্ধেতি সূত্রে ময়ড্বৈতয়োরিতি সূত্রাদ্ভাষায়ামিতি নানুবর্ত্ততে। কথমন্যথা বিকারশব্দান্নেতি চেদিতি পূর্ব্বপক্ষঃ। কথং বা দ্ব্যচশ্ছন্দসীতিনিয়মশ্চ সংভবেৎ। দীক্ষিতাস্তু ব্যাচখ্যুঃ। অনুবৃত্ত্যাপি বা ভাষায়াং নিত্যং। অন্যত্র তু কাদাচিৎক ইত্যাশ্রিত্য ময়ট্ সুসাধুরিতি। ততশ্চ নিত্যং বৃদ্ধেত্যনেন ময়টি সিদ্ধে দ্ব্যচশ্ছন্দসীত্যারভ্যতে। তেনানন্দ-শব্দাদ্বহ্বচো বিকারে ন ময়ট্ কিন্তু তৎপ্রকৃতেতি সূত্রেণৈব স ইত্যর্থঃ। এতদত্র বোধ্যম্—অন্নরসমনোবিজ্ঞানানন্দশব্দেভ্যঃ প্রাচুর্য্যে ময়ট্। প্রাণশব্দাত্তু বিকারে সঃ। ননু প্রাণশব্দাদিব মনঃ শব্দাদপি বিকারে ময়ট্ স্যাদ্দ্ব্যচ্ত্বাদিতি চেন্ন। যজুরাদীনামবিকৃতাক্ষররাশিত্বেন মনোবিকারত্বাভাবাৎ। কিন্তু মনো-বৃত্তাবাবির্ভাবিত্বেন তৎপ্রাচুর্য্যাত্তত্র সঃ। যদ্যপি বিজ্ঞানং জীবচৈতন্যমাণব-মিতি তৎ প্রাচুর্য্যং ন সম্ভবেৎ। তথাপি ধর্ম্মভূতজ্ঞানদ্বারাস্য ব্যাপ্তিরস্তীতি। তেন প্রাচুর্য্যমাদায় তদ্বাচকাৎ প্রত্যয় ইত্যাহুঃ। এষ ইতি। অপহতপাপ্মা নিত্যনিরস্তনিখিলদোষঃ। পর ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। কিঞ্চ প্রচুরপ্রকাশো রবিরিত্যত্র প্রচুরশব্দঃ স্বরূপপর্য্যবসায়ী দৃষ্টস্তত্র সতি আনন্দময়ঃ আনন্দস্বরূপঃ। এবং বিজ্ঞানময়শ্চ বোধ্যঃ। ছন্দসি দৃষ্টানুবিধিরিতি তু বদন্তি ॥ ১৩ ॥

টীকানুবাদ—'নিত্যং বৃদ্ধশরাদিভ্যঃ' এই সূত্রানুসারে ময়ট্ প্রত্যয় নির্দ্দিষ্ট থাকিতে পুনরায় 'দ্ব্যচশ্ছন্দসি' সূত্রে বেদে দুইটি স্বরবিশিষ্ট শব্দের উত্তর বিকারার্থে ময়ট্ হইবে এই বিধান হেতু এখানে আনন্দময় শব্দটি বহু স্বর হওয়ায় তাহার উত্তর ময়ট্ হইতে পারে না; তদ্ ভিন্ন আনন্দময়শব্দের অর্থ জীব হইতে পারে না, যেহেতু জীবের দুঃখসম্পর্ক আছে, ব্রহ্মের তাহা নাই এবং অসত্তাও নাই, ব্রহ্ম নিত্য। সুবাল শ্রুতিতে আছে—ইনি সর্ব্ব প্রাণীর অন্তর্য্যামী, সকল অবিদ্যারাগ-দ্বেষাদি-দোষশূন্য, অলৌকিক এক অদ্বিতীয় স্বরূপ ও লীলাময় নারায়ণ। বিষ্ণুপুরাণেও কথিত আছে—তিনি কারণের কারণ, ক্লেশকর্ম্মবিপাক-বাসনা যাহাতে নাই, তিনি কার্য্য-কারণ সমুদয়ের নিয়ন্তা। অতএব আনন্দময় শব্দের প্রকৃতি আনন্দ, তাহার প্রাচুর্য্য যাহাতে তিনিই আনন্দময় ইহা উৎপন্ন হইতেছে। প্রচুর শব্দটি স্বরূপার্থেও প্রযুক্ত আছে, যেমন 'প্রচুরপ্রকাশো রবিঃ' প্রচুরপ্রকাশ রবি বলিলে প্রকাশ স্বরূপ রবিকেই বুঝায়। অতএব আনন্দময় জীব নহে, পরমেশ্বর।

পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কা এইভাবে হইতেছে—বিকারে ইতি 'নিত্যং বৃদ্ধশরা-দিভ্যঃ' এই সূত্রানুসারে বৃদ্ধসংজ্ঞক ('বৃদ্ধির্যস্যাচামাদিস্তদ্বৃদ্ধম্' যে শব্দের আদিতে বৃদ্ধিবর্ণ অর্থাৎ আ ঐ ঔ আছে তাহারা বৃদ্ধসংজ্ঞক) শব্দ ও শর প্রভৃতি শব্দের উত্তর নিত্যই বিকারার্থে ময়ট্ হয়, অতএব আনন্দের বিকার আনন্দময়, আনন্দ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম তাহার বিকার জীব ভিন্ন আর কে হইবে? বলিতে পার 'ময়ড্বৈতয়োঃ' এই সূত্র হইতে 'ভাষায়াম্' লৌকিকবাক্যে ইহার অনু-বৃত্তি-দ্বারা তথায় ময়ট্ হয়, কিন্তু তাহা নহে। যদি তাহা হইত, তবে 'বিকার শব্দান্নেতি চেৎ' এই পূর্ব্ব পক্ষ সঙ্গত হইত না, কিরূপে? তাহা বলিতেছি যদি বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয়ই বৈদিক প্রয়োগে না হয়, তবে আশঙ্কাই উত্থিত হইতে পারে না। শুধু ইহাই নহে, 'দ্ব্যচশ্ছন্দসি' এই সূত্র-দ্বারা বৈদিক প্রয়োগে দুইটি স্বর বিশিষ্টেরই ময়ট্ হইবে, অন্যের নহে, এই নিয়ম সম্ভব হইবে কেন? ভট্টোজী দীক্ষিত (পাণিনির সূত্র-টীকাকার) ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'ভাষায়াম্' ইহার অনুবৃত্তি করিয়াও লৌকিক প্রয়োগে নিত্য হইবে। বৈদিক প্রয়োগে কদাচিৎ ময়ট্ প্রয়োগ দেখা যায়। এই মত লইয়া আনন্দময় শব্দটিতে পূর্ব্বপক্ষীদের মতে বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয়টি নির্দ্দোষ প্রয়োগ। যাহাই হউক 'নিত্যং বৃদ্ধ' ইত্যাদি সূত্র-দ্বারা ময়ট্ প্রত্যয় সিদ্ধ থাকিতে, 'দ্ব্যচশ্ছন্দসি' এই নিয়ম করা হইল; সুতরাং তিন স্বরবিশিষ্ট আনন্দ শব্দের উত্তর বিকারার্থে ময়ট্ হইতে পারিল না, তবে 'তৎ প্রকৃতা' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারাই প্রচুরার্থে ময়ট্ হইল। কিন্তু এ-স্থলে ইহা জ্ঞাতব্য—অন্ন, রস, মনস্, বিজ্ঞান ও আনন্দ শব্দের উত্তর প্রাচুর্য্য অর্থে ময়ট্। কেবল প্রাণ শব্দের উত্তর বিকারার্থে ময়ট্। যদি বল, প্রাণ শব্দের মত মনস্ শব্দটিও দুই স্বর বিশিষ্ট তাহারও উত্তর বিকারার্থে ময়ট্ হইবে, তাহা নহে, বেদে মনকে যজুঃ বলা আছে। যথা—'মনোযজুঃপ্রপদ্যে' যজুঃ প্রভৃতি অবিকৃত অক্ষর রাশি অতএব মন বিকার পদার্থ নহে। তবে কি? অন্তঃকরণবৃত্তিতে মনের প্রায়শঃ আবির্ভাব, এজন্য প্রাচুর্য্য বলিয়া ময়ট্। পুনশ্চ আশঙ্কা—যদিও বিজ্ঞান শব্দেরও ময়ট্ অসাধু, যেহেতু স্মৃতিতে আছে—'বিজ্ঞানং জীবচৈতন্যমাণবম্' বিজ্ঞান শব্দের অর্থ জীবচৈতন্য অণু হইতে উৎপন্ন, তবে প্রাচুর্য্য কিরূপে সম্ভব? তাহা হইলেও তাহার ধর্ম্ম জ্ঞানকে দ্বার করিয়া উহা সর্ব্বত্র আছে, সেইহেতু প্রাচুর্য্য অর্থে বিজ্ঞান শব্দের উত্তর ময়ট্। এই কথা বলিয়া থাকেন। এষ ইত্যাদি অপহত পাপ্মা

—সর্ব্বদাই তিনি সকল ক্লেশ (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ) সম্পর্কশূন্য। পর ইত্যাদি শ্লোকটি বিষ্ণুপুরাণোক্ত। আর এক কথা—প্রচুর প্রকাশ রবি বলিলে যেমন প্রচুর-শব্দটি স্বরূপকে বুঝাইয়া প্রকাশ-স্বভাব রবিকে বুঝায়, সেইরূপ আনন্দময়-শব্দটিও আনন্দস্বরূপ বোধক। এইরূপ বিজ্ঞানময় সম্বন্ধেও জানিবে। বেদেতে প্রয়োগানুসারে কল্পনা থাকে এই কথা বলে ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, আনন্দময় শব্দটি ময়ট্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন, সুতরাং ময়ট্ প্রত্যয় বিকারার্থে হইয়া থাকে। অতএব যাহা আনন্দের বিকার তাহাকে আনন্দময় বলিলে, এ-স্থলে আনন্দময় বলিতে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ না করিয়া জীবকেই নির্দ্দেশ করিতে হয়। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের নিরসনার্থ সূত্রকার এই সূত্রটিতে 'আনন্দময়' শব্দ যে বিকারার্থে হয় নাই, প্রাচুর্য্যার্থেই হইয়াছে, তাহা স্পষ্টভাবেই জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তাঁহার ভাষ্যে ও টীকায় পাণিনির বিভিন্ন সূত্র বিচারপূর্ব্বক সূত্রকারের অভিপ্রায় সুব্যক্ত করিয়াছেন, উহা ভাষ্যে ও টীকায় ও তদ্ অনুবাদে দ্রষ্টব্য। প্রাচুর্য্যার্থে আনন্দময় শব্দ ব্যবহৃত হইলে, ব্রহ্মেতে প্রচুর আনন্দ থাকিলেও কিঞ্চিৎ দুঃখের সম্পর্কও থাকিতে পারে, যদি কেহ এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেন, তৎসম্পর্কেও শ্রীমদ্বলদেব প্রভু বিভিন্ন শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মে দুঃখের লেশমাত্র নাই বা থাকিতে পারে না। তিনি সর্ব্বদা সম্পূর্ণ আনন্দময়। ইহা তাঁহার ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, প্রচুর-প্রকাশ রবি বলিলে যেমন প্রচুর-শব্দ রবির স্বরূপেই পর্য্যবসিত দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ এ-স্থলেও ব্রহ্ম আনন্দময়স্বরূপ ইহাই বুঝাইতেছে।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার ভাষ্যে পাণিনির 'তৎ প্রকৃতবচনে ময়ড়িতি' যে সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই সূত্রের অর্থে পাই,—"প্রাচুর্য্যেণ প্রস্তুতং প্রকৃতং তস্য বচনং প্রতিপাদনম্। ভাবে অধিকরণে বা ল্যুট্।" সুতরাং এখানে দেখা যায় যে, 'তৎ' পদ প্রথমান্ত; বহুলরূপে যাহা উপস্থিত হয়, তাহাই 'প্রকৃত', অতএব বহুলরূপে

উপস্থিতি প্রতিপাদন করে যাহা, তাহাই প্রকৃত বচন। সুতরাং এ-স্থলে এই জন্যই ময়ট প্রত্যয় হইয়াছে।

শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু এই সূত্রের ব্যাখ্যায় আরও একটি পূর্ব্বপক্ষ নিরাস করিয়াছেন,—

"নন্থ বিকারার্থময়ট্ প্রবাহান্তঃ পতিতত্বাদকস্মাদর্দ্ধজরতীবৎ প্রাচুর্য্যার্থো ন যুজ্যতে— মৈবং —পূর্ব্বোদাহৃতাভ্যাসবলাৎ যুজ্যত এব।

প্রবাহপ্রবেশে তু ব্রহ্মপুচ্ছমিত্যত্র পুচ্ছশব্দোঽপি দুষ্যেদিত্যবোচাম —

কিম্বাত্মময়াদিষ্বপি ন সর্ব্বত্র বিকারার্থতাধিগম্যতে। তন্মতেঽপি প্রাণময় এব ত্যক্তত্বাৎ।

তত্র হি প্রাণাপানাদিষু প্রাণবৃত্তেঃ প্রাচুর্য্যাদেব ময়ট্।"

(সম্বাদিনী, ভঃ সঃ)

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ তাঁহার রচিত সর্ব্বসম্বাদিনীতে ভগবৎসন্দর্ভের বিচারে এই সূত্রের ব্যাখ্যায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার আরও কিঞ্চিৎ তাৎপর্য্য এখানে উদ্ধৃত করিলাম। বর্ত্তমান সূত্রে প্রাচুর্য্যেই ময়ট্ বিহিত; বিকারার্থে নহে। এক বস্তুতেও প্রাচুর্য্য যোজিত হয়। যেমন প্রচুর প্রকাশ রবি বলিলে চন্দ্রাদি অপেক্ষায় সূর্য্যের প্রকাশের প্রাচুর্য্যই বিবক্ষিত হইয়া থাকে।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"তৎপ্রচুরত্বং হি তৎপ্রভূতত্বং তচ্চেতরস্য সত্তাং নাবগময়তি ; অপি তু তস্যাল্পত্বং নিবর্ত্তয়তি।" অর্থাৎ তৎপ্রচুরত্বই তৎপ্রভূতত্ব, তদিতর দুঃখসত্তাকে আদৌ উপস্থাপিত করে না। পরন্তু তাহার অল্পত্বও নিবর্ত্তিত করে।

শ্রুতিও বলিয়াছেন যে—"তিনি রস-স্বরূপ"। সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইলেই জীব আনন্দযুক্ত হয়। যদি সেই আনন্দময় না থাকিতেন, তাহা হইলে কেই বা জীবিত থাকিতেন, কেই বা প্রাণকার্য্য করিতেন, "এই আনন্দই সকলকে আনন্দ দান করিয়া থাকেন।" "এই আনন্দই আনন্দের মীমাংসা," ইত্যাদি বহু শ্রুতিতে আনন্দময়-শব্দ একই অর্থে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মসংহিতায়ও পাওয়া যায়,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মস্তবে ব্রহ্মার বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্।" (ভাঃ ১০।১৪।২১)

শ্রীভগবানের স্বরূপ যে নিত্য সুখময় তাহাও ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

"ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে" (ভাঃ ১০।১৪।২২)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং" (শিক্ষাষ্টক) ॥ ১৩॥

সূত্র—তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪॥

সূত্রার্থ—'তস্য'—তাহার—জীবের আনন্দের, 'হেতু'—আনন্দময় কারণ, ইহার ব্যপদেশ—সংজ্ঞা বা নির্দ্দেশহেতুও বুঝিতে হইবে যে, আনন্দময় জীব নহে ॥ ১৪ ॥

গোবিন্দভাষ্য—"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ এবানন্দয়াতি" ইতি জীবস্যানন্দস্য হেতুরানন্দময় ইতি ব্যপদেশাচ্চ জীবাদানন্দয়িতা ভিদ্যতে। ইহানন্দশব্দেনানন্দময়ো দৃশ্যঃ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'কো হীতি'—যদি এই আকাশ অর্থাৎ পরমাত্মা আনন্দস্বভাব না হইতেন, তবে কেই বা অপান-চেষ্টা করিত, কেই বা প্রাণচেষ্টা করিত,—এই পরমাত্মাই সকলের আনন্দ উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। অতএব জীবের আনন্দের হেতু বলিয়া তাঁহার আনন্দময় সংজ্ঞা, এই কারণেও জীব হইতে আনন্দয়িতা পরমাত্মা ভিন্ন। 'কো হ্যেবান্যাৎ' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে আনন্দ-শব্দটি প্রযুক্ত আছে, উহা আনন্দময় অর্থে ধর্ত্তব্য ॥ ১৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—কো হীতি। অন্যাদপানচেষ্টাং কঃ কুর্য্যাৎ। প্রাণ্যাৎ প্রাণচেষ্টাঞ্চ কঃ কুর্য্যাৎ। যদেষ আকাশঃ। পরমাত্মানন্দস্বভাবো ন স্যাৎ। আনন্দময়ত্বাদেব ফলনিরপেক্ষো লোকযাত্রাং নির্ব্বাহয়তীতি 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্' ইতি বক্ষ্যতি। আনন্দয়াতীতি। দৈর্ঘ্যং ছান্দসং। স্ফুটমন্যৎ। ইহানন্দশব্দেনেতি। বসন্তে জ্যোতিষা যজেতেত্যত্র জ্যোতিঃশব্দেন জ্যোতিষ্টোম ইব কো হীত্যাদাবানন্দশব্দেনানন্দময়ো বোধ্যঃ ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ—'কো হীতি'—শ্রুতির অন্তর্গত 'অন্যাৎ' পদটি অন্ ধাতুর বিধিলিঙের যাৎ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন, তাহার অর্থ অপান-চেষ্টা কে করিবে? এইরূপ 'প্রাণ্যাৎ'—প্রাণচেষ্টা কে করিবে? 'যদেষ আকাশঃ'—যদি এই আকাশ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা, 'আনন্দো ন স্যাৎ'—আনন্দস্বভাব না হইতেন। তিনি আনন্দময় বলিয়াই ফলপ্রাপ্তি-বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করেন—এ-কথা 'লোকবত্তুলীলাকৈবল্যম্' এই সূত্রে বলিবেন। 'আনন্দয়াতি'—আনন্দয়তি না হইয়া দীর্ঘ হইয়াছে বৈদিক প্রয়োগ-অনুসারে। 'জীবস্যানন্দস্যেত্যাদি' বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট। ইহানন্দশব্দেনে-ত্যাদি—এই শ্রুতিতে আনন্দ-শব্দটি আনন্দময়ার্থে প্রযুক্ত; যেমন—'বসন্তে জ্যোতিষাযজেত' এই শ্রুতিতে জ্যোতিঃ শব্দটি জ্যোতিষ্টোম বুঝাইতেছে। সেইরূপ 'কো হি' ইত্যাদি শ্রুত্যন্তর্গত আনন্দশব্দ আনন্দময়ার্থে জ্ঞাতব্য ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—আনন্দের হেতুই পরমাত্মা। কারণ, শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"এষ হ্যেবানন্দয়াতি" (তৈঃ আঃ ২) ইনিই সকলকে আনন্দ দান করিয়া থাকেন। সুতরাং এই আনন্দময় পুরুষ জীব হইতে ভিন্ন। অতএব আনন্দময় বলিতে এখানে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; জীবকে নহে।

জীবানন্দের হেতুবিচারে পাওয়া যায়,—যদি আকাশরূপী সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা আনন্দস্বভাব না হইতেন, তাহা হইলে কেই বা বাঁচিত? কেই বা অপান চেষ্টা করিত? সেই পরমাত্মাই সকলের আনন্দের উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনিই আনন্দময় স্বরূপ। আনন্দশব্দে এখানে আনন্দময় বুঝিতে হইবে। যেমন জ্যোতিঃ-শব্দে জ্যোতিষ্টোমকে বুঝাইয়া থাকে।
—ইহাই শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তাঁহার ভাষ্যে ও টীকায় প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ জীবগোস্বামী প্রভু তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে ভগবৎসন্দর্ভের বিচারে যাহা লিখিয়াছেন,—তাহার মর্ম্মে পাই,—"আরও, আনন্দশব্দের দ্বারা শুদ্ধব্রহ্মই যদি অভিমত হয়, তাহা হইলে তাহার বিকার সম্ভব হয় না। সুতরাং বিকারার্থতা পাওয়া যায় না। এই সম্বন্ধে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতে গিয়া সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন—ব্রহ্মই আনন্দের মূল—এই ব্যপদেশ অর্থাৎ নির্দ্দেশ আছে বলিয়াও এখানে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট প্রত্যয়; বিকারার্থে নহে। আনন্দের হেতু সম্বন্ধে শ্রুতির উপদেশ—"এষ হ্যেবানন্দয়াতি" দৃষ্টান্ত যেরূপ—জগতে প্রচুর-প্রকাশ সূর্য্যই সকল প্রকাশ করেন কিন্তু তুচ্ছ-প্রকাশ তারকাদি তাহাতে সমর্থ নহে। প্রকাশ-বিকার প্রচুর জলাদিও নহে। কিন্তু প্রচুর আনন্দলক্ষণ-বিশিষ্ট ব্রহ্মই সকলকে আনন্দিত করিয়া থাকেন। এই হেতুর ব্যপদেশের দ্বারা প্রাচুর্য্যেরই স্বরূপাতিশয়পরত্ব প্রকাশ পায়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"আনন্দং পরমাত্মানমাত্মস্থং সমুপৈতি মাম্॥" (১১।২৬।১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ।" (আদি ৪।৬০)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পাই,—

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ" ॥ ১৪ ॥

সূত্র—মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—'মান্ত্রবর্ণিকম্'—মন্ত্রবর্ণদ্বারা প্রাপ্ত ব্রহ্মই যেহেতু আনন্দময় বলিয়া 'গীয়তে'—গীত হয়—কথিত হয়, অতএব উহা জীব নহে॥ ১৫ ॥

গোবিন্দভাষ্য—সত্যং জ্ঞানমিতি মন্ত্রবর্ণোক্তং ব্রহ্মৈব যস্মাদানন্দময় ইতি গীয়তেঽতো নাসৌ জীবঃ। অয়ং ভাবঃ। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিত্যুপাসকস্য জীবস্য প্রাপ্য ব্রহ্মোপক্রম্য তদেব সত্যমিত্যাদি-মন্ত্রেণ বিশেষিতম্। তস্যৈবেহানন্দময়শব্দেন গ্রহণ-

মুচিতম্। তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাদিভিরুত্তরোত্তরবাক্যৈস্তস্যৈবোপক্রান্তস্য প্রপঞ্চনাৎ। ততশ্চ প্রাপ্যং ব্রহ্ম প্রাপ্তজীবাদন্যদেবেতি নানন্দময়স্য জীবত্বম্॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই মন্ত্রবাক্যে বর্ণিত ব্রহ্মই যেহেতু আনন্দময় বলিয়া বর্ণিত হয়, অতএব ঐ আনন্দময় জীব নহে। তাৎপর্য্য এই—শ্রুতিতে আছে 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' যিনি ব্রহ্মজ্ঞ হন, তিনি পরমাত্মাকে লাভ করেন, এইরূপে ব্রহ্মোপাসক জীবের প্রাপ্য ব্রহ্মের উপক্রম করিয়া 'তদেব সত্যং জ্ঞানম্' ইত্যাদি মন্ত্র তাঁহাকেই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ইত্যাদি রূপে বিশেষিত করিলেন। আনন্দময়-শব্দে তাঁহাকেই ধরা উচিত। আবার 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ সকাশাদাকাশঃ সম্ভূতঃ' ইত্যাদি উত্তরোত্তর বাক্যদ্বারা সেই আনন্দময় ব্রহ্মেরই বিস্তৃতভাবে বর্ণন করা হইয়াছে, এজন্যও আনন্দময়শব্দ পরমাত্মার বাচক বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে প্রাপ্য-ব্রহ্ম পরমাত্মা আর প্রাপ্তজীব এক হইতেই পারে না, অতএব আনন্দময় জীব নহে॥ ১৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তস্যৈবোপক্রান্তস্য ব্রহ্মণঃ॥ ১৫ ॥

টীকানুবাদ—'তস্যৈবেহানন্দময়শব্দেন' ইতি তস্য অর্থাৎ সেই ব্রহ্মের, যাঁহার উপক্রম করা হইয়াছে॥ ১৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—আনন্দময় বলিতে যে জীবকে বুঝায় না, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য সূত্রকার পুনরায় বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, মন্ত্রবাক্যে যে ব্রহ্মের কথা অভিহিত হইয়াছে, এখানে আনন্দময় বাক্যেও সেই ব্রহ্মেরই গান করা হইয়াছে। শ্রুতির বিভিন্ন মন্ত্রে যে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। এ-স্থলে শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্মই আনন্দময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, জীব নহে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভু তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে ভগবৎসন্দর্ভের বিচারে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মেও পাই,—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি" (তৈঃ উঃ ২।১) মন্ত্রবর্ণে উদিত ব্রহ্মই অন্নময়াদিরূপে গীত হইয়াছেন, সেই অধিকারপতিত্ব হেতু। পুনরায় "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" এই শ্রুতিবাক্যে জীবের

প্রাপ্যরূপে ব্রহ্ম নির্দিষ্ট। "তদেষাভ্যুক্তা" এই ঋক্‌বাক্যও সেই ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে প্রতিপাদ্যরূপে গ্রহণ করতঃ অধ্যেতৃগণ কর্ত্তৃক উক্ত। "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ" (তৈঃ আঃ ৫) এই শ্রুতিবাক্যেও 'আত্ম'-শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মের আত্মতাৎপর্য্যে অবসান আনন্দময় ব্রহ্মেই দর্শিত হইয়াছে। কেননা, অন্নময়, রসময় ইত্যাদি বর্ণনের পর আনন্দময়ই সর্ব্বান্তরতম বলিয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে। অতএব সেখানেই পর্য্যবসানহেতু সেই আনন্দবিশেষ উপলব্ধিযুক্ত আনন্দময়ের পরব্রহ্মত্ব এই মন্ত্রের দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে।"

শ্রীমদ্ভাগবতে গজেন্দ্রের স্তবে পাওয়া যায়,—

"মুক্তাত্মভিঃ স্বহৃদয়ে পরিভাবিতায়
জ্ঞানাত্মনে ভগবতে নম ঈশ্বরায় ॥" (৮।৩।১৮)॥১৫॥

অবতরণিকা ভাষ্য—নন্থ মান্ত্রবর্ণিকং ব্রহ্ম চেজ্জীবাদন্যৎ স্যাত্তদা তস্যৈবানন্দময়ত্বসমর্থনেন জীবাশঙ্কাপনয়ঃ স্যান্ন চৈবমস্তি জীবস্বরূপস্যৈবাবিদ্যাতৎকার্য্যানির্মুক্তস্য মন্ত্রবর্ণেন পরামর্শাৎ তস্মাদনতিরিক্তো জীবাদানন্দময় ইতি চেত্তত্রাহ—

অবতরণিকা ভাষ্যানুবাদ—কেহ যদি আশঙ্কা করেন,—বেশ, যদি মন্ত্রবর্ণে বর্ণিত ব্রহ্ম জীব হইতে স্বতন্ত্র হয়, তবে তাঁহারই আনন্দময়ত্ব সমর্থন-দ্বারা জীব বলিয়া আশঙ্কা দূর হউক, কিন্তু তাহা তো নহে, জীব বদ্ধাবস্থায় আনন্দময় না হইতে পারে, মুক্তাবস্থায় যখন অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্য ক্লেশাদি হইতে নির্ম্মুক্ত হয়, তখন তাহাকে মন্ত্রবর্ণদ্বারা বুঝাইয়া আনন্দময় হইতে অভিন্ন বলিব। এই আশঙ্কার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

সূত্র—নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ—'ন ইতরঃ'—মুক্তাবস্থায় জীব আনন্দময় নহে, কারণ? 'অনুপপত্তেঃ'—অসঙ্গতি হেতু ॥ ১৬ ॥

গোবিন্দভাষ্য—ইতরো মুক্তাবস্থোঽপি জীবো ন মান্ত্রবর্ণিকঃ। কুতঃ? অনুপপত্তেঃ। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" ইতি সহভোগশ্রবণাসিদ্ধেঃ। বিবিধং পশ্যতি চিদ্ যস্যাসৌ তেন বিপশ্চিতা। পৃষোদরাদিত্বাৎ পশ্যশব্দস্য পশ্ভাবঃ। বিবিধভোগচতুরেণ তেন সহ সংযুক্তঃ, সর্ব্বান্ কামানশ্নুতে ভুঙ্‌ক্তে। অশ্ ভোজনে ইত্যস্মাৎ শ্নাপ্রত্যয়পরস্মৈপদয়োর্ব্যত্যয়েন শ্নুপ্রত্যয়াত্মনেপদয়োর্ব্বিধানম্। ব্যত্যয়ো বহুলমিতি ছন্দসি তথা স্মৃতেঃ। সহভাবোক্ত্যা ভোগে ভগবতো প্রাধান্যম্। ভক্তস্য তু প্রাধান্যমনভিমতম্। "বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্তাঃ সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা" ইত্যাদি তদ্বাক্যাৎ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'ইতরঃ'—অর্থাৎ সাধারণ জীব হইতে ভিন্ন মুক্তাবস্থাপন্ন জীবও মান্ত্রবর্ণিক (মন্ত্রবর্ণোক্ত) আনন্দময় নহে। কেন? অনুপপত্তি-হেতু; কি অনুপপত্তি—অসঙ্গতি? 'সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা' এই শ্রুতিবর্ণিত জীবের সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্য পদার্থ ভোগ সঙ্গত হয় না। কথাটি এই—যদি মুক্তজীব আনন্দময় ব্রহ্ম হইবে, তবে ব্রহ্মের সহিত তাহার ঐক্য হইবে, সহভোগ হইবে কেন? বিপশ্চিৎ শব্দের ব্যুৎপত্তি বি অর্থাৎ বিবিধ পশ্যতি—দেখে; চিৎ—আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধি যাঁহার, তিনি বিপশ্চিৎ। 'পশ্যতি' পশ্যস্থানে পশ্ ভাব পৃষোদরাদিত্বরূপে। সেই বিবিধ ভোগচতুর ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হইয়া জীব ভোগ করে, 'সর্ব্বান্'—অর্থাৎ সমস্ত কাম্যভোগ্যবস্তু, 'অশ্নুতে'—ভোগ করে। অশ্নুতে পদটির ব্যুৎপত্তি দেখাইতেছেন—অশ্—ভোজনার্থে (ভোগ অর্থে) উহা ক্র্যাদিগণীয় পরস্মৈপদী, তাহার উত্তর লট্ তিপ্ করিলে অশ্নাতি হয়, কিন্তু বেদে 'ব্যত্যয়োবহুলম্' বাহুল্যে তিঙের ব্যতিক্রম ও আগমেরও ব্যতিক্রম হয়, এজন্য এখানে আত্মনেপদ, শ্নাস্থানে শ্নু আগম হইয়াছে। যখন ঐ শ্রুতিতে 'সহ ব্রহ্মণা ভোগান্ অশ্নুতে' দ্বারা ভোগে সহভাব বলা হইয়াছে, তখন প্রধান ও গুণীভাব বুঝাইতেছে, এখানে ভগবানের প্রাধান্য, কিন্তু জীবের—ভক্তের প্রাধান্য অনভিমত, কেন? ভাগবত বাক্য প্রমাণ যথা—'বশে

কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যাঃ সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা' যেমন সাধ্বী নারীগণ সচ্চরিত্র পতিকে নিজগুণে বশ করে, সেইরূপ ভক্তগণ আমাকে ভক্তিদ্বারা বশ করিয়া থাকে। অতএব অপ্রধানই প্রধানকে বশ করে, এইরূপে ভক্তের অপ্রাধান্য। যদি চ 'সহযুক্তে অপ্রধানে' এই পাণিনীয় সূত্রে অপ্রধানে তৃতীয়া বিহিত আছে, তথাপি প্রধান অপ্রধানভাব বিবক্ষাধীন হওয়ায় এখানে সহযুক্তে একটি অপ্রধানে অন্য সূত্র এইরূপ যোগ বিভাগ দ্বারা উপপত্তি জানিবে ॥ ১৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নেতর ইতি। বদ্ধজীবাদিতরো মুক্তো জীবো ন মান্ত্রবর্ণিক ইত্যর্থঃ। "বশে" ইতি শ্রীভাগবতে ॥ ১৬ ॥

টীকানুবাদ—'নেতর ইতি' বদ্ধজীব হইতে ভিন্ন মুক্ত জীব মান্ত্রবর্ণিক নহে। বশে ইতি শ্রীভাগবতে ॥ ১৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—যদি এরূপ পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, জীব বদ্ধাবস্থায় আনন্দময় না হইলেও মুক্তাবস্থায় তাহাকে আনন্দময় বলা চলে। এই পূর্ব্ব পক্ষের নিরসনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, তাহাও হইবে না। মুক্তাবস্থায়ও জীবের আনন্দময়ত্ব উপপত্তি লাভ করে না। কারণ শ্রুতিতেই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত জীবের ভোগের কথা পাওয়া যায়। সুতরাং জীব মুক্তাবস্থায় আনন্দময় হইলে তাঁহার সহিত ঐক্য না হইয়া, তাঁহার (ব্রহ্মের) সহিত ভোগের কথা থাকিবে কেন? এখানেও ভক্ত জীবের অপ্রাধান্য এবং পরব্রহ্মেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের অম্বরীষোপাখ্যানে শ্রীভগবানের উক্তিতেও পাওয়া যায়,—

"বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা।" (ভাঃ ৯।৪।৬৬)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবেও পাওয়া যায়,—

"জয় জয় জহ্যজামজিত··· ... ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।" (১০।৮৭।১৪) অর্থাৎ আত্মশক্তিক্রমে মায়াতীত শ্রীভগবানে স্বরূপতঃ সমস্ত ঐশ্বর্য্য অবরুদ্ধ ॥ ১৬ ॥

সূত্র—ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ—জীব ও আনন্দময়ের প্রভেদের উক্তিবশতঃও আনন্দময় জীববাচক নহে ॥ ১৭ ॥

গোবিন্দভাষ্য—"রসো বৈ স, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ইতি তস্যৈব মান্ত্রবর্ণিকস্যানন্দময়স্য রসপ্রাপ্তেঃ তস্য লভ্যস্য লব্ধু-র্জীবান্মুক্তাবস্থাদপি ভেদোক্তেশ্চ মান্ত্রবর্ণিকোঽসাবন্য এব। "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্নোতি" ইত্যাদিষ্বপি ন মুক্তস্য ব্রহ্মাভেদঃ। ব্রহ্মাপ্যয়স্য ব্রহ্মভূয়ানন্তরভাবিত্বাৎ। কিন্তু ব্রহ্মসদৃশঃ সন্নিত্যেবার্থঃ। "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইতি শ্রুতেঃ। "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ। সাদৃশ্যেঽপ্যেব শব্দোঽস্তি। বেব যথা তথৈবেবং সাম্যে ইত্যনুশাসনাৎ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'রসো বৈ সঃ' 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি' তিনি পরমেশ্বর শ্রীহরি রসস্বরূপ, উপাসকজীব সেই রসকে প্রাপ্ত হইলে নিত্য আনন্দময় হইয়া থাকে, এই শ্রুতি সেই মান্ত্রবর্ণিক আনন্দময়েরই রস-প্রাপ্তি বলিতেছেন; অতএব লভ্য সেই রসময় শ্রীহরি লব্ধা বা রসলাভ-কারী জীব হইতে যে পৃথক্ ইহা স্বতঃসিদ্ধ, যদিও ঐ জীব মুক্তাবস্থা-পন্ন হয়, তথাপি তাহার আনন্দময় হইতে পার্থক্য। সুতরাং মান্ত্রবর্ণিক এই পরব্রহ্ম অন্যই। 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্নোতি' 'ব্রহ্ম হইয়া তবে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়' এই সকল শ্রুতিতেও মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মের সহিত অভেদ প্রতীত হইতেছে না, যেহেতু ব্রহ্মভাবের পর ব্রহ্মপ্রাপ্তি, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য; তবে 'ব্রহ্মৈব সন্' ব্রহ্ম হইয়াই একথা বলিলেন কেন? তাহার সমাধানার্থ বলিতেছেন কিন্তু 'ব্রহ্মসদৃশঃ সন্নিত্যেবার্থঃ' ব্রহ্মের মত হইয়া ইহাই অর্থ, সদৃশ বস্তু কখনও এক হয় না, অতএব জীব ও আনন্দময়ের ভেদ জানিবে। সদৃশ অর্থ কোথা হইতে পাইলে? তাহা বলিতেছেন—"নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" যিনি নির্লিপ্ত পুরুষ, তিনি পরম সাদৃশ্য লাভ করেন—এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তাহারা আমার সাধর্ম্ম্য বা সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ইত্যাদি স্মৃতিও

তাহা সমর্থন করে। 'ব্রহ্মৈব সন্' এই শ্রুতির অন্তর্গত 'এব' শব্দটি সাদৃশ্যার্থে। সাদৃশ্যার্থে 'এব' শব্দও আছে। যথা—বেব যথা ইত্যাদি বা, ইব, যথা, তথা এব, এবং ইহারা সাম্যার্থবোধক এইরূপ শব্দানুশাসন থাকায় ইহা সঙ্গত হইল ॥ ১৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নহু তস্যৈব সার্দ্ধমহমাগমমিতিবৎ কল্পিতেন সহভাবেন তদাভাব্যমিতি চেত্তত্রাহ। ভেদেতি। রস ইতি। মান্ত্রবর্ণিকো হরিঃ। বৈ প্রসিদ্ধৌ। রসঃ। শৃঙ্গারাদিরসমূর্ত্তির্ভবতি। যং রসং লব্ধ্বায়ং তদুপাসক আনন্দী প্রশস্তানন্দভাক্ ভবতীতি মোক্ষে জীবস্য ধর্ম্মিত্বং সিদ্ধম্। সাধর্ম্ম্যং সাম্যম্। স্ফুটমন্যৎ ॥ ১৭ ॥

টীকানুবাদ—'নহু তস্যৈব' ইত্যাদি আপত্তি হইতেছে—যেমন 'তস্যৈব সার্দ্ধমহমাগমম্' ইত্যাদি বাক্যে 'তেন' না থাকিলেও তাহার সহিত আমি আসিয়াছি এইরূপ কল্পিত সহভাব লইয়া ক্রিয়ার অন্বয় হয়, সেইরূপ 'ব্রহ্মণা সহ অশ্নাতি' বাক্যেও জীবে ব্রহ্মের ভোগ বুঝাইবে, তাহার খণ্ডনার্থ সূত্রকার আবার একটি হেতু দেখাইলেন—'ভেদব্যপদেশাচ্চ' আনন্দময় ও জীবের ভেদের উক্তি রহিয়াছে; কোথায়? উত্তর "রসো বৈ স রসং লব্ধ্বা হেবায়মানন্দী ভবতি"—এই শ্রুতিতে। মান্ত্রবর্ণিক শ্রীহরির রসরূপে উক্তি। শ্রুতির অন্তর্গত 'বৈ' শব্দটি প্রসিদ্ধ অর্থে অর্থাৎ তিনি যে আনন্দস্বরূপ, ইহা সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ। 'রসো বৈ'—রস শব্দের অর্থ—শৃঙ্গারাদি রসের মূর্ত্তি হইতেছেন। 'যং'—যে রসস্বরূপ শ্রীহরিকে, 'লব্ধ্বা' লাভ করিয়া, 'অয়ং'—তাহার উপাসক, 'আনন্দী'—প্রশস্ত অর্থাৎ দিব্যানন্দের ভাগী হন। অতএব মোক্ষাবস্থায়ও জীবের ধর্ম্মবত্তা বুঝাইতেছে, কিন্তু আনন্দময় ব্রহ্মের ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব নাই। 'সাধর্ম্ম্য' অর্থাৎ সাম্য। অন্যাংশ সুস্পষ্ট—বোধ্য ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এ-স্থলে বর্ণিত 'আনন্দময়' যে জীব নহে, ইহা উপনিষদেও কথিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলেন—শ্রীহরি রসস্বরূপ, জীব সেই রসস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইলে আনন্দের অধিকারী হয়। সুতরাং লভ্য মান্ত্রবর্ণিক ব্রহ্ম হইতে লাভকারী জীব ভিন্নই। এমন কি, মুক্তাবস্থায়ও জীব ব্রহ্ম নহেন। কারণ শ্রুতি বলেন—'ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়'। এ-স্থলে ব্রহ্ম হইয়া অর্থে ব্রহ্মের সদৃশ হইয়া সুতরাং সদৃশ বস্তু এক

নহে। 'নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি' শ্রুতিবাক্য এবং "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ"—স্মৃতিবাক্য এই সাদৃশ্যের কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

সূত্রকার 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' সূত্র হইতে 'নেতরোঽনুপপত্তেঃ' প্রভৃতি সূত্র সমূহে পরব্রহ্মেরই আনন্দময়ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। এই আনন্দময় যে জীব নহে, তাহা স্পষ্টই জানাইয়াছেন।

বর্ত্তমান সূত্রে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন যে, জীব ও ব্রহ্মে ভেদই ব্যপদিষ্ট।

আচার্য্য শঙ্কর এই আনন্দময়াধিকরণপ্রসঙ্গে যে সকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে সূত্রের মুখ্যার্থ বুঝিতে না পারিয়া তিনি যে গৌণার্থ কল্পনা করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

> "উপনিষৎ-সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
> মুখ্যবৃত্ত্যে সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব ॥
> গৌণ-বৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
> তাহার শ্রবণে নাশ যায় সর্ব্বকার্য্য ॥
> তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর—আজ্ঞা পাঞা।
> গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥"
>
> (চৈঃ চঃ আদি ৭।১০৮-১১০)

আরও বিশেষ কথা এই যে, নিজগুরু শ্রীব্যাসদেবের বাক্যার্থ বুঝিতে অক্ষম হইয়া তাঁহারই ভ্রম প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী হইয়া নিজেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

গৌরপার্ষদ শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু তাঁহার রচিত 'সর্ব্বসম্বাদিনীতে' এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

> "প্রভু কহে, বেদান্তসূত্র—ঈশ্বর বচন।
> ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ ॥

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥
... ...
ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণাম-বাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি' তার উঠাইল বিবাদ॥
পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি 'বিবর্ত্ত'-বাদ স্থাপনা যে করি॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৭।১০৬-১২২)

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"ব্রহ্ম-সূত্রকার শ্রীবেদব্যাসের "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১২)—এই সূত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া "অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৯) এই সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্কর যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ— "আনন্দময়" বাক্যে 'ব্রহ্ম'-শব্দ সংযোগ না থাকায় তাঁহাকে মুখ্য ব্রহ্ম বলা যায় না। আনন্দময়কে ব্রহ্ম বলিলে অবয়বসম্বন্ধহেতু সবিশেষ ব্রহ্মই বলিতে হয়। কিন্তু 'আনন্দময়' বাক্যের শেষে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অভিহিত আছে। আনন্দময়-শব্দে আনন্দ প্রচুর অর্থাৎ প্রাচুর্য্যার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয় (যে অর্থ চিদ্বিলাস-বাদী ভাগবতগণ প্রযুক্ত করিয়াছেন, তাহা) কথিত হইলে তাহাতে দুঃখের অস্তিত্ব আছে জানা যায়; কেননা, আধিক্য-অনুসারেই প্রচুর শব্দের প্রয়োগ, অল্পতা তাহার লক্ষ্য থাকে না। আনন্দময় 'শুদ্ধ-ব্রহ্ম' নহেন বলিয়াই শ্রুতি আনন্দময়ের পুনঃ পুনঃ উক্তি না করিয়া 'আনন্দমাত্রের' অভ্যাস করিয়াছেন। যদি আনন্দময়ের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় হইত, তাহা হইলে না হয়, আনন্দমাত্রের অভ্যাসকে আনন্দময়াভ্যাস বলিয়া কল্পনা করিতে পারিত। কিন্তু অবয়ব-সম্বন্ধ না থাকায় আনন্দময়ের অব্রহ্মত্বই নিশ্চিত আছে। এই সকল হেতুবশতঃ এবং "আনন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্ম-বিষয়ে আনন্দ-শব্দের প্রয়োগ থাকায় স্পষ্ট-বুঝা যাইতেছে যে, অন্যান্য শ্রুতিতেও 'আনন্দমাত্র' ব্রহ্মই অভ্যস্ত হইয়াছে, 'আনন্দময়' অভ্যস্ত হয় নাই। যদিও "আনন্দময়মাত্মানং" শ্রুতিতে আনন্দ-ময়েরই অভ্যাস দৃষ্ট হয়। তথাপি অন্নময়াদির মধ্যে উহা পতিত হওয়ায়

আনন্দময়েরও শুদ্ধব্রহ্মবোধকতা নিবারিত হইয়াছে। 'আনন্দময়' বাক্যের নিকটেই "তিনি কামনা করিলেন আমি বহু হইব" এইরূপ বাক্য থাকিলেও শুদ্ধব্রহ্মের সহিত আনন্দময়ের নিকট-সম্বন্ধ না থাকায় আনন্দময়ের শুদ্ধ-ব্রহ্মবোধকতা নাই। তৎপরবর্ত্তী তিনিই রস ইত্যাদি বাক্যও তৎসাপেক্ষ বলিয়া আনন্দময়বোধক নহে। "প্রিয়ই তাঁহার মস্তক" ইত্যাদি প্রকার অবয়ববোধক শব্দ না থাকায়, নিশ্চয় হইতেছে যে, 'আনন্দ'ই মুখ্যব্রহ্ম, 'আনন্দময়' নহে। যদি বল, সবিশেষ ব্রহ্মই ত' উক্ত শ্রুতির অভিপ্রেত? তদুত্তর,—তাহা বলিতে পার না—তাহা "অবাঙ্মনসগোচর" অর্থযুক্ত শ্রুতি-দ্বারা নিরস্ত, অতএব 'আনন্দময়'-শব্দের 'ময়ট্' প্রত্যয়—বিকার-বোধক প্রাচুর্য্যবোধক নহে।"

শ্রীপাদ শঙ্কর এইরূপে সূত্রগুলির ব্যাখ্যায় 'ময়ট্' প্রত্যয়টি তুলিয়া দিবার অর্থাৎ উহার বৈয়র্থ্য বা বাহুল্য দেখাইবার জন্য একই বক্তব্য বিষয়টি ১২-১৯ সূত্রে পুনঃ পুনঃ বলিবার কি প্রয়াসই না করিয়াছেন! এই সম্বন্ধে সর্ব্বসম্বাদিনী-গ্রন্থে শ্রীপাদ জীবপ্রভুর উক্তি—"যদি চ সূত্রকারস্য বেদান্তার্থানভিজ্ঞতাং নিগূঢ়মভিপ্রায়তা, তৎ-প্রমাদ-মার্জ্জন-স্বচাতুরী-ব্যঙ্গ-ভঙ্গ্যা তৎ "আনন্দময়" সূত্রমেবং ব্যাখ্যেয়ম্"—

"আনন্দময়" ইত্যত্র "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি স্বপ্রধানমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে ইতি তথা 'বিকারসূত্রে' (১।১।১৩) চ 'বিকার'-শব্দেনাবয়বঃ, প্রাচুর্য্য-শব্দেন 'সাদৃশ্যং' ব্যাখ্যেয়ম্, তদা সূত্রকারস্যাশাব্দিকতৈব চ প্রসজ্যেত—তত্তচ্ছব্দা-দিভিস্তত্তদর্থানভিধানাৎ। 'ময়ট্'-প্রত্যয়-বিকার-প্রাচুর্য্য শব্দানামনন্তর-নির্দ্দিষ্টানামন্যার্থত্বং ন বা বালকস্যাপি হৃদয়মারোহতি।"

শ্রীশঙ্করের ভাষ্য পাঠ করিয়া এই ধারণা হয় যে, সূত্রকার শ্রীবেদব্যাস যে বেদান্তের অর্থ বুঝিতে অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাহাই যেন তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায়; এইজন্য সূত্রকার আচার্য্য শ্রীবেদব্যাসের প্রমাদ মার্জ্জনা করিবার ব্যপদেশে শ্রীশঙ্কর নিজ চাতুর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক ভঙ্গীক্রমে 'আনন্দময়' সূত্রটি এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

'আনন্দময়' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের মধ্যে "ব্রহ্মপুচ্ছংপ্রতিষ্ঠা" এই শ্রুতি-বাক্যে মুখ্য ব্রহ্মই 'উপদিষ্ট'; ১।১।১৩ সূত্রে 'বিকার'-শব্দে 'অবয়ব' এবং

'প্রাচুর্য্য'-শব্দে সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করিব। এইভাবে ব্যাখ্যাত হইলে সূত্রকারের (ব্যাসের) যে শব্দজ্ঞান ছিল না, তাহারই প্রসক্তি হয়; যেহেতু, তাঁহার ব্যবহৃত শব্দদ্বারা বেদান্তের সেই সেই অর্থ হয় না। ময়ট্ প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন বিকারপ্রাচুর্য্য-শব্দাদির অনন্তর নির্দ্দিষ্ট শব্দ সকলের জন্য অর্থই বা কি হইতে পারে? এ-কথা ত' বালকের হৃদয়েও উপস্থিত হয়। অর্থাৎ ময়ট্-প্রত্যয় 'বিকার' ও 'প্রাচুর্য্যার্থ' ব্যতীত উহাতে অন্য অর্থ যোজনা করা যে নিতান্ত ভ্রম, তাহা সহজেই বুঝা যায়।"

জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ
যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন-
মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্॥" (ভাঃ ১১।১১।৬)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর ৪।৬ এবং মুণ্ডক ৩।১।১ শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

"দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

" 'মায়াধীশ' 'মায়াবশ',—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন-জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত' অভেদ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি মানে।
হেন জীবে 'ভেদ'—কর ঈশ্বরের সনে॥"

শ্রীগীতার—'ভূমিরাপোঽনলো' (৭।৪-৫) শ্লোক আলোচ্য॥ ১৭॥

অবতরণিকা ভাষ্য—নন্বু সত্ত্বস্যানন্দহেতোঃ প্রধানে সত্ত্বাৎ তদেবানন্দময়ং স্যাদিতি চেত্তত্রাহ—

অবতরণিকা ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর ভাষ্যকার পরবর্ত্তী সূত্রের অবতরণিকা দেখাইতেছেন—'নন্বু' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। আক্ষেপ হইতেছে, আনন্দময় শব্দের অর্থ জীব না হউক, প্রকৃতি বা প্রধান হইবে; যেহেতু আনন্দের কারণ সত্ত্বগুণ, তাহা প্রকৃতিতে আছে, অতএব প্রচুরানন্দ প্রধান—আনন্দময় শব্দের অর্থ এই যদি বল, তাহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকা—নন্বিতি। প্রকাশাত্মা সত্ত্বং। সত্ত্বং লঘুপ্রকাশকমিতি সাংখ্যোক্তেঃ। তদেব জ্ঞানসুখরূপেণ পরিণমতে। অতঃ সত্ত্বমানন্দহেতুঃ। তচ্চ প্রধানেঽস্তীতি প্রচুরানন্দং প্রধানমানন্দময়শব্দিতমস্তু। ন তু ব্রহ্মেতি চেত্তত্রাহ—কামাচ্চেতি—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকানুবাদ—'নন্বিত্যাদি', সত্ত্বগুণ প্রকাশস্বরূপ, যেহেতু সাংখ্যশাস্ত্র বলিয়াছে 'সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্' সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশের কারণ। সেই সত্ত্বগুণের পরিণাম জ্ঞান সুখ প্রভৃতি। অতএব সত্ত্বগুণ আনন্দের কারণ, সেই সত্ত্বগুণ প্রধানে আছে বলিয়া তাহা আনন্দময় শব্দের বাচ্য হইবে, কিন্তু ব্রহ্ম নহে, এই যদি বল, তাহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—'কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা'—

সূত্র—কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা॥ ১৮॥

সূত্রার্থ—'কামাচ্চ' যখন 'সোঽকাময়ত' ইত্যাদি শ্রুতিতে কামনার কথা আছে তখন, 'ন অনুমানাপেক্ষা' অনুমানগম্য প্রকৃতির অপেক্ষা—এই আনন্দময় বাক্যে তাহার প্রসক্তি নাই॥ ১৮॥

গোবিন্দভাষ্য—"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি সঙ্কল্পাদেব বিশ্বসর্গশ্রুতের্নানুমানস্য প্রধানস্যাস্মিন্নানন্দময়বাক্যে ভবত্যপেক্ষা জড়স্য সঙ্কল্পাসম্ভবাৎ॥ ১৮॥

ভাষ্যানুবাদ—'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়' সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনি (পরমেশ্বর) ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব, প্রকাশ লাভ করিব'—এই শ্রুতিতে ঈশ্বরের সঙ্কল্প হইতে জগৎসৃষ্টি শ্রুত হইতেছে, কিন্তু প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, এরূপ কোন শ্রুতি নাই, যাহাতে তাহার সম্বন্ধে অনুমান

করিতে হয়। তাহা হইলে আনন্দময় শ্রুতিবাক্যে তাহার সম্বন্ধ নাই; কারণ প্রকৃতি জড়, তাহার সঙ্কল্প অসম্ভব ॥ ১৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি সাংখ্যের বিচারানুযায়ী পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, সত্ত্বগুণ প্রকাশস্বরূপ এবং সত্ত্বগুণের পরিণামেই জ্ঞান ও সুখাদি, তখন সত্ত্বগুণ আনন্দের কারণ, সেই সত্ত্বগুণ প্রধান বা প্রকৃতিতে অবস্থান করে বলিয়া প্রধানকে 'আনন্দময়' বলা যাইতে পারে। সেই পূর্ব্বপক্ষ নিরসনপূর্ব্বক সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিয়াছেন—ব্রহ্মের কামনার কথা আছে বলিয়া সেরূপ অনুমানের অপেক্ষা নাই অর্থাৎ প্রধানকে আনন্দময় শব্দের বাচ্য অনুমান করা যাইতে পারে না। শ্রুতিতে আছে সৃষ্টির প্রারম্ভে "তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব।" জড়রূপা প্রকৃতির ঐরূপ সঙ্কল্প সম্ভব নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ধ্রুবের বাক্যে পাই,—

"একস্ত্বমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা
মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষম্।
সৃষ্ট্বানুবিশ্য পুরুষস্তদসদ্গুণেষু ॥
নানেব দারুষু বিভাবসুবদ্বিভাসি ॥" (৪।৯।৭)

শ্রীভগবানের বাক্যেও পাই,—

"স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া ॥" (ভাঃ ৩।২৬।৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"জগৃহে পৌরুষং রূপং···লোকসিসৃক্ষয়া" (১।৩।১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তিসঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥

অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎ-কারণ।
প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজাগলস্তন ॥"

শ্রীল স্বরূপ দামোদরের কড়চায়ও পাই,—
"মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ"।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" (৯।১০)

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে পাই,—

"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ···ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ" (৪।৯-১০)
"স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা"—ঐতরেয়োপনিষদ্ (১।১।১)

নিরীশ্বর সাংখ্যবাদিগণ পঙ্গু ও অন্ধ এবং অয়স্কান্ত ও লৌহ-ন্যায়ের দ্বারা যে সৃষ্টিতত্ত্বের মীমাংসা করেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। "পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি" (ব্রঃ সূঃ ২।২।৭) সূত্রে পরে সূত্রকার বলিবেন ॥ ১৮ ॥

সূত্র—অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ—'অস্মিন্'—এই আনন্দময়পুরুষে, 'অস্য'—প্রতিষ্ঠিত জীবের 'তদ্‌যোগং' অভয় সম্বন্ধহেতু অর্থাৎ অভয়প্রাপ্তির কথা, 'শাস্তি'—শ্রুতি উপদেশ করিতেছে। প্রকৃতি সম্বন্ধে অভয়-যোগ না বলিয়া ভয়-যোগই বলা আছে, অতএব আনন্দময় প্রকৃতিও নহে, জীবও নহে কিন্তু শ্রীহরি ॥ ১৯ ॥

গোবিন্দভাষ্য—অস্মিন্নানন্দময়ে পুংসি প্রতিষ্ঠিতস্যাস্য জীবস্যাভয়যোগং কৃতান্তরস্য তু ভয়যোগং শাস্তি শ্রুতিঃ। যদা হ্যেবেত্যাদিনা। ন চৈষা শিষ্টিঃ প্রধানপক্ষে সম্ভবেৎ। তত্র প্রকৃতিবিযুক্তস্যাভয়মভ্যুপগম্যতে, ন তু তৎসংসৃষ্টস্য। তস্মাদানন্দময়ো হরিরেব ন জীবো নাপি প্রকৃতিরিতি ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যখন এই জীব আনন্দময় পুরুষে প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ তাঁহার ঐকান্তিক ভক্ত হয়, তখন তাহার কোন জন্মমৃত্যু প্রভৃতির ভয়

থাকে না। কিন্তু যখন তাঁহার অন্তরে (ব্যবধানে) থাকে, তখনই সংসার-ভয়—এই কথা শ্রুতি নির্দ্দেশ করিতেছে—"যদা হেব" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা। যদি আনন্দময়-শব্দ প্রধানকে বলা হয়, তবে এই উপদেশবাণী সম্ভব হয় না, যেহেতু জীব যখন প্রকৃতির সহিত বিযুক্ত হয়, তখনই অভয়—ইহা স্বীকার করা হয়, কিন্তু প্রকৃতি সংসর্গ থাকিতে তাহার অভয় স্বীকৃত হয় না। অতএব আনন্দময় শব্দের বাচ্য শ্রীহরিই, জীবও নহে, প্রকৃতিও নহে ॥ ১৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অস্মিন্নিতি। প্রতিষ্ঠিতস্যৈকান্তিকভক্তস্য শিষ্টিরুপদেশঃ। তত্র প্রধানরূপে ॥ ১৯ ॥

টীকানুবাদ—'অস্মিন্' এই আনন্দময় পুরুষে যিনি প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তাঁহার ঐকান্তিক ভক্ত, তাহার সম্বন্ধে উপদেশ। 'তত্র প্রকৃতি বিযুক্তস্যেতি' সেই প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত বিযুক্তের অভয় ॥ ১৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—শ্রুতির উপদেশে পাওয়া যায়, জীব আনন্দময় পুরুষের সহিত ঐকান্তিকভক্তিযোগে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার অভয় ও আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। অন্যথা যদি জীব ভগবদ্বিমুখ হইয়া তাহা হইতে অন্তরিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ভয় অর্থাৎ অনন্ত বিপদ্‌পরম্পরা প্রাপ্ত হয়। জড়রূপা প্রকৃতি পক্ষে এই উপদেশ সম্ভব হয় না অর্থাৎ প্রকৃতির যোগে জীবের অভয়, ইহা বলা চলে না; পরন্তু প্রকৃতির সংসর্গে জীবের নানা দুঃখ কষ্টই হইয়া থাকে আর ঐ সঙ্গ রহিত হইলেই অভয় বা সুখ লাভ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম কবির বাক্যেও পাই,—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥"
(১১।২।৩৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"'কৃষ্ণভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥" (মধ্য ২০।১১৭-১২০)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥" (৭।১৪)

শাস্ত্রে পাই,—

"মন এব মনুষ্যাণাং বন্ধমোক্ষস্যকারণম্।
প্রকৃত্যালিঙ্গ্যতে যত্র তত্র বন্ধো হি দুর্ভরঃ ॥"

নারদ পুরাণে বর্ণিত আছে,—

"গুণত্রয়ং বিজানীয়াৎ প্রকৃতিং তদ্বহিশ্চ যৎ।
হরিরূপং পরংব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"স বৈ নিবৃত্তিধর্ম্মেণ বাসুদেবানুকম্পয়া।
ভগবদ্ভক্তিযোগেন তিরোধত্তে শনৈরিহ ॥" (৩।৭।১২)

আরও—

"অশেষসংক্লেশশমং বিধত্তে
গুণানুবাদশ্রবণং মুরারেঃ।
কিংবা পুনস্তচ্চরণারবিন্দ-
পরাগসেবারতিরাত্মলব্ধা ॥" (ভাঃ ৩।৭।১৪)

শ্রীশঙ্কর এ-স্থলে 'তদ্‌যোগ' শব্দে জীবের ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যাওয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান এই সূত্র পর্য্যন্ত আটটি সূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি যে কষ্টকল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কোন কোন স্থলে নিজগুরু শ্রীব্যাসদেবের ভ্রান্তির

কল্পনাও করিয়াছেন। শ্রীল জীবগোস্বামীপ্রভু তাঁহার রচিত সর্ব্বসম্বাদিনীতে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। আমরা তদনুযায়ী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্যের কিঞ্চিৎ "ভেদব্যপদেশাচ্চ" সূত্রের সিদ্ধান্তকণায় উদ্ধার করিয়াছি। সে-কারণ এখানে আর কিছু উল্লেখ করিলাম না ॥ ১৯ ॥

অবতরণিকা ভাষ্য—ছান্দোগ্যে। "অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রনখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণস্তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ তস্য ঋক্সাম চ গেষ্ণৌ তস্মাদুদ্গীথস্তস্মাত্ত্বেবোদ্গা-তৈতস্য হি গাথা স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাঞ্চেষ্টে দেবকামানাং চেত্যধিদৈবতমথাধ্যাত্মম্ ॥ অথ য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে সৈব ঋক্ তৎ সাম তদুক্থং তদ্যজুস্তদ্ব্রহ্ম তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপম্। যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ যন্নাম তন্নাম" ইতি শ্রূয়তে।

তত্র সংশয়ঃ ; কিময়ং পুণ্যজ্ঞানাতিশয়বশাৎ প্রাপ্তোৎকর্ষো জীবঃ কশ্চিৎ সূর্য্যেঽক্ষিণি বোপদিশ্যতে, উত তদন্যঃ পরমাত্মেতি। তত্র দেহিত্বাদিপ্রতীতেরুপচিতপুণ্যো জীব এবায়ং জ্ঞানশক্ত্যাধিক্যঞ্চ পুণ্যাতিশয়াদত এব লোককামেশিতৃত্বাদিফলার্পণাদুপাস্যত্বং চেত্যেবং প্রাপ্তৌ—

অবতরণিকা ভাষ্যানুবাদ—'অথ' ইত্যাদি ছান্দোগ্যোপনিষদেধৃত। ইহার অর্থ উপাসনা-প্রসঙ্গে বলা হইতেছে এই যে, সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দৃষ্ট হন। তাঁহার শ্মশ্রু (দাড়ী) সুবর্ণময়, কেশ সুবর্ণময়, অধিক কি নখাগ্র পর্য্যন্ত সমস্তই তাঁহার সুবর্ণময়, যেমন 'কপ্যাস' অর্থাৎ পদ্ম এইরূপ তাঁহার দুইটি চক্ষুঃ, তাঁহার 'উৎ' এই নাম, 'উৎ' শব্দের অর্থ উদিত বা নির্ম্মুক্ত, তিনি সকল পাপ (অবিদ্যাদি) হইতে উত্থিত এবং সেই ব্যক্তি সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় যে এই তত্ত্ব জানে। ঋক্ ও সাম বেদ

তাঁহার গেষ্ণ অর্থাৎ দুইটি পর্ব্ব। সেই জন্য তিনি উদ্গীথ অর্থাৎ উচ্চৈঃ-স্বরে গীয়মান, উদ্গাতা নামক ঋত্বিক্ ইঁহারই গাথা গাহিয়া থাকেন, এ-জন্য উদ্গাতা নামে অভিহিত হন। যে সকল ভুবন বা লোক ঐ আদিত্য হইতে ঊর্দ্ধগত, তিনি তাঁহাদিগের নিয়ন্তা, এতদ্ভিন্ন যাঁহারা দেবকাম অর্থাৎ অভীষ্ট দেবতার কামনা করেন, তিনি তাঁহাদেরও অভীষ্ট বস্তু দান করেন। এইপ্রকার দেবতাকে অধিকার করিয়া উপাসনা বিহিত হইল। অতঃপর (অধিদৈবতধ্যান কথনের পর) অধ্যাত্ম-উপাসনা বর্ণিত হইতেছে, অধ্যাত্ম-উপাসনা শব্দের অর্থ দেহ অধিকার করিয়া উপাসনা, তাহা কিরূপ? উত্তর—'অথ য এষ' ইত্যাদি এই যে অক্ষি মধ্যগত পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়, তিনিই ঋক্, তিনি সামগের সাম, তাহাই উক্থ, তাহাই যজুঃ তিনিই ব্রহ্ম। আদিত্য পুরুষের যে রূপ, তাহাই এই অক্ষিপুরুষের রূপ, তাঁহার যে গেষ্ণ তাহাই ঐ অক্ষিপুরুষের গেষ্ণ, তাঁহার যে নাম বা বাচকশব্দ তাহাই ইঁহার বাচক শব্দ, এই প্রকার শ্রুত হয়, তাহাতে সংশয় এই যে, সূর্য্যগত ও অক্ষিগত পুরুষ কথিত হইতেছে, ইনি কে? পুণ্য ও জ্ঞানাতিশয় লাভ করিয়া উৎকর্ষ প্রাপ্ত কোনও জীব? অথবা জীবভিন্ন অর্থাৎ পরমাত্মা? ইহার পর পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—না, ইনি যখন দেহধারী বলিয়া প্রতীত হইতেছেন, তখন ইহাকে পুণ্যোৎকর্ষ-প্রাপ্ত কোন জীব বলিতে হয়, তাঁহার পুণ্যোৎকর্ষবশতঃ জ্ঞানশক্তির আধিক্য ; অতএব তিনি লোককামব্যক্তিদিগের নিয়ন্তা ও ফলদাতা এজন্য উপাস্য, এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—না, ইনি জীব নহেন, যেহেতু—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকা—পূর্ব্বং ব্রহ্মশব্দাভ্যাসাদিকং আনন্দময়স্য ব্রহ্মত্বে যথা হেতুস্তথা হিরণ্যশ্মশ্র্বাদিকমাদিত্যমণ্ডলস্থপুরুষস্য জীবহেতুরস্তীতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যারভ্যতে। ছান্দোগ্য ইত্যাদি। অথেতি। উপাসনাপ্রস্তাবাদথশব্দঃ। য এষ শাস্ত্র প্রসিদ্ধঃ। আদিত্যমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী। হিরণ্ময়ো জ্যোতি-র্ম্ময়শ্চিদ্ঘন ইত্যর্থঃ। হিরণ্যসুবর্ণশব্দাভ্যাং চৈতন্যলক্ষণং জ্যোতির্গ্রাহ্যম্। কনকবাচিভ্যাং তাভ্যাং স্পৃহণীয়সর্ব্বাঙ্গত্বং লক্ষ্যমিত্যাহুঃ। শ্মশ্রুশব্দেনাতি-সূক্ষ্মাণি রোমাণ্যেব গ্রাহ্যাণি। বয়ঃপরিণামকৃতানাং তেষাং তত্রাভাবাৎ। দৃষ্টসাদৃশ্যেনোক্তির্হৃৎপ্রবেশায়েতি কেচিৎ। আপ্রনখো নখাগ্রম্। যথেতি।

যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকং পদ্মং ভবতি। এবমস্য পুরুষস্যাক্ষিণী ভবতঃ। অত্র পুণ্ডরীকশব্দঃ পদ্মসামান্যমাহ। তেনারুণ্যাংশনিদ্ধাতিচারুতালাভঃ মহোৎপলমিত্যাদি পঠন্তিঃ পদ্মসামান্যপর্য্যায়তয়াসৌ পঠিতঃ। কঞ্জলং পিবতীতি কপিঃ সূর্য্যস্তেনাসো দীপ্তির্যস্য তদ্রবিকরবিকসিতমিত্যর্থঃ। অথবা কপিরাসো নাসাগ্রং যস্য তৎ। গম্ভীরাম্ভঃসমুদ্ভূতমিত্যর্থঃ। যদ্বা কম্পত ইতি কপিঃ কুণ্ডিকম্পোর্নলোপশ্চেতি ইপ্রত্যয়ে নলোপঃ। পুষ্টপুণ্ডরীকধারিত্বাৎ কপিঃ সকম্পঃ আসো নাসাগ্রং যস্য তদিত্যর্থঃ। সর্ব্বথা প্রসন্ননয়নত্বমিত্যর্থঃ। অনেন পরিপূর্ণত্বং অনুগ্রহশীলত্বঞ্চ ব্যজ্যতে তদন্যেষাং ব্রহ্মরুদ্রাদীনাং ত্বপূর্ণত্বাৎ কামক্রোধাদ্যাক্রান্তত্বাচ্চাক্ষিণী বিরূপাণি ভবন্তি। হরেস্তু তত্তদভাবাৎ। প্রফুল্লারবিন্দনেত্রত্বমুক্তম্। তদ্ভাবশ্চ পূর্ণমদ ইত্যাদিশ্রবণাৎ। অতএবারবিন্দনেত্রাদিশব্দঃ উদ্ধবাদিভিঃ প্রযুক্তঃ। ধনঞ্জয়াদিভিরাচার্য্যৈশ্চ স্বরদণ্ডং কোকনদং পুণ্ডরীকং অসুরেষু যো রোষঃ স তেষাং কল্যাণহেতুত্বাদনুগ্রহ এব। রোষঃ খলু স্ববিষয়ানিষ্টহৃৎপ্রতীতিঃ। অরোষণো হ্যসৌ দেব ইত্যাদি স্মরণাচ্চ। তস্য পুরুষস্য নাম নির্দ্দিশতি উদিতি। তন্নির্বক্তি এষ ইতি। উদিতঃ উদ্গতঃ সর্ব্বদোষাস্পৃষ্টত্বাদুন্নামেত্যর্থঃ। তন্নামজ্ঞানফলমাহ। উদেতি হেতি। সোঽপি তদ্বন্নির্দোষো ভবতীত্যর্থঃ। ঋক্সামে তস্য গেষ্ণৌ পর্ব্বণী ভবতঃ। উদ্গীথ উচ্চৈর্গীয়মানত্বাৎ। স এষ আদিত্যান্তঃস্থঃ পুরুষঃ। অমুষ্মাৎ আদিত্যাৎ। পরাঞ্চ ঊর্দ্ধগা লোকাস্তেষামীষ্ট ঈশিতা ভবতি। দেবকামানাং চেশিতা তৎপ্রদাতেত্যর্থঃ। অধিদৈবতং দেবতামধিকৃত্যোপাস্তিবাক্যমিত্যর্থঃ। অধিদৈবতধ্যানোক্ত্যনন্তরমধ্যাত্মং ধ্যানমাহাথেতি। আত্মানং দেহমধিকৃত্যোপাস্তিবাক্যমিত্যর্থঃ—

য এষোঽন্তরক্ষিণীতি। অক্ষিমধ্যগত ইত্যর্থঃ। স এব ঋগ্বেদাত্মক ইত্যাহ। সৈব ঋগিতি। উক্থং শাস্ত্রবিশেষঃ তৎসাহচর্য্যাৎ সামস্তোত্রং। এবঞ্চ সর্ব্ববেদগীয়মানত্বমুক্তম্। আদিত্যপুরুষে যদ্রূপাদিকং তদক্ষিপুরুষেঽতিদিশতি। তস্যৈতস্যেত্যাদিনা। যে চামুষ্মাদর্বাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে মনুষ্যকামানাং চেতি বাক্যশেষোঽস্তি। তস্যায়মর্থঃ। এতস্মাদক্ষ্ণো অর্ব্বাক্ গতানাং লোকানামীশিতাক্ষিপুরুষঃ। মনুষ্যভোগানাং চ প্রদাতেতি।—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকানুবাদ—ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আনন্দময় শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, তাহার কারণ শ্রুতিতে ব্রহ্ম শব্দের বারবার পাঠ, সেইরূপ ছান্দোগ্যশ্রুতিতে ধৃত হিরণ্যশ্মশ্রু প্রভৃতি শব্দ আদিত্য মণ্ডল মধ্যস্থ পুরুষ যে জীব, তাহার হেতুরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই পূর্ব্বপক্ষী দৃষ্টান্তরূপে দেখাইবার জন্য আরম্ভ করিতেছেন—

ছান্দোগ্যোপনিষদে 'অথ য এষো' ইত্যাদি শ্রুতিতে যিনি বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহার হিরণ্যশ্মশ্রু প্রভৃতি থাকায় জীব বলিয়া প্রতীতি হয়, ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—ছান্দোগ্যোপনিষদে। অথেত্যাদি—'অথ' উপাসনা প্রকরণে, 'য এষঃ'—এই যে শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। অন্তরাদিত্যঃ—আদিত্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী, 'হিরণ্ময়ঃ'—জ্যোতির্ম্ময় চিদ্‌ঘনস্বরূপ। শ্রুত্যুক্ত হিরণ্য শব্দ ও সুবর্ণ শব্দদ্বারা চৈতন্যস্বরূপ জ্যোতিঃ জ্ঞাতব্য। সুবর্ণ ও হিরণ্য শব্দ দুইটিই কাঞ্চনবাচক। তাহাদের দ্বারা লক্ষিত হইল যে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্পৃহণীয় অর্থাৎ দর্শনীয়, এইরূপ বলিয়া থাকেন। শ্মশ্রু শব্দের অর্থ—অতিসূক্ষ্ম রোম এখানে বোদ্ধব্য নতুবা প্রসিদ্ধ শ্মশ্রু যাহা বয়সের পরিণামে জন্মে তাহা এখানে গ্রহণীয় নহে। কারণ—সেই পরমাত্মায় উহা নাই। কেহ কেহ বলেন, লৌকিক পদার্থের সহিত সাদৃশ্য কথনের অভিপ্রায়—উহা হৃদয়ের মধ্যে সহজে প্রবিষ্ট হইবে। 'আপ্রনখম্'—অর্থাৎ নখাগ্র পর্য্যন্ত। 'যথেতি কপ্যাস' পুণ্ডরীক—পদ্ম হইয়া থাকে, এইরূপ তাঁহার নয়নদ্বয়। এখানে পুণ্ডরীকশব্দটি শ্বেতপদ্মবাচক নহে, কিন্তু সাধারণ পদ্মের বোধক, সেইজন্য অংশবিশেষে লৌহিত্য দ্বারা অতিচারুত্ব বুঝাইতে পারিল। কেহ কেহ 'মহোৎপলম্' এই পাঠ করিয়া পদ্মসামান্য বাচকত্বরূপে উহা পাঠ হইয়াছে বলেন। অতঃপর 'কপ্যাস' শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ দেখাইতেছেন—'কং' অর্থাৎ জলকে যিনি পান করেন—শোষণ করেন অর্থাৎ সূর্য্য, তাঁহার দ্বারা 'আসঃ' অর্থাৎ দীপ্তি যাহার (পদ্মের) এইজন্য কপ্যাস শব্দের অর্থ পুণ্ডরীক। অর্থাৎ রবির কিরণদ্বারা বিকসিত। অথবা অন্য ব্যুৎপত্তিও আছে—কপি যাহার নাসাগ্র অর্থাৎ গভীর জল হইতে উদ্ভূত। কিংবা যাহা কাঁপে তাহার নাম কপি, কম্প্ ধাতুর 'ই' প্রত্যয়ে 'কুণ্ডিকম্পোর্নলোপশ্চ' সূত্রে ন্‌কার লোপে সিদ্ধ। পুণ্ডরীকধারী বলিয়া যাঁহার নাসাগ্র কাঁপিতেছে, তিনি কপ্যাস। যাহাই হউক, সর্ব্বপ্রকার

ব্যাখ্যাতেই প্রসন্ন নয়ন, এই অর্থ। ইহার দ্বারা বুঝাইতেছে যে, তিনি পরিপূর্ণ ও অনুগ্রহপ্রবণ।

অপর ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতির তাহা নাই; কেননা, তাঁহারা অপূর্ণ, এবং কাম-ক্রোধাদি দ্বারা অভিভূত; এ-জন্য তাঁহাদের অক্ষি বিরূপ। কিন্তু শ্রীহরির সেরূপ নহে। তিনি প্রফুল্ল অরবিন্দ-নেত্র। ব্রহ্মাদির মত বিরূপতা নাই, ইহা 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্' ইত্যাদি শ্রুতিতে অবগত হওয়া যাইতেছে। এই কারণেই উদ্ধবাদি ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে অরবিন্দনেত্র প্রভৃতি শব্দদ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন। ধনঞ্জয় প্রভৃতি আচার্য্যগণ বলেন, স্বর যাহার দণ্ড এইরূপ রক্তোৎপলের নাম পুণ্ডরীক। অসুরগণের উপর যে ক্রোধ, তাহাও ভগবানের তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ; কারণ তাহা হইতেই তাহাদের পারমার্থিক কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। রোষ শব্দের অর্থ নিজের উপর অপ্রবণ হৃদয়তা জ্ঞান, সুতরাং ক্রোধ থাকিতেই পারে না। কথিত আছে যে, 'অরোষণোহ্যসৌ দেবঃ' পরমেশ্বর রোষহীন। অতঃপর সেই সূর্য্যপুরুষের ও অক্ষিপুরুষের নাম নির্দ্দেশ করিতেছেন। উদিতি—তাঁহার নাম 'উদ্'। কেন 'উদ্' বলা হয়, তাহা নির্ব্বচন করিতেছেন, যেহেতু তিনি 'উদিতঃ' অর্থাৎ উদ্গত, সর্ব্ববিধ দোষদ্বারা অস্পৃষ্ট, এ-জন্য উন্নামক। এই নাম-জ্ঞানের ফল বলিতেছেন, 'উদেতিহ' ইত্যাদিদ্বারা যে নামার্থ জানে, সেও তাঁহার মত নির্দ্দোষ হয়। ঋক্ ও সাম তাঁহার দুইটি পর্ব্ব। তিনি উদ্গীথ যেহেতু সামবিদ্গণ উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার গান করে। 'স এষঃ'—অর্থাৎ এই সূর্য্য-মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পুরুষ, 'অমুষ্মাৎ'—ঐ আদিত্য হইতে, 'পরাঞ্চঃ'—উর্দ্ধগত যতলোক আছে তাহাদের নিয়ন্তা।

'দেবকামানাঞ্চ ঈশিতা'—দেবকামব্যক্তিদের অভীষ্টপ্রদাতা। 'অধিদৈবতং' দেবতা সূর্য্য তন্মণ্ডলমধ্যমর্ত্তী পুরুষকে অধিকার করিয়া এই উপাসনা বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, এ-জন্য ইহার নাম অধিদৈবত। 'অথ'—তাহার পর অধিদৈবত ধ্যানোক্তপুরুষের উপাসনার পর, অধ্যাত্মধ্যান বলিতেছেন—আত্মন্ শব্দের অর্থ দেহ, তাহাকে অধিকার করিয়া যে উপাসনা, তাহার নাম অধ্যাত্ম উপাসনা বাক্য।—

"য এষোঽন্তরক্ষিণি" ইত্যাদি এই যে অক্ষিমধ্যগত পুরুষ তিনি ঋগ্‌বেদ স্বরূপ। সৈষঋগিতি। উক্থ একটি উপদেশবাক্য বা স্তোত্রবিশেষ। তাহার

সহিত পঠিত সামন্ শব্দের অর্থ স্তোত্র। এই সকল উক্তিদ্বারা বুঝাইতেছে যে, তিনি সকল বেদেই গীয়মান। অতঃপর আদিত্য পুরুষে যে রূপাদি আছে, তাহা এই আনন্দময় পুরুষেও আছে, ইহা 'তস্যৈ তস্য' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দেখাইতেছেন। 'যে চামুষ্মাৎ অর্বাঞ্চোলোকাস্তেষাঞ্চেষ্টে'—ঐ পুরুষের অধোবর্ত্তী যত লোক আছে, তাহাদের তিনি নিয়ন্তা, 'মনুষ্যকামানাঞ্চ' এই অংশটিও ঐ বাক্যের অবশিষ্টাংশ উহনীয়। মনুষ্য-গণেরও যাহা কাম্য, তৎসমুদায়ের তিনি প্রদাতা—

অন্তরধিকরণম্

সূত্র—অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ—'অন্তঃ'—অন্তর্ব্বর্ত্তী—সূর্য্যমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী ও চক্ষুর্মধ্যবর্ত্তী পুরুষ পরমাত্মা, জীব নহে, হেতু?—'তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ'—এই প্রকরণে ঐ পুরুষের সেই সেই ধর্ম্ম—অপহতপাপ্মত্ব অর্থাৎ কর্ম্মবশ্যতার অভাব, নিত্য লোক-কামেশিতৃত্ব উল্লেখহেতু। এ-গুলি জীবে নাই, জীবের কর্ম্মাধীনত্ব ও ঈশ্বরের উপাসনালব্ধ লোকাভীষ্টদাতৃত্বশক্তি, সুতরাং জীব পরমাত্মা নহেন ॥ ২০ ॥

গোবিন্দভাষ্য—তয়োরন্তর্ব্বর্ত্তী পরমাত্মৈব ন জীবঃ। কুতঃ? তদিত্যাদেঃ। ইহ প্রকরণেঽপহতপাপ্মত্বাদীনাং তদ্ধর্ম্মাণাং নিগদাৎ। অপহতপাপ্মত্বমপহতকর্ম্মত্বং কর্ম্মবশ্যতাগন্ধরাহিত্যমিতি যাবৎ। ন চৈতৎ কর্ম্মবশ্যে জীবে সংভবেৎ। ন চৌৎপত্তিকং লোকাকা-মেশিতৃত্বাদি। নাপি ফলদাতৃত্বং তত্র মুখ্যম্। ন চোপাস্য-তায়াঃ পারবশ্যম্। যত্তু দেহসম্বন্ধাৎ জীবোঽসাবিত্যুক্তং তন্ন পুরুষসূক্তাদিষু "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইত্যাদিনা তস্যাত্মভূতদিব্যরূপশ্রবণাৎ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূর্য্যমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী ও চক্ষুর্মধ্যবর্ত্তী পুরুষ পরমাত্মা, জীব নহে; কারণ—'ন চৈতৎ কর্ম্মবশ্যে' ইত্যাদি—জীব কর্ম্মের অধীন,

তাহাতে এই অপহতপাপ্মত্ব সম্ভব নহে। লোকের কামনাপূরকত্বও দেবতাদের স্বাভাবিক নহে এবং ফলদানের অধিকারে মুখ্য কর্ত্তৃত্বও নাই। আবার পরমাত্মা যেমন সকল লোকের উপাস্য, জীব সেরূপ নহে; আর দেহসম্বন্ধ বশতঃ ঐ আনন্দময় পুরুষকে যে জীব বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে, যেহেতু শ্রুতি তাঁহাকে দিব্যরূপ অর্থাৎ অলৌকিক রূপসম্পন্ন বলিয়াছেন, যথা—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্। আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" আমি জানি ইনি মহান্ পুরুষোত্তম, সূর্য্যের মত জ্যোতির্ম্ময় এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত। কিন্তু জীব মহান্ নহে, জ্যোতির্ম্ময় নহে ও অবিদ্যার অবিষয়ীভূত নহে। এইরূপ পুরুষসূক্তেও কথিত আছে—"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্,। উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি"॥ সেই পরমাত্মা এই ভূত-ভবিষ্যদ্-বর্ত্তমান সমগ্র বিশ্বস্বরূপ। তিনি অমৃতত্বের নিয়ন্তা, যে অমৃতত্ব অন্নের দ্বারা বর্দ্ধমান (জড়, অনিত্য) সত্তার অতীত। অতএব সেই পুরুষ জীব হইতে পারে না। এই সকল শ্রুতিদ্বারা সেই পরম আত্মার দিব্যরূপ অবগত হওয়া যাইতেছে॥ ২০॥

সূক্ষ্মা টীকা—অন্তস্তদ্ধর্ম্মেতি। পাপ্মশব্দেন কর্ম্মগ্রাহ্যমিতি ব্যাচষ্টে। অপহতেত্যাদিনা। ন চেতি। তৎকর্ম্মবশ্যতা গন্ধরাহিত্যলক্ষণমপহতপাপ্মত্বম্। ন চৌৎপত্তিকমিতি। দেবানাং যল্লোককামেশিতৃত্বং তন্ন স্বাভাবিকং কিন্ত্বীশোপাসনলব্ধয়া তচ্ছক্ত্যোপজায়ত ইত্যর্থঃ। স্ফুটমন্যৎ॥ ২০॥

টীকানুবাদ—অতঃপর 'অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ' এই সূত্রোক্ত পদগুলির তাৎপর্য্য বর্ণনা করিতেছেন—'অপহতপাপ্মা' ইহার অন্তর্গত 'পাপ্মন্' শব্দের অর্থ—কর্ম্ম বোদ্ধব্য, ইহা ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিতেছেন—'ন চেতি' অপহতপাপ্মত্ব—ইহার তাৎপর্য্য—কর্ম্মবশ্যতালেশমাত্রও তাঁহাতে নাই। 'ন চৌৎপত্তিকমিতি'—ঔৎপত্তিক শব্দের অর্থ জন্য, দেবতাদের যে লোক-কামদের কামনাদাতৃত্ব আছে, তাহা স্বাভাবিক নহে, কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনা-দ্বারা লব্ধশক্তি বলে জন্মিয়া থাকে। অন্য ভাষ্যের অর্থ সুগম॥ ২০॥

সিদ্ধান্তকণা—আদিত্য-মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হিরণ্ময় অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় বা চৈতন্যময় পুরুষ, যাঁহার কেশ, শ্মশ্রুও হিরণ্ময়, যাঁহার আনখ পর্য্যন্ত সুবর্ণময় এবং যাঁহার অক্ষিদ্বয় পুণ্ডরীক সদৃশ, তিনিই ঋক্, তিনিই সাম,

তিনিই যজুঃ, তিনিই ব্রহ্ম। যিনি এইরূপে সুবর্ণ ও হিরণ্য (দুইটিই কাঞ্চনবাচক) শব্দে লক্ষিত, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গই স্পৃহণীয়। 'কপ্যাস'—শব্দের দ্বারা পুণ্ডরীক নয়নবিশিষ্ট। শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তাঁহার টীকায় 'কপ্যাস' শব্দ নানাপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা তথায় দ্রষ্টব্য। এই সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী পুরুষ ঊর্দ্ধ ও অধোলোকের নিয়ন্তা, সকলের অভীষ্টফলপ্রদাতা। ইনিই অধিদৈবত। পুনরায় অক্ষি-মধ্যগত পুরুষও ঋগ্‌বেদস্বরূপ। আদিত্যপুরুষের যেরূপ রূপ, কান্তি বা আকৃতি, তাহা এই আনন্দময় পুরুষেও আছে। এ-স্থলে সংশয় এই যে,—সূর্য্য মণ্ডলে এবং অক্ষি-মণ্ডলে যে পুরুষের উল্লেখ, তিনি কি কোন পুণ্য ও জ্ঞানাতিশয় বশতঃ উৎকর্ষ-প্রাপ্ত জীব? না, তদ্ভিন্ন পরমাত্মা? ইহাতে যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বলেন যে, যখন দেহধারিত্ব প্রতীতি হয়, তখন কোন পুণ্যবান্ জীব পুণ্যাতিশয়বশতঃ জ্ঞান ও শক্তির আধিক্যে লোককামেশিতৃত্ব ও ফলদাতৃত্ব হেতু উপাস্য; এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের নিরসনের জন্য সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, না, তাহা হইবে না অর্থাৎ ঐ অন্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ জীব নহে—পরমাত্মাই। কারণ ঐ পুরুষের যে যে ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা জীবে সম্ভব নহে। যদি বলা যায়, সেই ধর্ম্মগুলি কি? তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অপহতপাপ্মত্ব—অপহতকর্ম্মত্ব অর্থ কর্ম্মবশ্যতার গন্ধ-রাহিত্যই ব্রহ্মের ধর্ম্ম, উহা জীবে সম্ভব নহে। পুরুষ-সূক্তাদিতেও তিনি এক, আদিত্যবৎ, জ্যোতির্ম্ময়, অপ্রাকৃত দিব্যদেহধারী পুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এ-স্থলে ব্রহ্মের দেহের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং তিনি সবিশেষ।

নচিকেতাও শ্রীভগবানকে এইরূপে দর্শন করিয়াছিলেন,—

> "প্রসন্নমূর্ত্তিং স্পৃহণীয়কান্তিং
> অন্তর্দদর্শাথ স নাচিকেতাঃ।"

আরও পাওয়া যায়,—

> "হরিং হৃৎপদ্মমধ্যস্থং বন্দেঽরবিন্দলোচনম্।
> স্পৃহণীয়তমং দেবং কান্তরূপগুণৈস্তথা॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"ইত্থং ধৃতভগবদ্ ব্রত···সূর্য্যর্চ্চা ভগবন্তং হিরণ্ময়ং পুরুষমুজ্জিহানে সূর্য্য-মণ্ডলেঽভ্যুপতিষ্ঠন্নেতদুহোবাচ" (ভাঃ ৫।৭।১৩)।

বৃহৎ কূর্ম্মপুরাণেও পাই,—

"আদিত্যেঽক্ষিণি যো দেবঃ সর্ব্বকামস্য সম্ভবঃ।
তং বিভুং জগতাং বন্দে হরিরূপিণমীশ্বরম্॥"

অর্থাৎ আদিত্য-মণ্ডলে ও অক্ষিমণ্ডলে সর্ব্বকাম-প্রদাতা যে দেবতা বিরাজমান, তিনি সমুদায় জগতের নিয়ন্তা। সেই হরিরূপী ঈশ্বরকে বন্দনা করি॥ ২০॥

সূত্র—ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ—'ভেদব্যপদেশাৎ চ অন্যঃ', আদিত্যাদিদেহাভিমানী জীব হইতে অন্তর্য্যামী পরমাত্মার ভিন্নরূপে নির্দ্দেশ হেতুও 'অন্যঃ'—জীব হইতে পরমাত্মা ভিন্ন॥ ২১॥

গোবিন্দভাষ্য—আদিত্যাদিদেহাভিমানিনো জীবাদন্যোঽন্তর্য্যামী পরমাত্মেত্যবশ্যমঙ্গীকার্য্যম্—"য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃত" ইতি বৃহদারণ্যকে তস্মাদ্ভেদনিরূপণাৎ স এবেহ ভবিতুমর্হতি শ্রুতিসামান্যাৎ॥ ২১॥

ভাষ্যানুবাদ—যদি বল, আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী জীবই আনন্দময় পুরুষ-শব্দের বাচ্য, তাহাও নহে, 'আদিত্যাভিমানীতি'—আদিত্যাদি দেহাভিমানী জীব হইতে অন্তর্য্যামীপরমাত্মা স্বতন্ত্র, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। যেহেতু বৃহদারণ্যকোপনিষদে কথিত আছে যে—"য আদিত্যে তিষ্ঠন্···অন্তর্য্যাম্যমৃত" যিনি সূর্য্য-মধ্যে থাকিয়াও আদিত্য হইতে অন্তর অর্থাৎ আদিত্যের সহিত সংসৃষ্ট

নহেন, আদিত্য যাঁহাকে অবগত নহেন, আদিত্য যাঁহার শরীর, যিনি আদিত্যের অন্তর্য্যামী হইয়া তাঁহাকে উদয়াস্তাদি কার্য্যে নিয়ত করিতেছেন, ইনিই তোমার অন্তর্য্যামী আত্মা অমৃতস্বরূপ। অতএব আদিত্যাভিমানী জীব হইতে তাঁহার ভেদনিরূপণ হেতু তিনিই আনন্দময় পুরুষ হইবার যোগ্য, এক শ্রুতি যেমন আদিত্যাভিমানী আত্মাকে পরমাত্মা বলিয়াছে, সেইরূপ অন্য শ্রুতিও তাহা হইতে ভিন্ন বলিতেছে অতএব শ্রুতির তুল্যতা হেতু পূর্ব্ব শ্রুতিতে সূর্য্য দেহাভিমানী জীব নহে উহার অন্তর্য্যামীই আনন্দময় পরম পুরুষ॥ ২১॥

সূক্ষ্মা টীকা—নন্বাদিত্যমণ্ডলস্থো জীবঃ সোঽস্থিতি চেত্তত্রাহ। ভেদেতি। য ইতি। তেঽন্তর্য্যামীত্যন্বয়ঃ। এবঞ্চাত্মশব্দেনাভেদো ন শক্যঃ। তথা সতি ষষ্ঠ্যর্থস্যোপচারিকতাপত্তিঃ। অমৃত ইতি নিত্যান্তর্য্যামিত্বমুচ্যতে। আত্মেতি বিভুর্বিজ্ঞানানন্দ ইত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ। "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ" ইতি॥ ২১॥

টীকানুবাদ—'নন্বিতি'—প্রশ্ন হইতেছে, আদিত্যমণ্ডলস্থজীবই সেই আনন্দময় শব্দের বাচ্য হউক, ইহা যদি বল, তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন—'ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ' ভিন্নরূপে নিরূপণকরায় ঐ জীব হইতে পরমাত্মা ভিন্ন। শ্রুতি প্রমাণ দেখাইতেছেন—'য' ইত্যাদি। যদ্ শব্দের সহিত তদ্ শব্দের নিত্য সম্বন্ধ এই নিয়মে 'তে' শব্দে সেই আত্মা অন্তর্য্যামী ইহার সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। এই হইলে আর আত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ মনে করা যায় না, তাহা হইলে 'তে' পদের দ্বারা বোধিত তোমার আত্মা ইহা বুঝাইত না, যেহেতু ষষ্ঠী বিভক্তি ভেদস্থলেই হয়, তথায় অভেদ অর্থ ধরিলেই লক্ষণার আপত্তি ঘটে। অমৃত ইতি শ্রুত্যুক্ত অমৃত-শব্দের অর্থ 'নিত্য অন্তর্য্যামী' ইহাই বলা হইতেছে। 'আত্মেতি'—শ্রুত্যুক্ত আত্মন্ শব্দের অর্থ যিনি বিভু বিশ্বব্যাপক বিজ্ঞানানন্দ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ—শ্রুতির মত স্মৃতিও বলিতেছেন—'ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী' ইত্যাদি যিনি সূর্য্য-মণ্ডলের অভ্যন্তরবর্ত্তী, পদ্মাসনে—ব্রহ্মাণ্ডপদ্মাসনে, উপবিষ্ট, কেয়ূরকুণ্ডল-ধারী, কিরীট-ভূষিত, মনোহর হিরণ্ময়মূর্ত্তি অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়, শঙ্খচক্রহস্ত সেই নারায়ণকে সর্ব্বদা ধ্যান করিবে॥ ২১॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্ব সূত্রে বর্ণিত আদিত্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী পুরুষ যে জীব নহে, ইহা বর্ত্তমান সূত্রে আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন। যদি কেহ **'আত্মন্'** শব্দের দ্বারা অভেদের আশঙ্কা করেন, তাহা এই সূত্রে নিরস্ত হইয়াছে। অতএব পরমাত্মা সূর্য্যাভিমানী দেবতা হইতে ভিন্ন। এ-বিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলেন,—যিনি সূর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও আদিত্য হইতে অন্তর অর্থাৎ আদিত্যের সহিত সংলিপ্ত বা সংস্পৃষ্ট নহেন। আদিত্য যাঁহাকে জানেন না, আদিত্য যাঁহার শরীর, যিনি আদিত্যের অন্তর্য্যামী হইয়া তাঁহার নিয়ন্তা, ইনিই তোমার অন্তর্য্যামী আত্মা, অমৃত-স্বরূপ। স্মৃতিতেও বর্ণিত আছে, যিনি সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে পদ্মাসনে উপবিষ্ট আছেন, হিরণ্ময়, কেয়ুর-কিরীটাদি-মণ্ডিত, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী নারায়ণ তাঁহাকে ধ্যান করিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ" (১১।১৬।১৩)

শ্রীগীতাতেও পাওয়া যায়,—

"আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ।" (১০।২১)

এই শ্লোকে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—"আদিত্যানাং দ্বাদশানাং মধ্যে বিষ্ণুরহমিতি—তন্নাম্না সূর্য্যো মদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ" ॥ ২১ ॥

অবতরণিকা ভাষ্য—তথৈব ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে। "অস্য লোকস্য কা গতিরিতি আকাশ ইতি হোবাচ। সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে। আকাশং প্রত্যস্তং যান্ত্যাকাশঃ পরায়ণমিতি।" ইহ সন্দিহ্যতে। আকাশশব্দবোধ্যং বিয়দ্ব্রহ্ম বেতি। তত্রাকাশশব্দস্য বিয়তি রূঢ়ত্বাদাকাশাদ্বায়ুরিতি তস্যাপি ভূতহেতুত্বশ্রবণাচ্চ বিয়দিতি প্রাপ্তৌ—

অবতরণিকা ভাষ্যানুবাদ—'তথৈবেতি' বৃহদারণ্যকের মত ছান্দোগ্যোপনিষদেও শ্রুত হইতেছে 'অস্য লোকস্য কা গতিরিতি আকাশ ইতি হোবাচ ...পরায়ণমিতি' শালাবত নামক ঋষি রাজা জৈবলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

এই বিশ্বজগতের আধার কি? রাজা উত্তর করিলেন,—আকাশ, যেহেতু এই সমস্ত পৃথিব্যাদি মহাভূত আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং আকাশেই লয় প্রাপ্ত হয়, আকাশই পরম আশ্রয়। এক্ষণে এই শ্রুতি-বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে, আকাশ-শব্দবাচ্য বিয়ৎ অর্থাৎ ভূতাকাশ, না ব্রহ্ম? যুক্তি এই—আকাশ শব্দের প্রসিদ্ধি বিয়দাকাশে এবং 'আকাশাদ্বায়ুর্বায়োস্তেজঃ' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে বায়ু প্রভৃতির উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে। অতএব বিয়ৎই অর্থাৎ ভূতাকাশই সমস্ত ভূতের উৎপত্তির কারণ ধরিব, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকা—পূর্ব্বমপহতপাপ্মত্বাদিনা ব্রহ্মলিঙ্গেন হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিকমন্যথা নীতম্। ইহ লিঙ্গাদাকাশশব্দশ্রুতিরন্যথা নেতুং ন শক্যা লিঙ্গাপেক্ষয়া শ্রুতেঃ প্রাবল্যাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যারভ্যতে। অস্য লোকস্যেত্যস্যার্থঃ। শালাবতাহভিধান ঋষির্জৈবলিং নৃপং পৃচ্ছতি। অস্যেতি। নিখিলপ্রপঞ্চাধারঃ ক ইতি প্রশ্নার্থঃ। জৈবলিরাহ। আকাশ ইতি। কথং তদাধারস্তত্রাহ। সর্ব্বাণীতি। ভূতাকাশব্যাবৃত্তয়ে হেত্বন্তরং। আকাশং প্রতীতি। তত্রৈব হেত্বন্তরং। আকাশঃ পরায়ণমিতি। অয়মাকাশঃ পরমাত্মৈবেতি সিদ্ধান্তার্থঃ। ইহেত্যাদিগ্রন্থঃ স্ফুটার্থঃ।—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের লক্ষণ দ্বারা হিরণ্যশ্মশ্রুত্ব প্রভৃতি লক্ষণ অন্যপ্রকারে তোমরা ব্রহ্মে সঙ্গত করিয়াছ কিন্তু এই সূত্রে লিঙ্গ হইতে আকাশ শব্দের ব্যাখ্যা পরমাত্মায় করিতে পার না, যেহেতু লিঙ্গ অপেক্ষা সাক্ষাৎ শ্রুতি প্রবল। এইরূপে প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি ধরিয়া পরবর্ত্তী সূত্রের আরম্ভ করিতেছেন। 'অস্য লোকস্য' ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ এই—এক সময় শালাবত নামক ঋষি জৈবলি নৃপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পরিদৃশ্যমান জগতের গতি অর্থাৎ আধার কি? অর্থাৎ জগৎ কাহার উপর স্থিতিলাভ করিতেছে? ইহাই প্রশ্নের সারকথা। তদুত্তরে জৈবলি বলিলেন, 'আকাশ' ইতি হোবাচ অর্থাৎ আকাশ তাহার আধার। কিরূপে আকাশ তাহার আধার হইল? উত্তরে বলিলেন 'সর্ব্বাণি হ বা ইমানি' ইত্যাদি। যেহেতু এই পৃথিব্যাদি সমস্ত মহাভূত আকাশ হইতে উৎপন্ন হইতেছে। আপত্তি এই, মহাভূত তো বিয়দাকাশ হইতে উৎপন্ন হইতেছে,

এই আশঙ্কায় বিয়দাকাশকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য শ্রুতি আর একটি হেতু নির্দ্দেশ করিলেন, 'আকাশং প্রত্যস্তং যান্তি'—যেহেতু সেই আকাশেই সমস্তভূত অস্তগমন করে অর্থাৎ লীন হয়। তাহার প্রমাণ কি? উত্তরে বলিলেন—'আকাশঃ পরায়ণম্' আকাশই শেষগতি—পরম আশ্রয়; অর্থাৎ এই শ্রুত্যুক্ত আকাশ-শব্দের অর্থ পরমাত্মা—ইহাই সিদ্ধান্ত। 'ইহ সন্দিহ্যতে' ইত্যাদি ভাষ্যগ্রন্থের অর্থ স্পষ্ট। এ-জন্য আর ব্যাখ্যাত হইল না।—

আকাশাধিকরণম্

সূত্র—আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ—'আকাশঃ' আকাশ-শব্দে এখানে ব্রহ্মই, বিয়ৎ অর্থাৎ ভূতাকাশ নহে, কারণ—'তল্লিঙ্গাৎ' অর্থাৎ সর্ব্বভূতের উপাদানত্ব লক্ষণ হেতু ॥ ২২ ॥

গোবিন্দভাষ্য—ব্রহ্মৈব স ন বিয়ৎ। কুতঃ? তল্লিঙ্গাৎ। সর্ব্বভূতোৎপাদনত্বাদিলক্ষণব্রহ্মলিঙ্গাদিত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। সর্ব্বাণীত্যসঙ্কুচিতসর্ব্বশব্দাদ্বিয়ৎসহিতসর্ব্বভূতোৎপত্তিহেতুত্বমবগতম্। ন চ তদ্বিয়ৎপক্ষে সংভবেৎ স্বস্য স্বহেতুত্বাভাবাৎ। আকাশাদেবেত্যেবকারেণ হেত্বন্তরঞ্চ নিরস্তম্। এতদপি ন তৎপক্ষে। মৃদাদের্ঘটাদিহেতোর্দৃষ্টত্বাৎ। ব্রহ্মপক্ষে তু সঙ্গতিমৎ তস্যৈব সর্ব্বশক্তিমতঃ সর্ব্বরূপত্বাৎ। যদ্যপ্যাকাশশব্দস্তত্ররূঢ়স্তথাপি শ্রৌতরূঢ়িতো ব্রহ্মণি প্রযুজ্যতে বলিষ্ঠত্বাদিতি ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আকাশ শব্দে এখানে ব্রহ্মই, বিয়দাকাশ বা ভূতাকাশ নহে, কারণ? "তল্লিঙ্গাৎ"—সেই ব্রহ্মের লক্ষণ অর্থাৎ সমস্ত পঞ্চমহাভূতের উপাদান-কারণত্ব বিয়দাকাশে নাই। অতএব ভূতাকাশ আনন্দময় ব্রহ্মের স্বরূপ নহে। কথাটি এই—'সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে' ইত্যাদি শ্রুতিতে সাধারণ ভাবে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এই পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি আকাশ হইতে বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বশব্দের অর্থ আকাশ বাদ দিয়া

চারিটি মহাভূতের উৎপত্তি এরূপ কল্পনা করা যায় না। যদি বিয়দাকাশকে আকাশ শব্দের অর্থ ধর, তবে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি-কথন সঙ্গত হয় না, কেননা নিজে নিজের উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না, অতএব ঐ আকাশ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর। আর এক কথা, শ্রুতিতে 'আকাশাদেব' এই 'এব' শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় জগতের উৎপত্তির কারণ যে পরমাত্মা ভিন্ন আর কেহ নাই, তাহাও অবগত হওয়া যাইতেছে। এইটিও বিয়ৎপক্ষে সঙ্গত হয় না, কোন্‌টি? বিয়দাকাশ হইতে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি, যদি তাহা হয়, তবে মৃত্তিকা হইতে ঘটের উৎপত্তি দেখা যায় কেন? ব্রহ্মপক্ষে কিন্তু তাহা অসম্ভব নহে, যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্, মৃত্তিকা প্রভৃতি সমস্ত স্বরূপ। যদিও আকাশ শব্দের বিয়দাকাশ অর্থে প্রসিদ্ধি, তাহা হইলেও, বেদে আকাশ শব্দের ব্রহ্মে রূঢ়ি সেইটিও গ্রহণীয়। লৌকিকরূঢ়ি হইতে বৈদিকরূঢ়ির প্রাবল্য ॥ ২২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অত্র সর্ব্বজগদুৎপত্তিপ্রলয়পালনহেতুত্বসর্ব্বজ্যায়স্ত্বানন্তত্বাদীনি ব্রহ্মলিঙ্গানি প্রতীয়ন্তে। তেষাং বহূনামনবকাশলিঙ্গানামনুগ্রহায়ৈকস্যা আকাশশ্রুতের্বাধো যুক্তঃ। ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে ইতি ন্যায়াৎ। ইদমত্র বোধ্যম্। শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পরদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাদিতিজৈমিনেঃ সূত্রম্। তত্র নিরপেক্ষরবশ্রুতিঃ। **শ্রুতিসামর্থ্যং লিঙ্গং** সংহত্যার্থং ধ্রুবপদবৃন্দং বাক্যং কথমিত্যাকাঙ্ক্ষাপ্রকরণম্। সমানদোষাণামুদাহরণান্যাকরগ্রন্থাদ্বীক্ষণীয়ানি ॥ ২২ ॥

টীকানুবাদ—এই শ্রুতি হইতে ব্রহ্মের লক্ষণ কয়টি প্রতীত হইতেছে—যথা সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তি, লয় ও পালনের তিনি হেতু, সকলের যিনি শ্রেষ্ঠ, অনন্ত—নাশহীন ইত্যাদি লক্ষণগুলি বিয়দাকাশে নাই; অতএব এই সকল লক্ষণের সামঞ্জস্য রক্ষণের জন্য এই একটি আকাশ শ্রুতির বাধই হওয়া উচিত। যেমন লৌকিক ন্যায়ে পাওয়া যায়, বংশ রক্ষা করিবার জন্য একটি বংশজাত অপাত্রকে ত্যাগ করিবে, সেইরূপ এখানেও ধর্ত্তব্য। কিন্তু এখানে ইহা ভাবিবার আছে, মীমাংসা দর্শনে জৈমিনি মুনি শ্রুতি সম্বন্ধে ছয়টি প্রমাণ দেখাইয়াছেন, যথা—শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা, ইহাদের যেখানে অনেকগুলি প্রমাণের সমবায় ঘটিবে তথায় পরপর প্রমাণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব

প্রমাণ হইতে দুর্ব্বল মনে করিতে হইবে, যেহেতু সাক্ষাৎ অর্থ হইতে অনুমেয় অর্থ দুর্ব্বল। যেমন শ্রুতি বলিতেছে এককার্য্য, লিঙ্গ বা শব্দ সামর্থ্য বলিতেছে অন্য কার্য্য; তথায় কর্ত্তব্য সন্দেহে শ্রুতি যাহা বলিতেছে তাহাই গ্রহণীয়, যেহেতু 'নিরপেক্ষরবঃ শ্রুতিঃ' যাহা অন্যকে (প্রকৃতি-প্রত্যয়াদিকে) অপেক্ষা করে না তাহার নাম শ্রুতি, লিঙ্গ তাহা নহে, উহা শব্দ সামর্থ্য; প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে যে অর্থ প্রতীত হয়, তাহা লিঙ্গার্থ; অতএব শ্রৌত অর্থ হইতে লিঙ্গার্থ দুর্ব্বল। লিঙ্গ শ্রুতির সামর্থ্য। পরস্পর মিলিত হইয়া যে পদ সমূহ একটি বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, তাহার নাম বাক্য। কিভাবে কার্য্য করিবে এই আকাঙ্ক্ষার নাম প্রকরণ। কথিত আছে—"শ্রুতির্দ্বিতীয়া ক্ষমতাচ লিঙ্গং, বাক্যং পদান্যেবতু সংহতানি। সা প্রক্রিয়া যা কথমিত্যপেক্ষা, স্থানংক্রমোযোগবলং সমাখ্যা" একত্র সমান দোষ উপস্থিত হইলে তাহাদের উদাহরণ মূল মীমাংসাগ্রন্থে দ্রষ্টব্য॥ ২২॥

সিদ্ধান্তকণা—ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বর্ণিত আছে যে, আকাশই সকলের আশ্রয়, সমস্ত ভূতগণ আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয় ইত্যাদি। এ-স্থলে সংশয় এই যে, এই আকাশ—ভূতাকাশ, না ব্রহ্ম? এই সংশয়ের নিরাকরণের জন্য বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, এই শ্রুত্যুক্ত আকাশ ভূতাকাশ হইতে পারে না; কারণ সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতেই সম্ভব, ভূতাকাশ হইতে নহে। কয়েকটি কারণে ইহা অসঙ্গত হইতেছে, প্রথমতঃ ভূতাকাশ হইতে সকল ভূতের উৎপত্তি বলিলে ভূতাকাশের উৎপত্তির হেতু ভূতাকাশই হইয়া পড়ে, তাহা সঙ্গত নহে, দ্বিতীয়তঃ একটি বাদ দিয়া চারিটিভূতের উৎপত্তি ধরিলে, সকল ভূতের উৎপত্তি হয় না কিন্তু ব্রহ্ম হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি সঙ্গত। তৃতীয়তঃ শ্রুতিতে আকাশকে 'জ্যায়ঃ' ও 'পরায়ণম্' এবং 'অনন্ত' ইত্যাদি শব্দে বর্ণন করিয়াছেন, সুতরাং উহা ব্রহ্মেই প্রযুক্ত হইতে পারে, ভূতাকাশে নহে।

শ্রীমদ্ রামানুজও বলেন,—"আকাশতে আকাশয়তি চ ইতি আকাশঃ" অর্থাৎ যিনি স্বয়ং সম্যক্ প্রকাশ পান অথবা অন্যকে প্রকাশ করেন, তিনিই আকাশ অর্থাৎ ব্রহ্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"এতাবদুক্ত্বোপররাম তন্মহদ্ ভূতং নভোলিঙ্গমলিঙ্গমীশ্বরম্"
(ভাঃ ১।৬।২৬)

শ্রীঅক্রূরের স্তবেও পাওয়া যায়,—

"ভূস্তোয়মগ্নিঃ পবনঃ খমাদি-
র্মহানজাদির্মন ইন্দ্রিয়াণি।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থা বিবুধাশ্চ সর্ব্বে
যে হেতবস্তে জগতোঽঙ্গভূতাঃ॥ (ভাঃ ১০।৪০।২)

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের সর্ব্বসম্বাদিনীতেও সূত্রার্থ এইরূপ পাওয়া যায়,—

"আ সমন্তাৎ কাশ ইত্যাকাশঃ পরমাত্মৈব, ন প্রসিদ্ধাকাশঃ, কুতঃ তস্য পরমাত্মনোঽখিলকারণত্বাদিতি লিঙ্গাৎ"॥ ২২॥

অবতরণিকা ভাষ্য—"কতমা সা দেবতেতি। প্রাণ ইতি হোবাচ। সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে" ইতি তত্রৈব শ্রূয়তে। তত্র প্রাণো মুখান্তর্ব্বর্ত্তী বায়ুরুত সর্ব্বেশ্বর ইতি সন্দেহে। রূঢ়ত্বাদ্‌ভূতাভ্যুদয়াভিসংবেশয়োঃ প্রাণহেতুকত্বপ্রসিদ্ধেশ্চ বায়ুরেবেতি প্রাপ্তৌ—

অবতরণিকা ভাষ্যানুবাদ—মহর্ষি চাক্রায়ণ প্রস্তোতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওহে প্রস্তোতঃ! যে দেবতা সামগানের ভজনে ধ্যানের জন্য অনুস্যূত আছেন, তাঁহাকে যদি না জানিয়াই স্তুতি কর তবে তোমার মস্তক পতিত হইবে। প্রস্তোতা এই শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সে দেবতা কে? চাক্রায়ণ বলিলেন, প্রাণ সেই দেবতা, সেই প্রাণ মুখস্থিত বায়ু নহে, যিনি সকল ভূতের উৎপত্তির কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'সর্ব্বাণি হ বা' ইত্যাদি যেহেতু এই দৃশ্যমান সমস্ত ভূত প্রপঞ্চ প্রাণকেই উৎপাদকরূপে আশ্রয় করিয়া আছে এবং প্রাণেই লয় পাইয়া থাকে। এই প্রাণ সম্বন্ধে সংশয় হইতেছে, এ কোন্ প্রাণ? মুখান্তর্ব্বর্ত্তী বায়ু অথবা সর্ব্বেশ্বর? পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন, প্রাণশব্দ মুখবায়ু অর্থেই যখন প্রসিদ্ধ, তখন এই শ্রুত্যুক্ত প্রাণ শব্দের

অর্থও মুখবায়ু, শুধু ইহাই নহে, ভূতগণের উৎপত্তি ও লয় যেহেতু প্রাণকে আশ্রয় করিয়া হয়, তখন প্রাণ শব্দের অর্থ মুখবায়ু। এই পূর্ব্বপক্ষীর মত নিরাসার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকা—পূর্ব্বত্র ব্রহ্মৈকান্তলিঙ্গবাহুল্যাদাকাশশ্রুতেরেকস্যা বাধো যুক্তঃ। ইহ তু ভূতোৎপত্তিপ্রলয়লিঙ্গস্য প্রাণেঽপি সংভবেঽনৈকান্তলিঙ্গানন্তলিঙ্গসহচরাভাবাৎ প্রাণশ্রুতের্ব্বাধো ন যুক্তঃ কর্ত্তুমিতি। প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ। কতমেতি। অতিদেশত্বান্নাত্র পৃথক্‌সঙ্গত্যপেক্ষেত্যেকে। তত্রৈবাকাশবাক্যানন্তরং শ্রূয়তে। উদ্গীথে প্রস্তোতুর্যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি। কতমা সা দেবতেত্যাদি। অস্যার্থঃ। উদ্গীথাধিকারে প্রস্তাবধ্যানমিতি বক্তুমুদ্গীথ ইত্যুক্তম্। চাক্রায়ণো নামর্ষির্ধনার্থং রাজ্ঞো যাগং গত্বা নিজজ্ঞানবৈভবং প্রকটয়ন্ প্রস্তোতারমুবাচ হে প্রস্তোতঃ যা দেবতা প্রস্তাবং সামভক্তিবিশেষমন্বায়ত্তানুগতা ধ্যানার্থং তামবিদ্বানজানন্ ত্বং চেৎ প্রস্তোষ্যসি, তর্হি তব মূর্দ্ধা বিপতিষ্যতীতি শ্রুত্বা ভীতঃ সন্ প্রস্তোতা চাক্রায়ণং পপ্রচ্ছ। কতমা সেতি। তস্য প্রতিবচনং প্রাণ ইতি। মুখ্যপ্রাণবায়ুব্যাবৃত্তয়ে সর্ব্বাণীতি। অভিসংবিশন্তি প্রলয়কালে লীনানি ভবন্তীত্যর্থঃ।—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে আকাশ শব্দের অর্থ ব্রহ্মকে বলা হইয়াছে, যেহেতু আকাশ ও অন্যান্য সমস্ত ভূতের উপাদান কারণ আকাশ হয় না, ব্রহ্মই তাহার অব্যভিচরিত কারণ, এইরূপ অন্যান্য লক্ষণও ব্রহ্মেই অব্যভিচরিত, অতএব এক আকাশ শ্রুতির বাধ যুক্তিযুক্ত, কিন্তু প্রাণবায়ুতে সর্ব্বোৎপত্তি ও প্রলয়হেতুত্ব অব্যভিচরিত এবং অনন্তলিঙ্গেরও সাহচর্য্যাভাব, তবে প্রাণশ্রুতির বাধকরা যুক্তিযুক্ত নহে, এই প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি অনুসারে ভাষ্যকার বলিতেছেন, 'কতমা সা' ইত্যাদি গ্রন্থ। কেহ কেহ বলেন—'অতএব প্রাণঃ' ইহা অতিদেশ শ্রুতি অর্থাৎ আকাশ শ্রুতির নিরাসের মত প্রাণ শ্রুতিরও নিরাস, অতএব ইহাতে আর পৃথগ্‌ভাবে সঙ্গতি দেখাইবার প্রয়োজন নাই। ছান্দোগ্যোপনিষদে ঐ আকাশশ্রুতি দেখাইবার পর এই প্রাণশ্রুতি। উদ্গীথ ইত্যাদি উদ্গীথে অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে সামগান কার্য্যে চাক্রায়ণ প্রস্তোতা (স্তবকারী) কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—ওহে

প্রস্তোতঃ! তোমার এই প্রস্তাবে (প্রকৃষ্ট স্তুতিতে) যে দেবতা অনুগত আছেন, তুমি যদি তাঁহার স্বরূপ না জানিয়া স্তব কর, তবে তোমার মস্তক পড়িবে অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এই শ্রুতির অর্থ এইরূপ—উদ্গীথ প্রকরণে প্রস্তাবের ধ্যান বলিবার জন্য 'উদ্গীথ' এই কথা বলা হইয়াছে। চাক্রায়ণ নামক একঋষি ধন কামনায় রাজার যজ্ঞে গিয়া নিজের জ্ঞানমহিমা প্রকটনের নিমিত্ত প্রস্তোতাকে বলিলেন, 'হে প্রস্তোতঃ! ধ্যানের জন্য অর্থাৎ ধ্যেয়রূপে যে দেবতা তোমার এই প্রস্তাবে অর্থাৎ সামভক্তি বিশেষের বিষয় হইয়া আছেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি প্রস্তাব কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক পতিত হইবে' এই কথা শুনিয়া ভীত হইয়া প্রস্তোতা চাক্রায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কতমা সা ইতি' সে দেবতাটি কে? তাহার প্রত্যুত্তর হইল 'প্রাণ ইতি' সে দেবতা প্রাণ। প্রাণ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ মুখান্তর্ব্বর্ত্তীবায়ু তাহাকে বাদ দিবার জন্য শ্রুতি বলিলেন—'সর্ব্বাণি'—সমস্ত যাহা হইতে উৎপন্ন, 'অভিবিশন্তি'—প্রলয়কালে প্রাণে লীন হয়।—

প্রাণাধিকরণম্

সূত্র—অতএব প্রাণঃ ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ—'অতএব'—এইজন্যই অর্থাৎ তুমি যে কারণে মুখ-বায়ুকে প্রাণ বলিতেছে, সেই কারণেই—সকল ভূতের উৎপত্তি ও লয়ের হেতু বলিয়াই, 'প্রাণঃ'—এই প্রাণ সর্ব্বেশ্বরই, বায়ু বিকার নহে ॥ ২৩ ॥

গোবিন্দভাষ্য—প্রাণোঽয়ং সর্ব্বেশ্বর এব ন বায়ুবিকারঃ। কুতঃ? অতএব সর্ব্বভূতোৎপত্তিপ্রলয়হেতুত্বরূপাদ্ব্রহ্মলিঙ্গাদেব ॥২৩॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রস্তোতা জিজ্ঞাসা করিলেন, স্তুতির উপাস্য দেবতাটি কে? চাক্রায়ণ বলিলেন, প্রাণই সেই উপাস্য দেবতা, যেহেতু শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে 'সর্ব্বাণি' ইত্যাদি এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত বস্তুই প্রাণকেই আশ্রয় করিয়া উদিত হয় এবং প্রাণেই লীন হয়। এই শ্রুতিলভ্য প্রাণ সম্বন্ধে সংশয়

হইতেছে, 'তত্র প্রাণোমুখান্তর্ব্বর্ত্তী' ইত্যাদি জীবের মুখের মধ্যে যে বায়ু আছে, উহাই কি প্রাণ শব্দের অর্থ? অথবা সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা? পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন, রূঢ়ত্বাৎ—প্রাণ শব্দ মুখান্তর্ব্বর্ত্তী বায়ু অর্থেই প্রসিদ্ধ এবং সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ ইহাও সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ অতএব বায়ুই প্রাণ শব্দের অর্থ, সর্ব্বেশ্বর নহে, এই পূর্ব্বপক্ষীয় মতের নিরাসার্থ সূত্রকার বলিলেন— 'অতএব প্রাণঃ' এই প্রাণ সর্ব্বেশ্বরই, বায়ু বিকার নহে। কি কারণে? উত্তর— অতএব, যেহেতু সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ, ইহা ব্রহ্মেরই লক্ষণ, মুখ-বায়ুর নহে ॥ ২৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সর্ব্বভূতপ্রলয়োৎপত্তিরূপেণানবকাশলিঙ্গেন প্রাণশ্রুতির্বাধ্যেতি ন কিঞ্চিচ্চোদ্যং ॥ ২৩ ॥

টীকানুবাদ—অতএব সমস্ত মহাভূতেরই প্রলয় ও উৎপত্তিরূপ লক্ষণ যাহা অন্যত্র নাই, তাহা দ্বারা প্রাণ শ্রুতিরও বাধ কর্ত্তব্য। অতএব আর কোন প্রশ্ন থাকিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বর্ণিত মহর্ষি চাক্রায়ণ ও প্রস্তোতার কথোপকথনে যে প্রাণ দেবতার কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই প্রাণ কি? এই প্রাণ বায়ু?, না পরমেশ্বর? কেহ যদি প্রাণ অর্থে প্রাণবায়ু বলিতে চান, তাহা বর্ত্তমান সূত্রে নিরাকৃত হইয়াছে। এ-স্থলে প্রাণ শব্দে সর্ব্বেশ্বর; বায়ুবিকার নহে; কারণ সর্ব্বেশ্বর পরব্রহ্মই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও লয়ের একমাত্র হেতু।

শ্রীমদ্ভাগবতে নবযোগেন্দ্র-সংবাদেও পাওয়া যায়,—

> "স্থিত্যুদ্ভব প্রলয়হেতুরহেতুরস্য
> যৎ স্বপ্ন-জাগর-সুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ।
> দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন
> সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥" (ভাঃ ১১।৩।৩৫)

অর্থাৎ শ্রীপিপ্পলায়ন বলিলেন, হে নরেন্দ্র! যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু এবং স্বয়ং অহেতু, তিনিই নারায়ণ পরমতত্ত্বরূপে

জ্ঞাতব্য। যিনি স্বপ্ন, জাগর, সুষুপ্তি ও সমাধি অবস্থায় সর্ব্বত্র সদ্রূপে বর্ত্তমান, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপে জ্ঞাতব্য; এইরূপে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, হৃদয়, ইহারা যাঁহার বলে সঞ্জীবিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তিনিই পরমাত্ম-সংজ্ঞক পরমতত্ত্বরূপে জ্ঞাতব্য ॥ ২৩ ॥

অবতরণিকা ভাষ্য—তত্রৈব শ্রূয়তে। **"অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দ্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষু ইদং বাব তদ্‌যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ" ইতি। তত্র সংশয়ঃ। কিমিহ জ্যোতিরাদিত্যাদিতেজঃ কিং বা ব্রহ্মেতি। তত্র ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বমসন্নিধানাদাদিত্যাদিতেজস্তদিতি প্রাপ্তৌ—**

অবতরণিকা ভাষ্যানুবাদ—সেই ছান্দোগ্যেই শুনিতে পাওয়া যায়, 'অথেত্যাদি'। আচ্ছা, প্রাণ ব্রহ্মকেই বুঝাইল; কিন্তু বক্ষ্যমাণ শ্রুতি যে জ্যোতিঃকে বলিতেছে, তাহাই আনন্দময় ব্রহ্ম, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, জ্যোতিঃ স্বর্গলোকের উপরিদেশে বিরাজমান, সমস্ত প্রাণিবর্গের ও সমুদয় লোকের উপরে যে জ্যোতিঃ অবস্থিত, উত্তম অধম স্থাবর হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকল বস্তুতে যিনি বর্ত্তমান, সেই এই জ্যোতিঃস্বরূপ জীবের অন্তরে ধ্যেয়। এই শ্রুতিতে সংশয় হইতেছে, এই জ্যোতিঃশব্দে কি আদিত্যাদিতেজঃ অথবা ব্রহ্ম? পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন,—তেজ বলিতে আদিত্যাদি তেজকেই বুঝিব, ব্রহ্মের কথা তো এই প্রকরণে উল্লিখিত নাই, সুতরাং ব্রহ্ম নহে। এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকা—পূর্ব্বত্র প্রাণবাক্যে ব্রহ্মলিঙ্গসত্বাদস্ত ব্রহ্মার্থতা ইহ তদভাবান্ন সাস্তিতি। প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ। অথ যদত ইত্যাদি। প্রতিপাদকগায়ত্র্যাত্মকব্রহ্মোপাসনানন্তরং প্রতিপাদ্যতেজোময়ব্রহ্মোপাসনকথ-নায়াথ শব্দঃ। দিবো দ্যুলোকাৎ পরস্তাজ্জ্যোতির্দ্দীপ্যতে তদ্বৈ ইদং। কুত্র তদ্দীপ্যতে তত্রাহ। বিশ্বত ইতি। বিশ্বস্মাৎ প্রাণিবর্গাদুপরীত্যর্থঃ। বিশ্ব-শব্দস্য কতিপয়ার্থত্বং ব্যাবর্ত্তয়িতুং সর্ব্বত ইতি। সর্ব্বস্মাল্লোকাদুপরীত্যর্থঃ। অনুত্তমেষ্বিতি। আস্থাবরব্রহ্মান্তেষ্বিত্যর্থঃ। ইদং শব্দার্থং স্ফুটয়তি যদিদমস্মি-

ন্নিতি। নিখিললোকব্যাপী চিদ্রূপো হরিরেব স্বহৃদি বিদ্যমানো ধ্যেয় ইতি বাক্যার্থঃ।—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে প্রাণ শ্রুতিতে ব্রহ্মলিঙ্গ থাকায় প্রাণ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম বলা হউক কিন্তু এই জ্যোতিঃশ্রুতিতে তো কোন ব্রহ্মলিঙ্গ কথিত হয় নাই, তবে জ্যোতিঃশব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ আদিত্যাদিজ্যোতিঃ, ব্রহ্ম বোধক না হউক, এই আশঙ্কারূপ প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি অনুসারে বলিতেছেন—'অথ যদত' ইত্যাদি প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের প্রতিপাদক গায়ত্রীস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনার পর গায়ত্রী প্রতিপাদ্য তেজোময় ব্রহ্মের প্রতিপাদন করিবার জন্য শ্রুতিতে 'অথ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ গায়ত্রী উপাসনার পর তেজোময় ব্রহ্মের কথা বলিতেছি—'দিবঃ'—স্বর্গলোকের উপরিভাগে যে জ্যোতিঃ দীপ্যমান তিনিই এই জীব হৃদয়-মধ্যে বিরাজমান ব্রহ্ম। কোথায় সেই জ্যোতিঃ দীপ্যমান? উত্তর—'বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু'—প্রাণিবর্গের উপর। 'বিশ্বতঃ' পদের অর্থ কতিপয় প্রাণিবর্গের উপর নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য শ্রুতি বলিতেছেন 'সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু' সকল লোকের উপর। 'অনুত্তমেষু'—অধম উত্তমেষু—উত্তম লোকেতে অর্থাৎ স্থাবর হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকল লোকে যে তেজ বিদ্যমান, তিনিই এই। এই কি? উত্তর—'ইদম্ বাবতৎ' এই সেই, ইদম্ শব্দের অর্থ শ্রুতি স্বয়ং স্পষ্টরূপে বলিতেছেন—'যদিদমস্মিন্নিতি' নিখিল-লোকব্যাপী চৈতন্যরূপী শ্রীহরি তিনিই হৃদয়-মধ্যে বিদ্যমান, জীব ইহা ধ্যান করিবে। উত্তর—সূত্রকার বলিতেছেন,—

জ্যোতিরধিকরণম্

সূত্র—জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ—'জ্যোতিঃ'—এই শ্রুত্যুক্ত জ্যোতিঃ বলিতে ব্রহ্মই জ্ঞাতব্য। কি হেতু? উত্তর—'চরণাভিধানাৎ'—ঐ জ্যোতিঃকে সর্ব্বভূতের চরণ বলা হইয়াছে। আদিত্যাদিজ্যোতিঃর চরণের কথা নাই অতএব আদিত্যাদি জ্যোতিঃ ধর্ত্তব্য নহে ॥ ২৪ ॥

গোবিন্দভাষ্য—জ্যোতিরত্র ব্রহ্মৈব গ্রাহ্যম্। কুতঃ? চরণেতি। "এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতংদিবি" ইতি পূর্ব্বত্র দ্যুসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বভূতপাদত্বোক্তেঃ। ইদমত্র তত্ত্বম্। পূর্ব্বং হি পাদোঽস্যেতি চতুষ্পাদ্ব্রহ্ম প্রকৃতং তদেবেহ যদিতি যচ্ছব্দেনানুবর্ত্তিতমিত্যসন্নিধিভঙ্গাদুভয়ত্র দ্যুসম্বন্ধশ্রবণাবিশেষাচ্চ নিখিলতেজস্বী হরিরেব জ্যোতির্ন্ত্বাদিত্যাদিরিতি ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'জ্যোতিরত্রেতি'—এই শ্রুতিতে যে জ্যোতির কথা বলা হইয়াছে, ইহা ব্রহ্মই গ্রাহ্য, আদিত্যাদি জ্যোতিঃ নহে। কি হেতু? উত্তর—'চরণাভিধানাৎ'—'এতাবানস্য মহিমেতি' শ্রুতি উহা বলিতেছেন—ঐ যে গায়ত্রীরূপ কথিত হইল, উহার এতই মহিমা—প্রভাব যে উহার একপাদ সকল লোক ব্যাপিয়া আছে, স্বয়ং সেই চতুষ্পাদ্ পুরুষ কত মহান্। সেই কথাই শ্রুতি বলিতেছেন—'পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি' সমস্ত লোক তাঁহার একপাদ। 'অস্য ত্রিপাদ্ অমৃতং দিবি' আর তিন পাদ বিভূতি প্রকাশময় পরম ব্যোমে প্রকাশিত হইয়া আছে। পূর্ব্বে দ্যুলোককে সর্ব্বভূতময় হরির একপাদ বলা হইয়াছে। 'ইদমত্র তত্ত্বম'—এখানে এইটুকু রহস্য জানিবে যে, পূর্ব্ব শ্রুতিতে 'পাদোঽস্য' এই কথা বলিয়া চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, এখানে সেই চতুষ্পাদ্ ব্রহ্মেরই অনুবৃত্তি 'যৎ' শব্দের দ্বারা করা হইল সুতরাং অসন্নিধি নাই বা আসত্তির অভাব নাই এবং উভয় বাক্যেই দ্যুলোকের সম্বন্ধ শ্রুত হওয়ায় নিখিল তেজে তেজস্বী শ্রীহরিই জ্যোতিঃ শব্দদ্বারা বোধ্য; আদিত্যাদি তেজ নহে ॥ ২৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—জ্যোতিশ্চরণেতি। ব্রহ্মৈব জ্যোতিঃ। কুতঃ—এতাবানস্য মহিমেতি। জ্যোতিষস্তস্য সর্ব্বভূতচরণোক্তেঃ। তাবানিত্যস্যার্থঃ গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বমিতি। গায়ত্রীরূপং যদ্ব্রহ্ম বর্ণিতং তস্যাস্য এতাবান্ মহিমা বিভূতিঃ স্বয়ং পুরুষস্তু ততো জ্যায়ান্। তদেবাহ পাদোঽস্যেতি। সর্ব্বাণি ভূতান্যস্যৈকঃ পাদঃ। তস্য ত্রিপাদ্বিভূতিস্তু দিবি দ্যোতনবতি পরমে ব্যোম্নি চকাস্তীতি চতুষ্পাদ্ বিভূতির্হরিরেব জ্যোতিঃশব্দিতমিত্যর্থঃ। কীদৃশী সেত্যাহ।

অমৃতমিতিপুমর্থঃ। ইদমত্রেতি ইহ জ্যোতির্বাক্যে। উভয়ত্রেতি এতাবানিতি বাক্যে অথ যদিতি বাক্যে চেত্যর্থঃ॥ ২৪॥

টীকানুবাদ—'জ্যোতিশ্চরণ' ইত্যাদি জ্যোতিঃ—শব্দের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই, কেন? উত্তর—'এতাবানস্য মহিমা' ইত্যাদি শ্রুতি বলিয়াছেন—সেই জ্যোতিঃ সমস্তভূত (লোক) চরণ স্বরূপ'—এতাবান্ ইত্যাদি সূক্তের অর্থ এই—পূর্ব্বে 'গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং', গায়ত্রীই এই চরাচর বিশ্ব—এইরূপে গায়ত্রীরূপে যে ব্রহ্মকে বর্ণনা করা হইয়াছে, 'তস্য' সেই ব্রহ্মের, 'এতাবান্ মহিমা'—এতই মাহাত্ম্য—বিভূতি, স্বয়ং পরমেশ্বর কিন্তু তাঁহা হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। তাহাই বলিতেছেন—'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি' সকল লোক তাঁহার একপাদ মাত্র, আর তিনপাদ মহিমা দ্যোতনময় অর্থাৎ প্রকাশময় পরম ব্যোমে প্রকাশিত আছে, এই চতুষ্পাদ্ বিভূতি শ্রীহরিই জ্যোতিঃ-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। সেই চতুষ্পাদ্ বিভূতি কিরূপ? উত্তর—তিনি অমৃতপুরুষ। 'ইদমত্র' ইতি অত্র—অর্থাৎ এই জ্যোতিঃ-শব্দযুক্ত বাক্যে। উভয়ত্র—অর্থাৎ—'এতাবানস্য মহিমা' ইত্যাদি বাক্যে এবং 'অথ যদ্' ইত্যাদি বাক্যেও॥ ২৪॥

সিদ্ধান্তকণা—ছান্দোগ্য শ্রুতিতে জানা যায় যে, 'স্বর্গলোকের উপরিদেশে যে জ্যোতিঃ দীপ্যমান্' ইত্যাদি বাক্যে জ্যোতিঃর কথা পাওয়া যায়, তাহা কি আদিত্যাদি তেজ কিম্বা ব্রহ্ম?—এই পূর্ব্ব পক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, এই জ্যোতিঃশব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিতেছেন। কারণ "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" শ্রুতি-মন্ত্রে বিশ্ব তাঁহার একপাদ এবং পরব্যোম ইহার ত্রিপাদ-বিভূতি—এই 'পাদ' অর্থাৎ চরণ-শব্দ উল্লেখ থাকার নিমিত্ত নিখিলতেজে তেজস্বী শ্রীহরিকেই 'জ্যোতিঃ'-শব্দ দ্বারা বুঝিতে হইবে। বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"কান্তিস্তেজঃপ্রভা সত্তা চন্দ্রাগ্ন্যর্কর্ক্ষবিদ্যুতাম্।
যৎস্থৈর্য্যং ভূভৃতাং ভূমের্বৃত্তির্গন্ধোঽর্থতো ভবান্॥" (ভাঃ১০।৮৫।৭)

অর্থাৎ চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির তেজ, সূর্য্যের প্রভা, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্র-গণের স্ফুরণরূপ সত্তা, পর্ব্বতের স্থিরত্ব এবং ভূমির আধারশক্তি ও গন্ধগুণ—

এই সমস্ত বস্তুতঃ আপনারই স্বরূপ। অর্থাৎ আপনার শক্তির পরিচয়।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

"তস্মাদ্বস্তুমাত্রাণাং যা যাঃ শক্তয় স্তাস্তবৈবেতি প্রদর্শয়তি।"

শ্রীরুদ্রের বাক্যেও পাই,—

ত্বং হি ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্গূঢ়ং ব্রহ্মণি বাঙ্ময়ে।
যং পশ্যন্ত্যমলাত্মান আকাশমিব কেবলম্॥ (ভাঃ ১০।৬৩।৩৪)

শ্রুতিতেও পাই,—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চ চন্দ্র তারকম্।
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ॥
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥" (কঠ—২।২।১৫, মুণ্ডক ২।২।১১)

স্মৃতিতেও আছে,—

"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ২৪॥

অবতরণিকা ভাষ্য—ব্রহ্মণোঽসন্নিধিমাশঙ্ক্য নিরস্যতি—

অবতরণিকা ভাষ্যানুবাদ—'ব্রহ্মণোঽসন্নিধিম্' ইত্যাদি—তোমরা যে আপত্তি করিয়াছ ব্রহ্মের কথা পূর্ব্বে বলা নাই, অতএব 'জ্যোতিঃ' শব্দের অর্থে ব্রহ্মকে ধরা যায় না। তাহাও সূত্রকার নিরাস করিতেছেন—

সূত্র—ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণ-নিগদা-ত্তথা হি দর্শনম্॥ ২৫॥

সূত্রার্থ—'ছন্দোঽভিধানাৎ'—'ছন্দসঃ'—গায়ত্রী নামক ছন্দের, 'অভিধানাৎ' —'এতাবানস্য মহিমা' ইত্যাদি শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মের কথা তো বলা হয় নাই, অতএব,—'ন' ব্রহ্ম প্রস্তাবিত নহে, 'ইতি চেৎ'—পূর্ব্বপক্ষী যদি

এই আপত্তি করে, তবে 'ন' তাহা সঙ্গত হয় না, যেহেতু 'তথা' গায়ত্রীরূপে অবতীর্ণ ব্রহ্মে, 'চেতোঽর্পণ-নিগদাৎ'—ধ্যানের কথা তথায় উপদেশ করা হইয়াছে, 'তথাহি' তাহা হইলে, 'দর্শনং'—'গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বম্' গায়ত্রীই এই চরাচর বিশ্বাত্মক, এই দর্শন সঙ্গত হইতে পারে, নতুবা ধ্যানকারী কেবল কষ্টই পাইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

গোবিন্দভাষ্য—নন্থ "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চিৎ" ইত্যুপক্রম্য "তামেব ভূতবাক্পৃথিবীশরীরহৃদয়প্রভেদৈঃ" ব্যাখ্যায় "সৈষা চতুষ্পদা ষড়্বিধা গায়ত্রী তদেতদৃচাভ্যুক্তম্"। 'এতাবানস্য মহিমা' ইতি তস্যামেব ব্যাখ্যাতরূপায়ামুদাহৃতো মন্ত্রঃ কথমকস্মাচ্চতুষ্পাদ্ব্রহ্মাভিদধ্যাৎ। তস্মাদ্গায়ত্র্যাখ্যস্য ছন্দসস্তত্রাভিধানান্ন ব্রহ্ম প্রকৃতমিতি চেন্ন। কুতঃ? তথেতি। তথা গায়ত্র্যাত্মনাবতীর্ণে ব্রহ্মণি চেতোঽর্পণস্য ধ্যানস্য তত্র নিগদাদুপদেশাদিত্যর্থঃ। তথা সতি হি গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বমিতি দর্শনং সঙ্গতিমৎ স্যাদন্যথা পীড্যত ইতি গায়ত্র্যা ব্রহ্মত্বে প্রমাণং দর্শিতং ভবতি ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'নন্বিত্যাদি'—পূর্ব্বপক্ষী আপত্তি করিতেছেন—'গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চন' গায়ত্রীই এই পরিদৃশ্যমান চরাচর বিশ্বস্বরূপ, যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায়-স্বরূপ—এইরূপে আরম্ভ করিয়া সেই গায়ত্রীকেই শ্রুতি ভূত (মহাভূত), বাক্শক্তি, পৃথিবী, শরীর, হৃদয় ও আত্মা এই ছয় প্রকার প্রভেদ দ্বারা ব্যাখ্যাত করিয়া, শ্রুত্যুক্ত চতুষ্পাদ গায়ত্রীই যে ঐ ষড়্বিধা গায়ত্রী, ইহা—'এতাবানস্য মহিমা' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন, সুতরাং ব্যাখ্যাতস্বরূপ গায়ত্রীতেই ঐ মন্ত্র উল্লিখিত, তোমরা কি প্রকারে বিনা যুক্তি-প্রমাণে ব্রহ্মাভিধায়ক শ্রুতি—এইকথা বলিতেছ? অতএব গায়ত্রী নামক ছন্দের ঐ শ্রুতিতে বর্ণনহেতু ব্রহ্ম প্রস্তাবিত নহে, প্রশংসাবাদ মাত্র। এই কথা যদি বল, তাহা বলিতে পার না, কেন? উত্তর —'তথা চেতোঽর্পণ-নিগদাৎ'—গায়ত্রীরূপে অবতীর্ণ ব্রহ্মেতে ধ্যানের উপদেশ উহাতে করা হইয়াছে, এইরূপ শ্রুতির অভিপ্রায় স্বীকার করিলে তবে 'গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বম্' গায়ত্রীই এই সমস্ত বস্তুস্বরূপ এই ধ্যানের সার্থকতা

হইবে, অন্যথা গায়ত্রীতে ব্রহ্মধ্যান ব্যতীত ঐ চিন্তা দ্বারা কেবল পীড়িতই হইবে। এইরূপে গায়ত্রী যে ব্রহ্মস্বরূপ, তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইল ॥ ২৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ছন্দ ইতি। গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বমিতি সর্ব্বাত্মকং যদ্গায়ত্রীচ্ছন্দো বর্ণিতং তস্যৈব সর্ব্বভূতাদিচতুষ্পাদ্বিভূতিস্তাবানিত্যনেন যা বর্ণিতা, সা কিল প্রশংসৈব ন তু বাস্তবী। অক্ষরসংবেশমাত্রস্য ছন্দসস্তথাত্বাসম্ভবাদিতি পূর্ব্বপক্ষেঽভিপ্রায়ঃ। সিদ্ধান্তে তু ব্রহ্মাবতারবদ্গায়ত্র্যাপি তদবতার ইতি তথাত্বং তস্যাঃ পারমার্থিকমিতিবোধ্যম্। ষড়্বিধা ভূতবাক্ পৃথিবী শরীরহৃদয়ৈরাত্মনা চ ষট্প্রকারা গায়ত্রী বর্ণিতা। সৈষা চতুষ্পদা মন্ত্রোত্তরার্দ্ধগদিতপাদচতুষ্টয়েত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকানুবাদ—পূর্ব্বে 'গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বম্' এই বলিয়া ঋক্ গায়ত্রীকে যে সর্ব্বাত্মক বর্ণন করিয়াছেন, তাহারই ;—সর্ব্বভূতাদি চতুষ্পাদ্ বিভূতি, ইহা 'এতাবানস্য মহিমা' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যে বর্ণিত হইয়াছে, উহা প্রশংসাবাদমাত্র, বাস্তব নহে অর্থাৎ গায়ত্রীর প্রশংসার্থ তাহাকে সর্ব্বস্বরূপ বলা হইয়াছে—উহা বাস্তব নহে, কারণ গায়ত্রী একটি ছন্দঃ, ছন্দে কতকগুলি অক্ষর সন্নিবেশ আছে, তাহা বিশ্বপ্রপঞ্চস্বরূপ হইতে পারে না, পূর্ব্বপক্ষবাদীর —এই অভিপ্রায়। সিদ্ধান্তবাদীর অভিপ্রায় কিন্তু ব্রহ্মের অন্যান্য অবতারের মত গায়ত্রীও তাঁহার অবতার, সুতরাং ব্রহ্মের মত অবতারস্বরূপ গায়ত্রীরও সর্ব্বময়ত্ব বাস্তব—ইহা জ্ঞাতব্য। ভাষ্যোক্তা ষড়্বিধা গায়ত্রীর বর্ণন করা হইতেছে, ভূত, বাক্, পৃথিবী, শরীর, হৃদয় ও আত্মাদ্বারা গায়ত্রী ছয় প্রকার। সেই গায়ত্রীই মন্ত্রের শেষার্দ্ধে বর্ণিত পাদ-চতুষ্টয়যুক্তা ॥ ২৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, 'জ্যোতিঃ' শব্দের অর্থ ব্রহ্ম বলা যায় না; কারণ, ছান্দোগ্যে গায়ত্রীচ্ছন্দকেই এই 'পরিদৃশ্যমান চরাচর বিশ্বস্বরূপ' ইত্যাদি বর্ণন করা হইয়াছে, সেখানে ব্রহ্মের প্রসঙ্গ কোথায়? সুতরাং শ্রীগায়ত্রীতে যে মন্ত্র উল্লিখিত আছে, তাহাকেই ব্রহ্ম বলি কেন? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, গায়ত্রীরূপে ব্রহ্মই অবতীর্ণ, তাঁহাতেই ধ্যানের উপদেশ থাকায় উহা ব্রহ্মেরই বিভূতি বলিয়া জ্ঞাতব্য। সেই ব্রহ্মেই চিত্ত অর্পণের কথার উপদেশ পাওয়া যায়। সুতরাং গায়ত্রীকে ব্রহ্মাভিন্নরূপে ধ্যান ব্যতীত ঐ চিন্তায় কেবল পীড়নই হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে 'সত্যং পরং ধীমহি' পদে এই গায়ত্রীর ধ্যান উল্লিখিত হইয়াছে। 'সত্যং' শব্দে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' শ্রুতিমন্ত্রে ব্রহ্মকেই লক্ষিত হইয়াছে। 'পরং' শব্দে "কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ" (গোপালতাপনী শ্রুতি)। আর 'ধীমহি' শব্দের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"ধ্যায়েম বহুবচনেন কাল-দেশ-পরম্পরা-প্রাপ্তান্ সর্ব্বানেব জীবান্ স্বান্তরঙ্গীকৃত্য স্বশিক্ষয়া তান্ ধ্যানমুপদিশন্নেব ক্রোড়ীকরোতি, ধ্যানস্যৈব (ব্রহ্ম) জিজ্ঞাসায়াঃ ফলত্বাৎ ॥"

সর্ব্বতেজঃ হইতে বরণীয় অর্থাৎ পরম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ভক্তিকামী দেবতা ও মুক্তিভাজন জনগণের সর্ব্বদা বরণীয়। সবিতৃদেবের বরেণ্য দেবই তুরীয় বস্তু। সেই পরমেশ্বর-বস্তুকে সূর্য্যমণ্ডলে ধ্যানের দ্বারা দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থরূপ।
নিজকৃত সূত্রের নিজ ভাষ্যস্বরূপ ॥
গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন।
'সত্যং পরং' সম্বন্ধ, 'ধীমহি' সাধনে প্রয়োজন ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১৩৬-১৪০)

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় পাওয়া যায়,—

"গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ।
সংস্কৃতশ্চাদিগুরুণা দ্বিজতামগমত্ততঃ ॥ (৫।২৭)

অগ্নিপুরাণেও আছে,—

"এবং সন্ধ্যাবিধিং কৃত্বা গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ স্মরেৎ।
গায়ত্র্যুক্থানি শাস্ত্রাণি ভগং প্রাণাংস্তথৈব চ" ॥ ২৫ ॥

অবতরণিকা ভাষ্য—যুক্তিমাহ—

অবতরণিকা ভাষ্যানুবাদ—এ-বিষয়ে সূত্রকার যুক্তি দেখাইতেছেন,—

সূত্র—ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ—'এবম্'—ব্রহ্মই গায়ত্রী বলিয়া মনে করিবে। কারণ কি? 'ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেঃ'—ভূত প্রভৃতিকে তাঁহার পাদ অর্থাৎ চরণ বলা হইয়াছে; এই উক্তির সঙ্গতি-রক্ষার্থ ব্রহ্মই গায়ত্রী ॥ ২৬ ॥

গোবিন্দভাষ্য—এবং ব্রহ্মৈব গায়ত্রীতি মন্তব্যম্। কুতঃ? ভূতাদীতি। ভূতাদীনি নির্দ্দিশ্যাহ—সৈষা চতুষ্পাদিতি। তস্যা ব্রহ্মত্বাভাবে তৎপাদত্বব্যপদেশাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। তস্মাদস্তি পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে প্রকৃতং ব্রহ্ম তদেবেহ যদিত্যনুবর্ত্তমানাদ্দ্যুসম্বন্ধেন প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ পরামৃষ্টমিতি ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'এবমিতি' এইরূপে 'ব্রহ্মই গায়ত্রী' ইহা মনে করিতে হইবে। যেহেতু—'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি' সমস্ত ভূত তাঁহার চরণ, ইহা নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—'সৈষা চতুষ্পাৎ' এই সেই গায়ত্রী চতুষ্পাদবিশিষ্ট। অতএব দেখ, যদি এই গায়ত্রী ব্রহ্মস্বরূপ না হইবে, তবে ছন্দোময়ী অক্ষরাত্মিকা গায়ত্রীর চরণোক্তি কিরূপে সম্ভব হইবে? অতএব ইহার পূর্ব্ববাক্যে নিশ্চয় ব্রহ্মের প্রস্তাব আছে, তাহাই—সেই ব্রহ্মই এই 'অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতিঃ' ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত যদ্ শব্দের দ্বারা অনুবর্ত্তিত হইয়াছে এবং এই 'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' শ্রুতিতে দ্যুলোকে তাঁহারই স্থিতিরূপে প্রত্যভিজ্ঞান হওয়ায় ব্রহ্মই ধর্ত্তব্য, ছন্দঃ নহে, আদিত্যাদি-জ্যোতিঃও নহে ॥ ২৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ভূতাদিপাদেতি। তৎপাদত্ব ভূতাদিপাদত্বং ॥ ২৬ ॥

টীকানুবাদ—ভূতাদিপাদ ইত্যাদি সূত্রস্থ পাদ-শব্দে তৎপাদত্ব ভূতাদিকে তাঁহার চরণ বলা হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—গায়ত্রীই যে ব্রহ্ম, তাহাই পুনরায় যুক্তির দ্বারা বর্ত্তমান সূত্রে বুঝাইতেছেন যে, ভূতাদির উল্লেখ এবং পাদ-শব্দের ব্যপদেশ বশতঃ ইহাই যুক্তিযুক্ত যে, গায়ত্রী শব্দে ছন্দকে না বুঝাইয়া পূর্ব্বোক্ত বাক্যে গায়ত্রীকে ব্রহ্মরূপেই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"তস্যোষ্ণিগাসীল্লোমভ্যো গায়ত্রী চ ত্বচো বিভোঃ"। (ভাঃ ৩।১২।৪৫)

"শব্দব্রহ্মাত্মনস্তস্য ব্যক্তাব্যক্তাত্মনঃ পরঃ।
ব্রহ্মাবভাতি বিততো নানাশক্ত্যুপবৃংহিতঃ॥" (ভাঃ ৩।১২।৪৭)

শ্রীমদ্ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে যে গায়ত্র্যর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য॥ ২৬॥

অবতরণিকা ভাষ্য—উভয়ত্র দ্যুসম্বন্ধশ্রবণাবিশেষমাক্ষিপ্য সমাদধাতি—

অবতরণিকা ভাষ্যানুবাদ—'উভয়ত্র'ইতি পূর্ব্বোক্ত উভয় শ্রুতিতেই দ্যুলোকে অবস্থান নির্ব্বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে, সুতরাং কাহার প্রত্যভিজ্ঞা হইবে, এই আক্ষেপের সমাধানার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

সূত্র—উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ॥২৭॥

সূত্রার্থ—যদি বল, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিদ্বয়ে, 'উপদেশভেদাৎ'—বিভিন্নরূপে উপদেশহেতু অর্থাৎ 'ত্রিপাদস্যামৃতন্দিবি' এই শ্রুতিতে 'দিবি' বলায় দ্যুলোককে তাঁহার আধার বলা হইয়াছে এবং 'পরোদিবঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে দ্যুলোকের উপর ব্রহ্মের অবস্থান বলা হইয়াছে, সুতরাং ব্রহ্মের প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না; 'ইতি চেন্ন'—এই যদি বল, তাহা নহে, কি কারণে? উত্তর—'উভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ'—পঞ্চম্যন্ত ও সপ্তম্যন্ত দ্যুলোকে অবস্থানের নির্দ্দেশ হইলেও কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই। অতএব ব্রহ্মেরই প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারিবে॥ ২৭॥

গোবিন্দভাষ্য—ননু ত্রিপাদস্যামৃতন্দিবি ইতি সপ্তম্যা দ্যৌরাধারত্বেনোপদিষ্টা। ইহ পুনঃ পরো দিব ইতি পঞ্চম্যা মর্য্যাদাত্বেন ইত্যেবমুপদেশভেদান্ন তস্যেহ প্রত্যভিজ্ঞেতি চেন্ন। কুতঃ? উভয়েতি। উভয়স্মিন্নপি সপ্তম্যন্তে পঞ্চম্যন্তে।চোপদেশে।সা ন বিরুধ্যতে। যথা লোকে বৃক্ষাগ্রস্থোঽপি শুক উভয়থোপদিশ্যমানো দৃশ্যতে বৃক্ষাগ্রে শুকো

বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ শুক ইতি। স চোপদেশভেদেঽপ্যর্থৈক্যান্ন বিরুধ্যতে তদ্বৎ॥ ২৭॥

ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই—'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' এই শ্রুতিতে সপ্তমী বিভক্তিদ্বারা দ্যুলোককে ব্রহ্মের আধার বলা হইয়াছে, আবার 'পরো দিবঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে পঞ্চমী বিভক্তি দ্বারা মর্য্যাদা অর্থাৎ উপরিভাগে স্থিতি বলা হইয়াছে; সুতরাং তাহার প্রত্যভিজ্ঞা কিরূপে হইবে? এই যদি আশঙ্কা কর, তাহা ঠিক হইবে না, কেন না, উভয় বাক্যেই অর্থাৎ সপ্তম্যন্ত দিব্ শব্দের উপদেশ ও পঞ্চম্যন্তরূপে উপদেশ হইলেও প্রত্যভিজ্ঞার কোন অসম্ভাবনা নাই। দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার সঙ্গতি দেখাইতেছেন, যেমন লৌকিক বাক্যে বৃক্ষের অগ্রস্থিত শুককে উভয়রূপে নির্দ্দেশ করা হয়,—যথা বৃক্ষাগ্রে শুকঃ, আবার বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ শুকঃ, বৃক্ষের আগায় শুকপক্ষী, বৃক্ষের অগ্রোপরিভাগে শুক। অতএব সেই শুক বাক্যভেদে বিভিন্নরূপে উপদিষ্ট হইলেও অর্থগত ঐক্য থাকায় যেমন বিরোধ নাই, সেইরূপ ঐ শ্রুতিদ্বয়োক্ত ব্রহ্ম একই॥ ২৭॥

সূক্ষ্মা টীকা—উপদেশেতি। এবং সপ্তম্যন্তত্বেন পঞ্চম্যন্তত্বেন চেত্যর্থঃ। প্রত্যভিজ্ঞেতি প্রধানপ্রাতিপাদিকার্থেন প্রত্যভিজ্ঞয়া গুণভূতবিভক্ত্যর্থো ন প্রতিবধ্নাতীতি ভাবঃ। পূর্ব্বমথ যদত ইতি যচ্ছব্দস্য প্রসিদ্ধবিমর্শিততয়া বলিত্বাৎ তৎসহকৃতং ব্রহ্মলিঙ্গং তেজোলিঙ্গাপেক্ষয়া বলীত্যুক্তম্। তথেহ কিঞ্চিদ্বলিত্বসম্পাদকং নাস্তীতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ ভাষ্যম্। পূর্ব্বত্র দিবি দিব ইতি প্রধানপ্রকৃত্যর্থানুরোধাদ্ গুণভূতপ্রত্যয়ার্থো যথান্যথা নীতস্তথেহাপীতি স্বতন্ত্রপ্রাণাদিপদার্থভেদপ্রতীতৌ তৎসাপেক্ষব্রহ্মরূপবাক্যার্থপ্রতীতের্গুণভূতায়া অপলাপো যুক্তো ভবিতুমিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যা চেত্যাহ। পদার্থঃ প্রতীতঃ। স্বাতন্ত্র্যে জনকত্বেন বাক্যার্থপ্রতীতের্গৌণ্যং তজ্জন্যত্বেনেতি বোধ্যম্॥ ২৭॥

টীকানুবাদ—'উপদেশভেদাৎ'—অর্থাৎ একটি শ্রুতিতে সপ্তম্যন্ত দিব্ শব্দের অপর শ্রুতিতে পঞ্চম্যন্ত দিব্ শব্দের উল্লেখ থাকায়। প্রত্যভিজ্ঞেতি—প্রধানীভূত প্রাতিপাদিকার্থ ধরিয়া প্রত্যভিজ্ঞা রক্ষিত হওয়ায় অপ্রধানীভূত বিভক্ত্যর্থ প্রতিবন্ধক নহে, ইহাই তাৎপর্য্য। পূর্ব্বে যেমন—'অথ যদতঃপরঃ' ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত 'যৎ' শব্দ প্রসিদ্ধ বস্তুকে বুঝাইতেছে বলিয়া

উহা প্রবল, সুতরাং তাহার সহোচ্চারিত ব্রহ্মানুমাপক শব্দ তেজোঽনুমাপক হেতু হইতে প্রবল, ইহা বলা হইয়াছে; এখানে কিন্তু সেইরূপ বলিত্ববোধক কিছুই নাই, এইরূপ প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। আর একটি কারণ, পূর্ব্বে 'দিবি' 'দিবঃ' এই দুই পদে বিভক্তিভেদ থাকিলেও প্রধানীভূত প্রকৃত্যর্থের অনুরোধে প্রত্যয়ার্থকে অন্যভাবে লওয়া হইয়াছে; সেইরূপ এইক্ষেত্রেও হইবে অর্থাৎ প্রাণাদি শ্রুতিতে নিরপেক্ষ প্রাণাদি-পদার্থের ব্রহ্ম হইতে প্রভেদ প্রতীতির বলবত্তা বলিব, অতএব তাহার সাপেক্ষ ব্রহ্মরূপ বাক্যার্থ প্রতীতি অপ্রধানীভূত, সুতরাং তাহার অপলাপ হওয়াই উচিত, এই কথা দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি দ্বারা দেখাইতেছেন। প্রতীত পদার্থ স্বাধীন অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে অর্থবোধক। আর বাক্যার্থ পদার্থ-সাপেক্ষ, অতএব বাক্যার্থ-প্রতীতি পদার্থ-প্রতীতি হইতে গৌণ, ইহা জ্ঞাতব্য॥ ২৭॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্ববাক্যে 'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' বলায় দ্যুলোক অর্থাৎ স্বর্গকে ব্রহ্মের আধার বলা হইয়াছে, ইহাতে দিব্ শব্দে সপ্তমী বিভক্তি প্রয়োগ হইয়াছে, আর অপরশ্রুতিতে 'পরো দিবঃ' ব্রহ্ম স্বর্গের অতীত, বলা হইয়াছে, এ-স্থলে দিব্ শব্দ কিন্তু পঞ্চমী বিভক্তিতে আছে, অতএব উভয় শব্দে এক পদার্থের উদ্দেশ হয় নাই বলিয়া যদি কেহ আশঙ্কা করেন, তাহার নিরসনার্থ বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, উপদেশের ভেদ দেখা গেলেও কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই; কারণ ব্রহ্ম স্বর্গে অবস্থান করিয়াও স্বর্গের অতীত বলায় কোন দোষ হইতে পারে না। উপদেশ-ভেদ হইলেও অর্থের ঐক্য আছে সুতরাং বিরোধ নাই। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ধামের আশ্রয় একমাত্র পরব্রহ্ম শ্রীহরি।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"পাদাস্ত্রয়ো বহিশ্চাসন্নপ্রজানাং য আশ্রমাঃ।
অন্তস্ত্রিলোক্যাস্ত্বপরো গৃহমেধোঽবৃহদ্ব্রতঃ॥" (ভাঃ ২।৬।২০)

অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিগণের প্রাপ্য লোক সেই পুরুষের ত্রিপাদ অংশ ত্রিলোকের বাহিরে অবস্থিত, আর গৃহমেধিগণের আশ্রয় ত্রিলোকের অন্তর্ব্বর্ত্তী।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,-

"পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি" ইত্যস্যার্থং বিশিষ্য বিবৃণোতি বাহস্ত্রিমূর্দ্ধশব্দোক্তাৎ প্রকৃত্যাবরণাৎ পরত্র ত্রয়ঃ পাদাঃ পরমব্যোমশব্দেনাভিধীয়মানা আসন্। চকারাৎ ক্বচিৎ ক্বচিৎ প্রপঞ্চমধ্যবর্ত্তিনোঽপি মথুরাঽযোধ্যাদিনামানঃ যে পাদাঃ। অপ্রজাণাং ন প্রকর্ষেণ জায়ন্ত ইত্যপ্রজাঃ সংসারমুক্তা জীবাস্তেষাং আশ্রমাঃ স্থানানীতি আশ্রমাণামাশ্রমস্থানঞ্চ তেষাং নিত্যত্বং বোধিতম্ অমৃতং ক্ষেমমধায়ীতি পূর্ব্বোক্তেঃ। ত্রিলোক্যাঃ ত্রিগুণলোকময্যাঃ প্রকৃতেঃ অন্তস্তু অপরশ্চতুর্থঃ পাদ ইত্যর্থঃ। ... ... স্মৃতিশ্চ যথা—"ত্রিপাদ্বিভূতের্লোকাস্তু অসংখ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। শুদ্ধসত্ত্বময়াঃ সর্ব্বেব্রহ্মানন্দসুখাহ্বয়াঃ॥ সর্ব্বে নিত্যা নির্ব্বিকারা হেয়রাগবিবর্জ্জিতাঃ। সর্ব্বে হিরণ্ময়াঃ শুদ্ধাঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভাঃ॥ সর্ব্বদেবময়াঃ দিব্যাঃ কামক্রোধাদিবর্জ্জিতাঃ। নারায়ণপদাম্ভোজভক্ত্যৈকরসসেবিতাঃ॥ নিরন্তরং সামগানপরিপূর্ণসুখং শ্রিতাঃ। সর্ব্বে পঞ্চোপনিষদস্বরূপা দেববর্চ্চসঃ॥" ইত্যাদি। তত্র 'ত্রিপাদ্বিভূতি'-শব্দেন প্রপঞ্চাতীতলোকোঽভিধীয়তে, পাদবিভূতিশব্দেন তু প্রপঞ্চ ইতি। যথোক্তং তত্রৈব—"ত্রিপাদ্ব্যাপ্তিঃ পরং ধাম্নি পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ। ত্রিপাদ্বিভূতির্নিত্যং স্যাদনিত্যং পাদমৈশ্বরম্। নিত্যং তদ্রূপমীশস্য পরং ধাম্নি স্থিতং শুভম্। অচ্যুতং শাশ্বতং দিব্যং সদা যৌবনমাশ্রিতম্। নিত্যং সম্ভোগ্যমৈশ্বর্য্যং শ্রিয়া ভূত্যা চ সংবৃতম্॥" —ইতি সন্দর্ভধৃতং পাদ্মোত্তরখণ্ডম্॥ ২৭॥

অবতরণিকা ভাষ্য—কৌষীতকীব্রাহ্মণে প্রতর্দ্দনো দেবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম যুদ্ধেন পৌরুষেণ চেত্যুপক্রম্যেন্দ্র প্রতর্দ্দনাখ্যায়িকা শ্রূয়তে। তত্র প্রতর্দ্দনেন হিততমং বরং পৃষ্ট ইন্দ্রস্তমুপদিশতি।

"প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমুপাস্স্ব" ইতি। ইহ সংশয়ঃ। কিময়মিন্দ্রঃ প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টো জীবঃ কিম্বা পরমাত্মেতি। তত্রেন্দ্রশব্দস্য জীববিশেষে প্রসিদ্ধেস্তদেকার্থস্য প্রাণশব্দস্য তত্রৈব বৃত্তেশ্চায়ং জীব এব তেন পৃষ্টঃ স্বোপাসনং হিততমমাহেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা ভাষ্যের অনুবাদ—কৌষীতকী ব্রাহ্মণে একটি ইতিহাস

হইতে জানা যায় যে, দিবোদাস রাজার পুত্র প্রতর্দ্দন যুদ্ধ ও বিক্রম প্রদর্শনার্থ ইন্দ্রের প্রিয় ধামে অর্থাৎ ইন্দ্রগৃহে গমন করেন, এই উপক্রম করিয়া ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন নামক একটি আখ্যায়িকা শ্রুত হয়। তাহাতে প্রতর্দ্দন ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মনুষ্যলোকের হিততম বর—কাম্যবস্তু কি? ইন্দ্র তাহাকে উপদেশ দিলেন—আমি প্রাণ, মুখান্তর্ব্বর্ত্তী প্রাণবায়ু নহি, আমি জ্ঞানঘন চৈতন্যাত্মক প্রাণ। সেই আমাকে 'আয়ুঃ অমৃত' মনে করিয়া উপাসনা কর। ইহাতে সংশয় হইতেছে, ইন্দ্র যে প্রাণের স্বরূপ নিজেকে নির্দ্দেশ করিয়া উপাসনা করিতে বলিলেন, এই ইন্দ্র কি জীব-বিশেষ অথবা পরমাত্মা পরমেশ্বর। পূর্ব্ব-পক্ষী বলিতেছেন—ইন্দ্র-শব্দটি জীব-বিশেষে প্রসিদ্ধ, তাহার সহিত অভিন্নরূপে উক্ত প্রাণ-শব্দও সেই জীববিশেষকেই বুঝাইবে। প্রতর্দ্দন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ইন্দ্র নিজের উপাসনাই মনুষ্যলোকের হিততম বলিলেন। এই পূর্ব্ব-পক্ষীর মতের প্রতিবাদে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকা—কৌষীতকীত্যাদি। প্রতর্দ্দনো নাম নৃপঃ। দৈবোদাসিঃ দিবোদাসস্য পুত্রঃ। প্রিয়ং প্রেমাস্পদং ইন্দ্রস্য ধাম গৃহমুপজগাম। তদ্গমনে হেতুর্যুদ্ধেনেতি। তৎকারণেন পুরুষকার-প্রদর্শনেন চ অতিবলী প্রতর্দ্দনো নিখিলান্ নৃপান্ বিজিত্য স্বতুল্যং শক্রং বিজেতুং তল্লোকং গতবানিত্যর্থঃ। শরীর-বলেন তমজেয়ং মত্বান ইন্দ্রো জ্ঞানবলেন জেতুমনাঃ প্রাহ। প্রতর্দ্দন বরং তে দদামীতি। স হোবাচ প্রতর্দ্দনঃ। হে ইন্দ্র ত্বমেবং বরং বৃণীষ যত্ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যস ইতি।

তত ইন্দ্র উবাচ প্রাণোহস্মীত্যাদি। মুখ্যং প্রাণং ব্যাবর্ত্তয়তি প্রজ্ঞাত্মেতি। জ্ঞানঘন ইত্যর্থঃ। তং মামায়ুরমৃতমিতি। জীবিকাং দত্ত্বায়ূরক্ষকত্বাদায়ুরিত্যুচ্যতে। জ্ঞানদানেন মোক্ষদত্বাদমৃতমিত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ। জীববিশেষে শচীনাথত্বাভিমানিনি। তদেকার্থস্য ইন্দ্রশব্দসমানাধিকরণস্য। তেন প্রতর্দ্দনেন। স্বোপাসনং নিজভক্তিম্। এবং প্রাপ্তে প্রাণস্তথেতি—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকানুবাদ—কৌষীতকীত্যাদি—কৌষীতকী ব্রাহ্মণে (তন্নামক বেদভাগে), একটি উপাখ্যান আছে—এককালে দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন নামে রাজা দেবরাজ ইন্দ্রের পরম প্রিয় আবাসে গিয়াছিলেন। তাঁহার তথায় গমনের হেতু বলিতেছেন, 'যুদ্ধেন' ইতি যুদ্ধ দ্বারা এবং

পুরুষকার দেখাইয়া অতি বলবান্ প্রতর্দ্দন সকল নৃপতিকে জয় করিয়া পরিশেষে নিজের তুল্য বীর ইন্দ্রকে জয় করিবার জন্য তাঁহার স্থানে গিয়াছিলেন। ইন্দ্র ভাবিলেন শারীরিক বলে এই প্রতর্দ্দন অজেয়, জ্ঞানবলে তাহাকে জয় করিবার মানসে বলিলেন, ওহে প্রতর্দ্দন! আমি তোমাকে অভীষ্ট বর দিতেছি। প্রতর্দ্দন বলিলেন, ওহে দেবরাজ! তুমি এইরূপ বর প্রার্থনা কর, যাহা মনুষ্যলোকে অতিশয় হিতকর মনে করিতেছ। পরস্পর এইরূপ কথোপকথনের পর অবশেষে ইন্দ্র বলিলেন—'প্রাণোঽস্মীত্যাদি' আমি প্রাণ কিন্তু মুখান্তর্ব্বর্ত্তী প্রাণবায়ু নহি, আমি চিদ্ঘন, সেই আমাকে আয়ুঃ মনে করিয়াও অমৃতবোধে উপাসনা কর। ইন্দ্র নিজেকে আয়ু বলিবার হেতু, তিনি জীবকে জীবিকা দিয়া আয়ুঃ রক্ষা করিতেছেন। অমৃত বলিবার হেতু জ্ঞান দিয়া জীবকে মোক্ষদান করেন। জীব বিশেষে ইন্দ্রশব্দস্য প্রসিদ্ধেঃ—যিনি নিজেকে শচীনাথরূপে মনে করেন, তাহাতে ইন্দ্রশব্দের প্রসিদ্ধিহেতু। 'তদেকার্থস্য প্রাণ শব্দস্য' ইন্দ্রশব্দের সহিত অভিন্নরূপে প্রতীয়মান প্রাণশব্দের। 'তেন' অর্থাৎ প্রতর্দ্দন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ইন্দ্র, 'স্বোপাসনং'—নিজের ভজন, হিতকর বর বলিলেন; এই পূর্ব্ব পক্ষের সমাধানার্থ সূত্রকার বলিলেন, প্রাণস্তথেতি—

ইন্দ্র-প্রাণাধিকরণম্

সূত্র—প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ—'প্রাণশব্দ' (এখানে নির্দ্দিষ্ট প্রাণশব্দে) নির্দ্দিষ্ট ইন্দ্র, পরমাত্মা; জীব নহেন, কেন না? 'তথা অনুগমাৎ' ব্রহ্মকেই ঐরূপ প্রজ্ঞাত্মা প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্মই প্রক্রান্ত তাহার অনুসরণ চলিতেছে ॥ ২৮ ॥

গোবিন্দভাষ্য—তন্নির্দ্দিষ্টঃ পরমাত্মৈব ন জীবঃ। কুতঃ? তথেতি। তৎপ্রকৃতস্য তস্য স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরামৃত ইত্যানন্দাদিশব্দবাচ্যত্বেনানুগমাৎ ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—তন্নির্দ্দিষ্ট ইত্যাদি—প্রাণ-শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পরমেশ্বরই এখানে জ্ঞাতব্য, ইন্দ্র নহে। জীব বিশেষ নহে। কেন না, 'তথানুগমাৎ'—সেইরূপেই উহা প্রক্রান্ত, অতএব প্রক্রান্ত ঐ পরমেশ্বরেরই 'স এষ প্রাণ এষ প্রজ্ঞাত্মা' ইত্যাদিরূপে আনন্দ প্রভৃতি শব্দের বাচ্যভাবে অনুসরণ হইতেছে। শ্রুতির অর্থ যথা—ইনিই সেই প্রাণ, ইনিই প্রজ্ঞাস্বরূপ, আনন্দ, অমৃত ও অজর ॥ ২৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তন্নির্দ্দিষ্ট ইন্দ্রঃ প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টঃ। তৎপ্রকৃতস্য ইন্দ্রপ্রাণ-শব্দপ্রকৃতস্য। অনুগমাদববোধাৎ। ন হ্যানন্দাদিরূপত্বং স্বাভাবিকং ইন্দ্রেঽভ্যুপগন্তুং শক্যম্। স হি দৈত্যৈরুপদ্রুতোঽতিদুঃখী স্বাধিকারান্তে বিনষ্টশ্চ প্রতীয়ত ইতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

টীকানুবাদ—তন্নির্দ্দিষ্টঃ—প্রাণ-শব্দদ্বারা নির্দ্দিষ্ট ইন্দ্র, তিনি পরমাত্মা, কেননা তস্য—সেই ইন্দ্র প্রাণ-শব্দদ্বারা প্রক্রান্ত পরমেশ্বরেরই, অনুগমাৎ—প্রতীতি হইতেছে। আনন্দ, অজর, অমৃত প্রভৃতি পরমেশ্বরের স্বরূপ, তাহা শচীনাথ-ইন্দ্রে স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ তিনি দৈত্যগণ কর্তৃক উৎপীড়িত, অতিদুঃখী এবং নিজের পরমায়ু অন্তে বিনষ্ট বলিয়া প্রতীত আছেন ॥ ২৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কৌষীতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদে ৩য় অধ্যায়ে যে দিবোদাস রাজার পুত্র প্রতর্দ্দন ও ইন্দ্রের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, প্রতর্দ্দন মনুষ্যলোকের হিততম কাম্য বর ইন্দ্রের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, ইন্দ্র জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিত-বিচারে প্রাণের উপদেশ দিয়া নিজ ভক্তির কথা জানাইলেন। যদি কেহ এ-স্থলে পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, এই প্রাণ কি, প্রাণবায়ু? অথবা ইন্দ্ররূপ জীব বিশেষ? অথবা পরমেশ্বর? এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, প্রাণ-শব্দে এখানে পরমেশ্বরই নির্দ্দিষ্ট জানিতে হইবে; কারণ উহা প্রক্রান্ত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছে। শ্রুতি বলেন, "তিনিই প্রাণ, তিনিই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দময়, অজর ও অমৃতস্বরূপ"। সুতরাং এই সকল বিশেষণের দ্বারা একমাত্র পরব্রহ্ম, পরমাত্মাকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, জীবের সর্ব্বাপেক্ষা হিততম উপদেশ বলিতে একমাত্র পরব্রহ্ম শ্রীহরির উপাসনাই লক্ষ্য করে। শ্বেতাশ্বতরেও পাওয়া যায়,—

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" (৩।৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"কে আমি? কেন মোরে জারে তাপত্রয়?
ইহা নাহি জানি, মোর কৈছে 'হিত' হয়?"

শ্রীসনাতনের এই প্রশ্নক্রমে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু উপদেশ দিয়াছিলেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
... ...
তাতে কৃষ্ণভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অনুপ্রাণন্তি যং প্রাণাঃ প্রাণন্তং সর্ব্বজন্তুষু।" (২।১০।১৬) ॥২৮॥

অবতরণিকা ভাষ্য—নন্বু নোক্তং যুজ্যতে বক্তৃস্বরূপনিরূপণাৎ। মামেব বিজানীহি প্রাণোঽস্মীতি বক্তা খল্বিন্দ্রঃ তেন "ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনমরুন্মুখানৃযীন্ শালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছম্" ইত্যাদিনা বিজ্ঞাতজীবভাবস্য স্বস্যৈবোপাস্যত্বেনোপদেশাৎ। উপক্রমানুরোধেনানন্দাদেরপ্যুপসংহারগতস্য জীবপরতয়া নেয়ত্বাচ্চ। প্রাণোঽস্মীতীন্দ্রদেবতৈব তত্ত্বেনোপাসিতুমুপদিশ্যতে বাচং ধেনুমুপাসীতেতিবৎ। বলাধিষ্ঠাতৃত্বাচ্চ তস্য তথোপদেশঃ। "প্রাণো বৈ বলম্" ইতি হি বদন্তি। তস্মাজ্জীবোঽয়মিত্যাক্ষিপ্য পরিহরতি—

অবতরণিকা ভাষ্যানুবাদ—এক্ষণে আপত্তি হইতেছে এই যে, 'ইন্দ্র-প্রাণ' শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট শচীপতি নহেন, ইনি পরমাত্মা; এ-কথা তো যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু "প্রাণোঽস্মি" ইত্যাদিরূপে ইন্দ্র নিজেকেই নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন 'আমি প্রাণ আমাকে তদ্রূপে জানিও', এখানে বক্তা ইন্দ্র,

পরমাত্মা নহেন, অতএব 'ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রম্' ইত্যাদি বাক্যদ্বারাই নিজেকে তিনি উপাস্যরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন, যথা—"আমি ত্রিশিরা, ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে হত্যা করিয়াছি, এবং বেদান্তবাক্য যাহাদের মুখে নাই, সেই সকল ঋষিকে কুক্কুরের মুখে নিক্ষেপ করিয়াছি" এই সকল বাক্য দ্বারা যাহার জীবভাব অবগত হওয়া যাইতেছে, সেই ইন্দ্রই নিজেকে উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং উপক্রম ও উপসংহারের ঐক্য-নিবন্ধন উপক্রমে অবগত জীব-বিশেষই উপসংহারেও কথিত আনন্দাদি শব্দের বাচ্য জীব হইবে। অতএব 'প্রাণোঽস্মি' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রদেবতাই প্রাণরূপে উপাসনা করিবার জন্য উপদিষ্ট হইতেছেন, শুধু ইহাই নহে 'বাচং ধেনুমুপাসীত' বাক্যকে কামধেনু মনে করিয়া উপাসনা করিবে, এই কথায় যেমন বাক্যে ধেনু শব্দের আরোপ করা হইয়াছে, সেইরূপ ইন্দ্রে প্রাণত্ব-হেতু ইন্দ্রদেবতারই উপাসনা বলা হইয়াছে, প্রাণ যেমন বলের কারণ, সেইরূপ ইন্দ্রও বলের অধিষ্ঠাতা; এ-জন্যও তাঁহার প্রাণরূপে উপদেশ হইতে পারে। প্রাণ যে বল, এ-কথা শ্রুতিও বলেন। অতএব 'ইন্দ্র প্রাণ'-শব্দ জীবের বোধক, পরমাত্মা নহেন, এই আক্ষেপের সমাধানার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকা—নন্বু নোক্তমিতি ইন্দ্রপ্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টঃ পরমাত্মেত্যেতন্ন যুক্তমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্বক্তুরিতি। তথাহি। স্বহৃদি করং নিধায়েন্দ্রো বক্তি মামেব বিজানীহি ইতি। তেনেতি। ত্বাষ্ট্রবধাদিকমিন্দ্রেণৈব কৃতং নতু পরমাত্মনা। তথার্থত্বে পুরাণেতিহাসপ্রসিদ্ধার্থবিরোধাপত্তিরিতিভাবঃ। ত্রিশীর্ষাণং ত্রিশিরসং ত্বাষ্ট্রং বিশ্বরূপম্। রুৎ বেদান্তবাক্যং তদ্‌যেষাং মুখে নাস্তি তেঽরুন্মুখাস্তানব্রহ্মজ্ঞানৃষীন্ শালাবৃকেভ্যোঽরণ্যশ্বভ্যঃ প্রাযচ্ছং দত্তবানস্মীত্যেতৎ সর্ব্বং রজোগুণিনি জীবে তস্মিন্ সংভবতীতি। যস্তেন্দ্রস্য জীবভাবো জীবধর্ম্মো বিজ্ঞাতঃ স ইন্দ্রং প্রতর্দ্দনং প্রতি স্বমেবোপাস্যমুপদিশতি ন তু পরমেশ্বরমিত্যতো নোক্তং যুজ্যত ইত্যর্থঃ। ন ত্বানন্দোঽজরোঽমৃত ইত্যুপসংহারবাক্যস্য কা গতিরিতি চেত্তত্রাহোপক্রমানুরোধেনেতি। তত্ত্বেনেতি প্রাণত্বেন। তস্য তথেতি ইন্দ্রস্য প্রাণত্বেনোপদেশ ইত্যর্থঃ। এবঞ্চেদন্তেনাশঙ্ক্য নিরাকরোত্যধ্যাত্মেত্যাদিনা। তথাহীতি—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকানুবাদ—'নন্বু নোক্তম্' ইত্যাদি আপত্তি—ইন্দ্র-প্রাণ শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পরমাত্মা, এই কথা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। সে-বিষয়ে হেতু দেখাইতেছেন, বক্তু ইত্যাদি বক্তা স্বয়ং নিজেকে নির্দ্দেশ করিয়া যখন বলিতেছেন, তখন ইন্দ্র শচীপতি দেবরাজ, পরমাত্মা নহেন। যেহেতু ইন্দ্র নিজের বুকে হাত দিয়া বলিতেছেন,—'আমাকেই প্রাণরূপে বিজ্ঞাত হও।' 'তেন' সেইজন্য। কি জন্য? যেহেতু ত্বষ্টাপ্রজাপতির পুত্র বিশ্বরূপ বধাদি-কার্য্য ইন্দ্রই করিয়াছেন, পরমাত্মা নহেন। যদি পরমাত্মা দ্বারা হইয়াছে বল, তবে পুরাণ ও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ কথার সহিত বিরোধ হয়। 'ত্রিশীর্ষাণং—ত্রিশিরা ত্বাষ্ট্র'—বিশ্বরূপকে, 'অরুন্মুখান্'—'রুৎ' শব্দের অর্থ বেদান্ত বাক্য, তাহা যাহাদের মুখে নাই, তাহারা 'অরুন্মুখ', অর্থাৎ অব্রহ্মজ্ঞ, সেই ঋষিগণকে, 'শালাবৃকেভ্যঃ'—আরণ্য কুক্কুর-মুখে, 'প্রাযচ্ছম্' আমি দিয়াছি, এই সকল কথা রজোগুণসম্পন্ন জীব বিশেষ ইন্দ্রেই সম্ভব হয়। যে ইন্দ্রের এইরূপ জীবধর্ম্ম অবগত হওয়া গিয়াছে, সেই ইন্দ্রই প্রতর্দ্দন রাজার প্রতি নিজের উপাসনার কর্ত্তব্যতা উপদেশ দিতেছেন, পরমেশ্বরের নহে। অতএব তোমরা যাহা বলিলে, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। যদি বল, তাহা হইলে উপসংহার বাক্যে 'আনন্দ, অজর-স্বরূপ তিনি' এই বাক্যের সঙ্গতি কিরূপে হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—উপক্রমের অনুরোধে ইন্দ্রের প্রাণরূপে উপদেশ বলিব। 'তত্ত্বেন' প্রাণরূপে 'তস্য'-ইন্দ্রের, 'তথা'-প্রাণত্বরূপে উপদেশ, 'এবং' এইপ্রকার, 'চেদন্তেন' 'ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতিচেৎ' প্রাণকে বা ইন্দ্রকে পরমাত্মা বলা যায় না, কেননা ইন্দ্র-স্বয়ং নিজেকে উপাসনা করিতে বলিতেছেন, অতএব এখানে দেবরাজ ইন্দ্রই; এই যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন, তাহার উত্তরে ঐ আশঙ্কার নিরাকরণ করিতেছেন—'অধ্যাত্ম সম্বন্ধ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা, অর্থাৎ এই প্রকরণে বহুলভাবে পরমাত্মার ধর্ম্ম সম্বন্ধ একান্ত ভাবে উপদিষ্ট হওয়ায় ইহা ব্রহ্মেরই উপদেশ, শচীপতি ইন্দ্রের নহে। আখ্যায়িকার বর্ণনায় তাহাই প্রতীত হইতেছে—

সূত্র—ন বক্তু রাত্মোপদেশাদিতিচেদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্ ॥২৯॥

সূত্রার্থ—'ন'—'ইন্দ্র'শব্দে জীব-বিশেষ নহে, কারণ 'বক্তু রাত্মোপদেশাৎ' যেহেতু বক্তা ইন্দ্র নিজেকেই উপাস্তরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে বলিব 'অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ-ভূমা, হ্যস্মিন্'—'হি'—যেহেতু, 'অস্মিন্' এই প্রকরণে, 'অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা'—প্রচুরভাবে পরমাত্মার ধর্ম্মের সহিত একান্তভাবে সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, অতএব পরমাত্ম-সম্বন্ধ ধরিয়া পরমাত্মাই প্রাণ, ইন্দ্র শব্দের বাচ্য ॥ ২৯ ॥

গোবিন্দভাষ্য—অধ্যাত্মসম্বন্ধঃ পরমাত্মৈকান্তধর্ম্মসম্বন্ধস্তস্য ভূমা বহুত্বমস্মিন্ প্রকরণে হি যস্মাদ্ দৃশ্যতেঽতঃ পরমাত্মৈব স বোধ্যঃ। তথাহি হিততমঃ বরঃ কিল মোক্ষাপ্ত্যুপায়ঃ। তৎকর্ম্মত্বং মামুপাস্স্বেতি প্রাণশব্দিতস্য প্রতীয়তে। "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি" ইত্যাদিনা সর্ব্বকর্ম্মকারয়িতৃত্বম্। "তদ্যথা—রথস্যারেষু নেমিরর্পিতা নাভাবরা অর্পিতা এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ। প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ"। ইতি জড়-চেতনাত্মকসমস্তাধারত্বঞ্চ। এবং "স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা-নন্দোঽজরোঽমৃতঃ। .এষ লোকাধিপতিরেষ সর্ব্বেশ্বরঃ"। ইত্যা-নন্দাত্মকত্বাদি চ। তদেতদ্ধর্ম্মজাতং পরমাত্মন্যেব সংভবতি নান্যত্রেতি ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অধ্যাত্ম সম্বন্ধ অর্থাৎ পরমাত্মার একান্ত ধর্ম্মসম্বন্ধ এই প্রকরণে বহু পরিমাণে দেখা যায়, অতএব তিনি পরমাত্মাই বুঝিতে হইবে। তথাহীত্যাদি—প্রতর্দ্দন প্রার্থিত হিততমবর (কাম্যবস্তু) শব্দে মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়। সেই কাজ করায় কে? তাহা 'আমাকে উপাসনা কর' বলিয়া যে উপাস্য প্রাণকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, 'সেই পরমাত্মাই সেই সাধুকর্ম্মের কারয়িতা' ইহা প্রতীত হইতেছে। শ্রুতি বলিতেছেন 'এষ এব ইত্যাদি' এই পরমাত্মাই জীবকে সাধুকর্ম্ম করাইয়া থাকেন ইত্যাদি দ্বারা সমস্ত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক পরমাত্মা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হইতেছে, যেমন নেমি (চক্রধারা) রথের অরকাষ্ঠের মধ্যবর্ত্তী ছয়টি শলাকায় অর্পিত,

এবং অরগুলি চক্রনাভিতে অর্পিত অর্থাৎ সম্বন্ধ, এইরূপ ভূতমাত্রা আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত ও শব্দ প্রভৃতি তন্মাত্রাগুলি, প্রজ্ঞামাত্রায় অর্থাৎ চিৎশক্তিতে আবদ্ধ, আবার চিন্মাত্রাগুলি প্রাণের সহিত অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ, এইরূপে জড় বিয়দাদি ও চেতন জীবস্বরূপ সকলের আধার পরমাত্মা হইতেছে। শ্রুতি সেই কথাই বলিতেছেন—সেই এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা চৈতন্য স্বরূপ, সেই প্রাণই আনন্দস্বরূপ, অজর, অমৃত। ইনিই সমস্তলোকের অধিপতি, ইনি সর্ব্বেশ্বর ইত্যাদি দ্বারা শ্রুতিতে প্রাণকে আনন্দাদি স্বরূপ বলা হইয়াছে। সুতরাং এই সকল কর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্ব, আনন্দরূপত্ব, অমৃতত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম পরমাত্মাতেই সম্ভব, বায়ু, দেবরাজ প্রভৃতিতে সম্ভব নহে ॥ ২৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—হিততমং বরং পরমপুরুষার্থলাভোপায়ং প্রতর্দ্দনঃ পপ্রচ্ছ। তল্লাভকামস্য তস্যেন্দ্রঃ প্রাণোপাসনমুপাদিদেশ। স তু প্রাণঃ পরমাত্মৈব ন বায়ুবিকারঃ। 'তমেব বিদিত্বা' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তথা স যো হ মাং বেদ ন হ বৈ তস্য কেনচিৎ কর্ম্মণা লোকোঽনুমীয়তে। ন স্তেয়েন ভ্রূণহত্যয়েত্যাদিকং পরমাত্মপরিগ্রহে ঘটেত নেন্দ্রপরিগ্রহে ঘটেত। তদর্থস্তু যোঽ-ধিকারী মাং মদ্বৃত্ত্যেকহেতুং মদ্ব্যাপকং বা পরমাত্মানং বেদ অনুভবতি তস্য ব্রহ্মজ্ঞস্য লোকো মোক্ষঃ কেনচিৎ কর্ম্মণানুমীয়তে ন হিংস্যতে। দৈবাৎ পতিতানাং পাপানাং বিদ্যয়া ভস্মীভাবাৎ। বহ্নিজ্বালয়েবেষীকতুলা-নামিতি। এষ এব সাধুকর্ম্মেত্যাদিনা নিখিলপ্রাণিপ্রবর্ত্তকত্বং পরমাত্মধর্ম্ম এব। এবং ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাদিতি। বক্তারমুপক্রম্য তদ্যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতেত্যাদিনা জড়চেতনসমস্তাধারত্বং দর্শিতম্। তচ্চ বক্তু-স্তস্য পরমাত্মত্বে সত্যেব সঙ্গচ্ছেত নান্যথেত্যর্থঃ। শ্রুত্যর্থস্তু যথা লোকে প্রসিদ্ধস্য রথস্যারেষু মধ্যবর্ত্তিশলাকাসু ষট্সু চক্রোপান্তা নেমিরর্পিতা। নাভৌ চক্রপিণ্ডিকায়ামরা অর্পিতাঃ তথা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ। ভূতানি খাদীনি মাত্রাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াশ্চেত্যর্থঃ। জীবরূপাসু প্রজ্ঞামাত্রাসু চিৎস্বিত্যর্থঃ। তাশ্চ প্রাণে পরমাত্মন্যর্পিতা ইতি। স এষ ইত্যাদিকং স্ফুটং পরমাত্মপরং। আনন্দাত্মকত্বাদি চেতি। আদিনাজরত্বামৃতত্বলোকনাথত্ব-সর্ব্বৈশ্বর্য্যাণি গৃহ্যাণি। তস্মাদধ্যাত্মসম্বন্ধবাহুল্যাদ্ব স্মোপদেশ এবায়ং নেন্দ্রাত্মক-জীববিশেষোপদেশ ইতি সিদ্ধম্ ॥ ২৯ ॥

টীকানুবাদ—প্রতর্দ্দন জিজ্ঞাসা করিলেন হিততমবর অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ-লাভের উপায় কি ? সেই পরমপুরুষার্থ-প্রার্থী প্রতর্দ্দনকে ইন্দ্র প্রাণোপাসনা উপদেশ করিলেন। সেই উপাস্য প্রাণ হইতেছেন পরমাত্মাই, বায়ু-বিকার নহে। কেননা 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি' সেই পরমাত্মাকে স্বরূপতঃ জানিলে মৃত্যু অর্থাৎ সংসার অতিক্রম করা যায় ইত্যাদি শ্রুতি পরমাত্মার উপাসনাকেই মুক্তিলাভের উপায় বলিতেছেন। আরও শ্রুতি সেইরূপ বলিতেছেন 'স যো হ মাং বেদ' ইত্যাদি,—ভ্রূণহত্যয়েত্যন্তশ্রুতি—ইন্দ্রশব্দে পরমাত্মাকে গ্রহণ করিলে সঙ্গত হয়, দেবরাজ ইন্দ্রকে ধরিলে তাহা হয় না। ঐ শ্রুতির অর্থ এই—যে অধিকারী আমাকে অর্থাৎ মদ্বৃত্তিলাভের একমাত্র কারণ অথবা মদ্ব্যাপক সেই পরমাত্মাকে অপরোক্ষ অনুভূতি করে, সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মোক্ষ কোন কর্ম্মদ্বারাই বিঘ্নিত বা নাশিত হয় না, এমন কি, চৌর্য্য বা ভ্রূণহত্যাও আকস্মিক ঘটিলে সেই মহাপাতকগুলি ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা ভস্মীভূত হয়। যেমন অগ্নিশিখা দ্বারা তৃণরাশি বা তুলারাশির ঝটিতি দাহ হয়।

'এষ এব সাধুকর্ম্ম কারয়তি'—এই পরমেশ্বরই জীবকে উত্তম কার্য্য করাইয়া থাকেন ইত্যাদি দ্বারা বোধিত সমস্ত প্রাণীর প্রবর্ত্তকত্ব পরমাত্মারই ধর্ম্ম; জীবের ধর্ম্ম নহে। এইরূপ আরও শ্রুতিতে উক্ত আছে—'ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ' বাক্‌কে ব্রহ্ম বলিয়া জানিও না, বক্তাকে জানিবে। সেই বক্তাকে উপক্রম করিয়া দৃষ্টান্তে দেখাইতেছেন যেমন রথের নেমি অর-কাষ্ঠের উপর অর্পিত, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জড় ও চেতনাত্মক সমস্ত বিশ্বের তিনি আধার ইত্যাদিরূপে পরমেশ্বরের সর্ব্বাশ্রয়ত্ব দেখাইয়াছেন।

সেই বক্তা বলিতে যদি পরমাত্মাই তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত হয়, তবেই ইহা সঙ্গত হইতে পারে, জীব বলিলে হয় না। উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য এই —যেমন লৌকিক ব্যবহারে প্রসিদ্ধ রথের মধ্যবর্ত্তী ছয়টি দণ্ডের উপর চক্রপ্রান্ত অর্পিত হইয়া আছে, আর চক্রপিণ্ডের উপর অরদণ্ডগুলি অর্পিত, সেইরূপ পঞ্চ মহাভূত-আকাশাদি এবং মাত্রা অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়গুলি জীব-স্বরূপ প্রজ্ঞা চৈতন্যে অর্পিত, আবার সেই প্রজ্ঞামাত্রা প্রাণাত্মক পরমাত্মায় অর্পিত। আর 'স এষ প্রাণঃ' ইত্যাদি শ্রুতি স্পষ্টই পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে।

আনন্দাত্মকত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মও পরমাত্মার। আদি—প্রভৃতি বলিতে অজরত্ব, অমৃতত্ব, লোকনাথত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব জানিবে। অতএব অন্তর্য্যামীর ধর্ম্ম সম্বন্ধ প্রচুরভাবে কথিত হওয়ায় প্রাণোপদেশ বলিতে ব্রহ্মোপদেশই ধর্ত্তব্য, ইন্দ্র-নামক জীবোপদেশ নহে—ইহাই সিদ্ধ হইল ॥ ২৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, এ-স্থলে প্রাণ-শব্দে পরমাত্মাকে গ্রহণ করিলে যুক্তিসঙ্গত হয় না কারণ ইন্দ্র স্বয়ং বক্তৃরূপে নিজেকেই উপাস্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই পূর্ব্বপক্ষ নিরসনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, যদিও বক্তা ইন্দ্রকে এখানে আত্মোপদেশ করিতে দেখা যায়, তথাপি এই প্রকরণ অধ্যাত্মসম্বন্ধের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে পরমাত্মার ধর্ম্মের সহিতই সম্বন্ধবিশিষ্ট ; সুতরাং ইন্দ্র এ-স্থলে 'প্রাণ'-শব্দে পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কারণ পরমাত্মার উপাসনা ব্যতীত ইন্দ্রের উপাসনার দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না এবং মোক্ষলাভ ব্যতীতও জীবের হিততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না।

পরমাত্মাই চেতন ও অচেতন সমগ্র বিশ্বের আধার বা আশ্রয় এবং তিনিই সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও ফলদাতা। তিনি ব্যতীত আর কেহ মোক্ষ দিতে পারে না। ঘণ্টাকর্ণের প্রতি শিবের বচনে পাওয়া যায়,—"মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ"। ভাষ্যে উল্লিখিত এ-স্থলে রথের দৃষ্টান্তটিও প্রণিধানযোগ্য। অতএব শ্রুতিবর্ণিত 'স এষ প্রাণঃ' বিচারে পরমাত্মাতেই 'প্রাণ' শব্দ নির্দ্দিষ্ট হয়। আরও পরমাত্মাই, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর, অজর, অমৃত এবং সকলের সর্ব্বফল দাতা, সুতরাং ইন্দ্ররূপ জীব-বিশেষ এই প্রাণ-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। ইহা যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ॥" (ভাঃ ২।১০।১২)

অর্থাৎ দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল, স্বভাব এবং জীব তাঁহার অনুগ্রহে বর্ত্তমান এবং তিনি উপেক্ষা করিলে তাহাদের কার্য্য-ক্ষমতা থাকে না।

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের পরমাত্ম-সন্দর্ভেও পাওয়া যায়,—

"কালো দৈবং কর্ম্ম জীবঃ।
স্বভাবো দ্রব্যক্ষেত্রং প্রাণমাত্মাবিকারঃ" ॥

শ্রীভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ" (ভাঃ ২।৫।১৪) অর্থাৎ বাসুদেব হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য অর্থ যথার্থতঃ নাই ॥ ২৯ ॥

অবতরণিকা ভাষ্য—নন্বেবঞ্চেদ্বক্তু রাত্মোপদেশঃ কথং সংগচ্ছেত তত্রাহ—

অবতরণিকা ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি হইতেছে, যদি উহা ব্রহ্মোপদেশ হয়, তবে বক্তার নিজের উপদেশ কিরূপে সঙ্গত হইল? ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকা—নন্বেবমিতি। এবং নিখিলস্য বাক্যস্য ব্রহ্ম-পরত্বে সতি। মামেব বিজানীহি ইতি বক্তুরিন্দ্রস্য স্বোপদেশঃ কথং সংভবেদিত্যর্থঃ—

অবতরণিকা ভাষ্যের টীকানুবাদ—আশঙ্কা হইতেছে, যদি নিখিল বেদান্তবাক্য ব্রহ্মে সমন্বিত, তবে ইন্দ্রের 'আমাকেই ব্রহ্মরূপে জানিবে' এইরূপে আত্মোপদেশ কিরূপে সম্ভব? তাহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

সূত্র—শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ—'তু'—ঐ সন্দেহ নিবৃত্তির জন্য বলা হইতেছে 'শাস্ত্রদৃষ্ট্যা'—শাস্ত্রের উপদেশানুসারে, 'উপদেশঃ'—ইন্দ্রের নিজেকে উপাস্যত্বরূপে কথন সম্ভব, অন্য কোন প্রকারে নহে, 'বামদেব বৎ'—বামদেব নামক মুনির মত অর্থাৎ তিনি যেমন নিজেকে ব্রহ্মরূপে জানিয়া মনে মনে নিশ্চয় করিলেন 'আমি মনু হইয়াছিলাম, সূর্য্য হইয়াছিলাম' এইরূপে তিনি নিজের বৃত্তির হেতুভুত ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়া 'অহং' শব্দার্থের সহিত অভিন্নরূপে মনু

প্রভৃতির নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ ইন্দ্রও ব্রহ্মাভিন্নরূপে নিজেকে উপাস্য বলিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

গোবিন্দভাষ্য—তু-শব্দঃ সন্দেহহানৌ। বিজ্ঞাতজীবভাবেনাপীন্দ্রেণ মামেব বিজানীহি মামুপাস্স্বেত্যুপাস্যব্রহ্মরূপতয়া যোঽয়ং স্বোপদেশঃ কৃতঃ স শাস্ত্রদৃষ্ট্যৈব সম্ভবতি নেতরথা। শাস্ত্রং খলু যদ্বৃত্তির্যদায়ত্তা তং তাদ্রূপ্যেণ উপদিশতি। "ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণ ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি" ইতি ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ। প্রাণায়ত্তবৃত্তিকত্বাদিন্দ্রিয়াণি প্রাণরূপতয়া নির্দ্দিশতি। তথা চৈবং বিদুষো বক্তুঃ স্বপ্রজ্ঞাং স্ববিনেয়ে সঞ্চিচারয়িষোর্মামেব বিজানীহীত্যাত্মপদেশোঽন্যথা স্বং ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকমসৌ ন বিদ্যাদিতি। দৃষ্টান্তমাহ। বামেতি। যথা বৃহদারণ্যকে—"তদ্বৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ"ইত্যত্রাহমিতি স্ববৃত্তিহেতুং ব্রহ্ম নির্দ্দিশ্য তদেকার্থেন মন্বাদীন্ বামদেবো ব্যপদিশতি তথেন্দ্রোঽপি স্বমিতি। স্মৃতিশ্চ—তদ্ব্যাপ্যস্য তাদ্রূপ্যমভিধত্তে। "যোঽয়ং তবাগতো দেব! সমীপং দেবতাগণঃ। সত্যমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্ব্বগতো ভবান্"ইতি। "সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্ব"ইতি চ। লোকেঽপি স্থানমত্যৈক্যাদৈক্যং বদন্তি। "গাবঃ সায়মেকতাং যান্তি"ইতি। "বিবদমানা নৃপাস্তাং পাতার"ইতি চ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'তু' শব্দটি পূর্ব্বোক্ত সন্দেহ নিরাকরণার্থ প্রযুক্ত। ইন্দ্র নিজেকে জীব বলিয়া জানিয়াও যে উপদেশ করিলেন,—'আমাকেই ব্রহ্মরূপে অবগত হও, আমাকেই উপাসনা কর' এইভাবে উপাস্য ব্রহ্মরূপে নিজের উপদেশ শাস্ত্র-দৃষ্টি অনুসারেই সম্ভব, প্রকারান্তরে নহে; যেহেতু শাস্ত্র সেইরূপেই জীবের অবস্থা বর্ণন করে, যে বৃত্তি বা অবস্থা যাহার অধীন; যেমন বাক্ প্রভৃতির বৃত্তি প্রাণের অধীন বলিয়া সেইগুলিকে

প্রাণরূপে বর্ণন করা হইয়াছে, সেইরূপ ইন্দ্রেরও ঐ বৃত্তি ব্রহ্মের অধীন, এই হেতু ব্রহ্মস্বরূপে ভাবিত হইয়া ইন্দ্র নিজেকে উপাসনা করিতে বলিয়াছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে বাক্ প্রভৃতির সংবাদে একটি উপাখ্যান আছে, তাহাতে প্রজাপতি বাক্ প্রভৃতিকে বলিলেন,—বাক্-শক্তি কথা বলে না, চক্ষুঃও দেখে না, কাণও শোনে না, মনও মনন করে না, প্রাণই সকল কার্য্য করে, প্রাণ ব্যতীত কাহারও কোন কার্য্য করিবার শক্তি নাই; অতএব প্রাণাধীন বৃত্তি বলিয়া ইন্দ্রিয়গুলি প্রাণের স্বরূপ বলিয়া শ্রুতি নির্দ্দেশ করিলেন। ঈদৃশ জ্ঞানবিশিষ্ট বক্তা নিজের প্রজ্ঞাকে অপরে সঞ্চারিত করিবার অভিপ্রায়ে উপদেশ করিতেছেন, 'আমাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান'। যদি নিজের উপর ব্রহ্মাত্মবোধ না জন্মে, তবে প্রতর্দ্দন নিজেকে ব্রহ্মাধীন বৃত্তি বলিয়া জানিতে পারিবে না। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—'বামদেববৎ'। বৃহদারণ্যক উপনিষদে সেই বৃত্তান্তটি আছে—মহর্ষি বামদেব ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন 'আমি মনু হইয়াছি, আমি সূর্য্য'। এইরূপে তাঁহার চিত্তবৃত্তির হেতুভূত ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়া সেই মনু প্রভৃতি স্বরূপে আত্মাকে যেমন নির্দ্দেশ করিলেন, সেইরূপ ইন্দ্রও নিজেকে উপাস্যরূপে নির্দ্দেশ করিলেন। এ-বিষয়ে স্মৃতি-বাক্যও বলিতেছেন, যে যাহার ব্যাপ্য, সে তৎস্বরূপ হয়। যেমন বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর প্রতি দেবতাদের উক্তি—"হে দেব! এই যে দেবগণ আপনার নিকট আসিয়াছে, ইহারা সত্যই জগৎস্রষ্টা, যেহেতু জগৎ সৃষ্টিকারী আপনি সকলের মধ্যে আছেন।" এখানে ব্যাপক বিষ্ণু, ব্যাপ্য দেবগণ, সুতরাং দেবগণের বিষ্ণু-রূপতা। গীতাতে অর্জ্জুনও ভগবান্‌কে সেই কথা বলিতেছেন—"সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ", যেহেতু তুমি সকল বস্তুকে অধিকার করিয়া আছ, অতএব তুমি সমস্ত ঘটপদাদিস্বরূপ; ইহাতে বুঝাইতেছে, যে যাহা অধিষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা তৎস্বরূপ হয়। যেমন জীবাত্মা সকল দেহকে আশ্রয় করিয়া আছে, অতএব দেহকে আত্মরূপে ব্যবহার করা হয়। লৌকিক প্রয়োগেও দেখা যায়—এক স্থানে উপনীত হইলে একত্ব প্রাপ্ত হয় এবং মতির ঐক্যেও এক সংজ্ঞা লাভ করে। যেমন সায়ংকালে গরু সকল একত্র সমবেত হইলে তাহারা একত্ব প্রাপ্ত হয়। মতির ঐক্যে—যেমন রাজারা পরস্পর বিবাদকারী হইলেও পালনকারিত্ব-হিসাবে এক হয়॥ ৩০॥

সূক্ষ্মা টীকা—সঙ্গতিমাহ শাস্ত্রেতি। বিজ্ঞাতেতি। বিজ্ঞাত জীব-ধর্ম্মেণেত্যর্থঃ। স্বোপদেশো নিজোপদেশঃ। 'ন বৈ বাচ' ইতি। প্রাণায়ত্ত-বৃত্তিকত্বাদ্বাগাদীনাং প্রাণরূপতা প্রাণাভিধানঞ্চ তথা তদ্ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তি-কত্বাদিন্দ্রাদিজীবানাং ব্রহ্মরূপত্বাদীত্যর্থঃ। প্রাণসংবাদে কথাস্তি—"বাগাদয়ঃ সর্ব্বে প্রত্যেকমাত্মনঃ শ্রৈষ্ঠ্যং মন্যমানাঃ তন্নিশ্চয়ায় প্রজাপতিমুপজগ্মুঃ। স চ তানুবাচ। 'যস্মিন্নুৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব ভবতি স যুষ্মাকং শ্রেষ্ঠ' ইতি। প্রজাপতাবেবমুক্তবতি বাগাদিষু ক্রমেণোৎক্রান্তেষ্বপি মূকাদিভাবেন শরীরং স্বস্থমস্থাৎ। মুখ্যপ্রাণস্যোচ্চিক্রমিষায়াং তু বাগাদয়ো ব্যাকুলতামাপুঃ। তাং বীক্ষ্য স তানুবাচ মা মোহমাপদ্যথ। যতোঽহমেবৈতং পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বানমবষ্টভ্য বিধারয়ামি ইতি। ইহ বাগাদীনাং প্রাণৈকায়ত্ত-বৃত্তিত্বং বিস্ফুটম্। পঞ্চধা প্রাণাপানাদিরূপেণ। বানং শরীরম্। বনতি গচ্ছতীতি ব্যুৎপত্তেঃ। তথাচৈবমিতি। এবং বিদুষ ঈদৃশজ্ঞানবিশিষ্টস্য ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকোঽহমিতি জানত ইতি যাবৎ। স্বপ্রজ্ঞাং স্বীয়ং তজ্‌জ্ঞানম্। স্ববিনেয়ে স্ববিশিষ্টে প্রতর্দ্দনে রাজ্ঞি। সঞ্চিচারয়িষোঃ সঞ্চারয়িতুমিচ্ছো-রিন্দ্রস্য মামেব বিজানীহীতি ইত্যাদ্যুপদেশস্তং প্রতি বভূবেত্যর্থঃ। অন্যথা ঈদৃশোপদেশাভাবে ঈশ্বরঃ কশ্চিদস্তীত্যেবমুপদেশে সতীতি যাবৎ। অসৌ প্রতর্দ্দনঃ স্বমাত্মানং ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকং ন জানীয়াদিত্যর্থঃ। বামদেববদিতি। তদেকার্থেন অহংশব্দসামানাধিকরণ্যেন আত্মানং ব্যপদিশতীত্যর্থঃ। সঙ্গত্যন্তরমাহ—স্মৃতিশ্চেতি। 'যোঽয়ম্' ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। বিষ্ণুং প্রতি দেবানাং বাক্যং তদ্ব্যাপ্যত্বাৎ দেবাস্তদভিন্না ইত্যর্থঃ। সর্ব্বমিতি শ্রীগীতাসু অর্জ্জুনবাক্যম্। সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ ত্বত্তঃ সর্ব্বং ন ভিন্নমিত্যর্থঃ। অপরাং সঙ্গতিমাহ। 'লোকেঽপি' ইতি। 'স্থানৈক্যে গাব' ইতি। 'মত্যৈক্যে বিবদমানা' ইতি। তামেকতাম্॥ ৩০॥

টীকানুবাদ—শাস্ত্রেত্যাদি বাক্য দ্বারা সঙ্গতি দেখাইতেছেন—'বিজ্ঞাত জীব-ভাবেন' যাহার জীব-ভাব জ্ঞাত রহিয়াছে, তাহা কর্ত্তৃক নিজের উপদেশ কিরূপে সম্ভব? 'ন বৈ বাচ' ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য প্রাণাধীন বৃত্তি (কার্য্যকারিতা) হেতু যেমন বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনের প্রাণস্বরূপতা এবং তাহাদের প্রাণ সংজ্ঞা, সেইরূপ ইন্দ্রাদি জীবেরও ব্রহ্মাধীন ব্যাপার, অতএব ব্রহ্মরূপতা ও ব্রহ্ম নামে অভিধান। ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রাণ

সংবাদে একটি আখ্যায়িকা আছে—বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ প্রত্যেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া বিবাদ করিতে লাগিল। পরে তাহার নিশ্চয়ার্থ তাহারা প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইল। প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন—তোমাদিগের মধ্যে যে শরীর হইতে বহির্গত বা নিষ্কর্ম্মা হইলে শরীর অত্যন্ত মলিন ও কুৎসিত হয়; সেই শ্রেষ্ঠ। প্রজাপতির এই উক্তির পর বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় একে একে নির্গত হইল, তখন শরীর মূক বধির অন্ধাদিরূপে অবস্থিত হইয়াও অস্বাস্থ্যলাভ করিল না, কিন্তু যখন মুখান্তর্ব্বর্ত্তী প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইতে চাহিল, তখন বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অত্যন্ত ব্যাকুলতা বা কার্য্যাক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া গেল। তাহাদের সেই ব্যাকুলতা দেখিয়া প্রাণ তাহাদিগকে বলিল; তোমরা মোহ প্রাপ্ত হইও না। যেহেতু আমিই নিজেকে এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া শরীরকে আশ্রয় করতঃ বাঁচাইয়া রাখিতেছি। অতএব এই আখ্যায়িকা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে; বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বর্গের প্রাণাধীন বৃত্তি; পাঁচ প্রকারে অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানরূপে। ভাষ্যস্থিত—'বান' শব্দের অর্থ শরীর, তাহার ব্যুৎপত্তি হইতেছে,—যাহা যাইতেছে অর্থাৎ নাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে। 'তথা চৈবম্' ইত্যাদি এবং এই প্রকার 'বিদুষঃ'—জ্ঞান বিশিষ্ট অর্থাৎ আমি (জীব) ব্রহ্মাধীন বৃত্তি বিশিষ্ট এই প্রকার যে জানে, সেই ব্যক্তি 'স্বপ্রজ্ঞাং'—নিজের সেই জ্ঞানকে, 'স্ববিনেয়ে'—নিজের উপদেশ বিষয়ীভূত প্রতর্দ্দন রাজাতে, সঞ্চারিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া ইন্দ্র বলিলেন, 'আমাকেই বিশেষরূপে জান' ইত্যাদি উপদেশ তাহার প্রতি করিলেন। অন্যথা যদি এইরূপ উপদেশ না করিতেন অর্থাৎ সাধারণভাবে বলিতেন যে, 'ঈশ্বর একজন আছেন, তাঁহাকে উপাসনা কর' তবে ঐ প্রতর্দ্দন নিজ আত্মাকে ব্রহ্মাধীন-বৃত্তিক বলিয়া জানিত না। 'বামদেববদিতি'—যেমন বামদেব মুনি মনু প্রভৃতিকে 'অহং' শব্দের বাচ্য অর্থে অভিন্নরূপে আত্মাকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। পর সূত্রের উত্থানের আর একটি সঙ্গতি দেখাইতেছেন—'স্মৃতিশ্চ' এই কথা দ্বারা অর্থাৎ পুরাণাদি শাস্ত্রেও এইরূপ স্মৃত হয়—'যোঽয়ং তবাগত' ইত্যাদি শ্লোকটি বিষ্ণুপুরাণের, ইহা বিষ্ণুর প্রতি দেবতাদিগের বাক্য। যেহেতু দেবতারা তাঁহার ব্যাপ্য, অতএব তাঁহা হইতে (বিষ্ণু হইতে) অভিন্ন—স্বতন্ত্র নহেন। 'সর্ব্বং সমাপ্নোষি' ইত্যাদি

বাক্যটি শ্রীমদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের বাক্য। ইহার তাৎপর্য্য, তুমি সর্ব্ব ব্যাপক, এইজন্য সমস্ত বস্তু তোমা হইতে ভিন্ন নহে। আরও একটি সঙ্গতি (পর সূত্রের উত্থাপনের বীজ) দেখাইতেছেন 'লোকেঽপি' ইত্যাদি—যেমন লৌকিক প্রয়োগে আছে স্থানের ঐক্য ও মতের ঐক্যবশতঃ বিভিন্ন বস্তু একত্ব প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে স্থানের ঐক্যে—যথা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিলেও সায়ং-কালে গরুসকল এক জায়গায় জড় হয়, মতির ঐক্যে যেমন রাজারা পরস্পর বিবাদকারী হইলেও প্রজারক্ষা-কার্য্যে একত্ব (সাম্য) প্রাপ্ত হয়। ভাষ্যোক্ত 'তাম্' শব্দের অর্থ একত্ব ॥ ৩০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—প্রাণ শব্দে যদি পরব্রহ্ম পরমাত্মাই নির্দ্দিষ্ট হন, তাহা হইলে ইন্দ্র নিজেকে প্রজ্ঞাত্মা প্রভৃতি শব্দে কি প্রকারে উপদেশ দিলেন? এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শাস্ত্র-দৃষ্টি অনুসারে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে বুঝিতে হইবে; যেমন বামদেব করিয়াছিলেন। ভাষ্যে ও টীকায় এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। যে বৃত্তি বা অবস্থা যাহার অধীন, শাস্ত্র তাহাকে তদধীনতা হেতু তদ্রূপেই বর্ণন করিয়াছেন। যেমন ব্যাপক বিষ্ণুর অধীন ব্যাপ্য দেবগণকে বিষ্ণুর অভিন্নরূপেই গ্রহণ করা হয়। উপনিষদ, বিষ্ণুপুরাণ, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্ম-উপাসনায় সিদ্ধ পুরুষদিগের নিজেতে ব্রহ্মত্ববোধ জন্মিয়া থাকে। বৃহদারণ্যকে কথিত বামদেবের দৃষ্টান্তটি এখানে লক্ষীতব্য।

লোকে যেমন রাজপুরুষদিগকেও রাজা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন, ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকতাবশতঃ ইন্দ্রাদি জীবের ব্রহ্মরূপতা তদ্রূপে সিদ্ধ হয় বা ব্রহ্ম নামে কথিত হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে যেমন প্রাণ-সংবাদে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের প্রাণায়ত্তবৃত্তিকত্ব জানা যায়, সেইরূপ ইন্দ্রও এখানে ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তি লাভকরতঃ নিজেকে ব্রহ্মাভিন্ন জানিয়া ঐরূপ উপদেশ করিয়াছেন। উহা না করিলে প্রতর্দ্দন রাজা নিজেকে ব্রহ্মাধীন বলিয়া জানিতে পারিতেন না।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি-কথিত বামদেবের দৃষ্টান্ত দ্বারা সূত্রকার উহা বুঝাইয়াছেন।

শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যেও আছে,—

"অহমাত্মা তদাকারস্তৎস্বরূপো নিরঞ্জনঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা দেবং মামেব শরণং ব্রজ॥"

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা॥" (ভাঃ ১১।১৩।২৪)

অর্থাৎ মন, বাক্য, দৃষ্টি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল বিষয় গ্রহণ করা হয়, তৎসমুদয় আমিই অর্থাৎ মদভিন্নস্বরূপ, আমা হইতে ভিন্ন নহে। ইহা তত্ত্ব বিচারের দ্বারা অবগত হইবে।

শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজও বলিয়াছিলেন,—

"অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।" (ভাঃ ১২।৫।১১)

শ্রীল স্বামিপাদ এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—

"যোঽহং স ব্রহ্মৈব যদ্ ব্রহ্ম তদহমেবেতি সমীক্ষ্য
তত্র অহং ব্রহ্মেতি ভাবনয়া জীবস্য শোকাদিনিবৃত্তিঃ।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায়ও পাই,—

"যোঽহং স ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারীতিভাবনয়া শোকাদিনিবৃত্তিঃ ব্রহ্মাহমিতি অহমেব ব্রহ্মেতি ভাবনয়া চ ব্রহ্মণঃ পরোক্ষনিবৃত্তির্ভবতীতি ব্যতীহারো দর্শিতঃ। নিষ্কলে নিরুপাধৌ আত্মনি ব্রহ্মণি। পক্ষে অহং ধাম সূর্য্যোপমস্য পরমেশ্বরস্য ত্বিট্‌কণশ্চিৎকণ এবেত্যর্থঃ। 'গৃহদেহত্বিট্‌প্রভাবধামানি' ইত্যমরঃ। কীদৃশং ব্রহ্মপরং 'নারায়ণপরো বিপ্রঃ' ইতিবদ্ ব্রহ্মোপাসকমিত্যর্থঃ। অতএব ব্রহ্মাহং ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরস্যৈবাহমিতি ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ" ॥ ৩০ ॥

অবতরণিকা ভাষ্য—নন্বস্তু ব্রহ্মৈকান্তধর্ম্মসম্বন্ধভূমা তথাপ্যেতদ্বাক্যং ব্রহ্মপরমিতি ন শক্যং নিয়ন্তুম্। "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ।" "ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনম্"ইত্যাদিজীবলিঙ্গাৎ। "যাব-

দস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি তাবদায়ুরথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি"ইতি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ। এবং "যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ। সহ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ। সহোৎক্রামত" ইত্যপি জীবাত্মুক্তৌ ন বাধকম্। প্রবৃত্তিনিবৃত্তিসাহিত্যেন দ্বয়োরৈক্যোপচারাৎ। তস্মাৎ ত্রয়মুপাস্যমিতি। তদেতন্নিরাকর্ত্তুমাহ—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে শ্রীবলদেবকৃতমবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্॥

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এক্ষণে আশঙ্কা হইতেছে, আচ্ছা, প্রচুররূপে এই প্রাণে ব্রহ্মের অব্যভিচরিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধ থাকে থাকুক, তথাপি এই ইন্দ্রবাক্য ব্রহ্মতাৎপর্য্যে প্রযুক্ত, ইহা নিয়ম করা যায় না, কারণ—'ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ' বাক্যকে জানিতে চাহিও না, প্রাণরূপ বক্তাকে জানিবে, এই শ্রুতি প্রাণের বক্তৃত্ব প্রতিপাদন করিতেছে এবং সেই বক্তৃত্ব প্রাণের জীবত্বে অনুমাপক সাধন; এখানে ইন্দ্র বক্তা, যিনি ত্বষ্টৃপুত্র ত্রিশিরা বিশ্বরূপকে হত্যা করিয়াছেন, ইহা জীবধর্ম্ম, পরমাত্মধর্ম্ম নহে, 'ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনম্' আমি ত্রিশিরা ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে হত্যা করিয়াছি, এই ইন্দ্রের উক্তিই তাহার জীবত্বের প্রমাণ। আবার মুখান্তর্ব্বর্ত্তী বায়ুর প্রাণত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ—যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই শরীর-মধ্যে প্রাণ অবস্থান করে, ততদিনই লোকের আয়ু অর্থাৎ জীবিতকাল। অতএব মুখ্য প্রাণই জীব-চৈতন্য; যেহেতু সেই প্রাণই জীব-শরীরকে পরিগ্রহ করিয়া পরিচালনা করে। ইহাও মুখ্য প্রাণবায়ুর জীবত্বে প্রমাণ। এইরূপ যে প্রাণ, সেই প্রজ্ঞা অর্থাৎ জীব-চৈতন্য, যাহা প্রজ্ঞা, তাহাই প্রাণ। এই প্রাণ ও প্রজ্ঞা উভয়ে সহযোগে এই শরীর-মধ্যে বাস করে এবং যখন শরীর হইতে বাহির হয়, তখন সহযোগে উৎক্রমণ করিয়া থাকে—এই উক্তিও জীবাদি স্বরূপতাকথনে বাধক নহে। পরন্তু সহিতভাবে উভয়ের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিহেতু

প্রজ্ঞা ও প্রাণের লাক্ষণিক ঐক্য বলা হয়, অতএব জীব, প্রাণ ও প্রজ্ঞা তিনটিই উপাস্য—এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাসার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদের শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকা—অর্দ্ধমঙ্গীকৃত্য আশঙ্ক্যতে। নন্বিতি। প্রাণস্য জীবত্বে বক্তৃত্বং লিঙ্গমাহ ন বাচমিতি। বক্তা খলু ইন্দ্রাখ্যো জীবঃ যেন ত্রিশীর্ষা বিশ্বরূপো নিজঘ্ন ইতি জীবলিঙ্গং বিস্ফুটম্। যাবদিতি প্রাণস্য শরীরধারণং তদুত্থাপনঞ্চ। প্রাণবায়ুত্বে লিঙ্গমিতি। মুখ্যপ্রাণলিঙ্গং বিস্ফুটম্। এবং যো বৈ ইতি। প্রাণঃ প্রাণবায়ুঃ। প্রজ্ঞা জীবচৈতন্যমিতি পূর্ব্বপক্ষার্থঃ। জীবাদ্যুক্তাবিতি জীবমুখ্যপ্রাণাভিধান ইত্যর্থঃ। যঃ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞেত্যভেদে যুক্তিমাহ। প্রবৃত্তীতি। পরমাত্মলিঙ্গন্তু "স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরামৃত" ইত্যাদিনা বিস্ফুটমিতি। তস্মাৎ ত্রয়মিতি। উপক্রমোপসংহারপর্য্যালোচনয়া ব্রহ্মরূপৈকবাক্যার্থপ্রতীতাবপি তস্যা জীবমুখ্যপ্রাণরূপপদার্থপ্রতীতিজন্যত্বেন গৌণত্বাৎ পদার্থপ্রতীতেশ্চ তজ্জনকত্বেন প্রাধান্যাদেকবাক্যার্থপ্রতীতিমপোহ্য বাক্যভেদ এব ন্যায্য ইতি জীবাদীনাং ত্রয়াণামুপাস্যানাং প্রত্যেকং স্বাতন্ত্র্যেণ বাক্যার্থত্বমস্তিতি—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে শ্রীবলদেবকৃত-অবতরণিকা-ভাষ্যস্য সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা ॥

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'অর্দ্ধমঙ্গীকৃত্যাশঙ্ক্যতে—পূর্ব্বপক্ষী অর্দ্ধেকটি স্বীকার করিয়া আশঙ্কা করিতেছেন—'নন্থ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। যদিও প্রচুর ব্রহ্মধর্ম্ম অব্যভিচরিতভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহা হইলেও এইবাক্য অর্থাৎ 'মামুপাস্ব' ইন্দ্রের এই বাক্যে ব্রহ্ম নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায় না, বরং প্রাণের জীবত্ব-সম্বন্ধে বক্তৃত্বরূপ প্রমাণ আছে, যথা—'ন বাচং বিজিজ্ঞাসস্ব' ইত্যাদি। এই বাক্যের বক্তা ইন্দ্র নামক জীব, যিনি ত্রিশিরা বিশ্বরূপকে নিহত করিয়াছেন, এই হত্যাসাধন-কর্ম্ম জীবপক্ষেই স্পষ্ট। আবার প্রাণবায়ুই যে মুখ্য প্রাণ, সে-বিষয়েও সুস্পষ্ট প্রমাণ 'যাবৎ'

ইত্যাদি শ্রুতি। 'এবং যো বৈ' ইত্যাদি শ্রুতিও জীব-চৈতন্য ও মুখ্য প্রাণের তাৎপর্য্যে প্রবৃত্ত, তবেই জীবের মুখ্য প্রাণপরতাবোধনে কিছুই প্রতিবন্ধক নাই 'এবং যো বৈ প্রাণঃ' ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত প্রাণ অর্থাৎ প্রাণবায়ু, প্রজ্ঞা অর্থাৎ জীব-চৈতন্য, কেহই ব্রহ্মপর নহে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষের সার কথা। যে প্রাণ সেই প্রজ্ঞা, অর্থাৎ জীবচৈতন্য এক, ইহাতে যুক্তি দেখাইতেছেন—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-সাহিত্যেনেত্যাদি। আবার পরমেশ্বরপরতা-বিষয়ে প্রমাণ—'স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ' সেই পরমেশ্বরই প্রাণ, তিনিই চৈতন্যময় জীব, তিনি আনন্দস্বরূপ, অজর ও অমৃত, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পরিস্ফুটই আছে; এমতাবস্থায় তিনটিরই উপাস্যতা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কথাটি এই—উপক্রম-বাক্য ও উপসংহার-বাক্য পর্য্যালোচনা দ্বারা যদিও ব্রহ্মই একবাক্যার্থ প্রতীত হইতেছেন, তাহা হইলেও ঐ ব্রহ্মরূপ একবাক্যার্থ প্রতীতি জীব ও মুখ্যপ্রাণরূপ পদার্থ প্রতীতি-সাপেক্ষ, এজন্য গৌণ, যেহেতু বাক্যার্থ-প্রতীতি পদার্থ-প্রতীতির জন্য, অতএব উহা প্রধান, সুতরাং এক-বাক্যার্থ প্রতীতি-পক্ষ ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে বাক্যভেদ করাই সঙ্গত অর্থাৎ জীব, মুখ্যপ্রাণ ও ব্রহ্ম এই তিনটি উপাস্যের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে বাক্যার্থ। এই পূর্ব্বপক্ষীর মত সূত্রকার খণ্ডন করিতেছেন 'জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদের শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূত্র—জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাস্যত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ ॥ ৩১ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে সূত্রং সমাপ্তম্ ॥

সূত্রার্থ—'জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেৎ'—যদি বল জীবধর্ম্ম ও প্রাণধর্ম্ম থাকায় তাহারাও (জীব ও মুখ্য প্রাণও) ব্রহ্মের মত উপাস্য, কেবল ব্রহ্ম নহে,

এই উক্তিও সঙ্গত নহে ; যেহেতু তাহাদেরও উপাস্যতা বলিলে তিনটি উপাস্য হইয়া পড়ে। আর একটি হেতু এই—'আশ্রিতত্বাৎ' যেহেতু অন্য স্থলেও জীব-প্রাণপ্রজ্ঞাদি শব্দের ব্রহ্মপরত্ব আশ্রয় করা হইয়াছে, অতএব এখানেও সেইরূপ হইবে। 'তদ্‌যোগাৎ'—হিততম উপাসনার বিষয়ত্বরূপ ধর্ম্মবশতঃ ব্রহ্মপরত্ব আশ্রয়ণীয় ॥ ৩১ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদের সূত্রার্থ সমাপ্ত ॥

গোবিন্দভাষ্য—জীবপ্রাণয়োর্লিঙ্গাৎ তাবপ্যুপাস্যাবিতি যদুক্তং তন্ন, কুতঃ ? তথা সতি উপাস্যত্রৈবিধ্যাৎ। ন চৈকস্মিন্ বাক্যে তদঙ্গীকর্ত্তুং শক্যং বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। অয়মাশয়ঃ—কিং জীবাদি-লিঙ্গাদ্ব্রহ্মধর্ম্মাণাং জীবাদিপরত্বং, কিং বা ত্রয়াণাং স্বাতন্ত্র্যং, আহোস্বিৎ জীবাদিলিঙ্গানাং ব্রহ্মপরত্বমিতি। তত্রাদ্যঃ প্রাগেব নিরস্তঃ। দ্বিতীয়স্তূপাস্যত্রৈবিধ্যপ্রসঙ্গেন দূষিতঃ। তৃতীয়ে যুক্তিমাহাশ্রিত-ত্বাদিতি। অন্যত্রাপি জীবপ্রাণাদিশব্দানাং ব্রহ্মার্থত্বশ্রয়ণাদিহাপি তথা। ননু তত্র লিঙ্গসত্ত্বাৎ তদর্থত্বমাশ্রিতমিতি চেদিহাপি হিত-তমোপাসনকর্ম্মত্বাদিলিঙ্গযোগাৎ তদর্থত্বমাশ্রয়িতুং যুক্তমিত্যাহ। ইহ তদ্‌যোগাদিতি। ননু সহবাসোৎক্রান্ত্যোর্ব্রহ্মপক্ষে কথং সঙ্গতিরিতি চেন্ন ব্রহ্মক্রিয়াজ্ঞানশক্ত্যোর্দেহে সহাবস্থানং সহ চোৎক্রমণমিত্যর্থ-সত্ত্বাৎ। ননু প্রাণাদিশব্দাভ্যাং ধর্ম্মিপ্রতিপাদনাৎ কথং ধর্ম্ম-পরত্বং, মৈবং ধর্ম্মপ্রতিপাদনেঽপি ধর্ম্মিণঃ প্রতিপত্তেরুভয়ো-রৈকরূপ্যাৎ। প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মেতি শক্তিদ্বয়ধর্ম্মকতয়া নির্দ্দিষ্টস্য পুনর্ধর্ম্মরূপস্য প্রশংসা। "যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা"ইতি। তস্মাদ্ব্রহ্মৈ-বাত্র ইন্দ্রপ্রাণপ্রজ্ঞাদিশব্দৈরবগন্তব্যমিতি। নন্বনারভ্যমেবৈতৎ প্রাক্ প্রাণচিন্তয়া গতার্থত্বাৎ। মৈবম্। পূর্ব্বত্র শব্দমাত্রে সংশয়ঃ। ইহ তু আনন্দাদিকে কথঞ্চিদন্যপরতয়া নীতে সাধকস্য ব্রহ্মৈকান্ত-

ধর্ম্মস্য অভাবাৎ বাধকস্য জীবাদিলিঙ্গস্য তু সত্ত্বাদর্থেঽপি স ইতি তদাধিক্যাৎ পৃথগারম্ভঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে শ্রীবলদেবকৃতং মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'জীবপ্রাণয়োর্লিঙ্গাৎ' ইত্যাদি ইন্দ্রের উক্তিতে জীব-বিষয়ে প্রমাণ, প্রাণ-বিষয়ে 'স এষ প্রাণঃ' ইত্যাদি বাক্যে প্রমাণ, আর ব্রহ্ম-বিষয়ে প্রমাণ তো আনন্দামৃতত্বাদি পূর্ব্বোক্ত আছেই ; তাহার মত জীব ও মুখ্য প্রাণেরও উপাস্যতা হউক, এই কথা যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ তাহা হইলে তিনটি উপাস্য হইয়া পড়ে, তাহাতে দোষ এই, একটি বাক্যে তাহা স্বীকার করিতে পারা যায় না, তাহা করিতে হইলে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। অভিপ্রায় এই—ব্রহ্ম-সম্বন্ধে প্রমাণ-স্বরূপ যে সকল ধর্ম্ম বলা হইয়াছে, সেইগুলি কি জীব-তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত, অথবা জীব, প্রাণবায়ু ও পরমাত্মা এই তিনটির প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য, কিংবা জীবাদির প্রমাণ-স্বরূপ ধর্ম্মগুলির ব্রহ্মতাৎপর্য্যকত্ব ? এই আশঙ্কাত্রয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষটি অর্থাৎ ব্রহ্মধর্ম্মের জীবপরত্ব অনুগমবশতঃ নিরস্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষটি অর্থাৎ প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য বলিলে তিনটি উপাস্য হইয়া পড়ে—এইভাবে দূষিত হইয়াছে। তৃতীয় পক্ষে অর্থাৎ জীব-ধর্ম্মগুলির ব্রহ্মতাৎপর্য্য বলিলে যুক্তি অপেক্ষণীয় হয়, সেই যুক্তি সূত্রকার বলিতেছেন—'আশ্রিতত্বাৎ' জীব-ধর্ম্ম যেহেতু ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছে, অতএব ব্রহ্মপরত্বই যুক্তিযুক্ত। অন্য স্থলেও অর্থাৎ 'কতমা সা দেবতা' ইত্যাদি প্রকরণেও জীব ও প্রাণাদি শব্দ ব্রহ্মপর, অতএব এই স্থলেও ব্রহ্মপর হওয়াই উচিত। যদি বল, তথায় ব্রহ্মপরত্ব-বিষয়ে প্রমাণ আছে, অতএব ব্রহ্মপরত্ব আশ্রয় করা হইয়াছে। তাহার উত্তরে বলা যায়, এই স্থলেও হিততম উপাসনার-বিষয়ত্বরূপ প্রমাণ থাকায় ব্রহ্মপরত্ব আশ্রয় করা যুক্তিযুক্ত—এই কথাই সূত্রকার বলিতেছেন, 'তদ্‌যোগাৎ' ইতি। পুনশ্চ আপত্তি হইতেছে—তথায় প্রাণ ও প্রজ্ঞার সহবাস ও সহউৎক্রমণ সম্ভব, ব্রহ্মপক্ষে তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—না, ব্রহ্মনিষ্ঠ যে ক্রিয়া-শক্তি ও জ্ঞানশক্তি এই দুইটির দেহা-

বচ্ছেদ্রে সহাবস্থান ও সহউৎক্রমণ এই তাৎপর্য্য আছে। পুনশ্চ আপত্তি হইতেছে,—প্রাণ ও প্রজ্ঞা এই দুইটি শব্দ দ্বারা ধর্ম্মীকে বুঝাইতেছে, তবে ধর্ম্মপরত্ব কিরূপে সম্ভব? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'মৈবম্' এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না; যেহেতু ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিলেও ধর্ম্মীর জ্ঞান হয়; যেহেতু ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী অভিন্ন। 'প্রাণোঽস্মি' আমি প্রাণ—এ-কথায় ধর্ম্মীকে বলা হইল, আবার 'প্রজ্ঞাত্মা' বলিয়া প্রজ্ঞা-ধর্ম্মের নির্দ্দেশ করা হইল। পরমাত্মাকে প্রাণশক্তি ও চেতন-শক্তিরূপ দুইটি ধর্ম্মসম্বন্ধবান্ বলিয়া পরে সেই প্রাণশক্তি ও প্রজ্ঞাশক্তির প্রশংসা করা হইল। যথা—'যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা' যে প্রাণ (ধর্ম্মী) সেই প্রজ্ঞা (ধর্ম্ম)। অতএব এই প্রকরণে ইন্দ্র, প্রাণ ও প্রজ্ঞাদি শব্দদ্বারা ব্রহ্মকেই বুঝিবে। অতঃপর আশঙ্কা হইতেছে, এই প্রকরণে প্রাণোপাসনার কথা পুনরায় বর্ণিত হইল কেন? যেহেতু পূর্ব্বে অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদে 'অতএব প্রাণঃ' এই প্রকরণে প্রাণ-বিষয়ক চর্চ্চা দ্বারা প্রাণের ব্রহ্মপরত্ব তো বলাই হইয়াছে। এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন—'মৈবম্' এইরূপ মনে করিও না। পূর্ব্বপ্রকরণে 'স বৈ প্রাণঃ' এই বলায় প্রাণ কি? মুখবায়ু না আর কিছু? এইরূপ শব্দের উপর সংশয়, কিন্তু এই প্রকরণে প্রাণ-শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থেও সংশয়। কথাটি এই—প্রাণ-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম বলিতে হইলে সাধক ও বাধক প্রমাণের আলোচনা কর্ত্তব্য, তন্মধ্যে প্রাণের ব্রহ্মপরত্বের সাধক প্রমাণ ব্রহ্মধর্ম্ম প্রচুর তাহাতে আছে, কিন্তু আনন্দময়, অজর, অমৃত প্রভৃতি শব্দকে যদি জীবাত্মপর বল, তবে ঐ ব্রহ্মধর্ম্মরূপ সাধক প্রমাণের তথায় অভাব, আবার ব্রহ্মপরত্বের বাধক প্রমাণ হইতেছে—জীবধর্ম্ম ত্বাষ্ট্রহননাদি তথায় অবিদ্যমান, অতএব ইন্দ্রশব্দটির অর্থ দেবরাজ বিষয়েও সন্দেহ। এই সন্দেহ প্রচুররূপে উদ্ভূত হওয়ায় পুনরায় প্রাণাদি উপাসনার প্রকরণ আরম্ভ করিতে হইল ॥ ৩১ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদের
শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূক্ষ্মা টীকা—এতৎ পরিহরতি জীবেতি। তাবপি জীবপ্রাণাবপি। ন চৈকস্মিন্নিতি। উপক্রমাদিভ্যাং ব্রহ্মপরত্বে সম্ভবতি সতি বাক্যভেদো ন

যুক্তস্তস্য গৌরবদোষাপাদকত্বাদনিষ্টপ্রসঞ্জকত্বাচ্চেত্যর্থঃ। ন চ পদার্থপ্রতীতে-র্মুখ্যত্বং তস্যা বাক্যার্থপ্রতীতিশেষত্বাৎ। তস্মাৎ পরৈব মুখ্যেতি। ন হি জনকত্বমাত্রেণ মুখ্যতা যুক্তা। সন্নিপত্যোপকারকাণামপি তদাপত্তেঃ। অয়মাশয় ইতি। প্রাগেব তথানুগমাদিত্যর্থঃ। অন্যত্রেতি। তত্র 'কতমা সা'ইত্যাদি প্রকরণে। ইহাপি প্রতর্দ্দনোপাখ্যানে। তদর্থত্বং ব্রহ্মপরত্বম্। ব্রহ্মেতি। ব্রাহ্মী ব্রহ্মনিষ্ঠা যা ক্রিয়াশক্তির্জ্ঞানশক্তিশ্চ তয়োরিত্যর্থঃ। ননু বিভো্স্তয়োরুৎক্রমণং ন সম্ভবেদিতি চেন্মৈবম্। তয়োরচিন্ত্যত্বেন তৎসম্ভবাৎ। তস্মাৎ কার্য্যনিবৃত্তি-রেব তদুৎক্রমণমিতি ব্যাখ্যাতারঃ। উভয়োরিতি। সিদ্ধান্তে ধর্ম্মধর্ম্মিণো-রভেদাদিত্যর্থঃ। তস্মাদিতি। অত্র প্রকরণে জীবপ্রাণপ্রসঙ্গগন্ধোঽপি নাস্তীতি ভাবঃ। নন্বিতি। প্রাক্ অতএব প্রাণ ইত্যস্মিন্নধিকরণে। স সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীতি। শ্রীমদিতি ব্রহ্মবিশেষণম্। ব্রহ্মণোঽতিমনোজ্ঞসন্নিবেশি-বিগ্রহত্বেন স্বাত্মকসার্ব্বজ্ঞ্যাদ্যনন্তগুণবৃন্দলক্ষ্মীধামবৈশিষ্ট্যেন চ অত্র প্রতি-পাদনাৎ। সূত্রবিশেষণং বা। বিশদার্থপ্রতিপদশালিত্বাৎ অল্পাক্ষরৈঃ পদৈ-র্মহতামর্থানাং প্রতিপাদনাদ্বা। ভাষ্যবিশেষণং বা অল্পৈর্বর্ণৈর্গভীরাণামর্থানাং নিবেশনাৎ। প্রতিপাদারম্ভে প্রত্যধ্যায়ান্তে চ তত্তদর্থসূচকৈরতিচারুভিঃ পদ্যৈরলঙ্কৃতত্বাচ্চেতীতি ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে প্রথমাধ্যায়স্য
প্রথমপাদে মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে
শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা ॥

টীকানুবাদ—'এতৎ পরিহরতি জীব' ইতি—জীব, প্রাণ ও ব্রহ্ম তিনটিই উপাস্য হউক, এই পূর্ব্ব পক্ষের নিরাসার্থ বলিতেছেন, জীব ও প্রাণের ধর্ম্ম প্রকাশ পাওয়ায় জীব ও প্রাণও উপাস্য হইতে পারে—এই যে বলা হইয়াছে, তাহা নহে; যেহেতু তাহাতে উপাস্য তিনটি হইয়া পড়ে। কিন্তু এক বাক্যের দ্বারা তাহা স্বীকার করা যায় না, তাহাতে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। যখন দেখা যাইতেছে, উপক্রম ও উপসংহারাদি প্রমাণ হইতে ঐ তিনটিরই ব্রহ্মপরত্ব সম্ভব, তখন বাক্যভেদ যুক্তিযুক্ত নহে; এইজন্য মীমাংসাদর্শনে উক্ত আছে—'সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন যুজ্যতে' এক বাক্যতা অর্থাৎ একটি বিশিষ্টার্থপরতা সম্ভব হইলে আর বাক্যভেদ যুক্তি-

যুক্ত নহে। যেহেতু বাক্যভেদ স্বীকার গৌরবদোষের আপাদক এবং অনিষ্টের প্রসঙ্গ তাহাতে আসে। পদার্থ-প্রতীতি বাক্যার্থ-প্রতীতি হইতে প্রধান, এ-কথাও বলা যায় না, কারণ পদার্থ-প্রতীতি বাক্যার্থ-প্রতীতির অঙ্গ, যাহা পরে হয়, তাহাই মুখ্য হইয়া থাকে। যদি বল, জনকতা বশতঃ পদার্থ-প্রতীতি মুখ্য, তাহাও নহে, কেবল জনকতা দ্বারাই মুখ্যতা হয় না, যদি তাহা হইত, তবে সন্নিপত্যোপকারকহেতুগুলিও অর্থাৎ যাহারা পরম্পরায় জনক তাহারাও মুখ্য কারণ হইয়া পড়িত। ভাষ্যোক্ত 'অয়মাশয়ঃ' ইহাতে যে তিনটি পক্ষ দেখান হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি পূর্ব্বেই ব্রহ্মের অনুক্রমবশতঃ নিরস্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষটি উপাস্যত্রয়াপত্তি-দোষে দূষিত। তৃতীয়পক্ষে ব্রহ্মাশ্রিতত্ব-যুক্তি দেখান হইয়াছে,—যথা অন্যত্র ইতি 'কতমা সা দেবতা' ইত্যাদি প্রকরণে জীব, প্রাণ, প্রজ্ঞাদি শব্দের ব্রহ্মপরত্ব আশ্রয় করা হইয়াছে, এইরূপ 'ইহাপি' এই প্রতর্দ্দনোপাখ্যানেও 'তদর্থত্বম্'—অর্থাৎ ব্রহ্মপরত্ব বুঝিতে হইবে। 'ব্রহ্মক্রিয়া জ্ঞানশক্ত্যোঃ' ব্রাহ্মী—ব্রহ্মনিষ্ঠ যে ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি তাহাদের। এই ব্রহ্ম ক্রিয়াশক্তির উৎক্রমণ-বিষয়ে আপত্তি এই যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি এই দুইটিই তো বিভু—বিশ্বব্যাপক, তবে তাহাদের উৎক্রমণ কিরূপে সম্ভব? এই যদি বল, তাহা বলিতে পার না; যেহেতু উহারা অচিন্তনীয় প্রভাবযুক্ত, অতএব তাহা সম্ভব। সেইজন্য ব্যাখ্যাকর্ত্তারা বলেন, কার্য্য-নিবৃত্তির নাম ক্রিয়াশক্তির ও জ্ঞান-শক্তির উৎক্রমণ। 'উভয়োরৈকরূপ্যাৎ'—সিদ্ধান্তে ধর্ম্মধর্ম্মী উভয়কে একরূপে নির্দ্দেশ যেহেতু হইয়াছে। 'তস্মাদ্ ব্রহ্মৈবাত্র' ইতি—এই প্রকরণে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য, জীব বা প্রাণ ইহাদের প্রসঙ্গের লেশও নাই। 'প্রাক্প্রাণচিন্তয়া'—অতএব প্রাণ ইত্যাদি প্রকরণে। 'অর্থেঽপি সঃ' অর্থ বিষয়েও সেই সন্দেহ ॥ ৩১ ॥

টীকানুবাদ—ইতি শ্রীতি—ইতি সমাপ্তি অর্থে, 'শ্রী' শব্দে শ্রীমদ্—ইহা ব্রহ্মাংশে, সূত্রাংশে ও ভাষ্যাংশেও বিশেষণ করা যায়। ব্রহ্মাংশে বিশেষণীভূত শ্রীমৎ শব্দের অর্থ—ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার শ্রীবিগ্রহে যথাস্থানে যথা শোভি দিব্যালঙ্কার সমন্বিত, এবং স্ব-স্বরূপ (ধর্ম্ম-ধর্ম্মী অভিন্ন এ-জন্য) সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বৈশ্বর্য্য, অপার করুণাময়ত্ব প্রভৃতি অনন্তগুণবৃন্দসমন্বয়হেতু লক্ষ্মীধামবিশিষ্টত্বরূপে প্রতিপাদিত হওয়ায় তিনি

শ্রীমান্। সূত্রের বিশেষণ পক্ষে প্রত্যেকপদ বিশদ অর্থ বিশিষ্ট বলিয়া অথবা সারবান্ অর্থগুলির অল্প অক্ষরে প্রতিপাদন হেতু শ্রীমৎ সূত্র। ভাষ্যের বিশেষণ করিলে অল্প কথায় গভীর অর্থগুলির নিবেশনহেতু এবং প্রত্যেক পাদের আরম্ভের সময় এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের অন্তে সেই সেই প্রতিপাদ্য অর্থসূচক, অতি মনোরম পদ্যগুলির দ্বারা অলঙ্কৃত বলিয়া ভাষ্য শ্রীমৎ।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদের মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেব-কৃত-সূক্ষ্মা টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি এরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, যদিও এই প্রকরণে অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ বাহুল্যরূপে উপদিষ্ট হইলেও এই বাক্য যে ব্রহ্মপর, তাহা কিরূপে মীমাংসা করা যায়? বরং উপনিষদে আছে যে, 'বাক্যবিষয়ে জানিতে চাহিবে না, বক্তাকে জানিবে'। এ-স্থলে জীবই যখন বক্তা, তখন ইহার ব্রহ্মপরত্ব কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে? বরং জীব ও মুখ্য প্রাণবায়ুকেই লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব জীব, প্রাণ ও ব্রহ্ম, এই তিনেরই উপাস্যত্ব বলা হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষের এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন,—না, পূর্ব্বপক্ষের এই ত্রিবিধ উপাস্যের কথা এক বাক্যে কখনও অঙ্গীকার করা যায় না। ইহাতে বাক্যভেদ প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে।

এ-স্থলে জীবাদি লক্ষণবশতঃ ব্রহ্মধর্ম্ম সমূহের কি জীবাদিপরত্ব? অথবা তিনেরই স্বাতন্ত্র্য? অথবা জীবাদি লিঙ্গসমূহের ব্রহ্মপরত্ব? এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যে এবং টীকায় দ্রষ্টব্য। আশঙ্কাত্রয়ের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় নিরস্ত হইয়া, তৃতীয় অর্থাৎ জীবাদি লিঙ্গসমূহ সকলই ব্রহ্মপর, ইহাই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। এই ব্রহ্মপরত্বের কথাই সূত্রকার বলিয়াছেন, 'আশ্রিতত্বাৎ' অর্থাৎ পূর্ব্বেও এই ব্রহ্মপরত্ব আশ্রয় করা হইয়াছে। 'তদ্-যোগাৎ' কথার দ্বারা সূত্রকার ইহার যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"ন শ্রোতা নানুবক্তায়ং মুখ্যোঽপ্যত্র মহানসুঃ।
যস্ত্বিহেন্দ্রিয়বানাত্মা স চান্যঃ প্রাণদেহয়োঃ ॥" (ভাঃ ৭।২।৪৫)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমন্মধ্ব বলেন,—

"ইন্দ্রিয়বান্ জীবঃ। ভজত্যুৎসৃজতি হ্যন্যঃ পরমাত্মা স এব শ্রোতানুবক্তা চ। নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা স যোঽতো শ্রুতঃ ইত্যাদেঃ। মুখ্যপ্রাণোঽপি স্বতো ন শ্রোতা কিমু জীব ইতি।"

স্কন্দপুরাণে পাওয়া যায়,—

"বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোক্ষকঃ।
কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ॥"

অর্থাৎ কৈবল্যপ্রদ পরমব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণুই জীবকে সংসার-পাশে আবদ্ধ করেন এবং সংসার পাশ হইতে মুক্তিপ্রদান করেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

"যে করয়ে বন্দী, প্রভু! ছাড়ায় সে-ই সে" ॥ ৩১ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম-পাদের সিদ্ধান্তকণা নাম্নী টীকা সমাপ্তা।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদ সমাপ্ত।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়পাদঃ

মঙ্গলাচরণম্

মনোময়াদিভিঃ শব্দৈঃ স্বরূপং যস্য কীর্ত্ত্যতে।
হৃদয়ে স্ফুরতু শ্রীমানময়াসৌ শ্যামসুন্দরঃ॥

অনুবাদ—যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ মনোময় প্রভৃতি শব্দ দ্বারা কীর্ত্তিত হন, সেই অনন্ত-শ্রীসম্পন্ন ঐ 'শ্যামসুন্দর' আমার হৃদয়-মধ্যে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন।

অবতরণিকাভাষ্যম্—প্রথমে পাদে সমস্তজগৎকারণভূতং পুরুষোত্তমাখ্যং পরং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যমিত্যুক্তম্। তত্রৈবান্যত্র প্রতীতানাং কেষাঞ্চিদ্বাক্যানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ প্রদর্শিতঃ। দ্বিতীয়-তৃতীয়য়োস্তু অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গকানাং কেষাঞ্চিদ্বাক্যানাং তস্মিন্নেব সমন্বয়ঃ প্রদর্শ্যতে। ছান্দোগ্যে শাণ্ডিল্যবিদ্যায়ামিদমামনন্তি—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ। যথা ক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি। স ক্রতুং কুর্ব্বীত। মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্ব-মিদমভ্যাত্তো অবাক্যানাদরঃ" ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ।—মনো-ময়ত্বাদিগুণৈরুপাস্যো জীব উত পরমাত্মেতি। তত্র মনঃ-প্রাণয়োর্জীবোপকরণত্বাৎ "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্র" ইতি পরমাত্মনস্ত-ন্নিষেধাৎ তদ্বান্ জীবোঽয়ং স্যাৎ। ন চ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি

পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টং ব্রহ্মাত্র গ্রহীতুং শক্যং তস্য বাক্যস্যোপাস্ত্যপকরণ-শান্তিবিধিপরত্বাৎ। শান্তিনিষ্পত্তয়ে সর্ব্বস্য ব্রহ্মাত্মত্বোপদেশঃ। এবং জীবে নিশ্চিতে অন্তিমো ব্রহ্মশব্দোঽপ্যেতৎপরঃ স্যাদিত্যেবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ইতঃপূর্ব্বে প্রথমপাদে বলা হইয়াছে,—যিনি সমস্ত জগতের কারণ-স্বরূপ, সেই পুরুষোত্তম নামক পরব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য (জ্ঞেয়)। সেই প্রথম পাদেই উল্লিখিত কতিপয় বাক্যের অর্থ যে প্রাণাদিতে প্রতীত হইতেছিল, তাহার তৎপরত্ব না হইয়া ব্রহ্মপরত্বরূপে যোজনাও প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে দেখান হইবে যে, কতিপয় বাক্য ব্রহ্মপরত্বরূপে স্পষ্ট প্রমাণ-সিদ্ধ নহে, তাহাদেরও সেই ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য। ছান্দোগ্যোপনিষদে শাণ্ডিল্য-বিদ্যাপ্রকরণে এই কথা বলিতেছেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত" এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ সমস্তই ব্রহ্ম। কারণ 'তজ্জলান্' অর্থাৎ তজ্জ—তাহা হইতে জন্মায় ও তল্ল—তাহাতেই লীন হয়, তদন—তাহা দ্বারা স্থিতি প্রাপ্ত হয়—এইরূপে ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিবশতঃ সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়, অতএব শান্ত হইয়া অর্থাৎ দেহাদির উপর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তাঁহারই (সেই ব্রহ্মেরই) উপাসনা করিবে। অতঃপর শ্রুতি উপাসনার ফল বলিতেছেন—"অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ, ··· অবাক্যানাদরঃ" ইত্যাদি। ইহাতে পুরুষ অর্থাৎ অধিকারী উপাসক, ক্রতুময় সঙ্কল্প-প্রধান হয়। তাহার কারণ, যেমন ইহলোকে থাকিয়া তাঁহার উপাসনাত্মক সঙ্কল্প হয়, সেইরূপ—সেই ভাব লইয়া পরলোকে গিয়া তাহাই প্রাপ্ত হয়। অতএব উপাসক ভগবানের উপাসনা করিবে। কি চিন্তা লইয়া উপাসনা করিবে? শ্রুতি তাহার নির্দ্দেশ করিতেছেন,—'মনোময়ঃ ··· অবাক্যানাদরঃ' ইত্যাদি। সেই শ্রীহরি মনোময়ত্বাদি গুণসম্পন্ন, প্রাণ তাঁহার শরীর, প্রকাশ তাঁহার স্বরূপ, তিনি সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই সত্য হয়; আকাশাত্মা—আকাশের মত সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বকর্ম্মা—বিচিত্র নানালীলাময়, সর্ব্বকাম—নিখিল ভোগ্যসম্পন্ন, তিনি সর্ব্ব-গন্ধ ও সর্ব্বরস অর্থাৎ অপ্রাকৃত অসাধারণ গন্ধসম্পন্ন ও অসাধারণ রসময়, শুধু ইহাই নহে, তিনি অসাধারণ অপ্রাকৃত শব্দ, স্পর্শ ও রূপসম্পন্ন—ইহা বুঝাইবার জন্য শ্রুতি বলিলেন, 'সর্ব্বমিদম্ অভ্যাত্তঃ'—তিনি

সমস্ত গন্ধাদি ভোগ্যবস্তু লইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি 'অবাক্যানাদরঃ'—অবাক্য—বাক্যহীন অর্থাৎ পূর্ণকাম বা সিদ্ধার্থ, এ-জন্য যাচ্ঞাবাক্য-রহিত, আর অনাদর—ব্রহ্মাদি-জগৎকে তৃণ জ্ঞান করিয়া সুখে আসীন, অথবা সর্ব্বথা বাক্যের (ভাষার বা শব্দের) অগোচর, এ-জন্য অবাক্য, কাহাকেও তিনি খোসামোদ করেন না, এ-জন্য অনাদর অর্থাৎ স্বেতর বিষয়ে তাঁহার আদর নাই। ইহাতে সংশয় হইতেছে—এই শ্রুত্যর্থ-লভ্য মনোময়ত্বাদি-গুণ দ্বারা উপাস্য কে? জীব না পরমেশ্বর? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এখানে জীবাত্মাকেই উপাস্যরূপে শ্রুতি নির্দ্দেশ করিতেছেন; যেহেতু মন ও প্রাণ জীবের স্থিতির উপকরণ, কিন্তু পরমাত্মা তাহা নহেন; কারণ—তাঁহার প্রাণও নাই, মনও নাই, তিনি শুদ্ধ। জীব ঐ উভয়বিশিষ্ট, অতএব ঐ শ্রুতির উপাস্য দেবতা। যদি বল 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই প্রকরণে ঐ শ্রুতি উক্ত, অতএব ব্রহ্মকে এখানে গ্রহণ করিতে পারা যায়, তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—তাহা নহে, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই শ্রুতিবাক্য উপাসনার উপকরণ যে শান্তি অর্থাৎ বিষয়বৈরাগ্য, তাহার বিধায়ক, শান্তি-নিষ্পত্তির জন্য সকল বস্তুকে ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। অতএব 'ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যোক্ত পুরুষ শব্দের অর্থ জীবাত্মা যখন নিশ্চিত হইল, তখন অন্তিম 'এতদ্‌ব্রহ্মৈতমিতঃ' ইত্যাদি বাক্যে উক্ত ব্রহ্মপদও জীবপর হইবে, এই পূর্ব্বপক্ষীয় উক্তির সমাধানার্থ সূত্রকার বলিলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অস্মিন্ পাদে অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গানি বাক্যানি ব্রহ্মণি সঙ্গময়িতুং মঙ্গলমাচরতি মনোময়েতি—

ত্রয়স্ত্রিংশৎসূত্রকং সপ্তাধিকরণকং দ্বিতীয়ং পাদং ব্যাখ্যাতুমারভতে। দ্বিতীয়েত্যাদিনা। পূর্ব্বং জীবাদিলিঙ্গবাধেন ব্রহ্মপরত্বং ব্রহ্মলিঙ্গবশাদভিহিতম্। তথেহ ব্রহ্মলিঙ্গং নাস্তি কিন্তু প্রকরণে ব্রহ্মেতি। তথাচ প্রকরণাৎ লিঙ্গং বলীতি মনোময়ত্বাদিজীবলিঙ্গাৎ জীবপরত্বমেবাস্ত্বিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ। পাদান্তরত্বান্নাত্রাবান্তরসঙ্গত্যপেক্ষা ইত্যেকে। ছান্দোগ্য ইতি। সর্ব্বমিদং জগৎ খলু প্রসিদ্ধৌ ব্রহ্মৈব ভবতি। তত্র হেতুস্তজ্জেতি। তস্মাৎ জায়তে তজ্জং তস্মিন্ লীয়তে তল্লং তেনানিতি জীবতি তদনং তজ্জঞ্চ

তল্লঞ্চ তদনঞ্চ তজ্জলান্ লোপচ্ছান্দসঃ বিশেষণানাং কর্ম্মধারয়ঃ। ব্রহ্মায়ত্ত-বৃত্তিকত্বাৎ সর্ব্বং জগদ্ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। ইতিশব্দো হেতৌ। যস্মাৎ সর্ব্বং বস্তু ব্রহ্ম অতো দেহাদ্যযোগাৎ শান্তঃ সন্নুপাসীত। উপাস্তেঃ ফলমাহ। অথেতি। পুরুষোঽধিকারী উপাসকঃ। ক্রতুময়ঃ সঙ্কল্পপ্রধানঃ। তত্র হেতুর্যথেতি। অস্মিন্ লোকে স্থিত্বা যথা যাদৃশঃ ক্রতুরুপাসনাত্মকঃ সঙ্কল্পো যস্য সঃ। যেন দাস্যাদিনা ভাবেন হরিং প্রাপ্স্যতীত্যর্থঃ। তথা তেন ভাবেন বিশিষ্ট এব ইতো লোকাৎ প্রেত্য পরলোকং গত্বা মোক্ষী ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ পুরুষঃ ক্রতুমুপাসনাং কুর্ব্বীত। কিমুপাসীতেত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—মনোময় ইত্যাদি। বিভক্তিবিপরিণামেন মনোময়ত্বাদিগুণকং হরিমুপাসীতেত্যর্থঃ। ভারূপঃ প্রকাশস্বরূপঃ চৈতন্যঘন ইতি যাবৎ। সত্যসঙ্কল্পঃ সফলমানসক্রিয়ঃ। আকাশাত্মা সর্ব্বগতঃ। সর্ব্বকর্ম্মা বিচিত্রনানালীলঃ। সর্ব্বকামো নিখিল-ভোগ্যসম্পন্নঃ। তদেবাহ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরস ইতি। অশব্দমস্পর্শমিত্যাদিনা প্রাকৃতগন্ধাদিপ্রতিষেধাদপ্রাকৃতাসাধারণগন্ধাদিসম্পন্ন ইতি যাবৎ। শব্দস্পর্শ-রূপোপলক্ষণার্থমাহ—সর্ব্বমিতি। ইদং গন্ধাদিভোগ্যং সর্ব্বমভ্যাত্তোঽভিতো গৃহ্লন্ বিভাতীত্যর্থঃ। ভাবক্তান্তাদর্শাদ্যচি পদসিদ্ধির্ভুক্তা ব্রাহ্মণা ইতিবৎ। অবাক্যশ্চাসাবনাদরশ্চেতি বিগ্রহঃ। অবাক্যঃ সিদ্ধসর্ব্বার্থত্বেন যাচ্ঞাবাক্-শূন্যঃ। অনাদরঃ ব্রহ্মাদি-জগৎ তৃণীকৃত্য সুখমাসীন ইত্যর্থঃ। যদ্বা অবাক্যঃ কার্ৎস্ন্যেন বাচামগোচরঃ। অনাদরঃ নাস্ত্যাদরঃ স্বেতরেষু যস্য সঃ। সর্ব্বে-শ্বরত্বাৎ সর্ব্বৈরাদ্রিয়মাণোঽসৌ নাস্য কশ্চিদপ্যাদরণীয় ইত্যর্থঃ। শ্রুত্যন্তরঞ্চ —"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্"ইতি। কৃপাবিষয়স্তু সর্ব্বো ভবত্যেব। অনাদরঃ আত্মসম্ভাবনাশূন্য ইতি বা। তত্র সংশয় ইতি। মনোময়ত্বাদীনাং প্রকৃতব্রহ্মসাপেক্ষত্বনিরপেক্ষত্বাভ্যাং সন্দে-হোৎপত্তিরিত্যর্থঃ। তন্নিষেধান্মনঃপ্রাণনিষেধাৎ। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টং প্রকৃতম্। অন্তিম ইতি। এতদ্ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীত্যন্তিমবাক্যস্থ ইত্যর্থঃ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'অস্মিন্পাদে অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গানি' ইত্যাদি—এই দ্বিতীয় পাদে যে সকল ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যগুলি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান নহে, তাহার বোধকবাক্যগুলি ব্রহ্মে যোজনা করিবার জন্য ভাষ্যকার মঙ্গলাচরণ করিতেছেন 'মনোময়' ইত্যাদি শ্লোকে।

'ত্রয়স্ত্রিংশৎসূত্রাত্মকম্' ইত্যাদি—এই দ্বিতীয় পাদ সাতটি অধিকরণে তেত্রিশটি সূত্র ব্যাখ্যা করিবার মানসে আরব্ধ হইতেছে—'দ্বিতীয়তৃতীয়য়োস্তু' ইত্যাদি দ্বারা। প্রথমাধ্যায়ে প্রাণাদিতে জীবধর্ম্ম বাধিত হওয়ায় উহারা ব্রহ্মপর, যেহেতু ব্রহ্মসাধক লিঙ্গ উহাতে আছে, ইহা বলা হইয়াছে। আবার এইপাদে ব্রহ্মলিঙ্গ নাই, কিন্তু প্রকরণে ব্রহ্মের আরম্ভ হইয়াছে, প্রকরণ হইতে লিঙ্গ প্রমাণের প্রাধান্য এই নিয়মে জীব-প্রতিপাদক মনোময়ত্বাদি লিঙ্গানুসারে ব্রহ্মপদের জীবপরতাই হউক, এই প্রত্যুদাহরণসঙ্গতিবশে বলিতেছেন। আবার কেহ কেহ বলেন—ইহা অন্যপাদ সুতরাং ইহাতে অবান্তর সঙ্গতির অপেক্ষা নাই। ছান্দোগ্যে শাণ্ডিল্যেত্যাদি—'সর্ব্বং খলু ইদং'—ইদং—এই জগৎ, খলু প্রসিদ্ধ অর্থে, ব্রহ্মই জানিবে। ইহাতে হেতু 'তজ্জলান্' অর্থাৎ জগৎ তজ্জ, তল্ল ও তদন্, তাঁহা হইতে জগৎ জন্মায়, এ-জন্য তজ্জ, তাঁহাতে লীন হয়, এই হেতু তল্ল, তাঁহার দ্বারা বাঁচিয়া থাকে, অতএব তদন্। অন শব্দের অকার লোপ বৈদিক প্রয়োগ-হেতু। পরে তজ্জ, তল্ল, তদন্ ইহাদের বিশেষণ কর্ম্মধারয়। যখন জগতের বৃত্তি ব্রহ্মের অধীন, অতএব সমস্ত জগৎ ব্রহ্মই—শ্রুতির ইহাই তাৎপর্য্য। ইতি শব্দ হেত্বর্থে প্রযুক্ত। সমুদায় শ্রুতির অর্থ—যেহেতু সমস্তই ব্রহ্ম, অতএব দেহাদির অযোগহেতু শান্তভাব অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে উপাসনা করিবে। উপাসনার ফলশ্রুতি বলিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি দ্বারা। পুরুষ শব্দের অর্থ—অধিকারী পুরুষ। ক্রতুময়ঃ সঙ্কল্প-প্রধান অর্থাৎ যাদৃশ ভগবদুপাসনা সঙ্কল্প লইয়া আছে—যে দাস্য প্রভৃতি ভাব লইয়া ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবে সেইভাব-বিশিষ্ট হইয়াই ইহলোক হইতে পরলোকে গিয়া মুক্তিলাভ করে। অতএব পুরুষ উপাসনাই করিবে। কাহাকে উপাসনা করিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—'মনোময়' ইত্যাদি। মনোময় প্রাণ-শরীর শ্রীহরিকে উপাসনা করিবে। শ্রুতিতে প্রথমা বিভক্তি থাকিলেও দ্বিতীয়া-বিভক্তিযোগে পদ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে অর্থাৎ মনো-ময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট শ্রীহরিকে উপাসনা করিবে, ইহাই তাৎপর্য্য। 'ভারূপঃ' অর্থাৎ প্রকাশাত্মক ঘন চৈতন্যময়, 'সত্যসঙ্কল্পঃ' যাঁহার মানসী ক্রিয়া সফল হয়। 'আকাশাত্মা'—অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ; 'সর্ব্বকর্ম্মা'—বিচিত্র নানাবিধ লীলাপরায়ণ ; 'সর্ব্বকামঃ' সমস্ত ভোগ্যবস্তুসম্পন্ন, তাহাই শ্রুতি বলিতেছেন—'সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ' এই বিশেষণ দ্বারা। তাহার অর্থ অপ্রাকৃত অসাধারণ গন্ধরস-শব্দস্পর্শ-

রূপবান্। অপ্রাকৃত অর্থ ধরা হইল কেন ? তাহার উত্তর শ্রুতি বলিয়াছেন,—'অশব্দং অস্পর্শং' ইত্যাদি প্রাকৃত অর্থাৎ লৌকিক শব্দাদি তাঁহাতে নাই, ফলতঃ অপ্রাকৃত অসাধারণ গন্ধাদি-সম্পন্ন এই অর্থ। শব্দ, স্পর্শ ও রূপেরও যে গ্রহণ হইতেছে, তাহা শ্রুতি বলিতেছেন 'সর্ব্বমিতি'। 'ইদং'—এই গন্ধাদি বিষয় ভোগ্যবস্তু সমস্তই তিনি 'অভ্যাত্তঃ' সর্ব্বতোভাবে পাইয়া শোভা পান। 'অভ্যাত্তঃ' পদের ব্যুৎপত্তি এই—ভাববাচ্যে অভি ও আ উপসর্গ পূর্ব্বক দা ধাতুর ক্ত প্রত্যয় তাহার অর্থ সর্ব্বতোভাবে আদান; সেই আদান যাহাতে আছে এই অর্থে অভ্যাত্ত শব্দের উত্তর 'অর্শআদিভ্যো ঽচ্' সূত্রে অচ্ হইয়া সিদ্ধ। যেমন ভুক্তা ব্রাহ্মণাঃ ভোজনবিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ এই অর্থ ভুজ্ ধাতুর ভাববাচ্যে ক্ত, পরে অচ্ প্রত্যয়। অবাক্যানাদর ইতি অবাক্যশ্চ অসৌ অনাদরশ্চ এই বাক্যে কর্ম্মধারয়। অবাক্য-শব্দের অর্থ যিনি আপ্তকাম বলিয়া যাচ্ঞা-বাক্যশূন্য। এবং যিনি অনাদর—ব্রহ্মাদি জগৎকে তুচ্ছ করিয়া সুখে অবস্থিত আছেন। অথবা অবাক্য-শব্দের অর্থ যিনি সম্পূর্ণভাবে বাক্যের অগোচর, এবং অনাদর অর্থাৎ স্বভিন্নে যাঁহার আদর নাই, সর্ব্বেশ্বরত্ব নিবন্ধন সকল কর্ত্তৃক তিনি আদৃত, কিন্তু তাঁহার কেহ আদরণীয় নহে। আর একটি শ্রুতি বলিতেছেন,—"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্" এই এক (অদ্বিতীয়) পরমাত্মা বৃক্ষের মত স্তব্ধ (নিষ্ক্রিয়) শূন্যের উপর অবস্থিত হইয়া আছেন। সেই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত। তাঁহার কৃপার পাত্র সমস্তই হইতেছে। অথবা অনাদর শব্দের অর্থ—আত্মাভিমান-রহিত। অতঃপর এই শ্রুত্যুক্ত পুরুষে সংশয় হইতেছে,—সংশয়োৎপত্তির কারণ 'মনোময়ত্বাদি'ধর্ম্মগুলি প্রস্তাবিত ব্রহ্মসাপেক্ষও বটে, আবার নিরপেক্ষও বটে, এইজন্য। 'পরমাত্মনস্তন্নিষেধাৎ'—পরমাত্মপক্ষে তাহাতে মন ও প্রাণের প্রতিষেধহেতু। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টং অর্থাৎ প্রকরণোক্ত। 'অন্তিম' ইতি—শেষোক্ত শ্রুতিতে "এতদ্ব্রহ্মৈতমিতঃপ্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মি' এই অন্তিম বাক্যান্তর্গত ব্রহ্ম-পদও জীবপর হইবে, এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ সূত্র হইতেছে—

সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধাধিকরণম্

সূত্রম্—সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ—'সর্ব্বত্র'—বেদান্তশাস্ত্রে সকল স্থানেই, 'প্রসিদ্ধোপদেশাৎ'—যেহেতু জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ত্তৃত্বরূপ ব্রহ্মমাত্রনিষ্ঠ-ধর্ম্মের উল্লেখ আছে এবং এখানেও 'তজ্জলান্' বলিয়া সেই ধর্ম্মের উপদেশ হইয়াছে, এইজন্য মনোময় প্রভৃতির বোধ্য পরমাত্মাই, জীব নহে ॥ ১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—স খল্বয়ং পরমাত্মৈব ন জীবঃ। কুতঃ? সর্ব্বত্র বেদান্তে প্রসিদ্ধস্য জগজ্জন্মাদিহেতুতারূপস্য তদেকান্তধর্ম্মস্যাত্রাপি বাক্যে তজ্জলানিত্যুপদেশাৎ। যদ্যপ্যুপক্রমবাক্যে শান্তিবিবক্ষয়া ন তু স্ববিবক্ষয়া ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং তথাপ্যুপদিষ্টে মনোময়ত্বাদিকে তৎ সন্নিধাস্যতি। ক্রতুরুপাসনা। মনোময়ঃ শুদ্ধমনোগ্রাহ্যঃ। "মনসৈবানুদ্রষ্টব্য" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। "যতো বাচ" ইত্যাদিকৃত-প্রতিষেধস্তু পামরাগোচরত্বাৎ কার্ৎস্ন্যাদগোচরত্বাচ্চেতি তত্ত্ববিদঃ। প্রাণশরীরত্বং তন্নিয়ন্তৃত্বাৎ প্রেষ্ঠমূর্ত্তিত্বাদিত্যেকে। "অপ্রাণো হ্যমনা" ইতি তু তদনধীনস্থিতিজ্ঞানত্বাৎ প্রাকৃতবিষয়ো বা। মনোবানি-ত্যানীদবাতমিতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ। অপরে তু "মনোময়ঃ প্রাণশরীর-নেতা" "স এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়োঽ-মৃতময়ো হিরণ্ময়ঃ" "হৃদা মনীষা মনসাভিক্লপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি"। "প্রাণস্য প্রাণঃ" ইত্যাদিষু সর্ব্বেষু বেদান্তেষু প্রসিদ্ধস্য মনোময়ত্বাদেরিহাপ্যুপদেশাৎ পরমাত্মৈব মনোময় ইতি ব্যাচখ্যুঃ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ—'স খল্বয়ম্'ইত্যাদি—সেই এই মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট পুরুষ পরমাত্মাই, জীব নহে। কেন ? সর্ব্বত্র বেদান্তে—বেদান্তশাস্ত্রে সকল স্থানে প্রসিদ্ধ জগতের সৃষ্ট্যাদি কারণত্বরূপ ব্রহ্মমাত্র-নিষ্ঠ ধর্ম্মের এবং এই শ্রুতিতেও 'তজ্জলান্' বলিয়া তাঁহারই যেহেতু উপদেশ আছে। যদিও উপক্রমবাক্যে ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, কিন্তু যদি বল, তাহা শান্তির বোধনার্থ, ব্রহ্মবোধনার্থ

নহে, তাহা হইলেও এই শ্রুতিতে উপদিষ্ট মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মেও প্রক্রান্ত ব্রহ্মেরই অন্বয়, অপ্রক্রান্ত জীবের অন্বয় নহে। ক্রতুশব্দের অর্থ উপাসনা—প্রসিদ্ধ, যজ্ঞ অর্থে নহে। যেহেতু অন্য শ্রুতি 'মনোময়ঃ শুদ্ধমনোগ্রাহ্যঃ' 'মনসৈবানুদ্রষ্টব্যঃ' ইহাতে মনের দ্বারাই মনোময়কে উপাসনা করিবে, ইহা বর্ণিত হইতেছে। তবে কেন "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" এই শ্রুতিতে মনের অগোচরত্ব বলিয়া উপাসনার (ধ্যানের) নিষেধ করা হইল? তাহার উত্তর—উহা পামরের মনের অগোচর এই অর্থে এবং সম্পূর্ণভাবে অগোচরত্বাভিপ্রায়ে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা এই কথা বলেন। প্রাণ-শরীরত্ব অর্থাৎ সেই ব্রহ্মের শরীর প্রাণ, এই উক্তির তাৎপর্য্য আত্মা যেমন শরীরের নিয়ামক, সেইরূপ ঈশ্বর প্রাণের নিয়ামক। কেহ কেহ বলেন—উপাসকদিগের পক্ষে তাঁহার শ্রীবিগ্রহ প্রাণতুল্য প্রিয়, এই তাৎপর্য্য। যদি বল 'অমনা অপ্রাণঃ' এই শ্রুতি যে তাঁহার মনের অভাব, প্রাণের অভাব বলিতেছে? তাহার সমাধান—তাঁহার স্থিতি প্রাণের অধীন নহে, এবং তাঁহার জ্ঞানও প্রাণের অধীন নহে, এই তাৎপর্য্যে, অথবা পামর ব্যক্তির বা সাধারণ প্রাকৃত জীবের মত তাঁহার প্রাণ ও মন নাই, এই অর্থে। যদি যথাযথ প্রাণ মন তাঁহার না থাকে, তবে অন্য শ্রুতি 'মনোবান্ অনীৎ অবাতম্' তিনি মনোবিশিষ্ট, তিনি বায়ুর বিকারাত্মক প্রাণ-রহিত, কিন্তু 'ঋগাদি স্বরূপ প্রাণদ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য করেন' এই শ্রুত্যন্তরের সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। অপরে ইহার সামঞ্জস্য এইভাবে করেন—শ্রুতি বলিয়াছেন—'মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা…অমৃতাস্তে ভবন্তি' তিনি মনোময়, প্রাণ ও শরীরের সঞ্চালক, সেই এই জীবের হৃদয়-মধ্যে যে অবকাশ আছে, তাহাতেই মনোময়, অমৃতময়, জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ অধিষ্ঠিত। হৃৎপদ্মে বিবেক দ্বারা নিশ্চয় করিয়া মনের দ্বারা তাঁহাকে চিন্তা বা ধ্যান করিতে হয়। যাঁহারা এই তত্ত্ব জানেন, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন। তিনি প্রাণের প্রাণ অর্থাৎ চৈতন্যাধায়ক—ইত্যাদি সমস্ত বেদান্ত বাক্যেই প্রসিদ্ধ তাঁহার মনোময়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম; এখানেও সেই মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মের উপদেশ হইয়াছে, অতএব পরমাত্মাই মনোময় প্রভৃতি শব্দের বাচ্য ॥ ১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ননু মনোময়ত্বাদিকং জীবলিঙ্গমস্তু প্রকৃতলিঙ্গসম্বন্ধি মাস্তু প্রকরণাল্লিঙ্গস্য বলিত্বাদিতি চেৎ তত্রাহ—যদ্যপীতি। স্ববিবক্ষয়া ব্রহ্মবিবক্ষয়া।

তথাপীতি। মনোময়ত্বাদের্বিশেষ্যাকাঙ্ক্ষায়াং যৎ সর্ব্বং খল্বিদমিতি ব্রহ্ম প্রকৃতং তদেবান্বেতি নাপ্রকৃতো জীব ইত্যর্থঃ। অন্যথা প্রকৃতহানপ্রসঙ্গাৎ। যতো বাচ ইতি। মনোগ্রাহ্যত্বনিষেধো বিষয়বাসনয়া মলিনে মনসি ব্রহ্মস্ফূর্ত্তির্ন ভবেদিত্যর্থঃ। কার্ৎস্ন্যাবিষয়তাৎপর্য্যবসায়ী বেত্যর্থঃ। প্রাণশরীর ইতি। যথাত্মা শরীরস্য নিয়ামকস্তথেশ্বরঃ প্রাণানামিত্যর্থঃ। অথবোপাসকানাং প্রাণতুল্যং যস্য শরীরং শ্রীবিগ্রহো ভবতি স পরমাত্মা প্রাণশরীর ইত্যুচ্যতে। অপ্রাণো হ্যমনা ইতি যঃ প্রাণাদিপ্রতিষেধঃ স তু প্রাণানধীনস্থিতিত্বাৎ মনোঽনধীন-জ্ঞানত্বাচ্চেতি ক্রমাদ্বোধ্যঃ। প্রাকৃতবিষয়ো বেতি। 'অপ্রাণো হ্যমনা' ইতি শ্রুতিঃ প্রাকৃতে প্রাণমনসী তত্র নিষেধতি ন তু স্বরূপানুবন্ধিনী তে। ইতরথা মনোবানিত্যাদিশ্রুতিব্যাকোপঃ স্যাদিত্যর্থঃ। মনোবানিতি সমনা ইত্যর্থঃ। কৃৎস্না শ্রুতিস্তু—যদাত্মকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ কিমাত্মকো ভগবান্ জ্ঞানাত্মকঃ ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চেতি বুদ্ধিমনোঽঙ্গপ্রত্যঙ্গবত্ত্বাং ভগবতো লক্ষয়ামহে বুদ্ধিমান্ মনোবান্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গবানিত্যেষা। অনীদবাতমিতি। অবাতং বায়ুবিকারপ্রাণরহিতং ব্রহ্ম অনীৎ স্বরূপানুবন্ধিনা ঋগাত্মাত্মকেন প্রাণেন অশ্বসীদিত্যর্থঃ। কৃৎস্না শ্রুতিস্তু—ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যাহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ অনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যং ন পরং কিঞ্চন নাসেতি। অস্যার্থঃ—তর্হি মহাপ্রলয়ে মৃত্যুর্নাসীৎ অমৃতং সুধা চ নাসীৎ রাত্রেরহ্নশ্চ প্রকেতশ্চিহ্নভূতশ্চন্দ্রো রবিশ্চ অমৃতভোক্তা নাসীৎ। স্বধয়া পিতৃভাগেন সহেতি যোজ্যম্। নন্বেবং শূন্যবাদাপত্তিরিতি চেৎ তত্রাহ—তদেকমবাতং ব্রহ্মাসীৎ তস্মাদন্যৎ পরং কিঞ্চন নাস ইতি। হৃদেতি। হৃৎপদ্মে মনীষয়া নিশ্চিত্য মনসা যোঽভিকৢপ্তো ধ্যাতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

টীকানুবাদ—নন্বিত্যাদি—আপত্তি হইতেছে মনোময়ত্বাদি ধর্ম্ম জীবের সাধক হউক, প্রক্রান্ত ব্রহ্মের লিঙ্গ নাই হউক, যেহেতু প্রকরণ হইতে লিঙ্গের বলবত্তা, ইহাতে উত্তর করিতেছেন—যদিও উপক্রম-বাক্যে ব্রহ্মের কথা আছে, কিন্তু তাহা ব্রহ্ম-বিবক্ষায় নহে, শান্তি-বিবক্ষায় নির্দ্দিষ্ট, তাহা হইলেও মনোময় প্রভৃতি বিশেষণ পদের বিশেষ্য কি? এই প্রশ্নে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই যে প্রক্রান্ত ব্রহ্ম, সেই বিশেষ্য জ্ঞাতব্য, তাহার সহিত উহারা অন্বিত, অপ্রক্রান্ত জীব বিশেষ্য নহে। যদি তাহা করা হয়, তবে প্রক্রান্তের হানি হইয়া পড়ে। 'যতো বাচ' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের মনোগ্রাহ্যত্বের যে প্রতিষেধ

আছে, তাহা শব্দাদি বিষয়ভোগের সংস্কারে মলিন মনে ব্রহ্ম স্ফূর্ত্তি হয় না,—এই তাৎপর্য্যে। অথবা কৃৎস্নরূপে জ্ঞানের অবিষয়ীভূত ব্রহ্ম,—এই তাৎপর্য্যে। প্রাণ-শরীর ইহার অর্থ—যেমন আত্মা শরীরের নিয়ামক, সেইরূপ প্রাণের নিয়ামক পরমেশ্বর। অথবা উপাসকদিগের পক্ষে যাঁহার শ্রীবিগ্রহ প্রাণতুল্য, সেই পরমেশ্বরকে প্রাণ-শরীর বলা হয়। 'অপ্রাণঃ অমনাঃ' এই বলিয়া যে ঈশ্বরের প্রাণহীনত্ব ও মনোহীনত্বরূপে প্রাণমনের প্রতিষেধ করা হইয়াছে, উহা প্রাণের অনধীন তাঁহার স্থিতি অর্থে ও মনের অনধীন জ্ঞানবত্ত্ব অর্থে অথবা ঐ প্রতিষেধ প্রাকৃত প্রাণ, মনকে আশ্রয় করিয়া, নতুবা স্বরূপানুবন্ধী অপ্রাকৃত প্রাণ মনকে আশ্রয় করিয়া নহে। যদি বাস্তব প্রাণ-মনের প্রতিষেধ হইত, তবে 'মনোবান্' ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হইত। 'মনোবান্' শব্দের অর্থ 'সমনাঃ' মনবিশিষ্ট। সম্পূর্ণ শ্রুতিটি এইরূপ—'যদাত্মকো ভগবান্' ভগবানের যাহা স্বরূপ ব্যক্তির অর্থাৎ জীবেরও তাহাই। 'কিমাত্মকো ভগবান্' অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ কি? উত্তর—তিনি জ্ঞানময়, ঐশ্বর্য্য-(সর্ব্ব নিয়ন্তৃত্ব) ময়, ও শক্তিমান্ এইরূপে বুদ্ধিমান্ মনোবান্ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবান্ ইহাই ভগবানের লক্ষণ আমরা মনে করি। ইহাই 'বুদ্ধিমান্ মনোবান্ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবান্' এই শ্রুতির তাৎপর্য্য। আর 'অনীদবাতং' ইহার অন্তর্গত অবাতম্ অর্থাৎ বায়ুর বিকার যে প্রাণ, তদ্-বিরহিত পরমেশ্বর, অনীৎ শব্দের অর্থ তিনি তবে বাঁচিয়া আছেন কিরূপে? তাহার সমাধান এইরূপ স্বরূপানুসারী ঋক্ প্রভৃতি স্বরূপ প্রাণ দ্বারা তিনি শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া করিয়া থাকেন।

'কৃৎস্না শ্রুতিস্তু ন মৃত্যু রাসীদমৃতং ন তর্হি···কিঞ্চন নাস'। তর্হি—তখন—মহাপ্রলয়কালে, মৃত্যুও ছিল না, সুধাও ছিল না, রাত্রি ও দিনের চিহ্নভূত চন্দ্র ও সূর্য্য, পিতৃভাবের সহিত স্বধা-ভোক্তা (অমৃতভোজী) ছিল না। তবে তো শূন্যবাদ আসিয়া পড়িল? তাহা নহে,—'তদেকং' একমাত্র সেই, 'অবাতং' ব্রহ্ম 'প্রাণীৎ' বাঁচিয়া ছিলেন অর্থাৎ বর্ত্তমান ছিলেন, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। এই অবস্থা হৃদা অর্থাৎ, হৃৎপদ্মে, মনীষয়া—বিবেক দ্বারা, নিশ্চিত্য—অবধারিত করিয়া যিনি ধ্যাত হইয়া থাকেন, যাঁহারা এই তত্ত্ব জানেন, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন ॥ ১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রারম্ভে ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব প্রভু মঙ্গলাচরণে শ্রীমান্ শ্যামসুন্দরের স্ফূর্ত্তি হৃদয়-মধ্যে প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তিনি আমাদিগকে জানাইলেন যে, শ্রীভগবান্ স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক কাহারও হৃদয়ে বিরাজমান হইয়া নিজের তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি না করাইলে কেহই তাঁহার তত্ত্ব অধিগত করিতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"ঈশ্বরের কৃপা লেশ হয়ত যাঁহারে।
সেই সে ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার স্তবেও পাই,—

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥" (ভাঃ ১০।১৪।২৯)

বর্ত্তমান পাদে যে সকল বাক্য স্পষ্টরূপে ব্রহ্ম প্রতিপাদক বলিয়া আপাততঃ মনে হয় না, তাহাদিগকেও ব্রহ্মে সঙ্গতিপূর্ণ প্রতিপন্ন করিবার মানসে প্রথমেই শ্রীশ্যামসুন্দরের কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন।

প্রথম পাদে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র হেতু পুরুষোত্তম পরব্রহ্মই যে জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ আরাধ্য, তাহা কথিত হইয়াছে। অস্পষ্ট প্রতীত বাক্য সমূহেরও ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শন করিতে গিয়া এই প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে শাণ্ডিল্য বিদ্যায় কথিত আছে যে, এই পরিদৃশ্যমান সমগ্র জগৎ ব্রহ্ম। তাহার হেতু বর্ণন করিয়াছেন যে, এই ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং তাঁহাতেই লয় হইয়া থাকে। অতএব সমগ্র জগৎই ব্রহ্ম। শান্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। এখানে যে 'ক্রতু'-শব্দ ব্যবহার হইয়াছে তাহা উপাসনার্থে। উপাসনার ফল বলিতে গিয়া বলিতেছেন—যে উপাসক এই জগতে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীভগবানের দাস্যাদি ভাবের যে কোন ভাব লইয়া ঐকান্তিকভাবে মন, প্রাণ সমর্পণকরতঃ শ্রীহরির ভজন করেন, তিনি সেইরূপ ভাব-বিশিষ্ট হইয়াই পরলোকে গমনপূর্ব্বক শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হন। মনোময়ত্বাদি গুণ-বিশিষ্ট শ্রীহরিকেই উপাসনা করিবার উপদেশ আছে। কিন্তু এখানে যদি

কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বলেন, মনোময়, প্রাণময় বলিতে জীবকে বুঝাইবে, পরমেশ্বরকে বুঝাইবে কেন? কারণ পরমাত্মার তো মন, প্রাণ নাই বলিয়া শ্রুতি তাঁহাকে অমনা, অপ্রাণ ইত্যাদি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এ-স্থলে মীমাংসার বিষয় এই যে, শ্রীভগবান্ 'মনোময়' এই শব্দে তিনি শুদ্ধ মনের গ্রহণীয়, আর প্রাণময় অর্থে প্রাণের নিয়ন্তা। এই শ্রীহরিকে শ্রুতি মনোময়, প্রাণময়, সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি বলিয়াছেন। অশব্দ, অস্পর্শাদি শব্দে তাঁহার প্রাকৃতরূপ গন্ধাদি নিষিদ্ধ হইলেও অপ্রাকৃত, অসাধারণ গন্ধাদিসম্পন্ন ইহাই নিরূপিত হইয়াছে।

শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি' করে অপ্রাকৃত স্থাপন॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৪১)

আরও—

"সে কালে নাহি জন্মে 'প্রাকৃত' মন-নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র-মন॥" (ঐ ১৪৬)

সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, মনোময়াদি গুণবিশিষ্ট উপাস্যকে জীবই বলিব, তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, সর্ব্বত্র অর্থাৎ বেদান্তের সকল স্থানেই যে সকল ব্রহ্মগুণ প্রসিদ্ধ, তাহার উপদেশ এখানে আছে বলিয়া ব্রহ্মই নির্দ্দিষ্ট হইবে; জীব নহে। তবে মনোময় অর্থে শুদ্ধ মনের দ্বারাই গ্রাহ্য, বিষয়-বাসনা-দূষিত মনের দ্বারা নহে। মনের দ্বারাই মনোময়কে উপাসনা করিবে, এইরূপ শ্রুতিও আছে। তবে যদি বল যে, তাঁহাকে মনের অগোচর বলা হইয়াছে। তদুত্তরে বক্তব্য যে, পামরের মনের অগোচর বা সম্পূর্ণভাবে অগোচর। আর যে শ্রুতি তাঁহাকে 'অমনা', 'অপ্রাণ' বলিয়াছেন, তাহার মীমাংসা তাঁহার স্থিতি প্রাণের অধীন নহে, বা তাহার জ্ঞান মনের অধীন নহে। অর্থাৎ জীব-সাধারণের ন্যায় তাঁহার প্রাকৃত মন, প্রাণ নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে, কিন্তু অপ্রাকৃত স্বরূপ সম্বন্ধীয় সবই আছে।

মহাপ্রলয়ে তাঁহার অস্তিত্বের অভাব হয় না। যেমন শ্রীভাগবতে পাই,— "যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।" (২।৯।৩২)

এই ব্রহ্ম মনোময়, অমৃতময়, হিরণ্ময়, অন্তর্হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজ করিয়া

থাকেন। তাঁহাকে মনীষা দ্বারা বিচার সহকারে নিশ্চয়পূর্ব্বক ধ্যান করিলে তাঁহাকে অবগত হওয়া যায় এবং অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যও বলিয়াছেন যে, মনোময়ত্বাদি গুণ-ব্রহ্মেরই। ইহা বেদান্তের সকল বাক্যে প্রসিদ্ধ। মুণ্ডক শ্রুতিতেও আছে—"মনোময়ঃ প্রাণ-শরীরনেতা" তৈত্তিরীয়ে বলেন,—হৃদয়ের মধ্যে যে আকাশ তাহাতে মনোময়, অমৃতময়, হিরণ্ময় পুরুষ বাস করেন। কেন উপনিষদে তাঁহাকে 'প্রাণস্য প্রাণঃ' বলিয়া জানা যায়। শ্রীপাদ রামানুজও বলিয়াছেন,—মনোময় অর্থে শুদ্ধ মনের দ্বারা গ্রহণীয়, 'প্রাণ-শরীর' অর্থে প্রাণের আধার বা নিয়ন্তা।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ॥
নারায়ণপরা বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ।
নারায়ণপরা লোকা নারায়ণপরা মখাঃ॥
নারায়ণপরো যোগো নারায়ণপরং তপঃ।
নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরা গতিঃ॥" (ভাঃ ২।৫।১৪-১৬)

আরও—

"স তং বিবক্ষিতমতদ্বিদং হরি-
র্জ্ঞাত্বাস্য সর্ব্বস্য চ হৃদ্যবস্থিতঃ।" (ভাঃ ৪।৯।৪)

শ্রীগীতায়ও (১৮।৬১) আছে,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি॥ ১॥

সূত্রম্—বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ॥ ২॥

সূত্রার্থ—বিবক্ষিত বলিতে অভিপ্রেত যে সকল মনোময়ত্বাদি গুণ, তাহাদের স্থিতি পরমেশ্বরেই উপপন্ন, জীবাত্মায় নহে॥ ২॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপ" ইত্যাদিনা যে গুণা বিবক্ষিতাস্তে হি পরস্মিন্নেবোপপদ্যন্তে ন তু জীবে॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ—মনোময়, প্রাণ-শরীর, জ্যোতিঃস্বরূপ ইত্যাদি দ্বারা যে গুণ শ্রুতির বিবক্ষিত, সেগুলি এক পরমেশ্বরেই সম্ভব হয়, জীবে নহে॥ ২॥

সূক্ষ্মা টীকা—মনোময়েত্যাদি স্পষ্টম্ ॥ ২ ॥

টীকানুবাদ—মনোময় ইত্যাদি ভাষ্যের উক্তি সুবোধ্য, অতএব তাহার টীকা নিষ্প্রয়োজন ॥ ২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—মনোময়, প্রাণ-শরীর, চৈতন্যঘন, সত্য-সঙ্কল্প, আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, নানাবিধ লীলা-পরায়ণ, ইত্যাদি যে সকল গুণ বিভিন্ন শ্রুতিতে বিবক্ষিত হইয়াছে, সে সকলই একমাত্র ব্রহ্মে উপপন্ন হয়, কোন জীবে সম্ভব নহে।

শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী প্রভু তাঁহার সর্ব্ব-সংবাদিনীতে পরমাত্মসন্দর্ভে জীবচৈতন্যসমূহের ব্রহ্ম হইতে ভিন্নত্ব-স্থাপন-কল্পে লিখিয়াছেন,—

"শ্বেতাশ্বতরে পাওয়া যায়,—

"স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ।" (৬।৯)

এই শ্রুতি-বর্ণিত ঈশ্বর হইতে অন্য কেহ প্রকৃতির সৃষ্টির নিমিত্ত ঈক্ষণকর্ত্তা হইতে পারেন না। "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" এই শ্রুতিতেও ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য দ্রষ্টা আছেন, তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং নিত্য, স্বতন্ত্র, চিৎস্বরূপ দ্রষ্টাই উপনিষদ্‌বেদ্য পুরুষ। "বিবক্ষিত-গুণোপপত্তেশ্চ" (ব্রঃ সূ ১।২।২) এবং "অনুপপত্তেস্তু ন শারীর" (ব্রঃ সূঃ ১।২।৩) এই সূত্র-দ্বয়ানুসারে জীবাতিরিক্ত, জীব হইতে অধিক, পারমার্থিক গুণসমূহ যে পরমেশ্বরে বলা আছে, তাহাই উপপন্ন হইয়াছে। আরও মায়াবাদিগণ যে সিদ্ধান্ত করেন, জীব নিজের অজ্ঞানের দ্বারা নিজ আত্মায় জগৎ কল্পনা করে, কিন্তু জগৎ রচনা ঈশ্বর ব্যতীত অন্যথা অনুপপত্তিবশতঃ সত্য-সঙ্কল্পত্বাদি গুণসমূহ তাঁহাতেই স্বীকৃত। কল্পিত কাহাতেও ঐ সকল উপপন্ন হয় না। এমন কি, নির্গুণ ব্রহ্মেও ঐ সকল গুণের কল্পনা অযৌক্তিক।"

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবেও পাওয়া যায়,—

"ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধরঃ" (ভাঃ ১০।৮৭।২৮)

অর্থাৎ হে প্রভো! আপনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-রহিত স্বতন্ত্র ঈশ্বর হইয়াও নিখিল প্রাণিগণের যাবতীয় ইন্দ্রিয়-শক্তির পরিচালনা করিয়া থাকেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায়ও পাই,—

"ত্বমকরণঃ আহঙ্কারিক মনোনেত্র-শ্রোত্রাদিরহিতঃ তর্হীমানি মন্নেত্র-শ্রোত্রাদীনি কুতস্তানি তত্রাহুঃ—স্বরাট্। স্বৈঃ স্ব-স্বরূপভূতৈরেব নেত্র শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়ৈ রাজসে ইতি স্বরাট্। অতএব অখিলকারক শক্তিধরঃ খিলানি তুচ্ছানি প্রাকৃতানীত্যর্থঃ, অখিলানি খিলভিন্নানি চিদানন্দময়ত্বাৎ স্বরূপভূতানীন্দ্রিয়াণি শক্তিঃ "চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২ ॥

সূত্রম্—অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ—তু অবধারণ অর্থে, কিন্তু মনোময়-শরীরধারী জীব হইতে পারে না, হেতু? 'অনুপপত্তেঃ'—জীবাত্মায় মনোময়ত্বাদি-ধর্ম্ম অসম্ভব ॥ ৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—মনোময়ঃ শারীরো ন ভবতি খদ্যোতকল্পে তস্মিংস্তেষামসম্ভবাৎ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—মনোময় পুরুষ শরীরাভিমানী জীবাত্মা হইতে পারেন না, কেন না, জীবাত্মা খদ্যোত কল্প, (জোনাকীর মত ক্ষুদ্র জ্যোতিঃস্বরূপ) তাহাতে মনোময়ত্বাদি ধর্ম্ম অসম্ভব ॥ ৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অনুপপত্তেরিতি। তুরবধারণে ॥ ৩ ॥

টীকানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' 'শব্দটির অর্থ অবধারণ। ইতর ব্যবচ্ছেদ বা অপরের নিরাসই অবধারণ, এখানে 'তু' শব্দদ্বারা শারীর আত্মার মনোময়ত্বের নিরাস ॥ ৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্ব সূত্রে বলা হইয়াছে শ্রুতিতে উল্লিখিত গুণ সমুদয় ব্রহ্মেই যুক্তিযুক্ত, ইহা অন্বয়ভাবে বলিয়া বর্ত্তমান সূত্রে ব্যতিরেক ভাবে বলিতেছেন। মনোময়ত্বাদি ঐ সকল গুণ জীবে প্রয়োগ করিলে তাহা যুক্তিযুক্ত হয় না। খদ্যোতকল্প জীবে সেই গুণ থাকা অসম্ভব।

শ্রীপাদ রামানুজও বলেন,—শ্রুত্যুক্তগুণ খদ্যোতের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবে কি প্রকারে থাকিতে পারে?

শ্রীমদ্ভাগবতে চিত্রকেতুও বলিয়াছেন,—

"বিদিতমনন্ত সমস্তং তব জগদাত্মনো জনৈরিহাচরিতম্।
বিজ্ঞাপ্যং পরমগুরোঃ কিয়দিব সবিতুরিব খদ্যোতৈঃ ॥

নমস্তভ্যং ভগবতে সকল জগৎস্থিতিলয়োদয়েশায়।
দুরবসিতাত্মগতয়ে কুযোগিনাং ভিদা পরমহংসায় ॥" (ভাঃ ৬।১৬।৪৬-৪৭)

অর্থাৎ হে অনন্ত! এই সংসারে জনগণ যাহা আচরণ করে, তাহার কোনটিই অন্তর্য্যামিরূপী আপনার অবিদিত নহে; যেমন সূর্য্যসমীপে খদ্যোতের প্রকাশনীয় বস্তু কিছুই নাই, তদ্রূপ পরমগুরু আপনার সমীপে মাদৃশ জনগণের কিছুই বিজ্ঞাপ্য নাই—আপনি সকলই জানেন। আপনি জগতের স্থিতি, লয় ও উৎপত্তির কর্ত্তা, ভেদদৃষ্টি-হেতু বিষয়াবিষ্টচিত্ত কুযোগিগণের পক্ষে আপনার তত্ত্ব অধিগম্য নহে, আপনি পরমহংস অর্থাৎ অতি বিশুদ্ধ; আপনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্; আপনাকে নমস্কার।

চিত্রকেতু বলিয়াছেন,—

"তব বিভবঃ খলু ভগবন্ জগদুদয়স্থিতিলয়াদীনি।
বিশ্বসৃজস্তেহংশাংশাস্তত্র মৃষা স্পর্দ্ধন্তি পৃথগভিমত্যা ॥"
(ভাঃ ৬।১৬।৩৫)

অর্থাৎ—

হে ভগবন্, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ও প্রবেশ-নিয়মনাদি যাহা কিছু, তাহা বস্তুতঃ আপনারই লীলা; সেই বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনারই অংশাংশ, অর্থাৎ আপনার অংশ যে পুরুষাবতার, তাঁহার অংশ, সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর বলিয়া যে অভিমান করেন, তাহা বৃথা ॥ ৩ ॥

সূত্রম্—কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ—কর্ম্মরূপে মনোময় শ্রীহরিকে ও কর্ত্তৃরূপে শরীরাভিমানী জীবকে শ্রুতি উল্লেখ করিতেছেন, এ-জন্য ও মনোময় পুরুষ জীব হইতে ভিন্ন ॥ ৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—এতমিতঃ প্রেত্যাভিসংভবিতাস্মীতি শ্রুতিরেতমিতি প্রকৃতং মনোময়ং কর্ম্মত্বেন ব্যপদিশতি শারীরং ত্বভিসম্ভবিতাস্মীতি কর্ত্তৃত্বেনেতি কর্ত্তুঃ শরীরাদ্বিলক্ষণঃ কর্ম্মভূতো মনোময়ঃ পরেশঃ। অভিসংভবতির্মিলনার্থঃ সম্ভূয়াম্ভোধিমভ্যেতি মহানদ্যা নগাপগেত্যাদিপ্রয়োগাৎ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'এতমিতঃ প্রেত্য অভিসংভবিতাস্মি' আমি (জীবাত্মা) ইতঃ—এই মনুষ্যলোক হইতে, প্রেত্য—মৃত্যুর পর, এতম্—এই মনোময় শ্রীহরির সহিত সম্ভবিতাস্মি মিলিত হইব। এই শ্রুতি 'এতম্' এই পদের দ্বারা প্রক্রান্ত মনোময় পুরুষকে কর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন; 'অভিসম্ভবিতাস্মি' পদে শরীরাভিমানী জীবাত্মাকে কর্ত্তৃরূপে উল্লেখ করিতেছেন, সুতরাং শারীর কর্ত্তা হইতে কর্ম্মকারক পরমাত্মা ভিন্ন, ইহা বুঝাইল। অভিসংভবতি—অভি+সম্+ভূ ধাতুর অর্থ মিলন। মহাকবি মাঘের শিশুপালবধ মহাকাব্যে 'সম্ভূয়াম্ভোধিমভ্যেতি মহানদ্যা নগাপগা' পার্ব্বত্য নদী, মহানদী—গঙ্গাযমুনাদির সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রে পৌঁছায়। এখানে 'সম্ভূয়' পদের অর্থ 'মিলিত হইয়া' ॥ ৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—এতমিতি। ইহলোকাৎ প্রেত্য এতং মনোময়ং হরিমহমভিসংভবিতাস্মি মিলিতাস্মীতি লুটঃ প্রয়োগো গাঢ়োৎকণ্ঠয়া ॥ ৪ ॥

টীকানুবাদ—'এতমিতি' এই শ্রুতির অর্থ এইরূপ—ইহলোক হইতে পরলোকে যাইয়া আমি এই মনোময় হরিতে মিলিত হইব। 'অভিসংভবিতাস্মি'—এই পদে 'ভূ' ধাতুর উত্তর লুটের উত্তম পুরুষের একবচনে 'তাস্মি' বিভক্তি। এই যে ভবিষ্যদর্থে লুট্ বিভক্তির প্রয়োগ, ইহা 'অত্যন্ত অনুরাগে অর্থাৎ কবে তাঁহার সহিত মিলিত হইব' এই—উৎকণ্ঠাবশে ॥ ৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—মনোময়ত্বাদি গুণ-সম্পন্ন ব্রহ্ম যে শরীরাভিমানী জীব নহে, তাহা বর্ত্তমান সূত্রেও সূত্রকার বুঝাইতেছেন। শ্রুতিতে আছে, "এতম্ ইতঃ প্রেত্য অভিসংভবিতাস্মি" অর্থাৎ আমি এই মনুষ্যলোক হইতে পরলোকে গমন পূর্ব্বক ইহাতে অর্থাৎ মনোময়ত্বাদি গুণযুক্ত শ্রীহরির সহিত মিলিত হইব। এ-স্থলে শ্রীহরিকে কর্ম্মরূপে এবং জীবকে কর্ত্তৃরূপে ব্যপদেশ হওয়ায় জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকপিলদেবের বাক্যেও পাই,—

"মদ্ভক্তঃ প্রতিবুদ্ধার্থো মৎপ্রসাদেন ভূয়সা।
নিঃশ্রেয়সং স্বসংস্থানং কৈবল্যাখ্যং মদাশ্রয়ম্ ॥
প্রাপ্নোতীহাঞ্জসা ধীরঃ স্বদৃশাচ্ছিন্নসংশয়ঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তেত যোগী লিঙ্গবিনির্গমে ॥"
(ভাঃ ৩।২৭।২৮-২৯) ॥ ৪ ॥

সূত্রম্—শব্দবিশেষাৎ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ—'এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়ে' এই শ্রুতিতে 'মে' পদ ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্ত, আর 'মনোময়ঃ' এই পদ প্রথমা বিভক্ত্যন্ত, এই শব্দ-পার্থক্য থাকায়, মনোময় পুরুষ ও শরীরাভিমানী পুরুষ যে এক নহে, তাহা বুঝাইতেছে ॥ ৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়" ইতি ষষ্ঠ্যন্তেন শব্দেন শারীর উপাসকো নির্দ্দিশ্যতে মনোময়স্তূপাস্যঃ প্রথমান্তেন। ভিন্ন-বিভক্তিকয়োঃ শব্দয়োরর্থভেদেন ভাব্যম্। তথা চ শারীরাদুপাস-কাদন্যো মনোময় উপাস্য ইতি ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়ে' ইনি—মনোময় পুরুষ আমার হৃদয়-মধ্যে অন্তর্য্যামী আত্মা, এই ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্ত শব্দের দ্বারা শরীরাভিমানী উপাসককে নির্দ্দেশ করা হইতেছে, আর 'এষঃ' এই প্রথমান্ত শব্দের দ্বারা মনোময় উপাস্য পরমেশ্বর বোধিত হইতেছেন; এই ভিন্ন বিভক্তিযুক্ত দুইটি শব্দের অর্থভেদ (ব্যক্তিভেদ) নিশ্চয় আছে, অতএব শারীর উপাসক হইতে মনোময় উপাস্য বিভিন্ন, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ভিন্নেতি। ষষ্ঠ্যন্ত-প্রথমান্তয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

টীকানুবাদ—'ভিন্নবিভক্তিকয়োঃ' অর্থাৎ একটিতে ষষ্ঠীবিভক্তি, অপরটিতে প্রথমা বিভক্তি; সুতরাং দুইয়ের প্রভেদ আছেই ॥ ৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ব্রহ্ম হইতে জীবের ভিন্নত্ব-সম্বন্ধে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রেও বলিতেছেন। শ্রুতিতে বর্ণিত—'এই আত্মা আমার অন্তর্হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন', এ-স্থলে উপাসক জীব-সম্বন্ধে ষষ্ঠীবিভক্তি প্রয়োগ এবং উপাস্য পরমাত্মা-সম্বন্ধে প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে; সুতরাং উভয় শব্দের অর্থ-বিশেষের দ্বারা উপাসক ও উপাস্য ভিন্ন—ইহা স্পষ্টভাবেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আচার্য্য শ্রীরামানুজও বলেন,—'মে' শব্দে জীবাত্মা এবং 'আত্মা' শব্দে পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে বলিয়া পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা ভিন্ন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ ॥" (ভাঃ ২।২।৩৫) ॥ ৫ ॥

সূত্রম্—স্মৃতেশ্চ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ—শুধু ইহাই নহে, গীতাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও প্রভেদ অবগত হওয়া যাইতেছে ॥ ৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" ইতি স্মরণাচ্চ শারীরাৎ পরস্য ভেদঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্···মায়য়া।' শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—ওহে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন, তিনি তথায় থাকিয়া মায়াদ্বারা, যন্ত্রারূঢ়কে যেমন যন্ত্রী চালনা করে, সেইরূপ সকল প্রাণীকে চালিত করিতেছেন। অতএব শ্রীভগবানের এই উক্তি হইতেও অবগত হওয়া যায় যে, শারীর-আত্মা হইতে চালক পরমাত্মা ভিন্ন ॥ ৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ঈশ্বর ইতি। "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" ইতি চেহ বোধ্যম্। ইহ ষষ্ঠ্যন্তার্থাৎ জীবাৎ প্রথমান্তার্থো হরিরন্য ইতি স্মৃতিতোঽপি লভ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকানুবাদ—'সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' গীতার এই উক্তিও এখানে পার্থক্যে প্রমাণ। আমি (শ্রীভগবান্) সকল জীবের হৃদয়ে বিদ্যমান আছি। এই বাক্যে 'সর্ব্বস্য' পদটি ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্ত, তাহার অর্থ জীবাত্মা, আর 'অহম্' পদে প্রথমা, তাহার অর্থ শ্রীহরি, সুতরাং এই গীতাস্মৃতি হইতেও উভয়ের পার্থক্য লব্ধ হইতেছে ॥ ৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—শ্রীগীতাদি বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রের প্রমাণানুসারেও পরমাত্মা

যে জীবাত্মা হইতে ভিন্ন, তাহা অবগত হওয়া যায়। ইহাই সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে প্রতিপাদন করিতেছেন।

শ্রীগীতার "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" (১৮।৬১) এবং "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো" (১৫।১৫) শ্লোকদ্বয় আলোচ্য। শ্বেতাশ্বতরেও পাওয়া যায়—"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" অন্যত্রও "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো যময়তি" "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" 'অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং' প্রভৃতি শ্রুতিপ্রমাণ আছে। এতদ্ব্যতীত "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন" বাক্যেও পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

'সর্ব্বস্য চ হৃদ্যবস্থিতঃ' (৪।৯।৪)
শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—
"চিত্তেন হৃদয়ং চৈত্ত্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রাবিশদ্ যথা।" (ভাঃ ৩।২৬।৭০)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"চৈত্ত্যো বাসুদেবঃ স এব ক্ষেত্রজ্ঞোঽন্তর্য্যামী। ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত ইতি গীতোক্তেঃ।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

"সর্ব্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু, না জানিয়া।
বিষ্ণুপূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া॥" (মধ্য ৫।১৪২) ॥ ৬ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্।—নন্বেষ মে আত্মান্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বেত্যল্পস্থানত্বশ্রুতেরণীয়স্ত্বোপদেশাচ্চ জীব এব মনোময়ো ন ত্বীশ ইত্যাশঙ্কানিরাসায়াহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আশঙ্কা হইতেছে—'এষ মে আত্মা...যবাদ্ বা' এই শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়—আত্মা (পরমেশ্বর) জীবের হৃদয়-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, ইনি ব্রীহি ধান্য অথবা যব হইতে অণু—সূক্ষ্মতম, আবার—'অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্' এই শ্রুতিও তাঁহার অণুতরত্ব ঘোষণা

করিতেছেন, কিন্তু পরমেশ্বর বিভু—বিশ্বব্যাপক, অতএব হৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তী জীবই মনোময় পুরুষ বলিয়া গ্রহণীয়, ঈশ্বর নহেন। এই আশঙ্কার সমাধানার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বেষ ইতি। মেঽন্তর্হৃদয়ে এষ আত্মাস্তি। কীদৃশঃ ? ব্রীহের্যবাদ্বা অণীয়ানতিসূক্ষ্মঃ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'নন্বেষ ইতি মে' ইত্যাদি 'মে' আমার হৃদয়-মধ্যে আত্মা আছেন। কিরূপ আত্মা ? উত্তর—ব্রীহি অথবা যব হইতে অণুতর অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম—

সূত্রম্।—অর্ভকৌকস্ত্বাৎতদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বা-দেবং ব্যোমবচ্চ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ—'অর্ভকৌকস্ত্বাৎ'—অভক—অল্প, 'ওকঃ'—স্থিতির স্থান বলিয়া, 'তদ্ব্যপদেশাচ্চ' এবং 'অণোরণীয়ান্' শ্রুতিদ্বারা অণুতরত্বের উল্লেখ বশতঃ, 'ন', তিনি পরমেশ্বর নহেন, 'ইতি চেৎ'—এই যদি বল, 'ন'—তাহা নহে, কেননা, 'নিচায্যত্বাৎ' মিতত্বরূপে উক্তি হৃদয়ের মধ্যে উপাস্যত্ব-নিবন্ধন। এইরূপ 'ব্যোমবচ্চ'—আকাশের মত সূক্ষ্মতম হইলেও সর্ব্বব্যাপী, এইজন্য তাঁহার পরমেশ্বরত্ব পক্ষে কোন বাধা নাই ॥ ৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্।—হেতুযুগ্মান্মনোময়ো নেশ্বর ইতি ন বাচ্যং অত্রৈব জ্যায়ান্ পৃথিবীতো "জ্যায়ানন্তরীক্ষাৎ" ইত্যাদিনা ব্যোমবদস্য বিভুত্বাভিধানাৎ। কথং তর্হি তদ্যুগ্মং সঙ্গচ্ছতে তত্রাহ—নিচায্যত্বাদেব-মিতি। এবং মিতত্বেনোক্তির্নিচায্যত্বাৎ হৃদ্যুপাস্যত্বাৎ। অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ—বিভোরপি পরস্য যদণুত্বং প্রাদেশমাত্রত্বাদি চ তৎ ক্বচিৎ ভাক্তং ক্বচিৎ তু মুখ্যম্। তত্রাদ্যং স্মৃতিস্থানহৃন্মানস্য স্মর্য্যমাণে স্থানানি তস্মিন্নুপচারাৎ। অন্ত্যন্তু তাদৃশস্যাপি তস্য ভক্তানু-গ্রাহিণোঽচিন্ত্যশক্তিযোগিনস্তথা তথাভিব্যক্তেঃ। একমেব স্বরূপং

ভক্তেষু নানাবিধং স্ফুরতি। "একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইতি শ্রবণাৎ। বিভুত্বে সত্যপ্যণুত্বাদিকমচিন্ত্যশক্তিযোগাৎ। বক্ষ্যতি চৈবং বৈশ্বানরাধিকরণে। অণোঃ প্রাদেশমাত্রাদেশ্চ বিভুত্বং তথৈব যুগপৎ সর্ব্বত্রাবির্ভাবাদিতি ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত দুইটি হেতু যথা 'এষ মে আত্মা' ইত্যাদি শ্রুতি-বোধিত ব্রীহি হইতে বা যব হইতে সূক্ষ্মত্ব এবং 'অণোরণীয়ান্' এই অণু-তরত্বের নির্দ্দেশ হইতে মনোময় পুরুষ ঈশ্বর নহেন, ইহা বলিতে পার না, কেননা 'অত্রৈব জ্যায়ান্ পৃথিবীতো জ্যায়ানন্তরীক্ষাৎ'—তিনি পৃথিবী হইতে বৃহত্তর, অন্তরীক্ষ হইতে বিপুলতর ইত্যাদি শ্রুতি হইতে আকাশের মত এই জীবের অন্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষের বিভুত্ব বলা হইয়াছে। তবে কিরূপে ঐ হেতুদ্বয়ের উপপত্তি? সে-বিষয়ে সূত্রকার উত্তর করিতেছেন 'নিচায্যত্বাৎ এবমিতি'। 'এবম্' এই পরিমিতত্বরূপে অর্থাৎ অল্পস্থানস্থিতত্বরূপে যে নির্দ্দেশ, উহা 'নিচায্যত্বাৎ' —হৃদয়-মধ্যে উপাস্যতার জন্য; হৃদয়-মধ্যে পরমেশ্বরকে উপাসনা করিতে হইলে বিভুরূপে করা চলে না, সূক্ষ্মরূপেই করিতে হয়। বস্তুতঃপক্ষে বিভুও বটে, সূক্ষ্মতমও বটে। এ-বিষয়ে ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে—বিভু হইলেও সেই পরমেশ্বরের যে অণুত্ব ও 'সভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্' এই শ্রুতি-জ্ঞাত প্রাদেশপরিমিতত্ব কোন কোন স্থানে গৌণ অর্থাৎ লাক্ষণিক, আবার কুত্রাপি মুখ্য। তন্মধ্যে প্রথমটি গৌণ, অণুত্ব—তাঁহার চিন্তা বা ধ্যানের স্থান যে হৃদয়, তাহার পরিমাণ অতি ক্ষুদ্র, তাহাতে স্মর্য্যমাণ সেই হরিতে আশ্রয়মানানুসারে ক্ষুদ্রত্ব কল্পনা করা হইয়াছে, এই আশ্রয়াশ্রয়ীর ঐক্য-রূপে এখানে লক্ষণা। শেষপক্ষে অর্থাৎ মুখ্য অণুত্ব বা প্রাদেশপরিমিতত্ব পক্ষে সেই সর্ব্বব্যাপী ভক্তের প্রতি অনুগ্রহকারী শ্রীহরির অচিন্তনীয়শক্তি বশতঃ সূক্ষ্মত্ব-স্থূলত্বাদির অভিব্যক্তি হয়; সেজন্য একই তত্ত্ব ভক্তগণের মধ্যে নানাবিধভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রুতিও তাহা বলিতেছেন "একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" এক হইয়াও যিনি বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অতএব তাঁহার বাস্তব বিভুত্ব থাকিলেও অচিন্তনীয় শক্তিবশতঃ অণুত্বাদি সম্ভব হইতেছে। এই কথাই বৈশ্বানরাধিকরণে সূত্রকার বলিবেন। যিনি অণুপরিমাণ বা প্রাদেশমাত্র পরিমাণ, তাঁহার বিভুত্বোক্তি সঙ্গত হইতেছে, এই

কারণে যে এক সময়েই সর্ব্বত্র আবির্ভূত হইতেছেন। যুক্তি এই, তিনি বিভু না হইলে এক সময়ে সকল জীবের হৃদয়-মধ্যে অণুরূপে প্রকাশ পাইবেন কেন? ॥ ৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অর্ভকেতি। অর্ভকমল্পমোকঃ স্থানং যস্য তত্ত্বাদিত্যর্থঃ। ব্যোমবদস্তেতি। অস্যান্তর্হৃদয়বর্ত্তিব্রীহ্যাদ্যতিসূক্ষ্মস্যাত্মন ইত্যর্থঃ। তদ্‌যুগ্মং হেতুদ্বয়ম্। মিতত্বেন পরিচ্ছিন্নত্বেন। অয়মত্রেতি। ভাক্তং গৌণম্। তস্মিন্ বিভৌ। তথা তথেতি। অণুত্বেন প্রাদেশমাত্রত্বাদিনা চেত্যর্থঃ। তথৈব যুগপদিতি। সর্ব্বেষু লোকেষু মিথোঽতিদূরাঃ সংজাতপ্রেমাণো হরিভক্তাস্তিষ্ঠন্তি। তৈর্যুগপদ্ধ্যায়-মানোঽণ্বাদিরূপো হরিরেকদৈব তেষু সন্নিহিতঃ প্রত্যক্ষীভবতীতি প্রাদেশমাত্রা-দেশ্চ দ্বিভুজনরাকারশ্চতুর্ভুজদেবাকারশ্চেত্যাদিপদাৎ। ন চ তত্র তত্র ধাবন্ সন্নিদধাতীতি শক্যং ভণিতুং যৌগপদ্যাসম্ভবাৎ তস্মাদ্বিভুরেকঃ সোঽচিন্ত্যশক্ত্যাণু-ত্বাদিধর্ম্মা সর্ব্বত্র স্ফুরতীতি ॥ ৭ ॥

টীকানুবাদ—'অর্ভকেতি' ইহার অর্থ অর্ভক—অল্প, ওকঃ—স্থান আশ্রয় যাঁহার এইজন্য। ব্যোমবদস্য ইত্যাদি—অস্য পদের অর্থ—যিনি হৃদয় মধ্যে বিরাজমান ধান্যযবাদি হইতে অতিসূক্ষ্ম পরমেশ্বর তাঁহার। 'কথং তর্হি তদ্‌যুগ্মং সঙ্গচ্ছতে' তবে কিরূপে সেই যুগ্ম অর্থাৎ উক্ত হেতুদ্বয় শ্রুত্যুক্ত ব্রীহি হইতে সূক্ষ্মতরত্ব এবং অণুতরত্বোক্তি সঙ্গত হইতেছে? সমাধানার্থ বলিতেছেন—'মিতত্বে-নোক্তির্নিচায্যত্বাৎ'—মিতত্বরূপে অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নত্বরূপে কথন সঙ্গত 'নিচায্য' হৃদয়ের মধ্যে উপাস্য বলিয়া। অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ—অণুত্ব কোন স্থলে ভাক্ত অর্থাৎ গৌণ। তস্মিন্ সেই বিভুতে, অণুত্ব লাক্ষণিক। তথা তথা অভিব্যক্তেঃ—কোথায়ও অণুত্বরূপে, কুত্রাপি বা প্রাদেশ পরিমিতত্বরূপে। তথৈব যুগপৎ সর্ব্ব-ত্রাবির্ভাবাৎ'—সমস্ত জগতের মধ্যে প্রেমিক হরিভক্তগণ পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে কত দূরে দূরে আছেন, তাঁহারা সকলে এককালে শ্রীহরির ধ্যান করিতে থাকিলে সেই অণু প্রভৃতি পরিমাণ-সম্পন্ন শ্রীহরি সকলের মধ্যে সেই একই সময় যেহেতু প্রত্যক্ষ হন। প্রাদেশমাত্রাদেশ্চ প্রাদেশ পরিমিতরূপে, আদি-পদের দ্বারা কুত্রাপি (উপাস্য শ্রীরাম হইলে) দ্বিভুজ নরাকারে, শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি হইলে চতুর্ভুজ দেবাকারে ইহা জানিবে। কিন্তু তথায় তথায় তিনি দ্রুতবেগে যাইয়া উপস্থিত হন, এ-কথা বলা যায় না। কারণ তাহাতে যৌগপদ্য (সমকালীনত্ব)

থাকে না। অতএব নিষ্কর্ষ এই—পরমেশ্বর এক, বিভু, তিনি অচিন্তনীয় শক্তি-বশতঃ অণুত্ব, প্রাদেশমাত্রত্ব প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ পান ॥ ৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, শ্রুতিতে যখন বর্ণিত আছে যে, এই আত্মা ব্রীহি, ধান্য বা যব অপেক্ষাও সূক্ষ্মরূপে অন্তর্হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, তখন তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা যায় না, এই পূর্ব্বপক্ষের নিরসনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন—শ্রুতিতে যেমন পরমাত্মার অণুত্বের কথা পাওয়া যায়, সেইরূপ বিভুত্বের অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপিত্বের কথাও পাওয়া যায়। ভক্তগণ হৃদয়ের মধ্যে শ্রীভগবানকে উপাসনা করিবেন বলিয়াই তিনি ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি প্রকাশে প্রাদেশমাত্ররূপে হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ পক্ষে তিনি বিভু এবং সূক্ষ্মতমও। শ্রুতিতেই পাওয়া যায়, তিনি 'অণোর-ণীয়ান্' 'মহতো মহীয়ান্'। আরও পাওয়া যায়,—"তিনি এক হইয়া বহুরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।" সুতরাং তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবশতঃ তিনি যুগপৎ অণুত্ব এবং বিভুত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তমেব হৃদি বিন্যস্য বাসুদেবং গুহাশয়ম্।
নারায়ণমণীয়াংসং নিরাশীরযজৎ প্রভুঃ ॥" (ভাঃ ৯।১৮।৫০)

এ-স্থলে 'অণীয়াংসং' শব্দে শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন,—

"সূক্ষ্মত্বাৎ নির্লেপত্বাৎ অবিজ্ঞেয়ং ন তু অণুপরিমাণং।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ "বাসুদেবং" শব্দে লিখিয়াছেন, "সর্ব্বত্রৈবাসৌ বসতীত্যতঃ প্রয়াসাভাবঃ" ॥ ৭ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বু জীববৎ পরমাত্মনোঽপি শরীরান্ত-র্ব্বর্ত্তিত্বেন তৎ সম্বন্ধকৃতঃ সুখদুঃখোপভোগস্তেন সহ সমঃ স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—নন্বিত্যাদি—আপত্তি হইতেছে, জীবের মত পরমেশ্বরও যদি হৃদয়ের মধ্যে থাকেন, তবে শরীর সম্বন্ধবশতঃ তাঁহারও

তো সুখ দুঃখ ভোগ হইল, ইহাতে জীব ও পরমেশ্বর তুল্যই হইলেন, এই যদি বল, তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন—

সূত্রম্—সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতিচেন্ন বৈশেষ্যাৎ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ—'সম্'—সহ অর্থাৎ জীবের সহিত, 'ভোগপ্রাপ্তিঃ'—সুখ-দুঃখের অনুভূতি, পরমেশ্বরেরও হইয়া পড়িল। 'ইতি চেৎ'—এই যদি আপত্তি কর, 'ন'—তাহা নহে, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ 'বৈশেষ্যাৎ'—উভয়ের (জীব ও পরমেশ্বরের) বিশেষত্ব আছে, অর্থাৎ জীব দেহসম্বন্ধী হইয়া কর্ম্মাধীন, কিন্তু ঈশ্বর দেহের মধ্যে অবস্থান করিলেও কর্ম্মাধীন নহেন, এজন্য তাঁহার ভোগ হইতে পারে না ॥ ৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ইহ সমিতি সহার্থে বর্ত্ততে সংবাদশব্দবৎ। সম্ভোগঃ সহ-ভোগস্তৎপ্রাপ্তির্নেশ্বরস্য। কুতঃ? বৈশেষ্যাৎ। অয়মভি-প্রায়ঃ। ন হি দেহসম্বন্ধমাত্রং তদুপভোগহেতুঃ কিন্তু কর্ম্ম-পারতন্ত্র্যমেব। তচ্চ ন তস্যাস্তি "অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ইতি শ্রবণাৎ। "ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা" ইতি স্মৃতিশ্চেতি। কঠবল্যাং পঠ্যতে। "যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র স" ইতি ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রান্তর্গত সম্ভোগপদে যে সম্ অব্যয়টি আছে তাহার অর্থ সহিত। যেমন সংবাদ—সহ-কথন। অতএব সম্ভোগ শব্দের অর্থ—সহ ভোগ, তাহা ঈশ্বরের হইতে পারে না, কেন? হেতু—'বৈশেষ্যাৎ'—জীব ও পরমেশ্বরের ভোগ-বিষয়ে বিশেষত্ব আছে। কথাটি এই—সুখ-দুঃখাদির উপভোগের কারণ কেবল দেহ ধারণ নহে, কিন্তু কৃত কর্ম্মের অধীনত্বই তাহার মূলীভূত কারণ। জীব কর্ম্মের অধীন, এইজন্য সুখ-দুঃখ ভোগ করে, ঈশ্বর তাহা নহেন; কারণ তাঁহার কর্ম্মসম্বন্ধও নাই—কর্ম্মফলের স্পৃহাও নাই। ঈশ্বর যে সুখদুঃখ ভোগ করেন না, তাহা শ্রুতিই বলিতেছেন—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া......অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ইতি।

জীব ও পরমেশ্বর রূপ দুইটি পক্ষী সহভাবে একটি শরীররূপ পিপ্পল বৃক্ষে বাস করিতেছেন, তন্মধ্যে জীব সেই স্বাদু পিপ্পল ফল খাইতেছে কিন্তু পরমেশ্বর তাহা না খাইয়া বিরাজ করিতেছেন। এই শ্রুতির মত স্মৃতি-ধর্ম্মগ্রন্থের (গীতার) উক্তিও প্রমাণ আছে "ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি...... ন স্পৃহা ইতি" আমাকে কর্ম্মসকল লিপ্ত করে না, কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষাও আমার নাই। কঠবল্লীতেও পঠিত হয়—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় যাঁহার অন্ন, মৃত্যু যাঁহার উপসেচন ঘৃত-ব্যঞ্জনাদি, তিনি কোথায় থাকেন, কে জানে? ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বৈশেষ্যাদিতি স্বার্থে ষ্যণ্। তদুপেতি। তচ্ছব্দঃ সুখদুঃখে পরামৃশতি। তন্নেশ্বরস্য। পূর্ব্বং জীবস্য যথা ভোক্তৃত্বমুক্তং নেশ্বরস্য তথাত্তৃত্বমপি জীবস্যৈবাস্ত ন ত্বীশ্বরস্য ইতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ যস্যেতি। অস্যার্থঃ—উভে জাত্যা প্রসিদ্ধে ব্রহ্মক্ষত্রে যস্য ঈশ্বরস্য ওদনোঽন্নং ভবতঃ সর্ব্বমারকো মৃত্যুর্যস্যোপেসেচনমোদন-ভোজনোপযোগি ঘৃতব্যঞ্জনাদি ভবতি তং পরেশং "নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ" ইত্যাদি শ্রুত্যুপদিষ্টোপায়বান্ যথা বেদ ইত্থমন্যস্তূপায়শূন্যো ন বেদেতি কাক্বার্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকানুবাদ—'বৈশেষ্যাদিতি'—সূত্রোক্ত বৈশেষ্য-শব্দটি বিশেষ-শব্দের উত্তর স্বার্থে ষ্যণ্ পাণিনি মতে ষঞ্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন। অতএব বৈশেষ্য ও বিশেষ একই অর্থ। ন হি দেহ-সম্বন্ধমাত্রং তদুপভোগ-হেতুঃ; তৎ শব্দের অর্থ সুখ-দুঃখ। তচ্চ ন তস্যাস্তি তৎ—কর্ম্মপরতন্ত্রতা, তস্য—ঈশ্বরের, নাই। অতঃপর ভাষ্যধৃত কঠবল্লীর 'যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবতঃ ... ... বেদ যত্র সঃ' এই শ্রুতির উত্থানের প্রসঙ্গ দেখাইতেছেন—পূর্ব্বে যেমন জীবের সুখ-দুঃখ-ভোক্তৃত্ব বলা হইয়াছে ঈশ্বরের নহে, সেইরূপ অত্তৃত্ব অর্থাৎ ভক্ষকত্বও জীবমাত্রেরই হউক, ঈশ্বরের নহে, এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত কঠবল্লী-ধৃত ঐ শ্রুতিবাক্য। উহার অর্থ—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রসিদ্ধ জাতি দুইটি যে ঈশ্বরের অন্নরূপে আছে, আর সকলের মৃত্যুর কারণ যম যাঁহার অন্ন-ভোজনের উপকরণ ঘৃতব্যঞ্জনাদি, সেই পরমেশ্বরকে 'নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ' অবিরত দুশ্চরিত ব্যক্তি জানে না ইত্যাদি—শ্রুত্যুক্ত উপায়বিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন জানে, এইরূপ উপায়শূন্য অন্য ব্যক্তি জানে না ॥ ৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পুনরায় পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, যদি পরমাত্মা জীবের ন্যায় শরীরের অন্তর্ব্বর্ত্তী হয়েন, তাহা হইলে জীবের ন্যায় তাঁহারও তো শরীর-সম্বন্ধজনিত সুখদুঃখাদি ভোগ হইতে পারে; তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন—না, তাহা হইবে না; কারণ জীব হইতে পরমাত্মার বৈশিষ্ট্য আছে। সুখদুঃখাদি ভোগের হেতু কেবলমাত্র শরীর-সম্বন্ধ নহে। কৃত কর্ম্মের অধীনত্বই তাহার মূলীভূত কারণ। এ-স্থলে জীবের কর্ম্মবশ্যতায় ফলভোগ করিতে হয়; কিন্তু পরমেশ্বর কর্ম্মাতীত, সুতরাং তাঁহার ফলভোগের কথা আসে না।

শ্রুতির 'দ্বা সুপর্ণা' শ্লোকে 'অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি' কথায় ইহা স্পষ্টই ব্যক্ত হইয়াছে,—দেহরূপ বৃক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মা সখ্যভাবাপন্ন হইয়া বাস করিলে জীবই কর্ম্মফল ভোগ করে, আর পরমাত্মা ভোজন না করিয়া কেবল সাক্ষিস্বরূপে দর্শন করেন।

শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা" ইত্যাদি (৪।১৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিগণ বলিয়াছেন,—

"স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্
ভজতি সরূপতাং তদনু মৃত্যুমপেতভগঃ।
ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো
মহসি মহীয়সেঽষ্টগুণিতেঽপরিমেয়ভগঃ॥" (ভাঃ ১০।৮৭।৩৮)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"স তু জীবঃ যৎ যস্মাদজয়া অবিদ্যয়া অজাং মায়াং অনুশয়ীত আলিঙ্গেত উপাধিলিপ্তো ভবেদিত্যর্থঃ। অতএব গুণানাং দেহেন্দ্রিয়াদীংশ্চ জুষন্ সরূপতাং তৎসাধর্ম্ম্যং ভজতি। তদনু তদনন্তরং অপেতভগঃ পিহিতানন্দাদিগুণঃ সন্ মৃত্যুং সংসারং ভজতি প্রাপ্নোতি। ননু, চিদ্রূপ-ত্বাবিশেষাদহমপি কথমবিদ্যয়া লিঙ্গিতো ন ভবেয়মিতি চেৎ মৈবং জীবঃ খলু চিৎকণঃ ত্বন্তু চিন্মহাপুঞ্জঃ, তাম্র-পিত্তল-স্বর্ণাদি-তেজ এব তমসা আবৃতং ভবেন্ন তু সূর্য্যতেজঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"কর্ম্মাণ্যারভতে দেহী দেহেনাত্মানুবর্ত্তিনা।
কর্ম্মভিস্তনুতে দেহমুভয়ং ত্ববিবেকতঃ॥
তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্ম্মাশ্চ যদপাশ্রয়াঃ।
ভজতানীহয়াত্মানমনীহং হরিমীশ্বরম্॥" (ভাঃ ৭।৭।৪৭-৪৮)॥ ৮॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অত্র কশ্চিদোদনোপসেচনশব্দসূচিতোঽত্তা প্রতীয়তে। স কিমগ্নিরুত জীবঃ পরো বেতি ভবতি ইতি সংশয়ঃ। বিশেষানিশ্চয়াৎ ত্রয়াণাং প্রশ্নোত্তরসত্বাচ্চ কিং তাবৎ প্রাপ্তং অগ্নিরত্তেতি 'অগ্নিরন্নাদ' ইতি শ্রুতেঃ প্রসিদ্ধেশ্চ। জীবো বা ভবেৎ অদনস্য কর্ম্মনিমিত্তত্বাৎ সকর্ম্মণো জীবস্য তৎ সম্ভবতি ন তু কর্ম্মশূন্যস্য। এবমভিপ্রেত্য শ্রুতিরপি তয়োরদনানদনে দর্শয়তি "তয়োরন্যঃ পিপ্পলম্" ইত্যাদিনা। তস্মাৎ জীবোঽয়মিতি প্রাপ্তৌ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—'যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ' ইত্যাদি স্থলে অন্ন ও উপকরণ শব্দের দ্বারা কোন একটি অন্ন-ভোক্তা সূচিত হইতেছে, তাহাতে সংশয় এই, এই ব্যক্তি কে? অগ্নি? না জীব? অথবা পরমেশ্বর? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন,—যখন বিশেষ-নিশ্চয়ের কথা নাই এবং উক্ত তিনটিই যখন প্রশ্নের উত্তর হইতে পারে, তখন অগ্নিই অত্তা অর্থাৎ ভক্ষক বলিব, যেহেতু 'অগ্নিরন্নাদঃ'—অগ্নি অন্নভক্ষক—শ্রুতি এই কথা বলিতেছেন—এবং অগ্নি যে অন্ন ভোজন করে, জঠরাগ্নিরূপে তাহা প্রসিদ্ধ। অথবা অত্তা জীবও হইতে পারে, কারণ ভোজন কর্ম্মজনিত হইয়া থাকে, অতএব কর্ম্মাধীন জীবের পক্ষেই সেই ভোজন সম্ভব। কর্ম্মশূন্য পরমাত্মার তাহা হয় না, এই অভিপ্রায়ে 'তয়োরেকঃ⋯অনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি' এই শ্রুতিও জীব ও পরমাত্মার মধ্যে একের অন্ন-ভোক্তৃত্ব, অপরের (ঈশ্বরের) ভোক্তৃত্বের অভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, অতএব এই শ্রুত্যুক্ত অন্ন ভোক্তা জীবই, এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অত্ত্রধিকরণম্

সূত্রম্—অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ॥ ৯॥

সূত্রার্থ—'অত্তা'—অন্নভক্ষক 'যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবোধিত ভক্ষক বলিতে অগ্নিও নহে, জীবও নহে, কিন্তু পরমেশ্বর, কারণ 'চরাচরগ্রহণাৎ' চরাচরকে তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ ব্রহ্ম ও ক্ষত্র প্রভৃতি সমগ্র স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বের ভক্ষক (সংহর্ত্তা) পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কেহই হইতে পারেন না॥ ৯॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পর এবাত্তা কুতঃ? চরাচরেত্যাদেঃ। ব্রহ্ম-ক্ষত্রোপলক্ষিতং কৃৎস্নং জগৎ মৃত্যুপসিক্তমন্নাদ্যত্বেন গৃহীতং ন হি তাদৃশস্য তস্য অত্তা পরস্মাদন্যঃ সম্ভবেৎ। উপসেচনং খলু স্বয়মদ্যমানং সদিতরা-দনে নিমিত্তম্। মৃত্যুপসিক্তনিখিলজগদত্তৃত্বং নাম সংহর্ত্তৃত্বমেব। তচ্চ পরমাত্মৈকান্তমেব প্রসিদ্ধম্। ন চানশ্নন্নিতি শ্রুত্যা তস্য প্রতিষেধঃ স্বাভাবিকত্বাৎ কিন্তু কর্ম্মফলাদনস্যৈবেতি সুষ্ঠূক্তং পরোঽত্তেতি॥ ৯॥

ভাষ্যানুবাদ—'পর এবেতি'—পরমেশ্বরই ঐ শ্রুতিবোধিত অত্তা অর্থাৎ ভক্ষক। কেন? 'চরাচরগ্রহণাৎ'—ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় এবং আরও সব—ফলতঃ সমগ্র বিশ্ব যাহা—মৃত্যুদ্বারা আক্রান্ত। ইহাই অন্ন ও অন্ন ভক্ষণোপকরণরূপে সংগৃহীত; তাদৃশ বিশ্বের ভক্ষক অর্থাৎ সংহর্ত্তা পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য হইতে পারে না। উপসেচন পদার্থটি নিজে ভুক্ত হইতে থাকে এবং অপর বস্তুর ভোজনে সহায়তা করে, অতএব মৃত্যুরূপ উপসেচন-বস্তু দ্বারা সমভি-ব্যাহৃত নিখিল জগতের গ্রাস-কর্ত্তৃত্বই সংহার-কর্ত্তৃত্ব বলিয়া বোদ্ধব্য। তাহা একমাত্র পরমেশ্বর শ্রীহরিনিষ্ঠ—ইহাই প্রসিদ্ধ। যদি বল 'অনশ্নন্' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা সেই পরমেশ্বরের ভোক্তৃত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, যেহেতু ঈশ্বরের ভোক্তৃত্বাভাব স্বভাবসিদ্ধ—একথাও বলিতে পার না; কারণ, পরমেশ্বরের ভোক্তৃত্বাভাব-শব্দের তাৎপর্য্য কর্ম্মফলভোক্তৃত্বাভাব। অতএব সুষ্ঠুই বলা হইয়াছে—পরমেশ্বর অত্তা॥ ৯॥

সূক্ষ্মা টীকা—অত্র কশ্চিদিতি। অত্তা ভক্ষকঃ। সদিতরেতি। উপ-সেচনেতরস্যান্নাদেরদনে গলাধঃকরণে নিমিত্তং হেতুরিত্যর্থঃ। পরমাত্মৈকান্তং তন্মাত্রবর্ত্তি। তস্য নিখিলজগৎসংহর্তৃত্বরূপস্যাদনস্য ॥ ৯॥

টীকানুবাদ—'অত্র কশ্চিৎ' ইত্যাদি—এই শ্রুতিবোধিত অত্তা অর্থে ভক্ষক। 'সদিতরেতি' উপসেচনঘৃতাদি উপকরণ অন্ন প্রভৃতির ভক্ষণের অর্থাৎ গলাধঃ-করণের হেতু ইহাই অর্থ। 'পরমাত্মৈকান্তং'—একমাত্র পরমেশ্বরবর্ত্তী। 'তস্য' —সেই নিখিল জগতের সংহার-কর্তৃত্বরূপ ভক্ষণের ॥ ৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কঠবল্লীতে পাওয়া যায়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় উভয় জাতি যাঁহার ওদন অর্থাৎ অন্ন ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্রে যে একটি অন্ন ভোক্তার কথা সূচিত হয়। সেই ব্যক্তি কে? অগ্নি? না জীব? অথবা পরমেশ্বর? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন,—অগ্নি, কারণ কোন বিশেষ নিশ্চয় নাই। জঠরাগ্নির অন্নভোজনের কথা প্রসিদ্ধও আছে। অথবা কর্ম্মফল ভোক্তা জীবেরও ভোজন সম্ভব, কিন্তু পরমেশ্বর অভোক্তা। কারণ শ্রুতি 'অনশ্নন্' কথা দ্বারা শ্রীভগবানের অভোজনের কথাই জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে জানাইলেন—অত্তা অর্থাৎ ভক্ষক বলিতে অগ্নি বা জীব নহে, একমাত্র ব্রহ্মই ভোক্তা। কারণ তিনিই চরাচর বিশ্বের গ্রহণ অর্থাৎ সংহার করেন বলিয়া অত্তা। পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ বিশ্বের সংহর্ত্তা হইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবগণের উক্তিতেও পাই,—

"দুরববোধ ইব তবায়ং বিহারযোগো যদশরণোঽশরীর ইদমনবেক্ষিতাস্মৎ-সমবায় আত্মনৈবক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি, পাসি, হরসি।" (৬।৯।৩৩)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

"কিন্তু স্বীয় বৈকুণ্ঠলোকে সদা বিহরন্নাত্মারামো গুণাতীতোঽপি প্রপঞ্চ-লোকে অস্মদাদি দুর্জ্ঞেয়প্রকারৈঃ সৃষ্ট্যাদিভির্বিহরসীত্যাহুঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

অন্যত্রও দেবগণ ভগবৎস্তবে বলিয়াছেন,—

"ত্বং মায়য়া ত্রিগুণয়াত্মনি দুর্বিভাব্যং
ব্যক্তং সৃজস্যবসি লুম্পসি তদ্‌গুণস্থঃ।"

ব্রহ্মতর্কেও পাওয়া যায়,—

"অনন্যস্মাৎ সৃষ্টিসংহারৌ স্থিতিশ্চ পরমাত্মনঃ।
নিরূপিতা ন বিদ্বদ্ভিঃ প্রমাণাভাবতো হরেঃ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা।
নানা অবতার করে, জগতের কর্ত্তা॥" (আদি ৫।৮০) ॥ ৯ ॥

সূত্রম্—প্রকরণাচ্চ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ—'প্রকরণাৎ'—প্রকরণবশতঃ পরমেশ্বরই অত্তা, 'চ'—স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারেও পরমেশ্বরকে অত্তা বলা হয় ॥ ১০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" ইত্যাদিভির্হি পর এব প্রকৃতঃ "অত্তাসি লোকস্য চরাচরস্য" ইতি স্মৃতেরপি চেন সমুচ্চীয়তে ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'—তিনি পরমাণু হইতেও অণুতর—সূক্ষ্মতর, এবং মহৎ হইতেও মহত্তর ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা পরমেশ্বরই প্রক্রান্ত এবং 'অত্তাসি লোকস্য চরাচরস্য' তুমি স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বের সংহারক হইতেছ, এই স্মৃতিবাক্য বশতঃ পরমেশ্বরই অত্তা। সূত্রস্থ 'চ' এই অব্যয় শব্দদ্বারা ঐ স্মৃতিবাক্যও প্রকরণ সহ সমুচ্চিত হইতেছে ॥ ১০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অণোরিত্যাদি সুগমম্ ॥ ১০ ॥

টীকানুবাদ—'অণোরিত্যাদি' ভাষ্য সুগম।

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বোক্ত বিষয় প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্র বলিতেছেন। এই প্রকরণ ব্রহ্মের প্রসঙ্গেই। যেহেতু 'অণোরণীয়ান্' শ্রুতিতে ব্রহ্মেরই প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত স্মৃতিতেও "অত্তাসি লোকস্য চরাচরস্য" বলিয়া উক্ত হওয়ায় এ-স্থলে পরমেশ্বরকেই জগৎসংহারক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন —

শ্রীগীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।" (গীঃ ১১।৩২)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

"স্থানং মদীয়ং সহ বিশ্বমেতৎ
ক্রীড়াবসানে দ্বিপরার্দ্ধসংজ্ঞে।
ভ্রূভঙ্গমাত্রেণ হি সংদিধক্ষোঃ
কালাত্মনো যস্য তিরোঽভবিষ্যৎ॥" (ভাঃ ৯।৪।৫৩) ॥ ১০ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—তত্রৈব। "ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ" ইতি শ্রুতম্। তত্র কর্ম্মফল-ভোক্তৃ জীবস্য সদ্বিতীয়ত্বমভিধীয়তে। দ্বিতীয়শ্চ বুদ্ধিঃ প্রাণো বা পরমাত্মেতি বিচিকিৎসায়াং বুদ্ধ্যাদের্জীবোপকরণত্বাদৃতপানরূপঃ কর্ম্মফলভোগঃ কথঞ্চিৎ সম্ভবতি, ন তু পরমাত্মনঃ তস্য তন্নিষেধাৎ। তস্মাদসৌ বুদ্ধিঃ প্রাণো বেতি প্রাপ্তৌ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—সেই কঠোপনিষদেই উল্লিখিত আছে 'ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য···ত্রিণাচিকেতাঃ' সেই দুই পুরুষ (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) উভয়ে পুণ্যের কার্য্যস্বরূপ দেহরূপ লোকে প্রবিষ্ট হইয়া পুণ্যের অবশ্যলভ্য কর্ম্মফল ভোগ করে এবং ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ যোগ্যস্থান হৃদয়স্থিত গুহামধ্যে অর্থাৎ (বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশে) প্রবিষ্ট হইয়া ছায়া ও রৌদ্রের মত পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইতেছে, ব্রহ্মবিদ্‌গণ এইরূপ বলেন, আর যাঁহারা পঞ্চাগ্নিসাধ্যতপঃপরায়ণ অর্থাৎ কর্ম্মী এবং ত্রিণাচিকেত অগ্নির উপাসক, (তাঁহারাও এইরূপ বলেন)। এই শ্রুতিতে কথিত হইতেছে যে, জীবই কর্ম্মফল ভোগ করে, সে দ্বিতীয়ের সহচর। এক্ষণে সংশয় হইতেছে, এই দ্বিতীয় সহচরটি কে? বুদ্ধি? না প্রাণ? অথবা পরমেশ্বর? পূর্ব্বপক্ষী এই সংশয়ের সমাধানার্থ বলেন, ইহা বুদ্ধি বা প্রাণ। পুণ্যের বিপাকরূপ কর্ম্মফল ভোগ

উহাদের লক্ষণাবৃত্তিবলে সম্ভব হয়, কিন্তু পরমাত্মার তো তাহা হইতেই পারে না, শ্রুতি কর্ম্মফল ভোগের প্রতিষেধই দেখাইয়াছেন। ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বং ব্রহ্মক্ষত্রপদস্য মৃত্যুপদসান্নিধ্যাৎ যথা প্রপঞ্চপরত্বং তথেহাপি ছন্দস্যসন্নিহিতগুহাপ্রবেশাদিনা বুদ্ধিপ্রাণ-পরত্বমস্তিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ—তত্রৈবেতি। পূর্ব্বপক্ষে বুদ্ধিপ্রাণভিন্ন জীবজ্ঞানং ফলম্। সিদ্ধান্তে তু জীবভিন্নপরমাত্মজ্ঞানমিতি বোধ্যম্। ঋতমিত্যস্যার্থঃ। ঋতমাবশ্যকং কর্ম্মফলং পিবন্তৌ ভুঞ্জানৌ জীবেশৌ ছত্রিণো গচ্ছন্তীতিবৎ একস্য জীবস্য পানকর্ত্তৃত্বেন ঈশস্যাপি তত্ত্বেন ব্যপদেশঃ। সুকৃতস্য পুণ্যস্য কার্য্যে দেহরূপে লোকে স্থিতৌ। পরার্দ্ধে পরস্যেশস্যার্দ্ধং স্থানমর্হতীতি তথা হৃদীত্যর্থঃ। কীদৃশে পরমে শ্রেষ্ঠে। যা গুহা নভোলক্ষণা তাং প্রবিষ্টৌ ছায়াতপৌ তদ্বদ্বিরুদ্ধধর্ম্মাণৌ তৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি। পঞ্চাগ্নয়ঃ কর্ম্মিণশ্চ ত্রিণাচিকেতাশ্চ বদন্তীতার্থঃ। ত্রিণাচিকেতোর্ণাগ্নিতো যৈস্তেঽপীত্যর্থঃ। কথঞ্চি-দিতি। উপচারাদিতিভাবঃ। অসৌ দ্বিতীয়ঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে 'যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ' ইত্যাদি শ্রুতিতে 'ওদনঃ মৃত্যুর্যস্যোপসেচনম্' এই অংশে মৃত্যুপদ থাকায় যেমন ব্রহ্ম ও ক্ষত্রপদের প্রপঞ্চবোধকত্ব, সেইরূপ 'ঋতং পিবন্তৌ' ইত্যাদি শ্রুতিতেও সন্নিহিত উক্ত গুহা-প্রবেশাদি বাক্যদ্বারা ব্রহ্ম ও জীবের অন্বয়-সঙ্গতির জন্য বুদ্ধি ও প্রাণবোধকত্ব হউক, এইরূপ দৃষ্টান্ত সঙ্গতি-অনুসারে বলিতেছেন—তত্রৈব ইত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষীয় উক্তির উদ্দেশ্য—জীব, বুদ্ধি ও প্রাণ ভিন্ন—এই জ্ঞান। আর সিদ্ধান্তীর পক্ষে ফল জীব ভিন্ন পরমাত্মজ্ঞান ইহা জ্ঞাতব্য। 'ঋতং পিবন্তৌ' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—ঋতং—অর্থাৎ অবশ্য ভোক্তব্য কর্ম্মফলভোগকারী জীব ও ঈশ্বর। প্রশ্ন হইতে পারে, ঈশ্বর কর্ম্মফলভোগকারী কিরূপে হইবেন? তাহার সমাধান যেমন 'ছত্রিণো-গচ্ছন্তি' এইবাক্যে ছত্রীদের সহিত অছত্রীর গমন হইলেও লক্ষণাদ্বারা ঐ উক্তি সঙ্গত হয়, সেই প্রকার জীবেশ্বরের মধ্যে একের অর্থাৎ জীবের পান-কর্ত্তৃত্ব (কর্ম্মফলভোক্তৃত্ব হেতু) ঈশ্বরের সেই পান-কর্ত্তৃত্বের উল্লেখ। 'সুকৃতস্য' পুণ্যের কার্য্য দেহরূপ লোকে তাঁহারা উভয়ে স্থিত, তন্মধ্যে 'পরার্দ্ধে' অর্থাৎ

হৃদয়ে, পরে পরমেশ্বরের যোগ্য স্থানে। কিরূপ সেই স্থান?—পরমে—শ্রেষ্ঠ। 'গুহাং প্রবিষ্টৌ'—সেই হৃদয়ে যে আকাশস্বরূপ (অবকাশাত্মক) গুহা আছে, তাহাতে প্রবিষ্ট, কিন্তু ইঁহারা ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মসম্পন্ন, ইহা ব্রহ্মবিদ্গণ—অর্থাৎ পঞ্চাগ্নি-কর্ম্মিগণ ও ত্রিনাচিকেতা বলিয়া থাকেন। ত্রিণাচিকেতাশ্চ—অর্থাৎ ত্রিণাচিকেত সংজ্ঞক অগ্নি যাঁহারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহারাও বলেন। 'কর্ম্মফলভোগঃ কথঞ্চিদিতি'—লক্ষণাদ্বারা এই তাৎপর্য্য। তস্মাদসৌ—ইতি-অসৌ দ্বিতীয়টি অর্থাৎ জীব—

গুহাধিকরণম্

সূত্রম্—গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ—'গুহাং'-নভঃস্বরূপ হৃদয়গুহামধ্যে প্রবিষ্ট যে দুইটি বলা হইয়াছে উহারা দুইটিই আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমেশ্বর, বুদ্ধি ও জীবাত্মা নহে, প্রাণ ও জীব নহে, যেহেতু, 'তদ্দর্শনাৎ'—শ্রুতিতে তাঁহাদের গুহাতে প্রবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। 'হি'—ইহা পুরাণ-প্রসিদ্ধ ॥ ১১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—গুহাং গতাবাত্মানাবেব জীবেশরূপৌ ন তু বুদ্ধিজীবৌ প্রাণজীবৌ বা কুতঃ? তদ্দর্শনাৎ। "যা প্রাণেন সম্ভবত্য-দিতির্দেবতাময়ী গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী যা ভূতেভির্ব্যজায়ত"ইতি, "তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্। অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি" ইতি চ ক্রমেণ তয়োর্গুহাপ্রবেশবীক্ষণাৎ। হি শব্দেন পুরাণপ্রসিদ্ধিঃ সূচ্যতে। পিবন্তাবিতি ছত্রিন্যায়েন প্রযোজ্যপ্রযোজকভাবেন বা দ্বয়োঃ পানে কর্তৃত্বম্। ছায়াতপাবিতি চ জ্ঞানতারতম্যেন সংসারিত্বাসংসারিত্বেন বা সঙ্গমনীয়ম্ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—জীবের অন্তরেস্থিত আত্মা দুইটিই জীবাত্মা ও পরমেশ্বর-স্বরূপ, কিন্তু বুদ্ধি ও জীব অথবা প্রাণ ও জীবস্বরূপ নহে, কারণ কি? যেহেতু শ্রুতিতে সেইরূপ পাওয়া যাইতেছে। যথা দেবতাময়ী যে অদিতি

প্রাণের সহিত মিলিত আছেন—গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করেন, এবং বিবিধ বিভূতির সহিত যিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন এই শ্রুতি জীবাত্মার গুহাপ্রবেশ বর্ণন করিতেছে, আবার 'তং দুর্দ্দর্শং…হর্ষশোকৌ জহাতি' গুহা-প্রবিষ্ট, দুর্জ্ঞেয়, গুপ্তভাবে স্থিত, হৃৎপুণ্ডরীক-মধ্যে বর্ত্তমান, অনেকবিধ সঙ্কট-ময় দেহে অধিষ্ঠিত সেই জ্যোতির্ম্ময় আদিপুরুষকে অধ্যাত্মযোগবিদ্যাবলে জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি হর্ষ ও শোক অতিক্রম করেন। ইহাতে পরমেশ্বরেরই গুহাপ্রবেশ উপলব্ধি হইতেছে। এইরূপ 'যা প্রাণেন' ইত্যাদি শ্রুতি ও 'তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং' এই শ্রুতিতে যথাক্রমে জীবাত্মা ও পরমাত্মার গুহাপ্রবেশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সূত্রোক্ত 'হি' শব্দ দ্বারা পুরাণে প্রসিদ্ধি সূচিত হইতেছে। তবে যে 'ঋতং পিবন্তৌ' শ্রুতিতে উভয়ের পানে কর্তৃত্ব অর্থাৎ কর্ম্মফলভোক্তৃত্ব বর্ণিত হইয়াছে, প্রযোজ্য-প্রযোজকভাবে অথবা ছত্রিন্যায়ে তাহা অবিরুদ্ধ। যেমন—'ছত্রিণো গচ্ছন্তি' বলিলে তাহার মধ্যে অছত্রবান্‌কেও বুঝায়, সেইরূপ পরমেশ্বর কর্ম্মফলভোক্তা না হইলেও পানকর্ত্তা ইহা লক্ষণাদ্বারা বোধিত হইল, অথবা ঈশ্বর প্রযোজক ও জীব প্রযোজ্য এইরূপে কর্ম্মফলভোক্তা সঙ্গত হইল। আর 'ছায়াতপৌ' এই দৃষ্টান্ত দ্বারা যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বলা হইয়াছে, ইহার সামঞ্জস্য জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে অর্থাৎ জীবাত্মার অল্পজ্ঞত্ব, পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ববশতঃ কিংবা একের সংসারিত্ব অর্থাৎ জন্মমৃত্যুভাগিত্ব, অপরের তাহার অভাব ধরিয়া সঙ্গতি করিতে হইবে ॥ ১১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—যা প্রাণেনেতি। প্রাণেন সম্ভবতীতি ভূতেভির্ব্যজায়তেতি চোক্তের্জীবোঽয়ং প্রতীয়তে। তং দুর্দ্দর্শমিতি। দেবং দ্যোতমানং যং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ সংসারধর্ম্মৌ জহাতীত্যুক্তেরীশ্বরোঽয়ং প্রতীয়ত ইত্যাশয়ঃ। তত্র দুর্দ্দর্শং দুর্জ্ঞানং অতএব গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুপ্ততয়া স্থিতম্। "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃত" ইত্যুক্তেঃ। ক্বেত্যাহ। গুহেতি। হৃৎপুণ্ডরী-কস্থমিত্যর্থঃ। গহ্বরেষ্ঠং গহ্বরে অনেকবিধার্থসঙ্কটে দেহে স্থিতম্। পুরাণং চিরন্তনম্ অধ্যাত্মেতি। ধ্যানলাভেনেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকানুবাদ—যা প্রাণেনেত্যাদি—শ্রুতিতে দেবমাতা অদিতি প্রাণের সহিত মিলিত হয় এবং পঞ্চভূতের সহিত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, এইরূপ বর্ণন-

হেতু ইহা জীবাত্মা প্রতীত হইতেছে, আর 'তং দুর্দ্দর্শং' ইত্যাদি শ্রুতি-বর্ণিত 'দেব অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় যাঁহাকে জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি হর্ষ ও শোক অর্থাৎ সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করে' এই কথায় ঐ বর্ণ্যমান দেব যে ঈশ্বর, ইহা প্রতীত হইতেছে, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। শ্রুতির অন্তর্গত দুর্দ্দর্শ পদের অর্থ দুর্জ্ঞেয়, যেহেতু তিনি জ্ঞানের অতীত এইজন্য তিনি গূঢ় ও অনুপ্রবিষ্ট অর্থাৎ গুপ্তভাবে স্থিত। এ-বিষয়ে 'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগ-মায়াসমাবৃতঃ' আমি সকলের নিকট প্রকট নহি, যেহেতু যোগমায়াবশে সমাবৃত স্বরূপ হইয়া আছি। এই গীতা বাক্য প্রমাণ। তিনি কোথায় প্রবিষ্ট? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন 'গুহাস্থিতম্' গুহামধ্যে নিহিত অর্থাৎ হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যে স্থিত। এবং 'গহ্বরেষ্ঠং'—গহ্বরের মধ্যে অর্থাৎ অনেক-প্রকার অনর্থসঙ্কুল দেহের মধ্যে বিদ্যমান। 'পুরাণ'—সনাতন পুরুষকে 'অধ্যাত্মযোগাধিগমেন'—অধ্যাত্মযোগ দ্বারা জানিয়া ধীর ব্যক্তি হর্ষ-শোক পরিহার করেন ॥ ১১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে যে, হৃদয়গুহার মধ্যে উভয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পুণ্যলভ্য ফলভোগ করে ইত্যাদি। ব্রহ্মবিদ্‌গণ ইঁহাদিগকে ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্ম বিশিষ্ট বলেন। এ-স্থলে যে দুইটি বস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই দ্বিতীয় সহচরটি কে? বুদ্ধি, না প্রাণ? অথবা পরমেশ্বর? পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, উহা বুদ্ধি বা প্রাণ; কারণ জীবের ভোগের উপকরণরূপে বুদ্ধি বা প্রাণকে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু পরমাত্মার কর্ম্মফলভোগের বিষয় শ্রুতিতে নিষিদ্ধ হওয়ায় তাঁহাকে দ্বিতীয় সহচর বলা যায় না। এই পূর্ব্বপক্ষ নিরসনকল্পে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্র উত্থাপন করিতেছেন যে, গুহাপ্রবিষ্ট দুইটিই আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা। **জীবাত্মার দ্বিতীয় সহচর** বুদ্ধি বা প্রাণ বলা যাইতে পারে না। কারণ পরমেশ্বরেরই হৃদয়গুহায় প্রবেশের কথা শ্রুতিতেও পাওয়া যায় এবং পুরাণেও প্রসিদ্ধ।

ইহাতে যদি পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, জীবের কর্ম্মফল-ভোক্তৃত্ব প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু পরমাত্মাও কর্ম্মফল ভোগ করেন—ইহা বলা যায় কি প্রকারে? তদুত্তরে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন, ইহা প্রযোজ্য ও প্রযোজকরূপে এবং ছত্রি-

ন্যায়ের বিচারে কথিত হইয়াছে। কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর ভেদ-বিচারে ছায়া ও আতপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জীব অল্পজ্ঞ ও সংসার-বাসনাবদ্ধ ছায়াস্বরূপ, আর পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ও সংসারমুক্ত আতপ-স্বরূপ। আরও ভেদ—জীব কর্ম্মফল ভোগ করে, আর পরমাত্মা ভোগ করান। তিনি প্রযোজক-কর্ত্তা, সাক্ষীস্বরূপ। বিশেষতঃ দুইটি বস্তুরই 'প্রবিষ্টৌ' এবং 'পিবন্তৌ' শব্দের দ্বারা উভয় আত্মারই গুহা-প্রবেশ উল্লিখিত হইয়াছে।

'দ্বা সুপর্ণা' শ্লোকও এ-স্থলে আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

> "দ্বে অস্য বীজে শতমূলস্ত্রিনালঃ
> পঞ্চস্কন্ধঃ পঞ্চরসপ্রসূতিঃ।
> দশৈকশাখো দ্বিসুপর্ণনীড়-
> স্ত্রিবল্কলো দ্বিফলোঽর্কং প্রবিষ্টঃ ॥ (ভাঃ ১১।১২।২২)

'দ্বিসুপর্ণনীড়ঃ' বাক্যের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—"দ্বয়োঃ সুপর্ণয়োর্জীব-পরমাত্মনোর্নীড়ং বাসো যস্মিন্" এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে" শ্লোকটি আলোচ্য ॥ ১১ ॥

সূত্রম্—বিশেষণাচ্চ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ—জীবের মন্তৃত্ব অর্থাৎ উপাসকত্ব ও পরমেশ্বরের মন্তব্যত্ব অর্থাৎ উপাস্যত্ব এই বিভিন্ন বিশেষণ-যোগে জীবেশ্বরের ভেদ প্রতীতি হইতেছে, এজন্যও জীবেশ্বর বিভিন্ন ॥ ১২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অস্যাং প্রক্রিয়ায়াং জীবেশাবেব মন্তৃত্বমন্তব্য-ত্বাদিভাবেন বিশেষিতৌ বিজ্ঞায়েতে। তং দুর্দ্দর্শমিতি পূর্ব্বস্মিন্ গ্রন্থে মন্তৃত্বমন্তব্যত্বাভ্যামেতাবেব বিশেষিতৌ। ইহাপি বাক্যে ছায়াতপাবিত্যজ্ঞত্ববিজ্ঞত্বাভ্যাং "বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।

সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"ইতি। প্রাপ্তৃত্ব-প্রাপ্যত্বাভ্যাং পরত্র চ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'অস্যাং প্রক্রিয়ায়াং'—এই প্রকরণে 'মন্তৃত্ব'—মনন-কর্ত্তৃত্বরূপ বিশেষণে জীব এবং 'মন্তব্যত্ব'—মনন-বিষয়ত্ব বিশেষণে পরমেশ্বর বিশেষিত হইয়াছেন, ইহাই অবগত হওয়া যাইতেছে। 'তং দুর্দ্দর্শম্' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে শ্রুতিতে বর্ণিত 'তং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি' জীবের মনন-কর্ত্তৃত্ব, ও সেই দুর্জ্ঞেয় পুরুষের মনন-বিষয়ত্ব এই দুইটি বিশেষণ দ্বারা জীব ও পরমেশ্বরই বিশেষিত হইয়াছেন (প্রাণ-জীবও নহে, বুদ্ধি-জীবও নহে), এবং 'ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও 'ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি' এই বলিয়া একটিকে 'ছায়া', অপরটিকে 'আতপ' শব্দে বিশেষিত করা হইয়াছে, একের (জীবের) অবিজ্ঞত্ব অপরের বিজ্ঞত্বও বিশেষণরূপে বলা হইয়াছে। স্মৃতিবাক্যেও "বিজ্ঞানসারথির্যস্ত...তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" যে ব্যক্তি বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিকে সারথি করিয়াছে এবং মনকে রথের রশ্মি (লাগাম) করিয়াছে, সেই যোগীব্যক্তিই সংসার পথের পরপারে অবস্থিত বিষ্ণুর সেই শাশ্বতপদ প্রাপ্ত হয়—ইহাতে জীবকে পদপ্রাপ্তা ও ঈশ্বরকে প্রাপ্য বলা হইয়াছে, এইরূপ অপরস্থলেও জ্ঞাতব্য ॥ ১২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বিজ্ঞানেতি। বিজ্ঞানং বুদ্ধিঃ ॥ ১২ ॥

টীকানুবাদ—'বিজ্ঞানেতি' বিজ্ঞান—অর্থে বুদ্ধি ॥ ১২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্ব সূত্রে বর্ণিত বিষয় আরও স্পষ্টরূপে বর্ত্তমান সূত্রে বিশেষণযোগে বলিতেছেন। এই প্রকরণে জীব ও ব্রহ্ম যে পরস্পর ভিন্ন, তাহা বুঝাইতে গিয়া কতকগুলি বিশেষণ দ্বারা ভেদ বুঝাইতেছেন। জীব অবিজ্ঞ, ব্রহ্ম বিজ্ঞ; জীব উপাসক, ব্রহ্ম উপাস্য; জীব মননকর্ত্তা, ব্রহ্ম মন্তব্য; জীব প্রাপ্তা ও ব্রহ্ম প্রাপ্য প্রভৃতি বাক্যে পরস্পরের ভেদ নির্দ্দেশ করে। পূর্ব্বে যাহা ছায়া ও আতপ শব্দে বিশেষিত করিয়াছেন, তাহাই জীব ও ঈশ্বরের ভেদ। মুক্ত অবস্থাতেও জীব ও ব্রহ্মে উপাসক ও উপাস্য-ভেদ থাকে। মুক্তির পরও জীব থাকে কিনা, ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাস্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

> "ন যস্য কশ্চাতিতিতর্ত্তি মায়াং
> যয়া জনো মুহ্যতি বেদ নার্থম্।
> তং নির্জ্জিতাত্মাত্মগুণং পরেশং
> নমাম ভূতেষু সমং চরন্তম্ ॥" (ভাঃ ৮।৫।৩০)

আরও পাওয়া যায়,—

> "নমস্তভ্যমনন্তায় দুর্ব্বিতর্ক্যাত্মকর্ম্মণে।
> নির্গুণায় গুণেশায় সত্ত্বস্থায় চ সাম্প্রতম্ ॥"
> (ভাঃ ৮।৫।৫০) ॥ ১২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ছান্দোগ্যে "য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে স এষ আত্মেতি হোবাচ। এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম, তদ্ তদ্ যদপ্যস্মিন সর্পির্বোদকং বা সিঞ্চতি বর্ত্মনী এব গচ্ছতি এতং সম্পদ্ধাম ইত্যাচক্ষতে এতং হি সর্ব্বাণি কামান্যভিসংযন্তি" ইত্যাদি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ—কিময়ং পুরুষঃ প্রতিবিম্বঃ কিংবা দেবতাত্মা আহোস্বিৎ জীব উতাহো পরমাত্মেতি? আদ্যঃ স্যাৎ। অক্ষ্যাধারত্বদৃশ্যত্বয়োস্তত্র সত্ত্বাৎ। দ্বিতীয়ো বা রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি বৃহদারণ্যকাৎ। কিংবা তৃতীয়ঃ স্যাৎ। স হি চক্ষুষা রূপং পশ্যংস্তত্র সন্নিহিতো ভবতি। তস্মাদেষামন্যতমোঽয়-মিত্যস্যাং প্রাপ্তৌ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ত্রয়োদশ সূত্রের অবতরণিকায় যে শ্রুতির উপর বিষয়-সংশয়াদি অধিকরণাঙ্গ আছে, ভাষ্যকার তাহাদেরই বিবৃতি করিতেছেন—ছান্দোগ্য ইত্যাদি গ্রন্থে—ছান্দোগ্যোপনিষদে 'য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে···অভিসংযন্তি।' অক্ষির মধ্যে যে পুরুষ দেখা যায়, অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে প্রতীত হয়, তিনিই পরমেশ্বর শ্রীহরি, ইহা আচার্য্য উপকোশল সমীপে প্রত্যুত্তর করিলেন—ইহা চিৎপ্রতিবিম্ব জীব নহে, যেহেতু ইহা অমৃতস্বরূপ ও অভয় ইহা ব্রহ্ম বিভু ব্যাপক, যেহেতু যে স্থানেই লোকে

ঘৃত বা জল সেচন করে, তাহা গন্তব্য পথেই পৌছায়। এই ব্রহ্মই সম্পদের আলয়, মনীষিগণ ইহাই বর্ণনা করেন, তাহাতে যুক্তি এই—সকল কাম্য বস্তুই ইঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। তাহাতে সংশয় হইতেছে—এই অক্ষিস্থ পুরুষটি কে? ইহা কি পুরুষের ছায়ারূপ প্রতিবিম্ব? অথবা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা সূর্য্যদেব? অথবা জীবাত্মা? কিংবা পরমাত্মা? এই সংশয়ের উত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—'আদ্যঃ স্যাৎ'—প্রথমটি অর্থাৎ পুরুষ প্রতিবিম্ব হইতে পারে, যেহেতু সেই অক্ষিস্থ পুরুষ অক্ষিকে আশ্রয় করিয়া স্থিত এবং উহা দৃশ্য। কিংবা দ্বিতীয় চক্ষুর অধিষ্ঠাতা সূর্য্য হইতে পারে। যেহেতু বৃহদারণ্যকে আছে, 'এষঃ'—এই সূর্য্য, 'অস্মিন্'—এই চক্ষুতে, রশ্মি লইয়া প্রতিষ্ঠিত আছেন। অথবা জীবাত্মাও বলা যাইতে পারে, কারণ সেই জীবাত্মা চক্ষুরিন্দ্রিয়যোগে রূপদর্শনকারী হইয়া তথায় সন্নিহিত হইয়া থাকেন। অতএব এই তিনটির অন্যতম ঐ অক্ষিস্থ পুরুষ; এই পূর্ব্বপক্ষীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

অন্তরাধিকরণম্

সূত্রম্—অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—'অন্তরঃ'—অক্ষির অভ্যন্তরবর্ত্তী পুরুষ পরমাত্মাই, ঐ তিনটির মধ্যে কেহই নহে। হেতু? 'উপপত্তেঃ'—আত্মত্ব, অমৃতত্ব, ব্রহ্মত্ব, নির্লেপত্ব, সম্পদাশ্রয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সত্তা সেই পরমেশ্বরেই সম্ভব, অন্যত্র নহে ॥ ১৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অক্ষ্যন্তরঃ পরমাত্মৈব। কুতঃ? উপপত্তেঃ। আত্মত্বামৃতত্বব্রহ্মত্বনির্লেপত্বসম্পদ্‌ধামত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং তত্রৈব সিদ্ধেঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অক্ষির মধ্যস্থিত পুরুষ পরমাত্মাই, কি জন্য? আত্মত্ব, অমৃতত্ব, ব্রহ্মত্ব, নির্লেপত্ব, সম্পদ্ধামত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলির সম্বন্ধ পরমাত্মাতেই হইতে পারে, এইজন্য ॥ ১৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পূর্ব্বত্র পিবন্তাবিতি প্রাথমিকদ্বিবচনাশ্রুত্যাত্মত্বেন সমান-জীবেশ্বরয়োঃ দৃষ্ট্যনুসারাচ্চরমশ্রুত্যা গুহাপ্রবেশাদয়ো নীতাস্তথাত্র দৃশ্যতে ইতি প্রাথমিক প্রত্যক্ষত্বোক্ত্যাক্ষি-প্রতিবিম্বপ্রতীত্যনুরোধাচ্চরমশ্রুত্যা অমৃতত্বাদ্ যঃ কথঞ্চিৎ স্তুত্যর্থত্বেন নেয়া ইতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ—ছান্দোগ্য ইত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষে প্রতীকস্যোপাসনং ফলং সিদ্ধান্তে তু ঈশ্বরস্যেতি বোধ্যম্। তত্রোপকোশলবিদ্যাস্তি যত্র সো অক্ষিণীত্যাদি। অস্যার্থঃ—অক্ষিণি যঃ পুরুষো দৃশ্যতে শাস্ত্রতঃ প্রতীয়তে স এব আত্মা হরিরিত্যাচার্য্য উপকোশলং প্রত্যুবাচ প্রতিবিম্বং ব্যাবর্ত্তয়িতুং আহ এতদিতি। অক্ষিরূপস্য স্থানস্য ব্রহ্মসারূপ্যমাহ তদিতি। অস্মিন্নক্ষিণি। বর্ত্মনী।

পক্ষ্মস্থানে ইতি দ্বিতীয়া দ্বিবচনান্তত্বং তয়োর্নির্লেপত্বাৎ সারূপ্যং ব্রহ্মণঃ। বিভূতিমাহ এতমিতি। তস্য নিরুক্তিরেতং হীতি। সর্ব্বাণি কামানি মনোজ্ঞানি বস্তূনি এতমক্ষিস্থং পুরুষমভিসংযন্ত্যাভিমুখ্যেন সামস্ত্যেনাপ্নুবন্তি সর্ব্বসম্পন্নিষেবিতোসাবিত্যর্থঃ। আদ্যঃ ইতি। পুরুষচ্ছায়ারূপঃ প্রতিবিম্বঃ স্যাদিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ো বেতি চক্ষুরধিষ্ঠাতা সূর্য্যো দ্বিতীয় উচ্যতে। এষ সূর্য্যঃ। অস্মিংশ্চক্ষুষি। কিঞ্চেতি তৃতীয়ো জীবঃ ॥ ১৩ ॥

টীকানুবাদ—পূর্ব্বে 'ঋতং পিবন্তৌ' ইত্যাদি শ্রুতি 'পিবন্তৌ' ইত্যাদি পদে প্রথমার দ্বিবচন দ্বারা সহচরিত স্বরূপে জীব ও পরমাত্মা বোধিত হওয়ায় পরে শ্রুতি-বোধিত গুহা-প্রবেশাদি ধর্ম্ম লৌকিক ব্যবহারানুসারে অভিন্ন জীব ও ঈশ্বরে যেমন অন্বিত করা হইয়াছে, সেইরূপ এই শ্রুতিতে 'অক্ষিণি দৃশ্যতে' এই 'দৃশ্যতে' পদের দ্বারা প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব কথিত হওয়ায় ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রবলত্বহেতু অক্ষিতে প্রতিবিম্ব প্রতীতিবশতঃ ঐ শ্রুতির শেষভাগে শ্রুত অমৃতত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম লক্ষণাদ্বারা অর্থবাদরূপে সঙ্গতি করা যাইতে পারে, এইরূপ দৃষ্টান্ত সঙ্গতি অনুসারে বলিতেছেন—ছান্দোগ্যে ইত্যাদি গ্রন্থ—পূর্ব্বপক্ষে প্রতিবিম্বের উপাসনা উদ্দেশ্য, সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের উপাসনা অভিপ্রেত, ইহা জ্ঞাতব্য। সেই ছান্দোগ্যোপনিষদে উপকোশল-বিদ্যা বর্ণিত আছে, যাহার মধ্যে 'য এষোঽক্ষিণি' ইত্যাদি শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ শ্রুতির অর্থ এইরূপ—জীবের চক্ষুতে যে পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে প্রতীত হয়, তিনিই পরমাত্মা শ্রীহরি, ইহাই

আচার্য্য উপকোশল রাজাকে প্রত্যুত্তর করিলেন—উহা যে প্রতিবিম্ব নহে, ইহা নিরাসের জন্য বলিতেছেন—'এতৎ ব্রহ্ম' ইহা পরমাত্মা বা পরমেশ্বর। অক্ষিস্বরূপ স্থানটি ব্রহ্মের সমান ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে। 'অক্ষিণি'—ইহাতে অর্থাৎ অক্ষিরূপ পথে। শ্রুত্যন্তর্গত 'পক্ষস্থানে' পদটি দ্বিতীয়া বিভক্তির দ্বিবচনে নিষ্পন্ন। সেই দুইটি নির্লেপ বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ। 'এতম্' ইত্যাদি গ্রন্থ পরমেশ্বরের বিভূতি বর্ণনা করিতেছে—তাহারই নির্ব্বচন 'এতং হি সর্ব্বাণি' ইত্যাদি ইহার অর্থ সমস্ত মনোজ্ঞ বস্তু এই অক্ষিস্থ পরম পুরুষকে সমগ্রভাবে আশ্রয় করে, অর্থাৎ ঐ পরমেশ্বর সমস্ত সম্পদের আশ্রয়। তিনটি সংশয়ের মধ্যে 'আদ্যঃ'—প্রথমটি—অর্থাৎ পুরুষচ্ছায়ারূপ প্রতিবিম্ব হইতে পারে। 'দ্বিতীয়ো বা'—ইহার দ্বারা দ্বিতীয় সংশয়ের বিষয় চক্ষুর অধিষ্ঠাতা সূর্য্যকে বলা যাইতে পারে। 'এষঃ'—এই সূর্য্য, 'অস্মিন্'—এই চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত আছেন, অতএব ইনিও অক্ষিস্থ পুরুষপদ বাচ্য হইতে পারেন। কিংবা ইত্যাদি ভাষ্যোক্ত তৃতীয় পুরুষ-পদবাচ্য জীবকেও বলা যাইতে পারে ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ছান্দোগ্যে (৪।১৫।১) বর্ণিত আছে, অক্ষির মধ্যে শাস্ত্রানুসারে প্রতীত পুরুষই আত্মা শ্রীহরি, তিনিই অমৃতময় ব্রহ্ম; ইহা আচার্য্য উপকোশলকে বলিলেন—কিন্তু এখানে সংশয়—এই পুরুষ কি প্রতিবিম্ব? অথবা চক্ষুর দেবতা সূর্য্য? অথবা জীব? কিংবা পরমাত্মা? এ-স্থলে যদি পূর্ব্বপক্ষবাদী ঐ পুরুষকে প্রতিবিম্ব, সূর্য্য অথবা জীব ইহাদের অন্যতম বলিবার প্রয়াস করেন, তাহারই খণ্ডনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে ঐ আন্তর পুরুষকে পরমাত্মাই বলিতেছেন—কারণ আত্মত্ব, অমৃতত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম পরমাত্মাতেই উপপন্ন হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ইত্থং ধৃতভগবদ্ব্রত ঐণেয়াজিনবাসসানুসবনাভিষেকার্দ্রকপিশকুটিল-জটাকলাপেন চ বিরোচমানঃ সূর্য্যর্চ্চা ভগবন্তং হিরণ্ময়ং পুরুষমুজ্জিহানে সূর্য্যমণ্ডলেঽভ্যুপতিষ্ঠন্নেতদুহোবাচ ॥" (ভাঃ ৫।৭।১৩)

অর্থাৎ এইরূপে ভগবদ্ ব্রতাবলম্বী মহারাজ পরিহিত অজিনাম্বরে ও ত্রিসন্ধ্যা-স্নান-সিক্ত কপিশ-কুটিল-জটাকলাপে শোভিত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে স্বয়ং

উপস্থিত হইয়া তন্মধ্যবর্ত্তী হিরণ্ময় পুরুষ নারায়ণকে ঋকমন্ত্রে আরাধনা করিতে করিতে এই বাক্যসমূহ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

আরও পাওয়া যায়,—

"চক্ষুস্ত্বষ্টরি সংযোজ্য ত্বষ্টারমপি চক্ষুষি।
মাং তত্র মনসা ধ্যায়ন্ বিশ্বং পশ্যতি দূরতঃ ॥" (ভাঃ ১১।১৫।২০)

এ-স্থলে "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।" শ্লোকও আলোচ্য।

অগ্নি পুরাণেও পাওয়া যায়,—

"ধ্যানেন পুরুষোঽয়ঞ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে।
সত্যং সদাশিবং ব্রহ্ম তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥" ॥১৩॥

সূত্রম্—স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ—যেহেতু স্থান প্রভৃতির বর্ণনা পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়াই করা হইয়াছে, এজন্যও অক্ষিস্থ পুরুষ পরমাত্মাই, ইহা বৃহদারণ্যকে উক্ত আছে ॥১৪॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্নিত্যাদিনা চক্ষুষি স্থিতিনিয়-মনাদিকং পরমাত্মন এবোক্তং বৃহদারণ্যকে ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বৃহদারণ্যকোপনিষদে ধৃত শ্রুতি যথা 'যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠংশ্চক্ষু-র্নিষচ্ছতি' ইত্যাদি যিনি চক্ষুতে থাকিয়া চক্ষুর অন্তর ইত্যাদিরূপে পরমাত্মারই তথায় স্থিতি ও নিয়মন বর্ণনা করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অন্তর ইতি। অক্ষিমধ্যস্থ ইত্যর্থঃ। সম্পদ্ধামত্বাদীনা-মিত্যাদিপদ্যাৎ ভামনীত্বাদীনাং গ্রহণম্। তথাহি বাক্যশেষঃ। এষ উ এব ভামনীরেষ হি সর্ব্বাণি ভামানি নয়তি। এষ এব ভামনীরেষ হি সর্ব্বেষু লোকেষু হি ভাতীতি। ভামান্তিনয়তি স্বোপাসকান্ প্রাপয়তীতি নিখিলাভীষ্ট-দাতৃত্বং ভাতীতি নিখিলপ্রকাশকত্বং চোক্তম্ ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ—'অন্তর ইতি' সূত্রান্তর্গত অন্তরপদের অর্থ—অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষ। ভাষ্য-বর্ণিত 'সম্পদ্বামত্বাদীনাম্'—ইহার অন্তর্গত আদিপদ গ্রাহ্য ভামনীত্বাদি। কিরূপে? উত্তর—ঐ শ্রুতিবাক্যের অবশিষ্টাংশ হইতে যথা 'এষ উ এব ভামনীরেষ হি সর্ব্বাণি ভামানি নয়তি' ইহার অর্থ—এই অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষই, 'ভামনীঃ', যেহেতু সমস্ত লোকের মধ্যে প্রকাশকরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, এইজন্য তাঁহাকে 'ভাম' বলা হয়; 'নয়তি'—পাওয়াইয়া দেন—নিজের উপাসক-গণকে সকল কাম্যবস্তু দান করেন, এইজন্য 'নী' অর্থাৎ—ইহার দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাভীষ্ট দান-কর্ত্তৃত্ব ও 'ভাতি'—দ্বারা নিখিল প্রকাশকত্ব বর্ণিত হইল ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—স্থানাদির ব্যপদেশ বশতঃ যে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করিতেছে, তাহাই সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিলেন। বৃহদারণ্যকেও পাওয়া যায়,—এই পুরুষ চক্ষুর মধ্যে অবস্থান করিয়াই তথায় স্থিতি ও নিয়মন করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"একমেকতরাভাবে যদা নোপলভামহে।
ত্রিতয়ং তত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ ॥" (ভাঃ ২।১০।৯)

অর্থাৎ যখন আমরা আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতয়ের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়া-ধিষ্ঠাতা ও দৃশ্যদেহাদির মধ্যে একের অভাবে অপরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না, তখন যিনি সেই তিনটির সাক্ষিরূপে দ্রষ্টা, সেই পরমাত্মা নিজেই নিজের আশ্রয় ও জীবেরও আশ্রয় ॥ ১৪ ॥

সূত্রম্—সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—প্রাণ ব্রহ্ম, বৈষয়িক সুখ ব্রহ্ম, ভূতাকাশ ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতি **অসীম সুখবিশিষ্ট** ব্রহ্মকেই যেহেতু বলিতেছে এবং সেই ব্রহ্মই প্রক্রান্ত, অতএব **'য এষোঽক্ষিণি'** ইত্যাদি শ্রুতিবর্ণিত পুরুষপদে যখন তাঁহারই কথন, অতএব ব্রহ্মই ধর্ত্তব্য। জীব বা প্রতিবিম্ব নহে ॥ ১৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেত্যপরিচ্ছিন্ন-সুখবিশিষ্টং যদ্ব্রহ্ম প্রক্রান্তং তস্যৈব পুনরত্রাপ্যক্ষিস্থবাক্যে নিগদাচ্চ প্রকৃতগ্রহণং হি ন্যায্যম্। আন্তরালিক্যগ্নিবিদ্যা তু ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গং ভবেৎ। ইহ বৈশিষ্ট্যোক্ত্যা জ্ঞানাদিশব্দানাং ধর্ম্মিপরত্বঞ্চ ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—উপকোশল কর্ত্তৃক উপাসিত অগ্নিগণ তাঁহাকে বলিলেন—'প্রাণই ব্রহ্ম, 'ক' অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন সুখই ব্রহ্ম, 'খ' ভূতাকাশ ব্রহ্ম, এইরূপে অপরিচ্ছিন্ন সুখবিশিষ্ট যে ব্রহ্মের প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারই আবার এই শ্রুত্যন্তর্গত অক্ষিস্থ বাক্যে বর্ণনাহেতু অক্ষিস্থ পুরুষপদে পরমাত্মাই গ্রহণীয়। যেহেতু প্রকৃত অর্থাৎ প্রক্রান্ত পদার্থের গ্রহণই যুক্তিযুক্ত। ব্রহ্ম-বিদ্যার মাঝে যে অগ্নিবিদ্যা বলা হইয়াছে, উহা ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গরূপে বলা যাইতে পারে। এই সূত্রে যখন সুখবিশিষ্ট ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, তখন 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই শ্রুত্যুক্ত সুখশব্দ ধর্ম্মপর নহে, সুখবিশিষ্ট এই ধর্ম্মিবোধক ইহাও ব্যাখ্যাত হইল ॥ ১৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সুখেতি। আচার্য্যাজ্ঞয়া তদ্গৃহে চিরং স্থিতং গার্হপত্যা-দীনগ্নীন্ পরিচরন্তমুপকোশলং প্রতি প্রসন্নাস্তেঽগ্নয়ঃ প্রোচুঃ প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেতি। তত্র কং-শব্দো বৈষয়িকে সুখে রূঢ়ঃ। খং-শব্দস্তু ভূতাকাশে ইতি। মিথো ভেদপ্রাপ্তৌ পুনরাহ—যদেব কং তদেব খং যদেব খং তদেব কং ইতি। ইত্থঞ্চ মিথো বৈশিষ্ট্যপ্রতিপাদনেন যৎ সুখবিশিষ্টং ব্রহ্ম প্রক্রান্তং তস্য পুনরস্মিন্নক্ষিস্থবাক্যেঽভিধানাচ্চ স পরমাত্মেত্যর্থঃ। আন্তরালিকী মধ্যস্থা। ব্রহ্মেতি হৃচ্ছোধকতয়েত্যর্থঃ। "কাষায়পংক্তিঃ কর্ম্মাণি জ্ঞানন্তু পরমা গতিঃ। কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্বে ততো জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে" ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ। ইহ বৈশিষ্ট্যেতি। শ্রুতৌ যন্মিথো বৈশিষ্ট্য-মুক্তমস্তি ইহ সূত্রে স্ফুটং তস্যোক্ত্যা সত্যং জ্ঞানমনন্তমিত্যাদ্যুক্তানাং জ্ঞানাদি-শব্দানাং চ ধর্ম্মিপরত্বমুক্তং নতু জড়ব্যাবৃত্তং জ্ঞানং পরিচ্ছিন্নব্যাবৃত্তং অনন্ত-মিতি বাহুলক্ষণং বিধেয়মিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

টীকানুবাদ—আচার্য্যের আজ্ঞানুসারে উপকোশল রাজা আচার্য্য-গৃহে বহুদিন থাকিয়া গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি—এই তিন অগ্নির পরিচর্য্যা

করিতে লাগিলেন। অগ্নিগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, প্রাণ ব্রহ্ম, 'ক' ব্রহ্ম, 'খ' ব্রহ্ম। ইহার অন্তর্গত 'ক' শব্দের শব্দাদি বিষয়-জ্ঞান জন্য সুখ-অর্থ প্রসিদ্ধ। 'খ' শব্দের অর্থ—ভূতাকাশ; যখন 'ক' ও 'খ' ইহাদের অর্থগত ভেদ প্রকাশ পাইতেছে, তখন 'ক' ও 'খ' উভয় ব্রহ্ম কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন, যাহাই 'ক' তাহাই 'খ', আর যাহাই 'খ' তাহাই 'ক'; আবার ইহাদের অভেদ পরস্পর বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে, যাহা সুখবিশিষ্ট ব্রহ্ম প্রক্রান্ত হইয়াছে, এই অক্ষিপুরুষ, শ্রুতিতে যখন সেই সুখবিশিষ্ট ব্রহ্মের অভিধান হইয়াছে, তখন সেই পুরুষ পরমাত্মাই গ্রাহ্য। আন্তরালিকী—মধ্যস্থিতা অগ্নিবিদ্যা স্মৃতিবাক্যসমূহও তাহা বলিয়াছে—যথা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মগুলি দ্বারা অর্থাৎ অগ্নিবিদ্যার মাধ্যমে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয়, যেহেতু উহা চিত্তশুদ্ধি করিয়া থাকে, এ-জন্য উহা ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ। এই অর্থগুলি কষায়দ্রব্য (মলশোষক দ্রব্য) স্বরূপ, আর জ্ঞান চরম ফল, কর্ম্ম সমুদায় দ্বারা রাগদ্বেষাদি কষায় পরিপক্ব হইলে পর জ্ঞান তদনন্তর উৎপন্ন হয়। শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য উক্তি, ইহা সূত্রে স্পষ্ট থাকায় 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুত্যন্তর্গত শব্দাদি জ্ঞানাদি শব্দের ধর্ম্মিপরত্ব উক্ত হইয়াছে। বিশিষ্টের বোধক। কিন্তু জ্ঞান শব্দটি জড়ে বর্ত্তমান জ্ঞানপর নহে, অনন্ত পদটি পরিচ্ছিন্ন-ভিন্ন ধর্ম্মবোধক। ইহার দ্বারা বাহ্যজ্ঞান হইতে ব্যাবৃত্ত জ্ঞানই অর্জ্জনীয়, এই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে॥ ১৫॥

সিদ্ধান্তকণা—উপনিষদে সুখ-বিশিষ্ট ব্রহ্মের উল্লেখ থাকায় এখানে ব্রহ্মকেই গ্রহণ করিতে হইবে। আচার্য্যের আজ্ঞানুসারে উপকোশল রাজা আচার্য্য-গৃহে বহুদিন বাস করিয়া ত্রিবিধ অগ্নির পরিচর্য্যা করিতে থাকিলে সেই অগ্নি সমূহ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন,—ব্রহ্মই প্রাণ, তিনিই 'ক', তিনিই 'খ'। এ-স্থলে 'ক' শব্দের অর্থ বিষয়সুখ এবং 'খ' শব্দের অর্থ আকাশ। এ-স্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, 'ক' ও 'খ' শব্দে পরস্পর যখন অর্থগত ভেদ দেখা যায়, তখন উভয়ে কি প্রকারে ব্রহ্ম হইতে পারে? তদুত্তরে বলেন—যাহাই 'ক' তাহাই 'খ'। এই প্রকারে উভয়ের অভেদ বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদনের দ্বারা যাহা সুখবিশিষ্ট ব্রহ্ম প্রক্রান্ত

হইয়াছে, পুনরায় অক্ষিস্থ বাক্যে তাঁহারই অভিধান, সুতরাং তিনিই পরমাত্মা। জীব বা প্রতিবিম্ব নহে। ইহা দ্বারা উপনিষদ্ তত্ত্বটিকে সুস্পষ্টই করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যৎ তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্॥" (ভাঃ ১১।১৪।১২)

অর্থাৎ হে সভ্য! আমাতে সমর্পিতচিত্ত বিষয়বাসনাশূন্য ব্যক্তির হৃদয়ে মদীয় পরমানন্দস্বরূপের স্ফূর্ত্তি হওয়ায় যে সুখের উদয় হয়, বিষয়াসক্ত পুরুষের সেইরূপ সুখ কি প্রকারে সম্ভব? অর্থাৎ কোন প্রকারেই সম্ভব নহে॥ ১৫॥

সূত্রম্—শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ॥ ১৬॥

সূত্রার্থ—যিনি উপনিষদ্‌বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাহার রহস্য অর্থাৎ তত্ত্বার্থ বুঝিয়াছেন, তিনি 'শ্রুতোপনিষৎক', তাঁহার যে 'গতি' অর্থাৎ দেবযান নামক গতি, তাহারই উল্লেখ বা উপদেশ এই অক্ষিপুরুষতত্ত্ববিদ্ উপ-কোশল রাজার প্রতি, এইজন্যও অক্ষিপুরুষ জীব বা প্রতিবিম্ব নহেন, ইনি পরমাত্মা॥ ১৬॥

গোবিন্দভাষ্যম্—উপনিষদং শ্রুতবতোঽধিগতরহস্যস্য শ্রুত্যন্তরে যা দেবযানাখ্যগতিরুক্তা সৈবেহাক্ষিপুরুষবিদ উপকোশলস্যোচ্যতে "অর্চ্চিষমভিসংভবন্তি" ইত্যাদিনা। তস্মাচ্চ তথা॥ ১৬॥

ভাষ্যানুবাদ—উপনিষদ্বাক্যশ্রবণকারী ও তাহার তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সম্বন্ধে অন্য শ্রুতিতে মৃত্যুর পর যে দেবযান নামক গতি কথিত হইয়াছে, সেই গতিই অক্ষিপুরুষবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক উপকোশল রাজাকে 'অর্চ্চিষমভিসংভবতি' ইত্যাদি দ্বারা উপদেশ করা হইতেছে; সেই শ্রুতিটি এই 'অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নার্চ্চিষমভিসংভবন্তি' ইত্যাদি 'এতেন প্রতিপদ্যমানা

ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে ইত্যন্ত'। ইহার অর্থ ও শ্রুত্যন্তরার্থ টীকানুবাদে দ্রষ্টব্য। অতএব ঐ অক্ষিপুরুষ ব্রহ্ম, জীব নহে ॥ ১৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—শ্রুতোপনিষৎকেতি। শ্রুত্যন্তরে। "অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজপন্ত, এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমেতদভয়মেতৎপরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্ততে"। ইত্যস্মিন্ যা দেবযানাখ্যগতিরুক্তেত্যর্থঃ। অস্যার্থঃ। অথ দেহপাতানন্তরং ব্রহ্মচর্য্যাদিতপসা হেতুনাত্মানমীশ্বরমনুসন্ধায় তদ্ধ্যানরূপয়া বিদ্যয়োত্তরমার্গমর্চ্চিরাদিকং প্রাপ্যতে নাদিত্যাদি-দ্বারা তমীশ্বরং প্রাপ্নোতি তস্য বিশেষণানি এতদ্বৈ প্রাণানামিত্যাদীনি সৈব গতিরিহোপকোশলস্যাক্ষিপুরুষবিদঃ কথ্যতে। "অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নার্চ্চিষমেবাভিসংভবতি" ইত্যাদিনা এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্ত ইত্যন্তেন। অস্যার্থঃ। অস্মিন্ উপাসকগণে মৃতে সতি যদি পুত্রাদয়ঃ শব্যং শবসম্বন্ধিসংস্কারাদিকর্ম্ম কুর্ব্বন্তি যদি বা ন কুর্ব্বন্তি উভয়থাপ্যক্ষতোপাস্তিফলাস্তে উপাসকা অর্চ্চিরাদিদেবান্ প্রাপ্নুবন্তি। তে চ মানবপুরুষান্তাংস্তান্ ব্রহ্ম গময়ন্তীতিবিশেষস্ত্বর্চ্চিরাদিনা বক্ষ্যন্তে বহুবচনেন মোক্ষে জীববহুত্বং সিদ্ধম্ ॥ ১৬ ॥

টীকানুবাদ—'শ্রুতোপনিষৎক'ইত্যাদি। ভাষ্যোক্ত শ্রুত্যন্তরটি এই 'অথোত্তরেণ তপসা ইত্যাদি···এতস্মান্নপুনরাবর্ত্ততে ইত্যন্ত'। ইহার অর্থ 'অথ'—দেহপাতের পর অক্ষিপুরুষবিদ্ ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শ্রদ্ধা-হেতু আত্মস্বরূপ ঈশ্বরের ধ্যানরূপ বিদ্যা-সাহায্যে অর্চ্চিরাদি উত্তরমার্গ প্রাপ্ত হয়, আদিত্যাদি পথে সে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না। সেই ঈশ্বরের বিশেষণ এইগুলি—এই ব্রহ্মই প্রাণাদিবায়ু সমূহের আয়তন, ইহা অমৃত, ইহা অভয়, ইহাই পরমগতি বা আশ্রয়, এই স্থান প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে আসিতে হয় না। এই শ্রুতিতে যে দেবযান নামক গতি বলা হইয়াছে, সেই গতিই এখানে অক্ষিপুরুষবিদ্ উপকোশল রাজাকে অর্চ্চিঃশ্রুতি দ্বারা উপদেশ করা হইতেছে। অর্চ্চিঃশ্রুতিটি এই—'অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নার্চ্চিষমেবাভিসংভবন্তি ইত্যাদি এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে ইত্যন্ত।' ইহার অর্থ এই—উপাসকগণ মৃত হইলে যদি তাহাদের পুত্র-পৌত্রাদি আত্মীয়বর্গ শবসংস্কারাদি কার্য্য করে অথবা যদি নাও করে, উভয় প্রকারেই

সেই ব্রহ্মোপাসকগণ অক্ষত উপাসনার ফলে 'অর্চ্চিঃ' প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন। আর সেই অমানবপুরুষগণও ঐ উপাসকদিগকে ব্রহ্মলোকে গমন করাইয়া থাকেন। এই বিশেষ ফল অর্চ্চিরাদি বাক্যদ্বারা পরে কথিত হইবে। অমানবপুরুষগণ এই বহুবচনদ্বারা সূচিত হইতেছে যে, মুক্তিতে জীবের বহুত্ব সিদ্ধ ॥ ১৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—যিনি উপনিষদের তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছেন এবং তত্ত্বার্থ অধিগত করিতে পারিয়াছেন, সেই ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির উল্লেখ থাকায় এখানে ব্রহ্মেরই প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে, তাহা সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে প্রকাশ করিতেছেন। সুতরাং অক্ষিস্থপুরুষ জীব বা প্রতিবিম্ব নহে, তিনি পরমাত্মা।

ব্রহ্মের উপাসক উপাসনার প্রভাবে অর্চ্চিরাদি দেবগণকে প্রাপ্ত হন; আর সেই অমানবপুরুষগণও উহাদিগকে ব্রহ্মলোকে গমন করাইয়া থাকেন, ইহা পরে বলিবেন। এ-স্থলে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয় যে, 'অমানবপুরুষগণ'—এই বহুবচন প্রয়োগের দ্বারা মুক্তিতেও জীবের বহুত্ব সিদ্ধ হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"সৃতী বিচক্রমে বিশ্বঙ্ সাশনানশনে উভে।
যদবিদ্যা চ বিদ্যা চ পুরুষস্তূভয়াশ্রয়ঃ ॥" (ভাঃ ২।৬।২১)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥" (গীঃ ৮।২৬-২৭)

শুক্ল ও কৃষ্ণ দুইটি গতি; তন্মধ্যে শুক্ল অর্থাৎ অর্চ্চিরাদিমার্গে মোক্ষ লাভ হয়। কৃষ্ণ অর্থাৎ ধূম্রাদি মার্গে সংসারে পুনর্জ্জন্ম হয়। উভয় মার্গের তাত্ত্বিক পার্থক্য-জ্ঞান হইতে বিবেক উৎপন্ন হইলে উভয় মার্গই ক্লেশকর জানিয়া তদুভয়ের অতীত শুদ্ধ ভক্তিমার্গকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুখসাধ্য

জানিয়া তাহা আশ্রয় পূর্ব্বক ভক্তিযোগে সমাহিত যোগী আর মোহ প্রাপ্ত হন না। বরাহপুরাণেও পাওয়া যায়,—"নয়ামি পরমং স্থানমর্চ্চিরাদি গতিং বিনা। গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিতঃ॥"

এ-সম্বন্ধে 'বিশেষং চ দর্শয়তি' ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যও দ্রষ্টব্য ॥ ১৬ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—প্রতিবিম্বাদীনাং ত্রয়াণাং গ্রহণং ত্বিহ ন সম্ভবতীত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—১৭ সূত্রের অবতরণিকারূপে কথিত হইতেছে—'প্রতিবিম্বাদীনামিত্যাদি' অক্ষিস্থপুরুষ যে প্রতিবিম্ব, সূর্য্য ও জীব নহে, সূত্রকার তাহাই যুক্তিদ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—

সূত্রম্—অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ—'অনবস্থিতেঃ'—চক্ষুতে নিয়মিতভাবে প্রতিবিম্ব থাকে না, এ-জন্য উহা প্রতিবিম্ব নহে এবং 'অসম্ভবাৎ' অর্থাৎ অমৃতত্ব প্রভৃতি নিরুপাধিক ব্রহ্মধর্ম্মগুলিরও প্রতিবিম্ব, সূর্য্য ও জীব—এই তিনে থাকা অসম্ভব; এইজন্যও ঐ অক্ষিস্থপুরুষ প্রতিবিম্বাদি তিনটি স্বরূপ নহে, কিন্তু উনি পরমেশ্বর ॥ ১৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তেষাং চক্ষুষি নিয়মেন স্থিতেরভাবাদমৃতত্বাদের্নিরুপাধিকস্য তেষ্বসম্ভবাচ্চ নেতরস্তেষামন্যতমঃ কোঽপ্যক্ষিস্থঃ কিন্তু পরমাত্মৈব স ইতি ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'তেষামিত্যাদি' তাহাদের অর্থাৎ প্রতিবিম্ব, সূর্য্য ও জীব ইহাদের চক্ষুতে নিয়মিতভাবে অর্থাৎ সকল সময়ে স্থিতি হয় না এবং অমৃতত্ব, অভয়ত্ব, পরায়ণত্ব প্রভৃতি নিরুপাধিক ব্রহ্ম-ধর্ম্মগুলিও সেই প্রতিবিম্বাদিতে অসম্ভব, এ-জন্যও অপর কেহ নহে অর্থাৎ অক্ষিস্থ পুরুষ বলিতে প্রতিবিম্ব, সূর্য্য ও জীব ইহাদের কেহই নহে, কিন্তু পরমেশ্বরই ॥ ১৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ত্রয়াণামিতি। প্রতিবিম্বস্য তাবৎ পুরুষান্তরসান্নিধ্যায়ত্তত্বাচ্চক্ষুষি নিয়মেনাবস্থিতির্ন সম্ভবেৎ। সূর্য্যস্য চ রশ্মিদ্বারেণ চক্ষুষি স্থিতিবচনা-

দ্দেশান্তরস্থস্যাপি তস্য করণপ্রবর্ত্তকত্বোপপত্তের্ন তত্রাবস্থানম্। জীবস্য চ নিখিলকরণানুকূল্যায় নিখিলতদাশ্রয়ভূতে স্থানবিশেষে হৃদ্যবস্থিতিরিতি ন তত্র তদিতি ত্রয়াণাং তদসম্ভবঃ ॥ ১৭ ॥

টীকানুবাদ—'ত্রয়াণাং গ্রহণং ত্বিহ ন সম্ভবতি' ইতি—প্রতিবিম্ব, সূর্য্য ও জীব এই তিনটির মধ্যে কাহাকেও এই অক্ষিস্থপুরুষরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে; তাহার কারণ—প্রতিবিম্বমাত্রই বিম্বসাপেক্ষ, অতএব অন্য একটি পুরুষের সন্নিধির অধীন; এ-জন্য চক্ষুর্ম্মধ্যে নিয়মিতভাবে প্রতিবিম্ব-স্থিতি সম্ভব নহে। আর সূর্য্যও যে চক্ষুতে অবস্থান করেন বলা আছে, উহাও সৌর রশ্মির অবস্থানের মাধ্যমে, অতএব যখন সূর্য্য দেশান্তরে থাকেন, তখনও তিনি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক, কিন্তু চক্ষুর্ম্মধ্যে তাঁহার অবস্থিতি নাই। আর জীবাত্মা সমগ্র ইন্দ্রিয়ের চৈতন্য সম্পাদনার্থ সেই ইন্দ্রিয়বর্গের আশ্রয়ভূত জীবদেহের হৃদয় মধ্যে থাকেন, অতএব চক্ষুতে তাঁহার অবস্থান হইতে পারে না; এইরূপে অক্ষিস্থপুরুষ ঐ তিনটির মধ্যে কেহই হইতে পারে না ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বোক্ত কথাই যুক্তির দ্বারা বুঝাইতে গিয়া সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, অসম্ভব বলিয়া এবং অবস্থিতির অভাববশতঃ অক্ষিস্থপুরুষ ব্রহ্মভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারে না। ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব প্রভু স্বীয় টীকায় স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে, প্রতিবিম্ব, সূর্য্য ও জীব এই তিনটির কাহাকেও অক্ষিস্থপুরুষরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে, কারণ কাহারও সন্নিধি ব্যতিরেকে প্রতিবিম্ব সম্ভব নহে; দ্বিতীয়তঃ সূর্য্য দেশান্তরে থাকিয়া স্বীয় রশ্মির দ্বারাই চক্ষুর প্রবর্ত্তক, চক্ষুর মধ্যে তাহার অবস্থিতি নাই, আর জীব নিখিল ইন্দ্রিয়ের আনুকূল্যের জন্য ইন্দ্রিয়বর্গের আশ্রয়ভূত স্থানবিশেষ-হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করে; চক্ষুর মধ্যে তাহার অবস্থিতি নাই, এতদ্ব্যতীত অমৃতত্বাদি যে সকল নিরুপাধিক ধর্ম্ম ব্রহ্মে আছে, তাহা প্রতিবিম্ব, সূর্য্য বা জীব কাহাতেও থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং অক্ষিস্থ পুরুষ—পরব্রহ্ম পরমাত্মাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

> "আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ।
> ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ।
> তস্মান্ন হ্যাত্মনোঽন্যস্মাদন্যো ভাবো নিরূপিতঃ॥" (ভাঃ ১১।২৮।৬)

আরও পাওয়া যায়,—

"যথা ঘনোঽর্কপ্রভবোঽর্কদর্শিতো
হর্কাংশভূতস্য চ চক্ষুষস্তমঃ।
এবং ত্বহং ব্রহ্মগুণস্তদীক্ষিতো
ব্রহ্মাংশকস্যাত্মন আত্মবন্ধনঃ॥" (ভাঃ ১২।৪।৩২) ॥১৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃত" ইতি। অত্র পৃথিব্যাদ্যন্তঃস্থো যময়িতা প্রতীতঃ, স কিং প্রধানং জীবঃ পরো বেতি সংশয়ে প্রধানমিতি তাবৎ প্রাপ্তং, তদন্তঃস্থত্বাদেস্তত্র সম্ভবাৎ। কারণং হি কার্য্যেঽনুস্যূতং তস্য নিয়ন্তৃ চ ভবতি। প্রীতিপ্রদত্বাদাত্মত্বং তত্রোপচরিতং ব্যাপ্তিযোগাদ্বা নিত্যত্বাদমৃতত্বঞ্চ তদিতি। জীবো বা কশ্চিদ্ যোগী স স্যাৎ। সর্ব্বান্তঃপ্রবেশনান্তর্দ্ধানশক্তিভ্যাং নিয়ন্তৃত্বাদৃষ্টত্বাদেস্তত্র যোগাদাত্মত্বামৃতত্বে চ তস্য মুখ্যে তস্মাৎ প্রধানজীবয়োরেকতরঃ স ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্···ইত্যাদি আত্মান্তর্য্যাম্যমৃত" ইত্যন্ত—যিনি পৃথিবীর উপরে আছেন, অথচ পৃথিবীর অন্তর অর্থাৎ পৃথিবীর অন্তরে বর্ত্তমান। পৃথিবী যাঁহার শরীর, অথচ পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, যিনি পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মে রাখিতেছেন, ইনিই তোমার আত্মা পরমেশ্বর, ইনি অন্তর্য্যামী শ্রীহরি অমৃত। এই শ্রুতিতে যে পৃথিব্যাদির অন্তঃস্থিত পরিচালক বা নিয়ামক পুরুষ প্রতীয়মান হইতেছেন, তিনি কি প্রধান বা প্রকৃতি, অথবা জীবাত্মা, কিংবা পরমেশ্বর? এই সংশয়ের উত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—ইনি প্রধান, কেননা, পৃথিবীর অন্তঃস্থ পৃথিবীর নিয়ামক প্রধানই হওয়া সম্ভব। যুক্তি এই—কার্য্যের মধ্যে কারণ অনুপ্রবিষ্ট, পৃথিবী প্রকৃতির কার্য্য, তাহার মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশ ও নিয়মন শক্তি তাহারই হইবে। যদি বল, প্রকৃতি পৃথিবীর আত্মা হইবে কিরূপে?

তাহার উত্তরে বলিব—লক্ষণানুসারে অর্থাৎ প্রীতিপ্রদত্বরূপ জীবধর্ম্ম প্রকৃতিতে আছে, এইজন্য উহা লাক্ষণিক প্রয়োগ। আবার তাহা বিভু ও অমৃতও হইতে পারে। কারণ প্রকৃতি সর্ব্বগত, এ-জন্য বিভু এবং নিত্য বলিয়া অমৃত। অথবা ঐ আন্তর পুরুষ জীবও হইতে পারে; কিন্তু সেই জীব একটি যোগসিদ্ধ পুরুষরূপে গ্রহণীয়। পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ ও অন্তর্দ্ধান শক্তি দুইটিই যোগীর আছে। কারণ যোগীরা যোগবলে সকলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন ও অন্তর্হিতও হইতে পারেন। পৃথিবীর নিয়ামকত্ব ও অদৃশ্যত্ব এই দুইটিও যোগী জীবের যোগবলে সম্ভব। আর আত্মত্ব ও অমৃতত্ব এই দুইটি ধর্ম্ম জীবের মুখ্য ধর্ম্ম, অতএব প্রধান বা যোগী জীব এই দুইটির মধ্যে যে কোন একটি ঐ আন্তর পুরুষ বলিব, এই পূর্ব্বপক্ষবাদীর মত খণ্ডনার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

অন্তর্য্যাম্যধিকরণম্

সূত্রম্—অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ—'অধিদৈবাদিষু'—'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তর' ইত্যাদি শ্রুতিবোধিত পৃথিবীর অন্তর্য্যামী পুরুষ, 'অধিদৈবাদিষু'—অধিষ্ঠাতৃদেবতা-প্রতিপাদক বাক্যসমূহে প্রতিপাদিত হইয়াছেন, তিনি পরমাত্মা; কি হেতু? উত্তর—'তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ'—পরমেশ্বর-ধর্ম্মগুলির যথা পৃথিব্যাদির অন্তঃস্থত্ব, নিয়ামকত্ব, অথচ তাহাদের অবেদ্যত্ব, বিভুত্ব, বিজ্ঞানময়ত্ব, আনন্দরূপত্ব, অমৃতত্ব প্রভৃতির উক্তি সেই পুরুষেরই কথিত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যোঽয়মধিদৈবাদিষু বাক্যেষু অন্তর্য্যামী শ্রুতঃ স পরেশ এব। কুতঃ? তদিতি। পৃথিব্যাদিসর্ব্বান্তঃস্থত্বতদবেদ্যত্বতন্নিয়ন্তৃত্ববিভুবিজ্ঞানানন্দত্বামৃতত্বাদীনাং তদ্ধর্ম্মাণামিহোক্তেঃ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'যোঽয়মিত্যাদি'—অধিদৈব, অধিলোক, অধিবেদ, অধিযজ্ঞ, অধ্যাত্ম, অধিভূত-প্রতিপাদক বাক্যসমূহে যে এই অন্তর্য্যামীর কথা

শ্রুত হইতেছে, তিনি পরমেশ্বর শ্রীহরিই। কেননা তাঁহার ধর্ম্ম এইগুলি, যে তিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীর অন্তঃস্থ, এইরূপ অন্যান্য ভূতেরও অন্তঃস্থ; সুতরাং পৃথিব্যাদি সর্ব্বভূতান্তরস্থ অথচ তাহাদের অজ্ঞেয়, তিনি তাহাদের নিয়ামক অর্থাৎ নিয়মানুসারে পরিচালক, তিনি সর্ব্বব্যাপী, জ্ঞানঘন, আনন্দময়, অমৃত, নিত্য এই সকল নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম পরমেশ্বরেই সম্ভব ॥ ১৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পূর্ব্বত্র স্থানাদিতি সূত্রে যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্নিত্যন্তর্য্যামিব্রাহ্মণস্থবাক্যমন্তর্য্যামিনঃ পরমাত্মত্বং সিদ্ধবৎ কৃত্বোক্তম্। তদাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। যঃ পৃথিব্যামিত্যাদি। প্রধানযোগিজীবান্যতরোপাস্তিঃ পূর্ব্বপক্ষে ফলং সিদ্ধান্তে তু পরমাত্মোপাস্তিঃ। যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্নন্তর্য্যামীত্যুক্তে স্থাবরাদিঃ স ইতি শঙ্কা স্যাৎ তদ্বারণায় পৃথিব্যা অন্তর ইতি। পৃথিবীদেবতাং বারয়িতুং যং পৃথিবী ন বেদেতি। তস্যা নিয়ামকোঽসাবিত্যাহ। যস্য পৃথিবীত্যাদি। এষ আত্মা বিভুর্বিজ্ঞানানন্দঃ শ্রীহরিরন্তর্য্যামী অমৃতঃ নিত্যঃ স ইত্যর্থঃ। এবং যঃ পৃথিব্যামিত্যাদ্যধিদেবতানন্তরং যঃ সর্ব্বেষু লোকেম্বিত্যধিলোকং যঃ সর্ব্বেষু বেদেম্বিত্যধিবেদং যঃ সর্ব্বেষু যজ্ঞেম্বিত্যধিযজ্ঞং যঃ সর্ব্বেষু ভূতেম্বিত্যধিভূতং যঃ প্রাণেম্বিত্যাদি যঃ আত্মনীত্যন্তমধ্যাত্মঞ্চ কশ্চিদন্তঃস্থো যময়িতা শ্রূয়তে। স তত্র তত্র স্থিতঃ প্রধানং যোগিজীবো হরির্ব্বেতি সংশয়ে প্রধানপক্ষং ব্যুৎপাদয়তি তদন্তঃস্থত্বাদেরিতি। যোগিজীবপক্ষং ব্যুৎপাদয়তি জীবো বেতি। সর্ব্বান্তঃপ্রবেশনং যোগজধর্ম্মবলেন বোধ্যম্। তদুক্তং নারদং প্রতি। "ত্বং পর্য্যটন্নর্ক ইব ত্রিলোকীমন্তশ্চরো বায়ুরিবাত্মসাক্ষী" ইতি। তস্যেতি। যোগিজীবস্য। এবং প্রাপ্তে সিদ্ধান্তমাহান্তর্য্যামীতি। বিভুর্বিজ্ঞানানন্দত্বাদিনাত্মশব্দোর্থো বোধ্যঃ। তদ্ধর্ম্মাণামিতি। ন চৈতে ইতোঽন্যত্রমুখ্যতয়া সংভবেয়ুরিত্যাশয়ঃ ॥ ১৮ ॥

টীকানুবাদ—পূর্ব্বে 'স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ'—এই সূত্রে বলা হইয়াছে, যিনি চক্ষুর মধ্যে থাকিয়া চক্ষুকে নিয়মিত করিতেছেন, এইরূপে অন্তর্য্যামি-প্রতিপাদক বেদোক্ত ব্রাহ্মণাখ্য-বাক্য যে কথিত হইয়াছে, তাহা অন্তর্য্যামী পুরুষকে পরমেশ্বর সিদ্ধ করিয়াই। তাহার উপর আপত্তি করিয়া সমাধানও করা হইয়াছে, অতএব পরবর্ত্তী গ্রন্থোত্থানে আক্ষেপ সঙ্গতি। 'যঃ পৃথিব্যামিত্যাদি' শ্রুতি-কথনের ফল বা উদ্দেশ্য পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে প্রধান বা

যোগী জীবের যে কোনও একটির উপাসনা। সিদ্ধান্তবাদীর মতে পরমেশ্বরের উপাসনাই শ্রুতির লক্ষ্য। 'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্নন্তর্য্যামী' যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তর্য্যামী—এ-কথা বলিলে স্থাবরাদি সমস্তই তিনি এই ধারণা হইতে পারে, তাহার নিবারণের জন্য বলিতেছেন—'পৃথিব্যা অন্তরঃ' অর্থাৎ যিনি পৃথিবীর অন্তরবর্ত্তী বা অন্তর্য্যামী। তবে কি পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা? না, তাহাও নহে, 'যং পৃথিবী ন বেদ' যাঁহাকে পৃথিবী জানে না, পৃথিবীর পক্ষে তাঁহার জ্ঞান সম্ভব নহে। তিনি পৃথিবীর নিয়ামক। এই কথা বলিতেছেন—'যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি' যিনি পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করিতেছেন। তিনি কে? উত্তর—ইনিই আত্মা, বিভু, বিশ্বব্যাপক, বিজ্ঞানঘন, আনন্দময়, শ্রীহরি, অন্তর্য্যামী, নিত্য। এইরূপ পৃথিবীর আন্তর বা অধিদৈব বলিয়া অন্যান্য বস্তুরও অধিদেবতা বলিতেছেন—'যঃ সর্ব্বেষু লোকেষু' যিনি সকল লোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, তিনি অধিলোক। এইরূপে 'যঃ সর্ব্বেষু বেদেষু' যিনি সকল বেদের লক্ষ্য দেবতা, এ-জন্য অধিবেদ 'যঃ সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু' যিনি সকল যজ্ঞের যষ্টব্য দেবতা একারণে অধিযজ্ঞ, 'যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু' যিনি সকল ক্ষিত্যাদি ভূতের মধ্যে আছেন, এই হেতু অধিভূত, 'যঃ প্রাণেষু', যিনি সকল প্রাণবায়ুর মধ্যে ইত্যাদি হইতে 'য আত্মনি' যিনি শরীর মধ্যে বিরাজমান ইত্যন্ত গ্রন্থদ্বারা অন্তস্থিত কোনও একটি নিয়ামকের কথা শ্রুত হইতেছে; সেই সেই পৃথিবী প্রভৃতির অন্তর্য্যামী কে? প্রকৃতি? অথবা যোগী জীব? কিংবা শ্রীহরি? এই সংশয়ের উপর প্রথমতঃ পূর্ব্বপক্ষী প্রকৃতি পক্ষ স্থাপন করিতেছেন—'তদন্তস্থত্বাদেঃ' ইত্যাদি দ্বারা। অতঃপর যোগিজীব পক্ষ স্থাপন করিতেছেন, 'জীবো বা' ইত্যাদি দ্বারা, তাহাতে যুক্তি দেখান হইয়াছে—সকলের মধ্যে প্রবেশ যোগজধর্ম্ম-প্রভাবে জানিবে। যোগজধর্ম্ম-প্রভাবে যে যোগী পুরুষের সকলের মধ্যে প্রবেশ হয়, ইহা নারদের প্রতি বেদব্যাসের বাক্য শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে, যথা 'ত্বং পর্য্যটন্নর্ক ইব' ইত্যাদি—হে দেবর্ষি! তুমি সূর্য্যের মত ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া বায়ুর মত সকল প্রাণীর হৃদয়ে থাকিয়া আত্মদর্শন করিতেছ। 'তস্য মুখ্যে' ইত্যাদি। 'তস্য'—সেই যোগী জীবের পক্ষে অর্থ। এই পূর্ব্বপক্ষের উপর 'অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাদিষু' ইত্যাদি সূত্র সিদ্ধান্তরূপে বলিতেছেন। বিভু, বিজ্ঞানঘন, আনন্দময়ত্ব প্রভৃতি দ্বারা

আত্মশব্দের বোধ্য পুরুষ। 'তদ্ধর্ম্মাণাম্'—এই কয়টি বিভুত্বাদি ধর্ম্মের এই পরমেশ্বর ভিন্ন অন্যে সম্ভব নহে, ইহাই সিদ্ধান্তবাদীর অভিপ্রায় ॥ ১৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বৃহদারণ্যকে বর্ণিত যে অন্তর্য্যামী বা অধিদৈব প্রভৃতি কথা পাওয়া যায়, তাহা কি প্রধান? না জীব? না পরমেশ্বর? এ-বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী যে সকল যুক্তি অবলম্বনে প্রধান বা যোগী জীবকে পৃথিবীর অন্তর্য্যামী বা অধিদৈবরূপে স্থাপন করিবার প্রয়াস করেন, তাহা খণ্ডন পূর্ব্বক সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, অধিদৈবাদিতে অন্তর্য্যামিরূপে যাঁহার নির্দ্দেশ হইয়াছে, তিনি পরমেশ্বরই; কারণ সেখানে তাঁহার অর্থাৎ ব্রহ্মের ধর্ম্মের ব্যপদেশ অর্থাৎ উল্লেখ করা আছে। ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব প্রভুও তাঁহার টীকায় পূর্ব্বপক্ষবাদীর সমস্ত যুক্তি খণ্ডনপূর্ব্বক পরমাত্মাই যে অন্তর্য্যামী ও অধিদৈবাদি-শব্দের লক্ষণীয়, তাহা বিশেষভাবে স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকবাক্যে পাই,—

"নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় ভূয়সে
সদুদ্ভবস্থাননিরোধলীলয়া।
গৃহীতশক্তিত্রিতয়ায় দেহিনা-
মন্তর্ভবায়ানুপলক্ষ্যবর্ত্মনে॥" (২।৪।১২)

আরও পাই,—

"ভূতৈর্মহদ্ভির্য ইমাঃ পুরো বিভু-
র্নির্ম্মায় শেতে যদমূষু পুরুষঃ।" (২।৪।২৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবিদুর বলিয়াছেন,—

"ভগবানেক এবৈষ সর্ব্বক্ষেত্রেষ্ববস্থিতঃ।" (ভাঃ ৩।৭।৬)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকবাক্যে আরও পাওয়া যায়,—

"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।"

শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন,—

"অহং ভবো দক্ষভৃগুপ্রধানাঃ
প্রজেশ-ভূতেশ-সুরেশমুখ্যাঃ।
সর্ব্বে বয়ং যন্নিয়মং প্রপন্না
মূর্দ্ধ্ন্যর্পিতং লোকহিতং বহামঃ।" (ভাঃ ৯।৪।৫৪)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগীতার 'পুরুষশ্চাধিদৈবতম্', 'অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র' শ্লোকও আলোচ্য ॥ ১৮ ॥

সূত্রম্—ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ—'স্মার্ত্তম্ ন চ'—বেদ ভিন্ন অন্যান্য পুরাণাদি-বর্ণিত প্রকৃতি বা প্রধান অন্তর্য্যামিপদবাচ্য নহেন, কারণ? 'অতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ'—যেহেতু প্রকৃতির ধর্ম্ম যেগুলি নহে, তাহাদের উল্লেখ ঐ অন্তর্য্যামী পুরুষে আছে ॥ ১৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—উক্তহেতুভ্যঃ স্মার্ত্তং প্রধানমন্তর্য্যামীতি ন বাচ্যম্। কুতঃ? অতদিতি। "অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতো শ্রোতা অমতো মন্তা অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যতোঽস্তি শ্রোতা নান্যতোঽস্তি মন্তা নান্যতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মা-ন্তর্য্যাম্যমৃত ইতোঽন্যৎ স্মার্ত্তমিতি" বাক্যশেষাণাং দ্রষ্টৃত্বাদীনাং তস্মিন্ন সম্ভবাৎ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বে প্রদর্শিত হেতু বশতঃ ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রাপ্ত প্রধান—অন্তর্য্যামী, ইহা বলিতে পারা যায় না। কেন? 'অতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ'—যেগুলি প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে, তাহাদের উল্লেখ অন্তর্য্যামী পুরুষে শ্রুত হইতেছে। যথা 'অদৃষ্টো দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা ইত্যাদি ... অন্তর্য্যাম্যমৃত' ইতি। তাঁহাকে কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, তিনি সকলকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন; তাঁহাকে কেহ শুনিতে পায় না, অথচ তিনি সকলের কথা শুনিতেছেন; তাঁহাকে কেহ অনুমান করিতে পারে না, কিন্তু তিনি সকলকে মনন করিতে-

ছেন ; তিনি সকলের বিজ্ঞাতা, কিন্তু কাহারও বিজ্ঞাত নহেন ; ইহা ভিন্ন অন্য সাক্ষীপুরুষ কেহ নাই, ইহা হইতে অপর শ্রোতা নাই, মননকারী এতদ্‌ভিন্ন অন্য নাই, বিজ্ঞাতা তাঁহা ব্যতিরেকে অন্য কেহ নাই, ইনিই তোমার আত্মা, ইনি অন্তর্য্যামী, অমৃত নিত্যপুরুষ। স্মৃতিবর্ণিত প্রধান ইহা হইতে ভিন্ন, অতএব শ্রুতির এই বাক্যশেষপ্রাপ্ত দ্রষ্টৃত্ব, শ্রোতৃত্ব, বিজ্ঞাতৃত্ব, মন্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি সেই অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরেই সম্ভব ॥ ১৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ন চেতি। উক্তহেতুনাং দ্রষ্টৃত্বাদয়ঃ প্রতিপক্ষা ইতি তেষাং হেত্বাভাসতা বোধ্যা। নান্যতোঽস্তি দ্রষ্টেতি। অদৃষ্টত্বে সতি দ্রষ্টা অতোঽন্তর্য্যামিনোঽন্যো নাস্তীত্যর্থ ইত্থঞ্চ যোগিজীবোঽপি নিবারিতঃ তস্য পরমাত্মনোঽপ্রস্তুতত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

টীকানুবাদ—প্রকৃতি ও যোগী জীবপক্ষে যে সকল হেতু দেখান হইয়াছে, উহাদের বিরুদ্ধহেতু দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি, ঐ হেতুগুলি হেত্বাভাসদোষে দুষ্ট। কথাটি এই—বাদী প্রতিবাদীর বিচারে মধ্যস্থ উভয়কে স্ব স্ব পক্ষ স্থাপনের জন্য হেতু উপন্যাস করিতে বলেন, বাদী হেতুরূপে যাহা উল্লেখ করে, যদি প্রতিবাদী উহাতে দোষ দেখাইতে পারেন, তবে ঐ দুষ্ট হেতুদ্বারা অনুমান হইবে না, উহা অগ্রাহ্য, ফলতঃ এই হেতুদোষের নাম হেত্বাভাস, তাহা সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার, যথা—অনৈকান্তিক, বিরোধ, অসিদ্ধি, সৎপ্রতিপক্ষ ও বাধ। তন্মধ্যে যে অনুমানে হেতুর প্রতিপক্ষ হেতু আছে তাহা সৎপ্রতিপক্ষ নামক হেত্বাভাস। এখানে বাদী বলিলেন—প্রকৃতিঃ অন্তর্য্যামি-পদবাচ্যা, হেতু ? 'পৃথিব্যাদেঃ অন্তঃস্থত্বাৎ পৃথিব্যাদের্নিয়ন্তৃত্বাচ্চ।' প্রতিবাদী তাহার বিপক্ষে বলিলেন, 'অন্তর্য্যামী ন প্রকৃতিঃ, হেতু অদৃষ্টত্বে সতি দ্রষ্টৃত্বাৎ', যিনি অন্তর্য্যামী হইবেন, তিনি অদৃষ্ট অথচ দ্রষ্টা, সে ধর্ম্ম পরমেশ্বরেই আছে, প্রকৃতিতে নাই ; অতএব প্রকৃতি অন্তর্য্যামী নহে ; সেই অদৃষ্টত্ব সহচরিত দ্রষ্টৃত্ব পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কাহাতেও নাই, অতএব প্রকৃতি অন্তর্য্যামী নহেন। এইরূপে যোগী জীবও নিরস্ত হইল, কেননা যোগী-জীবের পরমাত্মরূপে প্রস্তাব নাই ॥ ১৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বসূত্রে যে অন্তর্য্যামী পুরুষের ধর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে, সেই হেতুবশতঃ স্মৃতিশাস্ত্র-বর্ণিত বা সাংখ্যশাস্ত্র-বর্ণিত প্রধান বা প্রকৃতি

অন্তর্য্যামী হইতে পারে না, কারণ অন্তর্য্যামীকে যেরূপ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, নিয়ন্তা, অমৃতময় নিত্যপুরুষ বলিয়া তদ্ধর্ম্মের উপদেশ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতিতে সম্ভব নহে ; তজ্জন্যই সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে প্রকৃতির পৃথিবীর অন্তর্য্যামিত্ব স্থাপনের যুক্তির নিরর্থকতা প্রতিপাদন করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অন্তঃস্থঃ সর্ব্বভূতানামাত্মা যোগেশ্বরো হরিঃ।
স্বমায়য়াবৃণোদ্গর্ভং বৈরাট্যাঃ কুরুতন্তবে ॥" (ভাঃ ১।৮।১৪)

আরও পাওয়া যায়,—

"অন্তঃ পুরুষরূপেণ কালরূপেণ যো বহিঃ।
সমন্বেত্যেষ সত্ত্বানাং ভগবানাত্মমায়য়া ॥" (ভাঃ ৩।২৬।১৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে, বস্তু প্রকাশে হৃদয় ॥" (মধ্য ৮।২৬৪) ॥ ১৯ ॥

সূত্রম্—শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥২০॥

সূত্রার্থ—'শারীরশ্চ—ন,' শরীরাভিমানী যোগীজীব অন্তর্য্যামী—ইহাও বলা যায় না, যেহেতু 'উভয়ে অপি' যেহেতু কাণ্বশাখীয় ও মাধ্যন্দিন শাখীয় উভয় বৈদিকগণই এই যোগী পুরুষকে অন্তর্য্যামী হইতে ভিন্নরূপে পাঠ করেন ॥ ২০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নেত্যনুবর্ত্ততে। উক্তহেতুভ্যঃ শারীরো যোগিজীবোঽন্তর্য্যামীতি ন বাচ্যম্। কুতঃ ? হি যস্মাৎ উভয়ে কাণ্ব-মাধ্যন্দিনাশ্চৈনমন্তর্য্যামিতো ভেদেনাধীয়তে। "যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়তীতি যঃ আত্মানমন্তরো যময়তি" ইতি চ নিয়ম্যনিয়ন্তৃত্ব-ভাবেন ভেদং তয়োঃ পঠন্তীত্যর্থঃ। তস্মাৎ স শ্রীহরিরেব। সুবা-লোপনিষদি তু পৃথিব্যাদীনামব্যক্তাক্ষরামৃতান্তানাং শ্রীনারা-

য়ণোঽন্তর্য্যামীতি কঠৈঃ পঠিতম্। "অন্তঃশরীরে নিহিতো গুহায়াং" "অজ একো নিত্যো" "যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্ যং পৃথিবী ন বেদ" ইত্যাদিনা ব্রাহ্মণেন ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'ন চ স্মার্ত্তম্' ইত্যাদি পূর্ব্বসূত্র হইতে 'ন' এই কথাটির এই সূত্রে অনুবৃত্তি আছে, যোগীপুরুষপক্ষে প্রদর্শিত হেতু সমূহ দ্বারা অন্তর্য্যামী পুরুষ বলিতে কোনও যোগীপুরুষ বলিতে পার না। কেন না, উভয়েই কাণ্বশাখীয় ও মাধ্যন্দিন শাখীয় উভয় প্রকার বৈদিকগণই এই যোগীপুরুষকে পরমেশ্বর হইতে পৃথগ্‌ভাবে অধ্যয়ন করেন। যথা 'যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়তি' যিনি অন্তরে থাকিয়া বিজ্ঞানকে নিয়মাধীন করিতেছেন, আবার 'য আত্মানমন্তরো যময়তি' যিনি অন্তরে থাকিয়া জীবাত্মাকে সংযত করিতেছেন, এইরূপে পরমেশ্বরের নিয়ামকত্ব এবং জীবাত্মা ও বিজ্ঞানের নিয়ম্যত্বরূপে উভয়ের প্রভেদ তাঁহারা পাঠ করিয়া থাকেন। অতএব আন্তর পুরুষ শ্রীহরিই। সুবালোপনিষদে কিন্তু কাঠকগণ পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি অব্যক্ত (অবাঙ্‌মনসগোচর) অক্ষর ও অমৃত এই পর্য্যন্ত পড়িয়া শেষে শ্রীনারায়ণই অন্তর্য্যামী এই পাঠ করেন। সেই ব্রাহ্মণ বাক্য—যথা "অন্তঃ শরীরে নিহিতো···যং পৃথিবী ন বেদ।" সেই অন্তর্য্যামী পুরুষ জীব-শরীর-মধ্যে স্থিত। যিনি হৃদয়ের অতি সূক্ষ্মস্থানে বিরাজমান, তিনি অজ, এক (অদ্বিতীয়) নিত্যপুরুষ, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবী-মধ্যে বিচরণ করেন অথচ পৃথিবী যাঁহাকে জানে না; ইত্যন্ত ব্রাহ্মণ-বাক্য জীবাত্মা হইতে পরমেশ্বরের পার্থক্য- বোধক ॥ ২০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—শারীরশ্চেতি। উভাভ্যাং ভেদেন পাঠাদুক্তহেতবঃ সৎ-প্রতিপক্ষা ইত্যর্থঃ। এবং যুক্ত্যান্তর্য্যামিনঃ পরমাত্মত্বং নির্ণীয় সুবালোপ-নিষৎকঠোক্ত্যা চৈতস্য তত্ত্বং নির্ণেতুমাহ সুবালেতি। তত্র হ্যব্যক্তাক্ষরয়োঃ প্রধানজীবয়োরন্তর্য্যামী শ্রীনারায়ণ ইতি স্ফুটমুচ্যতে তস্মাদন্তর্য্যামী শ্রীহরিরে-বেতি ॥ ২০ ॥

টীকানুবাদ—'শারীরশ্চেতি'—প্রকৃতি ও যোগী পুরুষ এই উভয় হইতে পরমেশ্বরের পার্থক্যবোধক শ্রুতি পঠিত হওয়ায় প্রকৃতি ও যোগী পুরুষ পক্ষে

প্রদর্শিত সাধকহেতুগুলি সৎপ্রতিপক্ষ নামক হেত্বাভাস দোষে দুষ্ট। এইরূপে যুক্তিদ্বারা অন্তর্য্যামী বলিতে যে পরমাত্মাই বোধিত হইতেছে, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া, সুবালোপনিষদে ধৃত কঠের উক্তি দ্বারাও তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য সুবালোপনিষদের কথা তুলিতেছেন, তাহাতে অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি ও যোগী জীবের অন্তর্য্যামী শ্রীনারায়ণ; ইহা স্পষ্টত উক্ত হইতেছে। অতএব অন্তর্য্যামি-শব্দবাচ্য শ্রীহরিই, অন্য কেহ নহে ॥ ২০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার পূর্ব্ববর্ণিত হেতুমূলে যে যোগী-জীবও অন্তর্য্যামী হইতে পারে না, তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন। এ-বিষয়ে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন উভয় বৈদিক সম্প্রদায়ই জীব ও ঈশ্বরের ভেদ বর্ণন করিয়াছেন, কারণ ঈশ্বর নিয়ন্তা ও জীব নিয়ম্য, সুতরাং শ্রীহরি ব্যতীত অন্তর্য্যামী পদের বাচ্য আর কেহ হইতে পারে না। ভাষ্যকার এ-বিষয়ে সুবালোপনিষদের কঠোক্তি উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"যথা দারুময়ী নারী যথা পত্রময়ো মৃগঃ।
এবম্ভূতানি মঘবন্নীশতন্ত্রাণি বিদ্ধি ভোঃ॥
পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্যক্তমাত্মাভূতেন্দ্রিয়াশয়াঃ।
শক্নুবন্ত্যস্য সর্গাদৌ ন বিনা যদনুগ্রহাৎ॥
(ভাঃ ৬।১২।১০-১১) ॥ ২০ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে যৎ তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরা" ইতি। উত্তরত্র "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইতি চ। কিমত্র বাক্যদ্বয়ে প্রকৃতিপুরুষৌ ক্রমেণ প্রতিপাদ্যৌ কিংবা পরমাত্মৈবেতি সন্দেহে দ্রষ্টৃত্বাদিচেতনধর্ম্মাশ্রবণাৎ যোনিশব্দস্যোপাদানবাচিত্বাচ্চ প্রধানমেবাক্ষরং স্যাৎ পরতোঽক্ষরাৎ পরস্তু পুরুষো ভবেৎ সর্ব্ব-

বিকারভূতাদক্ষরাৎ পরত্বস্থ ক্ষেত্রজ্ঞেঽপি যুক্তেঃ। তস্মাৎ তাবেবাত্র বেদ্যাবিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—'অথেত্যাদি'—পূর্ব্বোক্ত ঋগ্‌বেদাদিরূপ অপরা বিদ্যার অনন্তর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে, যে বিদ্যাদ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে অধিগত করা যায়, তিনি অদ্রেশ্য—অর্থাৎ অদৃশ্য—দর্শনের অতীত, তিনি অগ্রাহ্য অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না, অগোত্র—তাঁহার কোনরূপ গোত্রাদি পরিচয় নাই, তিনি অবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণহীন, চক্ষুঃ-শ্রোত্ররহিত, শুধু চক্ষুঃকর্ণ নহে, কোনও জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা তিনি জ্ঞেয় নহেন, অপাণিপাদম্—হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় মাত্রই তাঁহার নাই, তিনি নিত্য অর্থাৎ সদা একরস, বিভু—নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ, সর্ব্বগত—সর্ব্বব্যাপক, দুর্জ্ঞেয়, তিনি অব্যয়, অবিকারী, অবিনাশী, যিনি সমস্ত ভূতের কারণ, ধীরগণ সেই অক্ষর আত্মাকে পরবিদ্যা-সাহায্যে পরিজ্ঞাত হন। এই একটি বাক্য, আবার পরে আর একটি বাক্য শ্রুত হইতেছে, যথা—'দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ ··· পরতঃ পরঃ' তিনি দিব্য অর্থাৎ সর্ব্বদা প্রকাশশীল, সংযোগ সম্বন্ধে শরীর রহিত, পুরুষাকার, তিনি বাহিরে এবং অভ্যন্তরেও আছেন অর্থাৎ বিভু—তিনি জন্মরহিত, প্রাণহীন—অর্থাৎ বায়ুবিকাররহিত; মনোরহিত—মনের অতীত নির্ম্মল মহত্তত্ত্ব হইতে অতীত যে প্রকৃতি, তাহা হইতেও অতীত এই আর একটি বাক্য, এই দুইটি বাক্য কি যথাক্রমে প্রকৃতি ও পুরুষকে প্রতিপাদন করিতেছে, অথবা উভয় বাক্যেরই প্রতিপাদ্য পরমাত্মাই? এই সন্দেহের উপর পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—যখন এই বাক্যে দ্রষ্টা মন্তা শ্রোতা প্রভৃতি চেতন ধর্ম্মের উল্লেখ নাই এবং ভূতযোনি শব্দের দ্বারা সমস্ত ভূতের উপাদান-কারণ বলা হইয়াছে তখন ঐ পূর্ব্ববাক্যটি প্রকৃতিকেই নির্ব্বচন করিতেছে বলিব। আর দ্বিতীয় বাক্যটিতে যখন 'পরতো অক্ষরাৎ পরঃ' অর্থাৎ তিনি মহত্তত্ত্বেরও অতীত যে প্রধান,তাহা হইতে পর বলা হইয়াছে, তখন উহা জীবাত্মাই ধর্ত্তব্য, সর্ব্ববিধ বিকারকারণ প্রকৃতি হইতে অতীতত্ব জীবাত্মাতে থাকিতেই পারে, অতএব প্রকৃতি ও জীব এই দুইটিই এই শ্রুতিতে বেদ্য হইতেছে—এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অদৃশ্যত্বাধিকরণম্

সূত্রম্—অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ—'অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ'—অদৃশ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট পরমাত্মাই ঐ উভয় শ্রুতিতে বেদ্য, জীব ও প্রকৃতি নহে, কারণ? 'ধর্ম্মোক্তেঃ'—সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের বিশেষণরূপে উল্লেখ পরমেশ্বরেই আছে ॥ ২১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অদৃশ্যত্বাদিধর্ম্মা পরমাত্মৈব উভয়ত্র বেদ্যঃ। কুতঃ? ধর্ম্মোক্তেঃ—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে॥" "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষ" ইত্যাদিনা সর্ব্বজ্ঞত্বাদিতদ্ধর্ম্মকথনাৎ পরবিদ্যাবিষয়ত্বাচ্চ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'অদৃশ্যত্বাদি' ধর্ম্মবিশিষ্ট পরমাত্মাই উভয় শ্রুতিতে বেদ্য, কেন? শ্রুতি বলিতেছেন,—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ···অন্নঞ্চ জায়তে।" যিনি সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সাধারণভাবে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানবান্, সর্ব্ববিদ্—বিশেষভাবেও সর্ব্বজ্ঞ, যাঁহার জ্ঞানস্বরূপ তপস্যা অর্থাৎ যিনি তপঃশক্তি-সম্পন্ন, তাঁহা হইতে এই ত্রিগুণ ও ত্রিবিধ অবস্থাময় প্রধান উৎপন্ন হয়, এবং নাম, রূপ ব্যক্ত হয়, ভোগ্যদ্রব্য সমুদয় জন্মায়। সেই পরমেশ্বর দিব্য জ্যোতির্ম্ময়, তাঁহার প্রাকৃত মূর্ত্তি নাই ইত্যাদি দুইটি বাক্যদ্বারা পরমেশ্বর শ্রীহরির সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত পরা বিদ্যার বিষয়ও তিনি হইতেছেন। কিন্তু জীব সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্ট নহে এবং অদৃশ্যও নহে বা চৈতন্যজ্যোতির্ম্ময়ও নহে ॥ ২১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পূর্ব্বত্র প্রধান-বিরোধিদ্রষ্টৃত্বাদিচেতনধর্ম্মবশাৎ প্রধানং নান্তর্যামীত্যুক্তং তর্হি তদ্বিরোধিধর্ম্মাশ্রবণাদিহাদৃশ্যত্বাদিগুণকং প্রধানং ভূতযোনিরস্ত্বিতিপ্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ—অথেত্যাদি। অস্যার্থঃ—পূর্ব্বং ঋগ্-বেদাদিরূপাপরা বিদ্যোপদিষ্টা। তদানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। "যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে সা পরা" উৎকৃষ্টফলেত্যর্থঃ। বর্ণসমুদায়ং নিরস্যতি। যত্তদিতি। অদ্রেশ্যমদৃশ্যম্ জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈরলভ্যমিত্যর্থঃ। অগ্রাহ্যং কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ।

অগোত্রং বংশশূন্যং অবর্ণং জাতিহীনম্। অচক্ষুঃশ্রোত্রং চক্ষুঃশ্রোত্ররহিতং জ্ঞানেন্দ্রিয়োপলক্ষণমেতৎ। অপাণিপাদং পাণিপাদ-রহিতং কর্ম্মেন্দ্রিয়োপ-লক্ষণমেতৎ। সংযোগসম্বন্ধেন করণপ্রতিষেধোঽয়ং অতঃ স্মর্য্যতে। পাণি-পাদাদ্যসংযুতমিতি স্বরূপানুবন্ধিকরণবত্ত্বং ত্বস্তীতি বক্ষ্যতি। সমান এবঞ্চ ভেদাৎ ইতি। নিত্যং সদৈকরসং বিভুং প্রভুং সর্ব্বগতং ব্যাপকং সুসূক্ষ্মং দুর্জ্ঞেয়ম্। অব্যয়মবিনাশি যদ্যথোক্তমক্ষরং ভূতযোনিং ধীরা যয়া পরিপশ্যন্তি সা পরা বিদ্যেতি। উত্তরত্রেতি। দিব্যো দ্যোতমানঃ অমূর্ত্তঃ সংযোগ-সম্বন্ধেন মূর্ত্তিরহিতঃ পুরুষঃ পুরুষাকারঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো বিভুঃ। অপ্রাণ ইত্যাদ্যুক্তার্থম্। প্রকৃতেঃ পরাদক্ষরাজ্জীবাৎ পর ইতি। পরতো অক্ষরাদিতি। পরতঃ মহতঃ পরাদক্ষরাৎ প্রধানাদিত্যর্থঃ। এতদেব ব্যাচষ্টে সর্ব্বেতি। অদৃশ্যত্বেতি অদৃশ্যত্বাদয়ো গুণা যস্য স তথা। উভয়ত্র বাক্যদ্বয়ে। সর্ব্বজ্ঞঃ সামান্যেন সর্ব্ববিষয়কজ্ঞানবান্। সর্ব্ববিদ্‌বিশেষেণ তাদৃশঃ। তস্মাদিতি তস্মাত্তপঃশক্তিকাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ জ্ঞানতপস্কাৎ পুরুষাদ্ ব্রহ্ম ত্রিগুণাবস্থং প্রধানং জায়তে। তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তমেতি শ্রবণাৎ ॥ ২১ ॥

টীকানুবাদ—ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি চেতনের ধর্ম্ম অচেতন জড়া প্রকৃতিতে থাকে না; অতএব প্রকৃতি অন্তর্য্যামি-পদবাচ্য নহে, কিন্তু যদি কোনও শ্রুতিতে প্রকৃতিবিরোধী ধর্ম্ম না শ্রুত হয়, তবে অদৃশ্যত্বাদি-গুণবিশিষ্ট প্রধানকে ভূতযোনি অন্তর্য্যামী বলিতে পারিব; ইহার উত্তরে উদাহরণ প্রদর্শনরূপ সঙ্গতি দেখাইয়া বলিতেছেন,—'অথেত্যাদি'। অথেত্যাদি ভাষ্যধৃত শ্রুতির অর্থ এই—পূর্ব্বে শ্রুতিতে ঋগ্‌বেদাদিরূপ অপরা বিদ্যার উপদেশ করা হইয়াছে, এখানে 'অথ' শব্দের অর্থ সেই অপরা বিদ্যোপ-দেশের অনন্তর। যে বিদ্যা-বলে সেই অক্ষর পুরুষকে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম পরা অর্থাৎ উৎকৃষ্ট-ফলদায়িনী। এই অক্ষর বলিতে অকারাদি বর্ণমালা নহে, ইহাই যৎ তদিত্যাদি বাক্য দ্বারা বলিতেছেন—তিনি অদ্রেশ্য—অর্থাৎ অদৃশ্য, জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা অজ্ঞেয়, অগ্রাহ্য—কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণের অযোগ্য, অগোত্র—গোত্রহীন অর্থাৎ বংশহীন, অবর্ণ—ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ-হীন, চক্ষুঃ ও কর্ণ বিরহিত, কেবল ইহাই নহে, অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। অপাণিপাদ—হস্তপদাদিশূন্য ইহাদ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয়মাত্ররহিত বলা হইল। এই যে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়রহিত বলা হইল, ইহার তাৎপর্য্য—সংযোগ

সম্বন্ধে হস্তপদাদি ও চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়শূন্য, কিন্তু স্বরূপানুবন্ধী ইন্দ্রিয় তাঁহাতে আছে, এ-কথা পরে প্রতিপাদিত হইবে। এই অংশে প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমাত্মা সমানই বোধিত হইতেছেন। আবার ভেদক ধর্ম্মও আছে, যথা—নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদা এক আনন্দময়, বিভু—নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ, সর্ব্বগত—বিশ্বব্যাপক, সুসূক্ষ্ম—অতীব দুর্জ্ঞেয়, অব্যয়—অবিনাশী, যাহা যেভাবে বর্ণিত তাহাই অক্ষরপুরুষ—ভূত-স্রষ্টা। বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ যে বিদ্যালাভ করিলে এই তত্ত্ব দর্শন করেন, তাহাই পরা বিদ্যা। আবার পরে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি দিব্য—অর্থাৎ অলৌকিক-দ্যোতমান, সংযোগ-সম্বন্ধে দেহহীন, পুরুষা-কারসম্পন্ন, বাহ্য ও আভ্যন্তরসমন্বিত অর্থাৎ বিভু, অপ্রাণ—প্রাণহীন, ইহাদের তাৎপর্য্য পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তিনি প্রকৃতির অতীত জীব হইতেও অতীত। পরতোঽক্ষরাৎ—মহত্তত্ত্বরূপ কারণ হইতে অতীত—প্রধান হইতে অতীত। ইহাই ভাষ্যকার স্বয়ং ব্যাখ্যা করিতেছেন—সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের উল্লেখহেতু অন্তর্য্যামী পুরুষ প্রকৃতি ও যোগী-জীব নহেন। অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ—অদৃশ্যত্ব প্রভৃতি গুণ যাঁহার আছে, তিনি। উভয়ত্র—উভয়বাক্যেই। সর্ব্বজ্ঞঃ—অর্থাৎ সাধারণভাবে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানবান্। সর্ব্ববিদ্—বিশেষাকারে সকল জ্ঞানবান্। তস্মাৎ ইতি—সেই তপঃশক্তিময় সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানতপোময়পুরুষ হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণসম্পন্ন ও জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়যুক্ত প্রকৃতি উৎপন্ন হয়। বিষ্ণুপুরাণে তাহাই কথিত হইয়াছে—'তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম' হে ব্রাহ্মণোত্তম! সেই অন্তর্য্যামী পুরুষ হইতে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—যে অক্ষর বস্তুকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা লাভ করা যায় না, অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইলেও যিনি নিত্য, বিভু, সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্ম, অব্যয় ও সর্ব্বভূতের যোনি, সেই পুরুষকে ধীরগণ পরা বিদ্যার দ্বারা পরিদর্শন করিয়া থাকেন।

মুণ্ডক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥" (১।১।৪-৫)

শ্রুতির এক বাক্যে উক্ত হইয়াছে,—সেই পুরুষ অব্যয়, সর্ব্বভূতের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল; পরা বিদ্যার সাহায্যে তাঁহাকে ধীরগণ দর্শন করেন; আবার অন্যত্র বলা হইয়াছে, তিনি অমূর্ত্ত, অপ্রাণ, অমনাঃ, অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ বস্তু; এই দুইটি বাক্যে কাহাকে লক্ষ্য করা হইতেছে? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, প্রথম বাক্যটি প্রকৃতিকে এবং পরবর্ত্তী বাক্যটি জীবকেই লক্ষ্য করিতেছে; এই পূর্ব্বপক্ষীর সংশয়ের নিরাকরণ করিয়া সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, অদৃশ্যত্বাদি-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট পরমাত্মাই উভয় শ্রুতিতে বেদ্য; জীব বা প্রকৃতি নহে; কারণ সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের উল্লেখ পরমেশ্বরেই আছে। উহা প্রকৃতি বা জীবে অসম্ভব।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"আত্মানন্দানুভূত্যৈব ন্যস্তশক্ত্যূর্ম্ময়ে নমঃ।
হৃষীকেশায় মহতে নমস্তেঽনন্তমূর্ত্তয়ে॥"
"বচস্যুপরতেঽপ্রাপ্য য একো মনসা সহ।
অনামরূপশ্চিন্মাত্রঃ সোঽব্যান্নঃ সদসৎপরঃ॥
যন্ন স্পৃশন্তি ন বিদুর্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ।
অন্তর্ব্বহিশ্চ বিততং ব্যোমবত্তন্নতোঽস্ম্যহম্॥
দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়োঽমূর্যদংশবিদ্ধাঃ প্রচরন্তি কর্ম্মসু।
নৈবান্যদা লৌহমিবাপ্রতপ্তং স্থানেষু তদ্ দ্রষ্ট্রপদেশমেতি॥"
(ভাঃ ৬।১৬।২০,২২-২৪)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা এবং শ্রীল জীবপাদের ভগবৎ-সন্দর্ভ-১৯ দ্রষ্টব্য॥ ২১॥

সূত্রম্—বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ॥ ২২॥

সূত্রার্থ—'ইতরৌ'—অন্য দুইটি প্রকৃতি ও জীব, 'ন' উক্ত শ্রুতিবাক্য দুইটি দ্বারা বোধনীয় নহে, কারণ? 'বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ'—যঃ সর্ব্বজ্ঞ' ইত্যাদি পরমেশ্বরের বিশেষণহেতু ও ভেদব্যপদেশ অর্থাৎ

দিব্যঃ অমূর্ত্তঃ ইত্যাদি স্মৃতি দ্বারা প্রতিপাদিত জীব হইতে পার্থক্য কথন-হেতু সর্ব্বকারণভূত পুরুষোত্তমই ঐ শ্রুতিবাক্যদ্বয়ের বোধ্য॥ ২২॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ইতরৌ প্রকৃতিপুরুষৌ তাভ্যাং ন বোধ্যৌ। কুতঃ? বিশেষণেতি। 'যঃ সর্ব্বজ্ঞ' ইত্যাদিনা অক্ষরস্য বিশেষণাৎ। 'দিব্য' ইত্যাদিনা স্মার্ত্তাৎ পুরুষাৎ ভেদোক্তেশ্চ। তস্মাদুভয়ত্রাপি সর্ব্বকারণভূতঃ পুরুষোত্তম এব বোধ্য ইতি॥ ২২॥

ভাষ্যানুবাদ—ইতর—অন্য—প্রকৃতি ও জীবাত্মা এই দুইটি 'সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্' ইত্যাদি বাক্য ও 'দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ' ইত্যাদি বাক্য দুইটি থাকায় উহাদের দ্বারা বোধ্য নহে। কি হেতু? উত্তর—বিশেষণ ও ভেদোক্তিবশতঃ। 'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অক্ষর পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বিশেষণ বর্ণিত হইয়াছে, আবার 'দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য দ্বারা বোধিত জীবাত্মা হইতে পরমেশ্বরের পার্থক্য বোধিত হইয়াছে, অতএব ঐ উভয় বাক্যেই সর্ব্বকারণ-স্বরূপ পুরুষোত্তম শ্রীহরিই বোধ্য॥ ২২॥

সূক্ষ্মা টীকা—নন্বেতে বাক্যে প্রকৃতিপুরুষয়োঃ প্রতিপাদকে কুতো ন স্যাতামিতি চেত্তত্রাহ। বিশেষণেতি। তাভ্যাং বাক্যাভ্যাম্। উভয়ত্রাপি উভয়োরপি বাক্যয়োঃ॥ ২২॥

টীকানুবাদ—আপত্তি হইতেছে—'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ' ইত্যাদি বাক্য ও দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ ইত্যাদি বাক্য এই দুইটিই প্রকৃতি ও জীবের প্রতিপাদক কেন হইবে না? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ' বিশেষণ—সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ও প্রকৃতি এবং জীব হইতে ভেদবোধক উক্ত দুইটি বাক্য হইতে প্রকৃতি ও পুরুষ অন্তর্য্যামিপদের বোধ্য নহে। 'উভয়ত্রাপি' অর্থাৎ উক্ত 'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ' ইত্যাদি ও 'দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ' ইত্যাদি এই দুইটি বাক্যেই অন্তর্য্যামী বলিতে পুরুষোত্তম শ্রীহরিই বোধ্য॥ ২২॥

সিদ্ধান্তকণা—মুণ্ডক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ··· যস্যৈষ মহিমা ভুবি।"—(২।২।৭) এবং "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ··· ···

হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥ (২।১।২) এই দুইটি শ্রুতিবাক্যে বিশেষণ ও ভেদের উক্তি থাকায় প্রকৃতি ও জীবাত্মা অন্তর্য্যামিপদের বোধ্য হইতে পারে না। শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীহরিই অন্তর্য্যামী।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"যস্ত্বত্র বদ্ধ ইব কর্ম্মভিরাবৃতাত্মা
ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ীমবলম্ব্য মায়াম্।
আস্তে বিশুদ্ধমবিকারমখণ্ডবোধ-
মাতপ্যমানহৃদয়েঽবসিতং নমামি॥" (ভাঃ ৩।৩১।১৩)

অর্থাৎ—(জীব ও ভগবানে বিশেষ আছে। জীব সেবক, ভগবান্ সেব্য, জীব শরণাগত, ভগবান্ শরণ্য)। যে 'আমি' জননী-জঠরে দেহাকারে পরিণতা মায়াকে আশ্রয়করতঃ কর্ম্মের দ্বারা আবৃত-স্বরূপ হইয়া বদ্ধের ন্যায় অবস্থিত আছি, এই স্থানে ভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে আমার সহিত বাস করিতেছেন। তাঁহাতে ও আমাতে বিশেষ ভেদ আছে। তিনি স্থূল ও লিঙ্গ-উপাধিরহিত অর্থাৎ তাঁহার দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই; তিনি অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ। আমার সন্তপ্ত হৃদয়ে তিনি ঐরূপ প্রতীত হইতেছেন তিনিই আমার শরণ্য; তাঁহাকে আমি প্রণাম করি। সেই ভাগ্যবান্ জীব তাঁহার স্তবে আরও বলিলেন যে,—

"তেনাবিকুণ্ঠমহিমানমৃষিং তমেনং
বন্দে পরং প্রকৃতিপূরুষয়োঃ পুমাংসম্॥" (ভাঃ ৩।৩১।১৪)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের মহিমা এই শরীরযোগে কুণ্ঠিত হয় না। তিনি ব্যষ্টি জীবের হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপের কোন বিকার বা মায়া-সংস্পর্শ লাভ হয় না। কিংবা মায়িক জীবের ন্যায় তাঁহার দেহ-দেহী ভেদও নাই। তিনি বৈকুণ্ঠ বস্তু। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা ও সর্ব্বজ্ঞ। আমি সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

এতৎপ্রসঙ্গে মুণ্ডকের "দ্বা সুপর্ণা" (৩।১।১২) শ্লোকও আলোচ্য॥ ২২॥

সূত্রম্—রূপোপন্যাসাচ্চ॥ ২৩॥

সূত্রার্থ—'রূপোপন্যাসাৎ চ'—দ্বিতীয় কারণ—রূপোপন্যাস—পরমেশ্বরের স্বরূপের উল্লেখ, যাহা শ্রুতিতে আছে, সে কারণেও জীব ও প্রকৃতি উক্ত বাক্যদ্বয়ের বোধ্য হইতে পারে না॥ ২৩॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।" ইত্যক্ষরস্য ভূতযোনে রূপনিরূপণাচ্চ তথা। ইদং খলু পরমাত্মনো রূপং ন তু প্রকৃতের্ন বা জীবস্য॥ ২৩॥

ভাষ্যানুবাদ—'যদা পশ্যঃ পশ্যতে ইত্যাদি ··· সাম্যমুপৈতি'। বিদ্বান্ ব্যক্তি যখন সেই সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বনিয়ন্তা, প্রকৃতির কারণ, সুবর্ণবৎ জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বরকে দর্শন করে, তখন সেই ব্রহ্মবিৎ পুণ্যপাপ বিধৃত করিয়া নিরুপাধি হইয়া যায় এবং পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়। এই শ্রুতি দ্বারা ভূতসৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব, প্রকৃতিকারণত্ব বিশেষণ বর্ণিত হইয়াছে, অতএব পরমাত্মাই ঐ বাক্য দুইটির বোধ্য। জগৎস্রষ্টৃত্বাদি বিশেষণ পরমাত্মারই সম্ভব, প্রকৃতিরও নহে, জীবেরও নহে॥ ২৩॥

সূক্ষ্মা টীকা—পরমাত্মনো রূপমিতি। রূপং বিশেষণং তচ্চ রুক্মবৎ স্পৃহণীয়বর্ণত্বং জগৎকর্ত্তৃত্বং সর্ব্বৈশ্বর্য্যঞ্চেত্যাদি। ন চেদং প্রকৃতৌ জীবে বা সংভবেৎ। কিন্তু পরমাত্মন্যেব। তস্মাৎ স এবাদৃশ্যাদিধর্ম্মেতি॥ ২৩॥

টীকানুবাদ—'পরমাত্মনো রূপমিতি'—পরমাত্মার রূপ অর্থে বিশেষণ, সেইরূপ সুবর্ণের মত স্পৃহণীয়কান্তি, জগৎকর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রভৃতি। এই বিশেষণ প্রকৃতিতে বা জীবাত্মায় সম্ভব হয় না। কিন্তু একমাত্র পরমাত্মাতেই সম্ভব। অতএব অদৃশ্যত্বাদি-ধর্ম্মসম্পন্ন অন্তর্য্যামী তিনিই॥ ২৩॥

সিদ্ধান্তকণা—মুণ্ডক শ্রুতিতে "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্" (৩।১।৩) মন্ত্রে পরমাত্মার সুবর্ণের মত রূপের বর্ণন এবং জগৎকর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব, প্রকৃতি-কারণত্বাদি বর্ণিত হইয়াছে। তাহা প্রকৃতি বা জীবে সম্ভব নহে। সুতরাং ঐ বাক্যে পরমাত্মা শ্রীহরিই বোধ্য।

এতৎপ্রসঙ্গে "অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ ··· সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥" দ্বিতীয় মুণ্ডক প্রথম খণ্ডের ৪র্থ মন্ত্রও দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীগজেন্দ্রের স্তবেও পাওয়া যায়,—

"ওঁ নমো ভগবতে তস্মৈ যত এতচ্চিদাত্মকম্।
পুরুষায়াদিবীজায় পরেশায়াভিধীমহি ॥
যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্ ॥" (ভাঃ ৮।৩।২-৩)
"তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্য্যকর্ম্মণে ॥" (ভাঃ ৮।৩।৯)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

"অরূপায়—প্রাকৃতরূপরহিতায়, উরুরূপায়—অপ্রাকৃত চিদ্ঘন রামকৃষ্ণাদি-বহুরূপায়" ॥ ২৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বেষ রূপোপন্যাসস্তস্যৈবেতি কুতো জ্ঞায়তে তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন হইতেছে—এই যে জগৎকর্তৃত্ব, নিয়ন্তৃত্ব, রুক্মবর্ণত্ব প্রভৃতি বিশেষণ বর্ণিত হইয়াছে, ইহা যে পরমাত্মারই বিশেষণ, ইহা কোথা হইতে জানিলে? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

সূত্রম্—প্রকরণাৎ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ—প্রকরণ হইতে উহা অবগত হইতেছে ॥ ২৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ইদং স্পষ্টম্ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই সূত্রার্থ সুস্পষ্ট, সুতরাং কোন ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ২৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, পূর্ব্বোক্ত রূপোপন্যাস যে পরমাত্মার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাহা কিরূপে জানা যায়? তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, উহা প্রকরণ হইতেই অবগত হওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার স্তবেও পাওয়া যায়,—

"একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণাদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ ॥" (ভাঃ ১০।১৪।২৩)

স্মৃতিতেও আছে—

"প্রকৃতেঃ পরস্তান্মহতো মহীয়ান্···পরাৎপরস্তং বরণীয়রূপঃ" ॥ ২৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—স্মৃতিরপ্যেতদ্বিষ্ণুপরং ব্যাচষ্টে। "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে" ইতি চাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ। "পরয়া ত্বক্ষরপ্রাপ্তিঃ ঋগ্বেদাদিময়ী অপরা। যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ম্। অনির্দ্দেশ্যম-রূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতম্। বিভুং সর্ব্বগতং নিত্যং ভূতযোনিম-কারণম্। ব্যাপ্যব্যাপ্যং যতঃ সর্ব্বং তদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ। তদ্ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্। শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। তদেব ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ। বাচকো ভগবচ্ছব্দস্তস্যাদ্যস্যাক্ষরাত্মনঃ। এবং নিগদিতার্থস্য সতত্ত্বং তস্য তত্ত্বতঃ। জ্ঞায়তে যেন তজ্জ্ঞানং পরমন্যৎ ত্রয়ীময়ম্" ইতি।

ছান্দোগ্যে। "কো ন আত্মা কিং ব্রহ্মেতি"। "আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সংপ্রত্যধ্যেষি তমেব নো ব্রূহি" ইত্যুপক্রম্য "যস্ত্বেনমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষু আত্মসু অন্নমত্তি। তস্য হ বা এতস্যাত্মনো

বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদাবুর এব বেদির্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্য্যপচন আস্যমাহবনীয়” ইত্যাদি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ। কিময়ং বৈশ্বানরো জাঠরাগ্নিঃ কিংবা দেবতাগ্নিরুত ভূতাগ্নিরাহোস্বিৎ বিষ্ণুরিতি। অত্র চতুর্ষ্বপি বৈশ্বানরশব্দস্য সাধারণ্যদর্শনাদনির্ণয়োঽস্তিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—বিষ্ণুপুরাণও এই ‘যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্’ ইত্যাদি বাক্যকে শ্রীবিষ্ণু-অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদোক্ত শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন, যথা ‘দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে’ পরা ও অপরা দ্বিবিধ বিদ্যা জানিবে; তন্মধ্যে পরা বিদ্যাদ্বারা অক্ষর-ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। ঋগ্‌বেদাদিময়ী বিদ্যাই অপরা বিদ্যা। সেই অক্ষর কে? যিনি সেই প্রসিদ্ধ অনির্বাচ্য, যাঁহার জরা নাই, যিনি অচিন্তনীয়, জন্মরহিত, নাশবিহীন, যাঁহাকে নির্দ্দেশ করা সুকঠিন, যিনি রূপহীন, সংযোগ সম্বন্ধে হস্তপদাদি অঙ্গরহিত, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বশক্তিমান্, শাশ্বত, সর্ব্বজগৎস্রষ্টা, যাঁহার কোন কারণ নাই, যিনি স্বয়ং সকলের কারণ, যিনি সকলের ব্যাপক, অথচ তিনি কাহারও ব্যাপ্য নহেন, যাঁহা হইতে এই চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, সুরিগণ তাঁহাকেই দর্শন করেন। তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই পরমজ্যোতিঃস্বরূপ। মুক্তিকামীদের তিনিই ধ্যেয়। শ্রুতিবাক্যদ্বারা বর্ণিত সেই দুর্জ্জেয় বিষ্ণুর তত্ত্ব—পরমপদ। উহাই ভগবৎশব্দের বাচ্য অর্থাৎ ভগবান্ বলিতে তাঁহাকেই জানিবে, তাহাই পরমেশ্বরের স্বরূপ। সকলের আদিপুরুষ সেই পরমেশ্বরের বাচক ভগবৎশব্দ। এইরূপ শ্রুতিনির্ব্বাচিত সেই পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপ যাহা দ্বারা জানা যায়, সেই জ্ঞানের নামই পরা বিদ্যা, আর ত্রয়ীময় জ্ঞান অপরা বিদ্যা।

ছান্দোগ্যোপনিষদেও বর্ণিত আছে, আমাদের আত্মা কে? ব্রহ্মই বা কে? মীমাংসার জন্য এই প্রশ্ন করিলেন প্রাচীনশাল, সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, জনক ও বুড়িল—এই পাঁচজন একত্র সমবেত হইয়া এইরূপ আলোচনা করিলেন। তাহার পর উদ্দালকের সহিত বৈশ্বানর অগ্নিই আত্মা, ইহা সিদ্ধান্ত করিবার জন্য অশ্বপতি নামক কেকয়রাজের নিকট আসিয়া বলিলেন, আপনি তো এখন বৈশ্বানর অগ্নিকে আত্মা বোধে ধ্যান করিতেছেন অথবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠভাবে জানিতেছেন। সেই বৈশ্বানরতত্ত্ব আমাদিগকে বলুন। তখন কেকয়রাজ দেখিলেন, ইঁহারা ছয়জন ঋষি দ্যুলোক, সূর্য্য, বায়ু, আকাশ, জল, পৃথিবীর মধ্যে এক একটিকে এক একজন বৈশ্বানর মনে করিয়া আমার নিকট মীমাংসার্থ আসিয়াছেন, এই ভাবিয়া তাঁহাদের সেই বিপরীত বুদ্ধি দূর করিয়া যথার্থ বৈশ্বানর জ্ঞান জন্মাইবার জন্য তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে সেই বৈশ্বানর আত্মা বুঝিয়াছেন? জিজ্ঞাসিত ঋষিদের মধ্যে একজন বলিলেন দ্যুলোকই সেই বৈশ্বানর, এইরূপে কেহ সূর্য্য, কেহ বায়ু, কেহ আকাশ, কেহ জল, কেহবা পৃথিবীকে বৈশ্বানর বলিলেন। ইহা শুনিয়া রাজা সেই অভিজ্ঞতায় দোষ দেখাইয়া দ্যুলোকাদি বৈশ্বানর পুরুষের মস্তকাদি অঙ্গ বর্ণনান্তে সমগ্র বৈশ্বানরের উপদেশ করিলেন এবং উপাসনার ফল বলিলেন—যে ব্যক্তি এই প্রাদেশ পরিমাণ, বিভু, চৈতন্যানন্দ বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করে, সে সকল লোক, সকল প্রাণীর শরীরে ও সকল আত্মাতে ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া থাকে। সেই এই বৈশ্বানর আত্মার সুতেজস্ত্ব-গুণময় দ্যুলোক মস্তক, শুক্লকৃষ্ণাদি বিবিধ রূপগুণশালী সূর্য্য তাঁহার চক্ষুঃ, নানাপথগামী বায়ু তাঁহার প্রাণ, বহুল গুণবান্ আকাশ তাঁহার মধ্য শরীর, রয়ি অর্থাৎ ধনরূপ গুণসম্পন্ন জল তাঁহার বস্তি—নাভির অধঃস্থান, পৃথিবী তাঁহার চরণ, হোমাধারবেদি তাঁহার বক্ষঃস্থল, কুশ লোমপুঞ্জ, গার্হপত্য অগ্নি হৃদয়, মন তাঁহার অন্বাহার্য্য নামক ক্রিয়া, আহবনীয় অগ্নি তাঁহার মুখ ইত্যাদি শ্রুত হইতেছে; ইহাতে সংশয়—এই বৈশ্বানর অগ্নি কে? জাঠরাগ্নি কি? অথবা দেবতা অগ্নি? কিংবা পঞ্চভূতান্তর্গত অগ্নি? না বিষ্ণু? এই চারিটীতেই বৈশ্বানরের প্রয়োগহেতু সাম্য আছে, অতএব নিশ্চয় হইতেছে না; এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধান কল্পে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—স্মৃতিরপীতি শ্রীবৈষ্ণবং বোধ্যম্। আথর্ব্বণী শ্রুতির্মুণ্ডকম্। ব্যাপি স্বেতরেষাম্, অব্যাপ্যং স্বেতরৈঃ ভগবৎষড়্‌ভগবিশিষ্টম্। বাচ্যম্। ভগবচ্ছব্দেন নতু তেন লক্ষ্যম্। পরমাত্মনঃ স্বরূপমিতি চৈতন্যং ব্রহ্মণঃ স্বরূপমিতিবৎ। সতত্ত্বং যাথার্থ্যম্। তজ্‌জ্ঞানং পরা বিদ্যেতি। পূর্ব্বত্র

বাক্যারম্ভে তাদৃশত্বাদিসাধারণধর্ম্মস্য বাক্যশেষস্থসার্ব্বজ্ঞ্যাত্যভিধানেন পরমাত্ম-বিষয়ত্বং দর্শিতং তথাপ্যত্রাপ্যারম্ভস্থসাধারণশব্দস্য বা বাক্যশেষস্থহোমাধারত্বাভিধানেন প্রসিদ্ধানুগৃহীতেন জাঠরাগ্নিবিষয়ত্বমস্থিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ কো ন আত্মেতি নঃ অস্মাকং আত্মা। ব্যাপকঃ কঃ ব্রহ্ম বৃহদ্‌গুণকং বস্তু যদ্‌বদন্তি তৎকিমিত্যর্থঃ। উভয়োর্ভেদ উতাভেদ ইত্যভিপ্রায়ঃ প্রাচীনশাল-সত্যযজ্ঞেন্দ্রদ্যুম্নজনকবুড়িলাঃ পঞ্চ সমেত্যেত্থং মীমাংসাং চক্রুঃ। কো ন ইতি। তদুত্তরমুদ্দালকেন সার্দ্ধং বৈশ্বানরোঽসাবিতি নির্দ্ধারণায়াশ্বপতিকেকয়-রাজমাগতা উচুরাত্মানমেবেত্যাদি। সংপ্রত্যধ্যেষি সর্ব্বদা ধ্যায়সি অধিকং জানাসীতি বা। স চ রাজা দ্যুলোকসূর্য্যবায়্বাকাশাপ্‌পৃথিবীনামেকৈকো বৈশ্বানর ইতি বিবদমানা এতে ষড়্‌ঋষয়ো মৎসান্নিধ্যমাগতা ইত্যবগম্য তাদৃগ্‌বিপরীতবুদ্ধিং নিরাকৃত্য সম্যগ্‌বৈশ্বানরবুদ্ধিং গ্রাহয়িতুং তান্ পপ্রচ্ছ। কং ত্বমাত্মানমিত্যাদিনা। পৃষ্টানাং তেষাং এক ঋষির্দ্যুলোক এব বৈশ্বানর ইত্যাহ। অন্যস্তু সূর্য্যঃ স ইত্যেবং ক্রমেণ পৃথিব্যন্তানাং দ্যুলোকা-দীনামেকৈকস্য বৈশ্বানরত্বং শ্রুত্বা তেষাং দ্যুসূর্য্যাদীনাং ক্রমাৎ সুতে-জস্ত্ব-বিশ্বরূপত্ব-পৃথগ্‌ধর্ম্মত্ব-বহুলত্ব-রয়িত্ব-পাদত্বগুণযোগং বিধায় প্রত্যেকবৈশ্বা-নরত্বপক্ষং মূর্দ্ধপাতান্ধত্বপ্রাণোৎক্রমদেহশীর্ণতাবস্তিভেদশোষণৈর্দোষৈর্বিনিন্দ্য তেষামেব দ্যুলোকাদীনাং বৈশ্বানরপুরুষং প্রতি মূর্দ্ধাদিভাবমভিধায় কৃৎস্নাং বৈশ্বানরোপাসনামুপদিশতি। যস্ত্বেনমিত্যাদিনা। অভিবিমানং নির্গর্ব্বং সর্ব্বজ্ঞং বেত্যর্থঃ। প্রাদেশমাত্রং তৎপরিমিতম্। আত্মানং বিভুচৈতন্যানন্দম্। অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যশক্তিযোগেন বিভোরপি প্রাদেশমাত্রত্বম্। প্রাদেশমাত্রস্য চ বিভুত্ব-মিত্যুপদিশতি। ইতি। ইহাপি বক্ষ্যতে সম্পত্তেরিত্যাদিনা। ঈদৃশং বৈশ্বানরং য উপাস্তে তস্য সর্ব্বলোকোচ্চাশ্রয়ং ফলং ভবতীত্যর্থঃ। তদেবাহ স ইত্যাদি। লোকা ভোগভূময়ঃ। ভূতাদিতদুপাধয়ঃ। আত্মানো ভোক্তা-রস্তত্তৎসম্বন্ধিফলমন্নশব্দার্থঃ। উপাসনফলমুক্ত্বা উপাস্যমাহ—তস্যেতি। সুতেজ-স্ত্বগুণা দ্যৌস্তস্য বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধা ভবতি বিশ্বরূপত্বগুণকঃ সূর্য্যস্তস্য চক্ষুঃ বিশ্ব-রূপত্বং বিবিধরূপত্বং এষ শুক্ল এষ নীল ইতি শ্রুতেঃ। নানাবর্ত্মগমনাৎ পৃথগ্‌বর্ত্মা বায়ুঃ। স নানাগতিত্বগুণকস্তস্য প্রাণঃ। বহুলগুণক আকাশস্তস্য সন্দেহো মধ্যকায়ঃ। রয়ির্ধনং তদ্‌গুণিকা আপস্তস্য বস্তিঃ নাভেরধঃস্থানং। পৃথিবী তস্য পাদৌ ভবতঃ। তস্য হোমাধারত্বসিদ্ধয়ে উর এব বেদিরিত্যাদি।

বর্হিঃ কুশঃ। তত্র সংশয় ইতি। অয়ং বর্ণিতবিশেষণবিশিষ্টঃ। চতুর্ষ্বপীতি। অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃ পুরুষ ইতি জাঠরাগ্নৌ বৈশ্বানরশব্দঃ। পুরুষে দেহে ইত্যর্থঃ। বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম রাজা হি কং ভুবনানামভি-শ্রীরিতি দেবতাগ্নৌ। অস্যার্থঃ—বৈশ্বানরস্য অগ্ন্যধিষ্ঠাতুর্দেবস্য সুমতৌ শোভনায়াং বুদ্ধৌ স্যাম বয়ং ভবেম। তস্য অস্মদ্বিষয়া সুমতিরস্ত্বিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—রাজা হীতি। হি যতো ভুবনানাং রাজা স ভবতি। কং সুখহেতুঃ সুখরূপো বা। অভিমুখা শ্রীরস্যেতি অভিশ্রীঃ। বিশ্বস্মা অগ্নিং ভুবনায় দেবা বৈশ্বানরং কেতুমহ্নামকৃণ্বন্নিতি ভূতাগ্নৌ চ স শব্দঃ। বিশ্বস্মৈ ভুবনায় বৈশ্বানরমগ্নিমহ্নাং কেতুং চিহ্নং সূর্য্যমকৃণ্বন্ কৃতবন্তো দেবাস্তদুদয়ে দিনব্যবহারাদিত্যর্থঃ। কো ন আত্মেত্যাদৌ পরমাত্মা চ স শব্দ ইতি চতুর্ষ্বস তুল্য ইত্যর্থঃ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—বিষ্ণুপুরাণের উক্তিও 'দিব্যো হ্য-মূর্ত্তঃ পুরুষঃ' এই শ্রুতিকে বিষ্ণুতাৎপর্য্যে প্রযুক্ত বলিয়াছেন। 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে' মুণ্ডকোপনিষদে ধৃত এই শ্রুতিও বিষ্ণু-অর্থপর। ব্যাপ্যব্যাপ্যং—তিনি ব্যাপী অর্থাৎ স্ব-ভিন্ন বস্তুকে ব্যাপিয়া আছেন, অথচ অব্যাপ্য—তাঁহাকে কেহ ব্যাপিতে পারে না। ভগবৎশব্দের বাচ্য তিনি, ভগবৎ-শব্দের অর্থ সর্ব্বৈশ্বর্য্য, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব, সর্ব্ববিষয়ক যশস্বিত্ব, সর্ব্বশ্রীমত্ত্ব,—সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্ববৈরাগ্য এই ছয়টি গুণবিশিষ্ট। ভগবৎশব্দের অভিধাশক্তি-বোধ্য তিনি, লক্ষণাদ্বারা লক্ষণীয় নহেন। পরমেশ্বরের স্বরূপ চৈতন্য অথবা ব্রহ্মের স্বরূপ চৈতন্য। সতত্ত্ব শব্দের অর্থ—যথার্থতা। সেই ব্রহ্ম-জ্ঞানই পরা বিদ্যা। পূর্ব্বে যেমন বাক্যারম্ভে তাদৃশত্বাদি সাধারণ ধর্ম্মের বাক্য-শেষস্থিত সর্ব্বজ্ঞাদি উক্তি দ্বারা পরমাত্ম-বিষয়তা দেখান হইয়াছে, সেইরূপ এখানেও বাক্যারম্ভমুখে প্রাপ্ত সাধারণ ধর্ম্মকে বাক্য-শেষে বোধিত হোমাধারত্ব-ধর্ম্ম-প্রসিদ্ধি অনুসারে জাঠরাগ্নিপর হউক, এই দৃষ্টান্ত সঙ্গতি দ্বারা পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—'কো ন আত্মা' ইত্যাদি গ্রন্থ। নঃ—আমাদের জ্ঞেয় আত্মা অর্থাৎ ব্যাপক কে আর সেই ব্রহ্ম—বৃহত্ত্বগুণবিশিষ্ট বস্তুটি—কি? উভয় কি এক? না, বিভিন্ন? ইহাই প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রায়। অতঃপর যে আখ্যায়িকাটি টীকায় বর্ণিত আছে, তাহার অর্থ অবতরণিকা ভাষ্যের

অনুবাদে দ্রষ্টব্য। যখন কেকয়রাজ ঐ পঞ্চঋষির মুখে দ্যুলোকাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত প্রত্যেকের বৈশ্বানরত্ব শুনিলেন, তখন তাঁহাদের মতিভ্রম দূর করিবার জন্য বলিলেন, দ্যুলোক বৈশ্বানর নহে, উহা সুতেজস্ত্ব গুণবান্; সূর্য্য বৈশ্বানর নহেন, তিনি বিশ্বরূপ; বায়ুও নহে, ইহার পৃথগ্‌বর্ত্মত্ব আকাশের বহুলত্ব, জলের **বস্তিত্ব** (নাভির অধঃস্থানত্ব), পৃথিবী (বিরাট্ পুরুষের) পাদত্ব-গুণযোগ বলিয়া ঐরূপে দ্যুলোকাদিকে বৈশ্বানর বুদ্ধিতে উপাসনা করিলে উপাসকগণের যথাক্রমে মস্তকপাত, অন্ধতা, প্রাণনির্গম, দেহশীর্ণতা, বস্তি-ভেদ ও শরীর শুষ্কতাদি দোষদ্বারা নিন্দা করতঃ পরিশেষে দ্যুলোকাদি বৈশ্বানর পুরুষের মস্তকাদি স্বরূপ বর্ণন করিলেন। এইরূপে সমগ্র বৈশ্বানর-উপাসনা-প্রকার উপদেশ করিলেন 'যস্ত্বেনম্' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। ঐ বাক্যের অন্তর্গত অভিমান শব্দের অর্থ—তিনি গর্ব্বহীন অথবা সর্ব্বজ্ঞ। প্রাদেশমাত্র—প্রাদেশপরিমিত। আত্মা—বিভুচৈতন্যানন্দস্বরূপ। তিনি বিভু হইলেও অচিন্তনীয় ঐশ্বর্য্যশক্তি বশতঃ প্রাদেশ পরিমাণ হওয়া সম্ভব এবং প্রাদেশ পরিমিতেরও বিভুত্ব ইহা বর্ণনা করিলেন। 'সম্পত্তেঃ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা অর্থাৎ তাঁহার অচিন্তনীয় ঐশ্বরী শক্তিবশতঃ সবই সম্ভব। এইরূপ বিরাট্ বৈশ্বানরকে যিনি ধ্যান করেন, তাঁহার সর্ব্ব ভুবনের উপরিস্থিত আশ্রয় ফললাভ হয়। তাহাই 'স সর্ব্বেষু লোকেষু' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন। লোকশব্দের অর্থ ভোগভূমি। ভূত প্রভৃতি সেই লোকের উপাধি। 'আত্মানঃ'—ভোক্তৃপুরুষগণ, অন্ন—শব্দের অর্থ সেই সেই ভোক্তৃপুরুষের ভোগ্যবস্তু। এইরূপে উপাসনার ফল বলিয়া উপাস্যদেবতা বলিতেছেন। 'তস্য বা এতস্য' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। সুতেজস্ত্ব-গুণবান্ দ্যুলোক সেই বৈশ্বানর দেবতার মস্তক, বিশ্বরূপত্বগুণবিশিষ্ট সূর্য্য তাঁহার চক্ষুঃ, বিশ্বরূপত্ব অর্থাৎ বিবিধরূপ-যোগ যথা এই সূর্য্য শুক্ল, ইনি নীল ইত্যাদি শ্রুতি তাহার প্রমাণ। নানাপথে গতিহেতু বায়ুকে পৃথগ্‌বর্ত্মা বলা হয়। সেই নানাগতিকত্বগুণে বায়ু তাঁহার প্রাণস্বরূপ। বহুল গুণবিশিষ্ট আকাশ তাঁহার মধ্য শরীর। রয়ি অর্থে ধন সেই ধনগুণক জল তাঁহার বস্তি—নাভির অধঃস্থান। পৃথিবী তাঁহার দুইটি চরণ। তিনি হোমাধার, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বক্ষঃস্থলকে বেদি বলা হইল। 'বর্হিঃ'—কুশ। তত্র সংশয়ঃ ইতি এই বৈশ্বানর বিদ্যায় সংশয় হইতেছে—এই বর্ণিত গুণবিশিষ্ট বৈশ্বানর-

পদার্থটি কে? জঠরাগ্নি, দেবতাগ্নি, ভূতাগ্নি ও বিষ্ণু—এই চারিটিতেই বৈশ্বানরত্ব আছে। যথা 'অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃপুরুষে' এই জঠরাগ্নিই বৈশ্বানর, যিনি জীবের শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট আছেন, এই শ্রুতি। আবার দেবতাগ্নিতেও বৈশ্বানর শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়, যথা 'বৈশ্বানরস্য সুমতৌ, ইত্যাদি ইহার অর্থ—বৈশ্বানরস্য—অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার, সুমতৌ—শোভন বুদ্ধিতে, স্যাম—আমরা থাকিব, অর্থাৎ সেই অগ্নির আমাদের উপর সুমতি হউক। এই সুমতি প্রদানে কারণ বলিতেছেন—রাজা হি ইত্যাদি—যেহেতু তিনি ত্রিভুবনের রাজা হইতেছেন। তিনি সুখস্বরূপ অথবা সুখদাতা। তিনি অভিশ্রীঃ—অর্থাৎ যাঁহার শ্রী দানোন্মুখী। আবার ভূতাগ্নিতে—সূর্য্যেও বৈশ্বানর-শব্দ পাওয়া যাইতেছে, যথা শ্রুতিঃ—'বিশ্বস্মা অগ্নিং ভুবনায় দেবা বৈশ্বানরং কেতুমহ্নামকৃণ্বন্'—ইহার অর্থ—সকল দেবতা সকল ভুবনের মঙ্গলের জন্য বৈশ্বানর অগ্নিকে দিনের চিহ্ন সূর্য্যরূপে সৃষ্টি করিলেন, যেহেতু সেই সূর্য্যের উদয় হইলে দিন বলিয়া ব্যবহার হয়। আবার 'কো ন আত্মা' ইত্যাদি ব্রাহ্মণ-বাক্যেও পরমাত্মাকে বৈশ্বানর বলিয়া জানা যাইতেছে। অতএব উক্ত চারিটিতেই সেই বৈশ্বানর সমানভাবে প্রযুক্ত, এই পূর্ব্বপক্ষীর সংশয়-নিরাসার্থ সূত্রকার সিদ্ধান্ত করিতেছেন—

বৈশ্বানরাধিকরণম্

সূত্রম্—বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ—যদিও বৈশ্বানর-শব্দটি দ্যুলোকাদিতে প্রযুক্তি-হেতু সাধারণ, তাহা হইলেও এখানে বিষ্ণুই ধর্ত্তব্য। কারণ বিষ্ণুতে মাত্র বর্ত্তমান দ্যুলোক মস্তকত্ব-শব্দ দ্বারা বিশেষিত হইয়া বৈশ্বানর-শব্দটি নিজের বিষ্ণু অর্থই বুঝাইতেছে। সেইরূপ আত্মন্ ও ব্রহ্মন্ এই বিশেষ শব্দ অভিধারূপ মুখ্য-বৃত্তিদ্বারা শ্রীহরিরই বোধক, সেই আত্মন্ ও ব্রহ্মন্ শব্দের দ্বারা আরম্ভ করিয়া সেই বৈশ্বানর-বিদ্যা কথিত হইয়াছে। তদুপাসকের ফলবিশেষ শ্রুতি যেমন জলন্ত অগ্নিতে ঈষিকাতৃণ ও তুলা নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ উহারা

ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ বৈশ্বানর ব্রহ্মোপাসকের সকল পাপ দগ্ধ হয় ইত্যাদি-রূপ থাকায় উহা যে বিষ্ণু অর্থে প্রযুক্ত, ইহাও একটি সূচক ॥ ২৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বৈশ্বানরো বিষ্ণুরেব। কুতঃ? সাধারণেত্যাদেঃ। অয়ং ভাবঃ—যদ্যপি স শব্দস্তত্র তত্র সাধারণস্তথাপি বিষ্ণু-সাধারণৈর্দ্যুমূর্দ্ধাদিশব্দৈর্বিশেষ্যমাণঃ সন্ স্বস্য বিষ্ণুর্থং গময়তি তথাত্মব্রহ্মশব্দাভ্যাং উপক্রমস্তদ্বিদঃ ফলবিশেষশ্রুতিঃ তদ্যথেষীকা-তূলমিত্যাদিকা তস্য বিষ্ণুত্বে লিঙ্গম্। সোঽপি যোগেন তত্রৈব বর্ত্তেত বিশ্বে নরা অস্যেতি। তস্মাদ্বিষ্ণুরেব সঃ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বৈশ্বানর বিষ্ণুই, কেননা, বৈশ্বানর শব্দটি সাধারণও বটে এবং বিশেষ শব্দ দ্বারা বিশেষিতও হইতেছে। ভাবার্থ এই—যদিও সেই বৈশ্বানর-শব্দটি দ্যুলোকাদিতে সমান অর্থে প্রযুক্ত, তাহা হইলেও বিষ্ণুতে বর্ত্তমান দ্যুলোক তাঁহার মূর্দ্ধা ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়া উহা নিজের বিষ্ণু-অর্থ বুঝাইতেছে, তদ্ভিন্ন আত্মন্ ও ব্রহ্মন্ শব্দ দুইটি দ্বারা বৈশ্বানরোপাসনার উপক্রম ও সেই বিদ্যোপাসকের ফলবিশেষ শ্রবণে (যথা অগ্নি **ইষীকা** ও তূলাকে দগ্ধ করে, সেইরূপ ঐ উপাসকের পাপরাশি ক্ষয় করে ইত্যাদি) বৈশ্বানর শব্দের অর্থ বিষ্ণু ইহার জ্ঞাপক। আবার বিগ্রহবাক্যরূপ যোগবলেও বিষ্ণুকেই বুঝাইতেছে। যথা বিশ্বে—সমস্ত, নরাঃ—প্রাণী ইঁহার আশ্রিত, অতএব শ্রীবিষ্ণুই বৈশ্বানর শব্দে জ্ঞাতব্য ॥ ২৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বৈশ্বানরেত্যাদি। বিশেষো বিশেষণং স শব্দো বৈশ্বানর-শব্দঃ। স্বস্যেতি আত্মনো বৈশ্বানরশব্দস্যেত্যর্থঃ। বিষ্ণুর্থং বিষ্ণুপরত্বং। তথেতি। আত্মব্রহ্মশব্দৌ হরৌ মুখ্যবৃত্তাবিতি প্রাগবোচাম। তদ্যথেষীকা-তূলমগ্নৌ প্রোতং ভস্মীভবতি তথৈবেহাস্য সর্ব্বে পাপ্মানো বিনশ্যন্তীতি বৈশ্বানরোপাসকস্য নিখিলপাপবিনাশঃ ফলং শ্রুতমতশ্চ স সর্ব্বেশ্বর ইত্যর্থঃ। সোঽপি বৈশ্বানরশব্দোঽপি ॥ ২৫ ॥

টীকানুবাদ—'বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ'—বৈশ্বানর এই বিশেষণ শব্দটি বিষ্ণুবোধক। কেননা উহা জঠরাগ্নি প্রভৃতি সাধারণ হইলেও দ্যুলোক

মূর্দ্ধা ইত্যাদি বিশেষণ মাত্র বিষ্ণুতেই সম্ভব। 'স্বস্য বিষ্ণুর্থং গময়তি'—'স্বস্য' —নিজের অর্থাৎ বৈশ্বানর শব্দের। 'বিষ্ণুর্থং'—বিষ্ণুবোধকত্ব বুঝাইতেছে। তথা ইত্যাদি—আত্মন্ ও ব্রহ্মন্ শব্দ মুখ্যবৃত্তি অভিধাদ্বারা বিষ্ণুরই বোধক—এ-কথা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি। সে-বিষয়ে দৃষ্টান্ত—শ্রুতি দেখাইতেছেন—'তদ্যথেষীকা······ বিনশ্যন্তি' যেমন ইষীকা তৃণগুচ্ছ, তূলা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ বৈশ্বানরোপাসকের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, এইরূপে বৈশ্বানরোপাসকের পাপবিনাশ-ফল শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে, অতএব বৈশ্বানর—সর্ব্বেশ্বর ইহাই তাৎপর্য্য। 'সোঽপি'—সেই বৈশ্বানর-শব্দও ব্যুৎপত্তিবশে পরমেশ্বরকেই বুঝাইতেছে ॥ ২৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ছান্দোগ্যোপনিষদে পাওয়া যায়,—

"প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ সত্যযজ্ঞঃ পৌলুষিরিন্দ্রদ্যুম্নো ভাল্লবেয়ো জনঃ শার্করাক্ষ্যো, বুড়িল আশ্বতরাশ্বিস্তে হৈতে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ সমেত্য মীমাংসাঞ্চক্রুঃ কো ন আত্মা কিং ব্রহ্মেতি ॥" (ছাঃ ৫।১১।১)

ছান্দোগ্যের এই আখ্যায়িকায় আছে যে, কোন এক সময়ে উপমন্যুপুত্র প্রাচীনশাল, পুলুষপুত্র সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবিপুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষপুত্র জন এবং অশ্বতরাশ্বপুত্র বুড়িল—এই পাঁচজন সমবেত হইয়া কে আমাদের আত্মা ? এবং ব্রহ্মই বা কে ? এই বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছিলেন। এই বিষয় জানিবার জন্য তাঁহারা আরুণি উদ্দালকের নিকট গিয়াছিলেন, উদ্দালক তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া কেকয়পুত্র রাজা অশ্বপতির সকাশে সমাগত হইলে রাজা তাঁহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া প্রচুর ধনাদি দিতে চাহিলে তাঁহারা বলিলেন যে, আমরা আপনার নিকট বৈশ্বানর-আত্মবিদ্যা লাভের জন্য আগমন করিয়াছি। রাজা পরদিবস তাঁহাদিগকে উপনীত না করিয়াই উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তাঁহাদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা কাহাকে বৈশ্বানররূপে উপাসনা করেন ? তাঁহারা প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথগ্ভাবে স্বর্গ, সূর্য্য, বায়ু, আকাশ, পৃথিবী ও জলকে বৈশ্বানর বলিয়া উপাসনার কথা বলিলেন, তখন রাজা অশ্বপতি তাঁহাদের কথিত ছয়টির কোনটিই যে বৈশ্বানর আত্মা নহেন, তাহা জানাইলেন এবং বলিলেন যে, ইঁহারা সেই বৈশ্বানর আত্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র। ইহাই

স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য কথিত হইয়াছে, স্বর্গ ইঁহার (বৈশ্বানরের) মস্তক, আদিত্য ইঁহার চক্ষু, বায়ু ইঁহার প্রাণ, আকাশ ইঁহার মধ্যদেশ, জল ইঁহার বস্তি এবং পৃথিবী ইঁহার পাদ। সর্ব্বভূত, সর্ব্বলোক ও সকল আত্মাতে প্রাদেশ প্রমাণ ও অভিবিমান বলা হইয়াছে ইত্যাদি। এই বিষয় বিস্তারিতভাবে ভাষ্যানুবাদে ও টীকানুবাদে পাওয়া যাইবে।

এই শ্রুতিকথিত বিষয় অবলম্বনে এক্ষণে যদি সংশয় হয় যে, এই বৈশ্বানর আত্মা কে? ইনি কি জাঠরাগ্নি? বা অগ্নি-দেবতা? কিংবা ভূতাগ্নি? অথবা বিষ্ণু? কারণ বিভিন্ন শ্রুতি প্রমাণে চারিটিতেই বৈশ্বানর-শব্দ প্রয়োগ আছে, সুতরাং বৈশ্বানর-শব্দের এই সাধারণ প্রয়োগ দেখিয়া প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করা কঠিন। এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধানের জন্য সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রের উল্লেখ করিতেছেন।

বৈশ্বানর-শব্দ সাধারণার্থে প্রয়োগ দেখা গেলেও ছান্দোগ্যোক্ত স্বর্গ—তাঁহার মস্তক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষু ইত্যাদি শব্দ দ্বারা এবং তাঁহাকে জানিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় ইত্যাদি 'বিশেষণ' হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এখানে বৈশ্বানর আত্মা বলিতে পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। বিষ্ণু ব্যতীত অপর কাহাকেও বুঝায় না।

শ্রীমদ্ রামানুজও বলেন যে, যখন ব্রহ্ম কি? ইহা জানিবার জন্যই অশ্বপতির নিকট গিয়াছিলেন এবং তিনিও বৈশ্বানর আত্মার উপদেশ দিয়াছেন, তখন বৈশ্বানর আত্মা যে ব্রহ্ম, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীল শুকদেব প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থূলরূপ ধারণা হইতে মন জিত হইলে সেই মন সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুতে ধারণার বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া ভক্তিমিশ্র যোগিগণের দেহত্যাগের প্রকার, সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি এবং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত যোগীর ত্রিবিধগতি বর্ণন-মুখে ভক্তিযোগই পরম সাধ্যবস্তু ইহা বলিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে সদ্যো মুক্তির কথা বলিয়া ক্রম-মুক্তির প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"যোগেশ্বরাণাং গতিমাহুরন্ত-
র্বহিস্ত্রিলোক্যাঃ পবনান্তরাত্মনাম্।

ন কর্ম্মভিস্তাং গতিমাপ্নুবন্তি
বিদ্যাতপোযোগসমাধিভাজাম্ ॥" (ভাঃ ২।২।২৩)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ব্রহ্ম-তর্ক হইতে উদ্ধার করিয়াছেন,—

"পবনস্যাপ্যন্তরাত্মা যস্তং পবনশ্চান্তরাত্মা চেতি বা।
ঈয়ুস্ত্রীন্ কর্ম্মণা লোকান্ জ্ঞানেনৈব তদুত্তরান্।
তত্র মুখ্যা হরিং যান্তি তদন্যে বায়ুমেব তু।
অপক্বা যেন তে যান্তি বায়ুং বা হরিমেব বা।
স্থানমাত্রাশ্রিতাস্তে তু পুনর্জনিবিবর্জ্জিতাঃ ॥"

শ্রীশুকদেব আরও বলিলেন,—

"বৈশ্বানরং যাতি বিহায়সা গতঃ
সুষুম্নয়া ব্রহ্মপথেন শোচিষা।
বিধূতকল্কোঽথ হরেরুদস্তাৎ
প্রযাতি চক্রং নৃপ শৈশুমারম্ ॥" (ভাঃ ২।২।২৪)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমন্মধ্ব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন,—

"বৈশ্বানরে হ্যনন্ত্যাং বা সূর্য্যে বা দেহ এব বা।
বিধূয় সর্ব্বপাপানি যান্তি কিন্তুঘ্নকেশবম্ ॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।" (১৫।১৪)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমদ্বলদেব প্রভু বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ২৭তম সূত্র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পরে পাওয়া যাইবে।

"শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ" ইত্যাদি ॥ ২৫ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ইতোঽপীত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—নিম্নলিখিত কারণেও বৈশ্বানর-পদবাচ্য শ্রীবিষ্ণু—এই কথা সূত্রকার বলিতেছেন—

সূত্রম্—স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ—'স্মর্য্যমাণং'—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রূয়মাণ বৈশ্বানর বিষ্ণুতত্ত্ব, 'অনুমানং স্যাৎ' এই পরা বিদ্যা বিষ্ণুপরতা-বিষয়ে অনুমাপক সাধন হইবে ॥ ২৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ইতি শব্দো হেত্বর্থঃ। অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিত ইতি বিষ্ণোস্তত্ত্বং স্মর্য্যমাণমেতস্যা বিদ্যায়া বিষ্ণুপরত্বে অনুমানং লিঙ্গং ভবতি ইতি হেতোঃ স বিষ্ণুরেব ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রান্তর্গত ইতি শব্দটি হেতু অর্থে, অর্থাৎ এই হেতু, কি হেতু? 'অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ' 'আমি বৈশ্বানর অগ্নি হইয়া প্রাণিগণের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট আছি' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই বিষ্ণুতত্ত্ব স্মৃত হইতেছে, উহা এই পরা বিদ্যার উপাস্য বিষ্ণুতাৎপর্য্যের অনুমাপক লিঙ্গ হইতেছে, এইজন্য বিষ্ণুই বৈশ্বানর-পদবাচ্য ॥ ২৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্মর্য্যমাণমিতি। অহমিতি শ্রীগীতাসু। বৈশ্বানরো ভূত্বেতি। জাঠরাগ্নিরূপস্তদধিষ্ঠাতা সন্নিত্যর্থঃ। তত্ত্বং বৈশ্বানরত্বম্। এতস্যাশ্ছান্দোগ্যস্থ-বৈশ্বানরবিদ্যায়াঃ ॥ ২৬ ॥

টীকানুবাদ—স্মর্য্যমাণম্—ইত্যাদি, 'অহং বৈশ্বানরো' ইত্যাদি বাক্যটি শ্রীভগবদ্গীতায় বিদ্যমান। 'বৈশ্বানরো ভূত্বা' ইহার তাৎপর্য্য জাঠরাগ্নিরূপ বৈশ্বানর অর্থাৎ তাহার অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক হইয়া। 'বিষ্ণোস্তত্ত্বমিতি'—তত্ত্বশব্দের অর্থ বৈশ্বানরত্ব। 'এতস্যা বিদ্যায়াঃ'—অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত বৈশ্বানরবিদ্যার ॥ ২৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বৈশ্বানর-শব্দে যে পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সূত্রকার পূর্ব্বপক্ষীয় যুক্তিগুলি খণ্ডনপূর্ব্বক বিষ্ণুই যে উহার বাচ্য, তাহা স্থাপন করিতেছেন। বর্ত্তমান সূত্রে তিনি গীতোক্ত "আমি বৈশ্বানররূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া ইত্যাদি" (গীঃ ১৫।১৪) এই উক্তি হইতে যে বিষ্ণুই বোধ্য, তাহা জানাইলেন। দ্বিতীয়তঃ বিষ্ণু-পুরাণে বর্ণিত—"অগ্নি যাঁহার মুখ, স্বর্গ যাঁহার মস্তক, আকাশ যাঁহার নাভি,

পৃথিবী যাঁহার পাদ, সূর্য্য যাঁহার চক্ষু, দিক্ যাঁহার কর্ণ, সেই লোকাত্মক পুরুষকে প্রণাম।

সুতরাং শ্রুতি ও স্মৃতিবর্ণিত বৈশ্বানর বিষ্ণুই।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যদা তু সর্ব্বভূতেষু দারুষ্বগ্নিমিব স্থিতম্।
প্রতিচক্ষীত মাং লোকো জহ্যাৎ তর্হ্যেব কশ্মলম্॥"
(ভাঃ ৩।৯।৩২) ॥ ২৬ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ জাঠরং নিরস্যতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর ঐ বৈশ্বানর যে উদরাগ্নি নহে, তাহা খণ্ডন করিতেছেন—

সূত্রম্—শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি চেন্ন, তথাদৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষবিধমপি চৈনমধীয়তে ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ—তাহাতে পূর্ব্বপক্ষীর যুক্তি এই 'শব্দাদিভ্যঃ'—বৈশ্বানর-শব্দ অগ্নির সমপর্য্যায়ভুক্ত, আরও অন্যান্যকারণে যথা—হৃদয়াদিস্থানাশ্রয়ী বৈশ্বানরকে অগ্নিত্রয়ের অন্যতমরূপে কল্পনা করা হইয়াছে এবং প্রাণকে তাহার আধার বলা আছে, এইজন্য 'অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ' জীবের দেহমধ্যে বৈশ্বানরকে প্রতিষ্ঠিত জানিবে—এই উক্তিহেতু বৈশ্বানর-শব্দটি জাঠরানলের বোধক, বিষ্ণুপর নহে, এই যদি বল, তাহা সমীচীন নহে; যেহেতু—'তথাদৃষ্ট্যুপদেশাৎ'—জাঠরাগ্নিরূপে ধ্যান বিষ্ণুর উপাসনা-প্রকার, এই তাহার মর্ম্ম। আর একটি কারণ 'অসম্ভবাৎ'—দ্যুলোক তাঁহার মস্তক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষুঃ এই সকল পরা বিদ্যায় বর্ণিত ধর্ম্ম জাঠরাগ্নির পক্ষে অসম্ভব। অন্য কারণ এই যে—'পুরুষবিধমপি চৈনমধীয়তে'—বাজসনেয়ী যাজ্ঞিকরা এই বৈশ্বানরকে পুরুষাকৃতি বলিয়া বর্ণন করেন, অতএব জাঠরাগ্নি নহে ॥ ২৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ননু বৈশ্বানরো ন বিষ্ণুরয়মগ্নির্বৈশ্বানর ইতি বৈশ্বানরশব্দৈকার্থাগ্নিশব্দাৎ হৃদয়ং গার্হপত্য ইত্যাদিনা হৃদয়াদিস্থস্য তস্য অগ্নিত্রেতাপ্রকল্পনাৎ প্রাণা ইত্যাধারত্বোক্তেঃ পুরুষেঽন্তঃ-

প্রতিষ্ঠিতং বেদেত্যন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ। কিন্তু জাঠরাগ্নিরেবায়মিতি চেন্ন। কুতঃ? তথেতি। তথা জাঠররূপত্বেন দৃষ্টৈবিষ্ণূপাসনস্যোক্তেঃ। তন্মাত্রপরিগ্রহে দ্যুমূর্দ্ধত্বাদেরসম্ভবাৎ। কিঞ্চ 'স যো হেতমেবাগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ'ইতি পুরুষবিধমপ্যেনমধীয়তে বাজসনেয়িনঃ। জাঠরে গৃহীতে তস্য পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানং স্যান্ন তু পুরুষবিধত্বঞ্চ। বিষ্ণোস্তূভয়ং সম্ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বপক্ষী পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের উপর আপত্তি করিতেছেন—নহু ইত্যাদি দ্বারা, ওহে! তোমরা যে বৈশ্বানর-শব্দের অর্থ বিষ্ণু বলিতেছ, তাহা তো হইতে পারে না, 'অগ্নির্বৈশ্বানরোবহ্নির্বীতিহোত্রো ধনঞ্জয়ঃ' ইত্যাদি বাক্যে অগ্নির সমপর্য্যায়রূপে উহা বর্ণিত হইয়াছে। আরও এক কারণ—'হৃদয়ং গার্হপত্যঃ' গার্হপত্য অগ্নি হৃদয় ইত্যাদি বাক্যদ্বারা হৃদয়াদি স্থানস্থিত বৈশ্বানরকে অগ্নিত্রয়রূপে কল্পনা করা হইয়াছে, আবার 'প্রাণাঃ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রাণকে তাহার আধার বলা হইয়াছে, বিশেষতঃ 'পুরুষেঽন্তঃ-প্রতিষ্ঠিতং' জীব শরীরের অভ্যন্তরে বৈশ্বানর প্রতিষ্ঠিত—এই কথা বলায় বৈশ্বানর-শব্দ জাঠরাগ্নিকেই বুঝাইবে, পুরুষোত্তমকে নহে, পূর্ব্বপক্ষীর এই উক্তির প্রতিপক্ষে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, 'ইতি চেন্ন'—এই যদি বল, তাহা বলিতে পার না, কি কারণে? তথা ইত্যাদি সেই জাঠরাগ্নিরূপে ধ্যান করিয়া বিষ্ণুর উপাসনার জন্য উহা উক্ত হইয়াছে, এইজন্য। যদি কেবল জাঠরাগ্নিকে বৈশ্বানর-পদবাচ্য বলিয়া গ্রহণ কর, তবে পূর্ব্বোক্ত পরা বিদ্যায় বর্ণিত 'দ্যুলোক মূর্দ্ধত্ব' প্রভৃতি বিশেষণ জাঠরাগ্নির পক্ষে সম্ভব হইবে না। আর এক কথা 'স যো হেতমেবাগ্নিং বৈশ্বানরং…বেদ' 'যে এই জীব-শরীরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত পুরুষাকারসম্পন্ন বৈশ্বানর অগ্নিকেই ধ্যান করে সেই ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে' এই ব্রাহ্মণবাক্যে বৈশ্বানরের কেবল জীবের অন্তঃপ্রতিষ্ঠার কথা নহে, পুরুষাকারেরও বর্ণনা হইয়াছে, অতএব জাঠরাগ্নি কিরূপে হইবে? বিষ্ণুপক্ষে উভয়ই সম্ভব, যেহেতু—বিষ্ণু সর্ব্বস্বরূপ ॥ ২৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—জাঠরাগ্নিমাশঙ্ক্য নিরাকরোতি শব্দাদিভ্য ইতি। আদি-পদগ্রাহ্যং দর্শয়তি হৃদয়মিত্যাদিনা। তন্মাত্রেতি। জাঠরাগ্নৌ স্বীকৃতে তস্মিন দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিকং ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ। কিঞ্চেতি। পুরুষবিধং

পুরুষাকারং জঠরস্থমগ্নিং যো বেদেত্যর্থঃ। উভয়মিতি। জাঠররূপং পুরুষাকারত্বঞ্চেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

টীকানুবাদ—সূত্রকার জাঠরাগ্নিকে বৈশ্বানরপদবাচ্য শঙ্কা প্রদর্শন করিয়া তাহার নিরাস করিতেছেন—'শব্দাদিভ্যঃ' ইত্যাদি দ্বারা। 'শব্দাদিভ্যঃ'—এই পদে যে আদি পদ আছে, তাহার বিষয় 'হৃদয়ং গার্হপত্যঃ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা দেখাইতেছেন। তন্মাত্র-পরিগ্রহে ইত্যাদি—যদি বৈশ্বানর-শব্দে কেবল জাঠরাগ্নিকে ধর, তবে দ্যুলোক তাঁহার মস্তক ইত্যাদি বিশেষণ সম্ভব হয় না। 'কিঞ্চ স যো হেতদ্' ইত্যাদি—পুরুষবিধং—অর্থাৎ পুরুষাকৃতি-সম্পন্ন, জঠরস্থ অগ্নিকে যে জানে। উভয়মিতি—'বিষ্ণোস্তূভয়ং সম্ভবেৎ'—বিষ্ণুপক্ষে জাঠরত্ব ও পুরুষাকারত্ব উভয়ই সম্ভব ॥ ২৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বৈশ্বানর যে জাঠরাগ্নি নহে, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। কারণ জাঠরাগ্নিরূপে বিষ্ণুরই ধ্যান বিহিত, জাঠরাগ্নিকে যদি বৈশ্বানর আত্মা বলা হয়, তাহা হইলে পরা বিদ্যায় বর্ণিত বিশেষণগুলি অসম্ভব হয়। আর এই বৈশ্বানর আত্মাকে পুরুষাকার বলা হইয়াছে। জাঠরাগ্নিকে পুরুষাকার বলা চলে না। বিষ্ণু সর্ব্বময় ও সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব।

শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়,—

"সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণা গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে ॥" (ভাঃ ১১।১১।৪২)
"অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্য্যে বাপ্সু হৃদি দ্বিজঃ।
দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চ্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া ॥" (ভাঃ ১১।২৭।৯)
"অগ্নির্মুখং তেঽবনিরঙ্ঘ্রিরীক্ষণং
সূর্য্যো নভো নাভিরথো দিশঃ শ্রুতিঃ ॥" (ভাঃ ১০।৪০।১৩) ॥ ২৭ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ দেবতাগ্নিভূতাগ্নী নিরাকরোতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর বৈশ্বানরের দেবতাগ্নি ও পঞ্চভূতান্তর্গত অগ্নিবাদ খণ্ডন করিতেছেন—

সূত্রম্—অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ—অতএব—উক্ত হেতুসকল বশতঃই, 'ন দেবতা'—দেবতাগ্নি বা ভূতাগ্নি বৈশ্বানর-পদ-বাচ্য নহে ॥২৮॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নন্বু দেবতাগ্নেরৈশ্বর্য্যবশেন দ্যুলোকাদ্যঙ্গত্ব সম্ভবাদেষ নির্দ্দেশস্তথা ভূতাগ্নেশ্চ। "যো ভানুনা পৃথিবীং দ্যামুতেমা-মাততান রোদসী অন্তরীক্ষম্" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাদিতি চেন্ন। কুতঃ? অতএব এভ্য উক্তেভ্য এব হেতুভ্যো দেবতাগ্নির্ভূতাগ্নিশ্চ ন স ইত্যর্থঃ। মন্ত্রবর্ণস্তু প্রশংসাবচনম্ ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি হইতেছে—দেবতাস্বরূপ অগ্নি ঐশ্বর্য্যবশতঃ দ্যুলোক প্রভৃতি অঙ্গ হইতে পারে, এইজন্য দেবতাগ্নিকেই বৈশ্বানর বলা হইয়াছে, বৈশ্বানরকে বিষ্ণু বলিব কেন? এবং ভূতাগ্নি সম্বন্ধেও দ্যুলোকাদি অঙ্গবত্তা শ্রুত হওয়া যায়, যথা 'যো ভানুনা পৃথিবীং দ্যামুতেমামাততান, রোদসী অন্তরীক্ষম্' 'যিনি তেজদ্বারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আকাশ, অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়াছেন' এই মন্ত্রবর্ণদ্বারা ভূতাগ্নিকে বৈশ্বানর বলিতে পারা যায়, তবে বিষ্ণুকে বুঝিব কেন? ইহা যদি বল, তাহা বলিতে পার না, কেন? উক্ত বিশেষণগুলি ভূতাগ্নিতে বা দেবতাগ্নিতে নাই, এইহেতু। তবে মন্ত্রে ঐরূপ উক্তি কেন? সমাধানার্থ বলিব উহা প্রশংসাবাদ মাত্র ॥২৮॥

সূক্ষ্মা টীকা—যো ভানুনেতি। যো ভূতাগ্নির্দ্দেবঃ পৃথিবীং দ্যাঞ্চেমাং দ্যাবাপৃথিব্যৌ রোদসী অন্তরীক্ষং তয়োর্ম্মধ্যঞ্চ ভানুনা রূপেণাততান ব্যাপ্তবান্ স দ্যুলোকাদ্যবয়বো ভূতাগ্নির্ধ্যেয় ইত্যর্থঃ। সিদ্ধান্তে তু স্তুতিপরমেতৎ। স বৈশ্বানরঃ ॥২৮॥

টীকানুবাদ—'যো ভানুনা পৃথিবীং' ইত্যাদি—যে ভূতাগ্নিদেব এই পৃথিবী, স্বর্গ, দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীকে ভানুদ্বারা অর্থাৎ স্বরূপের দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়াছেন, সেই দ্যুলোকাদি-অবয়বসম্পন্ন ভূতাগ্নিকে ধ্যান করিবে, ইহাই ঐ মন্ত্রার্থ। ইহা পূর্ব্বপক্ষীর মত, সিদ্ধান্তীর মত উহা অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসার্থে প্রযুক্ত। সঃ ন—ভূতাগ্নি বা দেবতাগ্নি বৈশ্বানর নহেন ॥২৮॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে দেবতাগ্নি ও ভূতাগ্নির বৈশ্বানরত্ব খণ্ডন করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত কারণেই ঐ উভয়ের বৈশ্বানরত্ব খণ্ডিত হইয়া বিষ্ণুই বৈশ্বানর স্থিরীকৃত হইয়াছেন। তবে, কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, মন্ত্রে কোন কোন স্থলে ঐ বিশেষণ দিয়াছেন, দেখা যায়; তদুত্তরে বক্তব্য যে উহা স্তুতিমাত্র, বাস্তব নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"সূর্য্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাম্।
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোষ্বঙ্গ যবসাদিনা ॥
বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া।
বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়-পুরস্কৃতৈঃ ॥
স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈর্ভোগৈরাত্মানমাত্মনি।
ক্ষেত্রজ্ঞং সর্ব্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাম্ ॥" (ভাঃ ১১।১১।৪৩-৪৫)
"তদাহুরক্ষরং ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্।
বিষ্ণোর্ধাম পরং সাক্ষাৎ পুরুষস্য মহাত্মনঃ ॥" (ভাঃ ৩।১১।৪২) ॥২৮॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—বৈশ্বানরশব্দবদগ্নিশব্দস্যাপি সাক্ষাৎ তৎপরত্বমিতি জৈমিনিমতেন দর্শ্যতে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—বৈশ্বানর-শব্দের মত অগ্নি-শব্দের সাক্ষাদ্‌ভাবে বিষ্ণুবোধকত্ব পূর্ব্ব-মীমাংসক জৈমিনির মতে প্রদর্শিত হইতেছে—

সূত্রম্—সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ—'জৈমিনিঃ অপি'—পূর্ব্বমীমাংসাকার মহর্ষি জৈমিনিও 'সাক্ষাৎ' —কল্পনা ব্যতিরেকেই, 'অবিরোধম্ আহ'—বৈশ্বানর-শব্দে ও অগ্নিশব্দে যে বিষ্ণু অভিহিত, তাহাতে বিরোধের অর্থাৎ অসামঞ্জস্যের অভাব বলিতেছেন ॥ ২৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বিশ্বনেতৃত্বেন গুণেন বিশ্বে নরা অস্যেতি সর্ব্বকারণত্বাদিনা বা যথা বৈশ্বানরশব্দস্তথাত্র নয়নাদিগুণযোগে-নাগ্নি-শব্দশ্চ সাক্ষাদেব বিষ্ণুবাচক ইত্যবিরোধমত্র জৈমিনির্ম্মন্যতে গুণবিশেষস্যোপজীব্যত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বিশ্বের—নিখিল প্রাণীর। নর অর্থাৎ নেতা—প্রবর্ত্তক, অথবা সমস্ত নর যাহা হইতে উৎপন্ন, এই ব্যুৎপত্তিলভ্য বৈশ্বানর-শব্দ সাক্ষাদ্‌ভাবে বিষ্ণুকে বুঝাইতেছে। এই বিশ্বের চালকত্ব গুণবশতঃ অথবা বিশ্বে—সকল, নরাঃ, অস্য—ইহার কার্য্য, এইরূপ সর্ব্বকারণত্ব-গুণ ধরিয়া যেমন বৈশ্বানর-শব্দটি ব্যুৎপন্ন, সেইরূপ অগ্নিশব্দটিও অগতি গচ্ছতি—নয়তি যিনি উপাসককে উত্তমলোকে লইয়া যান, এই অর্থে অগ্ ধাতুর নি প্রত্যয় দ্বারা ব্যুৎপন্ন, অতএব প্রাপণাদিগুণ ধরিয়া অগ্নিশব্দটিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিষ্ণুর বাচক, এইরূপে ভৌত অগ্নি, দেবতাগ্নি, জাঠরাগ্নি প্রভৃতির সহিত এই বৈশ্বানর-শব্দের অর্থ লইয়া অসামঞ্জস্য নাই, ইহা জৈমিনি মনে করেন। বিশ্বনেতৃত্ব-গুণ বৈশ্বানর-শব্দের 'বিষ্ণু' অর্থ-বোধনে এবং নয়নাদিগুণ অগ্নি শব্দের 'বিষ্ণু' অর্থে উপজীব্য অর্থাৎ প্রযোজক ॥ ২৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পূর্ব্বমগ্ন্যাদিশব্দানাং জাঠরাগ্নিরূপে জাঠরাগ্ন্যধিষ্ঠাতরি বা হরৌ বৃত্তির্দর্শিতা ইদানীং তদর্থকল্পনাং বিনৈব সাক্ষাদেব তেষাং তস্মিন্ হরৌ বৃত্তিরিতি জৈমিনিমতেনাপি দর্শ্যতে। সাক্ষাদপীতি। বিশ্বেষাং নিখিলানাং প্রাণিনাং নরো নেতা প্রবর্ত্তকঃ সর্ব্বেশ ইতি যাবৎ। অথবা বিশ্বে সর্ব্বে নরা যস্মাৎ স বিশ্বানরঃ। বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বা। নরে সংজ্ঞায়ামিতি সূত্রাৎ দীর্ঘঃ। স এব বৈশ্বানরঃ। অগিগতাবিত্যতোঽগে-র্নিনলোপশ্চেতি নিপ্রত্যয়েঽগ্নিরিতি রূপম্। তন্নিরুক্তিশ্চ অঙ্গয়তীত্যগ্নি-র্জন্ম প্রাপয়তীতি নিখিলজন্মপ্রদ ইত্যর্থঃ। স চ স চ শব্দঃ সাক্ষাৎ পরেশ-বাচক ইতি ন কাপি ক্ষতিরিতি জৈমিনিরাহ। স কস্মাদেবং ব্যাচষ্টে। তত্রাহ গুণেতি দ্যুমূর্দ্ধত্বভক্তদোষনির্দাহকত্বাদিতদেকান্তগুণানাশ্রিত্য তথা ব্যাচখ্যাবিত্যর্থঃ। অন্যথা তচ্ছ্রবণং বা ব্যাকুপ্যেৎ ॥ ২৯ ॥

টীকানুবাদ—পূর্ব্বে অগ্নি বৈশ্বানর প্রভৃতি শব্দের জাঠরাগ্নি অথবা তাহার অধিষ্ঠাতা শ্রীহরিতে অভিধাশক্তি দেখাইয়াছেন। কিন্তু এখন সেই অর্থ কল্পনা ব্যতীতই যোগশক্তিবলে সাক্ষাদ্‌ভাবে ঐ শব্দগুলির শ্রীহরিতে বৃত্তি (বোধকতা) জৈমিনি-মতে প্রদর্শিত হইতেছে। 'সাক্ষাদপীত্যাদি'—সমাস এইরূপ করিলে বৈশ্বানর-শব্দ শ্রীহরিকেই সোজাসুজি বুঝায়। যথা—বিশ্বেষাং —নিখিল প্রাণিগণের, নরঃ—অর্থাৎ প্রবর্ত্তক, সুতরাং সর্ব্বেশ্বর, অথবা বিশ্বে

নরা যস্মাৎ—যাহা হইতে সকল নর উৎপন্ন, তিনি বিশ্বানর, অথবা কর্ম্মধারয় সমাস হইতেও বিশ্ব এমন নর অর্থাৎ যিনি সকল নরস্বরূপ। বিশ্বানর পদে আকার হইবার সূত্র 'নরে সংজ্ঞায়াম্' নর শব্দ পরে থাকিলে সংজ্ঞা বুঝাইলে পূর্ব্বপদের দীর্ঘ হয়। তাহার পর বিশ্বানর এব এই স্বার্থে অণ্ প্রত্যয় ও আদি স্বরের বৃদ্ধিদ্বারা বৈশ্বানরশব্দ নিষ্পন্ন। অতঃপর অগ্নিশব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে বিষ্ণু অর্থ অগিগতৌ গতি অর্থে অগিধাতুর উত্তর 'নি' প্রত্যয়, অগিধাতুর ইকার ইৎ (বাদ) এ-জন্য নুম্ আগম, অগ্+ন্+নি, প্রথম ন কারের লোপ অগ্নি, যাস্ক ইহার নির্ব্বচন করিয়াছেন। অঙ্গয়তি ইত্যর্থে অগ্নি অর্থাৎ জন্ম পাওয়াইয়া দেন, সুতরাং নিখিল বস্তুর জন্মপ্রদ। অতএব বৈশ্বানর-শব্দ ও অগ্নিশব্দ সাক্ষাদ্‌ভাবে পরমেশ্বর শ্রীহরির বাচক। এ-জন্য কুত্রাপি কোনও অসঙ্গতি হইতেছে না; এ কথা জৈমিনি বলিতেছেন। তিনি কোন্ প্রমাণে বা যুক্তিতে ইহা বলিতেছেন? তাহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—'গুণবিশেষস্য উপজীব্যত্বাৎ'—দ্যুলোকমূর্দ্ধত্ব, ভক্তের পাপদাহকত্ব প্রভৃতি—একান্ত (অব্যভিচরিত) গুণবশতঃ তিনি 'শ্রীহরি' ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। তাহা না হইলে ঐ দ্যুলোকমূর্দ্ধত্ব, পাপদাহকত্ব উক্তি বিরুদ্ধ হয় ॥ ২৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বৈশ্বানর-শব্দের অর্থ যেমন বিষ্ণু, সেইরূপ অগ্নি-শব্দের অর্থও বিষ্ণু; ইহা পূর্ব্বমীমাংসা-শাস্ত্রপ্রণেতা জৈমিনির মতেও স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া বর্ত্তমান সূত্রের অবতারণা করিলেন। বৈশ্বানর-শব্দের অর্থ—বিশ্বের অর্থাৎ সকল প্রাণীর নর অর্থাৎ নেতা বা প্রবর্ত্তক অথবা সমস্ত নর যাহা হইতে উৎপন্ন, তাহাকেই বৈশ্বানর বলা হয়, তিনিই বিষ্ণু।

সেইরূপ অগ্নি শব্দেও পাওয়া যায় যে যিনি উপাসককে উত্তমলোকে লইয়া যান, তিনি অগ্নি; সুতরাং অগ্নিশব্দেও বিষ্ণুকেই বুঝায়। বিস্তৃত-বিষয় ভাষ্যানুবাদ ও টীকানুবাদে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

> "অগ্নৌ গুরাবাত্মনি চ সর্ব্বভূতেষু মাং পরম্।
> অপৃথগ্ধীরুপাসীত ব্রহ্মবর্চ্চস্ব্যকল্মষঃ ॥" (ভাঃ ১১।১৭।৩২) ॥ ২৯ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বু কথমত্র প্রাদেশমাত্রোক্তিরপরিচ্ছিন্নস্য তত্রাহ—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে শ্রীবলদেবকৃতমবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—যদি বল, তবে 'প্রাদেশমাত্রং তমেতম্' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে বর্ণিত প্রাদেশ-পরিমাণ বিষ্ণুর কিরূপে সম্ভব? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূত্রম্—অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ—'অভিব্যক্তেঃ'—অভিব্যক্তিহেতু প্রাদেশ পরিমিতরূপে স্ফুরিত হন বলিয়া প্রাদেশ-পরিমিত বিষ্ণু বলা হইয়াছে, ইহা আশ্মরথ্যের মত ॥ ৩০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তদ্দৃষ্টিবিশিষ্টানামুপাসকানাং তথাভিব্যক্তো বিভাতো ভবতি বিষ্ণুরিত্যাশ্মরথ্যো মন্যতে ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রাদেশ-পরিমিতরূপে ধ্যানকারী উপাসকদিগের সম্বন্ধে প্রাদেশ পরিমাণ হইয়া বিষ্ণু প্রকাশ পান, ইহা আশ্মরথ্যের মত ॥ ৩০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তদ্দৃষ্টীতি। প্রাদেশমাত্রত্বেন ধ্যায়তামিত্যর্থঃ। অভিব্যক্তঃ স্ফুরিতঃ। স্মৃতিশ্চ—"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্" ইত্যাদি ॥ ৩০ ॥

টীকানুবাদ—'তদ্দৃষ্টীত্যাদি'—সেই দৃষ্টিতে অর্থাৎ প্রাদেশ পরিমাণত্বরূপে ধ্যানকারীদের, অভিব্যক্ত—অর্থাৎ স্ফুরিত হন—প্রকাশ পান। এ-বিষয়ে স্মৃতিবাক্যও আছে, যথা "কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্" ইত্যাদি কোন কোনও উপাসক নিজদেহ মধ্যে হৃদয়াভ্যন্তরে বাসকারী প্রাদেশ পরিমাণ সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করেন ॥ ৩০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—যদি কেহ বলেন যে, অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে প্রাদেশ পরিমিত কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, অভিব্যক্তি অনুসারে প্রাদেশ পরিমিতরূপে স্ফুরিত হইয়া থাকেন। ইহা আশ্মরথ্যেরও মত।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্ ॥"
(ভাঃ ২।২।৮) ॥ ৩০ ॥

সূত্রম্—অনুস্মৃতেরিতি বাদরিঃ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ—'বাদরিঃ'—বাদরি নামক মুনি, ইতি বৈশ্বানরপদবাচ্য শ্রীহরি প্রাদেশ পরিমাণ ইহা, মন্যতে—মনে করেন, তাহার হেতু—'অনুস্মৃতেঃ'—সেইরূপে স্মর্য্যমাণ হন বলিয়া ॥ ৩১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—প্রাদেশমাত্রহৃৎপদ্মপ্রতিষ্ঠিতেন মনসায়মনুস্মর্য্যতে অতঃ প্রাদেশমাত্র উচ্যতে ইতি বাদরির্মন্যতে ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রাদেশ-পরিমিত হৃৎপদ্ম-মধ্যে-প্রতিষ্ঠিত মন দ্বারা তাঁহাকে যোগী স্মরণ করেন, এ-জন্য তিনি (বৈশ্বানর-পদবাচ্য বিষ্ণু) প্রাদেশ পরিমাণ কথিত হন, ইহা বাদরি মুনি মনে করেন ॥ ৩১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অনুস্মৃতেরিতি। স্মৃতিস্থানহৃন্মানস্য স্মর্য্যমাণে স্থানিনি হরাবুপচর্য্যত ইতি বাদরিমতম্। তথাচ বিভৌ তস্মিংস্তন্মাত্রত্বং ভাক্তমিতি ॥ ৩১ ॥

টীকানুবাদ—উপাস্য দেবতার স্মৃতিস্থান হৃদয়, তাহার পরিমাণ হিসাবে তাহাতে ধ্যেয় স্থানাধিকারী শ্রীহরিতে ঐ প্রাদেশ-পরিমাণোক্তি লাক্ষণিক, ইহাই বাদরির মত। অতএব সেই বিভু পরমেশ্বরের প্রাদেশ পরিমাণত্ব গৌণ ॥ ৩১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে দেখাইতেছেন যে, মহর্ষি বাদরির মতেও প্রাদেশ-পরিমিত হৃৎপদ্মে এই পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করা হয় বলিয়া ইনি প্রাদেশ-পরিমিত।

শ্রীমদ্ভাগবতের—"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং

বসন্তম্।" (২।২।৮) শ্লোকের টীকায় শ্রীধর বলেন,—"প্রাদেশমাত্রং প্রাদেশস্তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্বিস্তারঃ স এব মাত্রা প্রমাণং যস্যেতি হৃদয়পরিমাণম্"। শ্রীজীবপাদ বলেন,—"ব্যষ্ট্যন্তর্য্যামিনো ধারণেয়ম্"। শ্রীবিশ্বনাথ বলেন,—"প্রাদেশ-প্রমাণ-হৃদয়ে ধ্যেয়ত্বাৎ পুরুষং তাবন্মাত্রপ্রদেশেঽপ্যচিন্ত্যশক্ত্যা পঞ্চদশবর্ষীয়-পুরুষাকার-প্রমাণং 'সন্তং বয়সি কৈশোরে' ইত্যুক্তেঃ।"

কঠ উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সত এতদ্বৈতৎ॥" (২।১।১২)

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও আছে,—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ॥ (৩।১৩) ॥৩১॥

সূত্রম্—সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ—'সম্পত্তেঃ'—ভগবানের অচিন্তনীয় শক্তিরূপ ঐশ্বর্য্য-বশতঃই বিভু প্রাদেশ পরিমাণ। 'ইতি জৈমিনিঃ'—জৈমিনি এই মনে করেন, কারণ কি? 'তথা হি'—হি—যেহেতু, তথা—সেই প্রকার, শ্রুতি 'দর্শয়তি'—দেখাইতেছেন ॥ ৩২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বিভোরপি তস্য যৎ প্রাদেশমাত্রত্বং তৎ কিল সম্পত্তেরবিচিন্ত্যশক্তিরূপাদৈশ্বর্য্যাদেব ন ত্বৌপাধিকমিতি জৈমিনির্মন্যত এব। কুতস্তত্রাহ—তথেতি। হি যতস্তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্"। "একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইত্যাদ্যা শ্রুতিস্তথাবিচিন্ত্যশক্তিকত্বেনেশে বিরুদ্ধধর্ম্মসমাবেশং বোধয়তীত্যর্থঃ। তে চ ধর্ম্মা জ্ঞানত্বেঽপি মূর্ত্তত্বমেকত্বেঽপি বহুত্বমিত্যাদয়ঃ। উপরি চৈতদ্বহুলী ভবিষ্যতি। বিভুত্বে সত্যেব মধ্যমত্বমিতি ন কিঞ্চিদবদ্যম্ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'বিভোরপি'—তিনি বিভু বিশ্বব্যাপক অসীম হইলেও, তাঁহার যে প্রাদেশ পরিমাণের কথা পূর্ব্ব শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, তাহা কেবল সম্পত্তি বশতঃ অর্থাৎ অচিন্তনীয় শক্তিরূপ ঐশ্বর্য্য বশতঃই। তদ্ভিন্ন ঔপাধিক অর্থাৎ দেহের পরিমাণাধীন নহে, ইহা জৈমিনি মুনি মনে

করেন। কি কারণে? তাহা বলিতেছেন 'তথাহি দর্শয়তি' যেহেতু শ্রুতি সেইরূপ বর্ণনা করিতেছেন যথা 'যতস্তমেকং গোবিন্দং…'তিনি এক সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি গোবিন্দ, এক হইয়াও যিনি বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ইত্যাদি শ্রুতি পরমেশ্বরে অচিন্তনীয় ঐশী শক্তি বশতঃ বিরুদ্ধ 'এক অনেক, বিভু প্রাদেশ মাত্র' ইত্যাদি ধর্ম্মের সমাবেশ বুঝাইতেছে। সেই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হইতেছে এইরূপ—তিনি জ্ঞান-স্বরূপ হইলেও মূর্ত্তিমান্, এক হইলেও বহু ইত্যাদি। পরে এ-সকল কথা বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত হইবে। তাঁহার বিভুত্ব থাকিতেও মধ্যম পরিমাণবত্ত্ব তাঁহার অচিন্তনীয় ঐশ্বর্য্য শক্তিবশে অবিরুদ্ধ, অতএব কোন দোষই ঐ উক্তিতে নাই ॥ ৩২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আশ্মরথ্যাভিমতামচিন্ত্যশক্তিসম্পত্তিং জৈমিনিমতেন স্ফুটয়ন্ তন্মাত্রত্বং বাস্তবং স্থাপয়তি সম্পত্তেরিতি। অচিন্ত্যশক্তিকত্বং তর্কাগোচরত্বং দুর্ঘটঘটনাপটীয়স্ত্বং চেত্যাহুঃ। উপরীতি শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ইত্যনয়োর্ব্যাখ্যানে। নন্থ মধ্যমত্বমনিত্যত্বব্যাপ্যং ততঃ কথমস্য ব্রহ্মধর্ম্মত্বমিতি চেৎ তত্রাহ বিভুত্বে সত্যেবেতি ॥ ৩২ ॥

টীকানুবাদ—আশ্মরথ্যমুনির অভিমত অচিন্তনীয় ঐশ্বর্য্যশক্তিকেই জৈমিনির মতের দ্বারা পরিস্ফুট করিবার অভিপ্রায়ে ভাষ্যকার বলিতেছেন—তাঁহার প্রাদেশ পরিমাণ কাল্পনিক নহে, বাস্তব প্রাদেশ পরিমাণ, ইহা স্থাপন করিতেছেন; শ্রীপরমেশ্বর অচিন্ত্যশক্তিমান্ এবং তর্কের অগোচর, আর অঘটন ঘটন পটীয়ান্ এই কথা জৈমিনি বলেন। 'উপরিচৈতদ্' ইত্যাদি উপরি অর্থাৎ উপরিভাগে 'শাস্ত্রে বৃক্ষবদ্ ব্যবহারঃ' বৃক্ষের যেমন উপরিভাগ বলিতে পরজাত অংশ ধরা হয়, সেইরূপ শাস্ত্রের উপরি অংশের অর্থ পরবর্ত্তী ভাগ। যথা 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ, সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ' এই দুইটি সূত্রের ব্যাখ্যায় বিস্তৃত হইবে। নন্বিত্যাদি—এখানে আপত্তি হইতেছে, ঈশ্বরের পরিমাণ যদি প্রাদেশ হয়, তবে তো উহা অনিত্য হইয়া পড়িল, যেহেতু অনিত্যত্বব্যাপ্য মধ্যমত্ব 'যদ্‌যদ্ মধ্যমপরিমাণং তদনিত্যং' এই ব্যাপ্তি দ্বারা মধ্যমপরিমাণ মাত্রেরই অনিত্যতা স্থাপিত হয়, তবে কিরূপে নিত্য ব্রহ্মের ঐ অনিত্য পরিমাণ হইবে? এই আপত্তির সমাধানার্থ বলিতেছেন—'বিভুত্বে সত্যেব'—বিভুত্ব থাকিলেও প্রাদেশপরিমিতত্ব অচিন্তনীয় শক্তিমত্তা হেতু অবিরুদ্ধ ॥ ৩২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বর্ণন করিতেছেন যে, জৈমিনিও বৈশ্বানর বিষ্ণুর স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিরূপ ঐশ্বর্য্যের দ্বারা প্রাদেশ-পরিমিত স্বরূপের বাস্তবত্ব স্থাপন করিয়াছেন। শ্রুতিও তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রুতিতে ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তিবলে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঈশোপনিষদে দেখা যায়,—

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ (৫)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীগজেন্দ্রের স্তবেও দৃষ্ট হয়,—

"মুক্তাত্মভিঃ স্বহৃদয়ে পরিভাবিতায়
জ্ঞানাত্মনে ভগবতে নম ঈশ্বরায়।" (ভাঃ ৮।৩।১৮)
"তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্য্যকর্ম্মণে ॥" (ভাঃ ৮।৩।৯) ॥ ৩২ ॥

সূত্রম্—আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে সূত্রং সমাপ্তম্ ॥

সূত্রার্থ—'এনম্'—এই অচিন্তনীয় শক্তিযোগরূপধর্ম্ম, 'অস্মিন্'—ইহাতে—পরমাত্মাতে, 'আমনন্তি চ'—আথর্ব্বণিক (অথর্ব্ববেদাধ্যায়িগণ) বলিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের সূত্রার্থ সমাপ্ত ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—এনমচিন্ত্যশক্তিযোগং ধর্ম্মমাথর্ব্বণিকা অস্মিন্ পরমাত্মনি আমনন্তি। অপাণিপাদোঽহমচিন্ত্যশক্তিরিতি। আত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিরিতি স্মৃতিশ্চ শব্দাৎ। ন চাত্র মিথো মতানাং বিরোধঃ। ব্যাসচিত্তস্থিতাকাশাদবিচ্ছিন্নানি কানিচিৎ। অন্যে ব্যবহরন্ত্যেতদ্ধরীকৃত্য গৃহাদিবেত্যাদিস্মৃতেঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে শ্রীবলদেবকৃতং মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই কথিত-অচিন্ত্যশক্তিমত্তারূপ ধর্ম্ম (বিশেষণ) অথর্ব্ববেদবিদ্গণ এই পরমাত্মবিষয়ে বলিয়া থাকেন, যথা 'অপাণিপাদোঽহমিত্যাদি' আমি হস্তহীন, পদহীন, আমি অতর্ক্য শক্তির আধার। ভাগবত স্মৃতিও বলিয়াছেন—'আত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ' সেইবিষ্ণুই আত্মা, তিনিই ঈশ্বর, তাঁহার সহস্র সহস্র শক্তিতর্কের অগোচর এই উক্তি হইতেও বিরোধ নাই। যদি বল, এ-বিষয়ে বাদিগণের মতভেদ হইল, তাহাও নহে, স্কন্দপুরাণে ইহার সমাধানও বর্ণিত আছে, যথা—'ব্যাসচিত্তস্থিতাকাশাদিত্যাদি' ব্যাসদেবের হৃদয়াকাশ হইতে যে সকল অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন কতকগুলি উক্তি নির্গত হইয়াছে, অপরবাদীরা নিজ গৃহের মত তাহাই গ্রহণ করিয়া মতবাদ প্রচার করিতেছেন। ইত্যাদি স্মৃতি হইতে মীমাংসা করণীয় ॥ ৩৩ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অপাণীতি। কৈবল্যোপনিষদি দৃষ্টম্। আত্মেশ্বর ইতি শ্রীভাগবতে। ন চেতি। ন চ সমুদ্রৈকদেশেন সহ সমুদ্রো বিরোধীতি ভাবঃ। ব্যাসচিত্তেতি স্কান্দে ॥ ৩৩ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা ॥

টীকানুবাদ—'অপাণিপাদোঽহমিত্যাদি' কৈবল্যোপনিষদে দৃষ্ট হয়। 'আত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিরিত্যাদি, বাক্য শ্রীমদ্ভাগবতে ধৃত। 'ন চাত্র মিথো মতানাং বিরোধঃ' সমুদ্রের একাংশের সহিত সমুদ্রের যেমন কোনও বিরোধ নাই, সেইরূপ বেদব্যাসের উক্তির সহিত বিভিন্ন মতবাদীর কোনও বিবাদ নাই, যেহেতু ব্যাসদেব সমুদ্রস্বরূপ, অন্য মতবাদী তাঁহার অংশ। স্কন্দপুরাণে আছে—ব্যাসচিত্তেতি, অর্থ ভাষ্যানুবাদে দ্রষ্টব্য ॥ ৩৩ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সিদ্ধান্তকণা—অথর্ব্ববেদের উপাসকগণও যে সেই বিষ্ণুর অচিন্ত্যশক্তিযোগের কথা বর্ণন করেন, তাহাই বর্ত্তমান সূত্রে উল্লেখ করিতেছেন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়,—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥" (৩।১৯)
"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ ॥" (৩।২০)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীদেবহূতি বলিয়াছেন,—

"স এব বিশ্বস্য ভবান্ বিধত্তে
গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্য্যঃ।
সর্গাদ্যনীহোঽবিতথাভিসন্ধি-
রাত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ ॥" (৩।৩৩।৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রজাপতি দক্ষও বলিয়াছেন,—

"যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥"
(ভাঃ—৬।৪।৩১)

শ্রীকৃষ্ণও উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্ ॥ (ভাঃ ১১।২২।৪) ॥৩৩॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয়-পাদের সিদ্ধান্তকণা নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা।

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদ সমাপ্ত।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

তৃতীয়পাদঃ

মঙ্গলাচরণম্

বিশ্বং বিভর্ত্তি নিঃস্বং যঃ কারুণ্যাদেব দেবরাট্।
মমাসৌ পরমানন্দো গোবিন্দস্তনুতাং রতিম্ ॥

অনুবাদ—যে দেবেশ্বর করুণাবশেই এই নিঃস্ব বিশ্বকে পালন করিতেছেন, সেই পরমানন্দময় গোবিন্দ তৎপ্রতি আমার প্রেম বিস্তার করুন।

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ তৃতীয়ে পাদে বিস্পষ্টজীবাদি-লিঙ্গকানাং কেষাঞ্চিদ্বাক্যানাং তস্মিন্ ব্রহ্মণি সমন্বয়শ্চিন্ত্যতে। মুণ্ডকে শ্রূয়তে—"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ স হ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমিহ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং প্রধানং কিং বা জীব উত ব্রহ্মেতি। তত্র প্রধানমিতি তাবৎ প্রাপ্তম সর্ব্ববিকারকারণত্বেন তদায়তনত্বোপপত্তেঃ। অমৃতসেতুশ্চ তদেব বৎসবিবৃদ্ধয়ে ক্ষীরমিব পুংবিমুক্তয়ে প্রধানং প্রবর্ত্ততে ইত্যঙ্গীকারাৎ। আত্মশব্দস্তু প্রীতিপ্রদে তস্মিন্নুপচরিতঃ বিভুত্বযোগাদ্বা। জীবো বা স্যাৎ ভোক্তৃত্বেন ভোগ্যপ্রপঞ্চায়তনত্বযোগাৎ মনঃপ্রাণবত্ত্বাদেস্তত্র প্রসিদ্ধেশ্চেতি প্রাপ্তৌ পঠতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর এই তৃতীয় পাদে স্পষ্টভাবে জীব প্রভৃতিরই প্রতিপাদক কতিপয় বাক্যের সেই পরমেশ্বরে

তাৎপর্য্য বিচারিত হইতেছে। মুণ্ডকোপনিষদে শ্রুত হয়,—যথা "যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী ইত্যাদি…অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" যাঁহাতে স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত প্রাণ ইন্দ্রিয়ের সহিত মন ওতপ্রোতভাবে প্রতিষ্ঠিত, সেই এক আত্মাকেই জান অর্থাৎ ধ্যান কর, অন্য কথা ছাড়িয়া দাও, যেহেতু তিনিই অমৃতের সেতু। এই শ্রুতিলভ্য অর্থে সংশয় এই যে, দ্যুলোকভূলোক প্রভৃতির প্রতিষ্ঠান বর্ণিত হইতেছে, ইনি কি প্রধান—অর্থাৎ প্রকৃতি? অথবা জীবাত্মা? কিংবা পরমেশ্বর? পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—উনি প্রধান; যেহেতু সমস্ত দ্যুলোকাদি বিকারবস্তুর তিনি কারণরূপে অভিহিত, তাহাদের প্রতিষ্ঠান অন্য কেহ হইতে পারে না, একমাত্র প্রধানেই অধিষ্ঠানত্ব সঙ্গত। আর তিনি অমৃতের সেতু, এই উক্তিও সমীচীন, যেহেতু সাংখ্যাচার্য্যগণের মতে স্বীকার করা আছে, যেমন—গোবৎসের পুষ্টিসাধনের জন্য দুগ্ধের আবশ্যকতা হয়, সেইরূপ জীবের মুক্তির জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি (চেষ্টা)। তবে যে 'তমাত্মানম্' এই বাক্যে তাঁহাকে আত্মা বলা হইয়াছে, ইহাও অসঙ্গত নহে; যেহেতু প্রকৃতি সকলের আনন্দবিধায়িকা অথবা বিভুত্ব তাহাতে আছে, এই গুণবশতঃ প্রকৃতির আত্মত্ব উক্তি লাক্ষণিক, আবার দ্যুলোকাদির অধিষ্ঠাতা জীবও হইতে পারে, কারণ জীবের সম্বন্ধেও উক্ত বিশেষণগুলি খাটে, যথা জীব সমস্ত ভোগ্যবস্তুর ভোক্তা; অতএব দ্যুলোকাদির অধিষ্ঠান, মন প্রাণেরও অধিষ্ঠান, ইহা প্রসিদ্ধই আছে, পূর্ব্বপক্ষীর এই কথার প্রতিবাদে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথ বিস্পষ্টজীবাদিলিঙ্গকানি বাক্যানি শ্রীবিষ্ণৌ সঙ্গময়িতুং মঙ্গলমাচরতি বিশ্বমিতি। যঃ কারুণ্যাদেব হেতোর্নিঃস্বং নির্দ্ধনং কৃপণমিতি যাবৎ বিশ্বং তদ্বর্ত্তিজীববৃন্দং বিভর্ত্তি ধারয়তি পালয়তি চেত্যর্থঃ। কর্ম্মণা তোষয়তঃ স্বর্গানন্দং দত্বা বিভর্ত্তি। নন্নু দেবাঃ ফলদা ইতি শ্রুতমিতি চৈন্মৈবং যদসৌ দেবরাট্ সুরেশ্বরঃ তদনুকম্পিতাস্তে ফলং যচ্ছন্তীতি স এব তথেতি ভাবঃ। উপাসনয়া তোষয়তস্তু স্বরূপানন্দং দত্বা বিভর্ত্তীত্যভিপ্রেত্যাহ পরমানন্দ ইতি। অসৌ গোবিন্দো মম রতিং তনুতামিত্যনুষঙ্গঃ। নন্নু সতি সাধনে কারুণ্যাদিতি কথমিতি চেন্ন। নন্নুমূল্যস্য মণের্মৌল্যায় কপর্দ্দিকা পর্য্যাপ্নোতীতি কারুণ্যাদেব তত্তদ্দানমিতি।

ত্রিচত্বারিংশৎসূত্রকং একাদশাধিকরণকং তৃতীয়ং পাদং ব্যাখ্যাতুমারভতে অথেত্যাদিনা। আদিনা প্রধানাদিগ্রহণম্। পূর্ব্বত্রোপক্রমস্থিতসাধারণশব্দস্য বাক্যশেষস্থিতেন দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিলিঙ্গেন পরমাত্মপরত্বং নির্ণীতং তদ্বদিহোপক্রমস্থিতসাধারণায়তনত্বস্য বাক্যশেষস্থিতসেতুশ্রুত্যা পরিচ্ছিন্নে সেতুশব্দার্হে প্রধানাদৌ ব্যবস্থাপনমস্ত্বিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যারম্ভঃ। পূর্ব্বপক্ষে প্রধানাদেরুপাসনং ফলং সিদ্ধান্তে তু শ্রীবিষ্ণোরিতি বোধ্যম্। মাতেব হিতকারিণী শ্রুতির্মুমুক্ষূনুপদিশতি যস্মিন্নিতি। দ্যুবাদিপ্রাণান্তং যস্মিন্নোতং তমাত্মানং বিভুং বিজ্ঞানানন্দং হরিং বিজানথ জ্ঞাত্বোপাধ্বং যূয়মিত্যনুষঙ্গঃ। দ্যৌরন্তরীক্ষম্। পৃথিবীতি চতুর্দ্দশভুবনানি। চকারাৎ তন্মাত্রাহঙ্কারমহদব্যক্তানি চাভিমতানি। প্রাণৈঃ সহেতি। প্রাণেন্দ্রিয়বন্তো জীবা বোধ্যন্তে। কীদৃশমাত্মানং একং সর্ব্বেশ্বরং বিশুদ্ধং বা। একে মুখ্যান্যকেবলা ইত্যমরঃ। এবকারব্যাবৃত্তমাহান্যা ইতি। অন্যা বাচো হরীতরবিষয়াঃ কর্ম্মকাণ্ডপর্য্যন্তা ইত্যর্থঃ। বিমুঞ্চথ ত্যজত। নন্নু কিমর্থং তদুপাসনং তত্রাহামৃতস্যেতি। মুক্তিদত্বাদসাবুপাস্য ইত্যর্থঃ। তত্র সংশয় ইতি। ইহ দ্যুবাদীনামোতত্বশ্রুতিঃ সন্দেহবীজং দ্যুভ্বাদ্যায়তনং তৎ। কিমিতি। তদায়তনত্বেতি। বিকারাঃ খলু স্বস্বকার্য্যে প্রকৃতেঃ পূর্ব্বমপেক্ষ্যন্তে তে অন্যথা কার্ৎস্ন্যেন তত্রাক্ষমাঃ স্যুরিতি তেষামায়তনং প্রধানমুপপন্নমিত্যর্থঃ। তদেব প্রধানমেব। অঙ্গীকারাদিতি। বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য পুরুষস্যবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্যেতি সাংখ্যাচার্য্যৈরভ্যুপগমাদিত্যর্থঃ। তস্মিন্ প্রধানে। তদ্ধি সত্ত্বদ্বারা পুরুষং প্রীণয়তি প্রিয়ো হি মমায়মাত্মেতি প্রযুজ্যতে। ভোক্তৃত্বেনেতি। অন্নপানাদীনি ভোগ্যানি ভোক্তারং পুরুষমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তীতি প্রসিদ্ধিঃ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অতঃপর স্পষ্টতঃ জীবাদিসূচক বাক্যগুলিকে শ্রীহরিতে যোজনা করিবার জন্য প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন,—'বিশ্বমিত্যাদি' বাক্য দ্বারা। যিনি কারুণ্যবশতঃই নিঃস্ব অর্থাৎ নিঃসম্বল (দয়ার পাত্র) বিশ্বস্থিত জীবসমুদয়কে ধারণ ও পালন করিতেছেন, যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তৃপ্তিবিধায়ক ব্যক্তিদিগকে স্বর্গের আনন্দ দিয়া পালন করিতেছেন। যদি বল, শ্রুতিতে পাওয়া যায়—দেবতারা ফল-

দাতা, বিষ্ণু হইবেন কেন? তাহা নহে, যেহেতু বিষ্ণু দেবতাদিগের অধিপতি, সুরেশ্বর, তাঁহার দয়া লাভ করিয়া দেবগণ যজ্ঞফল দান করেন, এ-জন্য বিষ্ণুই যজ্ঞফলদাতা কথিত হইল। যাঁহারা উপাসনাদ্বারা বিষ্ণুর তৃপ্তি বিধান করেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বরূপানন্দ দিয়া ধারণ অর্থাৎ পালন করেন, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'পরমানন্দঃ'। ঐ পরমানন্দময় গোবিন্দ—তাঁহাতে আমার প্রেম বিধান করুন, এইরূপ যোজনা। আপত্তি হইতেছে, জীবের কর্ম্মাদি সাধন হইতেই স্বর্গাদি ফল হইবে, ঈশ্বরের করুণার আবশ্যকতা কি? হ্যাঁ, তাহা বটে, কিন্তু তাঁহার করুণার কাছে সাধন অকিঞ্চিৎকর, কখনও সামান্য কপর্দ্দক অমূল্য মণির মূল্য পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না। এইজন্য বলিলেন—কারুণ্যবশতঃই সমস্ত দান।

এই তৃতীয় পাদে তেতাল্লিশটি সূত্র ও এগারটি অধিকরণ আছে, তাহা বিবৃত করিতে আরম্ভ করিতেছেন, অথ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। জীবাদি পদস্থ আদিপদ দ্বারা প্রধান জীব প্রভৃতি গ্রহণীয়। পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষোক্ত শ্রুতিবর্ণিত 'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্…পৃথিবীমন্তরো' ইত্যাদি ধর্ম্মগুলি উপক্রমে প্রকৃত্যাদি সাধারণভাবে বর্ণিত হইয়া উপসংহার-বাক্যস্থিত দ্যুলোক মূর্দ্ধত্ব প্রভৃতি যেরূপ কেবল পরমেশ্বরে সঙ্ক্রমিত হইয়াছে, সেইরূপ এখানেও উপক্রমে বর্ণিত আয়তনস্বরূপ সাধারণ ধর্ম্মের উপসংহার-বাক্যশেষে বর্ণিত অমৃতসেতুত্ব শ্রুত হওয়ায় উহা সসীম, সেতু শব্দার্থের সহিত অন্বয় যোগ্য প্রধান প্রভৃতিতে সংক্রমিত হইল, ইহাই সঙ্গতি দ্বারা ইহার আরম্ভ। পূর্ব্বপক্ষীর মতে প্রধানাদির উপাসনা অভিপ্রেত, সিদ্ধান্তীর মতে শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা উপদিষ্ট বুঝিতে হইবে। মাতার মত হিতকারিণী শ্রুতি মুক্তিকামীদিগকে উপদেশ দিতেছেন,—যস্মিন্নিত্যাদি দ্বারা। দ্যুলোকাবধি প্রাণ পর্য্যন্ত যাহাতে ওতপ্রোতভাবে প্রতিষ্ঠিত। সেই এই বিভু বিশ্বব্যাপক, বিজ্ঞানানন্দ শ্রীহরিকে তোমরা জান এবং জানিয়া উপাসনা কর, এইরূপ অন্বয় বুঝিবে। 'দ্যৌঃ'—অর্থাৎ স্বর্গ, অন্তরীক্ষ—আকাশ, পৃথিবী অর্থাৎ অধঃ সপ্তভুবন—(অতল, বিতল, সুতল, মহাতল, রসাতল, তলাতল, পাতাল)। উর্দ্ধ সপ্তভুবন—(ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য) এই চতুর্দ্দশ ভুবন। চকারের দ্বারা পঞ্চ তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব,

অব্যক্ত (প্রধান) ইহাও শ্রুতির অভিপ্রেত। প্রাণৈঃ সহেতি, এ-কথায় প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বান্ জীববর্গ বোধিত হইতেছে। কিরূপ আত্মাকে জ্ঞান করিবে? উত্তর—যিনি এক (অদ্বিতীয়—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত এই ত্রিবিধ ভেদরহিত) অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর অথবা বিশুদ্ধ (রাগদ্বেষাদি অবিমিশ্র)। এক শব্দের অর্থ সর্ব্বেশ্বর বিশুদ্ধ হইবার হেতু—'একে মুখ্যান্যকেবলাঃ'—এক শব্দটির—অর্থ মুখ্য, অন্য ও কেবল (বিশুদ্ধ) ইহা অমরকোষে কথিত আছে। 'তমেব' শ্রুতিস্থ এব শব্দের অর্থ অন্যযোগ-ব্যবচ্ছেদ—অপর নহে, ইহাই বুঝাইতেছে—'অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ' এই বাক্যদ্বারা। অন্য বাক্য অর্থে শ্রীহরি-ভিন্ন-বিষয়ক কর্ম্মকাণ্ডাবধি বাক্য। 'বিমুঞ্চথ'—ত্যাগ কর। যদি বল, কিজন্য শ্রীহরির উপাসনা? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অমৃতস্যৈষ সেতুঃ' যেহেতু এই শ্রীহরিই অমৃতের সেতু। মুক্তিদাতা বলিয়াই তিনি উপাস্য। তত্র সংশয় ইত্যাদি—'ইহ' অর্থাৎ দিব্ প্রভৃতির ওতপ্রোতত্ব শ্রুতিতে, সন্দেহের মূল—যেহেতু উহা দ্যুলোক, ভূলোক প্রভৃতির আয়তন। কিং প্রধান-মিত্যাদি তবে কি উহা প্রকৃতি? যেহেতু 'তদায়তনত্বোপপত্তেঃ' বিকারগুলির আয়তন প্রকৃতি। কথাটি এই—মহদাদিবিকারগুলি নিজ নিজ কার্য্য জন্মাইতে প্রকৃতির পূর্ব্বে অপেক্ষিত হয়, তাহা না হইলে সমগ্রভাবে কার্য্য জন্মাইতে তাহারা অক্ষম হইবে। অতএব তাহাদের আশ্রয়—প্রধান—ইহা যুক্তিযুক্ত। 'অমৃতসেতুশ্চ তদেব' ইতি মুক্তির সোপানও সেই প্রকৃতি। অঙ্গীকারাদিত্যাদি—বৎসের (বাছুরের) পুষ্টিসাধনের জন্য যেমন দুগ্ধের আবশ্যকতা, সেইরূপ অজ্ঞ পুরুষের মুক্তির জন্য প্রকৃতিরও কার্য্যকারিতা, এইকথা সাংখ্যাচার্য্যগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। 'আত্মশব্দস্তু তস্মিন্ উপচরিতঃ' ইত্যাদি—'তস্মিন্'—সেই প্রধানে আত্মন্ শব্দটি লাক্ষণিক। কেননা, যিনি প্রীতিপ্রদ, তিনিই আত্মা, প্রকৃতি সত্ত্বগুণ দ্বারা পুরুষকে (আত্মাকে) প্রীত করেন। আমার এই আত্মা প্রিয়, ইহাও লোকব্যবহারে প্রযুক্ত হয়। অতএব আত্মা অর্থাৎ প্রিয়। 'জীবো বা স্যাদ্ ভোক্তৃত্বেন' জীবাত্মাও ঐ শ্রুতির লক্ষ্য হইতে পারে, যেহেতু জীব ভোক্তা, ভোগোপযুক্ত অন্নপানাদিদ্রব্য ভোক্তা পুরুষকে আশ্রয় করিয়াই থাকে, ইহা সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ—

দ্যুভ্বাদ্যধিকরণম্

সূত্রম্—দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ—'দ্যুভ্বাদ্যায়তনং'—ব্রহ্মই দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষের আয়তন—অধিষ্ঠান। কারণ? 'স্বশব্দাৎ'—তাহার বিশেষণরূপে আর একটি কথা দেওয়া আছে যথা—'অমৃতস্য সেতুঃ' তিনি মুক্তির সেতু ॥ ১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ব্রহ্মৈব কিল তদায়তনম্। কুতঃ? স্বশব্দাৎ। অমৃতস্যৈষ সেতুরিতি তদসাধারণশব্দসত্ত্বাদিত্যর্থঃ। সিনোতের্ব্বর্দ্ধনার্থত্বাৎ সেতুরমৃতস্য প্রাপকঃ। সেতুরিব সেতুরিতি বা। স যথা নদ্যাদিষু কূলস্যোপলম্ভকস্তথায়ং সংসারপারভূতস্য মোক্ষস্যেতি তস্যৈবায়ং শব্দঃ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদ্যা ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পরমেশ্বর শ্রীহরিই ঐ দ্যুলোক, ভূলোক প্রভৃতির অধিষ্ঠান। কিরূপে? উত্তর—'স্বশব্দাৎ' ইনি অমৃতের অর্থাৎ মুক্তির সেতু অর্থাৎ প্রাপক, সি ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি করা, তাহার উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'তু' প্রত্যয় হেতু অমৃতের বর্দ্ধক—প্রাপক অর্থ হইতেছে অথবা সেতুর মত বলিয়া সেতু বলা হইয়াছে। সেতুর সহিত সাদৃশ্য এই—সেই সেতু যেমন নদী-হ্রদ-তড়াগ প্রভৃতিতে পারগমনেচ্ছু ব্যক্তিকে পরপারে লইয়া যায়; সেইরূপ সংসার-সমুদ্রের পরপার-স্বরূপ মুক্তির প্রাপক শ্রীহরিই। অতএব পরমেশ্বরের পক্ষেই এই বিশেষণ সঙ্গত। জীব বা প্রকৃতিতে সে বিশেষণ সঙ্গত হয় না। শ্রুতিও সেই কথা বলিয়াছেন—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অনায়" তাঁহাকে (শ্রীহরিকে) জানিলে (তত্ত্বতঃ বুঝিলে) মৃত্যু—সংসারকে 'অত্যেতি'—অতিক্রম করে—পার হয়, তদ্‌ভিন্ন আর কোন পথ নাই। ইত্যাদি আরও শ্রুতি আছে ॥ ১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—এবং প্রাপ্তে ব্রবীতি দ্যুভ্বাদীতি। দ্যৌশ্চ ভূশ্চ তে আদী যস্য প্রাণান্তস্য তৎ দ্যুভ্বাদি। তস্য আয়তনমাশ্রয়ো ব্রহ্মৈবেহ

গ্রাহ্যম্। কুতঃ? স্বশব্দাৎ। অমৃতস্যৈষ সেতুরিতি। সংসারনিবৃত্তিকরণার্থ-কাদ্বাক্যাৎ ব্রহ্মাসাধারণ্যাদিত্যর্থঃ। তদন্যস্য মোক্ষদত্বং নৈবেত্যত্র শ্রুতিমাহ—'তমেবেতি'। "বরং বৃণীষ ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ। এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ"। ইতি শ্রীদশমে মুচুকুন্দং প্রতি ইন্দ্রাদিদেবোক্তেশ্চ। "বহুনাত্র কিমুক্তেন যাবদ্বিষ্ণুং ন গচ্ছতি। যোগী তাবন্ন মুক্তঃ স্যাদেষ শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ" ইত্যাদিত্যপুরাণবচনাচ্চ। মুক্তিং প্রার্থয়মানং মাং পুনরাহ ত্রিলোচনঃ। "মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ" ইতি শ্রীহরিবংশে কৈলাস-যাত্রায়াং স্বপূজকং ঘণ্টাকর্ণং প্রতি শ্রীশিববাক্যাচ্চ ॥ ১ ॥

টীকানুবাদ—'এবং প্রাপ্তে' ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ বলিতেছেন, 'দ্যুভ্বাদি' ইত্যাদি সূত্র। ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ—'দ্যৌশ্চ ভূশ্চ' ইতি ইতরেতর দ্বন্দ্ব, তাহার পর 'তে আদী যস্য' বহুব্রীহি, সেই দ্যুলোক ও ভূলোক আদি করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত ইহা দ্যুভ্বাদি শব্দের অর্থ, তাহার আয়তন—আশ্রয়রূপে ব্রহ্মই এখানে ধর্ত্তব্য। কারণ কি? উত্তর 'স্বশব্দাৎ' তিনি অমৃতের সেতু, এই সংসার-নিবৃত্তির কারণরূপ অর্থবোধক বাক্য ব্রহ্মমাত্রে সম্ভব, অন্যে নহে, এই অসাধারণ বিশেষণহেতু। ব্রহ্ম (পরমেশ্বর শ্রীহরি)-ভিন্ন অপরের মুক্তিদান-কারিত্ব নাই, এই বিষয়ে 'তমেব বিদিত্বা' ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ। এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধে রাজা মুচুকুন্দের প্রতি ইন্দ্রাদি-দেবের উক্তিও প্রমাণ, যথা—'বরং বৃণীষ ইত্যাদি'—হে মহারাজ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি কৈবল্য-ব্যতিরেকে অন্য বর আমাদিগের নিকট প্রার্থনা কর। যেহেতু একমাত্র ভগবান্ অব্যয় বিষ্ণুই সেই কৈবল্য দান করিতে সমর্থ। আদিত্যপুরাণেও আছে—এ-বিষয়ে আর অধিক কথা কি বলিব, যোগী পুরুষ যাবৎকাল পর্য্যন্ত শ্রীবিষ্ণুকে আশ্রয় না করে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহার মুক্তি হয় না, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। হরিবংশেও শ্রুত হয়—কৈলাস-যাত্রাকালে স্বয়ং মহাদেব নিজের উপাসক ঘণ্টাকর্ণকে বলিতেছেন—'আমি (ঘণ্টাকর্ণ) ত্রিলোচনের নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিলে তিনি পুনরায় আমাকে বলিলেন—'বিষ্ণুই কেবল সকলের মুক্তিদাতা—ইহা নিঃসন্দেহ' ॥ ১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমানে তৃতীয়পাদে স্পষ্টভাবে জীব প্রভৃতির প্রতিপাদক কতকগুলি বাক্যের যে ব্রহ্মেই সমন্বয়, তাহা বিচারিত হইতেছে। ভাষ্যকার

সর্ব্বপ্রথমেই মঙ্গলাচরণমুখে বলিলেন,—যে পরমানন্দময় গোবিন্দ এই নিঃস্ব বিশ্বকে ধারণ ও পালন করিয়া থাকেন, তিনি তাঁহার প্রতি আমার রতি বিস্তার করুন। এই কথার দ্বারা জগৎ যে নিঃস্ব, অর্থাৎ জগতের যে বাস্তবিক নিজস্ব কিছুই নাই, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মূল শ্রীভগবানই এই জগতের একমাত্র আধার এবং সমগ্র জগৎ ও তদন্তর্ব্বর্ত্তী জীবগণ যে শ্রীভগবানের করুণাবশেই পালিত ও রক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা জ্ঞাপন করিলেন। সেই জগন্নাথ শ্রীহরির প্রীতিলাভই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়। তাহাও শ্রীহরির কৃপায়ই লাভ হইয়া থাকে।

মুণ্ডকোপনিষদের দ্বিতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ডে পঞ্চম শ্লোকে পাওয়া যায়,—"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী···অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" এ-স্থলে পূর্ব্বপক্ষবাদীর সংশয় এই যে, এ-স্থলে স্বর্গ, পৃথিবী প্রভৃতির আধার বলিতে প্রকৃতি, জীব অথবা ব্রহ্ম—কাহাকে বুঝাইতেছে? প্রকৃতি বা জীব যে পৃথিব্যাদির আধার হইতে পারে না এবং পূর্ব্বপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করতঃ পরব্রহ্ম শ্রীহরিই যে একমাত্র আধার, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সূত্রকার প্রথম সূত্রের অবতারণা করিয়া জানাইলেন যে, ব্রহ্মই দ্যুলোকাদির অধিষ্ঠান, কারণ অমৃতের সেতু ও আত্মশব্দের প্রয়োগ দ্বারা অন্য অর্থ হইতে পারে না, অর্থাৎ জীব বা প্রকৃতিকে মুক্তি-দাতা বলা যাইতে পারে না। এ-বিষয়ে ভাষ্যে ও টীকায় বিস্তারিত আলোচনা আছে।

পৃথিব্যাদির অধিষ্ঠান যে শ্রীভগবান্, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ।
হৃদা স্বর্লোক উরসা মহর্লোকো মহাত্মনঃ॥
গ্রীবায়াং জনলোকোঽস্য তপোলোকঃ স্তনদ্বয়াৎ।
মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ॥" (ভাঃ ২।৫।৩৮-৩৯)

মৎস্য পুরাণেও পাওয়া যায়,—

"হরেরবয়বৈর্লোকাঃ সৃষ্টা ইতি বিকল্পনম্॥"

শ্রীহরিই যে একমাত্র মুক্তি-দাতা, সে-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে মুচুকুন্দের প্রতি দেবগণের বাক্যে জানা যায়,—

"বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ।
এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ॥" (ভাঃ ১০।৫১।২০)

অর্থাৎ হে রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক। আপনি অদ্য মুক্তি ব্যতীত অপর যে কোন বর প্রার্থনা করুন। একমাত্র অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণুই মুক্তি প্রদানে সমর্থ।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুক-বাক্যেও পাই,—

"ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে॥ (১০।২৯।১৬)

অর্থাৎ হে রাজন! তুমি মহাযোগেশ্বর ষড়ৈশ্বর্য্যশালী অজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে এরূপ কর্ম্ম আশ্চর্য্যজনক মনে করিও না। যেহেতু, মনুষ্য ত' দূরের কথা, তিনি স্থাবরাদি পদার্থকেও মুক্তিপ্রদান করিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"মুক্তি-হেতু তারকব্রহ্ম হয় 'রামনাম'।
'কৃষ্ণনাম' পারক হঞা করে প্রেমদান॥" (অন্ত্য ৩।২৫৫)
"নামাভাসে 'মুক্তি' হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাতে অজামিল—সাক্ষী॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্য ৩।৬৪)

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।" (ভাঃ ১০।৮২।৪৪)

শ্রীঋষভদেবের বাক্যেও আছে,—

"প্রীতি র্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ"॥ (ভাঃ ৫।৫।৬১)

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

"যে করয়ে বন্দী, প্রভু! ছাড়ায় সে-ই সে।" (মধ্য ১ম অঃ)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" (৭।১৪) ॥ ১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ইতোঽপীত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—বক্ষ্যমাণ কারণেও বলিতেছেন—

সূত্রম্—মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ—'মুক্তোপসৃপ্য'—অর্থাৎ মুক্তপুরুষের উপসর্পণীয়ত্বের, 'ব্যপদেশাৎ'—উক্তিহেতু প্রকৃতি ঐ শ্রুতিতে গ্রাহ্য নহে ॥ ২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্" ইত্যাদৌ "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইতি মুক্তপ্রাপ্যত্বেনোক্তেশ্চ ব্রহ্মৈব তৎ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যখন আত্মদর্শনকারী যোগী স্বর্ণের ন্যায় জ্যোতির্ময় স্পৃহণীয় বর্ণ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা প্রকৃতির কারণকে দর্শন করে ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, তখন সেই যোগী উপাধিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুর সাম্য প্রাপ্ত হয়, এইরূপে মুক্তপ্রাপ্যত্বরূপে পুরুষের উক্তি পাওয়া যাইতেছে। অতএব ঐ দর্শনীয় রুক্মবর্ণ পুরুষ পরমেশ্বর বলিতে হইবে ॥ ২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—মুক্তেতি। যদেত্যাদৌ দ্যুভ্বাদ্যায়তনস্য মুক্তোপসৃপ্যত্বং ব্যপদিষ্টমতস্তদ্ ব্রহ্মৈব ভাবপ্রধানো নির্দ্দেশঃ ॥ ২ ॥

টীকানুবাদ—'যদা পশ্যঃ পশ্যতে' ইত্যাদি শ্রুতিতে দ্যুলোকাদির আশ্রয় পুরুষকেই মুক্ত পুরুষের গন্তব্যস্থান বলা হইয়াছে, এইজন্য সেই দ্যু-প্রভৃতির আয়তন ব্রহ্মই। এই সূত্রে যে 'মুক্তোপসৃপ্য' বলা হইয়াছে, উহা মুক্তোপসৃপ্যত্ব এইরূপ ধর্ম্মপর নির্দ্দেশ জানিবে ॥ ২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—মুণ্ডক শ্রুতির তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় শ্লোকে 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং' শ্লোক হইতে জানা যায় যে, যখন জীব রুক্মবর্ণ কর্ত্তা, ঈশ্বর এবং ব্রহ্মারও যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থানরূপ পুরুষকে দর্শন করেন, তখন পাপ ও পুণ্য বিধৌত হইয়া নিরঞ্জন—উপাধি-নির্ম্মুক্ত হন এবং পরম সাম্য অর্থাৎ সারূপ্য লাভ করেন। এ-স্থলে মুক্তের প্রাপ্য ব্রহ্ম, ইহা অবগত হওয়া যায়।

সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে মুক্ত পুরুষের উপসৃপ্য অর্থাৎ প্রাপ্য বলিয়া পরমেশ্বরকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সুতরাং দ্যুলোকাদির আয়তন বা আশ্রয় পুরুষ যখন মুক্ত পুরুষের প্রাপ্য, তখন ইনি ব্রহ্মই, জীব বা প্রকৃতি হইতে পারেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥" (ভাঃ—১১।২০।৩০)

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রুতি-স্তবের "দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্তনোঃ" শ্লোকে শ্রীধর-ধৃত সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়,—

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"

এ-স্থলে মধ্বাচার্য্যধৃত অন্যান্য শ্রুতিও আছে, 'মুক্তা হ্যেতমুপাসতে' 'মুক্তানামপি ভক্তির্হি পরমানন্দরূপিণী' "অমৃতস্য ধারা বহুধাদোহমানঞ্চরণং লোকে সুধিতাং দধাতু ওঁ তৎ সৎ" ইত্যাদি।

ভাবার্থদীপিকায় আছে,—

"পার্ষদতনূনামকর্ম্মারব্ধত্বং নিত্যত্বং শুদ্ধত্বঞ্চ।"

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূত-গুণো হরিঃ ॥" (১।৭।১০) শ্লোকও আলোচ্য।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীসার্ব্বভৌমও শ্রীমহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—

"এবম্বিধ মুক্ত সব করে কৃষ্ণভক্তি।
হেন কৃষ্ণগুণের স্বভাব মহাশক্তি ॥" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৩।৯১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য,—

"আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর-ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৮৫) ॥ ২ ॥

সূত্রম্ —নানুমানমতচ্ছব্দাৎ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ—'ন অনুমানং'—আনুমানিক প্রধান এই শ্রুতিতে গ্রহণীয় নহে। কারণ ? অচেতন প্রকৃতিবাচক কোনও শব্দের উল্লেখ উহাতে নাই ॥ ৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—স্মার্ত্তং প্রধানং ইহ ন গ্রাহ্যম্। কুতঃ? অতচ্ছব্দাৎ অচেতনপ্রধানবাচকশব্দাভাবাৎ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—স্মৃতিবোধিত প্রধান (প্রকৃতি) এখানে গ্রহণীয় নহে, যেহেতু এখানে অচেতন প্রধানবাচক শব্দের উল্লেখ নাই।

সূক্ষ্মা টীকা—অতচ্ছব্দাদিতি। প্রত্যুত তদ্বিরোধী শব্দোঽস্তি যঃ সর্ব্বজ্ঞ ইতি ॥ ৩ ॥

টীকানুবাদ—'অতচ্ছব্দাদিতি'—অচেতন প্রকৃতি-বাচক শব্দ তো নাই-ই, প্রত্যুত তাহার বিরোধী শব্দ যথা 'স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্' ইত্যাদি শব্দই প্রযুক্ত রহিয়াছে ॥ ৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত আনুমানিক প্রধান বা প্রকৃতি উদ্দিষ্ট হয় নাই; কারণ অচেতন প্রকৃতি-বাচক কোন শব্দের উল্লেখ এখানে নাই। বরং তদ্বিরোধী শব্দেরই নির্দ্দেশ আছে—'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ' ইত্যাদি উক্তিতে। সুতরাং সাংখ্য-মতের অচেতন প্রকৃতিকে দ্যুলোকাদির আধার বা আশ্রয় বলা যায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্ধামা স্বয়ংজ্যোতির্ব্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্ ॥
স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া ॥" (ভাঃ—৩।২৬।৩-৪) ॥ ৩ ॥

সূত্রম্—প্রাণভৃচ্চ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ—'প্রাণভৃৎ চ'—প্রাণধারী জীবও; 'ন'—আত্মন্ শব্দ হইতে বোধনীয় নহে, 'অতচ্ছব্দাৎ' যেহেতু জীববাচক শব্দের উল্লেখ নাই ॥ ৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নেত্যনুবর্ত্ততে হেতুশ্চ। নাপ্যাত্মশব্দাৎ প্রাণভৃদ্গ্রহণাশাত্র সংভবতি অততীতিব্যুৎপত্তেঃ সর্ব্বব্যাপকে ব্রহ্মণ্যেব মুখ্যত্বাৎ।' যঃ সর্ব্ববিদিত্যাদিরুপরিতনস্তু তত্রৈব বর্ত্ততে, অতো জীববাচকশব্দাভাবাৎ ন তস্যাপ্যত্র গ্রহণং যোগ্যমিতি ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই সূত্রে পূর্ব্বসূত্রস্থ 'ন' এই পদ ও হেতুবোধক 'অতচ্ছব্দাৎ' এই পদ অনুবৃত্ত হইতেছে। অতএব আত্মন্ শব্দ হইতে প্রাণধারী জীবের গ্রহণের আশা এখানে সম্ভব নহে, কারণ এই শ্রুতিতে জীববোধক কোন শব্দ নাই, ইহা সমুদয়ার্থ। আত্মন্ শব্দটি 'অততি সাতত্যেন গচ্ছতি' এই অর্থে অত্ ধাতুর মনপ্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন; এইজন্য সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম অর্থেই মুখ্য। 'যঃ সর্ব্ববিদ্' ইত্যাদি পূর্ব্ববর্ত্তী আত্মন্ শব্দ সেই ব্রহ্মপর, অতএব জীববাচক শব্দের অভাবে সেই জীবকেও গ্রহণ করা উচিত নহে ॥ ৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—হেতুশ্চেতি। স চাতচ্ছব্দাদিত্যেষঃ ॥ ৪ ॥

টীকানুবাদ—'হেতুশ্চ' অর্থাৎ যেমন 'ন' এই পদের এই সূত্রে অনুবৃত্তি, সেইরূপ হেতু অর্থাৎ 'অতচ্ছব্দাৎ' ইহারও এই সূত্রে অনুবৃত্তি জ্ঞাতব্য ॥ ৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন—প্রাণধারী জীবও নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। কারণ সেরূপ শব্দের উল্লেখ নাই। দ্বিতীয়তঃ 'আত্মন্' শব্দ মুখ্যার্থে সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মকেই বুঝায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাঽসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥" (ভাঃ—৩।২৬।১৯)
"কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥" (ভাঃ ৩।৫।২৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি' করে বীর্য্যের আধান॥
সাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।
জীব-রূপ 'বীজ' তাতে কৈলা সমর্পণ॥" (মধ্য ২০।২৭২-২৭৩)

শ্রীগীতার "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" শ্লোকও আলোচ্য।

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ (ভাঃ—১১।২।৪৫)

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ তন্ত্রবচন উদ্ধার করিয়াছেন,—

"আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

" 'আত্মা'—শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহৎস্বরূপ।
সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বসাক্ষী, পরম স্বরূপ॥" (মধ্য ২৪।৭৩)
"ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ—তত্ত্ব সর্ব্ব বৃহত্তম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি' নাহি যার সম॥" (মধ্য ২৪।৬৬)
"সেই ব্রহ্ম-শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান্।
অদ্বিতীয়-জ্ঞান, যাঁহা বিনা নাহি আন॥" (মধ্য ২৪।৬৯)
"সেই অদ্বয়-তত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
তিনকালে সত্য তিঁহো, শাস্ত্র-প্রমাণ॥" (মধ্য ২৪।৭১)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায়,—

"বৃহত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ॥" (১।১২।৫৭)॥ ৪॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ইতোঽপ্যত্র প্রাণভৃদ্গ্রহণং নেত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—বক্ষ্যমাণ কারণেও আত্মা বলিতে প্রাণধারীর গ্রহণ হইতে পারে না—

সূত্রম্—ভেদব্যপদেশাচ্চ॥ ৫॥

সূত্রার্থ—'ভেদব্যপদেশাৎ চ'—প্রাণভৃৎ ও পরমেশ্বরের পরস্পর ভেদ উল্লেখ হেতুও উক্ত শ্রুতিস্থ আত্মন্-শব্দ প্রাণভৃদ্বোধক নহে॥ ৫॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তমেবৈকং জানথেত্যাদিনা তস্মাৎ তস্য ভেদোক্তেশ্চ॥ ৫॥

ভাষ্যানুবাদ—'তমেবৈকং জানথ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা জীব ও পরমেশ্বরের পার্থক্য কথিত হইয়াছে, এ-জন্যও পরমেশ্বর ও জীব এক নহে॥ ৫॥

সূক্ষ্মা টীকা—তমেবৈকমিতি। জ্ঞেয়াৎ তস্মাৎ জ্ঞাতৄণাং জীবানাং ভেদো বিহিতোঽতশ্চ প্রাগ্বৎ আদিশব্দাদোমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানমিতি পরবাক্যে চ গ্রাহ্যম্॥ ৫॥

টীকানুবাদ—পরমেশ্বর জ্ঞেয় ও জীব জ্ঞাতা, পরমেশ্বর এক, জীব অনেক, অতএব উভয়ের ভেদ বিহিতই আছে, সেইজন্য 'দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্' এই আদি শব্দের পূর্ব্বের মত এখানেও গ্রাহ্যতা নিবন্ধন 'ওম্ ইত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্' সেই আত্মাকে প্রণববাচ্য মনে করিয়া ধ্যান কর, এই অর্থ পরবর্ত্তী বাক্যে 'আত্মানং' পদের যোজনায় গ্রাহ্য॥ ৫॥

সিদ্ধান্তকণা—জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে ভেদের উল্লেখ থাকায় দ্যুলোকাদির আধার বা আত্মন্ শব্দে জীবকে বুঝাইতেছে না। সব কথা ছাড়িয়া দিয়া সেই একমাত্র আত্মাকেই জান, তিনিই অমৃতের সেতু, এই শ্রুতি-বর্ণিত আত্মা শ্রীহরিই। কারণ এখানে জ্ঞাতৃরূপে জীবকে এবং জ্ঞেয়-রূপে আত্মা শ্রীহরিকেই বুঝাইতেছে এবং উহাদের মধ্যে পরস্পর ভেদও স্পষ্টতই জানা যাইতেছে, সুতরাং 'আত্মন্' শব্দে পরব্রহ্মই উদ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রাণধারী জীব নহে।

'আত্মন্'-শব্দের মুখ্যার্থে যে ব্রহ্মই লক্ষণীয়, তাহা পূর্ব্বের সিদ্ধান্তকণায় উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে পরস্পরের ভেদের প্রমাণ স্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

দেবগণ—গর্ভস্তোত্রে (১০।২।২৭) "একায়নোঽসৌ" শ্লোকে 'দ্বিখগো'. শব্দের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—"দ্বৌ জীবপরমাত্মানৌ খগৌ পক্ষিরূপিণৌ যস্মিন্ সঃ।" শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায়ও পাই,—"দ্বৌ জীবেশ্বরৌ খগৌ যস্মিন্ সঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"দ্বে অস্য বীজে শতমূলস্ত্রিনালঃ" (১১।১২।২২-২৩) শ্লোকের "দ্বিসুপর্ণনীড়ঃ" শব্দের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—"দ্বয়োঃ সুপর্ণয়োর্জীবপরমাত্মনোর্নীড়ং যস্মিন্ সঃ।"

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

'মায়াধীশ', 'মায়াবশ',—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত' অভেদ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৬।১৬২)

এতৎপ্রসঙ্গে "দ্বা সুপর্ণা সযুজা" (মুণ্ডক ৩।১।১, শ্বেতাশ্বতর ৪।৬) শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীগীতার "ইদং শরীরং কৌন্তেয়" শ্লোকও আলোচ্য॥ ৫॥

সূত্রম্—প্রকরণাৎ॥ ৬॥

সূত্রার্থ—কাহাকে জানিলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মের কথাই প্রক্রান্ত হইয়াছে, সুতরাং প্রকরণ ধরিয়া 'তমেবৈকমাত্মানম্' এই শ্রুতিস্থ আত্মন্ শব্দে ব্রহ্ম (পরমেশ্বর) জ্ঞাতব্য॥ ৬॥

গোবিন্দভাষ্যম্—কস্মিন্ন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ব্রহ্মণঃ প্রকৃতত্বাচ্চ তথা॥ ৬॥

ভাষ্যানুবাদ—কাহাকে জানিলে এই সমুদয় জ্ঞাত হয় ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মেরই প্রক্রম করা হইয়াছে, এজন্যও আত্মন্ শব্দে পরমেশ্বর জ্ঞাতব্য॥ ৬॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রকরণেতি। একস্য বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমুপক্রম্য দ্যুভ্বাদ্যায়তনস্যোপন্যাসাৎ প্রাগ্বৎ। ন হি ব্রহ্মণ্যস্মিন্ বিজ্ঞাতে তৎ সম্ভবেদিতি তস্যৈব তৎ প্রকরণম্॥ ৬॥

টীকানুবাদ—কোন একটির বিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান হয়, এই উপক্রম করিয়া যিনি দ্যু-ভূ প্রভৃতির আয়তন, তাঁহার বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হয়, এই উপন্যাস যেহেতু হইয়াছে, অতএব পূর্ব্বের মত এখানেও আত্মন্ শব্দের অর্থ পরমেশ্বর গ্রাহ্য। যুক্তি এই—যদি আত্মন্ শব্দে জীবাত্মাকে ধর, তবে ঐ উক্তি সঙ্গত হয় না। যেহেতু জীবব্রহ্ম জ্ঞাত হইলে সর্ব্ববিজ্ঞান অসম্ভব, অতএব পরমেশ্বরই প্রক্রান্ত বুঝিতে হইবে॥ ৬॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বশ্রুতিবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কাঁহাকে জানিলে সব জানা যায়—এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মকেই জানিলে সকল বিজ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু জীবকে জানিলে তাহা সম্ভব নহে। এই প্রকরণবলেও এখানে পরমেশ্বরই উদ্দিষ্ট।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"সর্ব্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো
ন বেদ সর্ব্বজ্ঞমনন্তমীড়ে।" (৬।৪।২৫)॥ ৬॥

সূত্রম্—স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ॥ ৭॥

সূত্রার্থ—একের সংসার-রূপ বৃক্ষে সাক্ষিরূপে অবস্থিতি ও অপরের কর্ম্মফল ভোগরূপ পিপ্পল-ফল ভোজন হেতু এবং ইহার অবশিষ্ট বাক্য হইতেও উভয়ের প্রভেদ বুঝা যাইতেছে॥ ৭॥

গোবিন্দভাষ্যম্—দ্যুভ্বাদ্যায়তনং প্রকৃত্য "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ইতি পঠ্যতে। তয়োর্দীপ্যমানস্যাত্রব্রহ্মত্বং তদা স্যাদ্ যদি দ্যুভ্বাদ্যায়তনস্য পূর্ব্বং ন তৎ প্রতিপাদয়েৎ। ইতরথা আকস্মিকী তদুক্তিরশ্লিষ্টা স্যাৎ। জীবোক্তিস্তু ন তথা লোকপ্রসিদ্ধস্য তস্যাত্রানুবাদাৎ। তস্মাদ্‌ব্রহ্মৈব তদিতি॥ ৭॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রথমে শ্রুতিস্থ দ্যুলোক ভূলোক প্রভৃতির আয়তন ব্রহ্ম, ইহা আরম্ভ করিয়া 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া...অভিচাকশীতি' এই

শ্রুতিটি উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার অর্থ দুইটি পক্ষী (জীব ও ঈশ্বর) একসঙ্গে সখ্যভাবে থাকিয়া দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একটি (জীবাত্মা) পিপ্পল কিনা দেহনিষ্পন্ন কর্ম্মফল মধুরভাবে আস্বাদন করিতে থাকে, আর অপরটি (ঈশ্বর) সেই ফল না খাইয়াও প্রদীপ্ত হন। সেই দুইটির মধ্যে যিনি দীপ্যমান, তাঁহার অব্রহ্মত্ব (ঈশ্বর ভিন্ন জীবত্ব) উক্তি সম্ভবপর তখন হইত, যদি পূর্ব্বে দ্যু-ভূ প্রভৃতির আয়তনকে ব্রহ্মরূপে প্রতিপাদন না করা হইত। পূর্ব্বে দ্যুলোকাদির আয়তনত্বের উক্তি না করিলে তাঁহার (আকস্মিক) ব্রহ্মোক্তি অসঙ্গত হইত, কিন্তু উহাকে জীব বলিলে আর সে অসঙ্গতি থাকে না, যেহেতু জীব কর্ম্মফলভোক্তা, ইহা প্রসিদ্ধই আছে, সে দ্যুলোকাদির আয়তন হইতেই পারে না। সেই জীবের এই শ্রুতিতে পুনঃ কথন মাত্র। অতএব দ্যুলোকাদির আশ্রয় ব্রহ্মই, জীব নহে ॥ ৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্থিতীতি পঞ্চমীদ্বিবচনম্। দ্বা সুপর্ণেতি ছান্দসম্। দ্বৌ সুপর্ণৌ পক্ষিণৌ সযুজৌ সহযোগবন্তৌ সখায়ৌ মিত্রে ভবতঃ সমানমেকং দেহলক্ষণং বৃক্ষং পরিষ্বজ্য তিষ্ঠতঃ। তয়োরন্য একঃ সুপর্ণো জীবঃ পিপ্পলং দেহ পিপ্পলনিষ্পন্নকর্ম্মফলম্। স্বাদু মধুরং যথা স্যাৎ তথাত্তি ভুঙ্‌ক্তে। অন্যঃ সুপর্ণঃ পরমাত্মা তু তৎ ফলমনশ্নন্নভুঞ্জানোঽপ্যভিচাকশীতি প্রদীপ্যত ইত্যর্থঃ। তদিতি .ব্রহ্মত্বম্। তদুক্তির্ব্রহ্মোক্তিরশ্লিষ্টাঽসঙ্গতেত্যর্থঃ। ন তথা নাসঙ্গতা। তস্য জীবস্য। সূত্রস্থচশব্দো জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমিতি বাক্যশেষস্তং তদ্‌ভেদবচনমাহ ॥ ৭ ॥

টীকানুবাদ—'স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ'—স্থিতি ও অদন-শব্দের উত্তর পঞ্চমীর দ্বিবচন, হেতু-অর্থে। 'দ্বা সুপর্ণা' এই দুই পদে—দ্বৌ সুপর্ণৌ না হইয়া দ্বা সুপর্ণা হইবার হেতু বেদে 'সুপাংসুলুক্' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ঔ বিভক্তিস্থানে ডাচ্ আদেশ-নিষ্পন্ন, অতএব বৈদিক প্রয়োগ। দ্বৌ সুপর্ণৌ—দুইটি পক্ষী, 'সযুজা'—সযুজৌ—সহযোগবিশিষ্ট, 'সখায়া'—'সখায়ৌ—পরস্পর মিত্র, তাহারা এক দেহরূপ বৃক্ষকে জড়াইয়া বাস করে। তাহাদের মধ্যে একটি পক্ষী অর্থাৎ জীব পিপ্পল কিনা দেহ অর্থাৎ দেহ-নিষ্পন্ন কর্ম্মফল মধুরভাবে আস্বাদন করে, আর একটি পক্ষী (পরমেশ্বর) সেই ফল ভোগ না করিয়াই

দেদীপ্যমান থাকেন। 'পূর্ব্বং ন তৎ প্রতিপাদয়েৎ'—'তৎ' অর্থাৎ ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদন, না করিত। 'স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ' এই সূত্রস্থিত 'চ' শব্দ 'জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশং'—যখন যোগী একজনকে কর্ম্মফলভোক্তা ও অপরটিকে পরমেশ্বর বলিয়া দর্শন করে। এই অবশিষ্ট বাক্যস্থিত পরমেশ্বরকে জীব হইতে ভিন্ন বলিতেছে ॥ ৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে এক দেহরূপ বৃক্ষে যে দুইটি পক্ষীর বাসের কথা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে যেইটি কর্ম্মফল ভোগ করে, সেইটি জীব; আর অপরটি ভোগ করেন না, কেবল সাক্ষিস্বরূপে দর্শন করেন মাত্র। এ-স্থলে একটি পক্ষীর 'স্থিতি' এবং অপরটির অদন অর্থাৎ ভোজনের কথা উল্লিখিত থাকায় জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্পষ্টই বুঝাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, এ-স্থলে শ্রুতি-বর্ণিত ব্রহ্মের কথাই বিচারিত হইতেছে, জীবের নহে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-বর্ণিত তত্ত্ব ব্রহ্মই।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

> "সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ
> যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
> একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন-
> মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্ ॥" (১১।১১।৬)

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যিনি কর্ম্মফল ভোগ করেন, তিনি কখনও সর্ব্বজ্ঞ ও অমৃতের সেতু হইতে পারেন না। পরন্তু যিনি সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান করেন, তিনিই অমৃতের সেতু এবং দ্যুলোক ও ভূলোকের আধার ॥ ৭ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ছান্দোগ্যে শ্রীনারদেন পৃষ্টঃ শ্রীসনৎকুমারস্তং প্রতি নামাদীন্যুপদিশ্যাহ—"ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্" ইতি। ইহ ভূমশব্দেন বহুত্বসংখ্যা নাভিধীয়তে কিন্তু বৈপুল্যরূপা ব্যাপ্তিরেব। যত্রান্যৎ পশ্যতি তদল্পমিত্যল্পত্বপ্রতিদ্বন্দ্বিকত্বেন বেদং বিজিজ্ঞা-

অল্পশব্দনিগদিতধর্ম্মিপ্রতিদ্বন্দ্বিপ্রতিপত্তেরেব ভূমগুণবান্ ধর্ম্মী স ইতি নির্ণীয়তে। অত্র বিচিকিৎসা—ভূমা প্রাণো বিষ্ণুর্ব্বেতি। তত্র "প্রাণো বা আশায়া ভূয়ান্" ইতি সন্নিধানাৎ পুনঃ প্রশ্নোত্তরয়োরভাবাচ্চ প্রাণো ভূমা। প্রাণশব্দো হি প্রাণসচিবং জীবমভিধত্তে ন বায়ুবিকার-মাত্রম্। "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইত্যুপক্রমাৎ "আত্মন এবেদং সর্ব্বম্" ইত্যুপসংহারাচ্চ। তেনান্তরালিকো ভূমাপি স এব ভবিতুমর্হতি। যত্র নান্যৎ পশ্যতীত্যাদিকমপ্যস্মিন্ পক্ষে সঙ্গচ্ছেত। সুষুপ্তৌ প্রাণ-গ্রস্তেষু ইন্দ্রিয়েষু তত্র দর্শনাদিবিনিবৃত্তেঃ। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্" ইত্যপ্যবিরুদ্ধম্। তস্যাং সুখমহমস্বাপ্সমিতি সুখশ্রবণাৎ। এবং জীবাত্মনি নির্ণীতে বাক্যশেষোঽপি তদনুকূলতয়ৈব নেয় ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রবীতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীনারদ কর্ত্তৃক শ্রীসনৎকুমার জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে প্রথমতঃ নাম, ক্রমে বাক্, মন, প্রাণ পর্য্যন্ত পদার্থকে ব্রহ্মরূপে উপদেশ করিয়া বলিলেন—ভূমা পুরুষ শ্রীহরিই জ্ঞাতব্য। ইহা শুনিয়া নারদ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! সেই ভূমা কে? বিচার করিয়া বলুন। সনৎকুমার বলিলেন—যাঁহাকে জানিলে আর কিছুই দ্রষ্টব্য থাকে না, অপর কিছুই শ্রোতব্য শোনে না, অপর কোন বিজ্ঞাতব্য থাকে না, তিনিই ভূমা পুরুষ। আর যাহা অনুভূত হইলে পুনরায় জীব অন্য দর্শন করে, অন্য শ্রবণ করে, অন্য অনুভব করে, তাহা পরিচ্ছিন্ন, অল্প অব্যাপক অভূমা। এই শ্রুতিতে প্রযুক্ত 'ভূমন্' শব্দের অর্থ বহুত্ব সংখ্যা নহে—কিন্তু বৈপুল্য বা ব্যাপ্তিই; কারণ 'যত্রান্যৎ পশ্যতি তদল্পম্' এই কথায় অল্পত্বের প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্টকেই ভূমা বলা হইয়াছে। এ-স্থলে সংশয় হইতেছে—এই ভূমা কি প্রাণ? অথবা বিষ্ণু? পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—ভূমা প্রাণও হইতে পারে; কেননা 'আশায়া ভূয়ান্' আকাঙ্ক্ষা হইতে ভূয়স্ত্ববিশিষ্ট প্রাণ, ইহা ভূমা শব্দের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং নারদ-সনৎকুমার সংবাদে আর প্রশ্নোত্তর ই; প্রাণ পর্য্যন্ত বলিয়াই নিবৃত্তি হইয়াছে, এই কারণেও প্রাণকেই ভূমা আ। যদি বল—প্রাণের ভূমত্ব কিরূপে সঙ্গত? তাহার উত্তরে বলিব—

এখানে প্রাণশব্দ প্রাণের সহকর্ম্মী জীবাত্মার অভিধায়ক, বায়ু-বিকার-বিশেষের নহে। হেতু এই—উপক্রমে বলিলেন 'তরতি শোকমাত্মবিৎ' আত্মার স্বরূপজ্ঞ ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হন, আবার উপসংহারে বলিলেন 'আত্মন এবেদং সর্ব্বম্' এই দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুই আত্মার ভোগ্য, অতএব এই আত্মার উপক্রম-উপসংহার মধ্যে পঠিত ভূমা সেই আত্মাই হওয়া উচিত। ইহা হইলে 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি' যাঁহাকে জানিলে আর অন্য জ্ঞাতব্য থাকে না ইত্যাদি বাক্যও প্রাণপক্ষে সঙ্গত হয়। কেননা সুষুপ্তিকালে যখন সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাণে লীন হয়, তখন আর দর্শনাদি-ক্রিয়া থাকে না। আবার 'যো বৈ-ভূমা তৎসুখম্' যাহা—ভূমা, তাহাই সুখ ইত্যাদি বাক্যেরও কোনও অসঙ্গতি নাই। যেহেতু সেই সময় অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে 'সুখমহমস্বাপ্সম্' 'আমি বেশ সুখে ঘুমাইয়াছিলাম'—এইরূপ সুখানুভূতির কথা শোনা যায়, অতএব এইরূপে প্রাণসচিব জীবাত্মাই ভূমার অর্থ নির্ণীত হইলে…যে সকল বাক্য শেষ আছে 'এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি ইতি ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ' যিনি সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর দ্বারা প্রাণ পর্য্যন্ত পনরটি পদার্থকে লঙ্ঘন করিয়া সত্যসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত শ্রীহরিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই কথা বলে, সেই যথার্থবাদী, ইনিই ভূমা ইনিই জ্ঞাতব্য। এইবাক্যও জীববিষয়ে তাৎপর্য্যবিশিষ্ট বলিব। এইরূপ ভূমা সম্বন্ধে প্রাণবাদরূপ পূর্ব্বপক্ষ দৃঢ়ীকৃত হইলে সমাধানার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বমমৃতত্বেন লিঙ্গেনাত্মশব্দস্য বিষ্ণুপরত্বং যথোক্তং তথেহ তাদৃশলিঙ্গং নাস্তীতি প্রাণো ভূমা স্যাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ ছান্দোগ্য ইত্যাদি। শ্রুতং হ্যেব ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্ম-বিদিতি সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মাং ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়-ত্বিতি শ্রীনারদেন পৃষ্টঃ শ্রীসনৎকুমারো নাম-বাঙ্মনঃসঙ্কল্পচিত্তধ্যানবিজ্ঞান-বলান্নাপ্তেজ-আকাশস্মরাশাপ্রাণান্ পঞ্চদশার্থান্ পূর্ব্বপূর্ব্বস্মাৎ পরপরস্য ভূয়স্ত্বেনোপদিষ্টবান্। তত্রাদৌ নাম ব্রহ্মেত্যুপদিদেশ। পুনরস্তি ভগবো নাম্নো ভূয় ইতি তেন পৃষ্টো বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সীতি প্রত্যুবাচ। পুনরস্তি ভগবো বাচো ভূয় ইতি পৃষ্টো মনো বাব বাচো ভূয় ইতি প্রত্যুবাচেত্যেবং-ক্রমেণ প্রাণাবধিকং প্রশ্নে দৃষ্টে প্রাণোপদেশানন্তরং তু প্রশ্নেন বিনৈবেদং শ্রূয়তে। এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতীতি ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞা-

সিতব্য ইত্যাদি। অস্যার্থঃ। অল্পে পরিচ্ছিন্নে সুখং নাস্তীতি ভূমৈব ব্যাপ্তিগুণকঃ শ্রীহরিরেব সুখমিত্যনন্তসুখমিচ্ছতা স এব বিজিজ্ঞাস্য ইত্যর্থঃ। তস্য লক্ষণং যত্রেতি। যস্মিন্ ভূমন্যনুভূতে নান্যৎ কিঞ্চিৎ স্ফুরতি কিন্তু স এব সর্ব্বত্রেত্যর্থঃ। আত্মবিৎ স্বস্বরূপজ্ঞঃ। আত্মনো জীবাত্মনঃ। ইদং সর্ব্বং জগদদৃষ্ট-দ্বারাজায়ত ইত্যর্থঃ। আন্তরালিকো মধ্যে পঠিতো ভূমাপ্যেব জীব এবেত্যর্থঃ।

অস্মিন্ জীবপক্ষে। তত্র ভূম্নি জীবে। তস্যাং সুষুপ্তৌ। তদনুকূলতয়া জীববিষয়তয়া—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বমিত্যাদি—পূর্ব্বে অমৃতত্বরূপ যে-হেতুদ্বারা আত্মাকে বিষ্ণুপর বলা হইয়াছে, সেইরূপ হেতু তো এখানে নাই, অতএব প্রাণকেই ভূমা বলা যাইতে পারে, এইরূপ প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি ধরিয়া বলিতেছেন—ছান্দোগ্য ইত্যাদি ভাষ্য। ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে—শ্রীনারদ শ্রীসনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমি ভবাদৃশ ভগবদ্দ্রষ্টৃগণের মুখে শুনিয়াছি যে, আত্মবিদ্ ব্যক্তি শোক উত্তীর্ণ হয়, হে ভগবন্! আমি শোকগ্রস্ত হইয়াছি, ভগবান্ আমাকে শোকের পারে লইয়া যাউন, আমাকে সেই আত্মতত্ত্ব কি বলুন। শ্রীনারদ কর্ত্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীসনৎকুমার প্রত্যুত্তরে প্রথমে নাম, বাক্, মন, সঙ্কল্প, চিত্ত, ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অন্ন, জল, অগ্নি, আকাশ, কাম, আশা ও প্রাণ—এই পনরটি পদার্থ উল্লেখ করিয়া পূর্ব্ব হইতে পর পর বর্ণিত পদার্থের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন। কিরূপে? তাহা বলা যাইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমে নামকেই তিনি ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ করিলেন। শুনিয়া নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! নাম হইতে শ্রেয়ান্ কিছু আছে কি? ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, বাক্ নাম হইতে শ্রেয়সী। আবার নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, বাক্ হইতেও কি শ্রেয়ান্ আছে? প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন, হাঁ বাক্ হইতে মন বড়; এইরূপে ক্রমে প্রাণ পর্য্যন্ত প্রশ্নোত্তর হইলে প্রাণোপদেশের পর কিন্তু প্রশ্ন ব্যতিরেকেই শ্রীসনৎকুমার বলিলেন, 'এষ তু বা···বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ইত্যাদি'—ইহার অর্থ এই—যাহা ভূমা নহে,তাহা অল্প, পরিচ্ছিন্ন, তাহাতে সুখ নাই, যিনি ভূমা—বিশ্বব্যাপ্তি-গুণবান্, সেই শ্রীহরিই

পরমানন্দ। অতএব অনন্ত সুখকামী ব্যক্তি সেই হরিকেই ধ্যান করিবে। ভূমার লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে—'যত্র নান্যৎ পশ্যতি' ইত্যাদি। ইহার অর্থ—যে ভূমাকে প্রত্যক্ষ করিলে দ্বিতীয় কিছুই স্ফুরিত হয় না, কেবল সর্ব্বত্র তিনিই প্রকাশ পান, তিনিই ভূমা। 'তরতি শোকমাত্মবিৎ'—আত্মবিৎ অর্থাৎ নিজের (আত্মার) স্বরূপজ্ঞ ব্যক্তি। 'আত্মন এবেদং'—'আত্মনঃ'—জীবাত্মার অদৃষ্ট দ্বারা এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। 'আন্তরালিকঃ' অর্থাৎ অন্তরালে মধ্যে শ্রূয়মাণ। 'ভূমাপি'—ভূমা জীবই। 'অস্মিন্ পক্ষে'—ভূমার অর্থ জীব বলিলেও তাহাতে। 'তত্র দর্শনাদি বিনিবৃত্তেঃ'—'তত্র'—সেই ভূমাত্মক জীবে। 'তস্যাং'—সেই সুষুপ্তি দশায়, 'শেষোঽপি তদনুকূলতয়ৈব'—অবশিষ্ট বাক্যও জীব-বিষয়করূপে ধরা যায়—

ভূমাধিকরণম্

সূত্রম্—ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ—'ভূমা' শ্রীবিষ্ণুই, প্রাণসচিব জীব নহে, হেতু—'সম্প্রসাদাৎ'—ভূমাকে যেহেতু সর্ব্বাধিক সুখস্বরূপ বলা হইয়াছে এবং ভূমার বাদীকে সকলের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে, এইজন্য ভূমা জীব নহে, কারণ, জীব সর্ব্বাতিশায়ী নহে, শ্রীহরিই সর্ব্বাতিশায়ী, তিনিই ভূমা ॥ ৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শ্রীবিষ্ণুরেবায়ং ভূমা ন প্রাণসচিবো জীবঃ। কুতঃ? সমিতি। যো বৈ ভূমা তৎ সুখমিতি বিপুলসুখরূপত্বশ্রবণাৎ সর্ব্বেষামুপর্য্যুপদেশাচ্চ। "এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়" ইতি শ্রৌতপ্রসিদ্ধেঃ সম্প্রসাদঃ প্রাণসচিবো জীবস্তস্মাদধিকতয়া ভূমগুণবৈশিষ্ট্যেনাভিধানাদিতি বা। অয়মর্থঃ—পূর্ব্বং নামাদিকমুপদিশ্য "স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নতিবাদী ভবতি" ইতি প্রাণবিদোঽতিবাদিত্বমুক্ত্বা "এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি" ইতি ভিন্নোপক্রমার্থকেন তু শব্দেনাতিবাদিত্বহেতুং প্রকৃতাং প্রাণোপাস্তিং ব্যাবর্ত্ত্য মুখ্যাতিবাদিত্বহেতোর্ব্বিষ্ণোঃ সত্য-

শব্দেন পৃথগুপক্রমাৎ প্রাণাদর্থান্তরমধিকশ্চ ভূমেতি নিশ্চীয়তে। প্রাণস্যৈব ভূমত্বে তস্মাদূর্দ্ধং তদুপদেশো ন সম্ভবেৎ। নামাদেরা-প্রাণাদূর্দ্ধমুপদিষ্টং বাগাদি তস্মাদর্থান্তরং বীক্ষ্যতে। এবং প্রাণা-দূর্দ্ধমুপদিষ্টো ভূমাপি তথা। সত্যশব্দঃ খলু পরব্রহ্মণি শ্রীবিষ্ণৌ প্রসিদ্ধঃ। "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" ইত্যাদৌ, "সত্যং পরং ধীমহি" ইত্যাদৌ চ। সত্যেনেতি হেতৌ তৃতীয়া। সত্যেন পরব্রহ্মণা নিমিত্তেন যোঽতিবদতীতি ভাবঃ। প্রাণস্য নামাদ্যাশাবসানোপাস্যাপেক্ষয়া উৎকর্ষঃ অতদ্বিদোঽতিবাদিত্বম্। শ্রীবিষ্ণোস্তু তস্মাদপ্যুৎকর্ষাৎ তদ্বিদস্তন্মুখ্যমিতি প্রাণাতিবাদিনঃ সত্যাতিবাদী শ্রেয়ানিতি বিস্ফুটম্। অতএব "সোঽহং ভগবঃ সত্যেনাতিবদানি" ইতি শিষ্যোঽভ্যর্থয়তে। গুরুরপ্যাহ—"সত্যন্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" ইতি। ন চ পুনঃ প্রশ্নো-ত্তরাভাবাৎ প্রাণবিষয়মতিবাদিত্বং পরত্রানুকর্ষণীয়মিতি বাচ্যং অনববোধাৎ। তথাহি প্রাণাদূর্দ্ধমপৃচ্ছতোঽয়মাশয়ঃ, নামাদ্যাশাব-সানেষ্বচেতনেষূপাস্যেষু পূর্ব্বপূর্ব্বস্মাদুত্তরোত্তরং ভূয়স্ত্বেনোপদিশ্য তত্তদ্বিদোঽতিবাদিত্বং গুরুণা নোক্তং প্রাণশব্দিতজীবাত্মযাথাত্ম্যবিদস্তু তদুক্তমিত্যত্রৈবোপদেশস্য পরাকাষ্ঠা ইতি। অতঃ পুনঃ প্রশ্নাভাবঃ। গুরুস্তত্র তামনঙ্গীকুর্ব্বংস্তদভ্যধিক শ্রীবিষ্ণুস্বরূপযাথাত্ম্যাবগমে সত্যেব সেতি স্বয়মেবৈষ ত্বিত্যাদিভিরুপদিশতি। শিষ্যশ্চ সর্ব্বোৎকৃষ্টে শ্রীবিষ্ণৌ তস্মিন্নুপদিষ্টে তদুপাসনতদুপায়তৎস্বরূপযাথাত্ম্যপ্রতিপিৎ-সয়া "সোঽহং ভগবঃ সত্যেনাতিবদানি" ইত্যাদিকমভ্যর্থয়তে। ন চোপক্রমাদিদৃষ্ট-আত্মশব্দঃ প্রাণসচিবং জীবমাহেতি শক্যং বদিতুং তস্য পরস্মিন্নেব মুখ্যে ব্যুৎপন্নত্বাৎ "আত্মনঃ প্রাণ" ইত্যগ্রিমবাক্য-বিরোধাচ্চ। এবং সতি যত্র নান্যদিত্যাদিবাক্যসঙ্গতির্দর্শিতাপি নিরস্তা। যত্র ভূমন্যনুভূয়মানে সত্যনুভবিতুস্তদাবিষ্টস্যান্যদর্শনাদিকং নিষিধ্যতে। সৌষুপ্তিকং সুখং স্বল্পমিতি সুষুপ্তস্য প্রাণিনঃ ভূমরূপত্বং বদন্নুপহাসাস্পদম্। তস্মাৎ শ্রীবিষ্ণুরেব ভূমা॥ ৮॥

ভাষ্যানুবাদ—শ্রীবিষ্ণুই এই ভূমা, প্রাণ-পরিচালক জীবাত্মা ভূমা বলিয়া গ্রহণীয় নহে। কারণ কি? 'সম্প্রসাদাৎ'—সম্যক্‌প্রকার আনন্দস্বরূপ বলিয়া। যে ভূমা, তাহাই আনন্দ—এইরূপে সর্ব্বাধিক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপ ভূমা ইহা শ্রুত হয়, এজন্য। তদ্‌ভিন্ন 'অধ্যুপদেশাৎ'—প্রাণসচিব জীব হইতে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন-হেতু। শ্রৌতীদিগের (বেদজ্ঞদিগের) মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে যে, এই সম্প্রসাদ অর্থাৎ ভগবদনুগ্রহ-পাত্র মুক্তজীব এই মর্ত্ত্যদেহ হইতে উৎক্রমণ করিয়া যায়। এই সম্প্রসাদ-স্বরূপ প্রাণসচিব জীব হইতে আধিক্য (শ্রেষ্ঠত্ব) হেতু অথবা ভূমগুণবিশিষ্টতার কথনহেতু। কথাটি এই—পূর্ব্বে সনৎকুমার নারদকে নাম প্রভৃতি পনরটি পদার্থের উপদেশ করিলেন, পরে বলিলেন,—সেই এইব্যক্তি এইরূপ দর্শন, এইপ্রকার মনন, এবংবিধভাবে বিজ্ঞান করিলে অতিবাদী হইয়া থাকে। এইরূপে প্রাণবিৎকে অতিবাদী বলিয়া পরে ভিন্ন উপক্রমে বলিতেছেন—যে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের আশ্রয়ে সব অতিক্রম করে, সেই যথার্থ অতিবাদী, 'এষ তু বা অতিবদতি' এই শ্রুত্যন্তর্গত 'তু' শব্দের অর্থ ভিন্ন উপক্রম, ইহা দ্বারা প্রক্রান্ত অতিবাদিত্বের হেতুভূত প্রাণোপাসনাকে বাদ দিয়া মুখ্য অতিবাদিত্বের হেতু বিষ্ণূপাসনাকে বলিলেন। সত্য শব্দদ্বারা বিষ্ণুকে পৃথগ্‌ভাবে উপক্রমে উল্লেখ করায় ভূমা যে প্রাণ হইতে পৃথক্ পদার্থ ও অধিক শ্রেষ্ঠ—ইহা নির্ণীত হইতেছে। যদি প্রাণকে ভূমা বলা হয়, তবে প্রাণ হইতে শ্রেষ্ঠত্বরূপে ভূমার কথন সম্ভব হয় না। নাম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে বাক্ প্রভৃতির উৎকর্ষ বর্ণন করায় যেমন বাক্ প্রভৃতিকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে পৃথক্ পদার্থরূপে অবগত হওয়া যায়, এইরূপ প্রাণ হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়া উপদিষ্ট ভূমাও যে প্রাণ হইতে বিভিন্ন, ইহা নিশ্চিত। 'যঃ সত্যেনাতিবদতি' এই শ্রুত্যন্তর্গত 'সত্য' শব্দ পরব্রহ্ম শ্রীবিষ্ণু-পর ইহা প্রসিদ্ধই আছে—যথা 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম', ব্রহ্ম সত্য জ্ঞানস্বরূপ ও অবিনশ্বর। ইহাতে ব্রহ্মকে সত্য বলা হইয়াছে, এইরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবতেরও প্রথম শ্লোকে 'সত্যং পরং ধীমহি' এইবাক্যে পরমেশ্বরকে সত্যরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। 'সত্যেন' এই পদে তৃতীয়া হেতুঅর্থে অর্থাৎ হেতুভূত সত্য পরব্রহ্মের জন্য যে অতিবাদ করে, সেই যথার্থ অতিবাদী। ইহাই ঐ শ্রুতির অভিপ্রায়। নাম হইতে আরম্ভ করিয়া আশা পর্য্যন্ত উপাস্য অপেক্ষা প্রাণের উৎকর্ষ প্রাণোপাসকের অতিবাদিত্বের হেতু, কিন্তু শ্রীহরির সেই

প্রাণোপাসক হইতেও উৎকর্ষ বশতঃ তাঁহার উপাসকের মুখ্য-অতিবাদিত্ব, এই কারণে প্রাণাতিবাদী হইতে সত্যাতিবাদী শ্রেষ্ঠ, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এইজন্য শিষ্য গুরুকে প্রার্থনা করিতেছে, ভগবন্! সেই আমি কিরূপে সত্যাশ্রয়ে অতিবাদী হইব? গুরুও প্রত্যুপদেশ করিলেন, বৎস! সত্যকেই উপাসনা করিতে হইবে।

আপত্তি হইতেছে—পুনরায় যেহেতু গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তর নাই, অতএব প্রাণকেই সর্ব্বাতিশায়ী, ইহা পরে অনুবৃত্তি করা উচিত একথা বলিতে পার না, কারণ উহার মর্ম্মের অজ্ঞতা বশতঃই তোমরা বলিতেছ। তাহা এই —শিষ্য 'প্রাণের উপর কি আছে' ইহা জিজ্ঞাসা না করিলেও অভিপ্রায় এই—নাম প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া দিক্ পর্য্যন্ত উপাস্য অচেতন সমুদায়ের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে উত্তরোত্তরকে প্রচুরভাবে উপদেশ করিয়া পরে যিনি সেই সেই বিষয় অভিজ্ঞ আছেন, তাহার পক্ষে অতিবাদিত্ব গুরু বলেন নাই, কিন্তু প্রাণশব্দবাচ্য জীবাত্মার স্বরূপ জ্ঞানীকে তাহা বলিয়াছেন। এইখানেই উপদেশের চরম সীমা, অতএব পুনরায় প্রশ্নের অবকাশই নাই; গুরু সেই পরাকাষ্ঠা না মানিয়া—তাহা হইতে আরও শ্রেষ্ঠ শ্রীবিষ্ণুস্বরূপের যথাযথ ভাব জ্ঞাত হইলেই সেই পরাকাষ্ঠা হয়, এই কথা নিজেই (প্রশ্ন ব্যতীতই) 'এষ তু' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা উপদেশ করিলেন। শিষ্যও সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীহরির উপদেশের পর তাঁহার উপাসনা-প্রকার, উপাসনার উপায় ও শ্রীহরির যথাযথস্বরূপ জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল—গুরুদেব! সেই আমি সত্যস্বরূপ ধরিয়াই অভ্যধিকত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছি।

উপক্রমে ও উপসংহারে প্রযুক্ত আত্মন্ শব্দ প্রাণসচিব জীবাত্মার উপাসনা নির্দ্দেশ করিতেছে—এ-কথা বলিতে পারা যায় না, কারণ সেই আত্মন্ শব্দ পরমাত্মায় মুখ্য বৃত্তিতে বর্ত্তমান, এবং পরে বক্ষ্যমাণ বাক্য 'আত্মনঃ প্রাণঃ' আত্মা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয় ইত্যাদিরূপে আত্মাকে সকলের কারণ বলা হইতেছে, ইহা জীবকে বলা সম্ভব হয় না। এই অসঙ্গতি বশতঃও 'আত্মন্' শব্দের অর্থ পরমেশ্বর। এই যদি সিদ্ধান্ত হইল তবে 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি' ইত্যাদি বাক্যের প্রাণসচিব জীবাত্মায় যে যোজনা দেখান হইয়াছে, তাহাও খণ্ডিত হইল। ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ভূমাকে প্রত্যক্ষ

করিলে প্রত্যক্ষকারী সেইভাবে বিভোর হইয়া আর কিছু দেখে না, এইরূপে অন্য দর্শনাদির প্রতিষেধ করা হইতেছে। আর যে সুষুপ্তিকালে জীবাত্মার সুখানুভূতি দেখাইয়া 'ভূমন্' শব্দের অর্থ জীবাত্মা বলিয়াছ, তাহাও সঙ্গত নহে; যেহেতু তৎকালীন সুখ অল্প। অতএব সুষুপ্ত জীবকে ভূমা বলিলে উপহাসাস্পদ হইবে। সুতরাং শ্রীবিষ্ণুই ভূমা ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ভূমেতি। সংপ্রসাদ ইতি। শ্রীভগবদনুগ্রহপাত্রত্বাদত্র মুক্তো জীবঃ সংপ্রসাদ ইত্যুচ্যতে। এষ ত্বিতি। যঃ সত্যেন পরমাত্মনা প্রাণপর্য্যন্তান্ পঞ্চদশ অতীত্য বদতি সত্যশব্দিতঃ শ্রীহরিঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইতি বদতি স এষোঽতিবদতীত্যর্থঃ। স্বোপাস্যপারম্যবাদিত্বমতিবাদিত্বম্। ননু মুক্তজীবস্য প্রাণসচিবোক্তিরিহ কথমিতি চেন্মৈবং তস্যাপ্যষ্টমাবরণভেদ-পর্য্যন্তং প্রাণসাহিত্যাৎ। তস্মাদূর্দ্ধমিতি প্রাণাদূর্দ্ধং ভূমোপদেশো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ। প্রাণস্যেতি। অতদ্বিদঃ প্রাণোপাসকস্য। শ্রীবিষ্ণোস্ত্বিতি। তস্মাৎ প্রাণাদপি। তদ্বিদঃ শ্রীবিষ্ণূপাসকস্য। তদতিবাদিত্বম্। মুখ্যমতিশয়ি। পরত্র ভূমবাক্যে। তথাহীতি। অপৃচ্ছতঃ শ্রীনারদস্য। নামেতি। নামাদ্যাশা-বসানেষু চতুর্দ্দশস্বিত্যর্থঃ। তত্তদ্বিদো নামাদিচতুর্দ্দশোপাসকস্য। তদুক্তমিতি। তদতিবাদিত্বম্। অত্রৈব জীবে। তত্রেতি। তত্র জীবে। তাং পরাকাষ্ঠাম্। সা পরাকাষ্ঠা। প্রতিপিৎসয়েতি লিপ্সয়েত্যর্থঃ। অগ্রিমবাক্যেতি। তত্র হি তস্য আত্মনশ্চৈতৎসর্ব্বকারণত্বমুচ্যতে ন চৈতৎ প্রাণসচিবে জীবে শক্যং বক্তুম্। তদাবিষ্টস্যেতি। তদনুরক্তস্যেত্যর্থঃ। এবং স্মর্য্যতে। "আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত ইব পুষ্পফলাঢ্যা" ইত্যাদিনা ॥ ৮ ॥

টীকানুবাদ—'ভূমেতি' সূত্রস্থ সম্প্রসাদ শব্দের অর্থ—এখানে মুক্ত জীব, যেহেতু সে ভগবানের প্রসাদ—অনুগ্রহ পাইয়াছে। 'এষ তু বা অতিবদতি' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—যে সত্যস্বরূপ পরমাত্ম-ধ্যানহেতু নামাদি প্রাণপর্য্যন্ত পনরটি পদার্থকে অতি অর্থাৎ অতিক্রম করিয়া (ছাড়িয়া) 'বদতি'—সত্য-শব্দে সংজ্ঞিত শ্রীহরিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহা বলে, সেই পুরুষ অতিবাদী (উৎকর্ষবাদী)। অতিবাদিত্ব কথার অর্থ—নিজের উপাস্য দেবতার পরমত্ব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব বা উৎকর্ষবাদিত্ব। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে—মুক্ত জীবকে এখানে প্রাণসচিব বলা হইল কেন? তাহা বলিতে পার না, সেই জীবেরও অষ্টম আবরণভেদ

পর্য্যন্ত প্রাণসচিবতা, অতঃপর নহে। এখানে তাহার অতিবাদিত্ব কথন কিরূপে সঙ্গত? উত্তর—'মুখ্যাতিবাদিত্বহেতোঃ'—যেহেতু মুখ্য সর্ব্বাতিশায়ী বিষ্ণুর উৎকর্ষবাদী, এজন্য অতিবাদী। 'ন চ পুনঃ···পরত্রানুকর্ষণীয়ম্' ইত্যাদি পরত্র অর্থাৎ ভূমবোধক বাক্যে। 'তথাহি প্রাণাদূর্দ্ধ মিত্যাদি অপৃচ্ছতঃ'—অপ্রশ্নকারী শ্রীনারদের কাছে। 'নামাদ্যাশাবসানে'—নাম হইতে আশা পর্য্যন্ত চৌদ্দটি অচেতন উপাস্যের মধ্যে উত্তরোত্তরের শ্রেয়স্ত্ব বলিয়া। 'তত্তত্ত্ববিদঃ' নামাদি চতুর্দ্দশোপাসকের অতিবাদিত্ব গুরু বলিলেন না। 'প্রাণশব্দিত জীবাত্ম-যাথার্থ্যবিদস্তু তদুক্তম্'—প্রাণ শব্দের বাচ্য জীবাত্মার স্বরূপবিদ্ব্যক্তির সেই অতিবাদিত্ব উক্ত হইল। 'অত্রৈব জীবে'—এই জীবাত্মাতেই অতিবাদিত্বের চরম সীমা। 'তাম্'—সেই পরাকাষ্ঠাকে, 'সা'—সেই পরাকাষ্ঠা, 'প্রতিপিৎসয়া'—অর্থাৎ লাভ করিবার ইচ্ছায়। 'অগ্রিম বাক্যেতি'—পরে বক্ষ্যমাণ বাক্যে তত্র হীতি—তত্র—তথায়, তস্য—আত্মার এই প্রপঞ্চের কারণতা বলা হইতেছে, কিন্তু এই উক্তি প্রাণসহচর জীবাত্মার পক্ষে বলিতে পারা যায় না। 'তদাবিষ্টস্যেতি'—অর্থাৎ তাহাতে অনুরক্ত ব্যক্তির পক্ষে 'এবং স্মর্য্যতে'—এইরূপ স্মৃতিবাক্যও (শ্রীমদ্ভাগবতে) পাওয়া যায়। 'লতা বৃক্ষাদি পুষ্প ফলে শোভিত হইয়া নিজেতে যেন বিষ্ণুর স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ॥ ৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রের অবতরণিকায় শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার ভাষ্যে ছান্দোগ্য-উপনিষদে বর্ণিত নারদ ও সনৎকুমার-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। ঐ আখ্যায়িকা উক্ত উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ষড়্বিংশ খণ্ড পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইয়াছে, উহা তথায় দ্রষ্টব্য। উহার কিঞ্চিৎ সারাংশ এখানে উল্লেখ করিতেছি।

কোন এক সময়ে দেবর্ষি নারদ সনৎকুমারের সমীপে উপস্থিত হইয়া কিছু উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। সনৎকুমার যখন জানিতে পারিলেন যে, নারদ চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, তর্ক, গণিত, একায়ন, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পদেবজনবিদ্যা প্রভৃতি সমুদয় অবগত আছেন, মন্ত্রবিৎ হইয়াও অনাত্মবিদের অভিনয় করিতেছেন; তখন সাধারণ জীব আত্মবিৎ হইয়া যাহাতে শোকের অতীত হইতে পারে, তাহারই

জিজ্ঞাসা এখন তাঁহার প্রার্থনা। তখন সনৎকুমার বলিলেন যে, নারদ যে বিদ্যা অবগত হইয়াছেন, সে সকলই নামের অন্তর্গত। নারদের প্রশ্নক্রমে নাম অপেক্ষা ক্রমশঃ বাক্য, মন, সঙ্কল্প, চিত্ত, ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অন্ন, জল, তেজঃ, আকাশ, স্মৃতি, আশা ও প্রাণ শ্রেষ্ঠ—ইহা সনৎকুমার জানাইলেন। প্রাণকে সর্ব্বব্যাপী জানিলে মানব অতিবাদী হন। সত্যস্বরূপ তত্ত্বকে অবগত হইতে পারিলে প্রকৃত অতিবাদী হইতে পারা যায়। বিজ্ঞানই সত্যের স্বরূপ, মনন ব্যতীত বিজ্ঞান লাভ হয় না। আবার শ্রদ্ধা ব্যতিরেকেও মনন হয় না। নিষ্ঠা ব্যতীত শ্রদ্ধা এবং কর্ম্ম ব্যতীত নিষ্ঠা হয় না। সুখ না পাইলেও কর্ম্ম করা চলে না। ভূমাই সেই সুখস্বরূপ। যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, শোনা যায় না, জানা যায় না, তাহাই ভূমা, আর যাহাতে অন্য বস্তু দেখা যায়, শোনা যায়, জানা যায়, তাহা অল্প। যাহা ভূমা, তাহা অমৃত, আর যাহা অল্প, তাহাই মরণশীল। সেই ভূমা পুরুষ স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তিনি আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন ও আত্মানন্দ, তিনি স্বরাট্ পুরুষোত্তম।

বর্ত্তমান সূত্রে ইহারই বিচার হইতেছে যে এই ভূমা কি প্রাণ, না পরমাত্মা? পূর্ব্বপক্ষবাদী ভূমাকে প্রাণ বা জীব বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে তাহার নিরাকরণার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ভূমা শ্রীবিষ্ণুই; প্রাণসচিব জীব হইতে পারে না। কারণ 'সম্প্রসাদাৎ', 'উপর্য্যুপদেশাৎ' সম্প্রসাদ শব্দে সুখস্বরূপ, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুখস্বরূপ বলিয়া ভূমাই লক্ষণীয়, দ্বিতীয়তঃ ভূমাকেই সর্ব্বোপরি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভূমাকে প্রাণ বলা যাইতে পারে না। কারণ ভূমা অমৃতস্বরূপ। যাঁহাকে জানিলে সংসার অতিক্রম করা যায়, তাহা কখনই জীব হইতে পারে না।

এতৎপ্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

এক সময়ে দ্বারকায় এক ব্রাহ্মণপত্নীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ব্রাহ্মণ সেই মৃত শিশুকে গ্রহণ পূর্ব্বক রাজদ্বারে গিয়া 'রাজারই বিকর্ম্মবশতঃ তাহার পুত্রের মৃত্যু ঘটিয়াছে' বলিয়া জানাইলেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের মৃত্যুতেও রাজদ্বারে গিয়া রাজার নিন্দা করিলেন। ব্রাহ্মণের নবম পুত্রের মৃত্যুকালে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত থাকায় তিনি ব্রাহ্মণের সন্তান-রক্ষাবিষয়ে স্বয়ং প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে অসমর্থ হইলে অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন। কিন্তু যখন অর্জ্জুনের অনেক চেষ্টা সত্বেও ব্রাহ্মণপত্নীর শেষ পুত্রও জীবিত থাকিল না, অর্জ্জুন নানাস্থান ভ্রমণ করিয়াও যখন পুত্র আনিয়া দিতে অক্ষম হইলেন, তখন অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিষেধ করিলেন এবং দিব্যরথে আরোহণ করাইয়া মহাকালপুরীতে সহস্রফণাবিশিষ্ট অনন্তদেবের শরীরে অবস্থিত ভূমা পুরুষকে দেখাইলেন। সেই ভূমা পুরুষ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের দর্শনার্থী হইয়াই বিপ্রকুমারগণকে তথায় আনয়ন করিয়াছেন। ইহা জানাইলে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন তথা হইতে বিপ্রকুমারগণকে আনয়ন করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন।

"তস্মিন্ মহাভোগমনন্তমদ্ভুতং
সহস্রমূর্দ্ধন্যফণামণিদ্যুভিঃ।
বিভ্রাজমানং দ্বিগুণেক্ষণোল্বণং
সিতাচলাভং শিতিকণ্ঠজিহ্বম্॥
দদর্শ তদ্ভোগসুখাসনং বিভুং
মহানুভাবং পুরুষোত্তমোত্তমম্।
... ...
ববন্দ আত্মানমনন্তমচ্যুতো
জিষ্ণুশ্চ তর্দ্দশনজাতসাধ্বসঃ।
তাবাহ ভূমা পরমেষ্ঠিনাং প্রভু-
র্বদ্ধাঞ্জলী সস্মিতমূর্জ্জয়া গিরা॥" (ভাঃ ১০।৮৯।৫৩-৫৭)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—

"আত্মানং ববন্দ ইতি গোবর্দ্ধনপূজায়াং "তস্মৈ নমো ব্রজজনৈঃ সহ চক্রেঽত্মনাত্মনে" ইতিবল্লীলাকৌতুকমাত্রার্থমেব অনন্তমিত্যাত্মনোঽসংখ্য-স্বরূপেণানন্তত্বাৎ সোঽপ্যষ্টভুজ এক আত্মেত্যর্থঃ।" ॥ ৮ ॥

সূত্রম্—ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ—ভূমাতে যে বিশেষ ধর্ম্মগুলি বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলি পরব্রহ্ম শ্রীবিষ্ণু-সম্বন্ধেই সম্ভব, জীবে নহে; এই কারণেও জীবকে ভূমা বলা যায় না ॥ ৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অস্মিন্ ভূম্নি যে ধর্ম্মাঃ পঠ্যন্তে তে পরব্রহ্মণি শ্রীবিষ্ণাবেবোপপদ্যন্তে নান্যত্র। "যো বৈ ভূমা তদমৃতম্" ইতি স্বাভাবিকমমৃতত্বম্। "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি" ইত্যনন্যাধারত্বম্। স এবাধস্তাদিত্যাদিনা সর্ব্বাশ্রয়ত্বম্। আত্মনঃ প্রাণ ইত্যাদিনা সর্ব্বকারণত্বঞ্চেত্যাদয়ঃ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই ভূমার যে সকল ধর্ম্ম শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলি পরব্রহ্ম শ্রীবিষ্ণুতেই সঙ্গত হয়, অন্যত্র নহে। যথা 'যো বৈ ভূমা তদমৃতম্' যিনি ভূমা, তিনিই অমৃত। এই শ্রুতিতে ভূমাপুরুষের যে 'অমৃতত্ব' কথিত হইয়াছে, ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ; সাধনায় লব্ধ নহে। সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত? (তাঁহার আধার কে?) নারদের এই প্রশ্নের উত্তরে সনৎকুমারের উক্তি—তিনি নিজ মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত। ইহা দ্বারা বুঝাইতেছে যে,তাঁহার কোনও আধার নাই। তিনিই সকলের আধার অধস্তন ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ভূমার সর্ব্বাশ্রয়ত্বও প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'আত্মনঃ প্রাণঃ' তিনি আত্মার প্রাণ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাঁহাকে সকলের কারণ বলা হইয়াছে। অতএব ঐ সকল ভূমার ধর্ম্ম শ্রীবিষ্ণুতেই সম্ভব অন্যত্র নহে ॥ ৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নান্যত্রেতি। অন্যত্র প্রাণিনি জীবে ॥ ৯ ॥

টীকানুবাদ—'নান্যত্র' ইতি—অন্যত্র—প্রাণধারী জীবে সম্ভব নহে ॥ ৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তমাধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ হইতে ষড়্‌বিংশ খণ্ডে এই ভূমা পুরুষ সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায়,—যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব জিজ্ঞাসিতব্যঃ—(ছাঃ ৭।২৩।১)

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি ··· যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং ... কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি···(ছাঃ ৭।২৪।১)

অর্থাৎ ভূমাই সুখস্বরূপ। যাহাতে অন্য কিছু দর্শন, শ্রবণ, জ্ঞান হয় না, তাহাই ভূমা। যাহা ভূমা, তাহাই অমৃত, সেই ভূমা পুরুষ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

তিনি সকলের অধস্তন, তিনিই আত্মার প্রাণ, ইত্যাদি বাক্যে ভূমা পুরুষের যে ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, তাহা শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত জীবে সম্ভব নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শুকবাক্যে পাই,—

"নমো নমস্তেহস্ত্বৃষভায় সাত্বতাং
বিদূরকাষ্ঠায় মুহুঃ কুযোগিনাম্।
নিরস্তসাম্যাতিশয়েন রাধসা
স্বধামনি ব্রহ্মণি রংস্যতে নমঃ ॥" (ভাঃ ২।৪।১৪)

"স এষ আত্মাত্মবতামধীশ্বর-
স্ত্রয়ীময়ো ধর্ম্মময়স্তপোময়ঃ।
গতব্যলীকৈরজশঙ্করাদিভি-
র্বিতর্ক্যলিঙ্গো ভগবান্ প্রসীদতাম্ ॥" (ভাঃ ২।৪।১৯)

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবতাগণের বাক্যেও পাই,—

"নমাম তে দেব পদারবিন্দং
প্রপন্নতাপোপশমাতপত্রম্।
যন্মূলকেতা যতয়োহঞ্জসোরু-
সংসারদুঃখং বহিরুৎক্ষিপন্তি ॥" (ভাঃ ৩।৫।৩৯)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড় তাঁর সম কেহ নাহি আন ॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর এই সৃষ্ট্যাদি ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥"

(মধ্য ২১।৩৪, ৩৬) ॥ ৯ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে—"কস্মিন্ খলু আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি। স হোবাচ। এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহম-চ্ছায়ম্" ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ। কিমক্ষরং প্রধানং কিং বা জীব উত ব্রহ্মেতি। তত্র ত্রিষ্বপ্যক্ষরশব্দপ্রয়োগাদনির্ণয়ঃ স্যাদিতি প্রাপ্তৌ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—বৃহদারণ্যক উপনিষদে পঠিত হয়, 'কস্মিন্ খলু আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ' ইত্যাদি গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষি! আকাশ কাহাতে ওতপ্রোত হইয়া আছে? যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যুত্তর করিলেন,—'এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি…অচ্ছায়মিত্যাদি'। গার্গি! ইনি সেই অক্ষর ব্রহ্ম, যাঁহা সর্ব্বদাই এক আনন্দভাবে স্থিত, ইহাতেই আকাশ ওত ও প্রোত। ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁহারই অতিবাদ (সর্ব্বোৎকর্ষ খ্যাপন) করেন। তিনি ঘটপটাদির মত স্থূলও নহেন, আবার পরমাণুর মত অতি সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্বপরিমাণও নহেন, দীর্ঘাকারও নহেন, লোহিত বর্ণ নহেন, স্নেহময় নহেন, কান্তিমান্ নহেন ইত্যাদি। এক্ষণে ইহাতে সংশয় হইতেছে,—এই অক্ষরটি কে? প্রকৃতি? বা জীব? অথবা ব্রহ্ম? পূর্ব্বপক্ষী তাহাতে বলেন, ইহার কোনও নিশ্চয়তা নাই যেহেতু উক্ত ধর্ম্মগুলি প্রকৃতি, জীব ও ব্রহ্ম তিনটিতেই প্রযুক্ত। ইহার সমাধানার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্র ভূম্নো ব্রহ্মত্বে যথা সত্যশব্দো নির্ণেতা তথা অক্ষরস্য তত্ত্বে নির্ণেতা শব্দো নাস্তীতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ বৃহদারণ্যক ইতি। প্রধানাদেরুপাস্তিঃ পূর্ব্বপক্ষে ফলং সিদ্ধান্তে তু শ্রীহরেরেবেতি বোধ্যম্। কস্মিন্নিতি। অস্যার্থঃ। যদূর্দ্ধং দিবো যদধস্তাৎ পৃথিব্যা যে চ উভে দ্যাবাপৃথিব্যৌ যদন্তরীক্ষং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যচ্চৈতৎ সর্ব্বং কস্মিন্নোতং প্রোতঞ্চেতি গার্গ্যা পৃষ্টে যাজ্ঞ্যবল্ক্যেন আকাশে তৎ সর্ব্বমোতং প্রোতঞ্চেতি প্রত্যুত্তরিতে গার্গী পুনরপৃচ্ছৎ কস্মিন্নিতি। আকাশ ওতপ্রোতত্বেন কুত্রাস্তীত্যর্থঃ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে ভূমার ব্রহ্মস্বরূপত্বের নিশ্চায়ক সত্য শব্দ আছে। কিন্তু অক্ষরশব্দে যে ব্রহ্মনিশ্চয় হইবে, তাহার তো

কোন প্রমাণ নাই, এই প্রতিপক্ষের উত্থাপনরূপ সঙ্গতি (প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি) ধরিয়া বলিতেছেন—'বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে'। পূর্ব্বপক্ষে প্রকৃতি প্রভৃতির উপাসনা—ফল। সিদ্ধান্তপক্ষে শ্রীহরির উপাসনাই ফল বোদ্ধব্য। 'কস্মিন্ খলু' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—এই যে দ্যুলোক উপরিভাগ, পৃথিবীর অধোভাগ, দুই দ্যাবাপৃথিবী—আকাশের অন্তরাল, যাহা অন্তরীক্ষ, যাহা অতীত, যাহা ভবিষ্যৎ এই সমুদয় কাহাতে ওত এবং প্রোত? গার্গী এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন—আকাশেই সেই সমস্ত ওত এবং প্রোত। গার্গী ইহার পর পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন 'কস্মিন্' ইত্যাদি—কাহাতে সেই আকাশ ওত ও প্রোত হইয়া আছে?

অক্ষরাধিকরণম্

সূত্রম্—অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ—অক্ষর শব্দের অর্থ ব্রহ্মই। কি নিমিত্ত? উত্তর—যেহেতু 'অম্বরান্তধৃতেঃ' আকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকে তিনি ধারণ করিতেছেন ॥ ১০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অক্ষরং ব্রহ্মৈব। কুতঃ? অম্বরেতি। "এতস্মিন্ খলু অক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ" ইত্যাকাশপর্য্যন্তস্য সর্ব্বস্য ধারণাৎ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অক্ষর-শব্দবাচ্য ব্রহ্মই, প্রকৃতিও নহে, জীবও নহে। কারণ কি? 'অম্বরান্তধৃতেঃ'—তাহা শ্রুতি বলিতেছেন—'এতস্মিন্ খলু অক্ষরে ··· প্রোতশ্চেতি'। গার্গি! এই অক্ষর ব্রহ্মেই আকাশ ওতপ্রোত হইয়া আছে। যখন দেখা যাইতেছে, আকাশে সমস্ত ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান, আবার সেই আকাশও পরমেশ্বর শ্রীহরিতে ওতপ্রোত হইয়া অবস্থিত, তখন সমস্ত জগদাধার ব্রহ্ম ভিন্ন আর কে হইবে? ১০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অক্ষরমিতি। অক্ষরং সদৈকরসং ব্রহ্মৈব নান্যদিতি ॥ ১০ ॥

টীকানুবাদ—যিনি সর্ব্বদা একরস, সেই ব্রহ্মই অক্ষর-পদবাচ্য, অন্য কিছু নহে ॥ ১০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে অষ্টম ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়, গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—যাহা দ্যুলোকের ঊর্দ্ধে, যাহা পৃথিবীর নিম্নে, যাহা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে এবং যাহা ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, তাহা কোন্ বস্তুতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, সকলই আকাশে অবস্থিত। এই আকাশ কাহার আশ্রয়ে অবস্থিত? গার্গীর এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে আকাশ অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত। এই অক্ষর পুরুষ সকলকে নিয়মিত করেন; তিনি অতীন্দ্রিয়। এই অক্ষর পুরুষকে জানিতে পারিলেই তিনি 'ব্রাহ্মণ', আর না জানিয়া সংসার হইতে চলিয়া গেলেই তিনি 'কৃপণ' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন।

এই অক্ষর তত্ত্বের পরিচয় উক্ত বৃহদারণ্যকেই পাওয়া যায়, তিনি অস্থূল, অনণু, ইত্যাদি (বৃঃ ৩।৮।৮)

পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন যে, অতিসূক্ষ্মাদি গুণের দ্বারা যাঁহাকে বুঝাইতেছেন, তিনি প্রকৃতি? কিংবা জীব? অথবা ব্রহ্ম? তাহা নির্ণয় করা যায় না। তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিলেন যে, সেই অক্ষর বস্তু ব্রহ্ম; কারণ তিনিই সকলের আধার বা আশ্রয়। ব্রহ্ম ব্যতীত প্রকৃতি বা জীব কেহই সকলের আশ্রয় নহেন, ব্রহ্মই জীব ও প্রকৃতির এবং সমুদয় তত্ত্বের আশ্রয়। ভূমা-শব্দে যেমন একমাত্র পরব্রহ্মকে বুঝায়, সেইরূপ অক্ষরতত্ত্বও ব্রহ্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার স্তবে পাই,—

> "একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
> সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
> নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ
> পূর্ণাদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ ॥" (ভাঃ ১০।১৪।২৩)

অর্থাৎ আপনি একমাত্র সত্য, কেননা, আপনি পরমাত্মা এবং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে ভিন্ন। আপনি জগজ্জন্মাদির মূল কারণ, পুরাণ-পুরুষ ও সনাতন। আপনি পূর্ণ নিত্যানন্দময়, অক্ষর, অমৃতস্বরূপ এবং

উপাধিনির্ম্মুক্ত, নিরঞ্জন অর্থাৎ মায়িক গুণশূন্য—বিশুদ্ধ, অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন ও অদ্বিতীয় তত্ত্ব।

শ্রীগীতাতে পাওয়া যায়,—

"অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম" (৮।৩) অর্থাৎ নিত্য বিনাশরহিত পরম তত্ত্বই ব্রহ্ম।

এই শ্লোকে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"যাহা ক্ষরিত হয় না, তাহা অক্ষর, যাহা নিত্য পরম তাহা ব্রহ্ম, 'হে গার্গি, ইহাকে ব্রাহ্মণগণ অক্ষর বলিয়া থাকেন" (বৃঃ ৩।৮।৮)

ব্রহ্মসংহিতায় পাওয়া যায়,—

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
... ...
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

পদ্যাবলীধৃত রঘুপতি উপাধ্যায়ের বাক্যেও পাই,—

"অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম।"

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ব্রহ্মার স্তবেও পাই,—

"যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্।" (১০।১৪।৩২) ॥ ১০ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ননু সা প্রধানেঽপি স্যাৎ সর্ব্ববিকার-কারণত্বাৎ। জীবে চ ভোগ্যভূতসর্ব্বাচিদ্বস্ত্বাশ্রয়ত্বাদিতি চেত্তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি হইতেছে, সেই অম্বর পর্য্যন্তের ধৃতি (ধারণ) প্রকৃতিতেও তো সম্ভব, যেহেতু উহা সমস্ত বিকার বস্তুর কারণ, অতএব অক্ষর প্রকৃতিকে বলিব। এবং জীবাত্মাও বলিতে পারি, কারণ জীবাত্মা ভোগ্যস্বরূপ সমস্ত জড় পদার্থের আশ্রয়, এই যদি বল, তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন—

সূত্রম্—সা চ প্রশাসনাৎ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ—'সা চ' সেই আকাশ প্রভৃতির ধারণ ব্রহ্মেতেই সঙ্গত। কি জন্য? উত্তর—'প্রশাসনাৎ' শ্রুতিবোধিত প্রশাসন (আজ্ঞা) যেহেতু ব্রহ্মেই সম্ভব ॥ ১১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সাম্বরান্তধৃতির্ব্রহ্মণ্যেব। কুতঃ? প্রেতি। "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিবী বিধৃতে তিষ্ঠতঃ। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত" ইত্যাদিবিদিতস্য প্রশাসনস্য তত্রৈব সম্ভবাদিত্যর্থঃ। ন চেদং স্বপ্রশাসনাধীনং সর্ব্বধারণং জড়ে প্রধানে বদ্ধমুক্তোভয়াবস্থে জীবে চ সমস্তি ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'সা'—সেই, 'অম্বরান্তধৃতিঃ'—আকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের ধারণ, একমাত্র ব্রহ্মেই সম্ভব। কারণ দেখাইতেছেন—প্রশাসনহেতু। প্রশাসনবোধক শ্রুতি যথা—'এতস্য বা অক্ষরস্য...বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ'। অরে গার্গি! এই অক্ষর পরমেশ্বরের আজ্ঞায় দ্যাবাপৃথিবী, স্বর্লোক, ভূলোক, বিধৃত—নিয়মিত হইয়া আছে। সূর্য্য ও চন্দ্র এই অক্ষরের আজ্ঞাধীন হইয়া নিয়মপথে রহিয়াছে—ইত্যাদি দ্বারা যে প্রশাসনের কথা অবগত হওয়া যাইতেছে, উহা ব্রহ্মেই সম্ভব। নিজের আজ্ঞাধীন সমস্ত বস্তুর নিয়তস্থিতিরূপ ধারণ জড়প্রকৃতিতে অথবা বদ্ধ কিংবা মুক্ত উভয়াবস্থাপন্ন জীবে সম্ভব নহে ॥ ১১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সাচেতি। প্রশাসনমাজ্ঞা ॥ ১১ ॥

টীকানুবাদ—'সা চ'—সেই ধৃতি। প্রশাসন অর্থাৎ আজ্ঞা জড়প্রকৃতিতে বা জীবে সম্ভব নহে ॥ ১১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, অক্ষর কর্ত্তৃক অম্বর পর্য্যন্তের ধারণ, ইহা না বলিয়া যদি প্রকৃতি বা জীবকে বলি, তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন,—না, তাহা হইতে পারে না, কারণ অক্ষর বস্তুর প্রশাসনেই অর্থাৎ আজ্ঞায়ই আকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুর ধারণ বা নিয়মন হইতেছে। যেমন বৃহদারণ্যকে পাই,—'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ' ইত্যাদি (৩।৮।৯) সুতরাং জড়া প্রকৃতি বা বদ্ধ ও মুক্তাবস্থাপন্ন জীবের আজ্ঞাতে এই সকলের ধারণ সম্ভব নহে।

আচার্য্য শ্রীশঙ্করও বলিয়াছেন,—অক্ষর শব্দে প্রকৃতি বা প্রধানকে লক্ষ্য করা যাইতে পারে না।

আচার্য্য শ্রীরামানুজও বলিয়াছেন,—অক্ষর শব্দে জীবকে বুঝাইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ॥ (ভাঃ ৩।২৫।৪২)

শ্রুতিতেও আছে,—

"ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাঽস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" (তৈত্তিরীয় ২।৮।১)
কঠউপনিষদের "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ"
(২।৩।৩) দ্রষ্টব্য ॥ ১১ ॥

সূত্রম্—অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ—শুধু উক্ত কারণেই নহে, 'তিনি অদৃশ্য, অথচ দ্রষ্টা' ইত্যাদি বাক্য শেষ দ্বারা অক্ষরের ব্রহ্ম-ভিন্নত্বের প্রতিষেধ হইয়াছে ॥ ১২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ" ইত্যাদিনা বাক্যশেষেণাস্যাক্ষরস্য ব্রহ্মান্যত্বব্যাবর্ত্তনাচ্চ ব্রহ্মৈব তৎ। অত্র দ্রষ্টৃত্বাদিনা জড়াত্মকপ্রধানভাবো ব্যাবর্ত্ত্যতে। সর্ব্বৈরদৃষ্টস্য তস্য সর্ব্বদ্রষ্টৃত্বাদ্যুপদেশাৎ জীবভাবশ্চেতি ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—শ্রুতি বলিতেছেন—'তদ্বা এতদক্ষরম্…শ্রোতৃ'। গার্গি! তিনিই সেই অক্ষর, যিনি দৃষ্ট নহেন, অথচ দ্রষ্টা, শ্রবণযোগ্য নহেন, কিন্তু স্বয়ং শ্রোতা ইত্যাদি অবশিষ্ট বাক্যদ্বারা অক্ষর যে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারে না, তাহাই প্রতিষেধ করা হইয়াছে; অতএব অদৃষ্ট দ্রষ্টা, অশ্রব্য শ্রোতা যে অক্ষর, তাহাই ব্রহ্ম। এখানে দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি শব্দ দ্বারা অক্ষরের জড় স্বরূপ-প্রকৃতিত্ব নিরস্ত হইল এবং সকলের দ্বারা অদৃষ্টের দ্রষ্টৃত্ব বলায় জীবত্বও খণ্ডিত হইল ॥ ১২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অন্যেতি। অন্যভাবো ব্রহ্মান্যত্বং তস্য ব্যাবৃত্তের্নিরাসাদিত্যর্থঃ। ॥ ১২ ॥

টীকানুবাদ—সূত্রোক্ত অন্যভাব শব্দের অর্থ ব্রহ্মান্যত্ব—ব্রহ্ম হইতে পার্থক্য, তাহার ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ নিরাস খণ্ডনহেতু ব্রহ্মই অক্ষর পদার্থ ॥১২॥

সিদ্ধান্তকণা—'অক্ষর' শব্দে যে একমাত্র ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, প্রকৃতি বা জীবকে নহে, তাহাই বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার দৃঢ় করিলেন।

গার্গীকে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন,—"তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ" ইত্যাদি—(বৃহদারণ্যক ৩।৮।১১)

এখানে যে বলিয়াছেন, অক্ষর বস্তু কাহারও দ্বারা দৃষ্ট হন না, অথচ দেখেন, কাহারও দ্বারা শ্রুত হন না, অথচ শ্রবণ করেন। এই দর্শন করা, শ্রবণ করার ক্ষমতা অচেতন প্রকৃতির থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ যে শ্রুতি বলিলেন—ইনি ব্যতীত কেহ দ্রষ্টা বা শ্রোতা নাই। তাহাতে জীবকেও প্রতিষেধ করা হইল। অর্থাৎ জীববাদও খণ্ডিত হইল।

শ্রীকুন্তীদেবীর স্তবে পাই,—

"নমস্যে পুরুষন্ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্।
অলক্ষ্যং সর্ব্বভূতানামন্তর্ব্বহিরবস্থিতম্ ॥" (ভাঃ ১।৮।১৮)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ।
ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ॥
তস্মান্নহ্যাত্মনোঽন্যস্মাদন্যো ভাবো নিরূপিতঃ।
নিরূপিতেঽয়ং ত্রিবিধা নির্ম্মূলা ভাতিরাত্মনি।
ইদং গুণময়ং বিদ্ধি ত্রিবিধং মায়য়া কৃতম্ ॥" (ভাঃ ১১।২৮।৬-৭)

শ্রীশুকদেবের বাক্যেও পাই,—

"ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ ॥" (ভাঃ ২।২।৩৫) ॥১২॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—প্রশ্নোপনিষদি "এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যোঽয়মোঙ্কারস্তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি" ইতি প্রকৃত্য "যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্যনেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নো যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্মুচ্যতে এবং হৈব স পাপ্মভির্বিনির্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষং বীক্ষতে" ইতি পঠ্যতে।

তত্র সংশয়ঃ। ধ্যানেক্ষয়োর্বিষয়ঃ পুরুষশ্চতুর্ম্মুখঃ পুরুষোত্তমো বেতি। তত্রৈকমাত্রং প্রণবমুপাসীনস্য মনুষ্যলোকং দ্বিমাত্রমুপাসীনস্যান্তরীক্ষলোকং ফলং প্রোচ্য ত্রিমাত্রমুপাসীনস্য ব্রহ্মলোকমাহ। স চ লোকক্রমাচ্চতুর্ম্মুখলোকঃ প্রত্যেতব্যস্তদ্গতেন বীক্ষ্যমাণস্তু স এবেতি যুক্তেশ্চতুর্ম্মুখঃ স ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্নোপনিষদে আছে 'এতদ্বৈ সত্যকাম··· পুরুষং বীক্ষতে।' সত্যকাম নামক কোনও শিষ্য আচার্য্য পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিল—পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম কে? তিনি বলিতে লাগিলেন—হে সত্যকাম! এই ওঙ্কারই শ্রীনারায়ণ পরব্রহ্ম, আর চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার স্বরূপ অপর ব্রহ্ম। এই যে পরব্রহ্ম অপর ব্রহ্মাত্মক ওঙ্কার, ব্রহ্মস্বরূপ বস্তুকে জানিলে ধ্যাতা পুরুষ এই ধ্যাত প্রণবদ্বারা ধ্যানানুসারে পরব্রহ্ম বা অপর ব্রহ্ম একটিকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ওঙ্কারকে পরব্রহ্মরূপে উপাসনা করিলে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, আবার অপর ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিলে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়। এইরূপ উপক্রম করিয়া পরে বলিলেন যে যোগী এই ত্রিমাত্রাসম্পন্ন ওঙ্কারকে পরমেশ্বরবোধে ধ্যান করে, সে মৃত্যুর পর সূর্য্যকে প্রাপ্ত হয় এবং সর্প যেমন খোলস ছাড়ে, সেইরূপ সেও পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া সামবেদ সাহায্যে ব্রহ্মলোকে উন্নীত হয়। সেই পরম পুরুষের ধ্যানকারী ব্যক্তি সর্ব্বজীবে আত্মাভিমানী চতুর্ম্মুখ (ব্রহ্মা) হইতে শ্রেষ্ঠ, পরমাকাশরূপ পুরমধ্যে বিরাজমান পরমেশ্বর শ্রীনারায়ণকে দর্শন করে অর্থাৎ লাভ করে।

এ-স্থলে সংশয় হইতেছে—এই ধ্যান ও দর্শন ক্রিয়ার কর্ম্ম অর্থাৎ যাঁহাকে

ধ্যান করে যাঁহাকে দর্শন করে এই ধ্যান-দর্শনের বিষয়ীভূত তিনি কে? চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা? না পুরুষোত্তম নারায়ণ? তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—ঐ পুরুষ-শব্দবাচ্য চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাই বলিব, কেননা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, একমাত্রাসম্পন্ন প্রণবকে উপাসনা করিলে মনুষ্যলোক, দ্বিমাত্র প্রণবের উপাসনাকারীর অন্তরীক্ষলোক লাভরূপ ফল বলিয়া শেষে ত্রিমাত্র প্রণবের উপাসকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি কথিত হইয়াছে। সেই যে লোক উহা লোকক্রম হিসাবে চতুর্ম্মুখ বিধির লোকই মনে করিতে হইবে। যুক্তি এই—সেইখানে থাকিয়া যাঁহাকে দর্শন করে, তিনি তাঁহাই হইয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্মলোকে গিয়া ধ্যানকারীর ধ্যেয় চতুর্ম্মুখ বিধাতাই। এই পূর্ব্বপক্ষীর উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বং প্রধানাদৌ প্রযুক্তস্যাপ্যক্ষরশব্দস্য সর্ব্বপ্রশাস্তিত্বাদিনা লিঙ্গেন ন ক্ষরতীতি ব্যুৎপত্ত্যা কূটস্থত্বাদ্ব্যাপিত্বাদ্বা ব্রহ্মণি যোগবৃত্তিরাশ্রিতা তথেহাপি দেশপরিচ্ছিন্নফলশ্রবণেন লিঙ্গেন পরশব্দস্যাপেক্ষিকপরত্ববিশিষ্টে চতুর্ম্মুখে বৃত্তিরস্ত্বিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ প্রশ্নোপনিষদীত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষে বিধেঃ সিদ্ধান্তে শ্রীহরেরুপাসনং ফলম্। এতদ্বৈ ইত্যাদেরর্থঃ। পিপ্পলাদো নামাচার্য্যঃ সত্যকামেন পৃষ্টো ব্যাচষ্টে—হে সত্যকাম! পরং শ্রীনারায়ণাখ্যমপরং চতুর্ম্মুখাখ্যং চ ব্রহ্ম তদেতদেব। যোঽয়মোঙ্কার ইতি। ওঙ্কারস্য পরব্রহ্মত্বং মৎস্যকূর্ম্মাদিবৎ তদবতারত্বাৎ। অপরব্রহ্মত্বঞ্চ তজ্জনকত্বাৎ তজ্জনকত্বং পরব্রহ্মাভেদাৎ। তস্মাৎ প্রণবং ব্রহ্মাত্মকং বিদ্বান্ জানন্ জন এতেন প্রণবেন ধ্যানায়তনেন ধ্যাতেনেতি যাবৎ। পরাপরয়োরেকমন্বেতি যথা ধ্যানম্। ত্রিমাত্রেণেতি। তৃতীয়েয়ং দ্বিতীয়াস্থেন নেয়া। ব্রহ্মোঙ্কারয়োরভেদোপক্রমাৎ তাদৃশমক্ষরং সূর্য্যান্তঃস্থং পরং ধ্যায়ীতেতি। ধ্যাত্বা সূর্য্যং প্রাপ্তঃ সামভির্ব্রহ্মলোকং নীয়তে। পাদোদরঃ সর্পঃ। স ইতি পরমপুরুষধ্যাতা। স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ সর্ব্বজীবাভিমানিনশ্চতুর্ম্মুখাৎ পরং পুরিশয়ং পরমে ব্যোম্নি পুরি স্থিতং শ্রীনারায়ণং শ্রীপতিমীক্ষতে লভত ইত্যর্থঃ। ক্রমমুক্তিরিহ প্রকাশিতা সনিষ্ঠানাং বোধ্যা। তদ্গতেনেতি। চতুর্ম্মুখলোকগতেন জনেন বীক্ষ্যমাণঃ স চতুর্ম্মুখ এবেতি যুক্তমিত্যর্থঃ।

তদেবমিতি। ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোক ইতি কর্ম্মধারয়োঽত্র সমাসঃ। নিষাদস্থপতিং যাজয়েদিত্যত্র নিষাদশ্চাসৌ স্থপতিশ্চেতি তথা সঃ ॥১৩॥

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে শ্রুতিতে অক্ষর-শব্দটি প্রকৃতি বা জীবে প্রযুক্ত হইলেও সকলের আজ্ঞাকারিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা এবং 'ন ক্ষরতি' যিনি স্বভাব হইতে চ্যুত হন না, এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা তাঁহার কূটস্থত্ব অর্থাৎ নির্ব্বিকারত্ব ও বিভুত্ব বা ব্যাপিত্বহেতু পরব্রহ্মেই যোগবৃত্তি (ব্যুৎপত্তি) যেমন গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই প্রকার এই শ্রুতিতে পরশব্দটির পূর্ব্বাপেক্ষা পরত্ব বিশিষ্ট চতুর্ম্মুখ (বিধাতা) অর্থে তাৎপর্য্য হউক ; যেহেতু দেশতঃ পরিচ্ছিন্ন লোকপ্রাপ্তি তাঁহার উপাসনায় শ্রুত হইতেছে, এই দৃষ্টান্ত সঙ্গতি অনুসারে বলিতেছেন—প্রশ্নোপনিষদি ইত্যাদি ভাষ্য। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষে বিধাতার উপাসনা কর্ত্তব্যত্বরূপে অভিপ্রেত, সিদ্ধান্তপক্ষে শ্রীহরির উপাসনা অভিপ্রেত। 'এতদ্বৈ সত্যকাম' ইত্যাদি শ্রুতির এই অর্থ। পিপ্পলাদ নামে আচার্য্য সত্যকাম নামক শিষ্যকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বিবৃত করিলেন, হে সত্যকাম! এই যে ওঙ্কার, ইহা শ্রীনারায়ণ নামক পরব্রহ্ম, আবার চতুর্ম্মুখ নামক অপর ব্রহ্মও। ওঙ্কারের পরব্রহ্মত্ব মৎস্যকূর্ম্মাদির মত অবতারত্ব হেতু, অপর-ব্রহ্মত্ব চতুর্ম্মুখের জনকত্ব নিবন্ধন, ওঙ্কারের চতুর্ম্মুখ জনকত্ব পরব্রহ্মের সহিত অভেদবশতঃ জ্ঞাতব্য। সেইজন্য প্রণবকে পরাপর ব্রহ্মরূপে জানিলে ঐ উপাসক এইধ্যান-বিষয়ীভূত অর্থাৎ ধ্যাত প্রণবদ্বারা পর ও অপর ব্রহ্মের মধ্যে অন্যতরকে ধ্যানানুসারে প্রাপ্ত হয়। 'ত্রিমাত্রেণেত্যাদি' 'ত্রিমাত্রেণ' এই পদে যে তৃতীয়া বিভক্তি আছে, উহা অর্থসঙ্গতির জন্য দ্বিতীয়ারূপে লইতে হইবে। উপক্রমে ব্রহ্ম ও ওঙ্কারকে অভিন্ন, সেই অক্ষরকে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পরমেশ্বর নারায়ণ মনে করিয়া ধ্যান করিবে। ধ্যানের ফলে সূর্য্য প্রাপ্ত হইলে তাহাকে সামগণ ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবে। দৃষ্টান্ত—যেমন পাদোদর (উদর যাহার পা অর্থাৎ সর্প) ত্বক্‌মুক্ত (খোলস ছাড়া) হয়, সেইরূপ ঐ পরমপুরুষের ধ্যানকারী এই জীবঘন অর্থাৎ সমস্ত জীবাত্মাভিমানী চতুর্ম্মুখ হইতে শ্রেষ্ঠ, পুরিশয়—পরম ব্যোমরূপ পুরে অবস্থিত শ্রীপতি শ্রীনারায়ণকে দর্শন করে অর্থাৎ লাভ করে। এখানে ঐ উপাসনার ফলে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির ক্রমমুক্তি দেখান হইল। 'তদ্‌গতেন বীক্ষ্যমাণস্ত' ইত্যাদি 'তদ্‌গত' শব্দের অর্থ চতুর্ম্মুখ-লোকগত, ঐ ধ্যাতা কর্ত্তৃক দৃশ্য-মান চতুর্ম্মুখই হওয়া যুক্তিযুক্ত—ইহা প্রাপ্ত হইলে পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা—

ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণম্

সূত্রম্—ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—'ঈক্ষতিকর্ম্ম'—দর্শন-বিষয়, 'সঃ'—সেই পুরুষোত্তম শ্রীনারায়ণ, কারণ? 'ব্যপদেশাৎ'। যেহেতু শ্রুতিতে ঈক্ষতিকর্ম্ম অর্থাৎ দর্শনের বিষয়ে উপদেশ পুরুষোত্তমেই আছে ॥ ১৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—স পুরুষোত্তম এব ঈক্ষতিকর্ম্ম দর্শন-বিষয়ঃ। কুতঃ? ব্যপদেশাৎ। "তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যৎ তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং পরায়ণং চ" ইতি ব্রহ্মধর্ম্মনির্দ্দেশাৎ। তদেবং নির্ণীতে ব্রহ্মলোকশব্দোঽপি নিষাদস্থপত্যধিকরণন্যায়েন শ্রীবিষ্ণুলোকস্য বাচকঃ সিদ্ধ্যতি ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই পুরুষোত্তমই—দর্শন-বিষয় ঈক্ষণের কর্ম্ম। কারণ—পরমেশ্বরেই প্রণব-ধর্ম্মের উল্লেখ শ্রুতিতে পাওয়া যাইতেছে—যথা 'তমোঙ্কা-রেণৈবায়তনেন'·· বিদ্বান্ ব্যক্তি ওঙ্কাররূপ সর্ব্বায়তনহেতু তাঁহার উপাসনা-দ্বারা সেই পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন। যিনি শান্ত, জরারহিত, অমৃত, অভয়, চরম আশ্রয়—এই সকল শান্তত্বাদি ধর্ম্ম ব্রহ্মেরই ধর্ম্ম। এইরূপে নির্ণীত পরমেশ্বরে যে ব্রহ্মলোক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার সঙ্গতি ব্রহ্ম এমন লোক এই কর্ম্মধারয় সমাসদ্বারা—যেমন 'নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ' বলিলে 'নিষাদশ্চাসৌ স্থপতিশ্চেতি' নিষাদই এই 'স্থপতি—শিল্পী' এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাসদ্বারা সঙ্গতি হয় ॥ ১৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তদেবমিতি। ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোক ইতি কর্ম্ম-ধারয়োঽত্র সমাসঃ। নিষাদস্থপতিং যাজয়েদিত্যত্র নিষাদশ্চাসৌ স্থপতিশ্চেতি তথা সঃ ॥ ১৩ ॥

টীকানুবাদ—'তদেবমিত্যাদি'. অতএব এইরূপ সিদ্ধান্তে ব্রহ্মলোক শব্দটি 'ব্রহ্ম এব লোকঃ' এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাসনিষ্পন্ন, যেমন 'নিষাদস্থপতিং

যাজয়েৎ' ইহার অন্তর্গত নিষাদ-স্থপতি পদটি 'নিষাদ এব স্থপতিঃ' চণ্ডালরূপ শিল্পী অর্থে কর্ম্মধারয় সমাসনিষ্পন্ন, সেইরূপ এখানেও জ্ঞাতব্য ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে শৈব্য পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, মনুষ্যের মধ্যে যে ব্যক্তি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ওঙ্কারের ধ্যান করেন, তিনি কোন্ লোক লাভ করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে পিপ্পলাদ বলিয়াছিলেন যে, ওঙ্কারই পর ও অপর ব্রহ্ম। ওঙ্কারধ্যানরূপ সাধনার দ্বারা একতরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরে বলিলেন—যিনি ত্রিমাত্রাযুক্ত পরমেশ্বরের প্রতিনিধিরূপ ওঙ্কারের ধ্যান করেন, তিনি মায়ামুক্ত হইয়া পরব্যোমে গমন করেন। বিদ্বান্ মনুষ্য এই ওঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া শান্ত, অজর, অমৃত, অভয় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন।

এ-স্থলে যদি কেহ এরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, এখানে যাঁহার ধ্যান ও দর্শন করেন বলা হইয়াছে, তিনি কি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, না পুরুষোত্তম পরব্রহ্ম? কারণ ঐ শ্রুতিতে পাওয়া যায় একমাত্রা প্রণবের উপাসনায় মনুষ্য-লোক, দ্বিমাত্রার উপাসনায় অন্তরীক্ষ-লোক ও ত্রিমাত্রা উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। এইভাবে লোকক্রম বিচার করিলে উক্ত ব্রহ্মলোককে যখন ব্রহ্মার লোক বলিয়া মনে হয়, তখন উক্ত ধ্যান ও দর্শনের বিষয় ব্রহ্মাই প্রতিপন্ন হন, পুরুষোত্তম পরব্রহ্ম নহেন। এই সন্দেহের নিরাকরণার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ঈক্ষতি-কর্ম্ম—দর্শন-বিষয় সেই পুরুষোত্তম শ্রীনারায়ণ। কারণ ব্রহ্মধর্ম্মের উপদেশ পুরুষোত্তমেই আছে। সেই পুরুষোত্তম শ্রীনারায়ণই ধ্যানের বিষয়। শ্রুতিতে পাওয়া যায়, বিদ্বান্ ব্যক্তি ওঙ্কার উপাসনার দ্বারা পরমেশ্বরকেই প্রাপ্ত হন। যিনি শান্ত, জরারহিত ইত্যাদি। এই নির্ণীত পরমেশ্বরে যে ব্রহ্মলোক-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার বিশেষ মীমাংসা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

দেবর্ষি নারদ ধ্রুবকে মন্ত্রদানকালে বলিয়াছিলেন,—

"জপশ্চ পরমো গুহ্যঃ শ্রূয়তাং মে নৃপাত্মজ।
যং সপ্তরাত্রং প্রপঠন্ পুমান্ পশ্যতি খেচরান্ ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।
মন্ত্রেণানেন দেবস্য কুর্য্যাদ্ দ্রব্যময়ীং বুধঃ।
সপর্য্যাং বিবিধৈর্দ্রব্যৈর্দ্দেশকালবিভাগবিৎ ॥" (ভাঃ ৪।৭।৫৩-৫৪)

শ্রীনারদ শরণাগত, জিতেন্দ্রিয় সেই ভক্ত চিত্রকেতুকে যে মহাবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতেও পাই,—

"ওঁ নমস্তভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
নমো বিজ্ঞানমাত্রায় পরমানন্দমূর্ত্তয়ে।
আত্মারামায় শান্তায় নিবৃত্তদ্বৈতদৃষ্টয়ে ॥" (ভাঃ ৬।১৬।১৮-১৯)

এই মহাবিদ্যার প্রভাবে চিত্রকেতু সপ্তদিবস পরে সনৎকুমারাদি সিদ্ধেশ্বরগণের দ্বারা পরিবৃত নীলাম্বর-পরিহিত সমুজ্জ্বল কিরীট-কেয়ূর-কঙ্কণাদি অলঙ্কারযুক্ত প্রসন্নবদন শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"অভ্যসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃদ্ব্রহ্মাক্ষরং পরম্।
মনো যচ্ছেজ্জিতশ্বাসো ব্রহ্ম জীবমবিস্মরন্ ॥" (ভাঃ ২।১।১৭)

অর্থাৎ অকার, উকার, মকার এই তিন অক্ষর গ্রথিত শুদ্ধ ব্রহ্মাক্ষর প্রণব মনে মনে অভ্যাস করিবেন।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ও মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ (গীঃ ৮।১৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

" 'প্রণব' যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ, জগতের উৎপত্তি ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৭৪)
" 'প্রণব' সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর-স্বরূপ প্রণব—সর্ব্ববিশ্বধাম ॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২৮)

ওঁ বা প্রণবই বেদের নিদানস্বরূপ মহাবাক্য। প্রতি বৈদিক মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণব নিহিত। 'প্রণব'—ঈশ্বরস্বরূপ। "অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈকনায়কঃ। উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ।"

(ভক্তিসন্দর্ভ) শ্রুতৌ—"ও মিত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সংসার ভয়াত্তারয়তি তস্মাদুচ্যতে তার ইতি।"

(ভগবৎসন্দর্ভে)—"অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেণাবতারোঽয়মিতি তস্মাৎ নামনামিনোরভেদ এব।"

মাণ্ডুক্য—"ওঁকার এবেদং সর্ব্বং ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্।"

"সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি।"

"ওঁকারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ।" ॥ ১৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে। "অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" ইতি।

তত্র সন্দেহঃ। কিময়ং হৃদয়পুণ্ডরীকস্থো দহরাকাশো ভূতাকাশঃ কিং বা জীব উত শ্রীবিষ্ণুরিতি। তত্র প্রসিদ্ধের্ভূতাকাশঃ স্যাৎ। পুরস্বামিত্বাদল্পত্বপ্রত্যয়ত্বাচ্চ জীবো বেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ছান্দোগ্যোপনিষদে শ্রুত হইতেছে—'অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে…তদ্বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইতি'—এই ব্রহ্মপুরে ব্রহ্মের স্থানে দহর পদ্মরূপ গৃহ আছে, ইহাতে দহর নামক অন্তরাকাশ বিদ্যমান, তাহার অভ্যন্তরে সেই ব্রহ্মকে অন্বেষণ করিবে, তাহাকেই ধ্যান করিবে। ঐ বাক্যার্থে সন্দেহ এই—হৃদয়পুণ্ডরীকস্থিত দহরাকাশ কি পঞ্চভূতান্তঃপাতী আকাশ? না জীব? অথবা শ্রীবিষ্ণু? পূর্ব্বপক্ষী তাহাতে বলিতেছেন,—দহরাকাশ শব্দের দ্বারা ভূতাকাশই বোধ্য হইবে, অথবা জীবাত্মা হইবে, কেননা জীব শরীররূপ পুরের স্বামী এবং অল্প পরিমাণ, এজন্য তাহাকেই বুঝিব। এই মতের উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্র পরমপুরুষশব্দস্য শ্রীনারায়ণে রূঢ়ত্বাৎ তস্যৈবোপাস্যতা নির্ণীতা তদ্বদত্রাকাশশব্দস্য ভূতাকাশে রূঢ়ত্বাৎ তস্যৈবোপাস্যতা-

স্ত্বিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ ছান্দোগ্যেত্যাদি। অথ যদিতি। ভূমবিদ্যানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। অন্বেষ্টব্যং ধ্যেয়মিত্যর্থঃ।

তত্র সন্দেহ ইতি। প্রসিদ্ধির্মিতত্বঞ্চ তদ্বীজং বোধ্যম্—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে যেমন পরমপুরুষ শব্দের শ্রীনারায়ণে প্রসিদ্ধিহেতু তাঁহারই উপাস্যতা নির্ণীত হইয়াছে, সেইরূপ এই শ্রুতিতে আকাশ-শব্দের পঞ্চভূতান্তর্গত আকাশভূতে রূঢ়িহেতু তাহারই উপাস্যতা হউক, এইরূপ দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি অনুসারে বলিতেছেন—ছান্দোগ্যেত্যাদি-ভাষ্য। অথ যদিতিভাষ্য—অথ শব্দের অর্থ ভূমবিদ্যার আনন্তর্য্য। অন্বেষ্টব্যম্—অর্থাৎ ধ্যেয়। তত্র সন্দেহ ইতি ভাষ্য—প্রসিদ্ধি ও মধ্যম পরিমাণই ভূতাকাশের উপাস্যতার কারণ বুঝিতে হইবে—

দহরাধিকরণম্

সূত্রম্—দহর উত্তরেভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ—'দহরঃ'—দহরাভিধেয় আকাশ, শ্রীবিষ্ণুই, কারণ? 'উত্তরেভ্যঃ'—বাক্যশেষে উক্ত হেতুগুলি হইতে উহা অবগত হওয়া যায় ॥ ১৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শ্রীবিষ্ণুরেব দহরঃ। কুতঃ? উত্তরেভ্যঃ বাক্যশেষগতেভ্যো হেতুভ্য ইত্যর্থঃ। তে চ বিয়দুপমত্বসর্ব্বাধারত্বাপহতপাপ্মত্বাদয়ো ভূতাকাশে জীবে চ ন সম্ভবেয়ুঃ। শ্রুতৌ ব্রহ্মপুরমুপাসকস্য শরীরং তদবয়বভূতং হৃদয়পুণ্ডরীকং ব্রহ্মণো বেশ্ম তত্র ধ্যেয়ং দহরাকাশশব্দং পরং ব্রহ্ম তস্মিন্নন্বেষ্টব্যমপহতপাপ্মত্বাদিগুণজাতমিতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—শ্রীবিষ্ণুই হৃৎপুণ্ডরীকস্থিত দহর আকাশ। কি হেতু? উত্তরে বলিতেছেন,—বাক্যশেষে লিখিত হেতুগুলি হইতে। সেই হেতুগুলি হইতেছে—'বিয়দুপমত্ব'—অর্থাৎ ভূতাকাশের সহিত তাহার উপমান, 'সর্ব্বাধারত্ব'—সমস্ত বস্তুর তিনি আধার, 'অপহতপাপ্মত্ব'—তাঁহাকে জানিলে সমস্ত পাপ নাশ

হয় ইত্যাদি কারণে ভূতাকাশে ও জীবে সম্ভব নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন—উপাসকের শরীর ব্রহ্মপুর, সেই শরীরের অবয়বভূত হৃদয়পদ্ম—উহাই ব্রহ্মের গৃহ, তাহাতে দহরাকাশ-শব্দাভিধেয় পরব্রহ্মকে ধ্যান করিবে, তাহাতেই অপহতপাপ্মত্ব অর্থাৎ পাপনাশকত্বাদি গুণসমূহ অনুসন্ধান করিবে, এইভাবে শ্রুতি ব্যাখ্যেয় ॥ ১৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—দহরেতি। তে চেতি। বিজিজ্ঞাস্যত্বেনোক্তস্য দহরাকাশস্য তঞ্চেদ্‌ব্রূয়ুরিত্যুপক্রম্য কিং তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বা বিজিজ্ঞাসিতব্যমিত্যাক্ষেপপূর্ব্বকং সমাধানবাক্যম্। স ব্রূয়াৎ যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে ইত্যাদি। এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুরিত্যাদি চ। অত্রাকাশোপমানত্বং দ্যাবাপৃথিব্যাশ্রয়ত্বং কামাদ্যাধারত্বঞ্চ দহরস্যোক্তম্। শ্রুত্যর্থস্ত তং গুরুং শিষ্যা ব্রূয়ুঃ কিং তদিতি। হৃৎপুণ্ডরীকং তাবদল্পং তত্র স্থিত আকাশস্ততোঽপ্যল্পঃ স্যাদিতি অল্পে হৃৎপুণ্ডরীকে কিমস্তি। যৎ শ্রুতিযুক্তিভ্যাং বিচার্য্য ধ্যেয়মিত্যল্পত্বদোষেণ দহরস্য ধ্যেয়ত্বে শিষ্যৈরাক্ষিপ্তে তত্র সমাধানং স ব্রূয়াদিতি। স গুরুর্ব্রূয়াৎ। কিং ব্রূয়াদিত্যাহ যাবানিতি। তথা চাকাশোপমত্বেনাল্পত্বদোষনিরাকরণাদচিন্ত্যশক্ত্যা বিভুত্বমজহদেব মধ্যমতয়া বিভাতীতি স শ্রীহরিরেব তাদৃশো ধ্যেয় ইত্যর্থঃ। আকাশশব্দবাচ্যাশ্চাষ্টৌ গুণাস্তত্রান্বেষ্টব্যাঃ কথিতাঃ। যঃ খলু য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামানিত্যুপসংহৃতাঃ। ইহ তদ্‌গুণগণস্য মুমুক্ষুমৃগ্যত্বশ্রবণাদানুবাদিত্বাদিকং তস্য নিরস্তম্ ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ—'দহর উত্তরেভ্যঃ' এই সূত্রের ভাষ্যে বর্ণিত 'তে চ বিয়দুপমত্বাদি' জিজ্ঞাস্য বা ধ্যেয়রূপে বর্ণিত দহরাকাশ সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতেছে—যদি সেই হৃদয়াকাশকে দহর ব্রহ্ম বল—এই উপক্রম করিয়া আরও প্রশ্ন হইতে পারে, এই হৃদয়াকাশে কি বস্তু আছে, যাহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে অথবা ধ্যান করিতে হইবে—এই আপত্তির সমাধানার্থ একটি বাক্য শ্রুত হয় 'স ব্রূয়াৎ যাবান্ বা······বিজরো বিমৃত্যুঃ' ইতি। পৃষ্ট ব্যক্তি উত্তর করিবেন—এই প্রসিদ্ধ ভূতাকাশ যতটা পরিমাণসম্পন্ন, এই হৃদয়পদ্মান্তর্ব্বর্ত্তী আকাশও তাবৎ পরিমাণযুক্ত, এই আকাশেই স্বর্গ মর্ত্য অভ্যন্তরে সমাহিত হইয়া

আছে। ইত্যাদি বলিবার পর শ্রুতি বলিতেছেন—'এতৎ সত্যং' ইত্যাদি এই ব্রহ্মপুর সত্যস্বরূপ, ইহাতে সমস্ত কাম্যবস্তু সমাহিতই আছে। পাপহীন, জরামৃত্যুহীন আত্মাও তাহাতে সমাহিত। তবেই দেখা যাইতেছে, এই বাক্যে দহরাকাশের সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ভূতাকাশের উপমানতা (সাদৃশ্য)। দ্যুলোক-ভূলোকের আধারত্ব, কাম্যবস্তু প্রভৃতির আশ্রয়ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ঐ 'তঞ্চেদ্‌ব্রূয়ুঃ' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ এই যদি সেই গুরুকে শিষ্যরা জিজ্ঞাসা করে, 'কিমত্র বিদ্যতে' এই হৃদয়াকাশে কি আছে, হৃৎপুণ্ডরীক তো অতি ক্ষুদ্র পরিসর, তাহার মধ্যস্থিত আকাশ তাহা হইতে ক্ষুদ্রতরই হইবে, অতএব এই হৃৎপদ্মে কি আছে? যাহা শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া ধ্যান করিতে হইবে? শিষ্যগণ অল্প পরিমাণ দোষবশতঃ দহরের ধ্যেয়ত্ব বিষয়ে প্রতিবাদ করিলে গুরু সমাধান করিবেন। কি বলিবেন? শ্রুতি সে কথা বলিতেছেন—'যাবানিত্যাদি'। এখানে আকাশের উপমা প্রদর্শন করায় হৃদয়পদ্মস্থ আকাশের অল্প পরিমাণ আপত্তি নিরাকৃত হইল এবং পরমেশ্বরের অচিন্তনীয় শক্তিবশতঃ বিভুত্ব না ছাড়িয়াই মধ্যম পরিমাণবত্ব সঙ্গত হইল; অতএব সেই দহরাকাশকে শ্রীহরিরূপে ধ্যান করিবে, ইহাই তাৎপর্য্য। আকাশ বলিলেই আটটি গুণকে বুঝাইতেছে, সেই আটটি গুণ ঐ হৃদয়াকাশে অনুসন্ধান করিবে, ইহাই কথিত হইল। পরে উপসংহারে কথিত হইয়াছে—'যে খলু' ইত্যাদি······যে গুণগুলির কথা উপসংহারে বর্ণিত হইয়াছে যথা—যাহারা এই আত্মার উপাসনা করিয়া পরলোকে গমন করে, তাহারা এই সত্য (অবিনশ্বর) কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হয়। অতএব এই বাক্যে এই দহরাকাশের গুণসমূহ মুমুক্ষু ব্যক্তির অন্বেষণীয় বলায় উহা যে আনুবাদিক, ইহাও নিরস্ত হইল ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বে পরমপুরুষ-শব্দে শ্রীনারায়ণই রূঢ় অর্থাৎ প্রসিদ্ধ বলিয়া তাঁহারই উপাসনা নির্ণীত হইয়াছে, সেইরূপ আকাশ-শব্দে ভূতাকাশই রূঢ় অর্থাৎ প্রসিদ্ধ বলিয়া তাহারই উপাস্যতা হউক, এ-স্থলে দৃষ্টান্তসঙ্গতির দ্বারা বলিতেছেন যে, ছান্দোগ্যের অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে পাওয়া যায়,—"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম···বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।" ইত্যাদি, অর্থাৎ এই ব্রহ্মপুরে হৃদয়-পদ্ম মধ্যে যে দহরাকাশ আছে, তাহার অন্তরস্থ বস্তুকেই অন্বেষণ ও জিজ্ঞাসা করা উচিত। এ-স্থলে যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ

করেন যে, এই হৃৎপদ্মস্থিত দহরাকাশ শব্দে কি ভূতাকাশ? না জীব? অথবা শ্রীবিষ্ণুকে বুঝিতে হইবে? প্রসিদ্ধার্থে ভূতাকাশ বুঝায়, আবার পুরের স্বামিত্ব ও অল্পত্ব প্রত্যয়বশতঃ জীবকেও বলা যাইতে পারে। তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রীবিষ্ণুই দহর-শব্দের বাচ্য। কারণ বাক্য-শেষে সর্ব্বাধারত্ব ও অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি গুণের বা ধর্ম্মের উল্লেখ থাকায় উহা ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। যাহারা গুপ্ত ধন কোথায় আছে জানে না, তাহারা কিন্তু ক্ষেত্রের উপর পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিলেও ভূগর্ভনিহিত হিরণ্যাদি গুপ্ত ধন লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ জীব অজ্ঞানাবৃত বলিয়া নিজ হৃদয়-মধ্যে অবস্থিত ব্রহ্মবস্তুকে জানিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তাঁহারা তল্লাভে কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন। যাঁহারা আত্মাকে অজর, অমর, সত্য-সঙ্কল্প প্রভৃতি অষ্টগুণযুক্ত জানিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর স্বাধীনতা লাভ করেন ও সত্যসঙ্কল্প জীব দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য যে কোন ভাব লাভ করিতে সঙ্কল্প করেন, তাহাই লাভ করিয়া থাকেন।

ছান্দোগ্যে ভূম-বিদ্যার পরই দহর-বিদ্যার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে বুঝা যায়, যে ব্রহ্ম ভূমা, সেই ব্রহ্মই দহর অর্থাৎ সূক্ষ্ম। যিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনিই হৃৎপুণ্ডরীকস্থ; যিনি মহান্, তিনিই অণু, এই ভাবেই উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্বের বর্ণন পাওয়া যায়।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা এইরূপ;—"যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে পুণ্ডরীকং বেশ্মেত্যনূদ্য তস্মিন্ দহরে পুণ্ডরীকবেশ্মনি য দহরাকাশো যচ্চ তদন্তর্ব্বর্ত্তি গুণজাতং তদুভয়মন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যঞ্চেতি বিধীয়তে" ইত্যর্থঃ। "অস্মিন্ কামা সমাহিতাঃ" (ছাঃ ৮।১।৫) ইতি হি কামত্বাৎ কামাঃ কল্যাণাস্তদন্তঃস্থা উচ্যন্তে। "তে চ গুণা অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে" ইত্যাদিভির্বিভূত্বাদয়ঃ "অয়মাত্মাঽপহতপাপ্মা ইত্যাদিভিরপহতপাপ্মত্বাদয়শ্চ তত্র বহব এব ব্যাখ্যাতাঃ সন্তীতি।"

অর্থাৎ এই ব্রহ্মপুর পুণ্ডরীক-গৃহে যে দহরাকাশ এবং তাঁহার যে সকল গুণ আছে, তাহাই অন্বেষণ ও জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য। শ্রুতি এই বিধানই করিয়াছেন। অন্যত্র ছান্দোগ্য বলেন যে,—'ইহাতে কামসমূহ সমাহিত আছে'।

এই শ্রুতির অর্থেও বুঝা যায়, কামত্ব-নিবন্ধন কামসমূহ অর্থাৎ কল্যাণ-সমূহই সেই দহর-ব্রহ্মের অন্তরস্থ,—ইহা বলা হইয়াছে। 'তে চ গুণাঃ' শ্রুতির অর্থে তাঁহার বিভূতিসমূহ, 'অয়মাত্মা' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা 'বিজর', 'বিশোক', 'সত্যসংকল্প' প্রভৃতি বহু গুণই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এ-স্থলে ব্রহ্মপুর-শব্দে উপাসকের শরীর এবং হৃৎপুণ্ডরীক-শব্দে অবয়ব, উহাই ব্রহ্মের অবস্থিতির স্থান ধরিতে হইবে। তন্মধ্যে ধ্যানের বিষয় দহরাকাশ পরব্রহ্মই, তাহারই গুণ সকল বর্ণিত আছে, তাহাই অন্বেষণ করিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

> "উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
> পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
> তত্র উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
> পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে॥" (ভাঃ ১০।৮৭।১৮)

এই শ্লোকে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্ম—গীতোক্ত "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা" (১৫।১৪) শ্লোকে বর্ণিত ক্রিয়াশক্তিদায়ক উদরস্থ অন্তর্যামীকে যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহারা ঋষিসম্প্রদায়মার্গে 'কূর্পদৃশঃ' অর্থাৎ কূর্প অর্থে শর্করা—ধূলি চক্ষে যাহাদের তাহারা অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন। কারণ হৃদয় অপেক্ষা উদর স্থূল বলিয়া। আর আরুণি-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ বুদ্ধ্যাদি প্রবর্ত্তন দ্বারা জ্ঞানশক্তিদায়ক হৃদয়স্থিত জীবান্তর্য্যামীকে উপাসনা করেন। দহর অর্থে দুর্জ্ঞেয়ত্বহেতু সূক্ষ্ম। হৃদয়ই তাঁহার প্রসরণস্থান। আরও পাওয়া যায়,—এ-স্থলে 'উদরং ব্রহ্ম' ইহা শার্করাক্ষগণ উপাসনা করেন। আর 'হৃদয়ং ব্রহ্ম' ইহা আরুণিগণ উদাহরণ দিয়াছেন,—শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে আছে "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈব প্রবর্ত্তকঃ, অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ॥" (৩।১২-১৩)॥ ১৪॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ইতোঽপি দহরঃ শ্রীবিষ্ণুরেবেত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এই কারণেও দহর শ্রীবিষ্ণুই—এই কথা সূত্রকার বলিতেছেন,—

"তেনাত্মনাত্মানমুপৈতি শান্ত-
মানন্দমানন্দময়োঽবসানে।
এতাং গতিং ভাগবতীং গতো যঃ
স বৈ পুনর্নেহ বিষজ্জতেঽঙ্গ ॥" (ভাঃ ২।২।৩১) ॥ ১৫ ॥

সূত্রম্—ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ—'অস্য'—এই 'অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসংভেদায়' যিনি এই আত্মা, তিনি এই সমগ্র লোকের সাঙ্কর্য্য-নিবৃত্তি (অসাঙ্কর্য্য)র জন্য ধারক, তিনিই সেতু—সেতুর মত কার্য্য করিতেছেন, অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সাঙ্কর্য্য নিবৃত্তি করিতেছেন, এই শ্রুতি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বিশ্ববিধারণরূপ, 'মহিম্নঃ'—মহিমার, 'অস্মিন্'—এই দহরে, 'উপলব্ধেঃ'—অবগতি হইতেছে, এইজন্যও দহর অর্থে পরমেশ্বর জানিবে ॥ ১৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ" ইতি প্রকৃত্য বিয়ত্তুপমাপূর্ব্বকং তত্র সর্ব্বসমানত্বমুক্ত্বাত্মশব্দঞ্চ প্রযুজ্যোপদিশ্য চাপহতপাপ্মত্বাদি তমেবানতিবৃত্তপ্রকরণং নির্দ্দিশতি। "অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসংভেদায়" ইতি। তস্মাদস্য বিশ্বধৃতিরূপস্য মহিম্নোঽস্মিন্ দহরে প্রাপ্তেরয়ং শ্রীবিষ্ণুরেব। "এষ সেতুর্বিধারণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" ইত্যন্যত্রাপ্যেষ মহিমা তত্রৈব দৃষ্টঃ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বে উপক্রমে বলা হইয়াছে, দহর এই হৃৎপুণ্ডরীকে আকাশরূপে বর্ত্তমান, তাহার পর সেই আকাশকে ভূতাকাশের সহিত তুলনা করা হইয়াছে এবং তাহার দ্বারা আকাশের সকল ধর্ম্ম যে দহরে আছে, ইহাও বলিয়াছেন, তৎপরে সেই দহরে আত্মশব্দের প্রয়োগ এবং অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি আত্মধর্ম্মের তথায় সত্তা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—অতএব দহরের প্রকরণই চলিতেছে। সেই প্রকরণে শ্রুতি বলিতেছেন, 'অথ য আত্মা……অসংভেদায়'। অতঃপর যিনি আত্মা, তিনি এই সকল লোকের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সাঙ্কর্য্যনিবৃত্তির সেতু অর্থাৎ বিধৃতি-বিশেষরূপে ধারক, অতএব এই বিশ্ব-

ধৃতিরূপ মহিমার উল্লেখ এই দহরে অবগত হওয়া যাইতেছে, এই কারণে শ্রীবিষ্ণুই এই দহর-শব্দবোধ্য। এইরূপ অন্যত্রও এই দহরের মহিমা উল্লিখিত দেখা যায়। যথা—'এষ সেতুরিত্যাদি' এই আত্মা এই সমস্ত লোকের বিধারণ সেতু হইয়া আছেন, যাহাতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিশৃঙ্খলা না হয়। অতএব ঐ মহিমা দহরেই দৃষ্ট ॥ ১৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—দহরেতি। তমেব দহরমেব অনতিক্রান্তপ্রকরণমিত্যর্থঃ। স সেতুরিতি। সেতুর্বর্ণাশ্রমাত্মসঙ্করতাহেতুঃ। বিধৃতির্বিশিষ্টা ধৃতির্যেন সঃ। অঞ্জসা অসাঙ্কর্য্যেণ চ নিখিলধারক ইত্যর্থঃ। অসংভেদায় অসাঙ্কর্য্যায় ॥ ১৬ ॥

টীকানুবাদ—'তমেবেত্যাদি'—সেই দহরকে—যাহার প্রকরণের ছেদ হয় নাই। 'স সেতুরিতি', সেতু বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অসম্ভেদ অর্থাৎ ভঙ্গাভাবের হেতু। বিধৃতি-শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ—বি—বিশিষ্টভাবে, ধৃতিঃ—ধারণ যাঁহা কর্ত্তৃক, তিনি বিধৃতি—ধারক অর্থাৎ যথার্থভাবে ও অসাঙ্কর্য্য বজায় রাখিয়া যিনি বিশ্বের ধারক। অসংভেদ-শব্দের অর্থ অসাঙ্কর্য্য ॥ ১৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—দহরাধিকরণেই বর্ত্তমানে সূত্রকার বলিতেছেন—দহরে যে বিশ্বের ধারণরূপ মহিমার উল্লেখ আছে, তদ্দ্বারাই দহর-শব্দের বাচ্য শ্রীবিষ্ণু, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসংভেদায়" (৮।৪।১)

বৃহদারণ্যকেও পাওয়া যায়,—"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" (৩।৮।৯)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"ধর্ম্মস্য মম তুভ্যঞ্চ কুমারাণাং ভবস্য চ।
বিজ্ঞানস্য চ সত্ত্বস্য পরস্যাত্মা পরায়ণম্ ॥" (ভাঃ ২।৬।১২)
"সর্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ।
তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি ॥" (ভাঃ ২।৬।১৬)

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বলিয়াছেন,—

"স কথং ধর্ম্মসেতুনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।" (ভাঃ ১০।৩৩।২৭)

ব্রহ্মতর্কে পাওয়া যায়,—

"বিতস্তিমাত্রং হৃদয়মাস্থায় ব্যাপ্নুতে জগৎ।" ॥ ১৬ ॥

সূত্রম্—প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ—প্রসিদ্ধিও আছে যে ব্রহ্মে আকাশ শব্দের তাৎপর্য্য। অতএব দহরাকাশ ব্রহ্ম ॥ ১৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"কো হ্যেবান্যাদ্" ইত্যাদৌ ব্রহ্মণ্যাকাশ-শব্দস্য খ্যাতেশ্চ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'কোহ্যেব অন্যাৎ' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মে—পরমেশ্বরে আকাশ-শব্দের প্রসিদ্ধি আছে, এজন্যও দহর—পরমেশ্বর ॥ ১৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রসিদ্ধেরিত্যাদি সুগমম্ ॥ ১৭ ॥

টীকানুবাদ—'প্রসিদ্ধেশ্চ' এই সূত্রটির অর্থ সহজবোধ্য ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—আকাশ-শব্দে ব্রহ্মই প্রসিদ্ধ। ইহার প্রমাণ ছান্দোগ্যে "দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ" (৮।১) এই শ্রুতিবাক্যের বিচারে ব্রহ্মই লক্ষণীয়, কারণ বলা হইয়াছে "তদন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি"। পুনরায় ছান্দোগ্যেই পাওয়া যায়, "আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা।"–(৮।১৪।১)। ইহা দ্বারা আকাশ-শব্দের ব্রহ্মসম্বন্ধেই প্রয়োগ হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও আছে,—"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ,যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ এষ হ্যেবানন্দয়তি।" (তৈঃ—২।৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতদেবের বাক্যেও পাই,—

"শৃণ্বতাং গদতাং শশ্বদর্চ্চতাং ত্বাভিবন্দতাম্।
নৃণাং সংবদতামন্তর্হৃদি ভাস্যমলাত্মনাম্ ॥
হৃদিস্থোঽপ্যতিদূরস্থঃ কর্ম্মবিক্ষিপ্তচেতসাম্।
আত্মশক্তিভিরগ্রাহ্যোঽপ্যন্ত্যুপেতগুণাত্মনাম্ ॥" (ভাঃ ১০।৮৬।৪৬-৪৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণামুদ্বমতে মুখাৎ।
আকাশাদ্ ঘোষবান্ প্রাণো মনসা স্পর্শরূপিণা ॥

ছন্দোময়োঽমৃতময়ঃ সহস্রপদবীং প্রভুঃ।
ওঁকারাদ্ব্যঞ্জিতস্পর্শ-স্বরোষ্মান্তস্থ ভূষিতাম্ ॥" (ভাঃ ১১।২১।৩৮-৩৯)
"আকাশ ইব চাধারো ধ্রুবোঽনন্তোপমস্ততঃ।" (ভাঃ ১২।৫।৮) ॥ ১৭ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বু "স এষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। এষ আত্মেতি হোবাচ। এতদমৃতমেতদভয়মেতদ্‌ব্রহ্ম" ইতি দহরবাক্যান্তরালে জীবস্য পরামর্শাৎ স এব দহরঃ স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি হইতেছে—দহর-শব্দে এই জীবাত্মাও তো হইতে পারে, কারণ—'স এষ সংপ্রসাদো···এতদ্ ব্রহ্মেতি' সেই এই ঈশ্বরানুগ্রহপ্রাপ্ত উপাসক মৃত্যুর পর এই ভৌতিক দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া নিজ-রূপে অবস্থান করেন, এই পরজ্যোতিঃ-শব্দ-নির্দ্দিষ্ট আত্মা অর্থাৎ বিভু বিজ্ঞানানন্দ। এই কথা শ্রুতি বলিয়াছেন—ইনিই (আত্মাই) অমৃত, অভয়, ব্রহ্ম। এই কথাটি দহর কথার মধ্যভাগে বলায় অথচ জীবের উক্তি দৃষ্ট হওয়ায় জীবই দহর হইতে পারে, এই যদি বল, তাহার সমাধানার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। সম্প্রসাদো জীবঃ। পরং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম। এষ পরং জ্যোতিঃশব্দনির্দ্দিষ্ট আত্মা বিভুর্বিজ্ঞানানন্দঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অবতরণিকা-ভাষ্যে উক্ত সম্প্রসাদ শব্দের অর্থ জীবাত্মা। 'পরং জ্যোতিঃ'—অর্থাৎ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, 'এষঃ'—এই পরজ্যোতিঃ-শব্দে যিনি নির্দ্দিষ্ট, তিনি আত্মা অর্থাৎ বিভু—বিশ্বব্যাপক ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

সূত্রম্—ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ—'ইতরপরামর্শাৎ'—ইতর—অন্য, দহর-ভিন্ন জীবের উল্লেখ হেতু 'সঃ'—উপক্রমোক্ত দহর-শব্দবাচ্য জীবই হইবে, 'ইতি চেৎ'—এই যদি বল, 'ন'—তাহা হইবে না, হেতু? 'অসম্ভবাৎ'—উপক্রমে বর্ণিত দহরের অপহত-পাপ্মত্ব প্রভৃতি আটটি গুণ জীবে সঙ্গত হয় না ॥ ১৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—মধ্যে জীবপরামর্শাদুপক্রমেঽপি স এবেতি ন শক্যং বক্তুম্। কুতঃ? অসম্ভবাৎ। উপক্রমোক্তস্য অপহত-পাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকস্য জীবেঽনুপপত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—দহর-বাক্যের মধ্যে জীবের উল্লেখ দেখিয়া উপক্রমে বর্ণিত দহর যে জীব এ-কথা বলিতে পার না। কারণ? অসম্ভব; উপক্রমে যে দহরের অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি আটটি গুণ বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলি জীবে সম্ভব হয় না অর্থাৎ অসঙ্গতি, এজন্য দহর জীব নহে ॥ ১৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—মধ্য ইতি। উপক্রমোক্তস্য উপক্রান্তে দহরে পঠিতস্য ॥ ১৮ ॥

টীকানুবাদ—'উপক্রমোক্তস্য'—উপক্রমে পঠিত অর্থাৎ দহরের উপক্রম করিয়া তাহারই বিশেষণরূপে পঠিত অপহতপাপ্মত্বাদি আটটি গুণের। অসম্ভব—এইজন্য দহর জীব নহে ॥ ১৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে বর্ণিত "অথ স এষ সংপ্রসাদো" (ছাঃ ৮।৪) ইত্যাদি বাক্যে দহরাকাশ-মধ্যে জীবের নির্দ্দেশ থাকায় জীবকেই দহর-শব্দের বাচ্য বলিব। তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, দহর-ভিন্ন ইতর জীবের উল্লেখ আছে বলিয়া, তাহাকে দহর-শব্দের বাচ্য বলিতে পার না, কারণ অসম্ভব অর্থাৎ ব্রহ্ম-ভিন্ন জীবে অপহতপাপ্মত্বাদি অষ্টগুণ থাকিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকপিল-দেবহূতি সংবাদে পাই,—

"ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
আত্মা তথা পৃথগ্ দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥" (ভাঃ ৩।২৮।৪১)

অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও জীব-সংজ্ঞক আত্মা হইতে সর্ব্বোপদানরূপ ব্রহ্মসংজ্ঞক দ্রষ্টা ভগবান্ নিত্য পৃথক্ ॥ ১৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—স্যাদেতৎ দহরবিদ্যায়াঃ পরস্মাৎ "য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্য" ইত্যাদে-

র্জীবপরাৎ প্রজাপতিবাক্যাৎ তদষ্টকং দহরবাক্যান্তরালে পঠিতে জীবেঽপি সম্ভবেদতঃ স এব দহর ইত্যাশঙ্ক্য নিরাচষ্টে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—'স্যাদেতৎ' ইত্যাদি—পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন, ইহা তো হইতে পারে, কি? অপহতপাপ্মত্বাদি আটটি গুণ জীবেরও হইতে পারে, কিরূপে? উত্তর—উপাসক দহরোপাসনার পর যে আত্মা পাপনির্ম্মুক্ত, জরাশূন্য, মৃত্যুহীন, শোকাতীত, কামনানির্ম্মুক্ত, তৃষ্ণাবিরহিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, তাঁহাকেই অন্বেষণ করিবেন, তাঁহাকেই ধ্যান করিবেন, ইত্যাদি প্রজাপতির বাক্য যখন জীবকেই বুঝাইতেছে, তখন দহরের অন্তরালে উপক্রমোপসংহারের মধ্যে পঠিত জীবেও উক্ত গুণাষ্টক সম্ভব, অতএব জীবই দহর; এই আশঙ্কার নিরাকরণ করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—স্যাদেতদিতি। য ইতি আত্মা জীবলক্ষণঃ। বিমৃত্যুর্মরণরহিতঃ। বিজিঘৎসঃ বিগতা জিঘৎসা যস্য সঃ। এতদ্ গুণাষ্টক-বিশিষ্টং জীবস্য নিজং স্বরূপম্। তদষ্টকং গুণাষ্টকম্—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'স্যাদেতদিত্যাদি'—য ইত্যাদি 'যঃ' —অর্থাৎ জীবস্বরূপ আত্মা, 'বিমৃত্যুঃ'—মরণহীন, 'বিজিঘৎসঃ'—অত্তুমিচ্ছা জিঘৎসা—বুভুক্ষা (ভোজনেচ্ছা) যাহার বিগত হইয়াছে, সেই ভোগেচ্ছাশূন্য। এই গুণাষ্টক বিশিষ্টস্বরূপ জীবের স্বাভাবিক। 'তদষ্টকং' সেই অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি অষ্ট গুণ—

সূত্রম্—উত্তরাচ্চেদাবির্ভাবস্বরূপস্তু ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ—'উত্তরাৎ চেৎ'—যদি দহর-বিদ্যার পরেই লিখিত প্রজাপতি-বাক্য হইতে জীবপর দহর-শব্দ বল, 'তু'—কিন্তু, তাহা নহে, যেহেতু প্রজাপতি-বাক্যে সাধনার দ্বারা জীবের যে অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্ট স্বরূপ জন্মে, তাহারই উল্লেখ করিতেছে, নিত্য আবির্ভূতস্বরূপ বুঝাইতেছে না অতএব প্রজাপতি-বাক্য দ্বারা আবির্ভূতস্বরূপকে গ্রহণ করিতে পার না ॥ ১৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শঙ্কাচ্ছেদায় তু-শব্দঃ। নেত্যনুবর্ত্ততে। প্রজা-পতিবাক্যে সাধনাবির্ভাবিতস্বরূপস্যোপদেশাৎ ন তেনাবির্ভূতস্বরূপঃ

শক্যো গ্রহীতুমিত্যর্থঃ। দহরবাক্যার্থং তদষ্টকং নিত্যাবির্ভূতং তথৈব প্রতীয়াৎ। প্রজাপতিবাক্যোক্তং তৎ সাধনাবির্ভাবিতম্। "এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়" ইত্যাদিনা তথৈব প্রতীতেরিত্যুভয়োর্মহদন্তরম্। কিঞ্চ সাধনাবির্ভাবিততদষ্টকেঽপি জীবে অসম্ভাব্যাঃ সেতুত্বজগদ্বিধারকত্বাদয়ো গুণাঃ পরেশত্বং দহরস্য গময়ন্তি ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—শাস্ত্রে দুইটি কথা আছে—একটি সাধনবোধক, অপরটি সাধ্যবোধক, তন্মধ্যে সাধনবাক্যকে সাধ্যপর করিতে পার না। সেই অভিপ্রায়ে সূত্রোক্ত 'তু' শব্দটি প্রযুক্ত, উহা পূর্ব্বোক্ত শঙ্কার নিরাসার্থ। সূত্রে 'ন' না থাকিলেও পূর্ব্ব হইতে 'ন' শব্দটির এই সূত্রে অনুবৃত্তি। প্রজাপতির বাক্যে ব্রহ্মোপাসনারূপ সাধনের দ্বারা জীবের যে স্বরূপ আবির্ভাবিত হয়, তাহারই উল্লেখ হইয়াছে, তাহার দ্বারা আবির্ভূতস্বরূপ, নিত্য সিদ্ধকে গ্রহণ করিতে পার না; দহর নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বরবোধক, প্রজাপতি-বাক্য সাধনা দ্বারা আবির্ভাবিতস্বরূপ জীববোধক। নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের বোধক সেই অপহতপাপ্মত্বাদি অষ্টগুণ, তাহা দহর বাক্যার্থ। ইহার পরেই বলা হইয়াছে 'এবমেষ সম্প্রসাদ' ইত্যাদি, ইহা দ্বারা তাহাই প্রতীত হইতেছে; অতএব উভয় বাক্যার্থের অনেক প্রভেদ। আরও এক কথা—সাধনের দ্বারা সেই অষ্টগুণ জীবে আবির্ভাবিত হইলেও তাহাতে বিশ্বসেতুত্ব, জগদ্বিধারণত্ব প্রভৃতি গুণ কোনরূপেই সম্ভব হয় না। ঐ গুণগুলি দহরের পরমেশ্বরত্ব বুঝাইতেছে ॥ ১৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—শঙ্কেতি। সাধনেতি। সাধনেন ব্রহ্মোপাসনেনাবির্ভাবিতং তদষ্টকবৎ স্বরূপং যস্য স জীবঃ তথা তস্য তত্রোপদেশাৎ। তেনেতি। প্রজাপতিবাক্যেন নিত্যসিদ্ধরূপঃ পরমাত্মা ন শক্যতে নেতুমিত্যর্থঃ। এতদ্বিশদয়তি দহরেত্যাদিনা। এবমেবেতি। আদিশব্দাৎ পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষ ইতি বাক্যশেষো গ্রাহ্যঃ। যৎ পরং জ্যোতিঃ স উত্তমঃ পুরুষঃ শ্রীহরিরিত্যর্থঃ। লিঙ্গান্তরমাহ কিঞ্চেত্যাদি ॥ ১৯ ॥

টীকানুবাদ—'শঙ্কাচ্ছেদেতি'—পূর্ব্বপক্ষীর উক্ত শঙ্কা নিবৃত্তির জন্য। 'সাধনেতি'—সাধন-সিদ্ধির উপায় ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা যে জীবের সেই অষ্টগুণ-সমন্বিত স্বরূপ আবির্ভাবিত অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই জীব, তাহারই কথা ঐ প্রজাপতি-বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে, এইজন্য দুই এক নহে। 'তেন'—সেই প্রজাপতি-বাক্যদ্বারা, নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ পরমেশ্বরকে লইতে পার না—ইহাই তাৎপর্য্য। ইহাকেই বিশদ করিয়া বলিতেছেন—দহর ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। 'এবমেবৈষ সম্প্রসাদঃ' 'সমুত্থায়েত্যাদিনা'—এই আদি শব্দ দ্বারা গ্রাহ্য—'পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষ' এই অবশিষ্ট বাক্য জ্ঞাতব্য। ইহার অর্থ—সেই পুরুষ পরজ্যোতিঃস্বরূপে সম্পন্ন হইয়া সে তাহার স্বীয় স্বাভাবিকরূপে পরিণত হয়। যাহা পর-জ্যোতিঃ তিনিই উত্তম পুরুষ শ্রীহরি। আর একটি হেতু দেখাইতেছেন—'কিঞ্চ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ॥ ১৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—দহর বিদ্যার পর লিখিত হইয়াছে বলিয়া প্রজাপতির বাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক যদি কেহ জীবকেও ব্রহ্মের ন্যায় অষ্টগুণান্বিতস্বরূপ বিবেচনায় জীবকেই দহর শব্দের বাচ্য বলিতে প্রয়াস করে, সেই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিলেন যে, প্রজাপতির বাক্যে ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা জীবের যে স্বরূপ আবির্ভাবিত হয়, তাহারই উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু নিত্যসিদ্ধ আবির্ভূতস্বরূপ পরমাত্মাকে এখানে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। অধিকন্তু জীব শ্রীভগবানের সাধনার দ্বারা আবির্ভাবিত—গুণাষ্টক বিশিষ্ট হইলেও বিশ্বসেতুত্ব ও জগদ্বিধারকত্ব প্রভৃতি গুণ কোন রূপেই জীবে সম্ভব হয় না। উহা একমাত্র পরমেশ্বরেই বর্ত্তমান।

শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্যও বলিয়াছেন যে, "অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ সর্ব্বদাই ব্রহ্মের থাকে। জীব কর্ম্মফল-বাধ্য, তাহাতে ঐ সকল গুণ থাকে না। যখন জীব নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তখন জীবে ঐ সকল গুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি কয়েকটিগুণ মুক্ত জীব ও ব্রহ্মে থাকিলেও জগৎ সৃষ্টি, ধারণ ও সংহার করিবার শক্তি ব্রহ্মেরই আছে, মুক্ত জীবের নাই।"

পরমেশ্বর অনন্ত কল্যাণ-গুণের আধার।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূত বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥" (ভাঃ ১।৭।১০)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ॥" (মধ্য ৬)॥ ১৯॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—যদ্যেবং তর্হি তদন্তরালে জীবপ্রস্তাবঃ কিমর্থং তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আশঙ্কা হইতেছে, যদি ইহাই হয়, তবে দহরোপক্রম ও অন্তরালের মধ্যে জীবোপন্যাস কেন? তাহাতে সূত্রকার সমাধান করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—যদ্যেবমিতি। তদন্তরালে দহরবাক্যমধ্যে।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অবতরণিকাভাষ্যস্থ 'তদন্তরালে' ইহার অর্থ দহর বাক্যগুলির মধ্যে—

সূত্রম্—অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ॥ ২০॥

সূত্রার্থ—'পরামর্শঃ'—দহরান্তরালে জীবের উপন্যাস, 'অন্যার্থঃ'—পরমাত্ম-জ্ঞানের জন্য॥ ২০॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তত্র জীবপরামর্শঃ পরমাত্মজ্ঞানার্থ এব। যং প্রাপ্য জীবস্তদষ্টকবতা স্বরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স এব পরমাত্মেতি॥২০॥

ভাষ্যানুবাদ—দহরবাক্য-মধ্যে যে জীবাত্মার কথা বলা হইয়াছে, উহার অভিপ্রায় অন্য—পরমাত্মার স্বরূপজ্ঞানের জন্য উহার উল্লেখ। তাহাই বর্ণিত হইতেছে—যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে সেই পরমাত্মার নিষ্কালুষ্য প্রভৃতি অষ্টগুণসম্পন্ন স্বরূপে সম্পন্ন হয়েন, তিনিই এই পরমাত্মা; ইহা বুঝাইবার জন্য মধ্যে জীবের উল্লেখ॥ ২০॥

সূক্ষ্মা টীকা—অন্যার্থেত্যাদি স্পষ্টম্॥ ২০॥

টীকানুবাদ—'অন্যার্থশ্চ' ইত্যাদি সূত্রার্থ সুস্পষ্ট এজন্য বিবৃতি করা হইল না॥ ২০॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, যদি এইরূপই হয় যে, দহর-শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায়, তাহা হইলে তদন্তরালে অর্থাৎ দহর বাক্যের মধ্যে জীবের পরামর্শ অর্থাৎ উল্লেখ কেন? তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, জীবের উল্লেখ অন্যার্থ অর্থাৎ পরমাত্মার জ্ঞানের জন্য বুঝিতে হইবে।

যাঁহাকে পাইয়া জীব সেই অষ্টগুণযুক্ত স্বরূপের দ্বারা সম্পন্ন হন, তিনিই পরমাত্মা। অর্থাৎ ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মের কৃপায় অপহতপাপ্মত্বাদি অষ্টগুণের আবির্ভাব হইতে পারে।

আরও পাই,—

"যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা
চেতোমলানি বিধমেদ্ গুণ-কর্ম্মজানি।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং
সাক্ষাদ্ যথাঽমলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ॥" (ভাঃ ১১।৩।৪০)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"

আরও—

"সর্ব্ব মহা-গুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ, সকলি সঞ্চারে॥" (মধ্য ২২।৭২)॥২০॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বু দহরোঽস্মিন্নিত্যল্পত্বশ্রবণাৎ তদন্তরালে পঠিতো জীব এব পূর্ব্বত্রাপি বোধ্য ইতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—যদি বল "দহরোঽস্মিন্" এই শ্রুতিতে দহরকে মধ্যম পরিমাণ বিশিষ্ট বলা হইয়াছে সুতরাং অন্তরালে পঠিত জীব, অতএব এই জীবই উপক্রম বাক্যেও পঠিত দহর-শব্দে বোধ্য হইবে, ইহার সমাধানার্থ বলিতেছেন—

সূত্রম্—অল্পশ্রুতেরিতি চেৎ তদুক্তম্ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ—'অল্পশ্রুতেঃ'—দহরের অল্পপরিমাণত্ব—মধ্যমপরিমাণত্ব কথিত হওয়ায় উপক্রম বাক্যেও দহরকে জীব বলা যাউক, 'ইতিচেৎ'—এই যদি বল, তাহাতে 'তদুক্তং' সমাধান তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি ॥ ২১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তত্র যৎ সমাধানং তৎ প্রাগেবোক্তম্। "নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ" ইত্যনেন বিভোরপি প্রাদেশমাত্রত্বং তন্মাত্রস্মৃতি-স্থানমানোপচারাৎ। স্মৃতিভাবাপেক্ষয়াবিচিন্ত্যমহিম্নস্তস্য তথা প্রাকট্যাদেব ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ'—এইসূত্রে স্মৃতিস্থান হৃদয়ের প্রাদেশ পরিমাণত্ব বিভু পরমেশ্বরের সম্ভব হইতে পারে। যেহেতু তথায় স্মৃতিস্থানের প্রাদেশ পরিমাণের হিসাবে স্মর্য্যমাণ আত্মারও ঐ পরিমাণ ঔপচারিক। স্মৃতির মহিমাবলে অচিন্তনীয় মহিমাযুক্ত সেই শ্রীভগবানের তৎপরিমাণে উপাসকের নিকট প্রকট হওয়া সম্ভব ॥ ২১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নন্বিতি। অল্পত্বং মধ্যমত্বম্। পূর্ব্বত্র দহরবাক্যাদৌ। অল্পেত্যাদি স্পষ্টম্ ॥ ২১ ॥

টীকানুবাদ—'অল্পত্ব'—অর্থাৎ মধ্যম পরিমাণ, 'পূর্ব্বত্র'—এ-দহর বাক্য প্রভৃতিতে। অল্পেত্যাদিবাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট ॥ ২১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ছান্দোগ্যের অষ্টমাধ্যায়ে যে কথিত হইয়াছে "দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ" অর্থাৎ ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে। ইহার দ্বারা অল্পত্ব অর্থাৎ মধ্যমত্ব কথিত হইয়াছে সুতরাং ইহা জীবকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে, ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই। এই অল্পত্ব

শ্রবণহেতু যদি ঐরূপ সংশয় হয়, তাহার সমাধানার্থ সূত্রকার বলিতেছেন, ইহার উত্তর পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রের (১।২।৭) সূত্র দ্রষ্টব্য।

অচিন্ত্যশক্তিশালী পরব্রহ্ম ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য কখনও অণু কখনও প্রাদেশ প্রমাণস্বরূপে হৃদয়ে আবির্ভূত হন। সর্ব্বশক্তির আধার শ্রীভগবান্ ইচ্ছামাত্রে সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, মহান্ হইতেও মহত্তর হইতে পারেন ॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব।
যানি যানি চ রোচন্তে স্বজনানামরূপিণঃ ॥" (ভাঃ ৩।২৪।৩১)

অর্থাৎ হে ভগবন্! যদিও আপনি প্রাকৃতরূপরহিত, তথাপি আপনার যে সকল অলৌকিক অপ্রাকৃত চতুর্ভুজাদিরূপ এবং যে যে রূপ আপনার ভক্তজনের প্রীতিপ্রদ, সে সমস্তরূপই আপনার সম্ভব।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥" (ভাঃ ৩।২।১২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
(মধ্য ২১।১০১) ॥ ২১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ইতশ্চৈতদেবমিত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—'ইতশ্চ' এই কারণেও দহর পরমেশ্বরস্বরূপ এইকথা সূত্রকার বলিতেছেন—

সূত্রম্—অনুকৃতেস্তস্য চ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ—'তস্য চ'—সেই নিত্যাবির্ভূত অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্ট দহরেরই, 'অনুকৃতেঃ' সাধনাদ্বারা আবির্ভাবিতগুণাষ্টক জীবকর্ত্তৃক অনুকরণহেতু দহর ও জীব বিভিন্ন প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ২২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নিত্যাবির্ভূততদষ্টকবিশিষ্টস্য দহরস্য সাধনাবির্ভাবিততদষ্টকেন প্রজাপতিবাক্যোক্তেন জীবেনানুকরণাৎ তস্মাদিতরঃ সঃ। পূর্ব্বমনৃতাপিহিতস্বরূপঃ পশ্চাৎ ব্রহ্মোপাসনয়া সংছিন্নপিধানস্তদুপসম্পত্ত্যাবির্ভাবিততদষ্টকবিশিষ্টঃ সন্ তৎসমো ভবতীতি প্রজাপতিনিগদিতস্য দহরানুকারঃ। অনুকার্য্যানুকর্ত্রো-র্মিথোঽন্যত্বন্ত সুসিদ্ধং "পবনমনুহরতে হনুমান্" ইত্যাদিষু। দৃশ্যতে চ মুক্তস্য ব্রহ্মানুকারঃ—"নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইতি শ্রুত্যন্তরে ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—দহরের সেই অষ্টগুণ নিত্যসিদ্ধ, আর প্রজাপতি-বাক্যের দ্বারা বর্ণিত জীবের ঐ গুণাষ্টক আবির্ভাবিত, ঐ জীবের দ্বারা উক্ত গুণসম্পন্ন দহরের অনুকরণ সাধিত হয়, এ-জন্য দহর হইতে জীব স্বতন্ত্র। জীব প্রথমে অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনার পূর্ব্বে অবিদ্যাদ্বারা আবৃতস্বরূপ ছিল, পরে ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা অবিদ্যার আবরণ ছিন্ন হইলে পরজ্যোতিঃর সান্নিধ্য লাভে সেই অষ্টগুণ আবির্ভাবিত হয়, তদ্বিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্মের সমতা প্রাপ্ত হয়, ইহাই প্রজাপতি-বর্ণিত জীবের দহরের অনুকরণ। তন্মধ্যে একটি অনুকার্য্য, অপরটি অনুকর্ত্তা অর্থাৎ অনুকরণকারী, অনুকার্য্য ও অনুকরণকারীর পরস্পর প্রভেদ চিরপ্রসিদ্ধ, যেমন দেখ বেগবান্ হনুমান্ বায়ুর অনুকরণ করিতেছে ইত্যাদি বাক্যে বায়ু ও হনুমানের প্রভেদ প্রসিদ্ধ। আর মুক্তজীবের ব্রহ্মের অনুকরণ অন্য শ্রুতিতেও দেখা যায়, যথা 'নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি' জীব তখন উপাধিমুক্ত হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হয় ॥ ২২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অন্বিতি। চাবধৃতৌ। অনুকরণং নাম তৎসমতয়া বর্ত্তনম্। তস্মাৎ জীবাৎ। স দহরঃ। ইহ স্ফুটয়তি পূর্ব্বমিতি। অনৃতাপিহিতমবিদ্যাসংবৃতং স্বরূপং যস্য সঃ। সংছিন্নপিধানো বিনষ্টাবিদ্যঃ। তদুপসংপত্ত্যা পরংজ্যোতিঃসন্নিধিলাভেন। তৎসমো ব্রহ্মতুল্যঃ। মিথোঽন্যত্বং পরস্পরভেদঃ ॥২২॥

টীকানুবাদ—সূত্রস্থ 'চ' শব্দটি অবধারণ অর্থে অর্থাৎ তাহারই অনুকরণ এইটি বুঝাইতেছে, অনুকরণ শব্দের অর্থ—তাহার সমান ভাবে অবস্থান। 'তস্মাদিতরঃ সঃ' ইতি 'তস্মাৎ'—সেই জীব হইতে, 'ইতরঃ'—অন্য, 'সঃ'

—দহর। 'পূর্ব্বমনৃতাপিধানঃ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভাষ্যকার তাহা স্পষ্ট করিয়া দিতেছেন। 'অনৃতাপিহিতং'—অর্থাৎ অবিদ্যাদ্বারা আচ্ছাদিত স্বরূপ যাহার—এই ব্যুৎপত্তি বলে অবিদ্যাচ্ছন্নস্বরূপ। 'সংছিন্নপিধানঃ'—সংছিন্ন অর্থাৎ নষ্ট, পিধান অবিদ্যারূপ আবরণ যাহার অর্থাৎ বিনষ্টাবিদ্য, 'তদুপসম্পত্ত্যা'—সেই ব্রহ্মের সমীপে গতি দ্বারা অর্থাৎ পরজ্যোতিঃ সন্নিধিলাভ করিয়া, তৎসম হয়—ব্রহ্মতুল্য হয়। 'মিথোঽন্যত্বং সুসিদ্ধং' পরস্পর প্রভেদ স্পষ্টই ॥ ২২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—জীব ব্রহ্মেরই অনুকরণ করে বলিয়া যিনি অনুকরণ করেন, এবং যাঁহার অনুকরণ করেন, এই দুইএর মধ্যে প্রভেদ প্রসিদ্ধ।

ছান্দোগ্যে প্রজাপতির বাক্যেও এই অনুকরণের উল্লেখ আছে।

মুণ্ডক উপনিষদেও (৩।১।৩),—'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্...নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।' এই বাক্যে জীব ব্রহ্মের অনুকরণ করে অর্থাৎ সমানতা লাভ করে, পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে ॥" (ভাঃ ১২।৫।১১)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

"যোঽহং স ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারীতি ভাবনয়া শোকাদিনিবৃত্তিঃ ব্রহ্মাহমিতি অহমেব ব্রহ্মেতি ভাবনয়া চ ব্রহ্মণঃ পরোক্ষনিবৃত্তির্ভবতীতি ব্যতীহারো দর্শিতঃ। নিষ্কলে নিরুপাধৌ আত্মনি ব্রহ্মণি। পক্ষে অহং ধাম সূর্য্যোপমস্য পরমেশ্বরস্য ত্বিট্‌কণশ্চিৎকণ এবেত্যর্থঃ। "গৃহদেহত্বিট্-প্রভাবধামনি" ইত্যমরঃ। কীদৃশং ব্রহ্মপরং "নারায়ণপরো বিপ্রঃ" ইতিবদ্ ব্রহ্মোপাসকমিত্যর্থঃ। অতএব ব্রহ্মাহং ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরস্যৈবাহমিতি ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ। এবং পরমং পদং ব্রহ্মস্বরূপং চরণারবিন্দং বা সমীক্ষ্য আত্মানং স্বং আত্মনি পরমাত্মনি কৃষ্ণে নিষ্কলে নিষ্কো বক্ষোঽলঙ্কার স্তদ্বতি।"

এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীগীতার "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" (১৮।৫৫) শ্লোক আলোচ্য ॥ ২২ ॥

সূত্রম্—অপি স্মর্য্যতে ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ—'স্মর্য্যতে অপি'—স্মৃতিতেও দেখা যায় যে জীবের ব্রহ্মানুকরণ, অতএব জীব ও দহর ভিন্ন ॥ ২৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ। সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ" ইতি। মুক্তানাং ভগবৎ-সাধর্ম্ম্যলক্ষণঃ স স্মর্য্যতে। তস্মাৎ দহরঃ শ্রীহরিরেব ন জীবঃ ॥ ॥২৩॥

ভাষ্যানুবাদ—'ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য···ন ব্যথন্তি চ'। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে পর জীবগণ আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করে, তাহার ফলে প্রলয়ান্তে সৃষ্টির আরম্ভে আর তাহারা জন্মগ্রহণ করে না এবং প্রলয়কালে ব্যথিতও হয় না। এই স্মৃতিবাক্য দ্বারা স্মৃত হইতেছে যে মুক্তপুরুষদিগের ভগবানের সমান ধর্ম্মলাভ। সেই সমান ধর্ম্মলাভরূপ অনুকরণ ঐ স্মৃতিতে পাওয়া যাইতেছে। অতএব দহর শব্দের অর্থ শ্রীহরিই, জীব নহে ॥ ২৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ইদমিতি। ইহ বচনেন ভেদেঽপি জীববহুত্বমুক্তং তেন তত্র ভগবতো মুক্তানাঞ্চ মিথো ভেদঃ সিদ্ধঃ ॥ ২৩ ॥

টীকানুবাদ—'ইদমিত্যাদি' যদিও এই স্মৃতিবাক্যে জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ বুঝাইতেছে, কারণ সাধর্ম্ম্যশব্দের অর্থ সাদৃশ্য—ভিন্ন হইয়া তদ্ধর্ম্মবান্‌কে সদৃশ বলে অতএব মুক্ত জীব এক নহে, সেই অবস্থাতেও জীবের বহুত্ব ঐ স্মৃতিবাক্য দ্বারা বোধিত হইতেছে, অথচ ঈশ্বর এক, সেই জন্য মুক্ত পুরুষগণ ও পরমেশ্বর পরস্পর ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ ॥ ২৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বসূত্রে যে জীবের ব্রহ্মানুকরণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহার প্রমাণ স্মৃতিশাস্ত্রেও পাওয়া যায়। এ-বিষয়ে শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তদীয় ভাষ্যে শ্রীগীতার "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য" (১৪।২) শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ
তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্ ॥" (ভাঃ ১১।৫।৪৮)

আরও পাওয়া যায়,—

"সমাধিযোগেন নরনারায়ণাখ্যং ভগবন্তং বাসুদেবমুপাসীনঃ কালেন তন্মহিমানমবাপ ॥" (ভাঃ ৫।৪।৫) এই শ্লোকের 'মহিমা'-শব্দে শ্রীবীররাঘব বলেন—ছান্দোগ্যোল্লিখিত মুক্তস্বরূপের অষ্টলক্ষণের আবির্ভাব। শ্রীধর বলেন,—'জীবন্মুক্তি'; শ্রীবিশ্বনাথ বলেন,—'বৈকুণ্ঠ'।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"পরমভক্তিযোগানুভাবেন পরিভাবিতান্তর্হৃদয়াধিগতে ভগবতি সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মভূতে প্রত্যগাত্মন্যেবাত্মনস্তাদাত্ম্যমবিশেষেণ সমীয়ুঃ ॥" (ভাঃ ৫।১।২৭) এই শ্লোকের 'তাদাত্ম্য'-শব্দে শ্রীবীররাঘব বলিয়াছেন,—সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সমান ধর্ম্মবৈশিষ্ট্য; শ্রীবিজয়ধ্বজ বলেন,—'তদ্রূপসাম্য' অর্থাৎ শ্রীভগবানের সমানরূপ; শ্রীজীব বলেন,—'তৎসাম্য' অর্থাৎ শ্রীভগবানের সমতা; শ্রীশুকদেব বলেন,—বিভিন্নাংশ জীব শ্রীভগবান্ হইতে ভিন্ন হইলেও অংশী ভগবান্ হইতে তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই বলিয়া, তিনি শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন, ইহাই 'তাদাত্ম্য' শব্দের তাৎপর্য্য। অতএব 'সাধর্ম্ম্য'-শব্দে শ্রীভগবানের সহিত জীবের একীভাব অর্থাৎ কেবলাভেদ বা লয়প্রাপ্তি বুঝায় না ॥ ২৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—কঠবল্ল্যাং পঠ্যতে—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশানো ভূতভব্যস্য ততো ন বিজুগুপ্সতে" ইত্যাদি। ইহ বীক্ষা। অঙ্গুষ্ঠমাত্রো জীবঃ শ্রীবিষ্ণুর্বেতি। "প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিরঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপ" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরবাক্যৈকার্থ্যাৎ জীব ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—কঠোপনিষদের একটি বল্লীতে পঠিত হয় 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো বিজুগুপ্সতে'—দেহমধ্যে হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষ অর্থাৎ আত্মা বিরাজ করেন, তিনি অতীত এবং ভবিষ্যতের নিয়ামক, তাঁহাকে উপাসনা করিলে উপাসক আর জুগুপ্সিত হয় না অর্থাৎ শ্লাঘনীয় হয়। ইত্যাদি কথা বর্ণিত আছে। এই শ্রুত্যুক্ত বিষয়ে সংশয় এই, অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষ কে? জীব? অথবা পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণু? পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—শ্রুতিতে যখন মধ্যম পরিমাণ-বিশিষ্ট পুরুষের কথা শ্রুত

হইতেছে এবং 'প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি…তুল্যরূপঃ'—অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ, সূর্য্যের তুল্য জ্যোতির্ম্ময়, প্রাণাধিপতি পুরুষ নিজকর্ম্মবশে সঞ্চরণ করেন ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের উক্তির সহিত একবাক্যতা ধরিয়া উহাকে জীবই বলিব। সূত্রকার এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধান করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্রাকাশ-শব্দস্যাদিমে ভূতে রূঢ়স্যাপি প্রসিদ্ধিবশাদাকাশোপমত্বাদিলিঙ্গাচ্চ ব্রহ্মপরত্বং যথা দর্শিতং তথাত্রাঙ্গুষ্ঠমাত্র-শব্দস্যাঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপ ইতি প্রসিদ্ধিবশাৎ পরিচ্ছিন্নত্বলিঙ্গেন জীব-পরত্বমস্তিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ কঠবল্ল্যামিতি। অঙ্গুষ্ঠেতি। আত্মনি দেহে মধ্যে হৃদীত্যর্থঃ। ততস্তমুপাস্য ন বিজুগুপ্সতে শ্লাঘ্যো ভবতীত্যর্থঃ। অঙ্গুষ্ঠ-মাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধুমকঃ ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ এতদ্বৈতদিতি। তত্রেদং বাক্যমাদিপদাদ্‌গ্রাহ্যম্‌। অধূমক ইতি লিঙ্গব্যত্যয়েন নির্ধূমজ্যোতিরিবেত্যর্থঃ। নিত্যতামাহ স এবাদ্য ইতি। অদ্য বর্ত্তমানকালে স এবাস্তি। শ্বো ভবিষ্যৎকালে স এব ভবিতা। ভূতেঽপি স এবাভূদিত্য-স্যোপলক্ষণমেতৎ। যন্নচিকেতাঃ পপ্রচ্ছ—যত্র ধর্ম্মাদিত্বাদিত্যাদিনা তদ্বস্তেত-দেব। প্রাণাধিপ ইতি। বনপর্ব্বণি চ—ততঃ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশং গতম্‌। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাদিতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—ইতঃপূর্ব্বে আকাশ-শব্দের যেমন আদিভূত আকাশরূপ ভূতে প্রসিদ্ধি থাকিলেও লৌকিক হিসাবে এবং আকাশ পদের আকাশ-সাদৃশ্যরূপ অনুমাপক লিঙ্গবশতঃও ব্রহ্মে তাৎপর্য্য দেখান হইয়াছে, সেই প্রকার এখানে অঙ্গুষ্ঠমাত্র-শব্দের অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ রবিতুল্যরূপ এই প্রসিদ্ধি ধরিয়া পরিচ্ছিন্ন পরিমাণত্বানুসারে জীবে তাৎপর্য্য হউক, এই দৃষ্টান্ত ধরিয়া কঠোপনিষদের একবল্লীতে বলিতেছেন,—'অঙ্গুষ্ঠমাত্রো জীব' ইত্যাদি দ্বারা। মধ্যে 'আত্মনীতি' আত্মনি—দেহেতে, মধ্যে—হৃদয়ে এই অর্থ। অর্থাৎ তাহার পর তাঁহাকে (দেহান্তর্ব্বর্ত্তী হৃদয়ে স্থিত আত্মাকে) উপাসনা করিলে আর নিন্দাভাজন হয় না অর্থাৎ শ্লাঘনীয়ই হয়। রবিতুল্যরূপ ইত্যাদি বাক্যান্তর্গত আদিপদ দ্বারা গ্রাহ্য এই শ্রুতি 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষ ইত্যাদি এতদ্বৈতদিত্যন্ত'। অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ সেই জীবাত্মা ধুমহীন অগ্নির মত, তিনি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের নিয়ন্তা, তিনিই আদিপুরুষ, তিনি ভবিষ্যতেও

আছেন, তিনিই এই সমস্ত প্রপঞ্চ। এই শ্রুত্যন্তর্গত অধূমক পদের পুংলিঙ্গ ছাড়িয়া নপুংসকলিঙ্গ করিতে হইবে অর্থাৎ 'অধূমকং জ্যোতিঃ' তাহার অর্থ নির্ধূম জ্যোতিঃর মত। তিনি যে নিত্যপুরুষ, এ-কথা 'স এবাদ্য' ইহাদ্বারা বলা হইতেছে ; 'অদ্য' -শব্দের অর্থ বর্ত্তমানকালে তিনি আছেন। 'শ্বঃ'—অর্থাৎ ভবিষ্যৎকালেও তিনিই থাকিবেন। এই দুই কালে সত্তার দ্বারা তিনি যে অতীতেও ছিলেন, ইহাও বুঝাইল। কঠোপনিষদে যে নচিকেতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল 'যত্র ধর্ম্মাদিত্বাৎ' যেখানে ধর্ম্মের অভ্যুদয় ইত্যাদি গ্রন্থ-দ্বারা সেই বস্তু এই প্রত্যগাত্মা জীবই। 'প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি' ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরীয় উপনিষদ্‌-বাক্যের সহিত একই তাৎপর্য্যক হেতু স্মৃতিও আছে, মহাভারতের বনপর্ব্বে—সাবিত্রী-সত্যবদুপাখ্যানে। তত্র ইত্যাদি। তাহার পর (মৃত্যুর পর) যম সত্যবানের দেহ হইতে নিজের অধীনীভূত অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পাশবদ্ধ জীবাত্মাকে বলপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত করিলেন।

প্রমিতাধিকরণম্‌

সূত্রম্—শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ—'প্রমিতঃ'—অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষ শ্রীবিষ্ণুই, কারণ ? 'শব্দাদেব' —'ঈশানো ভূতভব্যস্য' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ ॥ ২৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্‌—অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতঃ শ্রীবিষ্ণুরেব। কুতঃ ? শব্দাদেব। "ঈশানো ভূতভব্যস্য" ইতি শ্রুতেরেবেত্যর্থঃ ন চেদৃগৈশ্বর্য্যং কর্ম্মাধীনস্য জীবস্য সম্ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—শ্রুত্যুক্ত অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ শ্রীবিষ্ণুই ; জীব নহে, কি হেতু ? 'শব্দাদেব'—যেহেতু শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন, যথা—'ঈশানো ভূতভব্যস্য' তিনি অতীত ও ভবিষ্যৎ সমস্ত বস্তুরই নিয়ন্তা, এই নিয়ন্তৃত্ব বা ঐশ্বর্য্য জীবের থাকিতে পারে না, যেহেতু জীব কর্ম্মাধীন ॥ ২৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—শব্দাদিতি স্পষ্টম্‌ ॥ ২৪ ॥

টীকানুবাদ—এই ভাষ্যের অর্থ সুস্পষ্ট ॥ ২৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, কঠোপনিষদে পাওয়া যায়,—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি" (২।১।১২) অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ আত্মার মধ্যে অবস্থান করেন। আবার শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাওয়া যায়,—"প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিঃ, অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ" (৫।৭-৮) এই উভয় শ্রুতি-বাক্যের ঐক্য বিধায় জীবকেই তো অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ বলিয়াছেন। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে সমাধান করিলেন যে, অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ শ্রীবিষ্ণুই। কারণ পরেই উল্লেখ আছে—"ঈশানো ভূতভব্যস্য" অতএব এই শ্রুতি-প্রমাণবলে ভূত-ভবিষ্যতের নিয়ামক শ্রীবিষ্ণুই প্রতিপন্ন হইতেছেন। কর্ম্মাধীন জীবে কখনও এই নিয়ন্ত্রণের শক্তি থাকিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"স বা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ
সৃজত্যবত্যত্তি ন সজ্জতেঽস্মিন্।
ভূতেষু চান্তর্হিত আত্মতন্ত্রঃ
ষাড়্‌্গিকং জিঘ্রতি ষড়্‌গুণেশঃ॥" (ভাঃ ১।৩।৩৬)

"ভগবান্ সর্ব্বভূতানামধ্যক্ষোঽবস্থিতো গুহাম্।
বেদ হ্যপ্রতিরুদ্ধেন প্রজ্ঞানেন চিকীর্ষিতম্॥" (ভাঃ ২।৭।২৪) ॥ ২৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বু বিভোস্তৎপ্রমিতত্বং কথং তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—যদি বল—বিশ্বব্যাপক পরমেশ্বরের সেই পরিমিতত্ব কিরূপে সম্ভব? সে-বিষয়ে সমাধান করিতেছেন—

সূত্রম্—হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ—'হৃদ্যপেক্ষয়া তু'—হৃদয়ের পরিমাণ ধরিয়াই পরমেশ্বরের সেই পরিমাণোক্তি ঔপচারিক অর্থাৎ লাক্ষণিক। অথবা উপাসকের হৃদয়ে অচিন্ত্য মহিমান্বিত শ্রীহরির অঙ্গুষ্ঠপরিমাণে প্রকাশ, এই হিসাবে পরমেশ্বরের অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিতত্বোক্তি। যদি বল, করিতুরগাদি প্রাণিভেদে হৃদয়ের পরিমাণও

তো অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত নহে, বিভিন্ন; তাহাতে সমাধান করিতেছেন—'মনুষ্যাধিকারত্বাৎ'—মনুষ্যকে অধিকার করিয়াই শাস্ত্রের উক্তি। মনুষ্যমাত্রের অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ হৃদয় বলিয়া ঐ পুরুষের অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্ব বলা হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু শব্দোঽবধারণে। অঙ্গুষ্ঠমাত্রে হৃদি স্মর্য্যমাণত্বাদ্বিভোরপ্যঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বম্। হৃন্মানাপেক্ষয়া তস্মিন্ মানোপচারাৎ স্মর্ত্তৃভাবাপেক্ষয়া তাদৃশস্যাপি তস্যাচিন্ত্যমহিম্নস্তথা হৃদি প্রাকট্যাদ্বেত্যুদিতং প্রাক্। নন্বু দেহিভেদেন হৃন্মানভেদাৎ তাবত্ত্বং তস্যাশক্যং সম্পাদয়িতুমিতি চেৎ তত্রাহ মনুষ্যেতি। শাস্ত্রমবিশেষেণ প্রবৃত্তমপি মনুষ্যানধিকরোতি। তেষাং সামর্থ্যাদিজুষামুপাসকত্ব-সম্ভবাৎ। ততশ্চ মনুষ্যবপুষামৈকবিধ্যাৎ তদ্বতাং তদবিরুদ্ধম্। তেন করিতুরগাদিহৃদামনঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বেঽপি ন বিরোধঃ। যত্তু জীবস্যাপ্যঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বমুক্তং তৎ কিল তাবতি হৃদি স্থিতেরেব ন তু তাবৎ স্বরূপতয়া বালাগ্রশতভাগেত্যাদ্যুত্তরবাক্যেন তস্যাণুত্ববিনিশ্চয়াৎ। তস্মাদিহ শ্রীবিষ্ণুরেবাঙ্গুষ্ঠমাত্র ইতি ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দের অর্থ অবধারণ, 'হৃদ্যপেক্ষয়া'—হৃদয়ের পরিমাণ অনুসারেই। কথাটি এই—হৃদয়ে স্মর্য্যমাণ (উপাস্যমান বা ধ্যায়মান) পরমেশ্বর বিভু (বিশ্বব্যাপক) হইলেও তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ বলা হইয়াছে, হৃদয়ের পরিমাণ-অনুসারে হৃদয়ে উপাস্যের পরিমাণ লাক্ষণিক। অথবা স্মরণকারী উপাসকের ভাবানুসারে বিভুপরিমাণ সেই অচিন্তনীয় মহিমান্বিত শ্রীহরির ভক্তের হৃদয়ে সেই হৃৎ-পরিমাণে প্রকটতা, এ-কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে—হস্তী, অশ্ব, কীটপতঙ্গ হিসাবে যখন শরীরের প্রভেদ, তখন হৃদয়ের পরিমাণও বিভিন্ন, অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত নহে, অতএব অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ ইহাও প্রতিপন্ন করিতে পারা যায় না; ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—'মনুষ্যাধিকারত্বাৎ'—শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্র যদিও সাধারণভাবে প্রবৃত্ত, তাহা হইলেও উহা মনুষ্যজাতিকেই অধিকার করিয়া প্রবৃত্ত বুঝিতে হইবে। উপাসনার অঙ্গ—সামর্থ্য, চিত্ত-নিয়মন, বৈরাগ্য প্রভৃতি ধর্ম্ম যাহাদের আছে, তাহারাই উপাসক হইতে পারে, এইজন্য

মনুষ্য-শরীরমাত্রই এক প্রকার, সেই শরীরধারী উপাসকের অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত-হৃদয়ত্ব অসঙ্গত নহে। আর এই সমাধান বশতঃই হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির হৃদয় অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ না হইলেও অঙ্গুষ্ঠমাত্র হৃদয়ত্বের অসঙ্গতি নহে। তবে যে আপত্তি হয় যে, জীবেরও তো অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ বলা আছে, তাহা তাবৎ পরিমাণ অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ হৃদয়ে জীবের অবস্থিতির জন্য, নতুবা অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিতত্বরূপে নহে, যেহেতু তাহার পরিমাণ উত্তর বাক্যের দ্বারা একটি কেশের শত ভাগের একের অগ্রসদৃশ বলা হইয়াছে,এইজন্য অণু-পরিমাণই তাহার সিদ্ধান্ত। অতএব অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষ শ্রীবিষ্ণুই ॥ ২৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নন্বঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বাল্লিঙ্গাৎ জীব এব সোঽস্ত্বিতি চেৎ তত্রাহ হৃদ্যপেক্ষয়েতি। লিঙ্গাপেক্ষয়েশান ইতি শ্রুতের্ব্বলিষ্ঠত্বাৎ ন তেন লিঙ্গেন জীবঃ প্রতিপাদ্য ইত্যর্থঃ। তাবত্ত্বমঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বম্। তস্য ব্রহ্মণঃ। তেষাং মনুষ্যাণাম্। উক্তং শ্বেতাশ্বতরশ্রুত্যা। তাবতি অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতে। তাবৎ স্বরূপতয়েত্যঙ্গুষ্ঠ-পরিমিতস্বরূপতয়েত্যর্থঃ। এবং সত্যঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্ববোধকবাক্যানি লিঙ্গদেহ-বিশিষ্ট জীবাত্মবোধকানীতি বোধ্যম্। তস্যেতি জীবস্য ॥ ২৫ ॥

টীকানুবাদ—আপত্তি হইতেছে—অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণরূপ হেতুবশতঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ জীবই হউক, এই যদি বল, তাহার সমাধানার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—'হৃদ্যপেক্ষয়েত্যাদি'। লিঙ্গাপেক্ষা শ্রুতির প্রাবল্যহেতু ঐ হেতু ধরিয়া জীব প্রতিপাদন করা যায় না। 'নম্ব…তাবত্ত্বম্'—অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্ব, 'তস্যা-শক্যম্'—'তস্য' অর্থাৎ ব্রহ্মের, 'তেষাং সামর্থ্যাৎ'—'তেষাং'—মনুষ্যদিগের, 'জীবস্য অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বম্ উক্তম্'—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে শ্রুতির দ্বারা বর্ণিত। 'তাবতি হৃদি'—'তাবতি'—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত, 'তাবৎস্বরূপতয়া'—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত-স্বরূপে। 'এবং সতীত্যাদি'—এই যদি হইল, তাহা হইলে আত্মার অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিতত্ববোধক বাক্যগুলি লিঙ্গদেহবিশিষ্ট জীবের পক্ষেই নেওয়া উচিত, ইতি জ্ঞাতব্য। 'তস্যাণুত্ব বিনিশ্চয়াৎ'—'তস্য' অর্থাৎ জীবের অণুত্ব নিশ্চয়হেতু ॥ ২৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বিশ্বব্যাপক বিভু শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণত্ব কি প্রকারে সম্ভব? এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ইহা হৃদয়ের পরিমাণ অপেক্ষায়ই বলা হইয়াছে। অথবা স্মরণকারী উপাসকের

মনের ভাবানুযায়ী তাদৃশ অচিন্ত্যমহিমাসম্পন্ন শ্রীহরির ভক্ত-হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণে আবির্ভাব হয় বলিয়াই ঐরূপ বলা হইয়াছে। তবে কেহ যদি বলেন, সকল প্রাণীর হৃদয়ের পরিমাণ এক বলা যায় না, তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, মনুষ্যাধিকার বিচার করিয়াই বলা হইয়াছে। যদিও শাস্ত্র অবিশেষে অর্থাৎ সাধারণভাবেই প্রবৃত্ত, তথাপি উপাসনার সামর্থ্যাদি বিচার পূর্ব্বক মনুষ্যই উপাসনার যোগ্য।

তবে যদি কেহ বলেন যে, শ্রুতি জীবকেও অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ বলিয়াছেন, তদুত্তরে বক্তব্য যে, তাহাও সেই পরিমাণ হৃদয়ে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ হৃদয়েই জীবেরও অবস্থিতি-প্রযুক্ত বুঝিতে হইবে। 'বালাগ্রশতভাগস্য' শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি (৫।৯) জীবের অণুত্বের কথাই ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীবিষ্ণুই অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণরূপে জীব-হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে বাস করেন।

এতৎ-প্রসঙ্গে 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা' শ্রুতিও আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—মহারাজ পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে যে পুরুষকে দেখিয়াছিলেন,—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রমমলং স্ফুরৎপুরটমৌলিনম্।
অপীব্যদর্শনং শ্যামং তড়িদ্বাসসমচ্যুতম্॥" (ভাঃ ১।১২।৮)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥" (ভাঃ ২।২।৮)

এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীধর, শ্রীজীব ও শ্রীবিশ্বনাথের টীকা দ্রষ্টব্য।

কঠোপনিষদেও (২।১।১২) শ্লোকে পাওয়া যায়,—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো……ঈশানো ভূতভব্যস্য……এতদ্বৈতৎ।"

গজেন্দ্রের স্তবেও পাই,—

"মুক্তাত্মভিঃ স্বহৃদয়ে পরিভাবিতায় জ্ঞানাত্মনে ভগবতে নম ঈশ্বরায়।"
(ভাঃ ৮।৩।১৮) ॥ ২৫ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ব্রহ্মণোঽঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্বসিদ্ধয়ে তদাবেদকং শাস্ত্রং মনুষ্যাধিকারমিত্যুক্তম্। তেন মনুষ্যাণামেব তদুপাসকত্বমিতি সমর্থিতম্। ইদানীং তদপবাদেন পরাধিকরণমিদং প্রবর্ত্তয়তে। বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে—"তদ্যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্" ইতি। "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্" ইতি চ।

ইহ সংশয়ঃ—ইদং ব্রহ্মোপাসনং মনুষ্যেম্বিব দেবেষু শ্রূয়মাণং সম্ভবেন্ন বেতি। ইহেন্দ্রিয়াভাবেন সামর্থ্যাভাবাৎ ন তেষু তদুপাসনসম্ভবঃ। মন্ত্রাত্মকাঃ খল্বিন্দ্রাদয়ো দেবা ন তেষাং দেহেন্দ্রিয়াণি সন্তি। তদভাবাদেব সামর্থ্যবৈরাগ্যার্থিত্বানি চ নেত্যেবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বে ব্রহ্মের অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্ব সিদ্ধির জন্য যে শাস্ত্র তাহার বোধক আছে, তাহা তো মনুষ্যদিগের পক্ষে, এই কথা বলায় কেবল মনুষ্যদিগেরই অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ ব্রহ্মের উপাসনা সমর্থিত হয়। এক্ষণে তাহার অপবাদকরূপে পরবর্ত্তী অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন। বৃহদারণ্যকে শ্রুত হয়—'তদ্ যো যো দেবানাম্···মনুষ্যাণাম্ ইতি' অতএব দেবতাদিগের মধ্যে যে যে দেবতা পরমেশ্বরের ধ্যান করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই প্রকার ঋষিদিগের মধ্যে এবং মনুষ্যদিগের মধ্যেও ঐরূপ সিদ্ধান্ত। আর একটি শ্রুতি আছে—'তদ্দেবা জ্যোতিষাং··· অমৃতমিতি চ' দেবতারা সেই জ্যোতিষ্কমণ্ডলেরও জ্যোতিঃ (প্রকাশক) সেই দীর্ঘায়ুঃপ্রদ, সেই অমৃত—অবিনশ্বর পরব্রহ্মকে উপাসনা করেন ইত্যাদি। ইহাতে সংশয় এই যে, এই ব্রহ্মোপাসনা মনুষ্য বিষয়ে যেমন শ্রুত হইতেছে, সেইরূপ দেবতা-বিষয়ে বোধিত কি না? পূর্ব্বপক্ষী এ-বিষয়ে নির্ণয় করেন যে, যখন দেবতাদিগের ইন্দ্রিয় নাই, তখন উপাসনার শক্তিও নাই; অতএব ঐ উপাসনার বিধান দেবতা-বিষয়ে সম্ভব নহে। যুক্তি এই—ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা মন্ত্রাত্মক, সুতরাং তাঁহাদিগের দেহও নাই, ইন্দ্রিয় সমুদায়ও নাই, সুতরাং দেহেন্দ্রিয়বর্গের অভাববশতঃ তাঁহাদিগের উপাসনার সামর্থ্য, বিষয়-বৈরাগ্য ও কামনাও থাকিতে পারে না; অতএব ঐ উপাসনা

মনুষ্যপক্ষেই জ্ঞাতব্য; এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় উক্তির নিরাসার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—মনুষ্যাধিকারং শাস্ত্রমিতি প্রাক্ প্রোক্তং তর্হি ক্রমমুক্ত্যর্থয়া উপাসনয়া দেবত্বং প্রাপ্তানাং মনুষ্যাণাং তত্রাধিকারো ন স্যাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপসঙ্গত্যাহ ব্রহ্মণোঽঙ্গুষ্ঠেত্যাদি। প্রসঙ্গসঙ্গত্যা বেত্যেকে। দেবানামনধিকারাৎ তদর্থায়াং তস্যাং দেবাদিভোগদ্বারা মুক্তিকামানাং নৃণাং প্রবৃত্তির্নেতি পূর্ব্বপক্ষে ফলং সিদ্ধান্তে তাদৃক্ প্রবৃত্তিরিতি বোধ্যম্। তদ্য ইতি। দেবাদীনাং মধ্যে যো যো দেবাদিস্তৎ তাদৃশগুণকং ব্রহ্ম প্রত্যবুধ্যত জ্ঞাত্বোপাস্ত। স এব তদভবৎ প্রাপ্নোৎ। পরস্মৈপদং ছান্দসম্। স এবেত্যাদিনা জীবব্রহ্মণোরভেদোঽপি নাশঙ্কনীয়ঃ সাদৃশ্যাবেদকবহুবাক্যব্যাকোপাৎ। তদ্দেবা ইতি। দেবাস্তদ্ ব্রহ্মোপাসতে ধ্যায়ন্তি। কীদৃক্ জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং সূর্য্যাদীনাং জ্যোতিঃপ্রকাশকম্। আয়ুর্জীবনপ্রদম্। অমৃতমবিনাশি নিত্যমিত্যর্থঃ।

তেম্বিতি। দেবেষু। তেষাং মন্ত্রাত্মকানাং দেবানাম্—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আপত্তি হইতেছে,—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শাস্ত্র মনুষ্যকে অবলম্বন করিয়াই প্রবৃত্ত, এই যদি হয়, তবে যে উপাসনার ফল ক্রমমুক্তি, তাহার দ্বারা মনুষ্যগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাদের আর ঐ উপাসনায় অধিকার না হউক; এই আক্ষেপের পর সমাধান বর্ণিত হওয়ায় ইহা আক্ষেপ-সঙ্গতি, এতদনুসারে 'ব্রহ্মণোঽঙ্গুষ্ঠ' ইত্যাদি ভাষ্য কথিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন—ইহা প্রসঙ্গসঙ্গতি-অনুসারে। পূর্ব্বপক্ষীর সিদ্ধান্তের ফল এই—যেহেতু দেবতাদিগের ঐ উপাসনায় অধিকার নাই, তখন ক্রম-মুক্তি হিসাবে দেবত্ব-প্রাপক ঐ উপাসনার পর দেবভোগ্য ভোগদ্বারা বিরক্ত মুক্তিকামী মনুষ্যদিগের ঐ উপাসনায় আর প্রবৃত্তি হইবে না। সিদ্ধান্তবাদীর বক্তব্য—ইহা হইলেও প্রবৃত্তি হইবে, ইহা জ্ঞাতব্য। 'তদ্ যো যো' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ 'দেবানাং' (পদে নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী) দেবতাদিগের মধ্যে যে যে দেবতা প্রভৃতি ঐ গুণাষ্টকশালী ব্রহ্মকে জানিয়া উপাসনা করিয়াছেন, তিনিই সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছেন; প্রাপ্তি অর্থে 'ভূ' ধাতু আত্মনেপদী হইলেও এখানে যে 'অভবৎ' পদে পরস্মৈপদ আছে, উহা বৈদিকপ্রয়োগ।

'স এব তদভবৎ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য বা অভেদ শঙ্কনীয় নহে, তাহা স্বীকার করিলে জীবের ব্রহ্মসাদৃশ্য-বোধক বাক্যগুলির সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। 'তদ্দেবা' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—দেবগণ সেই ব্রহ্মকে উপাসনা করেন অর্থাৎ ধ্যান করেন। কিরূপ ব্রহ্মকে? যিনি প্রকাশক, যতপ্রকার জ্যোতিঃ-পদার্থ আছে, তাহাদেরও প্রকাশক, যিনি জীবনপ্রদ ও অবিনাশী অর্থাৎ নিত্য। 'তেষু'—দেবতাদিগের বিষয়ে। 'তেষাং'—অর্থাৎ মন্ত্রময় দেবতাদিগের—

তদুপর্য্যপীত্যধিকরণম্

সূত্রম্—তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ—'বাদরায়ণঃ'—ভগবান্ বেদব্যাস বলেন, 'তদুপরি অপি', 'তৎ'—সেই ব্রহ্মোপাসনা, 'উপরি'—মনুষ্যদিগের উপরিতন লোকবর্ত্তী দেবতা-বিষয়েও স্বীকার্য্য, কারণ কি? উত্তর—'সম্ভবাৎ' সামর্থ্যাদি সম্ভব হেতু ॥ ২৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তদ্‌ব্রহ্মোপাসনং মনুষ্যাণামুপরি দেবেষু চ স্বীকার্য্যমিতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। কুতঃ? উপনিষন্মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণলোকপরিজ্ঞাতবিগ্রহশালিনাং তেষাং সামর্থ্যাদিসম্ভবাৎ। তদুপাসনে সামর্থ্যং দিব্যদেহেন্দ্রিয়যোগাৎ নিজৈশ্বর্য্যবিষয়ং বৈরাগ্যঞ্চ। তদৈশ্বর্য্যস্য সাবদ্যত্ববিনশ্বরত্বেনানুভূয়মানত্বাৎ। স্মৃতিশ্চ—"ন কেবলং দ্বিজশ্রেষ্ঠ নরকে দুঃখপদ্ধতিঃ। স্বর্গেঽপি যাতভীতস্য ক্ষয়িষ্ণোর্নাস্তি নির্বৃতিঃ ॥" তত এব ব্রহ্মবিষয়মর্থিত্বঞ্চ। তস্য নিরবদ্যনিত্যাপরিমিতানন্দত্বেন শ্রূয়মাণত্বাৎ। বিদ্যাগ্রহণায় ব্রহ্মচর্য্যমপি দেবাদীনাং শ্রূয়তে। "তত্র যাঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমূষুর্দ্দেবা মনুষ্যা অসুরা" ইতি বৃহদারণ্যকে। ইন্দ্রস্য চ ছান্দোগ্যে—"একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবা প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস" ইতি। তস্মাৎ সামর্থ্যাদীনাং সত্ত্বাদধিকারিণো দেবাদয় ইতি ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই ব্রহ্মোপাসনা মনুষ্যদিগের উপরিতন লোকবর্ত্তী দেবতা-বিষয়েও স্বীকার্য্য; ইহা ভগবান্ বাদরায়ণ বেদব্যাসও মনে করেন। কি কারণে? উপনিষদ্, মন্ত্র, অর্থবাদ, ইতিহাস, পুরাণ ও লোকপ্রসিদ্ধিতে তাঁহাদের শরীর পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, কাজেই সেই বিগ্রহশালী দেবতাদিগের সামর্থ্য, বৈরাগ্য, কামনা প্রভৃতিও সম্ভব। কিরূপে? উত্তর—দিব্যদেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির যোগহেতু ব্রহ্মোপাসনার সামর্থ্য, স্বকীয় ঐশ্বর্য্যের উপর ভগবদৈশ্বর্য্যাপেক্ষায় বৈরাগ্য স্বীকার্য্য। নিজ ঐশ্বর্য্যে বৈরাগ্য-বিষয়ে যুক্তি এই—তাঁহারা মনে করেন, আমাদের এই ইন্দ্রত্বাদি ঐশ্বর্য্য পরিণামী, ঈর্ষ্যাদি-দোষদুষ্ট ও নশ্বর, আর ভগবদৈশ্বর্য্য অপরিণামী, নির্দ্দোষ এবং শাশ্বত, এইজন্য নিজৈশ্বর্য্যে বৈরাগ্য হওয়া স্বাভাবিক। শুধু ইহাই নহে, বিষ্ণুপুরাণেও কথিত আছে—'ন কেবলং দ্বিজশ্রেষ্ঠ…নাস্তি নির্বৃতিঃ।' মহর্ষি পরাশর মৈত্রেয়কে বলিতেছেন—হে ব্রাহ্মণোত্তম! নরকেই কেবল দুঃখের পদ্ধতি নাই, স্বর্গে গমনকারী ব্যক্তিদিগেরও ভয় আছে, তাহাদের পদও ক্ষয়শীল, অতএব স্বস্তি নাই। এই বৈরাগ্যবশতঃই দেবতাদিগের ব্রহ্মবিষয়ক কামনা সঙ্গত। কেননা, ব্রহ্মপদের নির্দ্দোষত্ব, নিত্যত্ব, অপরিমিতানন্দত্ব শ্রুত হইয়া থাকে। ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য দেবতা প্রভৃতির ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনও শ্রুত হয়। যেহেতু বৃহদারণ্যকোপনিষদে কথিত হইয়াছে, যথা—'তত্র যাঃ, প্রাজাপত্যাঃ…মনুষ্যা অসুরাঃ' ইতি। সেই প্রজাপতিলোকে যে প্রজাপতির সন্তানবর্গ—দেবতা, মনুষ্য ও অসুর আছে, তাহারা পিতা প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য্য লইয়া বাস করিয়াছিলেন। ইন্দ্র-সম্বন্ধেও ছান্দোগ্যে ব্রহ্মচর্য্য শ্রুত হয়, যথা 'একশতং হ বৈ বর্ষাণি…ব্রহ্মচর্য্যমুবাস'। ইন্দ্র একশত বর্ষ ধরিয়া প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব সামর্থ্য প্রভৃতি থাকায় এই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত ব্রহ্মোপাসনায় দেব প্রভৃতিও অধিকারী ॥ ২৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তদিতি। উপনিষদিতি। তেষাং বিগ্রহযোগাৎ তৎ সম্ভবতীত্যর্থঃ। ইদমত্র বোধ্যম্। কর্ম্মঠৈরপি দেবতাবিগ্রহাঃ স্বীকৃতাঃ অন্যথা যস্মৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাৎ তাং ধ্যায়েৎ বষট্ করিষ্যন্নিতি শ্রুতধ্যানানুপপত্তিঃ। তথা মন্ত্রাণাং তত্ত্বাভ্যুপগমস্তদৈশ্বর্য্যশক্তৌ অনবধানাদিতি। সামর্থ্যাদিকং বিশদয়তি তদুপাসনেত্যাদিনা। সাবদ্যত্বং সদোষত্বং পরিণা-

মিত্বমিতি যাবৎ। ন কেবলমিতি শ্রীবৈষ্ণবে। তস্য ব্রহ্মণঃ। নিরবদ্যত্বং পরিণামশূন্যত্বম্। দেবানাং ব্রহ্মোপাসকত্বে প্রমাণান্তরমাহ বিদ্যেত্যাদি। প্রজাপতৌ বিধৌ। ইন্দ্রস্য চেতি চশব্দঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মচর্য্যং সমুচ্চিনোতি ॥ ২৬ ॥

টীকানুবাদ—'তদুপর্য্যপি' ইত্যাদি সূত্র—উপনিষদ্, মন্ত্র ইত্যাদি ভাষ্য—সেই দেবতাদিগের শরীরসম্বন্ধহেতু সামর্থ্যাদি সম্ভব হইতেছে। এই স্থলে একটু বুঝিবার বিষয় আছে—কর্ম্মী যাজ্ঞিকগণও দেবতাদিগের শরীর স্বীকার করিয়াছেন, তাহা না হইলে যে দেবতার উদ্দেশে ঘৃত প্রভৃতি হবনীয় দ্রব্য গৃহীত হইবে, তাঁহাকে ধ্যান করিয়া আহুতি দিবেন, এই শ্রুতির নির্দ্দেশ অসঙ্গত হয়, যেহেতু মূর্ত্তি ব্যতীত ধ্যান সম্ভব নহে। তথা—সেইপ্রকার মন্ত্রসমুদায়েরও দেবস্বরূপ স্বীকার করিতেই হয়, তাহা না হইলে ধ্যাত দেবতার ঐশ্বর্য্য বা শক্তিজ্ঞান হইতে পারে না, এই কারণে দেবতাদিগের শরীর স্বীকার্য্য। 'তদুপাসনে' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সামর্থ্য প্রভৃতির সত্তা বিশদভাবে বুঝাইতেছেন। 'সাবদ্যত্বেত্যাদি' দেবতাদিগের নিজ নিজ ঐশ্বর্য্যে রাগদ্বেষাদি দোষ আছে, ফলতঃ পরিণামও আছে। কেবল তাহাই নহে, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বলাও আছে—'ন কেবলমিত্যাদি'। 'তস্য নিরবদ্যেত্যাদি'—'তস্য'—সেই ব্রহ্মের, 'নিরবদ্যত্ব' অর্থাৎ পরিণামশূন্যত্ব। দেবতাদিগের ব্রহ্মোপাসকতা-বিষয়ে অন্য প্রমাণ দেখাইতেছেন—'বিদ্যাগ্রহণায়েত্যাদি'—'প্রজাপতৌ'—বিধাতার কাছে। 'ইন্দ্রস্য চেতি' 'চ' শব্দের অর্থ সমুচ্চয় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচর্য্যের সংগ্রাহক ॥ ২৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বসূত্রে ব্রহ্মের অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিতত্ব নিরূপিত হইয়াছে এবং মনুষ্যাধিকারে সেই ব্রহ্মের উপাসনার কথা সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়,—"তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্" (বৃঃ ১।৪।১০) আরও পাওয়া যায়—'তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্'—(৪।৪।১৬)। এ-স্থলে দেখা যায়—ব্রহ্মোপাসনা যেমন মনুষ্যদিগের বিষয়ে শ্রুত হয়, তদ্রূপ দেবতা, ঋষি প্রভৃতিরও ব্রহ্মোপাসনার কথা শ্রুতিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষী সংশয়পূর্ব্বক বলেন, দেবতাগণ মন্ত্রাত্মক, তাঁহাদের দেহ বা ইন্দ্রিয় নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের ব্রহ্মোপাসনার উপযোগী সামর্থ্যাদি থাকিতে

পারে না, অতএব ঐ উপাসনা একমাত্র মনুষ্যমাত্রেরই জ্ঞাতব্য হইতেছে। পূর্ব্বপক্ষীর এই কথা নিরসন পূর্ব্বক সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, মনুষ্যের উপরে অর্থাৎ ঊর্দ্ধলোকে যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদেরও ব্রহ্ম-উপাসনা স্বীকার্য্য; কারণ দেবতাদিগের পক্ষেও ব্রহ্মের উপাসনা করিবার প্রয়োজন বা যোগ্যতা আছে অর্থাৎ তাঁহাদের দিব্য দেহ, ইন্দ্রিয়াদি থাকার দরুণ তাঁহাদের সামর্থ্য, বৈরাগ্য, কামনা প্রভৃতি ব্রহ্মোপাসনার উপযোগী সকলই আছে।

ইন্দ্রের ব্রহ্মচর্য্যের কথা ছান্দোগ্যে পাই,—"একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস তস্মৈ হোবাচ।" (৮।১১।৩)

বৃহদারণ্যকেও আছে যে, প্রজাপতির সন্তানবর্গ দেবতা, মনুষ্য ও অসুর প্রভৃতি সকলেই প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিয়াছিলেন।

দেবতাদিগের যে দিব্যদেহ আছে, তাহা যাজ্ঞিক কর্ম্মিগণও স্বীকার করেন বলিয়া যজ্ঞে দেবতাদিগকে আহুতি দিয়া থাকেন।

দেব, ঋষি, মনুষ্য প্রভৃতির মধ্যে যাঁহারা বিশেষ সুকৃতিমান্ তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণ-আরাধনা করিতে পারেন। শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা ব্যতীত তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য-সিদ্ধি, বিপৎত্রাণ হয় না বলিয়া অধিকাংশ দেবগণই বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। স্বরূপতঃ সকলেই শ্রীভগবানের দাস; যদৃচ্ছাক্রমে কেহ উন্মুখ বা বিমুখ-ভাব প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে গতায়াত করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"স্বর্গিণোঽপ্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িণস্তথা।" (ভাঃ ১১।২০।১২)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"ততশ্চ মনবঃ কালে ঈজিরে ঋষয়োঽপরে।
পিতরো বিবুধা দৈত্যা মনুষ্যাঃ ক্রতুভির্ব্বিভুম্॥" (ভাঃ ২।৬।৩০)

আরও—

'বিষ্ণুর্দ্বিজক্রিয়ামূলো যজ্ঞো ধর্ম্মময়ঃ পুমান্।
দেবর্ষিপিতৃভূতানাং ধর্ম্মস্য চ পরায়ণম্॥' (ভাঃ ৭।২।১১)

আরও—

"মুনয়স্তুষ্টুবুস্তুষ্টা জগুর্গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
নৃত্যন্তি স্ম স্ত্রিয়ো দেব্য আসীৎ পরমমঙ্গলম্ ॥
দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্ব উপতস্থুরভিষ্টবৈঃ ॥"(ভাঃ ৪।১।৫৩-৫৪)

শ্রীহরিভজন যে অত্যন্ত দুর্ল্লভ, তাহা দেবগণের প্রার্থনায়ও পাই,—

"অহো বতৈষাং কিমকারি শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ॥" (ভাঃ ৫।১৯।২০)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ-ভব-আদি, সব—কৃষ্ণের কিঙ্কর॥" (মধ্য ১।১৪৯) ॥ ২৬ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বু দেবাদীনাং বিগ্রহবত্বে স্বীক্রিয়মাণে কর্ম্মণি বিরোধঃ প্রাপ্নুয়াৎ একস্য পরিচ্ছিন্নস্য বহুযজ্ঞেষু যুগপদাহূতস্য সান্নিধ্যানুপপত্তেরিতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই, যদি দেবতা প্রভৃতির শরীর স্বীকার করা হয়, তবে কর্ম্ম-বিষয়ে বিরোধ হইয়া পড়িল; কেননা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ দেহ-বিশিষ্ট ইন্দ্রাদিদেবতা বহু যজ্ঞে এক কালে আহূত হইলে সর্ব্বত্র তাঁহাদের সান্নিধ্য (উপস্থিতি) কিরূপে সম্ভব? এই যদি বল, তাহাতে সমাধান করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। কর্ম্মণি যজ্ঞে। বিরোধঃ ঋত্বিগাদিবৎ সন্নিধানেন তত্রোপকারিতা ন স্যাদিত্যর্থঃ। তত্র হেতুরেকস্য পরিচ্ছিন্নস্য দেহিত্বেনৈকদেশস্থিতস্যেত্যর্থঃ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—কর্ম্মে অর্থাৎ যজ্ঞে। বিরোধ অর্থাৎ ঋত্বিক্ প্রভৃতির যেমন তথায় উপস্থিতি দ্বারা উপযোগিতা, সেইরূপ সন্নিধানে উপকারিতা হইবে না, এই তাৎপর্য্য। সে-বিষয়ে হেতু এই, দেহধারী

জীবাত্মা তো পরিচ্ছিন্নপরিমাণ অর্থাৎ দেহকে আশ্রয় করিয়া সেই জীবাত্মা বর্ত্তমান। সুতরাং দেহ একদেশস্থিত হওয়ায় তিনিও একদেশস্থিত—

সূত্রম্—বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ—'চেৎ'—যদি, 'কর্ম্মণি'—কার্য্যে—যুগপৎ সান্নিধ্য প্রভৃতি বিষয়ে, 'বিরোধঃ'—অসঙ্গতি মনে কর, 'ন'—তাহাও নহে, যেহেতু 'অনেকপ্রতিপত্তেঃ' অনেক মূর্ত্তি পরিগ্রহের কথা, 'দর্শনাৎ'—সৌভরি প্রভৃতি মুনির বৃত্তান্তে দেখা যায়; সেইরূপ দেবতাদিগেরও কায়ব্যূহ নির্ম্মাণদ্বারা যুগপৎ সকল যজ্ঞে সান্নিধ্য যুক্তিযুক্ত ॥ ২৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তৎস্বীকারেঽপি ন তত্র বিরোধঃ। কুতঃ? অনেকেতি। শক্তিমতাং সৌভর্য্যাদীনাং কায়ব্যূহপ্রাপ্তিদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—দেবতাদিগের বিগ্রহবত্ত্ব স্বীকার করিলেও এক কালে সকল যজ্ঞে উপস্থিতি-বিষয়ে কোনও অসঙ্গতি নাই, কি কারণে? উত্তর—'অনেকেত্যাদি'—শক্তিশালী সৌভরি প্রভৃতি মুনির কায়ব্যূহ (অনেক শরীর প্রকাশ) শুনিতে পাওয়া যায় ॥ ২৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তদিতি। বিগ্রহবত্ত্বস্বীকারেঽপি যজ্ঞোপকারিতায়াং বাধো নেত্যর্থঃ। কায়ব্যূহো বহূনি শরীরাণি ॥ ২৭ ॥

টীকানুবাদ—'তৎস্বীকারেঽপি'—দেবতাদিগের বিগ্রহবত্ত্ব স্বীকার করিলেও যজ্ঞে আবাহন স্থলে কোনই বাধা নাই। কায়ব্যূহ—অর্থাৎ যোগ-বলে বহু শরীরের সৃষ্টি ॥ ২৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি বলেন যে, দেবতাগণের বিগ্রহ স্বীকার করিলে পরিচ্ছিন্ন-স্বরূপ এক দেবতার পক্ষে বহু যজ্ঞে যুগপৎ সমুপস্থিতি কি-প্রকারে সম্ভব? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—একই সময়ে দেবতাদের পক্ষে বিভিন্ন স্থানে উপস্থিতির সম্ভাবনা আছে। যেহেতু তাঁহাদের

সে যোগ্যতা আছে। ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব প্রভু বলেন যে, প্রভূত শক্তিশালী সৌভরি আদি ঋষিগণ যখন কায়ব্যূহ বিস্তার করিতে পারেন তখন দেবতাদিগের পক্ষে কায়ব্যূহ ধারণে অসম্ভাবনা কেন হইবে? অর্থাৎ তাঁহারা যুগপৎ বিভিন্ন যজ্ঞে আবির্ভূত হইতে পারেন।

সৌভরি ঋষির কায়ব্যূহের কথা শ্রীভাগবতে পাই,—

"পঞ্চাশদাসমূত পঞ্চ সহস্রসর্গঃ।" (ভাঃ ৯।৬।৫২)

দানবগণেরও বাঞ্ছানুযায়ী রূপধারণের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"সন্দিশ্য সাধুলোকস্য কদনে কদনপ্রিয়ান্।
কামরূপধরান্ দিক্ষু দানবান্ গৃহমাবিশৎ॥" (ভাঃ ১০।৪।৪৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও সৌভরি আদির কায়ব্যূহের উল্লেখ আছে,—

"সৌভর্য্যাদি-প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়।" (মধ্য ২০।১৬৯) ॥ ২৭ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ননূক্তহেতোর্দেবতাবিগ্রহবাদিনাং কর্ম্মণি বিরোধো মাভূৎ বেদশব্দে তু স স্যাৎ। তদুৎপত্তেঃ পূর্ব্বত্র তদ্বিনাশাৎ পরত্র চ তদ্বাচকে তস্মিন্ বন্ধ্যাত্মজাদিশব্দবদপ্রামাণ্যলক্ষণো বিরোধঃ। "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দেনার্থস্য সম্বন্ধ" ইতি শব্দতদর্থতৎসম্বন্ধানাং যৎ পূর্ব্বতন্ত্রেণ নিত্যত্বমুক্তং তচ্চ বিরুদ্ধং স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পুনশ্চ আপত্তি হইতেছে, কায়ব্যূহ দ্বারা এক সময় সর্ব্বত্র সন্নিধিরূপ হেতুর জন্য দেবতা-বিগ্রহবাদীদের কর্ম্ম-বিষয়ে কোনও বিরোধ নাই বটে, কিন্তু বেদোক্ত দেববিগ্রহ-শব্দের অসঙ্গতি তো নিবারিত হইল না; কেননা, বিগ্রহ-উৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিগ্রহ-বিনাশের পর বেদোক্ত বিগ্রহ-বাচক-শব্দের 'বন্ধ্যাপুত্র' শব্দবৎ অপ্রামাণ্য অর্থাৎ নিরর্থকত্ব-রূপ বিরোধ থাকিয়াই গেল। যদি বল, পদার্থ না থাকিলেও পদ থাকিতে বাধা কি? তাহাও নহে, কারণ পদের সহিত পদার্থের সম্বন্ধ নিত্য; পদ কখনও অলীক পদার্থ বুঝায় না, শব্দ অর্থ ও তাহাদের সম্বন্ধ নিত্য (নিত্যো শব্দার্থ সম্বন্ধে), এ-কথা দ্বাদশাধ্যায়ী পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে যে ব্যক্ত আছে, তাহাও বিরুদ্ধ হইল, এই যদি বল, তাহাতে সমাধান এই—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। স বিরোধঃ। তদুৎপত্তেঃ বিগ্রহোৎপত্তেঃ। তদ্বিনাশাৎ বিগ্রহবিনাশাৎ। তদ্বাচকে বিগ্রহাভিধায়িনি তস্মিন্ বেদশব্দে। ঔৎপত্তিকঃ স্বাভাবিকঃ নিত্য ইতি যাবৎ। পূর্ব্বতন্ত্রেণ দ্বাদশলক্ষণ্যা।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'কর্ম্মণি···বেদশব্দে তু সঃ স্যাৎ'—'সঃ'—সেই বিরোধ হইতে পারে। 'তদুৎপত্তেঃ'—বিগ্রহ উৎপত্তির পূর্ব্বে, 'তদ্বিনাশাৎ পরত্র চ'—সেই বিগ্রহনাশের পরেও, 'তদ্বাচকে তস্মিন্'—সেই বিগ্রহবাচক বেদ-শব্দে বিরোধ হইতে পারে, যেহেতু—'ঔৎপত্তিকস্তু শব্দেনার্থস্য সম্বন্ধঃ'—শব্দের সহিত অর্থের বাচ্য-বাচকভাব সম্বন্ধ, ঔৎপত্তিক—স্বাভাবিক অর্থাৎ নিত্য। 'যৎ পূর্ব্বতন্ত্রেণ নিত্যত্বমুক্তং' আর যে পূর্ব্বমীমাংসা দ্বাদশাধ্যায়ী, তাহাদ্বারা নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে।

সূত্রম্—শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ—'চেৎ'—যদি বল, 'শব্দে'—বৈদিক শব্দে বিরোধ হইল, 'ইতি ন'—ইহাও বলিতে পার না, কারণ কি? 'অতঃ প্রভবাৎ'—সেই সেই বৈদিকশব্দ নিত্য আকৃতিবাচক, তাহাদের বাচ্য নিত্য আকৃতি, সেই আকৃতি স্মরণদ্বারা সেই সেই বিগ্রহের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা কোথা হইতে জানিলে? উত্তর—'প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্'—প্রত্যক্ষ শ্রুতি ও অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি-বাক্য হইতে ॥ ২৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বেদশব্দেঽপি নোক্তলক্ষণো বিরোধঃ। কুতঃ? অতঃ প্রভবাৎ। নিত্যতত্তদাকৃতিবাচকাৎ তত্তদ্বেদশব্দাৎ তত্তদ্বাচ্যনিত্যাকৃত্যনুস্মৃত্যা তত্তদ্বিগ্রহাণামুৎপত্তেরিত্যর্থঃ। আকৃতয়ো নিত্যাঃ সর্ব্বব্যক্তিভ্যঃ পূর্ব্বং স্থিতেঃ। বিশ্বকর্ম্মণা স্বশাস্ত্রে যাঃ প্রোক্তাঃ চিত্রকর্ম্ম-প্রসিদ্ধয়ে "যমং দণ্ডপাণিং লিখন্তি বরুণন্তু পাশহস্তম্" ইতি। দেবাদিবাচকা বেদশব্দা গবাদিশব্দবৎ স্বভাবাদেবাকৃতিষু সঙ্কেতিতাঃ সন্তি। ন তু চৈত্রাদিশব্দবৎ ব্যক্তিমাত্রেষু।

তথাচ নিত্যাকৃতিবাচিত্বাদ্বেদশব্দানাং, তদ্বন্নাপ্রামাণ্যং, নাপি পূর্ব্বতন্ত্র-বিরোধ ইতি। ইদং কুতঃ? প্রত্যক্ষেতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। শ্রুতিস্তাবৎ শব্দপূর্ব্বাং সৃষ্টিমাহ "এত ইতি হ বৈ প্রজাপতির্দেবান-সৃজৎ অসৃগ্রমিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৃংস্তিরঃপবিত্রমিতি গ্রহান্নাসুব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতি মন্ত্রং অভিসৌভগেত্যন্যাঃ প্রজা" ইতি। স্মৃতিশ্চ—"নাম রূপঞ্চ ভূতানাং কৃতানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার স" ইত্যাদ্যা ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বৈদিকশব্দে যে বিগ্রহের বিরোধ বলিয়াছিলে, তাহাও হইবে না, কিহেতু? উত্তর—'অতঃ প্রভবাৎ' যেহেতু এই শব্দ হইতে বিগ্রহের উৎপত্তি। কথাটি এই—সেই সেই বেদোক্ত-শব্দ নিত্য সেই সেই আকৃতির বাচক, তাহা হইতে বাচ্য সেই সেই আকৃতির স্মরণদ্বারা ইন্দ্রাদি বিগ্রহের উৎপত্তি হইয়া থাকে, নিত্যশব্দ নিত্যঅর্থ আকৃতিকে বুঝায়, ব্যক্তিকে নহে, অতএব ব্যক্তির উৎপত্তির পূর্ব্বে আকৃতি বর্ত্তমান আছেই; তাহা স্মরণ করিয়া বিগ্রহ নির্ম্মাণ করা হয়। বিশ্বকর্ম্মা চিত্রকর্ম্ম-প্রসিদ্ধির জন্য নিজ-শাস্ত্রে যে সকল আকৃতির বর্ণন করিয়াছেন,—যেমন 'যমং দণ্ডপাণিং লিখন্তি বরুণন্ত পাশহস্তম্'—যমকে দণ্ডপাণি ও বরুণকে পাশহস্ত করিয়া অঙ্কন করে ইত্যাদি। অতএব দেবাদিবাচক বেদ শব্দগুলি গো প্রভৃতি শব্দের মত স্বভাবতঃই আকৃতি-অর্থে শক্তিবিশিষ্ট, ব্যক্তিতে শক্তিগ্রহ তাহাদের নাই; যেমন চৈত্র প্রভৃতি শব্দ এক একটি ব্যক্তিকে বুঝায়, সেরূপ নহে, এ-জন্য বিগ্রহের উৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিনাশের পরও নিত্যআকৃতি বর্ত্তমান থাকায় সেই সেই আকৃতির স্মরণ হয়, তাহা হইতেই বিগ্রহের নির্ম্মাণ হয়। অতএব নিত্যাকৃতিবাচক হেতু বেদশব্দগুলির বন্ধ্যাপুত্রাদি শব্দের মত অপ্রামাণ্য হইল না এবং মীমাংসা-দর্শনের সহিত বিরোধও হইল না। ইহা কোথা হইতে বুঝা গেল? উত্তর—'প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্'—শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য হইতে। শ্রুতি শব্দ হইতে সৃষ্টির কথা বলিতেছে, যথা—'এত ইতি হ বৈ··· অন্যাঃ প্রজা' ইতি—'এতে অসৃগ্রম্, ইন্দবঃ, তিরঃপবিত্রম্, আসুবো বিশ্বানি' এই সকল মন্ত্রস্থ পদের দ্বারা যথাক্রমে দেবাদিকে স্মরণ করিয়া বিধাতা সৃষ্টি করিয়া-ছেন। তন্মধ্যে 'এতে' এই পদে এতচ্ছব্দ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতার স্মারক, এইরূপ

অসৃগ্র-শব্দ রুধিরপ্রধান মনুষ্যদিগের, ইন্দু-শব্দ পিতৃপুরুষের, তিরঃপবিত্র-শব্দ গ্রহদিগের, আসুব-শব্দ স্তোত্রের, বিশ্ব-শব্দ মন্ত্রের, অভিসৌভগ-শব্দ প্রজাদিগের স্মারক। স্মৃতিবাক্য যথা—'নাম রূপঞ্চ ভূতানাং···চকার সঃ' ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে, সেই ব্রহ্মা সৃষ্টির উপক্রমে সমস্ত প্রাণীর নাম ও রূপ সৃষ্টি করিলেন, করণীয় কার্য্য সমুদয়ের বিস্তৃতি এবং দেব প্রভৃতির বিভিন্ন আকৃতি ও অবয়ব বেদ-শব্দ হইতে অবগত হইয়া নির্ম্মাণ করিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্য স্মৃতিও আছে ॥ ২৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বেদেতি। যা আকৃতয়ঃ। তদ্বৎ বন্ধ্যাত্মজাদিশব্দবৎ। প্রত্যক্ষেতি। শ্রুতেঃ প্রত্যক্ষত্বং প্রমাজননে অন্যানপেক্ষত্বাৎ। স্মৃতেরনুমানত্বং প্রমাজননে অন্যাপেক্ষত্বাৎ। এত ইত্যাদেরর্থঃ। এতে অসৃগ্রমিন্দবস্তিরঃ-পবিত্রমাসুবো বিশ্বানি সৌভগেত্যেতৈর্ম্মন্ত্রস্থপদৈর্দেবাদীন্ স্মৃত্বা প্রজাপতির্বিধাতা সসর্জেত্যর্থঃ। তত্রৈতচ্ছব্দ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবানাং স্মারকঃ। অসৃগ্রশব্দো রুধিরপ্রধানদেহানাং মনুষ্যাণাম্ ইন্দুশব্দশ্চন্দ্রমণ্ডলস্থানাং পিতৃণাং তিরঃপবিত্র-শব্দঃ পবিত্রং সোমং স্বমধ্যে তিরস্কুর্ব্বতাং ধারয়তাং গ্রহাণাম্ আসুবশব্দঃ ঋচঃ সুবতাং গানরূপাণাং স্তোত্রাণাং বিশ্বশব্দো বিশ্বদেবশংসনানাং স্তোত্রা-নন্তরং প্রয়োগং বিশতাং মন্ত্রাণাম্ অভিসৌভগশব্দস্ত নিরতিশয়সৌভগস্য বাচকঃ প্রজাঃ প্রজানামিতি। নাম রূপঞ্চেতি শ্রীবৈষ্ণবে। স ব্রহ্মা। আদ্য-শব্দাৎ "সর্ব্বেষাং তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে" ইতি গ্রাহ্যম্ ॥ ২৮ ॥

টীকানুবাদ—'বেদশব্দেহপি' ইত্যাদি 'স্বশাস্ত্রে যাঃ প্রোক্তাঃ'—বিশ্বকর্ম্মা নিজশাস্ত্রে যে আকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। 'বেদশব্দানাং তদ্বন্নাপ্রামাণ্যং'—বেদ-শব্দগুলির বন্ধ্যাপুত্রাদিশব্দের মত অপ্রামাণ্য নহে। 'প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্'—শ্রুতি প্রত্যক্ষ কিসে? উত্তর—'প্রমাজ্ঞানজননে'—প্রমাত্মকজ্ঞানোৎপত্তিবিষয়ে অপরকে অপেক্ষা করে না এ-জন্য। স্মৃতির অনুমানত্বও প্রমাজ্ঞানে অপর সাপেক্ষতা নিবন্ধন। এত ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ এতে ইত্যাদি মন্ত্রস্থ পদ স্মরণ দ্বারা দেবতাদিগকে বিধাতা সৃষ্টি করিলেন। 'অসৃগ্রম্' এই পদ-স্মরণে মনুষ্যদিগকে, 'ইন্দবঃ' পদ-স্মরণে পিতৃপুরুষদিগকে, 'তিরঃপবিত্রম্' পদ-স্মৃতিদ্বারা গ্রহমণ্ডলী, 'আসুব' পদে স্তোত্র, 'বিশ্বানি' পদে মন্ত্র, 'অভি-সৌভগ' পদে অন্য সকল প্রজা সৃষ্টি করিলেন। উক্ত সমুদয় মধ্যে এতে

এই পদের প্রকৃতি এতদ্‌শব্দ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাদিগের স্মারক, অসৃগ্র-শব্দ রুধিরপ্রধান দেহ মনুষ্যের, ইন্দুশব্দ চন্দ্রমণ্ডলস্থ পিতৃগণের, তিরঃপবিত্র শব্দ পবিত্র সোমকে নিজমধ্যে ধারণকারী অর্থে গ্রহদিগের, আসুবশব্দ মন্ত্রের গানরূপ স্তোত্রের, বিশ্বশব্দ বিশ্বদেবসূচক মন্ত্র সকলের স্তোত্রের পর প্রয়োগমধ্যে প্রযুক্ত অর্থে, অতি সৌভগ শব্দ নিরতিশয় সৌভাগ্যবাচক প্রজাদিগের। 'নাম রূপঞ্চ' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য বিষ্ণুপুরাণে কথিত। 'স চকার' —সেই প্রজাপতি করিলেন। 'ইত্যাত্যাঃ স্মৃতয়ঃ'—আত্মশব্দে 'সর্ব্বেষাত্ত স নামানি'…পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে "প্রজাপতি সৃষ্ট দেবাদির নাম ও কর্ম্ম এবং অবয়ব পৃথক্ পৃথগ্ ভাবে বেদশব্দ হইতে নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, দেবতা বিগ্রহবাদীর কর্ম্মে যদি বিরোধ নাও হয়, তথাপি বেদশব্দে বিরোধ হয়; কারণ বিগ্রহের উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং বিনাশের পর বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় অপ্রামাণিক শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। মীমাংসা-শাস্ত্রে শব্দের সহিত অর্থের যে নিত্য সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে, তাহারও বিরোধ হইয়া পড়ে। তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, না। শব্দে বিরোধ হয় না; কারণ বৈদিক শব্দ নিত্য আকৃতিবাচক এবং সেই আকৃতি স্মরণ করিয়াই বিগ্রহের উৎপত্তি হয়। শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণে ইহা অবগত হওয়া যায়। বৃহদারণ্যক শ্রুতি-কথিত "এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দেবানসৃজতাসৃগ্রম্" ইতি তৈত্তিরীয় শ্রুতি-বর্ণিত "স ভূরিতি ব্যাহরন্ ভূমিমসৃজত" শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যও শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন —"বেদেন নামরূপে ব্যাকরোৎ সতাসতী প্রজাপতিঃ" "অতএবৌৎপত্তিকে শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধে সমাশ্রিত নিরপেক্ষমেব বেদস্য প্রামাণ্যং মতম্"।

সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থে শ্রীজীব প্রভু এই সূত্রে লিখিয়াছেন,—"ইত্যত্র সংবাদাদিরূপপ্রক্রিয়া তু শ্রোতৃবোধসৌকর্য্যকরীতি সামঞ্জস্যমেব ভজতে। তস্মাদ্বেদাখ্যং শাস্ত্রং প্রমাণং, তত্তল্লক্ষণহীনত্বাৎ তদ্বিরুদ্ধত্বাচ্চাবৈদিকন্তু শাস্ত্রং ন প্রমাণম্।"

মহাভারতে পাওয়া যায়,—

"যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥" (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ।
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ॥" (ভাঃ ১।৩।২৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবেও পাওয়া যায়,—

"ক ইহ নু বেদ বতাবর জন্মলয়োঽগ্রসরং
যত উদগাদৃষির্যমনু দেবগণা উভয়ে।" (ভাঃ ১০।৮৭।২৪) ॥ ২৮ ॥

সূত্রম্—অতএব চ নিত্যত্বম্ ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ—'অতঃ'—নিত্যাকৃতিবাচকত্ব নিবন্ধন এবং কর্ত্তারও স্মরণ পূর্ব্বক সৃষ্টি হেতু এইরূপেও বেদশব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ ॥ ২৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অতো নিত্যাকৃতিবাচিত্বাৎ কর্ত্তুঃ স্মরণাচ্চ নিত্যত্বং বেদস্য সিদ্ধম্। কাঠকাদিসংজ্ঞা তু তত্তদুচ্চরিতত্বেনৈব বোধ্যা ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অতএব যেহেতু শব্দ নিত্য আকৃতিবাচক এবং স্মরণ হইতে সৃষ্টিকর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব, এইজন্য বেদশব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ। তবে যে বেদের কাঠকাদি সংজ্ঞাহেতু অনিত্যত্ব আশঙ্কা করা হয়, তাহাও নহে, উহা কঠ প্রভৃতি মুনি কর্ত্তৃক উচ্চরিত হেতু জানিবে ॥ ২৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নিত্যত্বমিতি। পূর্ব্বপূর্ব্বোচ্চারণক্রমবিশিষ্টতয়া সর্ব্ববেদোচ্চার্য্যমাণত্বমিত্যর্থঃ। নন্বেবং কঠেন প্রোক্তং কাঠকমিত্যাদিনিরুক্তিঃ কথং তত্রাহ কাঠকাদীতি। কঠাদিশব্দৈস্তত্তদাকৃতির্বিচিন্ত্য তত্তদ্দেহাংস্তত্তচ্ছক্তিযুক্তান্ নির্ম্মায় তত্তদ্‌গ্রন্থপ্রকাশনে ব্রহ্মা তান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে। তেঽপি তদ্দত্তশক্তয়ঃ পূর্ব্বপূর্ব্বকঠাদিপ্রকাশিতাংস্তাননধীত্যৈব স্বরতো বর্ণতশ্চাস্খলিতানেব পশ্যন্তীতি ন কিঞ্চিচ্চোদ্যম্। মোক্ষধর্ম্মে—"যুগান্তে তর্হি তান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা" ইতি। অষ্টমে চ—"চতুর্যুগান্তে কালেন গ্রস্তান্ শ্রুতিগণান্ যথা। তপসা ঋষয়োঽপশ্যন্ যতো ধর্ম্মঃ সনাতন" ইতি স্মৃতিঃ ॥ ২৯ ॥

টীকানুবাদ—'অত এব চ নিত্যত্বম্'—এই সূত্রে বেদের নিত্যতার হেতু বলিতেছেন,—পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন ক্রমে উচ্চারিত হইয়াছে, ঠিক সেই ক্রমেই সমস্ত বেদের উচ্চারণ হয়; অতএব বেদ নিত্য এই অর্থ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—বেদ নিত্য হইলে 'কঠেন প্রোক্তম্' কঠ মুনি কর্ত্তৃক প্রোক্ত এইজন্য ঐ বেদের নাম কাঠক এইরূপ ব্যুৎপত্তিলভ্য সংজ্ঞা কিরূপে সঙ্গত হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'কাঠকাদি শ্রুতিস্ত' ইত্যাদি কঠাদি শব্দের অর্থ ব্রহ্মা (চতুর্ম্মুখ) কঠাদি আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া নিজ দেহকে চিন্তা করিয়া সেই সেই শক্তিযুক্ত কঠাদি-দেহ নির্ম্মাণ করিলেন। পরে সেই সেই গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য কঠাদি মুনিকে প্রেরণা দিলেন। সেই কঠাদি ঋষিগণও ব্রহ্মার প্রদত্ত শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগীয় কঠাদি প্রকাশিত সেই সকল গ্রন্থ না পড়িয়াই স্বর ও বর্ণ-হিসাবে ত্রুটিহীন সেই গ্রন্থগুলি দর্শন করেন। এইরূপ সমাধান হইলে আর কোনও প্রশ্ন থাকিবে না। মহাভারতের মোক্ষ-ধর্ম্মেও আছে যুগান্তে ইত্যাদি—প্রলয়ের পর তখন (সৃষ্টিকালে) মহর্ষিগণ ইতিহাসের সহিত বেদগুলি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তপস্যা বলে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে স্মৃতি আছে, চতুর্যুগান্ত ইত্যাদি চারিযুগের অবসানে কালক্রমে লুপ্ত বেদগুলি যথা পূর্ব্বভাবে তপস্যাদ্বারা ঋষিগণ দর্শন করিয়াছিলেন। যেহেতু বৈদিক ও স্মার্ত্ত ধর্ম্ম সনাতন, লুপ্ত হইবার নহে ॥ ২৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বৈদিক শব্দের নিত্য আকৃতি-বাচকত্বহেতু এবং সৃষ্টিকর্ত্তার স্মরণপূর্ব্বক সৃষ্টিহেতু নিত্যত্ব সিদ্ধ, তাহাই বলিতেছেন। কঠাদি ঋষি কর্ত্তৃক উচ্চারিত বলিয়া কঠ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।

এ-বিষয়ে শ্রীরামানুজও বলেন,—প্রথমে ব্রহ্মা ঋষি সৃষ্টি করেন এবং সেই ঋষি তপস্যা প্রভাবে মন্ত্র দর্শন করেন। মন্ত্র সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকেন।

বেদের প্রামাণ্য-বিষয়ে শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ তাঁহার রচিত সন্দর্ভে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মে পাই,—

"শ্রীবৈষ্ণবগণ বলেন,—প্রাকৃত প্রত্যক্ষাদি অবিদ্যা-বিষয়ক মাত্র। যতক্ষণ অবিদ্যা বর্ত্তমান, ততক্ষণই তাহার ব্যবহার। কিন্তু বেদের প্রামাণ্য সেরূপ

নহে। ব্যবহারে আসিলেও বেদের প্রামাণ্য নিত্য, যেহেতু বেদ অপৌরুষেয়। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে পরমেশ্বরের ন্যায় অবিদ্যাতীত চিচ্ছক্তি-বৈভববিশিষ্ট আত্মারাম পার্ষদগণেরও ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তিরূপ পরমানন্দের দ্বারা সামাদিপারায়ণের বিষয় দেখা যায়। শ্রীমৎ পরমেশ্বরও স্বীয় বেদ-মর্য্যাদা অবলম্বন করিয়াই পুনরায় সৃষ্ট্যাদি প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন।

কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে পরবর্ত্তী জনের সংবাদাদিত্ব-দর্শন হেতু কি প্রকারে তাহার অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়? তদুত্তরে বলা যায়,—'অতএব চ নিত্যত্বম্' ব্রঃ সূঃ (১।৩।২৯) এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও যে ঋক্ মন্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন,—"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ং তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাম্।" (ঋক সং ১০।৭১।৩) ইহার তাৎপর্য্যে পাওয়া যায়,—পূর্ব্ব সুকৃতিবশতঃ যাজ্ঞিকগণ বেদ-প্রাপ্তিযোগ্যতা লাভ করিয়া ঋষিদিগের হৃদয়স্থ বেদবাক্য প্রাপ্ত হন।

মহাভারতেও পাওয়া যায়,—

"যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥" (মহাভারত, শান্তি)

সুতরাং নিত্যসিদ্ধ বেদশব্দের ঋষিহৃদয়ে প্রবেশ হয়, ঋষিগণ বেদের কর্ত্তা নহেন অর্থাৎ স্রষ্টা নহেন, মন্ত্রের দ্রষ্টা বা প্রকাশক মাত্র। বেদে যে প্রতিকল্পে তাহাদের নামাদি দেখা যায়, তাহাও অনাদিসিদ্ধ বেদের অনুরূপই

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"চতুর্যুগান্তে কালেন গ্রস্তান্ শ্রুতিগণান্ যথা।
তপসা ঋষয়োঽপশ্যন্ যতো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥" (ভাঃ ৮।১৪।৪)

অর্থাৎ যুগচতুষ্টয়ের অন্তে ঋষিগণ কালক্রমে লুপ্তপ্রায় শ্রুতিসকল তপোবল দ্বারা দর্শন করেন এবং ঐ সকল শ্রুতি হইতেই সনাতন ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

"সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥" (ভাঃ ২।৬।৩২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর এই সৃষ্ট্যাদি ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর॥" (মধ্য ২১।৩৬)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে॥" (ভাঃ ১।৪।২০)

শ্রীমৈত্রেয়ের বাক্যেও পাই,—

"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যান্ বেদান্ পূর্ব্বাদিভির্মুখৈঃ।
শস্ত্রমিজ্যাং স্তুতিস্তোমং প্রায়শ্চিত্তং ব্যধাৎ ক্রমাৎ॥"
(ভাঃ ৩।১২।৩৭)

শ্রীসূত গোস্বামীর বাক্যেও পাই,—

"পরাশরাৎ সত্যবত্যামংশাংশকলয়া বিভুঃ।
অবতীর্ণো মহাভাগ বেদং চক্রে চতুর্ব্বিধম্॥
ঋগথর্ব্ব যজুঃ সাম্নাং রাশীনুদ্ধৃত্য বর্গশঃ।
চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে মন্ত্রৈর্মণিগণা ইব॥" (ভাঃ ১২।৬।৪৯-৫০)

"বেদ—বেদয়তি ধর্ম্মম্ ইতি ব্রহ্ম চ বেদঃ"—নিরুক্তিঃ।

বেদান্তমতে—

"ধর্ম্ম-ব্রহ্মপ্রতিপাদকমপৌরুষেয়বাক্যং বেদঃ।"

পুরাণ-কর্ত্তা বলেন,—

"ব্রহ্মমুখনির্গত-ধর্ম্মজ্ঞাপক-শাস্ত্রং বেদঃ।"

ন্যায়শাস্ত্র মতে—

"মীনশরীরাবচ্ছেদেন ভগবদ্বাক্যং বেদঃ।"

শ্রীগীতায়ও পাওয়া যায়,—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।"
(গীঃ ১৫।১৫)॥ ২৯॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—স্যাদেতৎ। বেদশব্দস্মৃতাকৃত্যনুস্মৃতা দেবাদিবিগ্রহসৃষ্টির্যা বিধাতুঃ শ্রাব্যতে সা কিল নৈমিত্তিকপ্রলয়ান্তে স্যাৎ প্রাকৃতিকপ্রলয়ে তু প্রাকৃতিকাদিতরস্য সর্ব্বস্য বিনাশোক্তেস্তস্য তাদৃশী সৃষ্টিঃ কথং স্যাৎ কথং বা বেদস্য নিত্যত্বমিতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি হইতেছে এই যে, বেদশব্দ হইতে স্মৃত আকৃতি-অনুসারে দেবতা প্রভৃতির বিগ্রহ-সৃষ্টি বিধাতার শ্রুত হইতেছে, সেই সৃষ্টি নৈমিত্তিক প্রলয়ের পর হইতে পারে, কিন্তু প্রাকৃতিক প্রলয়ে প্রাকৃতশক্তি সমন্বিত পরমেশ্বর ভিন্ন অপর সমস্ত বস্তুরই ধ্বংসের কথা বলা থাকায় বিধাতার সেই স্মৃত্যধীন সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব? এবং বেদও নিত্য কিরূপে বলা যাইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—স্যাদেতদিতি। সর্ব্বস্যেতি। "স দগ্ধ্বা সর্ব্বাণি ভূতানি" ইত্যাদি সুবালশ্রুতৌ "ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞ" ইত্যাদি স্মৃতৌ চ তমঃশক্তিবিশিষ্টাৎ পরেশাদিতরস্য বেদতদ্বাচ্যাকৃত্যাদেস্তদনুসারিনিখিল-প্রপঞ্চস্য প্রলয়াভিধানাদিত্যর্থঃ। শাস্ত্রমবকৃষ্য শয়ীত যদেতি বেদলয়ঃ স্ফুটং স্মর্য্যতে। ন চাকৃতয়স্তদা স্যুরিতি বাচ্যং তৎসত্ত্বে শেষসংজ্ঞাঽসিদ্ধেঃ। তাদৃশীতি। আকৃত্যনুস্মৃতা দেবাদিবিগ্রহসৃষ্টিরিত্যর্থঃ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'স্যাদেতদিত্যাদি' সুবালোপনিষদে শ্রুত হয়—সেই পরমেশ্বর সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ দগ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দেবকী-বাক্যে আছে—'আপনিই একমাত্র শেষনামে অবশিষ্ট থাকেন'—ইত্যাদি স্মৃতিতে তমোগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ তমঃশক্তিগ্রাহী শ্রীভগবান্ হইতে ভিন্ন বেদশব্দ ও তদ্বাচ্য আকৃতি এবং তাহার অনুসারী নিখিল প্রপঞ্চের ধ্বংস কথিত হইয়াছে। যদি বল, বেদ নিত্য ও তদ্বাচ্য আকৃতিও নিত্য, তাহাদের লয় কিরূপে সঙ্গত? তাহাও বলিতে পার না, নিজের মধ্যে বেদশাস্ত্র রাখিয়া প্রলয়ে শ্রীভগবান্ শয়ন করেন, এই বাক্যে স্পষ্টই বেদলয় স্মৃত হইতেছে, বেদ ও বেদবাচ্য আকৃতির ধ্বংস নহে। তথাপি যদি বল, শব্দলয়ের কথাই স্মৃত হইতেছে, সেই শব্দবাচ্য নিত্য আকৃতির লয় হইবে কেন? তখন

তাহারা নিশ্চয় আছে, ইহাও বলিও না, যেহেতু আকৃতি তখন থাকিলে তাঁহার নাম 'শেষ' হইতে পারে না। 'তস্য তাদৃশী সৃষ্টিঃ'—তাদৃশী—সেই প্রকার আকৃতির অনুসারিণী দেবাদিবিগ্রহ সৃষ্টি এই অর্থ—

সূত্রম্—সমান-নাম-রূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ—'আবৃত্তাবপি অবিরোধঃ'—মহাপ্রলয়ের পর যে প্রথম সৃষ্টি হয়, তাহাতেও বেদোক্ত শব্দে কোনও বিরোধ নাই, কি কারণে? উত্তর—'সমান-নামরূপত্বাৎ'—পূর্ব্ব যুগোক্ত নাম, রূপ ও অবয়ব গঠন পরসৃষ্টিতে সমানই থাকে, এইজন্য। ইহাই বা কোথা হইতে অবগত হইলে? উত্তর—'দর্শনাৎ' —শ্রুতি হইতে, 'স্মৃতেশ্চ'—এবং পুরাণাদি স্মৃতি হইতেও পাওয়া যায় ॥ ৩০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শঙ্কাচ্ছেদায় চশব্দঃ। আবৃত্তৌ মহাপ্রলয়াৎ পরস্যামাদিসৃষ্টাবপি বেদশব্দে ন বিরোধঃ। কুতঃ? সমানেতি। পূর্ব্বোক্ততুল্যনামরূপসংস্থানত্বাদিত্যর্থঃ। মহাপ্রলয়ে বেদাস্তদ্বাচ্যাস্তত্তদাকৃতয়শ্চ নিত্যাঃ পদার্থাঃ সশক্তিকে শ্রীহরাবেকীভাবমাপন্নাস্তিষ্ঠন্তি। অথ তস্মিন্ সিসৃক্ষৌ সতি ততোঽভিব্যজ্যন্তে। তৈর্বেদশব্দৈস্তত্তদাকৃতিপর্য্যালোচনপূর্ব্বিকা তত্তদ্ব্যক্তি-সৃষ্টিঃ শ্রীহরেশ্চতুর্ম্মুখস্য চ স্যাৎ। ঘটাদিশব্দৈঃ পূর্ব্বঘটাদ্যাকৃতি-বিমর্শিনঃ কুলালস্য পূর্ব্বসদৃশী ঘটাদিসৃষ্টির্যথেত্যুত্তরসৃষ্টানাং পূর্ব্ব-সৃষ্টৈস্তৌল্যম্। এবঞ্চ নৈমিত্তিকপ্রলয়ান্তবৎ মহাপ্রলয়ান্তেঽপি তাদৃক্সৃষ্টির্ভবেদেবেতি। ইদং কুতোঽবগতং তত্রাহ দর্শনেতি। দর্শনং তাবৎ "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ স ঐক্ষত লোকান্নুৎসৃজা"। "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ তম্" ইতি। "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বম-কল্পয়ৎ" ইত্যাদি। স্মৃতিশ্চ—"ন্যগ্রোধঃ সুমহানল্পে যথা বীজে ব্যবস্থিতঃ। সংযমে বিশ্বমখিলং বীজভূতে তথা ত্বয়ি" ইতি।

"নারায়ণঃ পরো দেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্ম্মুখ" ইতি। "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে" ইতি চৈবমাদ্যা। অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ। সর্ব্বেশ্বরো-ভগবান্ মহাপ্রলয়ান্তে যথাপূর্ব্বং বিশ্বং বিচিন্তয়ন্ বহু স্যামিতি সঙ্কল্প্য সূক্ষ্মাত্মনা স্বস্মিন্ বিলীনং ভোক্তৃভোগ্য-সমুদায়ং বিভজ্য মহদাদিব্রহ্মপর্য্যন্তমণ্ডং পূর্ব্ববন্নির্ম্মায় বেদাংশ্চ পূর্ব্বানুপূর্ব্বিকানাবি-র্ভাব্য মনসৈব তান্ ব্রহ্মাণমধ্যাপ্য চ পূর্ব্ববদ্দেবাদিরূপবিশ্বসৃষ্টৌ তং বিনিযুঙ্‌ক্তে, স্বয়ঞ্চ তদন্তর্নিয়ময়ন্নবতিষ্ঠতে। সোঽপি তদনুগ্রহলব্ধ-সার্ব্বজ্ঞ্যবীর্য্যো বেদৈস্তত্তদাকৃতীর্বিমৃশ্য পূর্ব্বদেবাদিতুল্যাংস্তান্ সৃজ-তীতি। তদেবমিন্দ্রাদিশব্দাত্মনো বেদস্যেন্দ্রাদ্যর্থাকৃতেশ্চ সদাতন-ত্বাৎ তয়োঃ সম্বন্ধেঽপি তথাত্বং সিদ্ধমিতি শব্দেঽপি ন কোঽপি বিরোধঃ। তথাচ দেবাদীনাং সামর্থ্যাদিসম্ভবাৎ তেষামপি ব্রহ্মোপাসনাধিকারঃ সিদ্ধঃ। দেবাদ্যধিকারেঽপি নাঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুতির্বিরুদ্ধা। তদঙ্গুষ্ঠ-প্রমিতত্বেন তৎসিদ্ধেঃ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ 'চ' শব্দটি পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা-নিরাসের জন্য। 'আবৃত্তৌ' অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের পরবর্ত্তী প্রথম সৃষ্টিতেও বেদ শব্দে অসঙ্গতি নাই। কেন না, পূর্ব্ব যুগের মত ইহাতেও সমান নাম, রূপ, অবয়ব গঠন যেহেতু হয়। কথাটি এই—মহাপ্রলয়কালে বেদ সকল, তাহার বোধ্য পদার্থগুলি এবং আকৃতি সমুদয়রূপ নিত্যপদার্থ সমূহ শক্তির সহিত বর্ত্তমান, শ্রীহরিতে একীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রলয়ান্তে সেই শ্রীহরি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহা হইতে একে একে সমস্তই প্রকাশ পায়। স্মৃত সেই বেদ-শব্দদ্বারা শ্রীহরির ও চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সেই সেই আকৃতি পর্য্যালোচনাদ্বারা সেই সেই ব্যক্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে, যেমন ঘট নষ্ট হইলেও কুম্ভকার পূর্ব্বঘটের আকৃতি স্মরণ করিয়া আবার সেইপ্রকার নূতন ঘট সৃষ্টি করে। সুতরাং পরবর্ত্তিনী সৃষ্টি পূর্ব্ব সৃষ্টির তুল্য। এইপ্রকার নৈমিত্তিক প্রলয়ের পরবর্ত্তী সৃষ্টির মত মহাপ্রলয়েও পূর্ব্বের মতই সৃষ্টি হইয়া থাকে। যদি বল—ইহা কোথা হইতে জানিলে? সে বিষয়ের সমাধান এই—দর্শন হইতে, সে কিরূপ? শ্রুতিতে আছে 'আত্মা বা ইদমেক এব…

ষথাপূর্ব্বম-কল্পয়ৎ' ইত্যাদি। এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মাই ছিলেন। তিনি ঈক্ষণ (ইচ্ছা) করিলেন, আমি লোক সৃষ্টি করিব। যে শ্রীহরি প্রথমে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহার হৃদয়-মধ্যে সমস্ত বেদ প্রতিভাত করিলেন, সেই শ্রীহরিকে (ধ্যান করিবে)। বিধাতা পূর্ব্বের মত সূর্য্য-চন্দ্র সৃষ্টি করিলেন—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উহার প্রমাণ। স্মৃতিবাক্যেও আছে—যেমন প্রকাণ্ড একটি বটবৃক্ষ অতি-ক্ষুদ্র বীজমধ্যে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত থাকে, হে হরি! সেই প্রকার প্রলয়কালে এই অখিল-বিশ্ব তোমাতে অবস্থান করে। এইরূপ আরও অনেক স্মৃতিবাক্য আছে। সারকথা এই—সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীহরি মহা-প্রলয়ের অবসানে পূর্ব্ববৎ বিশ্বকে স্মরণ করিয়া 'আমি বহু হইব' এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন, পরে সূক্ষ্মভাবে নিজ শরীরে বিলীন ভোক্তৃ ও ভোগ্য সমুদায়াত্মক বিশ্বকে বিভাগ করিয়া মহত্তত্ত্বাদি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত অণ্ডকে পূর্ব্ববৎ সৃষ্টি করিলেন এবং চতুর্ব্বেদকে পূর্ব্বানুপূর্ব্বীক্রমে আবির্ভূত করিয়া সেগুলি মনে মনে ব্রহ্মাকে অধ্যাপনা করিলেন। পূর্ব্ব সৃষ্টির মত দেবাদির রূপ সৃষ্টিতে সেই প্রজাপতিকে নিযুক্ত করিলেন এবং নিজেও সেই প্রজাপতির মধ্যে নিয়ামকরূপে অবস্থান করিলেন। বিধাতাও পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সর্ব্বজ্ঞতা ও সৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া বেদ-সাহায্যে সেই সেই আকৃতি স্মরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বদেবাদিতুল্য দেবাদি-দেহ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এইকথা পাওয়া যাইতেছে, অতএব এইরূপে ইন্দ্রাদিশব্দাত্মক বেদ এবং ইন্দ্রাদির অর্থ-আকৃতি নিত্য বলিয়া ঐ বাচক শব্দ ও বাচ্য আকৃতির সম্বন্ধও নিত্য—ইহা সিদ্ধ হইল, সুতরাং বৈদিক শব্দেও কোনও বিরোধ বা অসঙ্গতি রহিল না। তাহাতে দেবাদিরও পরমেশ্বরের উপাসনায় সামর্থ্য প্রভৃতির সত্তা বশতঃ অধিকার সিদ্ধই হইল। আর দেবাদির উপাসনা-ধিকারেও তাঁহাদের অঙ্গুষ্ঠ পরিমিতত্বরূপে অঙ্গুষ্ঠ শ্রুতিও বিরুদ্ধ হইল না॥ ৩০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সমানেতি। একীভাবমাপন্নাস্তিষ্ঠন্তীতি। "স্বসৃষ্টমিদমাপীয় শয়ানং সহ শক্তিভিঃ। তদন্তে বোধয়াঞ্চক্রুস্তল্লিঙ্গৈঃ শ্রুতয়ঃ পরম্" ইতি স্মৃতেঃ শক্তয়স্তদাকৃতয়শ্চ। তাভিঃ সাহিত্যোক্তিস্তদা তাসাং স্থিতিমাহ। শ্রুতয়শ্চ তদা সন্তীতি স্ফুটমুক্তম্। অতএব শাস্ত্রমবকৃষ্যেত্যুক্তং ন তু দগ্ধ্বেতি। তস্মাদ্বেদাস্তত্তদাকৃতয়শ্চ নিত্যাঃ। শ্রীহরেরিতি। মহদাদেশ্চতুর্ম্মুখান্তস্য সৃষ্টিঃ শ্রীহরিণা দেবাদিবিগ্রহাণাং সৃষ্টিশ্চতুর্ম্মুখেনেত্যর্থঃ। ন চ শেষসংজ্ঞাঽসিদ্ধিঃ অশেষসংজ্ঞ ইতিচ্ছেদাৎ। আত্মা ইতি। অত্র সপ্রকৃতৌ শ্রীহরাবেব সর্ব্বস্য লয় উক্তঃ। অত্র বেদাকৃতিলয়ো বনলীনবিহঙ্গন্যায়েন বোধ্যঃ। মহদাদি-প্রপঞ্চলয়শ্চ গন্ধাদিবচ্চূর্ণিতঘটাদিবচ্চেতি বদন্তি। য ইতি। যঃ শ্রীহরিঃ। বিদধাতি সৃজতি। সূর্য্যেতি। ধাতা ব্রহ্মা। ন্যগ্রোধ ইতি শ্রীবৈষ্ণবে। ন্যগ্রোধো বহুপাদ্বট ইত্যমরঃ। সংযমে প্রলয়ে। নারায়ণ ইতি শ্রীবারাহবাক্যম্। তেন ইতি শ্রীভাগবতে মঙ্গলপদ্যাবয়বঃ। যো হরিরাদিকবয়ে ব্রহ্মণে তং বোধয়িতুমিত্যর্থঃ। হৃদা মনসৈব ব্রহ্ম বেদং তেনে পাঠিতবানিত্যর্থঃ। তদঙ্গুষ্ঠেতি। দেবাত্তঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বেনেত্যর্থঃ॥ ৩০ ॥

টীকানুবাদ—সূত্র—সমানেত্যাদি—'একীভাবমাপন্নাস্তিষ্ঠন্তীত্যাদি'—এক পরমেশ্বরে লীন হইয়া থাকে, এ-বিষয়ে স্মৃতি বাক্য এই—ভগবান্ প্রলয়-কালে নিজ সৃষ্ট এই বিশ্বকে আকৃতি-শক্তিগুলির সহিত নিজ উদরমধ্যে লীন করিয়া শয়ন করিয়া থাকেন। প্রলয়ের পর শ্রুতি সকল সেই পরমপুরুষকে তাঁহার বোধক শব্দের দ্বারা আবার জাগরিত করিয়াছিলেন। এখানে শক্তি বলিতে শক্তি ও সেই সেই আকৃতিগুলিকে বুঝিতে হইবে। তাহাদের সহিত স্থিতি বলায় প্রলয়কালে ঐ সকল আকৃতি ছিল, ইহা বুঝাইতেছে। শ্রুতিসমূহও তখন ছিল, ইহাও স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে। এইজন্য বলিলেন 'শাস্ত্রমবকৃষ্য' শাস্ত্রকে নিজমধ্যে আকর্ষণ করিয়া, দগ্ধ করিয়া নহে। অতএব সপ্রমাণ হইতেছে—বেদশব্দ নিত্য ও বেদবাচ্য আকৃতিগুলিও নিত্য। 'শ্রীহরেরিত্যাদি'—শ্রীহরি মহৎ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সৃষ্টি করেন, পরে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা দেবাদি বিগ্রহ সৃষ্টি করেন। যদি বল, শব্দ ও শব্দবাচ্য আকৃতি যদি নিত্য হয়, তবে ভাগবতোক্ত শেষ সংজ্ঞা সিদ্ধ হয় কিরূপে? ইহা বলিতে পার না, 'শিষ্যতেঽশেষসংজ্ঞঃ' এইরূপ পাঠ করিলে সঙ্গতি হইবে। 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ ইত্যাদি' এই শ্রুতিতে প্রকৃতির সহিত বর্ত্তমান শ্রীহরিতেই সমস্ত প্রপঞ্চের লয় বলা হইয়াছে। তবে যে, এই শ্রীহরিতে বেদ ও আকৃতির লয় উক্ত হইয়াছে, উহা 'বনলীনবিহঙ্গন্যায়েন' অর্থাৎ বনে পক্ষীরা লীন হইয়াছে বলিলে যেমন বুঝায় বনে পক্ষীরা নিস্তব্ধ হইয়াছে, সেইরূপে কোন বেদাদির ক্রিয়া তৎকালে

প্রকাশ নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। মহৎ প্রভৃতি প্রপঞ্চের লয়ও গন্ধাদি-লয়ের মত ও চূর্ণিত ঘটাদির মত জ্ঞাতব্য ইহা বলিয়া থাকেন। 'য ইত্যাদি' যে শ্রীহরি 'বিদধাতি' সৃষ্টি করেন। 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা' ধাতা—ব্রহ্মা, ন্যগ্রোধ ইত্যাদি' শ্লোকটি শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্ত—ন্যগ্রোধ-শব্দের অর্থ বট, যথা—ন্যগ্রোধ বহুপাদ্ ও বট—ইহা অমরকোষোক্ত সংযমে—অর্থাৎ প্রলয়কালে। 'নারায়ণঃ পরো দেবঃ' ইত্যাদি বাক্য শ্রীবরাহপুরাণোক্ত। 'তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে' ইত্যাদি শ্রীভাগবতে মঙ্গলাচরণরূপ প্রথম শ্লোকোক্ত, 'যঃ' যে শ্রীহরি আদিকবি প্রথম স্রষ্টা ব্রহ্মাকে বেদ বুঝাইবার জন্য। 'হৃদা'—অর্থাৎ মনে মনেই, 'ব্রহ্ম'—বেদকে, 'তেনে—অধ্যয়ন করাইয়াছেন। 'তদঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বেন' অর্থাৎ দেবাদির অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্বরূপে॥ ৩০॥

সিদ্ধান্তকণা—যদি কেহ এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, বেদ-শব্দ হইতে স্মরণপূর্ব্বক আকৃতি অনুসারে দেবতাদির বিগ্রহ সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাহা নৈমিত্তিক প্রলয়ের পর সম্ভব হইলেও প্রাকৃতিক প্রলয়ে প্রকৃতি শক্তিসমন্বিত পরমেশ্বর ব্যতীত তদিতর সকল বস্তুরই যখন বিনাশ হয়, তখন বিধাতার স্মৃতির অধীন সৃষ্টিই বা কি প্রকারে সম্ভব? এবং বেদের নিত্যত্বও বা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে,—মহাপ্রলয়ের পর যে সৃষ্টি হয়, তাহাতে সমান নাম-রূপ থাকে বলিয়া আবৃত্তিতে কোন বিরোধ দেখা যায় না। শ্রুতি ও স্মৃতিই তাহার প্রমাণ।

ঐতরেয় উপনিষদ্ (১।১।১) এবং বৃহদারণ্যক (১।৪।১) দ্রষ্টব্য।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও পাওয়া যায়,—

"ন্যগ্রোধঃ সুমহানল্পে যথা বীজে ব্যবস্থিতঃ।
সংযমে বিশ্বমখিলং বীজভূতে তথা ত্বয়ীতি॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকেও পাওয়া যায়,—

"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে।" (ভাঃ ১।১।১)

বর্ত্তমান সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য একটি শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন,—

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।" (ঋক্)
"তথৈব নিয়মঃকালে স্বরাদিনিয়মস্তথা।
তস্মান্নানীদৃশং ক্বাপি বিশ্বমেতদ্ভবিষ্যতি॥" (তৈঃ, নারায়ণ, উপনিষদ্)

স্মৃতিগ্রন্থ মহাভারতেও পাওয়া যায়,—

"অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥
ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু সৃষ্টয়ঃ।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ॥" (মহাভারত-শান্তি)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মার বাক্যে পাই,—

"যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্।
যথার্কোঽগ্নির্যথা সোমো যথর্ক্ষগ্রহতারকাঃ॥" (ভাঃ ২।৫।১১)

আরও—

"তস্যাপি দ্রষ্টুরীশস্য কূটস্থস্যাখিলাত্মনঃ।
সৃজ্যং সৃজামি সৃষ্টোঽহমীক্ষয়ৈবাভিচোদিতঃ॥" (ভাঃ ২।৫।১৭)
"স এষ আদ্যঃ পুরুষঃ কল্পে কল্পে সৃজত্যজঃ।
আত্মাত্মন্যাত্মনাত্মানং স সংযচ্ছতি পাতি চ॥" (ভাঃ ২।৬।৩৯)
"সত্যং হ্যবয়বঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বাবয়বিনামিহ।
বিনার্থেন প্রতীয়েরন্ পটস্যেবাঙ্গ তন্তবঃ॥" (ভাঃ ১২।৪।২৭)॥ ৩০॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ যাসু বিদ্যাসু দেবা এবোপাস্যাস্তাসু তেষামধিকারঃ স্যান্ন বেতি বিচার্য্যতে। ছান্দোগ্যে "অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু তস্য দ্যৌরেব তিরশ্চীনবংশঃ" ইত্যাদিনা সূর্য্যস্য দেবমধুত্বং প্রতিপাদ্যতে, রশ্মীনাং ছিদ্রত্বঞ্চ তত্র বসুরুদ্রাদিত্যমরুৎসাধ্যাঃ পঞ্চদেবগণাঃ স্বমুখ্যেন মুখেনামৃতং দৃষ্ট্বৈব তৃপ্যন্তীত্যাদি চোচ্যতে। সূর্য্যস্য মধুত্বঞ্চ ঋগাদিপ্রোক্তকর্ম্মনিষ্পাদ্যস্য রশ্মিদ্বারা প্রাপ্তস্য রসস্যাশ্রয়তয়া ব্যপদিশ্যতে। এবমন্যত্রাপ্যন্যদেবোপাসনা চ গ্রাহ্যা। তত্র তাবৎ পরমতমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এক্ষণে আশঙ্কা হইতেছে, যে সকল বিদ্যাতে দেবগণ উপাস্যরূপে বর্ণিত আছেন, সেই সকল বিদ্যাতে দেবতাদিগের অধিকার আছে কিনা অর্থাৎ ঐ সকল মন্ত্র উপাসনাক্ষেত্রে তাঁহাদের সম্বন্ধে পাঠ্য কিনা? ইহাই বিচার করা যাইতেছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে শ্রুত আছে—'অসৌ

বা আদিত্যো দেবমধু…বংশ' ইত্যাদি। অর্থাৎ সূর্য্যই দেবতার মধু অর্থাৎ মধুর মত আনন্দদায়ক, 'তস্য দ্যৌরেব তিরশ্চীনবংশঃ'—সেই আদিত্য-মধুর অন্তরীক্ষই বক্র আধার বংশ, যেহেতু আদিত্য তথায় অবস্থান করেন—এই সকল শ্রুতিবাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে—সূর্য্যই দেবমধুচক্র, রশ্মি সকল সেই মধুচক্রের ছিদ্র, সেই মধুচক্রে বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ ও সাধ্য এই পঞ্চ দেবতা নিজগণের মধ্যে প্রধান তদ্রূপ মুখ দিয়া অমৃত লাভ করতঃ তৃপ্ত হন, ইহাও উক্ত হইতেছে। সূর্য্যকে যে মধুচক্র বলা হইয়াছে, উহা ঋক্ প্রভৃতি বেদ-প্রতিপাদিত কর্ম্মানুষ্ঠানসাধ্য কর্ম্মরূপ রশ্মি-সাহায্যে প্রাপ্ত রসের আশ্রয়ত্ব-নিবন্ধন সংজ্ঞিত হয়। এইরূপ অন্যশ্রুতিতেও দেবতাদি কর্ত্তৃক উপাসনা জ্ঞাতব্য। এ-বিষয়ে পরমত (পূর্ব্বপক্ষীর মত) বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বমুক্তো ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারো দেবানামস্তু। তেষাং পরমানন্দস্য তৎফলস্যাপ্তেঃ। মধ্বাদিবিদ্যাসু তু স মাস্তু বসুত্বাদিপ্রাপ্তেস্তৎফলস্য তেষু সিদ্ধেরিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ অথেত্যাদিনা। অসাবিত্যাদেরয়ং নির্য্যাসঃ। আদিত্যো দেবমধু দেবানাং মোদনান্মধ্বিব মধু তস্য মধুনো দ্যুলোক এব তিরশ্চীনবংশঃ আদিত্যাখ্যমধুনোহন্তরীক্ষেঽবস্থানাৎ ন দেবমধ্বাধারো যূপঃ। রোহিতং শুক্লং কৃষ্ণং পরকৃষ্ণং গোপ্যঞ্চেতি পঞ্চ রোহিতাদীন্যমৃতানি প্রাগাদ্যূর্দ্ধান্তপঞ্চগবস্থিতাভিরাদিত্যরশ্মিনাড়ীভির্মধুচ্ছিদ্রভূতাভী রোহিতাদ্যাখ্যতত্তদ্বেদোক্তকর্ম্মকুসুমেভ্যস্তত্তদ্বৈদিকমন্ত্রমধুকরৈরাদিত্যমণ্ডলমানীতানি। পঞ্চমমমৃতং গোপ্যাখ্যং প্রণবকুসুমাদুপাসনাভ্রমরৈরূর্দ্ধদিগ্‌গতসূর্য্যরশ্মিরূপেণ গোপ্যাখ্যমধুচ্ছিদ্রদ্বারা তন্মণ্ডলমানীতম্। রোহিতাদিকমমৃতং মকরন্দস্থানভূতং বহ্নৌ হুতসোমাজ্যপয়ঃপুরোডাশাদিরূপং বোধ্যম্। তানি চ রোহিতাদীন্যমৃতানি যশস্তেজোবীর্য্যসর্ব্বেন্দ্রিয়ান্নরূপেণ নিষ্পন্নান্যাদিত্যমধুসম্বন্ধীনি প্রাগাদিষু দিক্ষু ক্রমেণ স্থিতানাং বস্বাদীনামুপজীব্যানীত্যেবং ভাবয়তাং বসুত্বাদিপ্রাপ্তিফলম্। বস্বাদীনাং সমানানাং মধ্যে একো ভূত্বা যশ আদ্যমৃতং প্রত্যক্ষানুমানাদিভিঃ করণৈরুপলভ্য তৃপ্যতীতি। স্বেষু যো মুখ্যস্তদ্রূপেণ মুখেন বক্ত্রেণ ইত্যর্থঃ। এবমন্যত্রাপীতি। আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদিরূপা গ্রাহ্যা।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে বর্ণিত দেবতাদিগের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকুক, কেননা উহার ফল পরমানন্দ লাভ—

দেবতাদিগের প্রাপ্য। কিন্তু মধু প্রভৃতি বিদ্যায় অধিকার না হউক, কারণ মধুবিদ্যোপাসনার ফল বসুত্ব প্রভৃতি লাভ, তাহা যখন বসু প্রভৃতি দেবতার সিদ্ধ, এইরূপ প্রতিবাদরূপ সঙ্গতি দেখাইতেছেন—অথেত্যাদি সন্দর্ভদ্বারা। অসৌ ইত্যাদি শ্রুতির এই সারার্থ—আদিত্য হইতেছেন দেবতাদিগের মধুচক্র, কারণ মধু যেমন আনন্দ দান করে, সেইরূপ আদিত্যও আনন্দ বিধান করেন, এই মধুর মত হওয়ায় মধুরূপক হইল। সেই মধুরূপ আদিত্যের অন্তরীক্ষ বক্র আধারবংশ, কেননা আদিত্যাখ্যমধুচক্র অন্তরীক্ষেই অবস্থান করে, যূপকাষ্ঠ তাঁহার আধার হইতে পারে না। রোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ, পরকৃষ্ণ ও গোপ্য এই পাঁচটি রোহিতাদি সংজ্ঞক অমৃত, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও ঊর্দ্ধাদি পাঁচটিদিকে অবস্থিত। আদিত্যের রশ্মিরূপ নাড়ী মধু নিঃসরণের ছিদ্রভূত। রোহিতাদি নামক সেই সেই বেদোক্ত কর্ম্মসমুদায় পুষ্প স্বরূপ, উহা হইতে সেই সেই বেদোক্ত মন্ত্ররূপ ভ্রমরগুলি ঊর্দ্ধদিগবস্থিত সূর্য্যরশ্মিরূপে মধুচক্রের ছিদ্র সাহায্যে সেই মধু আদিত্যমণ্ডলে আনিয়া সঞ্চিত করে, রোহিতাদি অমৃত পুষ্পরসের আধার; যেমন অগ্নি আহুত সোম, ঘৃত, ছন্দ, পুরোডাশ প্রভৃতির আধার। সেই রোহিতাদি অমৃত উপাসকের যশ, তেজ, বীর্য্য, সর্ব্বেন্দ্রিয় ও অন্নরূপে নিষ্পন্ন আদিত্য মধুরূপে পরিণত ঐ পঞ্চামৃত পূর্ব্বাদি-দিকে যথাক্রমে অবস্থিত বসু প্রভৃতির কাম্যফল হয়। এইরূপ ভাবনায় যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদের বসুত্বাদি লাভ হয়। বসু, রুদ্র প্রভৃতি সকলেই সমান; কিন্তু তাঁহাদের একজন প্রধান হইয়া যশ প্রভৃতি পঞ্চামৃত প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হয়। নিজ দলের মধ্যে যিনি মুখ্য, তিনিই মুখপাত্র হইয়া ঐ অমৃত অপরকে ভোগ করান। এইরূপ অন্য শ্রুতিতে 'আদিত্যো ব্রহ্ম'-ইত্যাদিতে আদিত্যের উপাসনা অভিহিত আছে।

সূত্রম্—মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ—'জৈমিনিঃ'—পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনকার জৈমিনি, 'অনধিকারং'—মধু প্রভৃতি বিদ্যাতে দেবতাদিগের অনধিকারের কথা মনে করেন, কারণ কি? উত্তর—'অসম্ভবাৎ'—যেহেতু উহা অসম্ভব, যিনি উপাস্য, তিনি উপাসক হইতে পারেন না ॥ ৩১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—জৈমিনির্দেবানাং মধ্বাদিষু বিদ্যাস্বনধিকারং মন্যতে। কুতঃ? অসম্ভবাৎ। ন হি স্বয়মুপাস্যঃ সন্নুপাসকো ভবিতুমর্হতি একস্মিন্নুভয়াসম্ভবাৎ। বসুত্বাদিপ্রাপ্তের্মধুবিদ্যাফলস্য সিদ্ধত্বেনার্থিত্বাসম্ভবাচ্চ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—মহর্ষি জৈমিনি দেবতাদিগের মধু প্রভৃতি উপাসনায় অধিকার নাই বলেন, কারণ এই যে, ইহা অসম্ভব, যিনি উপাস্য, তিনি উপাসক হইতে পারেন না। এক ব্যক্তিতেই উপাস্যতা ও উপাসকতা উভয় ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। আর এক কারণ, মধুবিদ্যোপাসনার ফল বসুত্বাদি লাভ, তাহা যখন বসু প্রভৃতি দেবতার সিদ্ধ, তখন ঐ উপাসনাও কামনার অভাবে নিষ্ফল ॥ ৩১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অসম্ভবাদিতি। উপাস্যতোপাসকতয়োরুভয়োর্ধর্ম্ময়োরেকস্মিন্নাদিত্যেঽসম্ভবাদযোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ। এতদেবাহ ন হীতি ॥ ৩১ ॥

টীকানুবাদ—'অসম্ভবাৎ'—'মধ্বাদিষু অসম্ভবাৎ'—অর্থাৎ উপাস্যতা ও উপাসকতা এই দুইটি ভাবের এক আদিত্যে স্থিতি অসম্ভব—অযৌক্তিক। এই কথা বলিতেছেন—'ন হীত্যাদি' বাক্যদ্বারা ॥ ৩১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কাহারও যদি এইরূপ আশঙ্কা হয় যে, যে-সকল বিদ্যাতে দেবতারা উপাস্য, সেই সকল বিদ্যায় তাঁহাদের অধিকার আছে কিনা? কারণ ছান্দোগ্যে পাওয়া যায়,—"ওঁ অসৌ বা আদিত্য দেবমধু তস্য দ্যৌরেব তিরশ্চীনবংশঃ" ইত্যাদি (ছাঃ ৩।১।১) অর্থাৎ এই আদিত্য দেবগণের মধু ইত্যাদি। সূর্য্যের মধুত্ব ঋগাদিপ্রোক্ত কর্ম্মদ্বারা নিষ্পাদ্য ও রশ্মিদ্বারা প্রাপ্ত রসের আশ্রয়স্বরূপে ব্যপদিষ্ট হয়। এইরূপ অন্যত্র অন্য দেবতার উপাসনাও বুঝিতে হইবে। ইহার উত্তরে সূত্রকার পরমত উল্লেখ পূর্ব্বক বলিতেছেন। মহর্ষি জৈমিনি মধ্বাদি-বিদ্যাতে দেবগণের অধিকার নাই, ইহাই মনে করেন, কারণ উহা অসম্ভব। একই ব্যক্তিতে উপাস্য ও উপাসকতা-ধর্ম্ম যুগপৎ থাকা সম্ভব নহে। ছান্দোগ্যেই পাওয়া যায়,—এই উপাসনার ফলে উপাসক বসুরূপে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং যিনি মধুবিদ্যার ফল বসুত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনি আবার তজ্জন্য প্রার্থনা করিবেন কেন? ইহা অসম্ভব বোধ হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"সোঽমৃতস্যাভয়স্যেশো মর্ত্ত্যমন্নং যদত্যগাৎ।
মহিমৈষ ততো ব্রহ্মন্ পুরুষস্য দুরত্যয়ঃ ॥" (ভাঃ ২।৬।১৮) ॥৩১॥

সূত্রম্—জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ—'জ্যোতিষি'—পরজ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরেই, 'তেষাম্'—দেবতাদিগের উপাসকরূপে 'ভাবাচ্চ' সত্তা বা অবস্থানহেতু—ব্রহ্মোপাসনা ভিন্ন অন্য উপাসনা সমূহে তাঁহাদের যে অধিকার নাই, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ৩২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" ইত্যাদিশ্রুতেজ্যোতিষি পরস্মিন্ ব্রহ্মণি তেষামুপাসকতয়া ভাবাচ্চ ন তাস্বধিকারঃ। ব্রহ্মোপাসনস্য দেবমনুষ্যসাধারণ্যেঽপি বিশিষ্য দেবানাং তৎকথনং তেষামিতরোপাসননিবৃত্তিং দ্যোতয়তি ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' যিনি জ্যোতিঃ-পদার্থ সমুদায়েরও জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশক, তাঁহাকে দেবগণ উপাসনা করেন ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রমাণিত হয় যে, পরব্রহ্মেই দেবতাদিগের উপাসকরূপে অধিকার, অন্য সেই মধ্বাদি-বিদ্যায় তাঁহাদের অধিকার নাই। যদিও ব্রহ্মোপাসনায় দেবতা, মনুষ্য সকলের সমান অধিকার, তাহা হইলেও বিশেষ করিয়া দেবতাদিগের ব্রহ্মোপাসনা বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহাদিগের অপর উপাসনার নিবৃত্তি, ইহাই সূচনা করিতেছে ॥ ৩২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—জ্যোতিষীতি। তৎকথনং ব্রহ্মোপাসকত্বকথনম্ ॥ ৩২ ॥

টীকানুবাদ—'জ্যোতিষীত্যাদি' ভাষ্যান্তর্গত—'তৎকথনং'—ইহার অর্থ ব্রহ্মোপাসকত্ব কথন ॥ ৩২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়,—"তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্ ॥" (বৃঃ ৪।৪।১৬) অর্থাৎ তিনি জ্যোতিঃ-পদার্থ

সমূহেরও জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশক। তাঁহাকেই দেবগণ আরাধনা করেন। সুতরাং পরব্রহ্মের উপাসনায় দেবগণের অধিকার, কিন্তু মধু-বিদ্যাদিতে তাঁহাদের অধিকার নাই।

মুণ্ডক শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥" (মুঃ ২।২।১১)

হরিবংশেও শ্রীভগবদুক্তিতে পাওয়া যায়,—

"তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ।
মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত ॥"

ব্রহ্মসংহিতায়ও পাওয়া যায়,—

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষ বসুধাদি-বিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥"
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ॥ (ভাঃ ১০।২৮।১৫)

শ্রীদেবকীদেবীও শ্রীকৃষ্ণের স্তবে বলিয়াছেন,—

"রূপং যত্তৎপ্রাহুরব্যক্তমাদ্যং
ব্রহ্মজ্যোতির্নির্গুণং নির্ব্বিকারম্।
সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহং
স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ ॥" (ভাঃ ১০।৩।২৪)

শ্রীব্রহ্মার স্তবেও পাই,—

"একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণাদ্বয়ঃ মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ ॥" (ভাঃ ১০।১৪।২৩)

দেবগণের স্তবেও পাওয়া যায়,—

"বিশ্বস্য জন্মস্থিতিসংযমার্থে
কৃতাবতারস্য পদাম্বুজং তে।
ব্রজেম সর্ব্বে শরণং যদীশ
স্মৃতঃ প্রযচ্ছত্যভয়ং স্বপুংসাম্ ॥" (ভাঃ ৩।৫।৪৩)
"ত্বং নঃ সুরাণামসি সান্বয়ানাং
কূটস্থ আদ্যঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।" (ভাঃ ৩।৫।৫০)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই,—

"চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া ॥
কৃষ্ণনাম লঞা নাচে, প্রেমবন্যায় ভাসে।
নারদ-প্রহ্লাদাদি আসে মনুষ্য-প্রকাশে ॥" (অন্ত্য ৩।২৬০-২৬১)

॥ ৩২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং প্রাপ্তে ব্রবীতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন—

সূত্রম্—ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ—'তু'—ঐশঙ্কা করিও না; মধ্বাদি উপাসনায়ও 'ভাবং' দেবতাদিগের অধিকার আছে ইহা 'বাদরায়ণঃ'—ভগবান্ বেদব্যাস স্বীকার করেন, 'হি' —যেহেতু, 'অস্তি'—আছে, কি আছে? আদিত্য, বসু প্রভৃতি দেবগণেরও কার্য্যাবস্থ ব্রহ্মোপাসনা অর্থাৎ আদিত্যাদি-মূর্ত্তিক ব্রহ্ম উপাসনা করিবার পরও আদিত্যাদি স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া কারণাবস্থ অর্থাৎ শুদ্ধ চিন্মূর্ত্তিক ব্রহ্মকে

লাভ করিবার ইচ্ছা অবগত হওয়া যাইতেছে, এইজন্য উভয়াবস্থ ব্রহ্মোপাসনাই ইহাতে প্রতীত ॥ ৩৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। তাস্বপি মধ্বাদিষূপাসনাসু ভাবং দেবাধিকারস্য ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। হি যস্মাদাদিত্যবস্বাদীনামপি সতাং স্বাবস্থব্রহ্মোপাসনয়া স্বভাবাপ্তিপূর্ব্বক-ব্রহ্মলিপ্সাসম্ভবোঽস্তি। কার্য্যকারণোভয়াবস্থব্রহ্মোপাসনস্যাত্রাবগমাৎ। ইদানীমাদিত্যবস্বাদয়ঃ সন্তঃ স্বাবস্থব্রহ্মোপাসীনাঃ কল্পান্তরেঽপ্যাদিত্যাদয়ো ভূত্বা আদিত্যাদ্যন্তর্য্যামি কারণভূতং ব্রহ্মোপাস্য মুক্তাঃ সন্তস্তদ্গমিষ্যন্তীতি ভাবঃ। ন চাদিত্যাদিশব্দানাং ব্রহ্মপর্য্যন্তত্বে মানাভাবঃ। "য এতমেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ" ইত্যুপসংহারস্য মানত্বাৎ। ন চ বিদ্যাফলস্য বসুত্বাদিপ্রাপ্তেঃ সিদ্ধত্বাদর্থিত্বাসম্ভবঃ। লোকে পুত্রিণামেব সতাং জন্মান্তরে পুত্রলিপ্সাদর্শনাৎ। এবঞ্চ ব্রহ্মণ এবোপাস্যত্বাত্তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্যপি সূপপন্নম্। "প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয়েতি স এতদগ্নিহোত্রং মিথুনমপশ্যৎ। তদুদিতে সূর্য্যেঽজুহোৎ" ইতি। "দেবা বৈ সত্রমাসত" ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরসিদ্ধঃ কর্ম্মাধিকারশ্চ তেষাং ন বিরুদ্ধ্যতে। লোকসংগ্রহার্থয়া ভগবদাজ্ঞয়া তৎকরণাৎ। ননু মধুবিদ্যাদিশালিনামনেককল্পপর্য্যন্তং বিলম্বং সহিষ্ণূনাং কথং মুমুক্ষুত্বং ব্রহ্মলোকান্তসুখবৈতৃষ্ণ্যে তত্ত্বাৎ, সত্যম্। তদ্বোধকশাস্ত্রাদদৃষ্টবৈচিত্র্যস্য নিয়ামকত্বাচ্চ তাদৃশাঃ কেচিদধিকারিণঃ সম্ভবন্তীতি স্বীকার্য্যম্। ইদমধিকরণং পূর্ব্বার্থে কৈমুত্যদ্যোতনায় ॥৩৩॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দ পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা নিরাসের জন্য। সেই সকল মধু প্রভৃতির উপাসনায় দেবতাদিগের অধিকার আছে, ইহা ভগবান্ বেদব্যাসও মানেন। কারণ কি? উত্তর—'হি'—যেহেতু আদিত্য, বসু প্রভৃতি অবস্থায় উপনীত হইলেও স্বকীয় অবস্থাস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা অর্থাৎ আদিত্যাদি মূর্ত্তিতে অবস্থিত ব্রহ্মকে উপাসনার ফলে পুনরায় আদিত্যাদি

স্বরূপ প্রাপ্তির পর তাঁহাদের আমরা শুদ্ধ চিৎস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইব—এইরূপ ইচ্ছার সম্ভাবনা হয়। কার্য্য ব্রহ্ম ও কারণ ব্রহ্ম উভয় ব্রহ্মের উপাসনাই ইহাতে অবগত হওয়া যাইতেছে। ভাবার্থ এই—এক্ষণে আদিত্য বসু প্রভৃতি হইয়া আদিত্য বসু প্রভৃতি রূপী ব্রহ্মের উপাসনার ফলে কল্পান্তরে আদিত্যাদি বিগ্রহী হইয়া আদিত্যাদির অন্তর্য্যামী কারণ-স্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনার ফলে মুক্ত হইয়া সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবে। আপত্তি হইতেছে, পূর্ব্বোক্ত 'আদিত্যো দেবমধু' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে আদিত্যাদি-শব্দের ব্রহ্মে তাৎপর্য্য, ইহার কোনই প্রমাণ নাই, ইহা বলিতে পার না; যেহেতু ঐ শ্রুতির উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, 'এতমেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদেতি' যিনি এই উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে জানেন, এইরূপে উহাকে ব্রহ্মই বলা হইয়াছে। যদি বল, ঐ উপাসনার ফল বসুত্ব প্রভৃতি লাভ, সেই বসুত্ব প্রভৃতি যাহাদের লাভ হইয়াছে, তাহাদের তো আর কামনাই থাকিতে পারে না, এ-কথাও বলিতে পার না। লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়, লোকে ইহ জন্মে বহু পুত্র থাকিলেও জন্মান্তরে পুত্রলাভের ইচ্ছা করে। এইরূপ ব্রহ্ম (পরমেশ্বর)ই যখন উপাস্য, তখন দেবগণ সেই জ্যোতির জ্যোতিকে পাইবার জন্য ইচ্ছা করিবেন ইহা সুসঙ্গতই এবং তাঁহাদের কর্ম্মাধিকারও অন্য শ্রুতিতে প্রতিপাদিত আছে। যথা—'প্রজাপতিরকাময়ত…দেবা বৈ সত্রমাসত' ইত্যাদি—প্রজাপতি কামনা করিলেন আমি পুত্রাদিরূপে জন্মলাভ করিব, তিনি এই অগ্নিহোত্ররূপ স্ত্রী-পুরুষ দর্শন করিলেন, সূর্য্য উদিত হইলে তাহাতে তিনি আহুতি দিলেন। অন্য শ্রুতিতেও আছে—দেবতারা সত্রে প্রবিষ্ট হইলেন; অতএব শ্রুতিসিদ্ধ দেবতাদিগের কর্ম্মাধিকার বিরুদ্ধ হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন দেবতাদিগের কর্ম্মপ্রবৃত্তি-দর্শনে মনুষ্যগণও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে এই বোধে ভগবান্ দেবতাগণকে কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, ভগবানের আজ্ঞায় তাঁহারা কর্ম্ম করেন। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে, যাঁহারা মধুবিদ্যার উপাসক, তাঁহাদের অনেক যুগ পর্য্যন্ত বিলম্ব সহ্য করিতে হয়; যেহেতু যখন সেই ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সুখে বৈরাগ্য আসিবে, তখন তাঁহাদের মুক্তি-কামনা সম্ভব, অতএব সদ্যঃমুমুক্ষুত্ব কিরূপে সম্ভব? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'সত্যমিত্যাদি', হাঁ সে-কথা ঠিক, কিন্তু শাস্ত্র যখন মুমুক্ষুতার কথা

বুঝাইতেছে এবং বিচিত্র অদৃষ্টবশে সেই মধুবিদ্যার কোন কোন উপাসক সদ্যঃমুমুক্ষুও হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। এই মধুবিদ্যাধিকরণটি পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে কৈমুতিক-ন্যায়-প্রকাশের জন্য অর্থাৎ দেবতারাও যখন এই উপাসনায় সূর্য্যাদিভাব প্রাপ্তির পর ব্রহ্মোপাসনায় ব্রতী হইয়া থাকেন, তখন মনুষ্যের ইহা যে কর্ত্তব্য, ইহাতে আর কি বক্তব্য? ॥ ৩৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ভাবস্থিতি। স্বাবস্থেতি। আদিত্যাদিমূর্ত্তিকং ব্রহ্মোপাস্য পুনরপ্যাদিত্যং প্রাপ্য তদনন্তরং শুদ্ধং চিন্মূর্ত্তিকং ব্রহ্ম প্রাপ্স্যাম ইত্যভিলাষঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। কারণমিতি চিদ্বিগ্রহমিত্যর্থঃ। মধুবিদ্যায়া ব্রহ্মোপাসনত্বমুক্তং তত্রাশঙ্কতে ন চাদিত্যাদিশব্দানামিতি। তথা চ দেবানাং ব্রহ্মৈকভক্তত্বমক্ষতমিতি। ন চ বিদ্যাফলস্যেতি। ইদানীং যো রাজাস্তি স জন্মান্তরে রাজা বুভূষতীতিবদিতি বোধ্যম্। এবঞ্চেতি। মধ্বাদিষূপাসনাস্বপি ব্রহ্মৈবোপাস্যমতস্তদ্দেবা জ্যোতিষামিত্যাদিশ্রুতের্নাসঙ্গতিরিত্যর্থঃ। কিঞ্চ লোকসংগ্রহার্থমীশ্বরাজ্ঞয়া দেবাঃ কর্ম্মাণ্যস্য কুর্ব্বন্তি কিমুত সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মস্বরূপং ধ্যায়ন্তি ন বেতি শঙ্কিতব্যমিত্যভিপ্রায়েণাহ প্রজাপতিরিত্যাদি। পুষ্করাদৌ ব্রহ্মাদিভির্যজ্ঞাঃ কৃতা ইতি পুরাণেতিহাসয়োরতিপ্রসিদ্ধং যজ্ঞস্থলানি চ প্রত্যক্ষাণীতি। কেচিদিতি। সনিষ্ঠাবিশেষা এতে বোধ্যাঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকানুবাদ—'ভাবন্তু বাদরায়ণঃ' ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যান্তর্গত স্বাবস্থ ব্রহ্মোপাসনা ইত্যাদি—আদিত্যাদি-রূপী কার্য্যব্রহ্মের উপাসনা-ফলে পুনরায় আদিত্যাদি-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তাহার পর নিরুপাধিক চিৎস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইব, এই ইচ্ছা হইতে পারে, ইহাই উক্ত প্রবন্ধের তাৎপর্য্য। কারণভূতম্—অর্থাৎ চিৎস্বরূপ। এই অধিকরণে মধুবিদ্যাকে ব্রহ্মোপাসনা বলা হইয়াছে, তাহাতে আশঙ্কা করিতেছেন—'ন চাদিত্যাদিশব্দানাম্' ইত্যাদি গ্রন্থে। ইহার সমাধান এই—দেবতাদিগের ব্রহ্মমাত্রের উপাসকত্ব স্থিরই। 'ন চ বিদ্যাফলস্যেতি' পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কায় যে বসুত্বাদি-প্রাপ্ত উপাসকদিগের কামনা থাকিতে পারে না—এইকথা বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে; কেননা ইহজন্মে যে রাজা হইয়াছে, সে জন্মান্তরে রাজা হইতে ইচ্ছা করে, ইহার মত বসু হইয়াও পরে বসু হইবার ইচ্ছা হইতেই পারে,

ইহা বোদ্ধব্য। 'এবঞ্চ ব্রহ্মণ এবেত্যাদি' মধু প্রভৃতি উপাসনাগুলিতেও ব্রহ্মই উপাস্য, অতএব 'তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' ইত্যাদি শ্রুতির কোন অসঙ্গতি নাই। আর এক কথা—লোকসংগ্রহের জন্য ঈশ্বরের আদেশে দেবতারা তাঁহার কর্ম্ম পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন, সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ধ্যান করেন কিনা এই শঙ্কা যে হইতেই পারে না, ইহা আর কি বলিব, এই অভিপ্রায়ে দেবতাদের কর্ম্মাচরণ বলিতেছেন—'প্রজাপতিরকাময়ত" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা। পুষ্করাদিতীর্থে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন ইহা পুরাণ ও ইতিহাসে অতিপ্রসিদ্ধ আছে এবং সেই সেই যজ্ঞস্থলগুলি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। 'কেচিদিত্যাদি'—কেহ কেহ মধুবিদ্যার অধিকারী অর্থাৎ যাঁহারা নিষ্ঠাবিশেষ সহকারে উপাসক তাঁহারা ॥ ৩৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্ব দুইটি সূত্রে পূর্ব্বপক্ষীর মত বর্ণন করিয়া সেই মতের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ব্রহ্মোপাসনায় যেমন মনুষ্যের ন্যায় দেবতাদিগেরও অধিকার আছে, সেইরূপ মধ্বাদি-উপাসনায়ও অধিকার আছে।

আদিত্যাদি কার্য্যাবস্থ ও তদন্তর্য্যামী কারণাবস্থ এতদুভয়বিধ ব্রহ্মের উপাসনার কথাই পাওয়া যাইতেছে।

দেবতাদিগের কর্ম্মাধিকারও বিরুদ্ধ নহে। কারণ লোক-সংগ্রহের জন্য ভগবানের আজ্ঞাতেই তাঁহারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

যদি কেহ বলেন যে, অনেক কল্প পর্য্যন্ত বিলম্ব-সহিষ্ণু মধুবিদ্যার উপাসকগণের মুমুক্ষুত্ব কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? তাহা বলা যায় না। কারণ ব্রহ্মলোকান্ত সুখ-বিতৃষ্ণা হইতেই তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে যখন মুমুক্ষুতার কথা বুঝাইতেছে তখন অদৃষ্ট-বৈচিত্র্যের নিয়ামকত্বহেতু তাদৃশ অধিকারী মুমুক্ষুও হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। এই মধুবিদ্যার অধিকরণটি পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে কৈমুতিক ন্যায়ে বুঝাইতেছে। বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবমহেশ্বরম্।
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো ॥

যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বত্বাং গতয়োঽন্ততঃ॥"
(ভাঃ ১০।৪০।৯-১০)

"যস্মিন্ হরির্ভগবানিজ্যমান ইজ্যাত্মমূর্ত্তির্যজতাং শং তনোতি।
কামানমোঘান্ স্থিরজঙ্গমানামন্তর্বহির্বায়ুরিবৈষ আত্মা॥" (ভাঃ ১।১৭।৩৪)

যদি প্রশ্ন হয়,—যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবতাই পূজিত হন, কেবলমাত্র ভগবান্ নহেন; তদুত্তরে বলিতেছেন—"ইজ্যগণের অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবগণের আত্মমূর্ত্তি অর্থাৎ অন্তর্য্যামিরূপ; তাঁহারা যাঁহার আত্মমূর্ত্তি।"—শ্রীল বিশ্বনাথ।
এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগীতার 'যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা' শ্লোকও আলোচ্য॥৩৩॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—মনুষ্যাণাং দেবাদীনাঞ্চ সামর্থ্যাদিযোগাদ্ব্রহ্মোপাসনায়ামধিকারঃ প্রোক্তঃ। সা চ বেদান্তপাঠাদৃতে ন সম্ভবতি "ঔপনিষদঃ পুরুষ" ইত্যাদি শ্রুতেরিতি স্থিতম্। তৎপ্রসঙ্গাদিদমারভ্যতে—

ছান্দোগ্যে—"জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণ" ইত্যাদি আখ্যায়িকা শ্রূয়তে। তত্র হংসোক্তিশ্রবণানন্তরং সযুগ্বানো রৈক্কস্য সন্নিধিগতেন জানশ্রুতিনা গোনিষ্করথান্ দর্শয়িত্বা দেবতাং পৃষ্টো রৈক্ক আহ "অহহ হারে ত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্তু" ইতি তং শূদ্রশব্দেন সংবোধ্য পুনরপ্যাহৃতগোনিষ্করথকন্যোপহারং "তমাজহারেমাঃ শূদ্রানেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথাঃ" ইত্যুক্ত্বা সংবর্গবিদ্যামুপদিষ্টবানিতি বর্ণ্যতে।

ইহ ভবতি সংশয়ঃ। বেদবিদ্যায়াং শূদ্রোঽধিক্রিয়তে ন বেতি। তত্র মনুষ্যাধিকারোক্তিরবিশেষাৎ সামর্থ্যাদিসত্বাৎ শূদ্রেতি শ্রৌতলিঙ্গাৎ পুরাণাদিষু বিদুরাদীনাং ব্রহ্মবিত্ত্বদর্শনাচ্চ সোঽধিক্রিয়ত ইতি প্রাপ্তৌ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বাধিকরণে মনুষ্যগণের ও দেবতাদিগের সামর্থ্য প্রভৃতি থাকায় ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার বর্ণিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মোপাসনা বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন-ব্যতিরেকে সম্ভব নহে, কেন না শ্রুতি

বলিয়াছেন—'সেই উপাস্যপুরুষ একমাত্র উপনিষদ্বোধ্য'—এই সিদ্ধান্ত আছে। সেই প্রসঙ্গে এই অধিকরণটি প্রবৃত্ত হইতেছে—ছান্দোগ্যোপনিষদে 'জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ' ইত্যাদিরূপে একটি আখ্যায়িকা শ্রুত হয়—

যথা—জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ইত্যাদি। তথায় হংসোক্তি শ্রবণের পর রথারূঢ় রৈক্কের সমীপে জানশ্রুতি আসিয়া গো, হিরণ্য, রথ দেখাইয়া দেবতা-বিষয়ক প্রশ্ন করিলে রৈক্ক বলিলেন, অরে রে শূদ্র! তোমার গরু তোমার কাছেই থাকুক। এই বলিয়া শূদ্র-শব্দে তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনরায় আনীত, গো, হিরণ্য, রথ ও কন্যা উপহার তাহাকে দিলেন, তিনি বলিলেন,—ওহে শূদ্র! তুমি যে এইসব গো হিরণ্যাদি উপহার আনিয়াছ, তবে কি এই কন্যোপহাররূপ মুখ দিয়া আমাকে ভুলাইবে? এই বলিয়া তাঁহাকে সংবর্গ বিদ্যার উপদেশ করিলেন। এই আখ্যায়িকাতে রৈক্ক রাজাকে শূদ্র বলিয়া সংবোধন করিয়াছেন।

এক্ষণে ইহাতে সংশয় হইতেছে, বেদবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার আছে কিনা? পূর্ব্বপক্ষী বলেন বেদবিদ্যায় মনুষ্যমাত্রের নির্ব্বিশেষে অধিকার এবং সামর্থ্য প্রভৃতি থাকায় ও শ্রুতিতে শূদ্র বলিয়া সংবোধন শ্রুত হওয়ায়, তদ্ভিন্ন পুরাণাদি-শাস্ত্রে বিদুরাদি শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞতার বর্ণন থাকায় শূদ্রকেও বেদবিদ্যায় অধিকারী বলিব, এই পূর্ব্বপক্ষীর উক্তিতে সূত্রকার বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্র দেবশব্দশ্রুত্যা মনুষ্যাধিকারনিয়মাপবাদেন দেবানামধিকারো যথোক্তস্তথেহ মুমুক্ষৌ জানশ্রুতৌ শূদ্রেতি শ্রৌতলিঙ্গতো দ্বিজাধিকারনিয়মাপবাদেন বেদে শূদ্রস্য চাধিকারোঽস্তিতি-দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ মনুষ্যাণামিত্যাদি। সিদ্ধান্তে শূদ্রশব্দস্য ক্ষত্রিয়ে সমন্বয়াদধ্যায়ান্তর্ভাবোঽস্য যুক্তঃ। চাতুর্বর্ণ্যস্য ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারসাম্যং পূর্ব্বপক্ষে ফলম্। সিদ্ধান্তে তু তত্তারতম্যং তদিতি বোধ্যম্।

ছান্দোগ্যাখ্যায়িকায়ামেব নিষ্কর্ষঃ। জানশ্রুতির্নৃপঃ প্রিয়াতিথির্বহুপ্রদো বহুসদ্গুণো বভূব। তস্য গুণৈঃ পরিতুষ্টা দেবর্ষয়ো ধৃতহংসবপুষো-গ্রীষ্মে প্রাসাদপৃষ্ঠে শয়ানস্য তস্যোপরি মালামাবধ্যাজগ্মুঃ। তেষামগ্রগং হংসং পশ্চাদাগচ্ছন্নেকো হংসঃ সংবোধ্য সাশ্চর্য্যমাহ—ভো ভো ভল্লাক্ষ অস্য জানশ্রুতের্দ্যুলোকব্যাপি তেজো ন পশ্যসি তত্তেজস্ত্বাংধক্ষ্যতি অতস্তং

বিলঙ্ঘ্য ন গচ্ছেতি ভল্লাক্ষেত্যুপহাসোক্তির্ভদ্রাক্ষেত্যর্থঃ। ইদং শ্রুত্বা স প্রাহ। কমু বর এনমেতৎ সন্তং সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থেতি। অস্যার্থঃ। কমুপদং আক্ষেপার্থকং কথমিত্যর্থঃ। বরো বরাকো জানশ্রুতিঃ। রৈক্কো নাম কশ্চিত্তত্ত্ববিদ্বরেণ্যো ব্রহ্মচারী। যোজয়তি দেশান্তরং গময়তি সযুগ্বানং সারূঢ়মিতি যুগ্বা শকটঃ তেন সহ স্থিতমিত্যর্থঃ। তথা চৈনং বরাকং প্রাণিমাত্রং জানশ্রুতিং সযুগ্বানং ভগবন্তং ব্রহ্মতেজসং রৈক্কামিবাত্থ ব্রবীষীত্যর্থঃ। অজ্ঞতয়া নিজনিন্দাং শ্রুত্বোত্তপ্তো বিজ্ঞং রৈক্কমাসাদ্যায়ং কৃতার্থো ভবত্বিতি দয়ালূনাং হংসানাং ভাবঃ। অথ স নৃপো হংসবাক্যাৎ স্বস্যাপকর্ষং রৈক্কস্যোৎকর্ষং চ শ্রুত্বা প্রতপ্তহৃৎ রাত্রিং কথঞ্চিদ্ব্যতীয়ায়। ততো রাত্র্যন্তসূচকং বন্দিস্তুতিমঙ্গলতূর্য্যনির্ঘোষমাকর্ণ্য পর্য্যঙ্কস্থ এব ত্বরয়া ক্ষত্তারমাহূয়াদিদেশ বিবিক্তেষু গিরিগুহাদিষু রৈক্কাভিধং সযুগ্বানমন্বিষ্য সম্যগাখ্যাহীতি। স ক্ষত্তা তথৈবান্বিষ্যন্ কচিদতিবিবিক্তে শকটাধস্তান্নিবিষ্টং পামানং কণ্ডূয়ন্তং বীক্ষ্য সোঽয়মিতি নিশ্চিত্য প্রাবীণ্যাদ্রৈক্কস্য গার্হস্থ্যেচ্ছাং জ্ঞাত্বা সত্বরমাগত্য তং বিজ্ঞাপয়ামাস। নৃপশ্চ তমুপশ্রুত্য গোনিষ্করথান্ গৃহীত্বা রৈক্কমাসাদ্য দেবতাং পপ্রচ্ছ রৈক্কস্তং প্রাহ অহহেতি। অহহেতিনিপাতঃ সকোপাহ্বানমাহ। হারেণ যুক্তো হারেত্বা মুক্তাদামলগ্নঃ প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। সরথস্তবৈব গোভিঃ সহাস্তু তিষ্ঠতু। নৈতাবতা মদিচ্ছাসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। এবং তদিচ্ছামবগম্য সমানীতগোনিষ্করথকন্যোপহারং নৃপং রৈক্কঃ প্রাহ আজহারেত্যাদি। হে শূদ্র ইমা গোনিষ্করথকন্যাস্ত্বমাজহারানীতবানসি কিন্ত্বনেনৈব কন্যোপহাররূপেণ মুখেন দ্বারা মামালপয়িষ্যথা ভাণয়িষ্যসীত্যর্থঃ। বিদ্যাগ্রহণস্য কন্যৈবৈকা দক্ষিণেতি নিষ্কর্ষঃ।

ইহেতি। অধিক্রিয়তে অধিকারী বিধীয়ত ইত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে 'দেবা বৈ সত্রমাসত' ইত্যাদি শ্রুতিতে যেমন দেব-শব্দের উল্লেখ থাকায় সাধারণ মনুষ্যের অধিকারে নিয়মিত কর্ম্ম বাধা দিয়া দেবতাদেরও সত্রে অধিকার পাওয়া যাইতেছে, সেইরূপ এখানে মুক্তিকামী জানশ্রুতিকে শূদ্র সম্বোধন শ্রুতি-কথিত হওয়ায়, তাহার দ্বারা বেদ ভিন্ন অন্য দ্বিজাধিকারে শূদ্রের নিয়মাধিকার নিষেধ থাকিলেও বেদে অধিকার হউক। এই দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি ধরিয়া বলিতেছেন—'মনুষ্যাণাং দেবাদীনাঞ্চ' ইত্যাদিভাষ্য। সিদ্ধান্তবাদী

বলিতেছেন,—ঐ শূদ্রশব্দের অর্থ ক্ষত্রিয়ে তাৎপর্য্য থাকায় এই আখ্যায়িকার মধ্যে তাহার সন্নিবেশ যুক্তিযুক্ত, আর পূর্ব্বপক্ষীর সিদ্ধান্ত—চারিবর্ণেরই ব্রহ্মবিদ্যায় তুল্যাধিকার। সিদ্ধান্তীর মতে তাহাদের মধ্যে তারতম্য আছে, ইহাই জ্ঞাতব্য।

ছান্দোগ্যোক্ত আখ্যায়িকার সঙ্‌ক্ষিপ্ত বিষয়টি এই—জানশ্রুতি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি আতিথ্যপ্রিয়, বহুদাতা ও বহুসদ্‌গুণসম্পন্ন। তাঁহার গুণরাশিতে সন্তুষ্ট হইয়া দেবর্ষিগণ হংসের মূর্ত্তি ধারণ করতঃ গ্রীষ্মকালে রাজপ্রাসাদের উপরিতলে শয়িত সেই রাজার উপর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে আগমন করেন। সেই হংসশ্রেণীর পশ্চাদবস্থিত একটি হংস অগ্রগামী হংসকে সংবোধন করিয়া আশ্চর্য্য সহকারে বলেন, ওহে ভল্লাক্ষ! এই জানশ্রুতি রাজার স্বর্গলোক পর্য্যন্ত বিস্তারী তেজ দেখিতেছ না, সেই তেজ তোমাকে দগ্ধ করিবে, অতএব উহাকে লঙ্ঘন করিয়া যাইও না। 'ভল্লাক্ষ' সংবোধনটি ভদ্রাক্ষের উপহাসার্থ। এই কথা শুনিয়া সেই অগ্রগামী হংস বলিল,—'সযুগ্বানম্' ইহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ—এই যে তুমি কিরূপে এই সামান্য (বেচারী) অজ্ঞ জানশ্রুতিকে শকটারোহী ব্রহ্মবিদ্ ভগবান্ রৈক্কের মত বলিতেছ? জানশ্রুতি অজ্ঞত্বনিবন্ধন এই নিজ নিন্দা শুনিয়া উত্তপ্ত হইয়া ব্রহ্মবিদ্ রৈক্ককে আশ্রয় করতঃ কৃতার্থ হইবে, ইহাই দয়ালু হংসগণের অভিপ্রায় ছিল। অতঃপর সেই রাজা হংসবাক্য শুনিয়া, নিজের অপকর্ষ (ন্যূনতা) ও রৈক্কের উৎকর্ষ শুনিয়া প্রতপ্ত হৃদয়ে কোনপ্রকারে রাত্রি যাপন করিলেন। তৎপরে বন্দীদের স্তুতিপাঠ, মঙ্গল-তূর্য্যধ্বনি শুনিয়া বুঝিলেন যে, রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। তখন শয়ন-পর্য্যঙ্কে বসিয়াই সত্বর সারথিকে আহ্বান পূর্ব্বক আদেশ করিলেন, ওহে ক্ষত্তঃ! গিরিগুহাদি কোন নির্জন প্রদেশে রৈক্কনামক শকটী আছেন, অন্বেষণ করিয়া আমাকে যথাযথভাবে জানাও। ক্ষত্তা সেইরূপে অন্বেষণ করিয়া দেখিল—অতি নিভৃত স্থানে একটি শকটের তলে একজন বসিয়া পামরোগ (চুলকানি) কণ্ডূয়ন করিতেছে। ইহা দেখিয়া সে নিশ্চয় করিল—'ইনিই সেই'। পরে নিজের অভিজ্ঞতানুসারে বুঝিল—'ইঁহার গৃহী হইবার ইচ্ছা আছে' ইহার পরই সত্বর রাজার নিকট আসিয়া জানাইল। রাজাও তাহার কথা শুনিয়া গাভী, বলদ, স্বর্ণ, রথাদি লইয়া রৈক্কের নিকট অভিগমন পূর্ব্বক

দেবতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রৈক্ব জানশ্রুতিকে ক্রোধ সহকারে বলিলেন, অরে রে! শূদ্র! তুই মুক্তামাল্য ভূষিত রথ লইয়া আসিয়াছিস্, গোমিথুনের সহিত এই রথ তোরই থাকুক। এই সামান্য সামগ্রী দ্বারা আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না। এইরূপ রৈক্বের অভিপ্রায় বুঝিয়া রাজা তাঁহাকে গো, রত্নহার, রথ ও একটি সুন্দরী কন্যা উপহার দিলেন। রৈক্ব প্রত্যুত্তর করিল, ওরে শূদ্র! তুই এই সকল গো প্রভৃতি আমার কাছে আনিয়াছিস্, কিন্তু একমাত্র এই কন্যা-দক্ষিণাদ্বারাই তুই আমাকে সংবর্গ-ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করাইবি।

'ইহেতি' এইভাষ্যে 'অধিক্রিয়তে' ইহার অর্থ অধিকারী হইতেছে—

শুগস্যেত্যধিকরণম্

সূত্রম্—শুগস্য তদনাদরশ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি॥৩৪॥

সূত্রার্থ—পূর্ব্বে শব্দ ইতিচেন্ন ইহা হইতে নিষেধার্থক 'ন' শব্দের এই সূত্রেও অনুবৃত্তি। ইহার অর্থ না, শূদ্রের অধিকার নাই, কেন? 'তদনাদরশ্রবণাৎ'—পূর্ব্বোক্ত হংসদিগের রাজা জানশ্রুতির প্রতি অনাদর শ্রবণহেতু এবং 'তদাদ্রবণাৎ'—তখনই রৈক্বমুনির নিকট রাজার সত্বর গমন-হেতু, 'শুক্'—শোক, 'অস্য'—এই রাজার হইয়াছে বুঝাইতেছে অর্থাৎ শোকহেতু-দ্রবণ হেতুএই ক্ষত্রিয়কেও শূদ্র সংবোধন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ রাজা শূদ্র নহেন এবং তদ্দ্বারা শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকারও প্রতিপাদিত হইতেছে না॥ ৩৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নেত্যনুবর্ত্ততে। তস্যাং শূদ্রো নাধিক্রিয়তে। কুতঃ? হি যস্মাদস্য পৌত্রায়ণস্য জানশ্রুতেরব্রহ্মজ্ঞস্য "কমু বর এনমেতৎ সন্তং সযুগ্বানমিব রৈক্বমাত্থ" ইতি হংসোক্তানাদরবাক্য-শ্রবণাত্তদা ব্রহ্মজ্ঞং রৈক্বং প্রত্যাদ্রবণাৎ শুক্ সংজাতেতি সূচ্যতে অস্যামাখ্যায়িকায়াং তথা চ শোকযোগাদেবাশূদ্রেঽপি তস্মিন্ শূদ্রেতি সংবোধনং স্বসার্ব্বজ্ঞ্যবিজ্ঞাপনায়ৈব ন তু চতুর্থবর্ণত্বাদিতি॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্ব সূত্র হইতে 'ন' শব্দবোধ্য নিষেধার্থক 'ন' কথাটি এই সূত্রে অনুবৃত্ত হইতেছে। ইহার অর্থ—পূর্ব্বপক্ষীয় যুক্তিদ্বারা বেদবিদ্যায় শূদ্র অধিকারী বিহিত হইতেছে না। কারণ কি? উত্তর—যেহেতু পুত্রায়ণের গোত্রসম্ভূত জনশ্রুতের পুত্র অব্রহ্মবিদের প্রতি 'ওহে শ্রেষ্ঠ হংস! কি কারণে তুমি এই অব্রহ্ম ব্যক্তিকে শকটী রৈক্বের মত বলিতেছ'—এই হংসের অবজ্ঞাপূর্ণ বাক্য শ্রুত হওয়ায় এবং তখনই ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্বের নিকট গমন করায়, সূচিত হইতেছে যে, ইহার শুক্ অর্থাৎ খুব দুঃখ হইয়াছে। এই আখ্যায়িকাতে শূদ্র না হইলেও যে জানশ্রুতি রাজাকে শূদ্র সংবোধন করা হইয়াছে, তাহা শোকযোগহেতু অর্থাৎ যাহারা শোকে কাতর হয়, তাহাদিগকে শূদ্র-নামে অভিহিত করা হয়। ইহাও রৈক্বের নিজ সর্ব্বজ্ঞতা বিজ্ঞাপনের জন্য অর্থাৎ তিনি যে নিজ প্রভাবে রাজার শোক ও তাহার কারণ জানিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিবার জন্য, নতুবা ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের মধ্যে শেষবর্ণ শূদ্রত্ব-বোধনের জন্য নহে॥ ৩৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—শুগস্যেতি। পৌত্রায়ণস্য পুত্রায়ণগোত্রস্য। জানশ্রুতের্জন-শ্রুতাপত্যস্য। শুগিতি। শুচা শোকেন দ্রবতি রৈক্বং প্রতি গচ্ছতীতি ব্যুৎপত্তেঃ। তথা চ যৌগিকোঽয়ং শূদ্রশব্দঃ ক্ষত্রিয়েঽপি প্রযুক্তঃ স্বপ্রভাব-পরিচয়ায়েত্যর্থঃ॥ ৩৪ ॥

টীকানুবাদ—'শুগস্য' ইত্যাদি সূত্রভাষ্যান্তর্গত 'পৌত্রায়ণস্য'—ইহার অর্থ পুত্রায়ণ-গোত্রসম্ভূত সন্তান, 'জানশ্রুতেঃ'—জনশ্রুতের পুত্রের। অতঃপর শূদ্র-শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ দেখাইতেছেন—'শুচা' অর্থাৎ শোকহেতু (নিজ অপকর্ষ শ্রবণে দুঃখ হেতু) 'দ্রবতি'—রৈক্বের নিকট যাইতেছে এইরূপে-পৃষোদরাদিত্ব-নিবন্ধন সিদ্ধ। তাহা হইলে 'শূদ্র' শব্দটি যৌগিক, শু—শোকে দ্রবতি এইরূপ, ইহা ক্ষত্রিয়ের উপরও প্রযুক্ত হইয়াছে, এই 'শূদ্র' শব্দের প্রয়োগ রৈক্বের নিজ প্রভাব প্রদর্শনার্থ॥ ৩৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—মনুষ্য ও দেবতাদিগের সামর্থ্যাদিযোগে ব্রহ্মের উপাসনায় অধিকার আছে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ঐ উপাসনা আবার বেদান্তপাঠ ব্যতীত সম্ভব নহে; কারণ শ্রুতিতে পাওয়া যায়, উপনিষদ্‌বেদ্য পুরুষকে জানিতে হইবে। এই প্রসঙ্গেই পরবর্ত্তী অধিকরণ আরম্ভ হইতেছে।

ছান্দোগ্যের চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথম খণ্ডে পাওয়া যায়,—'ওঁ জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী……ক্ষত্তারমুবাচাঙ্গারে হ সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থেতি যো নু কথং সযুগ্বা রৈক্ক ইতি॥" (ছাঃ ৪।১।১-৫) এই আখ্যায়িকা টীকায় বিস্তারিতভাবে দ্রষ্টব্য। এই আখ্যায়িকার-অবলম্বনে সংশয় এই যে, বেদবিদ্যাতে শূদ্রের অধিকার আছে কি না? বেদ-বিদ্যাতে অবিশেষে মনুষ্যাধিকার নির্দ্দেশ এবং সামর্থ্যাদির কথা থাকায়, শ্রুতিতে শূদ্র উল্লেখে শ্রৌতলিঙ্গহেতু এবং পুরাণাদিতে বিদুরাদি শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞত্ব দর্শনহেতু শূদ্রেরও বেদবিদ্যায় অধিকার আছে, এই যদি বলা হয়, এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, না, শূদ্রের অধিকার নাই, কারণ পূর্ব্বোক্ত হংসদিগের রাজার প্রতি অনাদর শ্রবণহেতু এবং রাজার সত্বর রৈক্ক মুনির নিকট গমনহেতু, তাহার শোক প্রকাশ পাওয়ায় শূদ্র সংবোধনে শূদ্রের অনধিকার সূচিত হইতেছে।

বিস্তারিত আলোচনা টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্॥" (ভাঃ ১।৪।২৫)

শ্রীমন্মধ্বের ভাষ্যে স্কন্দপুরাণ বচন,—

"ভারতং ব্রাহ্মণাদীনাং বেদার্থপরিবৃত্তয়ে।
ত এব বেদাস্ত্বন্যেষাং ত্বেতদ্বৈ কস্যচিৎ সুখম্॥"

মাধ্বভাষ্যধৃত ব্যোমসংহিতা-বচন,—

"অন্ত্যজা অপি যে ভক্তা নামজ্ঞানাধিকারিণঃ।
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং তন্ত্রজ্ঞানেঽধিকারিতা॥"

ছান্দোগ্যের পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকায় একটি প্রধান লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রাজা রৈক্কের উৎকর্ষ শ্রবণে শোকসন্তপ্ত হওয়ায় রৈক্ক রাজাকে প্রথমে শূদ্র বলিয়াই সংবোধন করিয়াছিলেন। এ-স্থলে দেখা যায়, যাহারা শোকে কাতর হয়, তাহাদিগকে শূদ্র নামেই অভিহিত করা হয়।

শ্রীমহাভারতেও পাওয়া যায়,—

"শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ।"

(মঃ ভাঃ শান্তি পঃ ১৮৯।৮)

আবার পদ্মপুরাণেও পাই,—

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥"

"শুগস্য তদনাদরশ্রবণাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩৪) এই সূত্রে পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে মাধ্বভাষ্যেও পাওয়া যায়,—"নাসৌ পৌত্রায়ণঃ শূদ্রঃ শুচাদ্রবণমেব হি শূদ্রত্বম্।"

"রাজা পৌত্রায়ণঃ শোকাচ্ছূদ্রেতি মুনিনোদিতঃ।
প্রাণবিদ্যামেবাপ্যাস্মাৎ পরং ধর্ম্মমবাপ্তবান্॥" (পদ্মপুরাণ)

রাজা পৌত্রায়ণ ক্ষত্রিয় হইলেও শোকের বশবর্ত্তী হওয়ায় রৈক্কমুনি কর্ত্তৃক 'শূদ্র' বলিয়া কথিত হইয়াছিলেন; পরে তিনি এই মুনি হইতেই প্রাণ-বিদ্যা লাভ করিয়া পরমধর্ম্ম প্রাপ্ত হন॥ ৩৪॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং শূদ্রত্বলিঙ্গে নিরস্তে কোঽয়মিতি জিজ্ঞাসায়াং ক্ষত্রিয়ত্বমস্য বক্তুং সূত্রয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে শূদ্রত্বরূপ লিঙ্গ ধরিয়া যে ব্রহ্ম-বিদ্যায় শূদ্রেরও অধিকারের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা খণ্ডিত হইলে আবার প্রশ্ন হইতেছে, তবে ঐ জানশ্রুতি কোন্ জাতীয়! তাহার উত্তরে উহার ক্ষত্রিয়-জাতীয়ত্ব বলিবার জন্য সূত্র করিতেছেন—

সূত্রম্—ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ॥৩৫॥

সূত্রার্থ—'ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেঃ চ'—উপক্রমে বর্ণিত আখ্যায়িকা হইতে জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হওয়া গিয়াছে; এই কারণেও ঐ ব্যক্তি শূদ্র নহে, 'উত্তরত্র'—উপসংহার আখ্যায়িকায়ও, সংবর্গ-বিদ্যা-বাক্য-শেষে প্রযুক্ত চৈত্ররথ-শব্দ দ্বারা অর্থাৎ অভিপ্রতারি-সংজ্ঞক চৈত্ররথ-শব্দ প্রয়োগ দ্বারা

তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব বিজ্ঞাত হইতেছে—এই জ্ঞাপক হেতু হইতে উহার ক্ষত্রিয়ত্ব সাধিত হইতেছে ॥ ৩৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অস্য জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বমবগম্যতে শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ীত্যনেকদানাদিসমধিগতজনপদাধিপত্যাৎ ক্ষত্তারমুবাচেতি ক্ষত্তুঃ প্রেষণাৎ রৈক্কায় গোনিষ্করথকন্যাদিদানাচ্চ। ন হ্যেতানি ক্ষত্রিয়াদন্যস্য সংভবন্তি। রাজধর্ম্মত্বাদুপক্রমাখ্যায়িকায়াং ক্ষত্রিয়ত্বমবগতম্। অথোপসংহারাখ্যায়িকায়াং তদবগম্যত ইত্যাহ উত্তরত্রৈতৎ সংবর্গবিদ্যাবাক্যশেষে সংকীর্ত্তিতেন চৈত্ররথেনাভিপ্রতারিসংজ্ঞেন ক্ষত্রিয়ত্বং বিজ্ঞায়তে। বাক্যশেষস্তথাহাথ শৌনকং কাপেয়মভিপ্রতারিণং চ কাক্ষসেনিং পরিবিশ্যমানৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে ইত্যাদি। নন্বভিপ্রতারিণশ্চৈত্ররথত্বং ক্ষত্রিয়ত্বঞ্চ নাস্মিন্ প্রকরণে প্রতীত ইতি চেত্তত্রাহ লিঙ্গাদিতি। অথ শৌনকমিত্যাদিনা সাহচর্য্যাল্লিঙ্গাদভিপ্রতারিণঃ কাপেয়সম্বন্ধঃ প্রতীতঃ। অন্যত্র "চৈতেন চৈত্ররথং কাপেয়া অযাজয়ন্"ইতি কাপেয়-সংবন্ধিনশ্চৈত্ররথত্বং শ্রূয়তে। "তস্মাচ্চৈত্ররথির্নাম ক্ষত্রপতিরজায়ত" ইতি চৈত্ররথস্য ক্ষত্রিয়ত্বঞ্চেতি। তদেবং তস্য তত্তচ্চ সিদ্ধম্। তথা চ সংবর্গবিদ্যোপাসকৌ কাপেয়াভিপ্রতারিণৌ বা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ৌ নির্দ্দিষ্টাবতস্তস্যামেব বিদ্যায়াং গুরু-শিষ্যভাবেনান্বিতৌ রৈক্কজানশ্রুতী চ তথা স্যাতামিতি তস্য ক্ষত্রিয়ত্বম্ ততশ্চ বেদে শূদ্রো নাধিকারীত্যর্থো যুক্ত্যা সাধিতঃ ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হওয়া যাইতেছে—যেহেতু 'শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী' ইত্যাদি শ্রুতি-পদের অর্থ হইতে অনেক দান জ্ঞাত হওয়ায় তাহার বহু জনপদের (গ্রাম নগরের) আধিপত্য সূচিত হইতেছে এবং 'ক্ষত্তারমুবাচ' বাক্যে ক্ষত্তার প্রেরণা বুঝাইতেছে। তদ্ভিন্ন রৈক্কমুনিকে গোমিথুন, সুবর্ণালঙ্কার, রথ ও কন্যাদান শ্রুত হইতেছে। এই সব কারণে ঐ জানশ্রুতি যে বিশেষ ধনশালী, ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য জাতির অর্থাৎ শূদ্রের এই সকল সম্ভব নহে। রাজধর্ম্ম বশতঃ উপক্রম

আখ্যায়িকায় উহার ক্ষত্রিয়ত্ব বুঝাইল। আবার উপসংহারে বর্ণিত আখ্যায়িকায়ও তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হওয়া যাইতেছে, এই কথা সূত্রকার 'উত্তরত্র' পদের দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন, তাহার অর্থ উত্তরভাগে অর্থাৎ এই সংবর্গবিদ্যার শেষোক্ত বাক্যে বর্ণিত চৈত্ররথ-শব্দ, যাহা অভিপ্রতারি-সংজ্ঞক, তাহা দ্বারাও ক্ষত্রিয়ত্ব বিজ্ঞাত হইতেছে। বাক্যশেষে সেই কথা বলিতেছে "অথ শৌনকং কাপেয়ম্······ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে"। কপিগোত্রসম্ভূত পুরোহিত শুনকপুত্র ও কক্ষসেনের পুত্র কাক্ষসেনি অভিপ্রতারি ইঁহারা ভোজন করিতে বসিয়াছেন, পাচক তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিতেছে এই অবস্থায় কোনও এক ব্রহ্মচারী তাহাদের নিকট আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। আখ্যায়িকার এই অংশ হইতে বুঝাইল—ঐ দুইজনই উত্তমবর্ণ (একজন ব্রাহ্মণ, অপরটি ক্ষত্রিয়)। এক্ষণে প্রশ্ন এই—অভিপ্রতারীর চৈত্ররথত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব তো এই প্রকরণে প্রতীত হইতেছে না, এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন,—'লিঙ্গাৎ' অর্থাৎ 'অথ শৌনকমিত্যাদি' বাক্য দ্বারা সাহচর্য্যরূপ প্রমাণ হইতে অভিপ্রতারীর কাপেয়-পুরোহিত সম্পর্ক প্রতীত হইতেছে এবং অন্য বাক্যেও 'এতেন চৈত্ররথং কাপেয়া অযাজয়ন্'—কপিবংশীয় ব্রাহ্মণগণ যাগদ্বারা চৈত্ররথকে যাজন করাইয়াছিলেন—ইহাতে কাপেয় যজমানের চৈত্ররথত্ব শ্রুত হইতেছে। আবার 'তাহা হইতে চৈত্ররথি নামে ক্ষত্রিয়রাজ জন্মিয়াছিলেন' ইহাতে চৈত্ররথের ক্ষত্রিয়ত্বও প্রতিপাদিত হইতেছে। অতএব এইরূপে অভিপ্রতারী যে চৈত্ররথ ও ক্ষত্রিয়, তাহা প্রতিপন্ন হইল। তাহা হইলে সংবর্গবিদ্যার উপাসক কাপেয় ও অভিপ্রতারী অথবা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং সেই উপাসনায় গুরুশিষ্যভাবাপন্ন রৈক্ক ও জানশ্রুতি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে পারে। এইজন্য বলিয়াছি—জানশ্রুতি ক্ষত্রিয়, শূদ্র নহে। এই প্রকারে শূদ্র যে বেদে অধিকারী নহে, এই কথাটি যুক্তি দ্বারা সাধিত হইল ॥ ৩৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ননু মুখ্যশূদ্রঃ সোঽস্তু কিং জঘন্যেন যোগেনেত্যত আহ ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চেতি। অন্যস্য জাতিশূদ্রস্যেত্যর্থঃ। অথেতি। তদিতি ক্ষত্রিয়ত্বম্। অথ শৌনকমিতি। শুনকস্যাপত্যং শৌনকম্। কপিগোত্রং কাপেয়ং পুরোহিতম্। অভিপ্রতারিণং যজমানম্। কক্ষসেনস্যাপত্যং কাক্ষসেনিম্। তৌ ভোক্তুমুপবিষ্টৌ পাচকেন পরিবিশ্যমানৌ কশ্চিদ্ ব্রহ্মচারী

বিভিক্ষে যাচিতবানিত্যর্থঃ। এতেনেতি। এতেন দ্বিরাত্রেণ কর্ম্মণা চৈত্ররথমভিপ্রতারিণং কাপেয়া অযাজয়ন্নিত্যর্থঃ। তস্মাদিতি চৈত্ররথাৎ ক্ষত্রিয়াদিত্যর্থঃ। তস্যেত্যভিপ্রতারিণম্। তত্তচ্চেতি চৈত্ররথত্বং ক্ষত্রিয়ত্বং চেত্যর্থঃ। তথা স্যাতাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ৌ ভবেতাম্ ॥ ৩৫ ॥

টীকানুবাদ—প্রশ্ন এই—জানশ্রুতি মুখ্যার্থ-হিসাবে শূদ্র হউক, তাহা হইতে দুর্ব্বল যোগশক্তি দ্বারা তাহার শূদ্রত্ব অস্বীকৃত কেন হইবে? ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—'ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ'। আখ্যায়িকা দ্বারা তাহার যেহেতু ক্ষত্রিয়ত্ব বোধিত হইতেছে, 'ন হি এতানি ক্ষত্রিয়াদন্যস্য সম্ভবন্তি' ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য অর্থাৎ জাতি শূদ্রের এই সবগুলি সম্ভব নহে। অথোপসংহারাখ্যায়িকায়ামিত্যাদি—'তৎ' অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হওয়া যাইতেছে। 'বাক্যশেষস্তথাহ অথ শৌনকম্' ইত্যাদি 'শৌনকম্'—শুনকের পুত্র, 'কাপেয়ং' —কপিগোত্র পুরোহিত। 'অভিপ্রতারিণং'—অভিপ্রতারী রাজা যজমান। 'কাক্ষসেনিম্'—কক্ষসেনের পুত্র। তাঁহারা দুইজন ভোজনের জন্য উপবিষ্ট। পাচক তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিতেছিল। কশ্চিদ্ ব্রহ্মচারী 'বিভিক্ষে'—কোন এক ব্রহ্মচারী ভিক্ষা চাহিল। 'অন্যত্র চ এতেন' ইত্যাদি এই দ্বিরাত্রসাধ্য যাগকর্ম্মদ্বারা চৈত্ররথ অভিপ্রতারীকে কপিগোত্রীয় পুরোহিতগণ যাজন করাইয়াছিলেন, ইহাই অর্থ। তস্মাৎ চৈত্ররথির্নাম ইত্যাদি 'তস্মাৎ'—সেই চৈত্ররথ ক্ষত্রিয় হইতে। 'তস্য তত্তচ্চ'—অর্থাৎ তস্য সেই অভিপ্রতারীর চৈত্ররথত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব। 'তথা স্যাতাম্'—সেইরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইবে ॥ ৩৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্যের আখ্যায়িকা হইতে জানশ্রুতির শূদ্রত্বচিহ্ন নিরসন হইলে তিনি যে ক্ষত্রিয়, ইহাই সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন। উপক্রম-আখ্যায়িকা হইতে জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হওয়া যায় এবং উপসংহার-আখ্যায়িকায়ও চৈত্ররথ-শব্দের উল্লেখ হেতু তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হওয়া যায়। সাহচর্য্যরূপ প্রমাণ-বলেও অভিপ্রতারীর কাপেয় পুরোহিত সম্পর্ক ও চৈত্ররথকে ব্রাহ্মণগণ যাজন করাইয়াছিলেন এবং চৈত্ররথি নামে ক্ষত্রিয় রাজা জন্মিয়াছিলেন, ইত্যাদি প্রমাণে অভিপ্রতারী যে চৈত্ররথ এবং তিনি যে ক্ষত্রিয়, ইহা প্রতিপন্ন হয়। ইহা দ্বারা বেদে যে শূদ্রের অধিকার নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

মাধ্বভাষ্যে পাওয়া যায়,—

"অয়ং অশ্বতরীরথ ইতি চিত্ররথ-সম্বন্ধিত্বেন লিঙ্গেন পৌত্রায়ণস্য ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ, রথস্ত্বশ্বতরীযুক্তশ্চিত্র ইত্যভিধীয়তে—ইতি ব্রাহ্মে। যত্র বেদো রথস্তত্র ন বেদো যত্র নো রথ ইতি চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে॥" অর্থাৎ 'এই যে অশ্বতরীযুক্ত' রথ,—এই চিত্ররথসম্বন্ধী চিহ্ন দ্বারাই পৌত্রায়ণের ক্ষত্রিয়ত্বোপলব্ধি ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে। রথে অশ্বতরী-সংযোগে 'চিত্র' আখ্যা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণমতে যেখানে বেদ, তথায় রথ, যেখানে বেদ নাই, সেখানে রথও নাই। চৈত্ররথ-চিহ্ন দর্শনে উত্তরত্র ক্ষত্রিয়ত্ব উপলব্ধি।

এই সকল বৈদিক আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, লক্ষণ-দর্শনে বর্ণজ্ঞানের অভিব্যক্তি হয়।

ছান্দোগ্যে মাধ্বভাষ্যধৃত সাম-সংহিতা বাক্য—

"আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জবলক্ষণঃ।
গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ ॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে কুটিলতা বর্ত্তমান। হারিদ্রুমত গৌতম এইরূপ গুণ বিচার করিয়াই সত্যকামকে উপনয়ন বা সাবিত্র-সংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।

এতৎপ্রসঙ্গে ছান্দোগ্যের সত্যকাম-জাবাল উপাখ্যান আলোচ্য,—"তং হোবাচ কিং গোত্রো নু সৌম্যাসীতি। স হোবাচ। নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্গোত্রোঽহমস্মি।" ইত্যাদি (ছাঃ ৪।৪।৪)।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥" (ভাঃ ৭।১৪।৩৫)

ভাবার্থদীপিকায় শ্রীধর স্বামিপাদের অভিমত পাওয়া যায়,—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাৎ। যদ্যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।"

শ্রীনীলকণ্ঠ মহাভারতের টীকায় লিখিয়াছেন,—

"শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব, ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়॥
'মাৎসর্য্য'-চণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলা।
পরম পবিত্র স্থান 'অপবিত্র' কৈলা॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।২৭৪-২৭৫) ॥৩৫॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—তদেবং শ্রুত্যাদ্যনুগ্রহেণ দর্শয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে সিদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্বকে শ্রুতি প্রভৃতি সাহায্যে সূত্রকার দৃঢ় করিতেছেন—

সূত্রম্—সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ—'সংস্কার পরামর্শাৎ'—শ্রুত্যন্তরে ত্রিবর্ণের বেদাধ্যাপনায় অপেক্ষিত উপনয়ন সংস্কারের কথা পাওয়া যাইতেছে এবং 'তদভাবাভিলাপাচ্চ'—শূদ্রের সেই সংস্কারের অভাব কথনও আছে, সেইজন্য ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্র অধিকারী নহে ॥ ৩৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শ্রুত্যন্তরে "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত তমধ্যাপয়েদেকাদশে ক্ষত্রিয়ং দ্বাদশে বৈশ্যম্" ইত্যধ্যাপনায় সংস্কারবিমর্শনাত্তত্র ব্রাহ্মণানামেবাধিকারঃ। "নাগ্নির্ন যজ্ঞো ন ক্রিয়া ন সংস্কারো ন ব্রতানি শূদ্রস্য" ইতি সংস্কারাভাবকথনাচ্চ শূদ্রস্য নাধিকারঃ। ত্রৈবর্ণিকবাহ্যস্য সংস্কারাবিধানাৎ সংস্কারসাপেক্ষে বেদপাঠে তস্য ন সঃ ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অন্য শ্রুতিতে আছে—'অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত......দ্বাদশে বৈশ্যম্' ইতি—আট বছরের ব্রাহ্মণকুমারকে উপনীত করিবে, পরে তাহাকে বেদাধ্যয়ন করাইবে, এইরূপ একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়কে এবং দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্যকে

উপনীত করিয়া বেদ পড়াইবে। তাহা হইলে দেখা যায়—বেদাধ্যাপনার অঙ্গ উপনয়ন সংস্কার, তাহাতে ব্রাহ্মণদিগেরই অধিকার। আবার শূদ্রের সেই উপনয়ন সংস্কারের অভাব কথিত হইতেছে, যথা—'নাগ্নির্ন যজ্ঞো ন ক্রিয়া......শূদ্রস্য।' শূদ্রজাতির অগ্নিপ্রতিষ্ঠা নাই, অগ্নিহোত্রাদিযজ্ঞ নাই, বেদাধ্যয়নাদি-ক্রিয়া নাই, উপনয়ন-সংস্কার নাই এবং পারায়ণাদি-ব্রতও নাই,—এই শ্রুতিতে সংস্কার-নিষেধই কথিত হইতেছে। সুতরাং শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই। সিদ্ধান্ত এই, দ্বিজাতিবহির্ভূত বর্ণের সংস্কারের অবিধান হেতু উপনয়ন-সাপেক্ষ বেদপাঠে তাহাদের অধিকার নাই ॥ ৩৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সংস্কারেতি। অষ্টবর্ষমিত্যাদিখিলশ্রুতৌ ত্রৈবর্ণিকানামেব বেদাধ্যয়নাঙ্গোপনয়নসংস্কারপরামর্শাত্তেষামেব তদধ্যয়নেঽধিকারঃ। নাগ্নিরিত্যাদৌ তু শূদ্রাণাং তৎসংস্কারাভাবোক্তের্ন তেষাং তত্র অধিকার ইত্যর্থঃ। চ-শব্দোঽবধারণে। "ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতি" ইতি স্মৃতেশ্চ। পাতকং ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগাভাবকৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকানুবাদ—'অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনীয়ত' ইত্যাদি খিল-শ্রুতিতে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণেরই বেদাধ্যয়নাঙ্গ উপনয়ন-সংস্কারের কথা পাওয়া যায়, সুতরাং তাঁহাদেরই বেদাধ্যয়নে অধিকার। আবার 'নাগ্নির্নযজ্ঞ' ইত্যাদি শ্রুতিতে শূদ্রজাতির সেই উপনয়ন সংস্কারের প্রতিষেধ কথিত হওয়ায় তাহাদের তাহাতে অধিকার নাই, ইহাই উক্ত শ্রুতিদ্বয়ের তাৎপর্য্য। 'সংস্কারাভাবকথনাচ্চ' এই 'চ' শব্দটি অবধারণার্থক। আবার সংস্কারাভাব-সম্বন্ধে স্মৃতিবাক্যও প্রমাণ, যথা—'ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতি' শূদ্রের ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারাভাবজনিত পাপ কিছুই নাই, সে সংস্কার পাইবারও যোগ্য নহে ॥ ৩৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বসূত্রে শূদ্রের বেদাধিকার নাই; ইহা যুক্তির দ্বারা স্থাপন করিয়া সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে উহা শ্রুতি-প্রমাণের দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়ন-সংস্কার আছে বলিয়া যেমন বেদাধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, সেইরূপ শূদ্রের সংস্কারের অভাবহেতু তাহাদের বেদাধিকার নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। বেদপাঠ সংস্কারসাপেক্ষ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"সংস্কারা যত্রাবিচ্ছিন্নাঃ স দ্বিজোঽজো জগাদ যম্।
ইজ্যাধ্যয়নদানানি বিহিতানি দ্বিজন্মনাম্।
জন্মকর্ম্মাবদাতানাং ক্রিয়াশ্চাশ্রমচোদিতাঃ॥" (ভাঃ ৭।১১।১৩)

বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত বিষ্ণুযামল বাক্যে পাওয়া যায়,—

"অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৭ম সঃ)

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত তত্ত্বসাগর-বচনেও পাওয়া যায়,—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৭ম সঃ)

নারদ পঞ্চরাত্রেও পাওয়া যায়,—

"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥"

(ভরদ্বাজসংহিতা ২য় অঃ ৩৪ শ্লোক)

মনুসংহিতায়ও পাওয়া যায়,—

"মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ"॥ ৩৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—সংস্কারাভাবং দ্রঢ়য়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—শূদ্রের উপনয়ন-সংস্কারাভাবকে যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন—

সূত্রম্—তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ॥ ৩৭॥

সূত্রার্থ—'তদভাব নির্দ্ধারণে চ'—গৌতমের সত্যকাম-জাবাল সম্বন্ধে শূদ্রত্বাভাব-নিশ্চয় হইবার পর উপনয়ন পূর্ব্বক বেদাধ্যাপনায় প্রবৃত্তি হেতু বুঝাইতেছে যে, শূদ্রের সংস্কারে ও বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই॥ ৩৭॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ছান্দোগ্য এব—"নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্‌গোত্রোঽহমস্মীতি সত্যবচসা জাবালস্য শূদ্রত্বাভাবে নির্দ্ধারিতে সতি নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি সমিধং সৌম্যাহর ত্বোপানেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি গৌতমস্য গুরোস্তৎসংস্কারাদৌ প্রবৃত্তেশ্চ ব্রাহ্মণপদোপলক্ষিতত্রৈবর্ণিকত্বমেব সংস্কারপ্রযোজকমবগম্যতে অতো ন শূদ্রোঽধিকারী॥ ৩৭॥

ভাষ্যানুবাদ—ছান্দোগ্যোপনিষদে এই আখ্যায়িকাটী বর্ণিত আছে—যথা—পিতৃহীন জাবাল গুরুগৃহে বেদাধ্যয়নের কামনায় গৌতম মুনির নিকট আসিল। গুরু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার গোত্র কি? তদুত্তরে জাবাল বলিল, দেব! আমি কোন্ গোত্রসম্ভূত, ইহা জানি না; জাবালের এই সত্যবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া ঋষি তাহার শূদ্রত্বাভাব নিশ্চয় করিলেন। যেহেতু অব্রাহ্মণ এই সত্যবাক্য বলিতে পারে না, সে যখন সত্য বলিয়াছে, তখন নিশ্চয় ব্রাহ্মণ, এই বোধে তাহাকে বলিলেন, বৎস! সমিধ্ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনীত করিব, তুমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হও নাই। এইরূপ গুরু গৌতমের উপনয়ন-সংস্কারে প্রবৃত্তি বশতঃ বুঝা যাইতেছে—ব্রাহ্মণপদে-বোধিত দ্বিজাতিত্বই সংস্কারের প্রযোজক, অতএব শূদ্র অধিকারী নহে॥ ৩৭॥

সূক্ষ্মা টীকা— তদভাবেতি। জাবালঃ খলু মৃতপিতৃকো গুরূপসত্তিকামো গোত্রমজানন্মাতরং পপ্রচ্ছ কিং গোত্রোঽহমস্মীতি। সাপ্যাহং ন জানামীতি প্রত্যুবাচ। ততঃ স গৌতমমুপেত্যাহ। ভগবন্ ত্বয়ি ব্রহ্মচর্য্যং চরিতুমিচ্ছাম্যনুগৃহ্লাতু ভগবানিতি। কিং গোত্রোঽসীতি গৌতমেন পৃষ্টঃ স আহ—নাহং গোত্রং বেদ নাপি মন্মাতা ইতি। ততঃ স গৌতমস্তদীয়েন সত্যবচসা তস্য শূদ্রত্বাভাবং নিশ্চিত্য তদুপনয়নাদৌ প্রবৃত্তস্তং প্রাহ নৈতদিত্যাদি। অস্যার্থঃ। এতৎ সত্যবচনং বিবক্তুং বিবিচ্য নিঃসংশয়ং বক্তুমব্রাহ্মণো নার্হতি। ন ত্বং সত্যাদগাঃ সত্যবাক্যাদতিগতঃ। তস্মাত্ত্বং ব্রাহ্মণোঽসীত্যর্থঃ। হে সৌম্য, সত্যকাম জাবাল ত্বামহমুপনেষ্যে তদর্থাং সমিধমাহরেতি॥ ৩৭॥

টীকানুবাদ—মৃতপিতৃক জাবাল ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ-কামনায় গুরুগৃহে গমন করিয়াছিল। কিন্তু সে তাহার গোত্র জানিত না; মাকে জিজ্ঞাসা করিল, মা!

আমি কোন্ গোত্রসম্ভূত ? মাতাও প্রত্যুত্তর করিল,—আমিও তোমার গোত্র অবগত নহি। তাহার পর সে মহর্ষি গৌতমের নিকট গিয়া বলিল,—ভগবন্! আমি আপনার নিকট ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতে চাই। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি কোন্ গোত্রীয়? জাবাল প্রত্যুত্তর করিল, আমি গোত্র জানি না; আমার মাতাও তাহা অবগত নহেন। এই শুনিয়া ঋষি সেই বালকের সত্য বাক্যে বুঝিলেন এই বালক শূদ্র নহে, এই স্থির করিয়া তাহার উপনয়নাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে বলিলেন—'এইরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক নিঃসংশয়ে সত্যকথা বলিতে অব্রাহ্মণ কখনই পারিবে না। তুমি সত্য বাক্য হইতে চ্যুত হও নাই, সুতরাং তুমি ব্রাহ্মণ। ভদ্র! সত্যকাম জাবাল! আমি তোমাকে উপনীত করিব; সেই সংস্কারের উপযোগী সমিধ্ আনয়ন কর' ॥ ৩৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার শূদ্রের সংস্কারাভাবই পুনরায় দৃঢ় করিতেছেন। শূদ্রত্বের অভাব নির্দ্ধারিত হইতেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। এতৎপ্রসঙ্গে ভাষ্যে ও টীকায় ছান্দোগ্য শ্রুতি বর্ণিত সত্যকাম ও গৌতমের প্রসঙ্গ উদ্ধৃত হইয়াছে। কোন এক সময়ে হারিদ্রুমত গৌতম ঋষির নিকট জবালার পুত্র সত্যকাম বেদাধ্যয়ন নিমিত্ত গিয়াছিল। গৌতম যখন সত্যকামকে তাহার গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, তদুত্তরে সত্যকাম বলিল সে গোত্র জানে না এবং তাহার মাতা তাহাকে যৌবনে যেভাবে পুত্ররূপে পাইয়াছিল, তাহাও সরলভাবে নিবেদন করিল। সত্যকামের এইরূপ সরলতা ও সত্যবাদিতারূপ ব্রাহ্মণ-লক্ষণ জানিয়া তাহাকে উপনীত করিয়া বেদাধ্যয়ন করাইলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গুণ দর্শন করিয়াই জাবালের শূদ্রত্বাভাব নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন।

আজকাল গুণের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবলমাত্র জন্মগত বিচারেই ব্রাহ্মণ-যোগ্যতা নিরূপিত হইয়া থাকে। উহা কিরূপ শাস্ত্রসঙ্গত, তাহা সুধী ব্যক্তিমাত্রেরই বিচার্য্য। দ্বিতীয়তঃ যে বেদবিদ্যা সংস্কার-সাপেক্ষ, সেই সংস্কারও অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাসময়ে না হইয়া, যথাযথভাবে না হইয়া, কেবলমাত্র অভিনয় প্রদর্শিত হয়, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এজন্যই বৈদিকযুগ হইতে বৃত্ত ব্রাহ্মণতার কথা বৈদিকাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত। পূর্ব্বে 'সিদ্ধান্তকণায়' তাহার প্রমাণ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইয়াছে। কলিযুগে বিশেষভাবেই শৌক্র ব্রাহ্মণতার শুদ্ধি নাই। কারণ গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া কোন সংস্কারই যথাকালে যথাযথভাবে গৃহীত হয় না। সুতরাং বর্ত্তমানযুগে বৈদিক ও পৌরাণিক দীক্ষার অযোগ্য ব্যক্তিগণকে সদ্‌গুরু যে পাঞ্চরাত্রিক বিধানে দীক্ষিত করিয়া সংস্কার প্রদান পূর্ব্বক বেদাদিগম্য তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন, তাহাই শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত। আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তনমূলে যে আদর্শ হরিভজনের শিক্ষা-প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেই শাস্ত্র ও মহাজন-প্রদর্শিত পন্থার গৌরব সংরক্ষিত হইয়াছে। কতকগুলি মৎসর-ভাবাপন্ন ব্যক্তি স্বীয় শৌক্রপন্থার দোহাই দিয়া যে প্রকৃত বর্ণধর্ম্ম বিচারের পরিপন্থী হইয়াছেন, তাহা নির্ম্মৎসর ভাগবত সমাজ আদর করিতে পারেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতের "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং" শ্লোক ও পূর্ব্বকথিত শ্রীধরস্বামিপাদের ও শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকাও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য—

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥" (ভাঃ ১১।৫।২-৩)

শ্রীগীতাতে শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্মবিভাগশঃ।" (গীঃ ৪।১৩)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের (৭।১১।২১-২৪) এবং (১১।১৭।১৬-১৯) শ্লোক সমূহ আলোচ্য ॥ ৩৭ ॥

সূত্রম্—শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ ॥৩৮॥

সূত্রার্থ—'শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ'—শূদ্রের বেদশ্রবণ নিষিদ্ধ, অতএব বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থজ্ঞান বা বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে, এইজন্য

শূদ্র ব্রহ্মবিদ্যায় অনধিকারী, স্মৃতিবাক্যেও তাহার অনধিকার প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥৩৮॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"পদ্যু হ বা এতৎ শ্মশানং যচ্ছূদ্রস্তস্মাচ্ছূদ্র-সমীপে নাধ্যেতব্যম্।" "তস্মাচ্ছূদ্রো বহুপশুরযজ্ঞীয়" ইতি শূদ্রস্য বেদশ্রবণাদিপ্রতিষেধান্ন স তত্রাধিকারী। অনুপশৃণ্বতোঽধ্যয়নতদর্থজ্ঞানতদনুষ্ঠানানি ন সম্ভবন্তীত্যতস্তান্যপি প্রতিষিদ্ধানি। "নাগ্নির্ন যজ্ঞঃ শূদ্রস্য তথৈবাধ্যয়নং কুতঃ? কেবলৈব তু শুশ্রূষা ত্রিবর্ণানাং বিধীয়তে"। "বেদাক্ষরবিচারেণ শূদ্রঃ পততি তৎক্ষণাৎ" ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ। তথা বিদুরাদীনাং তু সিদ্ধপ্রজ্ঞত্বান্ন কিঞ্চিচ্চোদ্যম্। শূদ্রাদীনাং মোক্ষস্তু পুরাণাদিশ্রবণজজ্ঞানাৎ সম্ভবিষ্যতি। ফলে তু তারতম্যং ভাবি ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—শ্রুতিতে শূদ্রের বেদশ্রবণাদির প্রতিষেধ অবগত হওয়া যায়। যথা 'পদ্যু হ বা এতৎ···বহুপশুরযজ্ঞীয়ঃ' শূদ্র পাদসঞ্চরণক্ষম শ্মশান-স্বরূপ অর্থাৎ শ্মশানে যেমন যজ্ঞাদি নিষিদ্ধ, সেইরূপ শূদ্রেরও যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠান নিষিদ্ধ; তবে শূদ্র চরণের দ্বারা সঞ্চরণ করিতে পারে। শ্মশান জড়, তাহা সে পারে না, এইমাত্র প্রভেদ। অতএব শূদ্রসমীপে বেদাধ্যয়ন করণীয় নহে। সেইজন্য শূদ্র পশুতুল্য, যজ্ঞের অযোগ্য। ইহাতে শূদ্রের বেদশ্রবণ-নিষেধ কথিত হওয়ায় শূদ্র ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী নহে, ইহা প্রতিপাদিত হইল। বেদশ্রবণে অধিকার না থাকিলে—বেদাধ্যয়ন, বেদার্থজ্ঞান ও বেদ-প্রতিপাদ্য যাগাদির অনুষ্ঠান সম্ভব নহে, অতএব সেগুলিও শূদ্রের নিষিদ্ধ। স্মৃতি বলিতেছেন—'নাগ্নির্ন যজ্ঞঃ···তৎক্ষণাৎ'। শূদ্রের অগ্নি প্রতিষ্ঠা নাই, যজ্ঞ নাই, সেইপ্রকার বেদাধ্যয়ন কিরূপে সম্ভব? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের শুশ্রূষাই তাহার বিহিত হইতেছে। শূদ্র যদি বেদাক্ষরের বিচার করে, তবে সে তৎক্ষণাৎ পতিত হয়। তবে যে বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি শূদ্রের বেদার্থ-জ্ঞানবত্তা শুনিতে পাওয়া যায়, উহা সিদ্ধপ্রজ্ঞত্ব-নিবন্ধন অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শ্রবণাদিবশে জ্ঞানোৎপত্তি বশতঃ, ঐহিক নহে। অতএব তাহাতে কোন আপত্তি নাই আর শূদ্র প্রভৃতির মুক্তিও পুরাণাদি শ্রবণ-

জনিত ব্রহ্মজ্ঞান হইতে। কিন্তু বেদান্তশাস্ত্র-শ্রবণ জন্য তত্ত্বজ্ঞানের ফল, আর ঐ ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে তারতম্য আছে ॥ ৩৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—শ্রবণেতি। অর্থশব্দেনার্থজ্ঞানতদনুষ্ঠানে বোধ্যে। পদ্যু হ বেতি। পদ্যু পাদসংযুক্তং সঞ্চারক্ষমমিত্যর্থঃ। বহুপশুঃ পশুতুল্যঃ। বহুচ্-প্রত্যয়ঃ—বিভাষা সুপো বহুচ্ পুরস্তাত্তিতি সূত্রাৎ। অযজ্ঞীয়ো যজ্ঞানর্হঃ। নাগ্নিরিত্যাদি স্ফুটার্থঃ। আদিপদাদুদ্যমপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্বাক্যম্। পরিচর্য্যা-বিনিন্দং ব্রাহ্মণানাং নাধীয়ীত প্রতিষিদ্ধোঽস্য যজ্ঞঃ। নিত্যোত্থিতো ভূতয়ে অতন্দ্রিতঃ স্যাদেষ স্মৃতঃ শূদ্রধর্ম্মঃ পুরাণঃ ইতি। স্মৃত্যন্তরং চাস্তি। অথাস্য বেদমুপশৃণ্বতস্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপরিপূরণং অধ্যয়নে জিহ্বাচ্ছেদঃ অর্থাবধারণে হৃদয়বিদারণমিতি। অস্যার্থঃ। অস্যেতি শূদ্রস্য। ত্রপুজতুভ্যাং প্রতপ্তাভ্যাং সীসলাক্ষাভ্যাং তদ্দ্রবাভ্যামিত্যর্থঃ। শ্রোত্রপরিপূরণং বেদশ্রবণপ্রায়শ্চিত্ত-মিত্যর্থ ইতি। বিদুরাদীনাং চেত্যাদিপদাদ্ধর্ম্মব্যাধঃ। এষাং পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত-শ্রবণাদিনা বামদেবাদিবজ্‌জ্ঞানোৎপত্তিরিতি সর্ব্বং সুস্থম্। তারতম্যমিতি আনন্দোৎকর্ষাপকর্ষরূপমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকানুবাদ—সূত্রোক্ত 'অর্থ'-শব্দে অর্থ জ্ঞান ও তাহার অনুষ্ঠান বোধ্য। 'পদ্যু হ বৈ' ইত্যাদি পদ্যু—চরণ সংযুক্ত অর্থাৎ সঞ্চরণক্ষম শ্মশান। বহু পশুঃ—পশুতুল্য। পশু শব্দের সাদৃশ্যার্থে বহুচ্ প্রত্যয় ঐ প্রত্যয়ের প্রকৃতির পূর্ব্বে যোগ হইয়াছে, সূত্র যথা—'বিভাষা সুপো বহুচ্ পুরস্তাত্তু' সাদৃশ্যার্থে সুবন্ত পদের উত্তর বহুচ্ প্রত্যয় হয় বিকল্পে, কিন্তু ঐ প্রত্যয় পূর্ব্বে যুক্ত হয়। 'অযজ্ঞীয়ঃ'—যজ্ঞের অযোগ্য। 'নাগ্নিরিত্যাদি' স্মৃতিবাক্যের অর্থ সুবোধ্য। 'ইত্যাদি' 'স্মৃতেশ্চ'—আদি পদে মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে কথিত শ্রীভগবানের বাক্য যথা—"পরিচর্য্যাবিনিন্দং......শূদ্রধর্ম্মঃ পুরাণঃ।" ব্রাহ্মণগণের অপর বর্ণের সেবাকার্য্য নিন্দনীয়, কিন্তু শূদ্রের উহা কর্ত্তব্য। সে বেদাধ্যয়ন করিবে না। যজ্ঞ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। সম্পদের জন্য সর্ব্বদা অপ্রমত্তভাবে উদ্যোগী হইবে, ইহাই পূর্ব্বতন শূদ্র-ধর্ম্ম কথিত আছে। অন্য স্মৃতিতেও আছে—"অথাস্য বেদমুপশৃণ্বতঃ······হৃদয়বিদারণম্।" যদি শূদ্র বেদ শ্রবণ করে, তবে তাহার কর্ণছিদ্র গলিত সীসা ও গালা দ্বারা ভরিয়া দিবে। যদি মোহবশতঃ বেদাধ্যয়ন করে, তবে জিহ্বাচ্ছেদ করিবে। যদি বেদার্থ বিচার করে, তবে হৃদয় বিদীর্ণ করিবে। কর্ণ ভরাইয়া দেওয়া বেদ-

শ্রবণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। 'বিদুরাদীনাম্'—এই স্থলে আদি পদের দ্বারা ধর্ম্মব্যাধও গ্রহণীয়। এই বিদুর প্রভৃতির পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শ্রবণাদি দ্বারা বামদেবাদির মত পর-জন্মে জ্ঞানোৎপত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত। অতএব আর কোন শঙ্কা রহিল না। তারতম্য কিরূপ? আনন্দগত উৎকর্ষ ও অপকর্ষ স্বরূপ ॥ ৩৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—শ্রুতিতে শূদ্রের বেদ-শ্রবণ, অধ্যয়ন, তদর্থবিচার, ও তদনুষ্ঠানে প্রতিষেধ হইয়াছে, সুতরাং তাহার বেদে অধিকার নাই। স্মৃতিতেও এইরূপ নিষিদ্ধ হওয়ায় শূদ্র বেদে অনধিকারী।

বিদুরাদির সিদ্ধপ্রজ্ঞত্বহেতু তাঁহাদের বিষয়ে কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে না। পুরাণশ্রবণ-জনিত জ্ঞানের দ্বারাই শূদ্রের মুক্তি হইবে। তবে ফলের তারতম্য থাকিবে।

শূদ্র-সম্বন্ধে শ্রীমহাভারতের বিচারে পাই,—

"সাম্প্রতঞ্চ মতো মেঽসি ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু ॥
দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ।
যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ।
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ ॥" (মঃ ভাঃ বঃ পঃ)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধকে বলিলেন,—আমার বিবেচনায় তুমি সম্প্রতি ব্রাহ্মণ, ইহাতে সংশয় নাই। কারণ যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও বহুল দুষ্কার্য্য-পরায়ণ হইয়া পতনীয় অসৎকর্ম্মে লিপ্ত থাকে, সে শূদ্র তুল্য; যে শূদ্র ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সত্য ও ধর্ম্ম-বিষয়ে সতত উদ্যম-বিশিষ্ট, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করি, কারণ, ব্রাহ্মণ হইবার কারণই একমাত্র বৃত্তি অর্থাৎ স্বভাব।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—শ্রীমৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে বলিয়াছেন,—

"পদ্ভ্যাং ভগবতো জজ্ঞে শুশ্রূষাধর্ম্মসিদ্ধয়ে।
তস্যাং জাতঃ পুরা শূদ্রো যদ্বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ ॥" (ভাঃ ৩।৬।৩৩)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

"শুশ্রূষা পরিচর্য্যাকর্ম্মণো বর্ণাশ্রমধর্ম্মস্য সিদ্ধয়ে শুশ্রূষাং বিনা কর্ম্মমাত্রস্যৈব সিদ্ধির্ন ভবতীতি সা শূদ্রস্য বৃত্তির্ভবত্যপি বস্তুতঃ সার্ব্ববর্ণিক্যেবেতি

ভাবস্তস্যাং বিষয়ে শূদ্রো জাতঃ পদ্ভ্যামিতি শেষঃ। যদ্বৃত্ত্যা হরিস্তুষ্যতীতি বেদাদিভ্যোঽপি শুশ্রূষায়া উৎকর্ষঃ সূচিতঃ।"

শ্রীপাদ শ্রীজীবও বলেন,—

"শুশ্রূষাবৃত্তি সার্ব্ববর্ণিক। ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণই যদি শ্রীহরির শুশ্রূষা করেন, তবে সেই সেবাবৃত্তিদ্বারা হরিও সন্তুষ্ট হন। এই জন্যই শুশ্রূষাবৃত্তির মহিমা প্রদর্শিত হইয়াছে। নিত্য, নৈমিত্তিক কর্ম্ম অথবা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরিপাদপদ্ম ভজন করিতে করিতে অসিদ্ধাবস্থায়ও যদি ভজন হইতে কোন প্রকারে ভ্রষ্ট হয় অথবা মৃত্যু হয়, তথাপি কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই, পরন্তু ভজনহীন ব্যক্তিগণের ভক্তি-শূন্য স্বধর্ম্ম-পালনের দ্বারা কোনও প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না—ভাগবতীয় (১।৫।১৭) এই শ্লোক হইতে কেবল স্বধর্ম্ম (অর্থাৎ স্ব-স্ব-বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্ম) পালনের দ্বারাই ভগবত্তোষণ অস্বীকৃত হইয়াছে। অতএব সেবাবৃত্তিই হরি-তোষণের কারণ।"

সর্ব্বশেষ মৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে বলিলেন,—

"একান্তলাভং বচসো নু পুংসাং
সুশ্লোকমৌলেগু্র্ণবাদমাহুঃ।
শ্রুতেশ্চ বিদ্বদ্ভিরুপাকৃতায়াং
কথাসুধায়ামুপসংপ্রয়োগম্ ॥" (ভাঃ ৩।৬।৩৭)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত জৈবধর্ম্মে পাই,—

"ব্রাহ্মণ দুই প্রকার—স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও কেবল জাতিসিদ্ধ ব্রাহ্মণ। স্বভাব-সিদ্ধ ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই বৈষ্ণব, অতএব তাঁহাদের সম্মান সর্ব্ববাদি-সম্মত। জাতিসিদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের ব্যাবহারিক সম্মান আছে। তাঁহাতে বৈষ্ণবদিগেরও সম্মতি আছে। তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র এই (ভাঃ ৭।৯।১০)—

"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণ-যুতাদরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥"

যে বর্ণই হউন, শুদ্ধ বৈষ্ণব হইলে তিনি পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা লাভ করেন। বেদ দুই ভাগে বিভক্ত; অর্থাৎ সামান্য কর্ম্মাদি-প্রতিপাদক

বেদ ও তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদ। ব্যাবহারিক ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মাদি-প্রতিপাদক বেদে অধিকার। এবং পারমার্থিক ব্রাহ্মণদিগের তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদে অধিকার। যে বর্ণ হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকুন, শুদ্ধ বৈষ্ণব তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। যথা বৃহদারণ্যকে (৪।৪।২১)—

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।"

পুনশ্চ, (বৃঃ আঃ ৩।৮।১০)—

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।
অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥"

ব্যাবহারিক ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে মনু (২।১৬৮) বলিয়াছেন,—

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

তত্ত্ব-প্রতিপাদক বেদের অধিকার সম্বন্ধে বেদে (শ্বেঃ উঃ ৬।২৩) এইরূপ নিরূপিত আছে—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" ॥ ৩৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য প্রকৃতং সমন্বয়ং চিন্তয়তি। কঠবল্ল্যাং পঠ্যতে (২।৩।২)—"যদিদং কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বংপ্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" ইতি। কিমত্র বজ্রমশনির্ব্রহ্ম বেতি সংশয়ে ভয়হেতুতয়া কম্প-কারিত্বাত্তজ্‌জ্ঞানেন মোক্ষস্য চ বাচনিকত্বাদশনির্বজ্রশব্দাদবগম্যতে। প্রাণত্বঞ্চাস্য রক্ষকত্বাৎ। ন চ প্রকরণাদ্ব্রহ্মার্থতা শক্যা কর্ত্তুম্, উদ্যতং বজ্রমিতি শ্রুত্যা তস্য বাধাদিত্যেবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার-বিষয়ক বিচারব্যাপার সমাপ্ত করিয়া প্রক্রান্ত বিষয়ে—অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ শব্দের ব্রহ্মে তাৎপর্য্যের ন্যায় সমন্বয় (লক্ষ্যোলক্ষণ যোগ) বিচার করিতেছেন—

কঠোপনিষদের একবল্লীতে পঠিত হয় যথা—"যদিদং কিঞ্চিৎ...অমৃতাস্তে ভবন্তি।" এই যে বজ্র অর্থাৎ নিয়ন্তা ইহা হইতে পরিদৃশ্যমান বিশ্ব—সমস্তই উৎপন্ন, বজ্রই রক্ষক, তিনি সমস্ত জগতের ভয়-বিধায়ক। তিনি সমস্ত জগৎকে পরিচালনা করিতেছেন ; ইহা যাহারা জানে, তাহারা মুক্তির অধিকারী হয়। এখানে সংশয় হইতেছে—এই বজ্রশব্দে কাহাকে বুঝিব, প্রসিদ্ধ অশনি বা ব্রহ্ম? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—শ্রুতিতে যখন তাহা ভয়ের কারণ বলা আছে, সেইহেতু ও কম্পোৎপাদকতা এবং তাহার জ্ঞানে মুক্তিলাভ কথিত হওয়ায় বজ্রশব্দ হইতে অশনি অর্থই গ্রাহ্য। তবে যে ঐ বজ্রকে প্রাণ বলা আছে, উহা রক্ষকত্ব-হিসাবে। যদি বল—প্রকরণাধীন 'ব্রহ্ম' অর্থই হওয়া উচিত, তাহাও করা যায় না, কেননা 'উদ্যতং বজ্রং' বলায় নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের উদ্যম বাধিত। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—এবমিতি। প্রাসঙ্গিকমধিকারবিচারম্। পূর্ব্ব-ত্রেশানশ্রুত্যা জীবলিঙ্গং বাধিত্বাঙ্গুষ্ঠশব্দস্য ব্রহ্মপরত্বং যথোক্তং তথেহ বজ্র-শ্রুত্যা প্রকরণং বাধিত্বা বজ্রশব্দস্যাশনিপরত্বং বাচ্যমিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ কঠ-বল্ল্যামিত্যাদি। যদিতি। বজয়তি নিয়ময়তি জনানিতি বজ্রং ব্রহ্ম। কীদৃশং তৎ প্রাণো রক্ষকং প্রাণিতীতি ব্যুৎপত্তেঃ। মহদ্বিভুঃ। ভয়ং দণ্ডধরং বিভেত্য-স্মাদিতি ব্যুৎপত্তেঃ। উদ্যতং প্রকাশশালি। কীদৃগ্‌জগৎ নিঃসৃতমুৎপন্নম্। তথাচ যদিদং কিঞ্চিদ্বজ্রং কর্ত্তৃ উৎপন্নং সর্ব্বং জগৎ এজতি কম্পয়তি এতদ্যে বিদুস্তেঽমৃতা মোক্ষিণো ভবন্তীতি। কিমত্রেতি। ননু বজ্রজ্ঞানেন কথং মোক্ষস্তত্রাহ তজ্‌জ্ঞানেনেতি। ন হি বচনস্যাতিগুরুত্বমস্তীত্যর্থঃ। তস্যেতি প্রকরণস্য। শ্রুত্যা প্রকরণবাধস্তু সুসিদ্ধ এবেত্যাকাশস্তল্লিঙ্গাদিত্যাদি-বদ্বোধ্যঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'এবমিত্যাদি' ভাষ্যে। প্রসঙ্গাধীন বিচার সমাপ্ত করিয়া দৃষ্টান্তসঙ্গতি ধরিয়া বলিতেছেন—'পূর্ব্বত্রেতি' যেমন পূর্ব্বে ঈশান-শব্দ থাকায় জীবানুমাপকলিঙ্গের অভাবে জীবকে না বুঝাইয়া অঙ্গুষ্ঠ-শব্দ ব্রহ্মতাৎপর্য্যে প্রযুক্ত বলা হইয়াছে, সেইরূপ এই শ্রুতিতেও বজ্র-শব্দ থাকায় প্রকরণ বাধপূর্ব্বক অর্থাৎ জীব-প্রকরণে বজ্র-শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া যে জীবপর মনে করা হইয়াছে, তাহা বাধ করিয়া অশনি

অর্থই বলিতে হইবে ; এই সঙ্গতি অনুসারে বলিতেছেন—'কঠবল্ল্যামিত্যাদি'। বজ্র-শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ যে বজন করে অর্থাৎ লোক সকলকে নিয়ম বদ্ধ করে অর্থাৎ ব্রহ্ম ; সেই বজ্র কি প্রকার ? প্রাণঃ অর্থাৎ রক্ষক, যেহেতু যাহার দ্বারা বাঁচিয়া থাকে এই ব্যুৎপত্তি আছে। শ্রুত্যন্তর্গত 'মহৎ' শব্দের অর্থ বিভু, 'ভয়ং'—অর্থাৎ ভীতিজনক দণ্ডধর। যাহা হইতে ভয় পায়, এই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ ভীতিজনক। 'উদ্যতং' অর্থাৎ প্রকাশশালী, কিরূপ জগৎ এজতি ? 'নিঃসৃতম্'—অর্থাৎ উৎপন্ন। এই শ্রুতির সমুদায়ার্থ এই—

এই যে বজ্র যিনি নিয়ন্তা তিনি (কর্ত্তা) উৎপন্ন সমস্ত জগৎকে কম্পিত করিয়া থাকেন। ইহা যাঁহারা জানেন তাঁহারা অমৃত অর্থাৎ মোক্ষাধিকারী হন। 'কিমত্রেতি'ভাষ্য—প্রশ্ন হইতেছে বজ্র-জ্ঞান দ্বারা মুক্তি কিরূপে সম্ভব ? উত্তর এই—বজ্র-শব্দার্থ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই হইবে। শ্রুতি যখন বলিতেছেন, তখন তাহার উপর বলিবার কিছু নাই।—ইহাই তাৎপর্য্য। 'প্রকরণাদ্ব্রহ্মার্থতাশক্যা কর্ত্তুং...শ্রুত্যা তস্যা বাধাৎ' এই ভাষ্যে—'তস্য' প্রকরণের সাক্ষাৎ শ্রুতি যে প্রকরণকে বাধ করে ইহা সুসিদ্ধ। যেমন 'আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ' ইত্যাদির মত জ্ঞাতব্য।

কম্পনাধিকরণম্

সূত্রম্—কম্পনাৎ ॥৩৯॥

সূত্রার্থ—'কম্পনাৎ' যেহেতু বজ্র সহিত সমগ্র জগতের পরিচালক এইজন্য বজ্রশব্দে ব্রহ্মই ধর্ত্তব্য ॥ ৩৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বজ্রাদিসহিতস্য কৃৎস্নস্য জগতঃ কম্পকত্বাদ্বজ্রমত্র ব্রহ্মৈব। "চক্রং চংক্রমণাদেষ বজনাদ্বজ্রমুচ্যতে। খণ্ডনাৎ খড়্গ এবৈষ হেতিনামা হরিঃ স্বয়ম্" ইতি স্মরণাচ্চ। অয়ং ভাবঃ। প্রাণশব্দিতত্বং ভয়হেতুত্বং চ পরমাত্মনঃ শ্রুতিপ্রসিদ্ধম্। তত্তচ্চাত্র বজ্র শব্দিতস্য কীর্ত্ত্যমানং সদস্য পরমাত্মত্বং গময়তীতি ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বজ্র প্রভৃতি কম্পনকারী দ্রব্যের সহিত সমগ্র জগতের পরিচালনহেতু এই শ্রুত্যুক্ত বজ্র ব্রহ্মই। স্মৃতিতেও তাহা পাওয়া যায়, যথা—'চক্রং চংক্রমণাদেব ইত্যাদি···হরিঃ স্বয়ম্' ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কথিত আছে, শ্রীহরি স্বয়ং সর্ব্বত্র গমন (ব্যাপন) বশতঃ চক্রস্বরূপ, সকলকে সংযত করেন বলিয়া তিনি বজ্র, দুষ্টবিনাশ করেন বলিয়া খড়্গ, সুতরাং তিনি স্বয়ং ঐ সকল অস্ত্র নামধারী। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই—প্রাণশব্দের দ্বারা সংজ্ঞিতত্ব ও ভয়-জনকত্বধর্ম্ম পরমেশ্বরের শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। সেই দুইটি ধর্ম্ম বজ্র শব্দের দ্বারা সংজ্ঞিতের কথিত হওয়ায় ঐ বজ্র পরমেশ্বরস্বরূপ ইহা বুঝাইতেছে ॥ ৩৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—কম্পনাদিতি। উহোঽত্র পক্ষঃ। বজ্রশব্দেন শ্রীহরির্বাচ্য ইত্যত্র ব্রহ্মবৈবর্ত্তবাক্যমুদাহরতি চক্রমিতি। চংক্রমণাৎ সর্ব্বত্র গমনাৎ বজনান্নিয়মনাৎ খণ্ডনাদ্দুষ্টবিনাশনাদিত্যর্থঃ। অয়ং ভাব ইতি। অত্র সর্ব্বপালকত্বসর্ব্বপ্রশাস্তৃত্বমোচকত্বৈর্লিঙ্গৈর্বজ্রশ্রুতাবেকস্যা বাধো যুক্তঃ। ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে ইতি ন্যায়াদিতি প্রাগবোচাম ॥ ৩৯ ॥

টীকানুবাদ—'কম্পনাৎ'—এই সূত্রটিতে যদিও পূর্ব্বপক্ষের প্রতিবাদ-বোধক কোনও শব্দ নাই, তাহা হইলেও উহা সিদ্ধান্ত পক্ষ বলিয়া বুঝিতে হইবে। বজ্র-শব্দের অর্থ শ্রীহরি, এ-বিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের উক্তি প্রমাণ-রূপে দেখাইতেছেন, 'চক্রং চঙ্‌ক্রমণাদিত্যাদি'। চঙ্‌ক্রমণ শব্দটি গত্যর্থক-ক্রম্‌ধাতুর যঙ্‌লুক্‌প্রত্যয়ান্তে ল্যুট্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন। এজন্য সর্ব্বত্র গমন বোধ করাইতেছে। বজিধাতু হইতে নিষ্পন্ন বজ্রশব্দের অর্থ নিয়মন অর্থাৎ শাসন, এবং খণ্ডিধাতু নিষ্পন্ন খড়্গ শব্দের দুষ্ট-দমন অর্থ বোধিত হওয়ায় তিনি চক্র, বজ্র, খড়্গনামে অভিহিত। কথাটি এই,—চক্রশব্দে সর্ব্বপালকত্ব, বজ্রশব্দে সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব, খড়্গ-শব্দে দুঃখমোচকত্ব ধর্ম্মদ্বারা জ্ঞাপিত অশনি হইতে পারে না, শ্রীহরিই সেই সেই হেতুদ্বারা বোধিত। তবে যে প্রত্যক্ষতঃ বজ্র শ্রুতি রহিয়াছে, ইহার বাধ স্বীকার করিতেই হইবে ; যেহেতু লৌকিক-নীতি আছে—কুলরক্ষা করিতে একটিকে ত্যাগ করিবে। ইহা পূর্ব্বেও আমরা বলিয়াছি ॥ ৩৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বেদবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার নাই, এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিয়া প্রক্রান্ত-বিষয়ের সমন্বয় চিন্তা করিতেছেন।

কঠ উপনিষদে পাওয়া যায়,—"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং……এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥" (কঠ ২।৩।২)। এ-স্থলে যদি কাহারও সংশয় হয় যে, এই শ্রুতি-কথিত বজ্র কে? ইনি কি প্রসিদ্ধ বজ্র অর্থাৎ অশনি? না, ব্রহ্ম? এই সংশয় নিরাকরণের নিমিত্ত সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিলেন—'কম্পনাৎ' অর্থাৎ বজ্রাদি সহিত সমগ্র জগতের কম্পন অর্থাৎ পরিচালন হেতু এখানে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। স্মৃতির বচনেও 'চংক্রমণাৎ'—চক্র, 'বজনাৎ'—বজ্র, 'খণ্ডনাৎ'—খড়্গ ইত্যাদি শব্দে স্বয়ং শ্রীহরিকে ঐ সকল অস্ত্রধারী বুঝায়। পরমাত্মার প্রাণ-শব্দে সংজ্ঞা ও পরমাত্মা ভয়ের কারণ ইত্যাদি শ্রুতি-প্রসিদ্ধ।

পরমাত্মা যে ভয়ের হেতু, ইহা কঠোপনিষদে পাওয়া যায়,—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" (কঠ ২।৩।৩)

পরমাত্মা যে প্রাণস্বরূপ ইহা বৃহদারণ্যকেও পাওয়া যায়,—

"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত।" (বৃঃ ৪।৪।১৮)

সুতরাং এখানে বজ্র-শব্দে কীর্ত্তামান শ্রীহরিকেই বুঝাইতেছে।

আরও একটি কথা লক্ষণীয় যে, প্রকরণে উল্লিখিত কঠ-উপনিষদের বাক্যে পাওয়া যায় যে, "এতদ্ যে বিদুস্তেঽমৃতা ভবন্তি।" সুতরাং বজ্র-জ্ঞানে কাহারও মোক্ষলাভ হইতে পারে না।

শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে পাওয়া যায়,—

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" (৩।৮)

আরও—

"য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি।" (৩।১০)

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষীর সংশয় নিরসন হইতেছে যে, শ্রীহরি ব্যতীত বজ্র বা প্রাণ বায়ুকে জানিয়া কাহারও মোক্ষলাভ সম্ভব নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই যে, শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন,—

"মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ॥" (ভাঃ ৩।২৫।৪২)
"যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
যদ্ভয়াদ্বর্ষতে দেবো ভগণো ভাতি যদ্ভয়াৎ॥" (ভাঃ ৩।২৯।৪০) ॥৩৯॥

সূত্রম্—জ্যোতির্দর্শনাৎ ॥ ৪০ ॥

সূত্রার্থ—'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি' ইত্যাদি ইহার পূর্ব্ব শ্রুতিতে জ্যোতিঃ পদার্থের কথা পাওয়া গিয়াছে। আবার পরবর্ত্তী শ্রুতি 'ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি' ইহাতেও সেই জ্যোতির উক্তি শ্রুত হইতেছে। সুতরাং দীপ্তি ও ভয় শব্দদ্বারা বোধ্য তেজবিশেষমাত্র পরমেশ্বরনিষ্ঠ হওয়ায় ঐ তেজঃ শব্দ দেখিয়া শ্রুতিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী বজ্র-শ্রুতিও পরমেশ্বর-তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত, ইহা অবধারণ করা উচিত॥ ৪০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকে" ইত্যাদিকমিতঃ প্রাক্ শ্রুতম্। "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি" ইত্যাদিকং পরত্র। তত্রোভয়ত্রাপি ব্রহ্মৈকান্তস্য জ্যোতিষস্তেজসো দর্শনাদন্তরালেঽপি ব্রহ্মৈব বজ্রশব্দাদবধারণীয়ম্॥ ৪০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেখানে সূর্য্যও প্রকাশক নহে, চন্দ্র তারকাও প্রকাশক নহে ইত্যাদি শ্রুতি ইহার পূর্ব্বে শ্রুত হইয়াছে, আবার ইহার পরেও 'ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি' ইহার ভয়ে অগ্নি তাপ দেয় এই উভয় শ্রুতিতেই ব্রহ্ম সাধারণ ভাস ও ভয় শব্দবোধ্য তেজ কথাটি থাকায় উভয় শ্রুতির মধ্যগত বজ্র শ্রুতিস্থ বজ্রশব্দ দ্বারা কথিত ভয়ঙ্কর বস্তুটি যে পরমেশ্বর ইহা নিশ্চয় করিতে হইবে॥ ৪০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—জ্যোতিরিতি। "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকে নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি বাক্যং যদিদং কিঞ্চিদিত্যতঃ পূর্ব্বং শ্রূয়তে। "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম" ইতি বাক্যন্তু তস্মাৎ পরত্র শ্রূয়তে। তত্রোভয়ত্রাপি ব্রহ্মসাধারণস্য ভাসভয়শব্দবোধ্যস্য তেজসঃ প্রভাবস্য দর্শনান্মধ্যগতং বজ্রশব্দোক্তং ভয়ঙ্করং বস্তু ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। অত্র জ্যোতিঃ পারমৈশ্বর্য্যং বোধ্যম্॥ ৪০ ॥

টীকানুবাদ—'ন তত্র সূর্য্যো ন চন্দ্র তারকং' ইত্যাদি শ্রুতির অবশিষ্টাংশ এইরূপ "…নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"। সেই পরমেশ্বরকে সূর্য্য প্রকাশ করে না,

চন্দ্র, নক্ষত্র ইহারাও করে না। এই প্রকাশমান বিদ্যুৎও তাঁহার প্রকাশক নহে। অগ্নিতো নহেই, ইহা আর কি বলিব? তিনিই সকলের প্রকাশক, তাঁহার প্রকাশেই সকলের প্রকাশ, এই বাক্যটি—'যদিদং কিঞ্চিৎ' ইত্যাদি শ্রুতির পূর্ব্বে শ্রুত হয়। আবার 'ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ'। এই বাক্যটি উক্ত শ্রুতির পরে শ্রুত হয়। ইহার অর্থ—এই পরমেশ্বরের ভয়ে অগ্নি তাপ দিয়া থাকে। সূর্য্য কিরণ দেয়, ইন্দ্র, বায়ু ইহারা প্রত্যেকে ইঁহার ভয়ে কার্য্য করিতেছে। কৃতান্ত ইঁহার ভয়ে ধাবিত হইতেছে। এই উভয় শ্রুতিতেই প্রকাশকত্ব ও ভীতিপ্রদত্ব ধর্ম্ম ব্রহ্মনিষ্ঠ, সেই ভাসন ও ভীতিশব্দ দ্বারা বোধ্য তেজ বা প্রভাব অবগত হওয়ায় দুই শ্রুতির মধ্যগত এই বজ্র শ্রুতির অন্তর্গত বজ্র শব্দবাচ্য ভয়ঙ্কর বস্তুটি ব্রহ্মবোধক, ইহাতে যে জ্যোতিঃ-শব্দ প্রযুক্ত আছে, তাহার অর্থ পরমেশ্বরত্ব বা সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব ॥ ৪০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কঠ উপনিষদে প্রথমে পাওয়া যায়,—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি …তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" (কঠ ২।২।১৫)। পরে ঐ কঠ-উপনিষদেই পাওয়া যায়,—"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি" (কঠ ২।৩।৩) ইহার মধ্যস্থানে "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং" (কঠ ২।৩।২) শ্রুতি বজ্রের কথা বর্ণন করায়, পূর্ব্বে ও পরে যখন ব্রহ্মমাত্রবোধক জ্যোতিঃ এবং ভয়-শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিতেছেন, তখন মধ্যবর্ত্তী স্থানেও বজ্র-শব্দে উক্ত ভয়ঙ্কর বস্তুও সেই ব্রহ্ম, ইহা অবধারণ করিতেই হইবে। কারণ সকল তেজের কারণীভূত জ্যোতিঃ পরব্রহ্ম ব্যতীত আর কেহই হইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং
ব্রহ্ম জ্যোতির্নির্গুণং নির্ব্বিকারম্।
সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহং
স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ॥" (ভাঃ ১০।৩।২৪) ॥ ৪০ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—"আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা" ইতি শ্রুতং ছান্দোগ্যে।

তত্রাকাশশব্দেন সংসারবন্ধাদ্বিনির্মুক্তো জীবাত্মোচ্যতে পরমাত্মা বেতি সন্দেহে। "অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপম্" ইত্যাদিনা পূর্ব্ব মুক্তস্য প্রকৃতত্বাৎ তে যদন্তরেতি নামরূপবিমুক্তস্যাভিধানাৎ তস্যাপি ভূতপূর্ব্বগত্যা তন্নির্ব্বোঢ়ৃত্বসম্ভবাদসঙ্কুচিতপ্রকাশশব্দস্যাপি তত্রোপপত্তেশ্চ বিমুক্তাত্মেহ প্রতিপাদ্যতে "তদ্ব্রহ্ম তদমৃতম্" ইতি তদবস্থা বিমৃষ্টেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ছান্দোগ্যোপনিষদে শ্রুত আছে 'আকাশো হ বৈ…স আত্মেতি'। আকাশই হইতেছেন বিশ্বপ্রপঞ্চের নাম ও রূপের নির্ব্বাহক অর্থাৎ তাঁহা হইতেই সমস্ত নামরূপ উৎপন্ন হইয়াছে। সেই নামরূপ যাঁহা ব্যতীত বর্ত্তমান অর্থাৎ যিনি নামরূপ বিনির্মুক্ত, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই নিত্য অমৃত, তিনিই আত্মা। এই শ্রুত্যুক্ত আকাশ-শব্দের বাচ্য কে? সংসার বন্ধন-মুক্ত জীবাত্মা? অথবা পরমাত্মা—পরমেশ্বর? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী মন্তব্য করেন, এখানে আকাশ-শব্দবাচ্য বিমুক্ত-আত্মা. কারণ—শ্রুতি আছে—'অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপম্' ইত্যাদি অশ্ব যেমন সটারোম কম্পিত করে, তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে জীব সেইরূপ পাপ ঝাড়িয়া ফেলিয়া মুক্ত হয়, ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা পূর্ব্বে মুক্ত পুরুষের কথাই আরব্ধ হইয়াছে, তারপর ঐ শ্রুতিস্থ 'তে যদন্তরা' সেই নামরূপ যাহাকে ছাড়িয়া থাকে এ-কথা বলায় নামরূপ বিমুক্ত জীবকেই বুঝাইতেছে, সেই মুক্ত জীবাত্মার নামরূপ নির্ব্বাহকত্ব ভূতপূর্ব্ব অবস্থানুসারে সম্ভব, তদ্ভিন্ন আকাশ-শব্দের অর্থ অবাধিত প্রকাশশালিত্বধর্ম্ম সেই মুক্তাত্মাতে যুক্তিযুক্ত, অতএব এই সকল কারণবশতঃ এই শ্রুতিস্থ আকাশ-শব্দের বাচ্য বিমুক্ত আত্মাই বলিব. তবে যে 'তদ্ব্রহ্ম তদমৃতম্' বলা হইয়াছে তাহাও মুক্ত জীবের মুক্তি অবস্থার বর্ণনা। এই পূর্ব্বপক্ষীর মন্তব্যে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্র প্রাণশব্দিতত্বাদিকং বজ শব্দস্য ব্রহ্ম-পরত্বে যথা গমকং তথাকাশশব্দস্য তৎপরত্বে গমকং কিঞ্চিন্নাস্তীতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহাকাশেত্যাদি। তদ্ব্রহ্ম তদমৃতমিত্যাদের্মুক্তজীবেঽপি সম্ভবাদিত্যাশয়ঃ। আকাশো হেত্যস্যার্থঃ। আকাশো ব্রহ্মৈব। হ বৈ

নিশ্চয়ে। নামরূপয়োর্নির্বহিতা নির্ব্বাহকৃৎ। তে নামরূপে সংজ্ঞাদিবিমুক্তস্যাকাশস্যান্তরা মধ্যে স্তঃ যদ্বা তে দ্বে যদন্তরা যদ্বিনা স্তঃ তাভ্যাং যদস্পৃষ্টম্ ইত্যর্থঃ। তস্যাপীতি মুক্তজীবস্য—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে প্রাণশব্দে শব্দিতত্ব প্রভৃতিকে অনুমাপকরূপে যেমন বজ-শব্দের ব্রহ্মে তাৎপর্য্য দেখান হইয়াছে, সেইরূপ আকাশ-শব্দের ব্রহ্মপরতায় অনুমাপক কিছুই নাই, এই প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি ধরিয়া বলিতেছেন—'আকাশেত্যাদি' 'তদ্‌ব্রহ্ম তদমৃতম্' ইত্যাদি শ্রুতির উক্তি মুক্ত জীবেও সম্ভব—এই অভিপ্রায়। 'আকাশো হ' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—আকাশ অর্থাৎ ব্রহ্মই, শ্রুত্যুক্ত'হ' শব্দের অর্থ নিশ্চয়। 'কর্ম্মবশাৎ নামরূপে ভজতঃ' ইহাতে যুক্তি—নামরূপের নির্ব্বাহকারীই। সেই নাম ও রূপ সংজ্ঞাদিরহিত আকাশের মধ্যে থাকে, অথবা ইহার অর্থ এইরূপ—সেই নাম ও রূপ এই দুইটি যাহা ব্যতীত থাকে অর্থাৎ যে ব্রহ্ম নাম ও রূপে অসম্পৃক্ত। 'তস্যাপি'—সেই মুক্ত জীবেরও—

আকাশাধিকরণম্

সূত্রম্—আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥

সূত্রার্থ—'আকাশঃ'—এই শ্রুতির অন্তর্গত আকাশ-শব্দের অর্থ পরমেশ্বরই, কারণ কি? উত্তর—'অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ' যেহেতু নামরূপ নির্ব্বাহকত্ব ধর্ম্মটি মুক্তাবস্থ জীব ভিন্ন অন্য আকাশকে বুঝাইতেছে, তাহার কারণ বদ্ধাবস্থায় অর্থাৎ মুক্তাবস্থার পূর্ব্বে জীবের ঐ নামরূপ নির্ব্বাহশক্তি থাকে না, তখন কর্ম্মবশে জীব নামরূপ ভোগ করে; স্বেচ্ছামত নামরূপ লইতে পারে না, মুক্তাবস্থাতেও সেই জীবের জগন্নির্ম্মাণাদি ভিন্ন অন্য কার্য্যে স্বাধীনতা আছে, এ-কথা পরেই বলা হইবে ॥ ৪১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ইহাকাশঃ পরমাত্মৈব ন মুক্তজীবঃ। কুতঃ? অর্থান্তরেতি। অয়মর্থঃ—নামরূপনির্বোঢ়ৃত্বং কিল মুক্তাবস্থাজ্জীবাদন্যমাকাশং সাধয়তি। বদ্ধাবস্থং তং খলু কর্ম্মবশাৎ নামরূপে ভজতঃ। স্বয়ন্তু তন্নির্বোঢ়ৃত্বে ন শক্তঃ। মুক্তাবস্থস্য তু তস্য তত্র জগদ্‌ব্যাপারবর্জ্যমিতি বক্ষ্যমাণাৎ পরমাত্মনস্তু জগন্নির্ম্মিতিষু ক্ষমস্য শ্রুত্যৈব তদুক্তম্। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইত্যাদিনা। তস্মাৎ পরমাত্মৈবেহ বোধ্যঃ। আদিশব্দাৎ নিরুপাধিকবৃহত্ত্বাদিরূপং ব্রহ্মত্বাদি। যত্তু পূর্ব্বং মুক্তঃ প্রকৃত ইত্যুক্তং তন্ন ব্রহ্মলোকমিতি পরমাত্মনঃ প্রকৃতত্বাৎ আকাশশব্দশ্চ ব্যাপকত্বাদসঙ্গত্বাচ্চ পরমাত্মনি প্রযুক্তঃ প্রসিদ্ধশ্চ তত্রৈবেতি ॥৪১॥

ভাষ্যানুবাদ—এই শ্রুত্যুক্ত আকাশ-পদটি পরমাত্মার বোধক, মুক্ত জীবের নহে। কি কারণে? 'অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ'—ইহার তাৎপর্য্য—নাম ও রূপ নির্ব্বাহকর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ জাগতিক পদার্থ সমুদায়ের নাম রূপ রচনাশক্তি মুক্তাবস্থায় উপনীত জীবের সম্ভব নহে, অতএব তদ্ভিন্ন আকাশ পদবাচ্য সাধন করিতেছে। এ-বিষয়ে যুক্তি এই—জীব বদ্ধাবস্থায় থাকিলে কর্ম্মবশতঃ নাম রূপ প্রাপ্ত হয়, নতুবা জীব স্বয়ং সেই নাম রূপ নির্ব্বাহ করিতে পারে না। তবে যে মুক্ত জীবের ক্ষমতা শোনা যায়, তাহা জগৎ সৃষ্টিব্যাপারকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিষয়ক ব্যাপার সম্বন্ধে ইহা পরে কথিত হইবে।

পরমেশ্বর কিন্তু জগৎ-নির্ম্মাণকার্য্যে সর্ব্বদাই সমর্থ, শ্রুতিই তাঁহার তাহাতে স্বাতন্ত্র্য বলিয়াছেন। যথা—'অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি' আমি এই জীবাত্মা রূপে বিশ্বমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নাম রূপের অভিব্যক্তি করিব ইত্যাদি। অতএব পরমেশ্বরই এখানে আকাশপদবাচ্য। সূত্রোক্ত আদিশব্দে তাঁহার নিরুপাধিকত্ব, বৃহত্ত্বাদিরূপ ব্রহ্মত্ব ও নামরূপাদিনির্ব্বাহকত্ব বুঝিতে হইবে। কিন্তু যদি বল, পূর্ব্বে মুক্ত জীবের কথাই প্রক্রান্ত, তাহাও নহে, 'ব্রহ্মলোকম্' এই ব্রহ্মলোক শব্দদ্বারা পরমেশ্বরই প্রক্রান্ত। আকাশ-শব্দ যে পরমেশ্বরে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও ব্যাপকত্ব ও নির্লিপ্তত্বহেতু। আকাশ-শব্দের সেই পরমাত্মা অর্থেই প্রসিদ্ধি আছে ॥ ৪১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ইহেতি। জগন্নির্ম্মিতীতি। সত্যসঙ্কল্পযোগাদিতি ভাবঃ। প্রসিদ্ধশ্চ কো হেবান্যাদিত্যাদৌ ॥ ৪১ ॥

টীকানুবাদ—'পরমাত্মনস্ত জগন্নির্মিতিক্ষমস্থইতি' তিনি সত্যসঙ্কল্পবশতঃ যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়, এইজন্য জগতের নির্ম্মাণে সমর্থ। আকাশ শব্দের পরমেশ্বরে প্রসিদ্ধি 'কো হেবান্যাদিত্যাদি' শ্রুতিতে আছে॥ ৪১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ছান্দোগ্য-উপনিষদে পাওয়া যায়,—

"আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা", (ছাঃ ৮।১৪।১)। পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন, এই 'আকাশ' শব্দ মুক্ত জীবেই উপপন্ন হইতেছে। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত। সূত্রকার পূর্ব্বপক্ষ নিরসন পূর্ব্বক বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন—আকাশ শব্দের অর্থান্তর উল্লেখ হেতু, এখানে আকাশ-শব্দে পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে, মুক্ত জীবকে নহে। বদ্ধজীব কর্ম্মাধীন হইয়া নাম ও রূপের ভজন করে। স্বয়ং নাম রূপের নির্ব্বাহক হইতে পারে না। মুক্তাবস্থাতেও জীবের জগন্নির্ম্মাণাদি কার্য্য ভিন্ন অন্যত্র স্বাধীনতা দৃষ্ট হয়। পরমেশ্বর সর্ব্বদাই জগন্নির্ম্মাণাদি কার্য্যে সমর্থ। "আমিই জীবরূপে বিশ্বমধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ প্রকাশ করিব" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে পাওয়া যায়। আরও 'অর্থান্তরত্বাদি' শব্দের আদি শব্দের দ্বারা নিরুপাধিক বৃহত্ত্বাদি ধর্ম্ম ব্রহ্মেরই বুঝা যাইতেছে। অতএব এ-স্থলে আকাশ-শব্দে পরমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন যে, এখানে মুক্ত জীবই প্রক্রান্তবিষয়, তাহাও নহে, কারণ 'ব্রহ্ম-লোক' শব্দ দ্বারা পরমাত্মাই এখানে প্রক্রান্ত বিষয়। আকাশ-শব্দ ব্যাপকত্ব ও অসঙ্গত্ব গুণযোগহেতু পরমাত্মাতে প্রযুক্ত, ইহা প্রসিদ্ধ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"যন্ন স্পৃশন্তি ন বিদুর্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ।
অন্তর্ব্বহিশ্চ বিততং ব্যোমবত্তন্নতোঽস্ম্যহম্॥" (ভাঃ ৬।১৬।২৩)

এতৎ-প্রসঙ্গে "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২২) দ্রষ্টব্য।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"কো হেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।"
(তৈঃ ২।৭) ॥ ৪১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—স্যাদেতৎ, মুক্তাদপি জীবাদর্থান্তরং ব্রহ্মেতি নোপযুক্তং ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ। তথাহি বৃহদারণ্যকে "কতম আত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি" ইত্যাদিনা বদ্ধাবস্থং জীবমুপক্রম্য "স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়" ইত্যাদিনা তস্যৈব ব্রহ্মত্বং পরামৃশ্যতে। পরত্রাপি "অথাকাময়মানঃ" ইত্যাদিনা মুক্তাবস্থেতি বিমৃশ্য "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইতি তস্য তথাত্বং নিশ্চীয়তে তথান্তেঽপি "অভয়ং বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ" ইতি ফলোক্তিশ্চ। তদেবং সতি যঃ ক্বচিজ্জীবব্রহ্মণোর্ভেদব্যপদেশঃ স খলু ঘটাকাশ-মহাকাশবদুপাধিকৃতঃ স্যাৎ তদ্বিগমে পরিচ্ছিন্নস্য জীবস্য মহত্ত্বং ঘটনাশে ঘটাকাশস্যেব। বিশ্বকর্ত্ত্বাদি চ তস্যৈবেশ্বরত্বাৎ তস্মান্নার্থান্তরং মুক্তজীবাদ্ব্রহ্মেত্যা-ক্ষিপ্তৌ পঠতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—'স্যাদেতদিত্যাদি'—ইহা তো বলিতে পারা যায়, জীব মুক্ত হইলে তাহা হইতে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র ইহা অসঙ্গত, কারণ তাহা বিচারাসহ। কিরূপে? উত্তর—যেহেতু বৃহদারণ্যকে সেইরূপ বলা আছে—'কতম আত্মেতি' কোন্‌টি আত্মা এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, 'যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ......লোকাবনুসঞ্চরতি' যিনি বিজ্ঞানঘন আত্মা, যিনি প্রাণের মধ্যে হৃদয়ে জ্যোতিঃস্বরূপে বিরাজমান, তিনি সমানভাবেই ইহলোকে ও পরলোকে সঞ্চরণ করেন' ইত্যাদি দ্বারা বদ্ধাবস্থ জীবকে উপক্রম করিয়া পরে বলিতেছেন—'স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ঃ' সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মাই ব্রহ্ম ইত্যাদি দ্বারা সেই জীবেরই ব্রহ্মত্ব বোধিত হইতেছে। আবার পরেও 'অথাকাময়মানঃ'—অতঃপর কামনাশূন্য হয় ইত্যাদি দ্বারা তাহারই মুক্তাবস্থা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' ব্রহ্ম হইয়াই মুক্তাবস্থ জীব ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন এই উক্তি দ্বারা তাহারই ব্রহ্মত্ব নির্দ্ধারিত হইতেছে, শুধু ইহাই নহে, শেষেও 'অভয়ং বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ'—যিনি এইভাবে ব্রহ্ম জ্ঞান করেন, তিনি অভয় ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন, ইহা দ্বারা ফলও বলা হইয়াছে, অতএব এমতাবস্থায় কোন স্থলে যদি জীব ও ব্রহ্মের ভেদোল্লেখ

থাকে, তাহা ঘটাকাশ-মহাকাশের মত সোপাধিকত্ব নিরুপাধিকত্ব রূপ উপাধি ভেদজনিত অর্থাৎ যেমন ঘটাকাশ ঘটনাশের পর মহাকাশে মিশিয়া যায়, সেইরূপ দেহাদি উপাধিনাশ হইলে দেশতঃ ও কালতঃ পরিচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ) জীব অসীমত্ব লাভ করে, আর বিশ্ব-স্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মও সেই মুক্তাবস্থ ব্রহ্মেরই ঈশ্বরত্ব লাভবশতঃ সম্ভব, অতএব মুক্ত জীব হইতে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র নহে, এই আক্ষেপের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—স্যাদেতদিতি। অর্থান্তরং ভিন্নমিত্যর্থঃ। উভাবিতি। ইহলোক পরলোকাবিত্যর্থঃ। তথাত্বমিতি ব্রহ্মত্বম্। ফলোক্তিঃ ব্রহ্ম ভূয়ায়াপ্তিবচনম্। ক্বচিৎ দ্বাসুপর্ণেত্যাদিষু। তস্যৈব ব্রহ্মণঃ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'জীবাদর্থান্তরম্'—অর্থান্তর অর্থাৎ ভিন্ন। 'উভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি'—উভয়লোক—ইহলোক-পরলোক। 'তস্য তথাত্বম্'—সেই জীবের ব্রহ্মত্ব নির্ণীত হইতেছে। 'য এবং বেদেতি ফলোক্তিশ্চ' —ব্রহ্মভাব হেতু ব্রহ্ম প্রাপ্তি কথন। 'ক্বচিদ্ জীব-ব্রহ্মণোর্ভেদাবগমাৎ'—ক্বচিৎ —কোন কোন স্থলে যথা,—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া'ইত্যাদি শ্রুতিতে। 'তস্যৈবেশ্বরত্বাৎ'—সেই ব্রহ্মেরই ঈশ্বরত্ব—

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যধিকরণম্

সূত্রম্—সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥ ৪২ ॥

সূত্রার্থ—সুষুপ্তি ও দেহ হইতে উৎক্রমণেও জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদ থাকায় উক্ত বাক্যসন্দর্ভে মুক্ত জীব ব্রহ্ম হইতেও পারে, এইরূপ উক্তি সঙ্গত হইতে পারে না ॥ ৪২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ব্যপদেশাদিত্যনুবর্ত্ততে। তস্মিন্ বাক্যসন্দর্ভে মুক্তজীবো ব্রহ্ম বেতি ন সম্ভবতি। কুতঃ? সুষুপ্তাবুৎক্রান্তৌ চ জীবাদ্ভেদেন ব্রহ্মণো ব্যপদেশাৎ। সুষুপ্তৌ তাবৎ "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্" ইতি। উৎক্রান্তৌ চ "প্রাজ্ঞেনাত্মনা অন্বারূঢ় উৎসর্জন্ যাতি" ইতি। উৎসর্জন্ হিক্কশব্দং

কুর্ব্বন্। ন চ স্বপত উৎক্রমতো বা অকিঞ্চিজ্জ্ঞস্য তদৈব প্রাজ্ঞেন স্বেনৈব পরিষ্বঙ্গান্বারোহৌ সম্ভবেতাম্। ন চ জীবান্তরেণ তস্যাপি সার্ব্বজ্ঞ্যাভাবাৎ ॥ ৪২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্ব সূত্র হইতে 'ব্যপদেশাৎ' এই কথাটির এই সূত্রেও অনুবৃত্তি আছে। পূর্ব্বোক্ত বাক্যসন্দর্ভে পূর্ব্বপক্ষীর যুক্তি-সিদ্ধ মুক্ত জীব ব্রহ্মও হইতে পারে, এই উক্তি সম্ভবপর নহে, কারণ? সুষুপ্তিদশায় ও উৎক্রান্তি-স্থলে জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদ উল্লেখ আছে। তাহা কিরূপ্ দেখাইতেছি—সুষুপ্তিকালে জীব প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, তখন সে বাহ্য কোন বস্তুই জানিতে পারে না এবং অভ্যন্তরেরও বৃত্তি অনুভব করে না। আবার উৎক্রান্তিকালেও জীব প্রাজ্ঞ আত্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত (পরিচালিত) হইয়া হিক্কা শব্দ করিতে করিতে চলিয়া যায়। এই সুষুপ্তিকালীন বা উৎক্রমণ (মৃত্যু)-কালীন জীবের কোনও জ্ঞান থাকে না, তাহার পক্ষে প্রাজ্ঞ নিজ দ্বারা নিজের সঞ্চালন ও অধিষ্ঠান সম্ভব হইতে পারে না, আর অন্য জীবদ্বারাও ঐ কার্য্যদ্বয় সঙ্ঘটিত হইবার নহে, যেহেতু সঞ্চালক বা অধিষ্ঠানকারক ঐ জীবান্তর সর্ব্বজ্ঞ নহে অতএব মুক্ত জীব ও পরমেশ্বর এক নহে ॥ ৪২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সুষুপ্তীতি। সংপরিষ্বক্তঃ সমাশ্লিষ্টঃ। অন্বারূঢ়োঽধিষ্ঠিতঃ। তস্যাপি জীবান্তরস্যাপি ॥ ৪২ ॥

টীকানুবাদ—সুষুপ্তীত্যাদি 'প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ'—সংপরিষ্বক্ত অর্থাৎ আশ্লিষ্ট। 'অন্বারূঢ়ঃ'—অধিষ্ঠিত। 'তস্যাপি সার্ব্বজ্ঞ্যাভাবাৎ'। তস্য অর্থাৎ জীবান্তরেরও ॥ ৪২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি এরূপ আশঙ্কা করেন যে, তাহা হইলেও মুক্ত জীব হইতে ব্রহ্ম অর্থান্তর অর্থাৎ ভিন্ন, ইহা বিচারের অযোগ্য বলিয়া উপযুক্ত হয় না। কারণ বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়, "কতম আত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ" ইত্যাদি (বৃঃ ৪।৩।৭) শ্রুতির বিচারে বদ্ধাবস্থ জীবকেই উপক্রম করিয়া 'সেই এই আত্মা বিজ্ঞানময় ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যে বদ্ধ জীবেরই ব্রহ্মত্ব বিচার হইয়াছে। পরে 'মুক্তাবস্থায় জীব ব্রহ্মত্ব

প্রাপ্ত হন' ইত্যাদি দ্বারা ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় করা হয়, অন্তে তিনি অভয় ব্রহ্মস্বরূপ হন, বলিয়া ফলোক্তিও দেখা যায়, কোন কোন শ্রুতিতে যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ উক্ত হইয়াছে, তাহা কেবল ঘটাকাশ ও মহাকাশের ন্যায় ঔপাধিক ভেদ মাত্র। উপাধি বিগত হইলেই জীবের ঈশ্বরত্ব-প্রাপ্তিতে বিশ্ব-কর্তৃত্বাদি ধর্ম্ম প্রাপ্তি হয়। অতএব মুক্ত জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন, এইরূপ আক্ষেপ হইলে তাহার সমাধানার্থ সূত্রকার বলিতেছেন যে, উক্ত বাক্যসন্দর্ভেও মুক্ত জীব ব্রহ্মই, ইহা বলা সম্ভব নহে; কারণ সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি দশায় জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞ আত্মা পরমেশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া বাহ্য ও আন্তর কিছুই জানিতে পারেন না আবার উৎক্রান্তি-দশায় পরমাত্মার দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। উভয়বিধ অবস্থাতেই জীবের সহিত পরমাত্মার অভেদভাবে মিলন বা একত্র অধিষ্ঠান সম্ভব নহে। সর্ব্বজ্ঞত্বাদি অভাব হেতুও জীবান্তরের সহিত মিলন এ-কথাও বলা চলে না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"হরিঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ।
ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধুমানয়েৎ॥" (ভাঃ ৭।৭।৩২)

"বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি বৃত্তয়ঃ।
তা যেনৈবানুভূয়ন্তে সোঽধ্যক্ষঃ পুরুষঃ পরঃ॥" (ভাঃ ৭।৭।২৫)

"তদা পুমান্ মুক্তসমস্তবন্ধনস্তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ।
নির্দ্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা ভক্তিপ্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজম্॥"

"অধোক্ষজালম্ভমিহাশুভাত্মনঃ শরীরিণঃ সংসৃতিচক্রশাতনম্।
তদ্ব্রহ্মনির্ব্বাণসুখং বিদুর্বুধাস্ততো ভজধ্বং হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্॥"
(ভাঃ ৭।৭।৩৬-৩৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"যস্ত্বত্র বদ্ধ ইব কর্ম্মভিরাবৃতাত্মা
ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ীমবলম্ব্য মায়াম্।
আস্তে বিশুদ্ধমবিকারমখণ্ডবোধ-
মাতপ্যমানহৃদয়েঽবসিতং নমামি॥" (ভাঃ ৩।৩১।১৩)

অর্থাৎ (জীব ও ভগবানে বিশেষ আছে;—জীব সেবক, ভগবান্ সেব্য, জীব শরণাগত, ভগবান্ শরণ্য।) যে 'আমি' জননী-জঠরে দেহাকারে পরিণতা মায়াকে আশ্রয়পূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা আবৃতস্বরূপ হইয়া বদ্ধের ন্যায় অবস্থান করিতেছি এবং ভগবান্, যিনি অন্তর্য্যামিরূপে আমার সহিত এই স্থানে বাস করিতেছেন—সেই আমাতে ও ভগবানে বিশেষ ভেদ আছে। ভগবান্ স্থূল ও লিঙ্গ উপাধিরহিত অর্থাৎ তাঁহার দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই; তিনি অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ। আমার সন্তপ্ত-হৃদয়ে তাঁহার ঐ রূপ প্রতিভাত হইতেছে। তিনিই আমার শরণ্য, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবেও পাই,—

"অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মত দুষ্টতয়া॥" (ভাঃ ১০।৮৭।৩০)

শ্রুতির স্তবে "দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায়" (ভাঃ ১০।৮৭।২১) শ্লোকে শ্রীধর-ধৃত সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকার ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়,—

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"যেই মূঢ় কহে,—'জীব' 'ঈশ্বর' হয় সম।
সেই ত' 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম॥" (মধ্য ১৮।১১৫) ॥৪২॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বু নৈতাবতাভীষ্টসিদ্ধিরৌপাধিকভেদাভ্যুপগমাদিতি চেৎ তত্রাহ—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে শ্রীবলদেবকৃতমবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্॥

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই—ইহাতেও তো তোমাদের অভিপ্রেত অর্থাৎ বক্তব্য মুক্তজীব ও ব্রহ্মের ভেদ সিদ্ধ হইল না,

কারণ ঐ ভেদ তো ঔপাধিক, বাস্তবিক নহে। এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়পাদের শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। এতাবতা সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্জীব-ব্রহ্মভেদপ্রতিপাদনেন নাভীষ্টসিদ্ধির্মুক্তজীবাদ্‌ব্রহ্মণো ভেদসিদ্ধির্নেত্যর্থঃ। তত্র হেতুরৌপাধিকেতি। অস্মৎসিদ্ধান্তেঽপ্যাবিদ্যিকে ভেদস্বীকারাদিত্যর্থঃ।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে শ্রীবলদেবকৃত-অবতরণিকা-ভাষ্যস্য সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা ॥

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—এতাবৎ প্রবন্ধদ্বারা সুষুপ্তি ও উৎক্রমণাবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের ভেদ প্রদর্শন করিলেও তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্ত জীব হইতে ব্রহ্মের পার্থক্য সিদ্ধি হইল না। 'নচৌপাধিকত্বং ভেদস্য ইতি'—মুক্ত জীব ও ব্রহ্মের যে পার্থক্য দেখাইয়াছ তাহা ঔপাধিক বলিব, কেননা আমাদের সিদ্ধান্তেও আবিদ্যিক অর্থাৎ অবিদ্যা-জনিত ভেদ স্বীকৃতই আছে, ইহা 'নচেত্যাদি' দ্বারা পূর্ব্বপক্ষীর আশয় জ্ঞাতব্য।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়পাদের শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূত্রম্—পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে সূত্রং সমাপ্তম্ ॥

সূত্রার্থ—পরে ঐ শ্রুতির শেষভাগে পঠিত পতি প্রভৃতি শব্দ হইতে উভয়ের ভেদ অবগত হওয়া যায়। যথা 'স বা অয়মাত্মা…অসম্ভেদায়' ইত্যাদিতে॥ ৪৩ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়পাদের সূত্রার্থ সমাপ্ত ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তত্রৈবোত্তরত্র পত্যাদয়ঃ শব্দাঃ পঠ্যন্তে—"স বা অয়মাত্মা সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নাত্র বাসাধুনা কনীয়ানেষ ভূতাধিপতিরেষ লোকেশ্বর এষ লোকপালঃ স সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" ইত্যাদিনা। তেভ্যো মুক্তজীবাদন্যদ্ ব্রহ্মেতি বিজ্ঞায়তে। ন হি সর্ব্বাধিপত্যং সর্ব্বপ্রশাসনাদিকং বা মুক্তজীবস্য শক্যং বক্তুং "জগদ্ব্যাপারবর্জ্যম্" ইতি প্রতিষেধাৎ। "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" ইতি তৈত্তিরীয়কে ব্রহ্মণ এব তচ্ছ্রবণাৎ। ন চৌপাধিকত্বং ভেদস্য তস্য মুক্তাবপি শ্রবণাৎ। অংশাধিকরণে তু তথাত্বং পরিহরিষ্যামঃ। অয়মাত্মা ব্রহ্মেত্যত্র জীবস্য তদুক্তিস্তদ্‌গুণাংশযোগাৎ। ব্রহ্মৈব সন্নিত্যত্র তু আবির্ভাবিতগুণাষ্টকেন ব্রহ্মসদৃশঃ সন্নিত্যেবার্থঃ। "পরমং সাম্যমুপৈতি" ইত্যাদি শ্রবণাৎ ব্রহ্মভাবোত্তরভাবিত্বাচ্চ ব্রহ্মাপ্যয়স্যেতি পূর্ব্বমভাষি। তদেবং বদ্ধমুক্তোভয়াবস্থাৎ জীবাৎ ব্রহ্মণো ভেদসিদ্ধৌ নামরূপনির্বোঢ়াকাশো ন মুক্তজীবঃ কিন্তু পরমাত্মৈবেতি সিদ্ধম্। "নেতরোঽনুপপত্তের্ভেদব্যপদেশাচ্চ" ইত্যত্র যৎ শঙ্কানিদানং তদিহৈবোক্তমিতি পুনরুক্তির্মুক্তিকালিকভেদাভ্যাসাৎ ন দোষ ইত্যপরে॥ ৪৩ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে শ্রীবলদেবকৃতং মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'তত্র' সেই শ্রুতিতেই, 'উত্তরত্র'—শেষভাগে পতি প্রভৃতি শব্দ পঠিত হয়। যথা 'স বা অয়মাত্মা…অসম্ভেদায়'। সেই এই আত্মা সকলের স্বামী, সকলের নিয়ন্তা, সকলের অধিপতি, তিনি এই সমস্তই শাসন করিতেছেন, এই যাহা কিছু আছে, তিনি সাধু কর্ম্মের দ্বারা বড হইয়া থাকেন না এবং অসাধু কর্ম্মদ্বারাও ক্ষুদ্র হন না। তিনি প্রাণিগণের অধিপতি, ইনি লোকপাল, ইনি লোকনিয়ন্তা, তিনি লোক-সংস্থার সেতু,

যাহাতে এই সকলের শৃঙ্খলাভঙ্গ না হয়, তাহার জন্য তিনি সকলের বিশেষভাবে ধারক ইত্যাদি দ্বারা। অতএব সেই সকল বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়—'জীব হইতে ব্রহ্ম বিভিন্ন'। এই সকল বাক্য-বর্ণিত সর্ব্বাধিপত্য বা সর্ব্বপ্রশাসনাদি কার্য্য মুক্ত জীবের পক্ষে বলিতে পারা যায় না, যেহেতু শ্রুতিই মুক্ত জীবের জগদ্ ব্যাপার ব্যতীত অন্যত্র স্বাতন্ত্র্য বলিয়াছেন। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে—'অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্' জীবের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে শাসন করিতেছেন, ইহা ব্রহ্ম সম্বন্ধেই শ্রুত হয়। ভেদকে ঔপাধিকও বলা চলে না; কারণ মুক্তিতেও ঐ ভেদের কথা শ্রবণ করা যায়। অংশাধিকরণে জীবের ঔপাধিকত্ব আমরা খণ্ডন করিব। তবে যে 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এই আত্মাই ব্রহ্ম এই উক্তিতে জীবের ব্রহ্মত্ব উক্তি আছে, তাহার তাৎপর্য্য—জীবে ব্রহ্মের আংশিক গুণযোগ হেতু। আর 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' এখানেও ব্রহ্মরূপ লাভ করিয়া জীব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ইহাতে জীবের গুণাষ্টক আবির্ভাবিত হওয়ায় ব্রহ্মসদৃশ হইয়া, এইরূপ অর্থই প্রকাশ পাইতেছে। 'পরমং সাম্য-মুপৈতি দিব্যম্' পরম দিব্য ব্রহ্ম সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়, এই কথার দ্বারা আবার ব্রহ্মভাব লাভের পরবর্ত্তী অবস্থালাভ বর্ণিত হওয়ায় 'ব্রহ্মাপ্যয়স্তু' এই কথা শ্রুতি পূর্ব্বে বলিয়াছেন। অতএব এই প্রকারে বদ্ধাবস্থ ও মুক্তাবস্থ উভয়বিধ জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদ সিদ্ধ হওয়ায় নামরূপ নির্ব্বাহক আকাশ যে মুক্ত জীব নহে, কিন্তু পরমেশ্বর; ইহা সিদ্ধ হইল। যদি বল, 'নেতরোঽনুপপত্তেঃ' এই সূত্রের দ্বারা ও 'ভেদব্যপদেশাচ্চ' ইহার দ্বারাই তো জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য বর্ণিত হইয়াছে, তবে আবার এখানে উক্তি কেন? তাহার উত্তর এই যে,—পূর্ব্বোক্ত দুইসূত্রে বর্ণিত সমাধান যে-শঙ্কার উপর হইয়াছে, সেই শঙ্কার মূলকারণ এখানে বলা হইল, এইজন্য পুনরুক্তি দোষ হইল না, তাহার কারণ মুক্তিকালেও জীবের ব্রহ্ম হইতে ভেদ থাকে, ইহারই বারবার আবৃত্তি করা হইতেছে, ইহা অপরে ব্যাখ্যা করেন॥ ৪৩॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়পাদের শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥

সূক্ষ্মা টীকা—তত্রৈবেতি। তচ্ছ্রবণাৎ সর্ব্বাধিপত্যাদ্যুক্তেঃ। তথাত্বমৌ-পাধিকত্বম্। তদুক্তির্ব্রহ্মত্বোক্তিঃ। নন্বু তদ্ভেদ আনন্দময়াধিকরণে দর্শি-তোঽস্ত্যত্র পুনস্তদুক্তিঃ পৌনরুক্তমিতি চেত্তত্রাহ নেতর ইত্যাদি। সঙ্গত্য-ন্তরমাহ মুক্তিকালিকেতি॥ ৪৩॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা॥

টীকানুবাদ—'তত্রৈব ব্রহ্মণ এব তচ্ছ্রবণাৎ'—সেই তৈত্তিরীয়োপনিষদেই ব্রহ্মের সর্ব্বাধিপত্য প্রভৃতি শ্রুত হওয়ায়। 'অংশাধিকরণে তু তথাত্বং'—অর্থাৎ ঔপাধিকত্ব। 'জীবস্য তদুক্তিঃ'—মুক্ত জীবের ব্রহ্মত্ব কথন। যদি বল, পূর্ব্বে (প্রথম পাদে) আনন্দময়াধিকরণেই তো জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখান হইয়াছে, আবার এখানে সেই ভেদ কথন পুনরুক্তি দোষগ্রস্ত, তাহাতে উত্তর করিতেছেন—'নেতরোঽনুপপত্তেঃ' ইত্যাদি। অথবা অন্য যুক্তিও দেখাইতেছেন—'মুক্তিকালিক-ভেদাভ্যাসাৎ'—মুক্তিকালীন জীবের যে ভেদ থাকে, তাহা পুনঃ পুনঃ বলিবার অভিপ্রায়ে ঐ উক্তি হইয়াছে. এই কথা কেহ কেহ বলেন॥ ৪৩॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়পাদের মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন যে, তোমাদের এতাবৎ কথা দ্বারা অভীষ্ট অর্থাৎ মুক্তজীব ও ব্রহ্মের ভেদ সিদ্ধ হইল না, কারণ ভেদ তো ঔপাধিকমাত্র। তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, যেহেতু ঐ শ্রুতিতেই পরে পত্যাদি শব্দ উক্ত হইয়াছে, সেই হেতু মুক্ত জীবকেই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে "স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা' ইত্যাদি (বৃঃ ২।৫।১৫) বাক্যে ও অন্যান্য শ্রুতিবাক্যে মুক্ত

জীব হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন ইহা জানা যায়। এ-বিষয়ে ভাষ্য ও টীকা দ্রষ্টব্য।

আর যে ভেদকে ঔপাধিকমাত্র বলিবে, তাহাও বলা যায় না ; কারণ মুক্তিতেও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ শোনা যায়।

তবে যে কোন কোন স্থলে জীবকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তাহা কেবল ব্রহ্মের আংশিক গুণ জীবে আছে বলিয়াই তদ্রূপ উক্তি দেখা যায়। আর যে জীব ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে পায়, তাহা কেবল আবির্ভাবিত গুণাষ্টক দ্বারা ব্রহ্ম সদৃশ হয় বলিয়াই। যেমন বলা হইয়াছে, পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের সাদৃশ্যই লাভ করে। সুতরাং বদ্ধ ও মুক্ত সকল অবস্থাতেই জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এবং এখানে আকাশ-শব্দে পরমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে, মুক্ত জীবকে নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

> "স এষ আত্মাত্মবতামধীশ্বর-
> স্ত্রয়ীময়ো ধর্ম্মময়স্তপোময়ঃ।
> গতব্যলীকৈরজশঙ্করাদিভি-
> র্বিতর্ক্যলিঙ্গো ভগবান্ প্রসীদতাম্॥
> শ্রিয়ঃ পতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতি-
> র্ধিয়াংপতির্লোকপতির্ধরাপতিঃ।
> পতির্গতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং
> প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাং পতিঃ।" (ভাঃ ২।৪।১৯-২১)

শ্রীগীতাতেও "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ", শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ ও শ্রীধরস্বামিপাদ সাধর্ম্ম্য-অর্থে সারূপ্যলক্ষণা মুক্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রমেয় রত্নাবলীর চতুর্থ প্রমেয়ে কান্তিমালা টীকায় পাওয়া যায়,—"মুণ্ডক (৩।১।৩) শ্লোকে 'সাম্য' ও গীতার (১৪।২)

শ্লোকে 'সাধর্ম্ম্য' শব্দ আছে, সেই শব্দ দ্বারা মোক্ষাবস্থাতেও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ আছে জানিতে হইবে এবং 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'— এই বাক্যে 'ব্রহ্মৈব' শব্দে ব্রহ্মতুল্য জানিতে হইবে। 'এব' শব্দ তুল্যার্থে সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ ভগবানের সমান ধর্ম্মপ্রাপ্তি (শ্রীশুকদেব)—জরা-মরণাদি-রাহিত্য লক্ষণ, পরন্তু স্রষ্টৃত্বাদি লক্ষণ নহে।"—(ভাঃ ৫।১।২৭) শ্লোক দ্রষ্টব্য।

গীতায় (১৪।২) শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব প্রভু বলেন—"গুরূপাস-নয়েদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য প্রাপ্য জনাঃ সর্ব্বেশস্য মম নিত্যা-বির্ভূতগুণাষ্টকস্য সাধর্ম্ম্যং সাধনাবির্ভাবিতেন তদষ্টকেন সাম্যমাগতাঃ সন্তঃ... জন্মমৃত্যুভ্যাং রহিতা মুক্তা ভবন্তীতি মোক্ষে জীব-বহুত্বমুক্তং ;—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" (সামবেদ, কঠোপনিষৎ ১।৩।৯) ইত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চৈতদবগতম্।"

এই 'সাম্য' শব্দের উল্লেখ মুণ্ডক শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং...নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" এবং (ভাঃ ১১।৫।৪৮) শ্লোকেও "তৎসাম্যমাপুঃ" কথা পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে তন্মহিমান-মবাপ"—কথায় 'মহিমা'—শব্দে শ্রীবীররাঘব বলেন,—ছান্দোগ্যোল্লিখিত মুক্ত-স্বরূপের অষ্টলক্ষণের আবির্ভাব। শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন,—'জীবন্মুক্তি ; শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—'বৈকুণ্ঠ'। শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১।২৭) শ্লোকে 'তাদাত্ম্য' শব্দে শ্রীবীররাঘব বলিয়াছেন,—সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সমান ধর্ম্ম ; শ্রীবিজয়ধ্বজ বলেন,—'তদ্রূপসাম্য' অর্থাৎ ভগবানের সমানরূপ ; শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন,—'তৎসাম্য' অর্থাৎ ভগবানের সমতা ; শ্রীশুকদেব বলেন,—'বিভিন্নাংশ জীব ভগবান্ হইতে ভিন্ন হইলেও অংশী ভগবান্ হইতে তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই বলিয়া, তিনি ভগবান্ হইতে অভিন্ন, ইহাই 'তাদাত্ম্য'-শব্দের তাৎপর্য্য'। অতএব 'সাধর্ম্ম্য' বা 'সাম্য' শব্দে শ্রীভগবানের সহিত জীবের একীভাব অর্থাৎ কেবলাভেদ বা লয় প্রাপ্তি বুঝায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতের "মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে" ॥ (ভাঃ ৬।১৪।৫) শ্লোকও আলোচ্য।

মুণ্ডক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥" (মুঃ ৩।১।৪)

শ্রীমদ্ভাগবতের "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" শ্লোকও আলোচ্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কোটি জ্ঞানি-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটি মুক্ত-মধ্যে 'দুর্ল্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত। (মধ্য ১৯।১৪৮)

আরও পাই,—

'মায়াধীশ' 'মায়াবশ'—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন-জীবে ঈশ্বর-সহ কহত' অভেদ ॥ (মধ্য ৬।১৬২) ॥ ৪৩ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়-পাদের সিদ্ধান্তকণা নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা।

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়পাদ সমাপ্ত।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

চতুর্থপাদঃ

মঙ্গলাচরণম্

তমঃ সাংখ্যঘনোদ্গীর্ণং বিদীর্ণং যস্য গোগণৈঃ।
তং সংবিদ্ভূষণং কৃষ্ণপূষণং সমুপাস্মহে ॥

অনুবাদ—কতিপয় বাক্য আছে যেগুলি ব্রহ্মেরও বোধক আবার প্রকৃতিরও বোধক মনে হয়, অতঃপর সেইগুলি ব্রহ্মেই যোজনা করিবার জন্য ভাষ্যকার মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—'তমঃ সাংখ্য' ইত্যাদি, যে বাদরায়ণরূপ সূর্য্যের বাক্যরূপ কিরণ সমূহ দ্বারা সাংখ্যদর্শনকার কপিলমুনিরূপ মেঘের দ্বারা উৎপাদিত অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে, সেই জ্ঞান-শক্তিরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন সূর্য্যকে আমরা ভজন করিতেছি।

অবতরণিকাভাষ্যম্—মুক্ত্যুপায়তয়া জিজ্ঞাস্যং বিশ্বজন্মাদিবীজং জড়াজ্জীবাচ্চ বিলক্ষণমবিচিন্ত্যানন্তশক্তিসার্ব্বজ্ঞ্যাদিকল্যাণগুণময়ং নিরস্তহেয়ং নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যং পরং ব্রহ্ম পরামৃষ্টং প্রাক্। ইদানীন্তু কাসুচিচ্ছাখাসু দৃশ্যমানানাং কপিলতন্ত্রসিদ্ধপ্রধানপুমর্থকশব্দাঞ্চিতানাং বাক্যানাং সমন্বয়স্তত্রৈব চিন্ত্যতে। কঠবল্ল্যামিদমামনন্তি। "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" ইতি।

তত্রাব্যক্তশব্দেন স্মার্ত্তং প্রধানং বাচ্যং শরীরং বেতি সন্দেহে মহদব্যক্তপুরুষাণাং পরাপরভাবেন স্মৃতিপ্রসিদ্ধানাং শ্রুতৌ যথাবৎ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ স্মার্ত্তং স্বতন্ত্রং প্রধানমিহ বাচ্যং শরীরং বেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বপাদ-বিচারে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম মুক্তির উপায়হেতু উপাস্য ও বিচার্য্য, তিনি বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, জড় পদার্থ প্রকৃতি প্রভৃতি হইতে এবং জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র, অচিন্তনীয় অনন্ত শক্তিসম্পন্ন এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদি কল্যাণগুণময়, হেয়—রাগ-দ্বেষ-অবিদ্যা প্রভৃতি বর্জ্জিত, অবাধিত ঐশ্বর্য্য (নিয়ামকত্ব)-সম্পন্ন। এই পাদে যে কোন কোন বেদশাখায় দৃশ্যমান কপিলতন্ত্রসিদ্ধ প্রধান ও পুরুষবোধক শব্দ-সম্বলিত বাক্য সমষ্টি আছে, তাহাদেরও সমন্বয় ব্রহ্মে বিচারিত হইতেছে। কঠোপনিষদে আছে—'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা··· সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ' ইন্দ্রিয়গণ হইতে শব্দাদি বিষয় ইন্দ্রিয়গণের আকর্ষক বলিয়া প্রধান। আবার সেই শব্দাদি বিষয় হইতে মন প্রধান, যেহেতু ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ মন ঘটাইয়া থাকে। সংশয়াত্মক মন হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব, কারণ বুদ্ধি ভোগোপকরণ যাহা নিশ্চয় করাইয়া দেয়, তাহাই আত্মা ভোগ করে। কিন্তু মহান্—দেহ-ইন্দ্রিয়-অন্তঃকরণবর্গের স্বামী ভোক্তাত্মা, ভোক্তৃত্ব হেতু বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ। সেই মহান্ হইতে আবার অব্যক্ত অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর প্রধান; যেহেতু লিঙ্গ শরীরই জীবাত্মাকে নানা যোনিতে লইয়া যায়। সেই অব্যক্ত সংজ্ঞক লিঙ্গ শরীর হইতে পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ, তাহার কারণ তিনিই সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বপ্রবর্ত্তক। সেই পুরুষ হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই; তিনিই শ্রেষ্ঠদিগের শেষ সীমা, তিনিই চরম গতি। সেই শ্রুতিতে পঠিত অব্যক্ত-শব্দের বাচ্য কে? স্মৃতি বাক্যা-বগত প্রধান বা প্রকৃতি অথবা লিঙ্গ শরীর? এই সংশয়ের সমাধানার্থ পূর্ব্বপক্ষী বলেন, ঐ শ্রুতিতে মহান্, অব্যক্ত ও পুরুষের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত থাকায় অব্যক্ত-শব্দের বাচ্য স্মৃত্যুক্ত স্বাধীন প্রকৃতিই হইবে অথবা শরীর, এই মন্তব্যের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথ প্রধানপুরুষাবভাসকানি কানিচিদ্বাক্যানি ব্রহ্মণি সঙ্গময়িতুং মঙ্গলমাচরতি তম ইতি। যস্য শ্রীকৃষ্ণপুষ্ণঃ শ্রীবাদরায়ণ-রবের্গোগণৈর্বাগ্‌বৃন্দৈরেব গোগণৈঃ কিরণবৃন্দৈঃ সাংখ্যঘনোদীর্ণং কপিল-মেঘকল্পিতং তমঃ অজ্ঞানমেব তমস্তিমিরং বিদীর্ণং বিনষ্টমভূৎ তং বয়ং সমুপাস্মহে ভজামহে ইত্যন্বয়ঃ। গৌর্নাদিত্যে বলীবর্দ্দে কিরণক্রতুভেদয়োঃ। স্ত্রী তু স্যাদ্ দিশি ভারত্যাং ভূমৌ চ সুরভাবপি। নৃস্ত্রিয়াং স্বর্গবজ্রাম্বুরশ্মি-

দৃগ্‌বাণলোমস্বিতি কেশবঃ। তং কীদৃশমিত্যাহ সংবিদিতি। সংবিৎ জ্ঞানশক্তিঃ সৈব নিখিলপালনলক্ষণো বিচারঃ। স এব ভূষণং যস্য তমিত্যর্থঃ। অত্র সমস্তবস্তুবিষয়ং রূপকমঙ্গি পরম্পরিতত্ত্বঙ্গম্। অষ্টাবিংশতি সূত্রকমষ্টাধিকরণকং চতুর্থপাদং ব্যাখ্যাতুমুক্তার্থানুবাদপূর্ব্বকমবতারয়তি মুক্ত্যুপায়তয়েত্যাদিনা। পূর্ব্বপূর্ব্বত্র ব্রহ্মৈব কারণং ন প্রধানাদীত্যুক্তম্। তন্ন যুক্তং প্রধানাদেরপি কারণত্বেন বেদান্তেষূপলব্ধেঃ। ন চ কারণদ্বয় বৈয়র্থ্যং কল্প্যং ভেদেন ব্যবস্থিতেরিত্যাক্ষেপঃ সঙ্গতিরিয়মপ্যেকেষামিতি বদতা সূত্রকৃতৈবং সূচ্যতে। অনন্তরন্যায়প্রসিদ্ধজীবোক্তিভঙ্গেনাপ্রসিদ্ধব্রহ্মোক্তিপরবদপ্রসিদ্ধপ্রধানোক্তিপরমেব কাঠকবাক্যং স্যাদিতি দৃষ্টান্তসঙ্গতিঃ। পূর্ব্বপক্ষে ব্রহ্মসমন্বয়ানিয়মঃ সিদ্ধান্তে তু তন্নিয়মঃ ফলমিতি ভাব্যম্। ইন্দ্রিয়েভ্য ইত্যাদি। অর্থাঃ শব্দাদয়ো বিষয়া ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাস্তদাকর্ষকত্বেন প্রধানভূতা ইত্যর্থঃ। অতএবেন্দ্রিয়াণি গ্রহাঃ শব্দাদয়স্ততিগ্রহাঃ শ্রূয়ন্তে। গৃহ্ণন্তি নিবধ্নন্তি বিষয়াসক্তং পশুমিতি পূর্ব্বেষাং গ্রহত্বং তদাকর্ষকত্বাৎ তদুত্তরেষাম্ততিগ্রহত্বমিতি জ্ঞেয়ম্। ইন্দ্রিয়ার্থব্যবহারস্য মনোমূলত্বাদর্থেভ্যো মনঃ প্রধানম্। নিশ্চিত্য বিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্তে ইতি সংশয়াত্মকান্ মনসো নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা। ভোগো-পকরণাদ্বুদ্ধের্ভোক্তাত্মা পরঃ। কীদৃশো মহান্ দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণানাং স্বামী-ত্যর্থঃ। মহত আত্মনো জীবাদব্যক্তং সূক্ষ্মশরীরং তেনৈব জীবস্য নানাযোনিষু সমাকর্ষণাৎ তস্মাৎ তৎ প্রধানমিত্যর্থঃ। তস্মাদব্যক্তাৎ সূক্ষ্মাৎ শরীরাৎ পুরুষঃ পরঃ। দেহেন্দ্রিয়াদি সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাত্তত্তৎসর্ব্বপ্রবর্ত্তকত্বাচ্চ তস্মাদপি প্রধানমিত্যর্থঃ। তত্রেতি। পরাপরভাবেনেতি। যথোত্তরং পরত্বং যথাপূর্ব্বম্ অপরত্বমিতি জ্ঞেয়ম্—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'অথ প্রধানপুরুষাবভাসকানি' ইত্যাদি—শ্রুতিতে কতকগুলি বাক্য দেখা যায় যেগুলি প্রধানকেও বুঝাইতেছে আবার পুরুষের (জীবের)ও বোধক সেইগুলি পরমেশ্বরে সমন্বয় করিবার জন্য এই পাদের আরম্ভ। তাহাতে (বিঘ্নবিনাশের জন্য) মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—'তমঃ' ইত্যাদি দ্বারা। 'যস্য'—যে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-রূপ সূর্য্যের, 'গোগণৈঃ'—বাক্যবৃন্দরূপ কিরণসমূহ দ্বারা, 'সাংখ্যঘনোদীর্ণং' —কপিলরূপ মেঘের দ্বারা কল্পিত, 'তমঃ'—অজ্ঞানরূপ অন্ধকার, 'বিদীর্ণ-মভূৎ'—বিনষ্ট হইয়াছে, 'তং'—সেই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে, 'বয়ং সমুপাস্মহে'—

আমরা ভজন করি। গো শব্দের অর্থ বাক্য ও কিরণ এ-বিষয়ে কেশব-নামক অভিধান কর্ত্তার উক্তি প্রমাণ দেখাইতেছেন—গো শব্দ সূর্য্য অর্থে পুংলিঙ্গ এইরূপ বলীবর্দ্দ, কিরণ ও যজ্ঞবিশেষ অর্থে পুংলিঙ্গ। কিন্তু দিক্, বাক্য, ভূমি, গাভী ও পৃথিবী অর্থে স্ত্রীলিঙ্গ। আবার স্বর্গ, বজ্র, জল, রশ্মি, চক্ষুঃ, বাণ ও লোম অর্থে পুং ও স্ত্রী উভয় লিঙ্গ। সেই শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্য কিরূপ? তাহাই বলিতেছেন, 'সংবিদ্ বিভূষণম্' 'সংবিদ্'—অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি তদ্রূপ নিখিলপালনরূপ বিচার, যাঁহার অলঙ্কার এখানে সমস্তবস্তুবিষয়ক সাঙ্গরূপক তাহাতে অঙ্গী পূষা, আবার পরম্পরিত রূপক তাহার অঙ্গ। এই চতুর্থপাদে আঠাইশটি সূত্র আছে, তাহাতে আটটি অধিকরণ, ইহাকে ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে ভাষ্যকার পূর্ব্বপাদোক্ত বিষয়ের উল্লেখ করিয়া অবতরণিকা করিতেছেন,—'মুক্ত্যুপায়তয়া ইত্যাদি' গ্রন্থ দ্বারা। পূর্ব্বে বলিয়াছেন—ব্রহ্মই জগৎকারণ, প্রকৃতি প্রভৃতি নহে কিন্তু এ-কথা তো যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ কতিপয় বেদান্তবাক্যে প্রধানাদিকেও জগৎ-কারণরূপে অবগত হওয়া যায়। আবার উভয়কেই কারণ বলা যায় না, তাহাতে উভয় কল্পনা ব্যর্থ। ইহা নহে ভেদ ব্যবস্থাও তাহাতে আছে।এই আক্ষেপ-সঙ্গতি, ইহাও সূত্রকার 'একেষামিতি' বলিয়া সূচনা করিতেছেন। আবার দৃষ্টান্ত-সঙ্গতিও আছে, যথা—কিছু পূর্ব্বে যুক্তি সিদ্ধ জীববাদ নিরাস করিয়া যেমন শ্রুতিবাক্যকে অপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মপর বলা হইয়াছে, সেইরূপ অপ্রসিদ্ধ প্রধানবোধকই কাঠক বাক্য হইবে। পূর্ব্বপক্ষোক্তির ফল ব্রহ্মসমন্বয়াভাব, সিদ্ধান্ত পক্ষে ব্রহ্মেই সমন্বয় এই ফল তারতম্য, ইহা ভাবিতে হইবে। 'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ' ইত্যাদি কঠবল্লীর অর্থ—'অর্থাঃ'—শব্দাদি বিষয়, ইহারা ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে পর অর্থাৎ প্রধানভূত, তাহার কারণ বিষয় ইন্দ্রিয়ের আকর্ষক। এই জন্যই শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়গণ গ্রহ আর বিষয়গুলি অতিগ্রহ নামে শ্রুত হয়। যথা—'গৃহ্ণন্তি নিবধ্নন্তি···তদুত্তরেষামতিগ্রহত্বমিতি' শব্দাদি বিষয় বিষয়াসক্ত পশুরূপী পুরুষকে যাহা দ্বারা গ্রহণ করে অর্থাৎ আবদ্ধ করে, এইজন্য ইন্দ্রিয়ের নাম গ্রহ, সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে আকর্ষণ করে এ-জন্য বিষয়গুলির নাম অতিগ্রহ। মন বিষয় হইতে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু মন বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধের মূল। জীব নিশ্চিত বিষয়গুলি ভোগ করে, এজন্য নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সংশয়াত্মক মন হইতে শ্রেষ্ঠ। ভোগসাধিকা বুদ্ধি হইতে ভোগকারী আত্মা শ্রেষ্ঠ।

কিরূপ আত্মা? যিনি মহান্ অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের স্বামী অর্থাৎ সঞ্চালক। সেই মহৎ আত্মা জীব হইতে অব্যক্ত অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাহাই জীবকে নানা শরীরে টানিয়া লইয়া যায়। সেই সূক্ষ্ম শরীর হইতে পুরুষ পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ কেননা, তিনি দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির নিয়ন্তা এবং সকলের প্রবর্ত্তক। তাঁহা হইতে পর অর্থাৎ প্রধান কেহ নাই। 'তত্রাব্যক্তশব্দেন' ইত্যাদি ভাষ্য—'পরাপরভাবেণ'—পূর্ব্বোত্তরভাবে, তন্মধ্যে যাহা উত্তর তাহা পর, যাহা পূর্ব্ব বর্ণিত তাহা অপর জ্ঞাতব্য—

আনুমানিকাধিকরণম্

সূত্রম্—আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীররূপক-বিন্যস্তগৃহীতৈর্দর্শয়তি চ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ—'একেষাম্'—কোন কোনও বাদীর মতে, 'আনুমানিকমপি' স্মৃতি-বচনের দ্বারা অনুমান-লব্ধ প্রকৃতিও অব্যক্ত-শব্দের বাচ্য অর্থ হইতে পারে, এই যদি বল, তাহা নহে; যেহেতু 'শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতৈঃ' শরীরকে রথরূপক দ্বারা রথ কল্পিত করিয়াছেন অতএব শরীরই অব্যক্ত শব্দদ্বারা বোধ্য। 'দর্শয়তি চ' এবং আত্মা শরীরাদির রথাদিরূপে কল্পনাও তৎ পূর্ব্বশ্রুতি দেখাইতেছেন, এই কারণেও শরীর অব্যক্ত শব্দ বাচ্য ॥ ১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—একেষাং কঠানামানুমানিকং স্মার্ত্তং প্রধান-মপি বাচ্যং দৃশ্যতে। ন ব্যক্তমব্যক্তমিতি ব্যুৎপত্ত্যা তদুক্তেরিতি চেন্ন। কুতঃ? শরীরেত্যাদেঃ। শরীরমেবাত্র রথরূপকবিন্যস্তমব্যক্ত-শব্দেন গৃহ্যতে। দর্শয়তি চৈতৎ প্রাক্তনো গ্রন্থ আত্মশরীরাদীনাং রথাদিরূপকক্ল্প্তিম্। এতদুক্তং ভবতি পূর্ব্বত্র।—"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ। বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্" ইত্যাদিনা "সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যন্তেন গ্রন্থেন।

শ্রীবিষ্ণুপদপ্রেপ্সুমুপাসকং রথিত্বেন তচ্ছরীরাদিকং রথাদিত্বেন রূপয়িত্বা যস্যৈতে রথাদয়ো বশে ভবন্তি সোঽধ্বনঃ পারং তৎপদমাপ্নোতীত্যুক্ত্বাথ রথাদিরূপিতানাং তেষাং শরীরাদীনাং বশীকার্য্যতায়াং গৌণ্যপ্রাধান্যমুচ্যতে ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা ইত্যাদিনা। তত্র যানীন্দ্রিয়াদীনি রথরূপকে অশ্বাদিভাবেন প্রকৃতানি তান্যেবেহ বাক্যেঽপি গৃহ্যন্তে প্রায়ঃশব্দতৌল্যাৎ। যত্তু শরীরমবশিষ্টং তৎ খলু অব্যক্তশব্দেন পরিশেষাৎ প্রকরণাচ্চেতি। ন চ স্মার্ত্ততত্ত্বপ্রত্যভিজ্ঞাভ্রান্তি তন্মতবিরোধাৎ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—কতকগুলি কাঠকের মতে ‘আনুমানিক’ অর্থাৎ অনুমান-প্রমাণ-লভ্য স্মৃতি-বাক্যোক্ত প্রধানও অব্যক্ত-শব্দের বাচ্য দেখা যাইতেছে, কারণ তাঁহারা অব্যক্ত-শব্দের ‘ন ব্যক্তম্ অব্যক্তম্’ যাহা ব্যক্ত নহে, তাহাই অব্যক্ত, এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা তাহাই বলিতেছেন, এই যদি বলা হয়, তবে তাহা ঠিক নহে; কি জন্য? উত্তর—‘শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতৈঃ’—শরীরকে রথরূপে কল্পনা করিয়া পরপর বুদ্ধি প্রভৃতিকে সারথি প্রভৃতিরূপে সন্নিবেশ করায় পরমেশ্বরের পরই শরীরের সন্নিবেশহেতু এখানে অব্যক্ত-শব্দবাচ্য শরীর বলিতে হইবে। তদ্ভিন্ন পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রুতি গ্রন্থও আত্মা, শরীর প্রভৃতির রথী, রথাদিরূপে কল্পনা দেখাইতেছেন। এই কথাই পূর্ব্বশ্রুতিতে উক্ত হইতেছে যথা—‘আত্মানং রথিনং বিদ্ধি...তেষু গোচরান্’ ইত্যাদি দ্বারা। আত্মাকে রথী জানিবে, শরীরকে রথ বলিয়া ধরিবে, বুদ্ধিকে সারথি মনে করিবে, মনকে অশ্বরশ্মিস্থানীয়রূপে বুঝিবে। ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়া থাকেন। শব্দাদি বিষয় সেই অশ্বের গোচর অর্থাৎ লক্ষ্য পথ কথিত হয় ইত্যাদি বলিয়া পরে ‘সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্’ ঈদৃশ যে প্রমাতা তিনি যদি সৎপ্রসঙ্গী হন, তবে সংসার পথের পরপারে অবস্থিত বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন। ইত্যন্তগ্রন্থ দ্বারা শ্রীবিষ্ণুপদপ্রার্থী উপাসককে রথীরূপে এবং তাঁহার শরীরাদিকে রথাদিরূপে রূপক করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—যাঁহার এই রথাদি বশে থাকে, তিনিই সংসার পথের পারস্থিত বিষ্ণুর সেই পরমপদ প্রাপ্ত হন। এই প্রকারে শরীরাদিকে রথাদিরূপে রূপিত করা হইয়াছে, পরে তাহাদেরই বশীকরণকার্য্য-বিষয়ে

‘ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থাঃ’ ইত্যাদি দ্বারা গৌণ-প্রধানভাব বলা হইতেছে সেই রথরূপকে যে সকল ইন্দ্রিয়বর্গকে অশ্বাদিরূপে কল্পিত করা হইয়াছে, সেইগুলি এই বাক্যেও গৃহীত হইতেছে যেহেতু উভয় শ্রুতি-বর্ণিত শব্দগুলির প্রায়ই সাম্য আছে। কিন্তু যে ‘ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ’ ইত্যাদি শ্রুতিতে শরীরের উল্লেখই অবশিষ্ট আছে, তাহা উল্লিখিত অব্যক্ত-শব্দদ্বারা গ্রাহ্য, কারণ পরিশেষ হইতে ও প্রকরণ হইতেই তাহা বুঝিতে হয়। কপিল-স্মৃতি—সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত তত্ত্বগুলি হইতে অব্যক্ত-শব্দের প্রধানে বিবক্ষা এখানে আছে, ইহা বলা যায় না; যেহেতু তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধই ঐ ‘ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ’ ইত্যাদি বাক্য। কিরূপে? তাহা টীকায় অন্বেষণীয় ॥১॥

সূক্ষ্মা টীকা—আনুমানিকেতি। একেষামিতি। এতদিতি। পূর্ব্বত্রেতি। এতস্মাদিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা ইত্যাদিবাক্যাৎ পূর্ব্ববর্ত্তীত্যর্থঃ। আত্মানমিত্যাদেরর্থঃ। আত্মনো ভোক্তৃত্বেন প্রাধান্যাৎ রথিত্বং ভোগসাধনশরীর-রথস্বামিত্বমিত্যর্থঃ। শরীরস্য রথবদ্ভোগসাধনত্বাদ্রথত্বম্। বিবেকাবিবেক-বৃত্তিভ্যাং শরীরদ্বারা সুখদুঃখয়োর্ভোক্তুর্নয়নাৎ বুদ্ধেঃ সারথিত্বম্। মনসা হয়রশ্মিস্থানীয়েন বিবেকিনা বিষয়েভ্য ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্ত্যন্তে। তেন অবিবেকিনা তেষু তানি প্রবর্ত্ত্যন্তে ইতি মনসঃ প্রগ্রহত্বম্। ইন্দ্রিয়াণি সংযতানি সন্মার্গং প্রাপয়ন্তি অসংযতানি কুমার্গমিতি তেষাং হয়ত্বম্। হয়ো মার্গমালক্ষ্য চলন্তীন্দ্রিয়াণি তু বিষয়মুপলভ্যেতি শব্দাদীনাং গোচরত্বং মার্গত্বমিত্যর্থঃ। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণ ইতি বাক্যমিহৈব বোধ্যম্। ইন্দ্রিয়ং মনোযুক্তং যথা স্যাৎ তথাত্মা জীবো ভোক্তেত্যাহুরিত্যর্থঃ। যুক্তমিতি ভাবে নিষ্ঠা। ঈদৃশো যঃ প্রমাতা স চেৎ সৎপ্রসঙ্গী স্যাৎ তদা অধ্বনঃ সংসারমার্গস্য পারং বিষ্ণোস্তৎ পরমব্যোমাখ্যং পদমাপ্নোতীতি। বশীকার্য্যতায়ামিতি। ইন্দ্রিয়াণাং বশীকার্য্যতা তৎপ্রবৃত্ত্যনধীনতয়া ভগবৎ-প্রাবণ্যং তৎপ্রমাণং ভগবতো বশীকার্য্যতা তদ্ভক্তৈস্তস্য প্রপত্তিরেবেতি বোধ্যম্। অব্যক্তশব্দেনেতি গৃহ্যন্ত ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। পরিশেষাদিতি। প্রসক্তপ্রতিষেধেনান্যত্রাপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমাণে অপ্রত্যয়াৎ পরিশেষস্তস্মাদিত্যর্থঃ। ন চেতি। স্মার্ত্ততত্ত্বানি কপিলস্মৃত্যুক্তানি। তন্মতবিরোধাদিতি। ইন্দ্রিয়েভ্যোঽর্থানাং পরত্বং তদ্ধেতুত্বাদিতি অর্থেভ্যো মনসঃ পরত্বং তদ্ধেতুত্বাদিতি চ সাংখ্যা ন মন্যন্তে। মহানাত্মা বুদ্ধেঃ পর ইত্যত্রাপি মহতো মহান্

পর ইতি বাচ্যম্। এতচ্চ তৈর্মন্তব্যং বুদ্ধিশব্দেন মহত্তত্ত্বস্য স্বীকারাৎ। তথাত্মশব্দেন মহতো বিশেষণং চ তন্মতমিতি সর্ব্বমেতৎ তৎসিদ্ধান্তেন সহাসঙ্গতম্। অতঃ পুরুষবিশ্বস্তানামেবেহ গ্রহণং যুক্তমিতি ॥ ১ ॥

টীকানুবাদ—'আনুমানিকম্' ইত্যাদি সূত্রোক্ত 'একেষাম্' ইহার ব্যাখ্যান্তর্গত 'এতদুক্তং ভবতি' বলিয়া তাহাতে পূর্ব্বত্র পদের অর্থ এই—'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ' ইত্যাদি বাক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। 'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ—আত্মা রথী (রথারূঢ় ব্যক্তি), কেন? যেহেতু আত্মা ভোগকারী, অতএব প্রধান, তাহার রথিত্ব অর্থাৎ ভোগোপকরণ শরীররূপ রথের স্বামিত্ব। রথের মত শরীর ভোগসাধন—এইজন্য রথরূপে বর্ণিত হইল। বুদ্ধি তাহার সারথি, যেহেতু বুদ্ধি বিবেক ও অবিবেক দ্বিবিধ বৃত্তিদ্বারা শরীর-সাহায্যে ভোক্তাকে সুখ বা দুঃখে নীত করে। মন অশ্বের লাগামস্থানীয়, তাহার দ্বারা বিবেকী ব্যক্তি বিষয়নিচয় হইতে ইন্দ্রিয়বর্গকে ফিরাইয়া লয়। আবার সেই অবিবেকী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়ে প্রবৃত্ত করে, এইরূপ অশ্ব-রজ্জুর কার্য্য করে বলিয়া তাহাকে প্রগ্রহ বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হইলে রথীকে উত্তম পথে লইয়া যায়, আবার অসংযত হইলে কুমার্গে উপনীত করে, এইজন্য ইন্দ্রিয় অশ্বস্থানীয়। অশ্ব যেমন পথ দেখিয়া চলে ইন্দ্রিয়ও সেইরূপ বিষয়ের উদ্দেশে ধাবিত হয়, এজন্য শব্দাদি-বিষয় ইন্দ্রিয়াশ্বের গোচর অর্থাৎ মার্গস্থানীয়। 'আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ' এই স্মৃতিবাক্য ইহার প্রমাণ। ইহার অর্থ—যখন আত্মা-ইন্দ্রিয় মনের সহিত সংযোগ হয় তখন আত্মাকে ভোক্তা বলা হয়। 'মনোযুক্তং' অর্থাৎ মনোযোগকে, সুতরাং ভাববাচ্যে যুজ্ ধাতুর ক্ত প্রত্যয় নিষ্পন্ন যুক্ত পদটি। এইরূপ ভোক্তা যদি সৎসঙ্গ বিশেষভাবে লাভ করে, তবে সংসার পথের অতীত—বিষ্ণুর সেই পরমব্যোমাখ্য পরম পদ প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়ের বশীকরণ—অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির অনধীনতাবশতঃ ভগবৎ-প্রবণতা, ইহাই ইন্দ্রিয়-বশীকরণের প্রমাণ বা জ্ঞাপক। আবার ভগবানের বশীকরণ তাঁহার ভক্তগণ কর্ত্তৃক তাঁহার শরণাগতি, ইহা জ্ঞাতব্য। 'তৎ খলু অব্যক্তশব্দেন' ইহার ক্রিয়াপদ পূর্ব্বোক্ত 'গৃহ্যন্তে' ইহা। তাহার হেতু 'পরিশেষাৎ প্রকরণাচ্চেতি'—পরিশেষ শব্দের অর্থ—যাহাতে প্রসক্তি হইতেছিল, তাহাকে নিষেধ করার পর অন্যত্র প্রসক্তি না থাকায় যাহা বাকি রহিল তাহার প্রত্যয় না হওয়াকে পরিশেষ বলা হয়, সেই পরিশেষবশতঃ। 'ন চ স্মার্ত্ততত্ত্বপ্রত্যভিজ্ঞা অস্তি' ইত্যাদি—স্মার্ত্ততত্ত্ব অর্থাৎ কপিল-সাংখ্যোক্ত অব্যক্ত প্রধানকেই বুঝায় এ-কথা বলিতে পার না; যেহেতু 'তন্মতবিরোধাৎ' তাঁহাদের মতের সহিত আমাদের মতের অনৈক্য আছে, কিরূপ? দেখাইতেছি—ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে বিষয় প্রধান, যেহেতু ইন্দ্রিয় বিষয়ের অধীন, বিষয় হইতে মন প্রধান, কারণ? বিষয়, মনের অধীন। এ-কথা সাংখ্যবাদীরা মানেন না। আবার মহান্ আত্মা বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ এই উক্তিতে সেই মহান্ হইতে পরমেশ্বর মহান্—শ্রেষ্ঠ। এই শ্রুত্যর্থ বলিতেই হয়, ইহাও সাংখ্যবাদিগণ মানেন না, কেন না তাঁহারা মহান্ বলিতে বুদ্ধিতত্ত্বকে স্বীকার করেন, আত্মা নহে। আবার মহান্ আত্মা বলায় আত্মা মহতের বিশেষণ এইটি তাঁহাদের মত সিদ্ধ; আমাদের সিদ্ধান্ত-সম্মত এই সমস্তই; তাহাদের সিদ্ধান্তের সহিত সঙ্গত হইতেছে না। অতএব পরমেশ্বর-বিশ্বাসবাদীদের মতই গ্রাহ্য ॥ ১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান পাদে প্রধান ও পুরুষ-শব্দের অবভাসক কতকগুলি শব্দ যাহা শ্রুতিতে স্থানে স্থানে পাওয়া যায়, তাহাদের যে পরমেশ্বরেই সমন্বয় হইয়াছে, তাহারই বিচার আরম্ভ করিতেছেন। প্রথমেই মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে বলিতেছেন—যে শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নরূপ সূর্য্য, বাক্যরূপ তদীয় কিরণের দ্বারা কপিলের সাংখ্যমেঘান্ধকার বিনষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা ভজন করি।

এই চতুর্থ পাদে অষ্টাদশটি সূত্র আছে ও আটটি অধিকরণ আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মুক্তির উপায়স্বরূপে ব্রহ্মই জিজ্ঞাস্য এবং তিনি জগৎকারণ ও জীবাদি তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ, অনন্ত কল্যাণগুণময়, হেয়গুণবর্জ্জিত। নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যশালী পরব্রহ্মই ইতঃপূর্ব্বে বিচারিত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রুতির কোন কোন শাখাতে কপিলের বর্ণিত প্রকৃতিবাচক শব্দসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহাদেরও যে ব্রহ্মে সমন্বয় তাহাই বিচারিত হইতেছে।

কঠ-উপনিষদে পাওয়া যায়,—'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ…পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥" (১।৩।১০-১১) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, বিষয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি

হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ ; ঐ আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি সকলের প্রধান। মহান্ আত্মা হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষাখ্য ভগবান শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। তিনিই পরাকাষ্ঠা ও পরা গতি অর্থাৎ পরম প্রাপ্য।

এ-স্থলে সংশয় হইতেছে যে, এখানে 'অব্যক্ত' শব্দ দ্বারা স্মৃত্যুক্ত স্বতন্ত্র প্রধানকে বলা হইয়াছে অথবা শরীরকে বলা হইয়াছে? মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুষের উত্তরোত্তর পর ও অপর ভাব-দ্বারা স্মৃতি-প্রসিদ্ধ তত্ত্বসমূহের শ্রুতিতে যথাবৎ প্রত্যভিজ্ঞান হেতু স্মৃত্যুক্ত প্রধানই এখানে বাচ্য অর্থাৎ বলা হউক, এই যদি বলা হয়, তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন। "আনুমানিকম্ অপি" 'ন ব্যক্তং অব্যক্তং' এই ব্যুৎপত্তি-দ্বারা কাঠকদিগের আনুমানিক অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতিই বাচ্য হইতেছে, এইরূপ বলা যায় না। কারণ এখানে 'অব্যক্ত' শব্দের অর্থ শরীর। ইতঃপূর্ব্বে এই কঠ-উপনিষদে "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।" ইত্যাদিতে (১।৩।৩-৯) জীবকে রথারূঢ় ব্যক্তির সহিত তুলনা পূর্ব্বক বলা হইয়াছে,—হে নচিকেতঃ, শরীরকে রথস্বরূপ, জীবকে রথী, বুদ্ধিকে সারথিস্বরূপ ও মনকে অশ্ববন্ধন রজ্জু জানিবে। এবং যিনি বিবেকাখ্য বুদ্ধিকে সারথি ও মনকে অশ্ববন্ধন রজ্জু করিতে পারিয়াছেন, তিনিই সংসারের অতীত সেই বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ" ইত্যাদি কথিত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত রথরূপকে যে সকল ইন্দ্রিয়বর্গকে অশ্বাদিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, সেইগুলিই এই বাক্যেও গৃহীত হইয়াছে, কারণ—উভয় শ্রুতি-বর্ণিত শব্দগুলির প্রায় সমতা আছে। সুতরাং প্রকরণ হইতে বুঝা যায় যে, এ-স্থলে 'অব্যক্ত'-শব্দ দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরকেই স্পষ্টভাবে বুঝাইতেছে। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি বাচ্য নহে। কারণ 'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ' ইত্যাদি বাক্যগুলিতে উত্তরোত্তর পরত্বের স্বীকার করিলে তাহাদের মতেরই বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে। এ-স্থলে টীকার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও সূক্ষ্মশরীরের বিষয় পাওয়া যায়,—

"যেনৈবারভতে কর্ম্ম তেনৈবামুত্র তৎ পুমান্।
ভুঙ্্ক্তে হ্যব্যবধানেন লিঙ্গেন মনসা স্বয়ম্ ॥" (ভাঃ ৪।২৯।৬০)

অর্থাৎ শ্রীনারদ বলিলেন,—জীব স্থূলদেহদ্বারা যে সমস্ত কর্ম্ম করেন, বাসনাময় লিঙ্গদেহই তাহার মূল কারণ। স্থূলদেহ বিনষ্ট হইলেও লিঙ্গদেহের নাশ হয় না। সেই লিঙ্গদেহই স্বর্গ-নরকাদিতে ফলভোগ করাইয়া থাকে।

"প্রাপ্নোতীহাঞ্জসা ধীরঃ স্বদৃশা ছিন্নসংশয়ঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তেত যোগী লিঙ্গবিনির্গমে ॥" (ভাঃ ৩।২৭।২৯) ॥ ১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বু শরীরস্য ব্যক্তত্বাদব্যক্তশব্দবাচ্যতা কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি এই—তোমরা অব্যক্ত-শব্দের অর্থ লিঙ্গশরীর, এ-সিদ্ধান্ত কিরূপে করিতেছ? শরীর তো ব্যক্ত, যাহা ব্যক্তভিন্ন তাহাই অব্যক্ত, এই আশঙ্কা উদ্ভাবন করিয়া উত্তর করিতেছেন—

সূত্রম্—সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ—'সূক্ষ্মন্তু'—হাঁ, অব্যক্ত-শব্দের অর্থ সূক্ষ্মশরীর, কি কারণে? 'তদর্হত্বাৎ'—যেহেতু অব্যক্ত-শব্দের যোগ্য সূক্ষ্মশরীর ॥২॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শঙ্কানিরাসায় তুশব্দঃ। কারণাত্মনা সূক্ষ্ম-শরীরমিহ বিবক্ষ্যতে। কুতঃ? তদর্হত্বাৎ। তস্য সূক্ষ্মশরীরস্য অব্যক্তশব্দযোগ্যত্বাৎ। "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ" ইতি শ্রুতিরপীদং স্থূলাবস্থং জগৎ প্রাগ্ বীজশক্ত্যবস্থং তদ্‌যোগ্যং দর্শয়তি ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দের অর্থ পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার খণ্ডন। কারণস্বরূপে সূক্ষ্মশরীর এখানে বিবক্ষিত (বক্তার অভিপ্রেত)। কি হেতু? উত্তর—'তদর্হত্বাৎ' যেহেতু সেই সূক্ষ্মশরীর অব্যক্তশব্দের বাচ্য হইবার যোগ্য। শ্রুতি সেই যোগ্যতা দেখাইতেছেন—'তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ' 'তদ্'—সেই, 'ইদং'—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, 'হ'—এইরূপে প্রসিদ্ধ, 'অব্যাকৃতম্'—নামরূপে অনভিব্যক্ত বা অব্যক্ত, 'আসীৎ'—ছিল অর্থাৎ এই স্থূলাবস্থাপন্ন

জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে বীজশক্তিরূপ অবস্থায় ছিল, এই কথায় সূক্ষ্মশরীরকেই অব্যক্তশব্দের যোগ্য শ্রুতি দেখাইতেছে ॥ ২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সূক্ষ্মমিতি। গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরমিতিবৎ প্রকৃতিবাচকেন শব্দেন বিকারো লক্ষ্যঃ। গোভির্গোবিকারৈঃ পয়োভির্মৎসরং সোমং শ্রীণীত মিশ্রিতং কুর্য্যাদিতি তদর্থঃ। প্রাক্ প্রলয়ে। তদ্‌যোগ্যমব্যক্তশব্দযোগ্যম্ ॥২॥

টীকানুবাদ—'সূক্ষ্মং শরীরমিহ গৃহ্যতে' ইতি—'গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরম্' গোদুগ্ধের সহিত সোম মিশ্রিত করিবে। এখানে গোশব্দটি দুগ্ধের প্রকৃতি-বাচক, তাহার দ্বারা তাহার বিকার দুগ্ধ অর্থ যেমন লক্ষিত হইতেছে, সেইরূপ এখানেও অব্যক্ত শব্দটি কারণরূপে স্থিত সূক্ষ্মশরীরকে বুঝাইবে। 'প্রাক বীজশক্ত্যবস্থম্'—'প্রাক্'—প্রলয়কালে, 'তদ্‌যোগ্যং দর্শয়তি'—সেই অব্যক্ত শব্দের যোগ্য—এই অর্থ ॥ ২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ব্যক্ত শরীরকে 'অব্যক্ত' বলা যায় কিরূপে? তদুত্তরে বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, সূক্ষ্মশরীরই অব্যক্ত-শব্দের যোগ্য। শ্রুতিতেও সূক্ষ্মশরীরের অব্যক্ত-শব্দযোগ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকোপ-নিষদে পাওয়া যায়,—"তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়-তাসৌ নামায়মিদংরূপ ইতি।" (১ম অধ্যায় ৪ ব্রাঃ ৭)।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবৃৎ ষোড়শবিস্তৃতম্।
এষ চেতনয়া যুক্তো জীব ইত্যভিধীয়তে ॥
অনেন পুরুষো দেহানুপাদত্তে বিমুঞ্চতি।
হর্ষং শোকং ভয়ং দুঃখং সুখঞ্চানেন বিন্দতি ॥" (**ভাঃ ৪।২৯।৭৪-৭৫**)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"সব মুক্ত করি' তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবা।
সূক্ষ্মজীবে পুনঃ কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিবা ॥
সেই জীব হবে ইহা স্থাবর-জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্বসম ॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।৭৮-৭৯) ॥ ২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বু সূক্ষ্মং চেৎ কারণং স্বীকৃতং প্রবিষ্টং তৎ সাঙ্খ্যকুক্ষৌ প্রধানস্য তত্রৈবং নিরূপণাদিত্যাশঙ্কায়ামাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন হইতেছে—যদি সূক্ষ্মশরীরকেই কারণ স্বীকার কর, তবে তো সাংখ্যমতেই তাহা প্রবিষ্ট হইল, কেননা সাংখ্য-শাস্ত্রে প্রধানকে ঐ অব্যক্তকারণরূপে নিরূপণ করা হইয়াছে, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। তত্রেতি সাংখ্যশাস্ত্রে।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অবতরণিকা-ভাষ্যের অন্তর্গত তত্র পদের অর্থ—সাংখ্যশাস্ত্রে।

সূত্রম্—তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ—'তদধীনত্বাৎ'—পরমকারণ ব্রহ্মের অধীন হইয়াই প্রকৃতি 'অর্থবৎ' নিজকার্য্য উৎপাদনে সামর্থ্যরূপ ফল লাভ করে, অতএব প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ বলা যায় না ॥ ৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পরমকারণব্রহ্মাধীনত্বাদর্থবৎ প্রধানং স্ব-কার্য্যোৎপাদনফলবদিত্যর্থঃ। তদীক্ষণেনৈব প্রধানং বর্ত্ততে ন তু স্বতঃ জাড্যাৎ। শ্রুতিশ্চ শ্বেতাশ্বতরাণাং। "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।" "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ।" "য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি" ইত্যাদ্যা। স্মৃতিশ্চ—"স এব ভূয়ো নিজবীর্য্যচোদিতাং স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিসৃক্ষতীম্। অনামরূপাত্মনি রূপনামনী বিধিৎসমানোঽনুসসার শাস্ত্রকৃৎ।" "প্রধানং পুরুষঞ্চাপি প্রবিশ্যাত্মে-চ্ছয়া হরিঃ। ক্ষোভয়ামাস সংপ্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ ॥" "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্তত" ইত্যাদ্যা। এবমভ্যুপগমান্নাস্মাকং সাঙ্খ্যমতে প্রবেশঃ। স্বতন্ত্রমেব প্রধানং কারণমিতি তত্রাভ্যুপগমাৎ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পরমকারণ ব্রহ্মের অধীনত্বহেতুই প্রধান নিজ কার্য্যোৎপাদনরূপ ফলবিশিষ্ট হইয়া থাকে। 'স ঐক্ষত' ইত্যাদি শ্রুতিবোধিত পরমেশ্বরের ঈক্ষণ অর্থাৎ সিসৃক্ষা হইতেই প্রধান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, জড়তা বা অচেতনত্ববশতঃ তাহার স্বতঃ জগৎকর্তৃত্ব নাই। শ্রুতিও সেই কথা বলিতেছেন—যথা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের—'মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ…বিশ্বমেতৎ।' প্রকৃতিকে মায়া জানিবে, পরমেশ্বরকে মায়াধীশ জানিবে। এই প্রধানের দ্বারাই মায়ী পরমেশ্বর এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন। আরও দেখ 'য একো-হবর্ণো…দধাতি' ইত্যাদি—যিনি এক, রূপহীন, শক্তিকে আশ্রয় করিয়া 'মন দ্বারা সঙ্কল্পিত ~ স্থির করিয়া অনেক নাম রূপ সৃজন করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও বর্ণিত আছে—সেই ঈশ্বর শ্রীহরি প্রকৃতিকে ক্ষুভিত করিবার জন্য অন্তর্যামিরূপে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যে প্রকৃতি ভগবানের স্বকীয় শক্তিবলে বশীভূত অর্থাৎ মহদাদি সৃষ্টিতে নিয়োজিত, নিজের শক্তিস্বরূপ জীবগণের মোহিনী, সৃষ্টি-কার্য্যে ইচ্ছুক তাদৃশী প্রকৃতির মধ্যে নাম রূপহীন জীবে নাম রূপ উৎপাদনের ইচ্ছায় অর্থাৎ জীবগণের ভোগ ও মুক্তি বিধানার্থ স্থূল সূক্ষ্ম দেহ সৃষ্টির মানসে—জীবের নাম রূপ সৃষ্টির পূর্ব্বেই তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্র রচনা করিলেন। বিষ্ণু-পুরাণেও আছে—"প্রধানং পুরুষঞ্চাপি ইত্যাদি…সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ" শ্রীহরি সৃষ্টিকালে প্রকৃতি ও জীব মধ্যে স্বেচ্ছায় প্রবেশ করিয়া সবিকার ও নির্ব্বিকার উভয়কেই ক্ষোভিত করিলেন। শ্রীভগবদ্‌গীতাতেও ভগবানের শ্রীমুখে কথিত আছে—'ময়াধ্যক্ষেণ…জগদ্ বিপরিবর্ত্ততে' ইতি—'অধ্যক্ষ'—স্বামী, পরমেশ্বর আমাকর্তৃক অধিষ্ঠিতা হইয়া প্রকৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করে, মৎকর্তৃক প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানবশতঃ এবং আমার এই অধ্যক্ষতা-হেতু জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে। অতএব এই সকল শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্য হইতে আমরা ঈশ্বর-কর্তৃক সৃষ্টি স্বীকার করি বলিয়া সাংখ্যমতে আমাদের অন্তর্ভাব নাই, তাঁহারা প্রধানকে স্বতন্ত্র কারণ বলেন, পুরুষাধিষ্ঠিতত্ব রূপে নহে ॥ ৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তদধীনেতি। পরমেতি। অস্মাদিতি প্রধানাৎ তদুপাদায়েত্যর্থঃ। মায়ী পরেশঃ। যঃ পরেশঃ। নিহিতার্থঃ ইদমেবং করিষ্যামীতি চিত্তধৃতপ্রয়োজন ইত্যর্থঃ। দধাতি সৃজতি। স এবেতি

শ্রীভাগবতে। স ঈশ্বরঃ শ্রীহরিঃ। প্রকৃতিমনুসসার তাং ক্ষোভয়িতুং প্রবিবেশেত্যর্থঃ। কীদৃশীমিত্যাহ নিজেতি। নিজবীর্য্যেণ স্বরূপশক্তিবলেন চোদিতাং বশীকৃত্য মহদাদিকার্য্যে নিযোজিতামিত্যর্থঃ। স্বশক্তিভূতানাং জীবানাং মায়াং মোহিকাং বশয়িত্রীমিত্যর্থঃ। কিমর্থমনুসসার। অনামরূপে সংজ্ঞা-মূর্ত্তিরহিতে আত্মনি জীবে রূপনামনী দেবাদিমূর্ত্তিতত্তৎসংজ্ঞে বিধিৎসমানশ্চি-কীর্ষুর্জীবানাং ভোগাপবর্গার্থং তেষাং স্থূলসূক্ষ্মোপাধিং সিসৃক্ষন্নিত্যর্থঃ। শাস্ত্রকৃৎ তদনুসৃতেঃ পূর্ব্বমেব বেদাদিশাস্ত্রাবির্ভাবকারীতি কর্ম্মজ্ঞানভক্তিসিদ্ধয়ে প্রাগেব তৎপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং প্রকটিতবানিতি নিরুপাধি হি তৎ কর্তৃত্বমুক্তম্। প্রধানমিতি শ্রীবৈষ্ণবে। পুরুষং জীবশক্তিম্। ব্যয়াব্যয়ৌ সবিকারনির্ব্বিকারৌ। ময়েতি শ্রীগীতাসু। অধ্যক্ষেণ স্বামিনা। ময়া ক্ষেত্রজ্ঞকর্ম্মানুগুণ্যেনাধিষ্ঠিতা প্রকৃতিঃ সচরাচরং সূয়তে জনয়তি। অনেন ক্ষেত্রজ্ঞকর্ম্মানুগুণ্যেন মৎকর্তৃকেণ প্রকৃত্যধিষ্ঠানেন হেতুনা জগদ্‌বিপরিবর্ত্ততে পুনঃপুনর্ভবতি ॥ ৩ ॥

টীকানুবাদ—'তদধীনেত্যাদি' সূত্রের ভাষ্য—'পরমেশ্বরেত্যাদি' 'অস্মান্মায়ী সৃজতে' ইত্যাদি—'অস্মাৎ' এই প্রধান হইতে অর্থাৎ প্রধানকে গ্রহণ করিয়া। 'মায়ী'—অর্থাৎ পরমেশ্বর। 'য একোঽবর্ণো' ইত্যাদি—'যঃ'—যে পরমেশ্বর। 'নিহিতার্থঃ'—যিনি সৃষ্টির অভিপ্রেত পদার্থগুলিকে নিজ চিত্তমধ্যে নিহিত করিয়াছেন অর্থাৎ এই বস্তুটিকে এইরূপ করিব এই প্রয়োজন চিত্তমধ্যে ধরিয়াছেন। 'দধাতি'—সৃজন করেন। 'স এব ভূয়ঃ' ইত্যাদি—শ্রীমদ্‌ভাগবতে ধৃত 'সঃ'—সেই ঈশ্বর শ্রীহরি। 'প্রকৃতিমনুসসার'—প্রকৃতির মধ্যে তাহার বিকৃতির উৎপাদনের জন্য প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিরূপ প্রকৃতিতে প্রবেশ করিলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'নিজবীর্য্যচোদিতাম্'—স্বরূপশক্তিবলে বশীকৃত করিয়া মহদাদি কার্য্যোৎপাদনে নিয়োজিতা। 'স্বজীবমায়াম্'—নিজ শক্তিস্বরূপ জীবের মায়া—মোহোৎপাদিকা অর্থাৎ বশীকরণী, কি জন্য তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন? উত্তর—'অনামরূপাত্মনি'—সংজ্ঞা ও মূর্ত্তিহীন জীবে, 'রূপনামনী'—দেবাদিমূর্ত্তি ও ইন্দ্রাদি সংজ্ঞা 'বিধিৎসমানঃ'—করিতে ইচ্ছুক হইয়া অর্থাৎ জীবগণের ভুক্তি ও মুক্তির জন্য তাহাদের স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর সৃষ্টি করিবার মানসে। 'শাস্ত্রকৃৎ'—শাস্ত্রের আবির্ভাব করিয়াছিলেন। সেই প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশের পূর্ব্বেই বেদাদি শাস্ত্রের আবির্ভাবক, এই শাস্ত্রকৃৎ বলিবার উদ্দেশ্য—জীবের কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ-সিদ্ধির জন্য

পূর্ব্ব হইতেই শাস্ত্র প্রকটিত করিয়াছিলেন। ইহা সেই পরমাত্মার নিরুপাধি (উপাধি সম্পর্কহীন) কর্ত্তৃত্ব। 'প্রধানং পুরুষঞ্চাপি' ইত্যাদি শ্লোকটি বিষ্ণুপুরাণোক্ত। 'পুরুষং'—অর্থাৎ জীবশক্তিকে। 'ব্যয়াব্যয়ৌ' সবিকার ও নির্ব্বিকার পদার্থ দুইটি। 'ময়াধ্যক্ষেণ' ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত। 'অধ্যক্ষেণ'—স্বামী—পরিচালক আমা কর্ত্তৃক। জীব, জীবের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে আমাদ্বারা অধিষ্ঠিত বা পরিচালিত প্রকৃতি, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করে। 'হেতুনা অনেন' 'অনেন' এই ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ও কর্ম্মের আনুকূল্যবশতঃ, জগৎ বারবার পরিবর্ত্তিত হইতেছে—ঘুরিয়া আসিতেছে ॥ ৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, সূক্ষ্মশরীরকেই যদি কারণরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সাংখ্যের প্রকৃতি অব্যক্ত কারণরূপে যে নিরূপিত আছে, তাহাই বলা হউক। এই আশঙ্কা নিরসন পূর্ব্বক সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানের অধীনতায় প্রকৃতি সৃষ্টি-সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকে। সাংখ্যের প্রকৃতি স্বতন্ত্র, সুতরাং সাংখ্যের প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ বলা যাইতে পারে না। এ-বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন,—

"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ-
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥
মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥" (৪।৯-১০)

উক্ত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি আরও বলিয়াছেন,—

"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্-
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।" (৪।১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"স এব ভূয়ো নিজবীর্য্যচোদিতাং
স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিসৃক্ষতীম্।
অনামরূপাত্মনি রূপনামনী
বিধিৎসমানোঽনুসসার শাস্ত্রকৃৎ ॥" (ভাঃ ১।১০।২২)

অর্থাৎ এই শ্রীভগবানই স্বীয় অপ্রচ্যুতস্বরূপে অবস্থিত হইয়া (সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদিবশতঃ) পুনরায় জীবগণের ভোগের নিমিত্ত জড়ীয় নাম রূপ বিহীন জীবাত্মার নাম ও রূপ প্রভৃতি সৃষ্টি করার ইচ্ছায় নিজ কালশক্তি-প্রেরিত নিজের অংশভূত জীবগণের মোহিনী অতএব সৃষ্টিকরণাভিলাষিণী বহিরঙ্গা শক্তিতে অন্তর্য্যামিরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং কর্ম্মসমূহ বিধান করিবার জন্য বেদাদি শাস্ত্র সৃষ্টি করেন।

শ্রীগীতায়ও স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।"

শ্রুতিও বলেন,—'স ঐক্ষত' (বৃঃ ১।২।৫)

শ্রীব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

"সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥" (ভাঃ ২।৬।৩২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥
কৃষ্ণ-শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ।
অগ্নি-শক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎকারণ।
প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজাগলস্তন ॥" (চৈঃ চঃ আদি ৫।৫৯-৬১)

আরও পাওয়া যায়,—

"যদ্যপি সাংখ্য মানে 'প্রধান'—কারণ।
জড় হইতে কভু নহে জগৎ-সৃজন ॥
নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারি' প্রধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয় ত' নির্ম্মাণে ॥" (চৈঃ চঃ আদি ৬।১৮-১৯)

বিভিন্ন শাস্ত্রপ্রমাণবলে ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, সাংখ্যের প্রধান জগৎকারণ হইতে পারে না। শ্রীভগবানের ঈক্ষণে বা অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি-

দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু সাংখ্যকার বলেন, তাহাদের বর্ণিত প্রধান—স্বতন্ত্র, সুতরাং উহা এ-স্থলে অব্যক্ত শব্দের বাচ্য নহে ॥ ৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ইতোঽপি ন প্রধানমব্যক্তশব্দবাচ্যমিত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এই কারণেও প্রধান অব্যক্ত-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না, ইহাই বলিতেছেন—

সূত্রম্—জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ—অব্যক্তকে এই শ্রুতিতে জ্ঞেয় বলা হয় নাই, কেবল অব্যক্ত-শব্দ মাত্রই শ্রুত হইতেছে অথচ সাংখ্যবাদীরা প্রকৃতিকে জ্ঞেয় বলিয়াছেন, অতএব এই কারণেও প্রধান বা প্রকৃতি অব্যক্ত-শব্দবাচ্য নহে ॥ ৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—গুণপুরুষান্যতাপ্রত্যয়াৎ কৈবল্যমিতি বদন্তঃ সাংখ্যাঃ প্রধানস্য জ্ঞেয়ত্বং স্মরন্তি ক্বচন বিভূতিবিশেষলাভায় চ, ন ত্বত্র তদস্তি তদুপস্থাপকশব্দাভাবাৎ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'গুণপুরুষান্যতাপ্রত্যয়াৎ কৈবল্যম্' জীব ও প্রকৃতির ভেদ-জ্ঞানরূপ বিবেক হইতে জীবের মুক্তি হয়, এই কথা-বাদী সাংখ্যরা প্রধানের জ্ঞেয়ত্ব স্বীকার করিতেছেন, আবার কোন কোনও স্থলে বিভূতিবিশেষ লাভের জন্য সত্ত্বপুরুষান্যতা খ্যাতির উল্লেখ আছে কিন্তু এই বেদান্তোপনিষদে অব্যক্ত-শব্দমাত্রই শ্রুত হইতেছে, বিভূতিবিশেষ লাভের কথা বা অন্য কিছুই শ্রুত হইতেছে না, কারণ তদ্‌বোধক কোন শব্দই নাই ॥ ৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—জ্ঞেয়ত্বেতি। গুণপুরুষেতি। প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানেনেত্যর্থঃ। ন ত্বত্রেতি। অত্র অস্মামুপনিষদি অব্যক্তশব্দমাত্রং শ্রূয়তে ন ত্বন্যদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকানুবাদ—'জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ' এই সূত্রের ভাষ্যে 'গুণপুরুষান্যতাপ্রত্যয়াৎ' —ইহার অর্থ প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান দ্বারা। 'ন ত্বত্র তদস্তি'—অত্র এই

উপনিষদে কেবল অব্যক্ত শব্দটিমাত্র শ্রুত হইতেছে, কুত্রাপি বিভূতিবিশেষ লাভাদির কথা শ্রুত হইতেছে না ॥ ৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কঠোপনিষদে যে অব্যক্তের কথার উল্লেখ আছে, তাহার জ্ঞেয়ত্ব অর্থাৎ তাহাকে জানিতে হইবে, এরূপ কোন কথা বলা হয় নাই। কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ-জ্ঞান জন্মিলে মোক্ষ লাভ হয়; এই কথা বলায়, প্রধানেরও জ্ঞেয়ত্ব বিচার করিয়াছেন। সুতরাং এ-স্থলে সাংখ্যের প্রধান হইতে উপনিষদে বর্ণিত অব্যক্ত পৃথক্ ইহাই জানিতে হইবে।

পরমকারণ ব্রহ্মের অধীনত্ব হেতুই যে প্রকৃতি কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তাহা পূর্ব্ব সূত্রেই পাইয়াছি। এক্ষণে জীবের অনর্থকারিণী প্রকৃতিকে বিষ্ণুর প্রসাদেই ভক্তগণ জয় করিয়া থাকেন। তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "তস্মাদিমাং স্বাং প্রকৃতিং দৈবীং সদসদাত্মিকাম্।
> দুর্ব্বিভাব্যাং পরাভাব্য স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে ॥" (ভাঃ ৩।২৮।৪৪)

শ্রীগীতাও বলেন,—

> "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
> মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥" (গীঃ ৭।১৪)

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

> "যে করয়ে বন্দী, প্রভু, ছাড়য়ে সেই সে।" ॥ ৪ ॥

সূত্রম্—বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ—পূর্ব্বসূত্রে অব্যক্তকে অজ্ঞেয় বলা হইয়াছে, ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী আপত্তি করিতেছেন—কোন কোনও শ্রুতিতে সেই অব্যক্তকে জ্ঞেয় বলাও তো হইয়াছে, এই যদি বল, তাহা নহে, তথায় প্রাজ্ঞ অর্থাৎ পরমাত্মাকেই বলা হইতেছে, অব্যক্তকে নহে, 'হি'—যেহেতু, 'প্রকরণাৎ'—পরমাত্মার প্রকরণেই, 'অশব্দম্' ইত্যাদি শ্রুতি আছে ॥ ৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ননু জ্ঞেয়ত্বাবচনমপ্রসিদ্ধম্। যতঃ "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্। তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং

মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত” ইতি পরবাক্যং নিচায্যেতি তস্য জ্ঞেয়ত্বং বদতীতি চেন্ন। কুতঃ? হি যস্মাৎ তত্র প্রাজ্ঞঃ পরমাত্মৈবোচ্যতে। “পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।” “এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশত” ইতি তস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বপক্ষী আপত্তি করিতেছেন—অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্বের অকথন অপ্রসিদ্ধ, যেহেতু ‘অশব্দমস্পর্শম্’ ইত্যাদি পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যে ‘নিচায্য’—এই জ্ঞানার্থক পদ দ্বারা তাহার অর্থাৎ অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। শ্রুতির অর্থ এই—যাহা নিত্য শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন, অপ্রচ্যুতস্বভাব, সেইরূপ রসহীন, গন্ধশূন্য, আদি-অন্তরহিত, মহৎ হইতে অতীত, শাশ্বতকে জানিয়া মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হয়। এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন,—‘ইতি চেন্ন’ এই যদি বল, তাহা নহে, কি জন্য? যেহেতু সেই শ্রুতিতে পরমাত্মাকেই বলা হইতেছে, অব্যক্তকে নহে। তাহার কারণ? ‘প্রকরণাৎ’—পরমাত্মার প্রকরণেই উহা উক্ত। সেই প্রকরণটি এই—‘পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ’ ইত্যাদি পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, তিনিই শ্রেষ্ঠের চরম সীমা, ইনিই পরমগতি (লক্ষ্য)। ইনি সকল প্রাণীর মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে থাকায় জীবের কাছে প্রতিভাত হন না। এইরূপে ব্রহ্মই প্রক্রান্ত, অব্যক্ত নহে ॥ ৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বদতীতি। অশব্দমিতি। নিত্যং সর্ব্বদেতি প্রত্যেকং সম্বধ্যতে। নিচায্য জ্ঞাত্বা। প্রধানপক্ষেঽপ্যেতদ্বাক্যং সঙ্গতম্। তং কিল শব্দাদিশূন্যং মহত্ত্বাৎ পরঞ্চ জ্ঞেয়ঞ্চ সাংখ্যৈঃ স্মর্য্যতে। মৈবমেতৎ। কুতঃ? প্রকরণাৎ। এবং সতি ব্রহ্মপক্ষে তদ্বাক্যার্থঃ। প্রাকৃতশব্দাদিভোগশূন্যং নিত্যং মহতো জীবাদ্ধিরণ্যগর্ভাদপি পরং ব্রহ্ম নিচায্য জ্ঞাত্বোপাস্য চ মৃত্যুমুখাৎ কালাননাৎ বিমুচ্যতে বিমুক্তো ভবতীতি। ইহ বাক্যে সচ্চিদানন্দৈকরসং পরমপুরুষার্থরূপং নিখিলহেয়প্রত্যনীকং ব্রহ্ম নিরূপ্যতে ন তু প্রধানমিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

টীকানুবাদ—‘বদতীতি’ সূত্রভাষ্যে ‘অশব্দম্’ ইত্যাদি শ্রুত্যন্তর্গত ‘নিত্যং’ অর্থাৎ সর্ব্বদা এই পদ ‘অশব্দমিত্যাদি’ প্রত্যেকের সহিত অন্বিত যথা ‘নিত্যম্

অশব্দম্, নিত্যমস্পর্শমিত্যাদি’। ‘নিচায্য’—অর্থাৎ জানিয়া। আপত্তি হইতেছে—অশব্দমিত্যাদি বাক্যটি প্রধানপক্ষেও সঙ্গত, যেহেতু সেই প্রধান শব্দাদিশূন্য, এবং মহত্ত্বশতঃ সর্ব্বপ্রধান এবং জ্ঞেয়, ইহা সাংখ্যরা মনে করেন; তবে পরমাত্মপক্ষেই ইহা নেয়, এ-কথা বলা কিরূপে সঙ্গত? তাহার উত্তরে বলিতেছেন ‘মৈবম্’—না এরূপ বলিতে পার না, কি হেতু? উত্তর—‘প্রকরণাৎ’—যেহেতু ব্রহ্মপ্রকরণেই উহা উক্ত। এই যদি হয়, তবে ঐ বাক্যার্থ ব্রহ্মপক্ষেই সমঞ্জস। অশব্দমিত্যাদি বাক্যার্থ এইরূপ—ব্রহ্ম প্রাকৃত শব্দাদি ভোগশূন্য, নিত্য, মহান্ অর্থাৎ জীব হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) হইতেও প্রধান, সেই ব্রহ্ম (পরমেশ্বর) কে জানিয়া এবং উপাসনা করিয়া কালের মুখ হইতে জীব মুক্ত হয়। এই বাক্যে সচ্চিদানন্দ একরস, পরম পুরুষার্থস্বরূপ ও সমস্ত হেয় পদার্থের প্রতিপক্ষ ব্রহ্মই নিরূপিত হইতেছে, প্রধান নহে। ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীতে পাওয়া যায়,—“অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং...নিচায্য তাং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥” এই শ্রুতির অর্থ—সেই ব্রহ্ম অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় ইত্যাদি ইহাকে জানিয়া মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, সাংখ্যদর্শনেও প্রকৃতিকে শব্দ, স্পর্শাদি গুণ রহিত বলা হইয়াছে, সুতরাং কঠোপনিষদের এই বাক্যে সাংখ্যের প্রকৃতিকেই জ্ঞেয় বলা হইয়াছে, এই যদি বলা হয়, তদুত্তরে বর্ত্তমান সূত্র বলিতেছেন, না, তাহা হইতে পারে না, কারণ এই প্রকরণে প্রাজ্ঞ—পরমাত্মার কথাই বলা হইয়াছে। কঠোপনিষদের বর্ত্তমানে উল্লিখিত ‘অশব্দম্ ইত্যাদি’ বাক্যের পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে—“পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা, সা পরা গতিঃ” (কঠ ১।৩।১১), আরও বলা হইয়াছে, “এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে” (কঠ ১।৩।১২) সুতরাং বর্ত্তমান প্রকরণে পরমাত্মার বিষয়ই বলা হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এই পরমাত্মাকেই জানিয়া মুক্ত হওয়া যায়, প্রকৃতিকে জানিলে মুক্ত হওয়া যাইতে পারে, এই পূর্ব্বপক্ষ কখনই এখানে স্থাপিত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ শ্রুতিতে বিভিন্ন স্থানে “তমেব বিদিত্বাতি-মৃত্যুমেতি” ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মাকে জানিয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এইরূপই ভূরি ভূরি উপদেশ আছে, কুত্রাপি প্রকৃতিকে জানিলে

মুক্ত হওয়া যায়, এইরূপ একটি বাক্যও নাই, এমন কি, সাংখ্যশাস্ত্রেও বলিয়াছে "গুণপুরুষান্যতাপ্রত্যয়াৎ" অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ ভেদজ্ঞানের দ্বারাই জীব মুক্ত হইতে পারে। সুতরাং প্রকৃতিকে জানিলে মোক্ষ হয়, এ-কথা সাংখ্য-বাদীরাও বলেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীগজেন্দ্রের স্তবেও পাই,—

"ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম্ম বা
ন নামরূপে গুণদোষ এব বা।
তথাপি লোকাপ্যয়সম্ভবায় যঃ
স্বমায়য়া তান্যনুকালমৃচ্ছতি॥
তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্য্যকর্ম্মণে॥" (ভাঃ ৮।৩।৮-৯)

অর্থাৎ যাঁহার জন্ম, কর্ম্ম, নাম, রূপ ও গুণ-দোষ নাই, তথাপি যিনি লোক সমূহের উৎপত্তি ও বিনাশের জন্য স্বীয় মায়া দ্বারা নিরন্তর ঐ সকল স্বীকার করিয়া থাকেন, আমি সেই অনন্তশক্তি, রূপরহিত ও বহুরূপী এবং অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্মশীল সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার করি॥ ৫॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ইতোঽপি প্রধানং তদ্বাচ্যং নেত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এই কারণেও প্রধান অব্যক্ত শব্দবাচ্য হইতে পারে না, ইহা বলিতেছেন—

সূত্রম্—ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ॥ ৬॥

সূত্রার্থ—'চ'—পূর্ব্বোক্ত শঙ্কানিরাসের জন্য, 'ত্রয়াণামেব'—তিনটিরই—অর্থাৎ কঠবল্লীতে পিতার ক্রোধোপশম, স্বর্গ লাভের হেতু অগ্নিবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা এই তিনটিরই 'উপন্যাসঃ'—উপদেশ হইয়াছে, 'প্রশ্নশ্চ'—এবং নচিকেতা কর্ত্তৃক যমের নিকট প্রশ্নও হইয়াছে, তদ্ভিন্ন প্রধানের প্রশ্নও নাই, উপদেশও নাই, অতএব প্রধানের কথা এখানে আসিতেই পারে না॥ ৬॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চকারঃ শঙ্কাহানায়। যদস্যাং কঠবল্ল্যাং ত্রয়াণামেব পিতৃপ্রসাদস্বর্গাগ্ন্যাত্মনামেবং জ্ঞেয়ত্বেনোপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ত্রয়াণামেব তেষাং বীক্ষ্যতে, নান্যস্য কস্যচিৎ পদার্থস্য। ততো নাত্র প্রধানং বেদ্যম্॥ ৬॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'চ'কারটি পূর্ব্বোক্ত শঙ্কানিরাসের জন্য প্রযুক্ত। অর্থাৎ তোমরা যে 'অশব্দমিত্যাদি' পদ প্রধানের বোধক বলিয়া আশঙ্কা করিতেছ, তাহা নহে, যেহেতু ঐ কঠবল্লীতে পিতৃ-প্রসন্নতা, স্বর্গলাভের হেতু অগ্নিবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা এই তিনটিকেই জ্ঞেয় বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে এবং নচিকেতা যমের নিকট সেই তিনটিরই প্রশ্ন করিয়াছে দেখা যায়, অন্য কোন প্রধানাদি পদার্থের কথা জিজ্ঞাসিত হয় নাই, অতএব এই শ্রুতিতে প্রধান জ্ঞেয় হইতে পারে না॥ ৬॥

সূক্ষ্মা টীকা—ত্রয়াণামিতি। নচিকেতসা যমাদর্থত্রয়ং বৃতং পিতৃ-প্রসন্নতা স্বর্গহেত্বগ্নিবিদ্যা আত্মবিদ্যা চেতি। তত্ত্রয়মেব অত্রোপদিষ্টং নান্যদিতি কঠবল্ল্যাং দৃশ্যতে ততোঽত্র প্রধানং নানেয়মিত্যর্থঃ। আত্মশব্দেনাত্মত্বজাতিমদ্-গ্রহণাজ্জীবেশয়োর্লাভঃ॥ ৬॥

টীকানুবাদ—নচিকেতা যমের নিকট হইতে এই তিনটি কামনা করিয়াছিল—যথা পিতার প্রসন্নতা, স্বর্গলাভোপায় অগ্নিবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা। সেই তিনটিই এই কঠবল্লীতে উপদিষ্ট আছে, তদ্ভিন্ন অন্যকিছু উপদিষ্ট হইতে দেখা যায় না। অতএব এখানে প্রধানকে আনিতে পার না, ইহাই তাৎপর্য্য। আত্মবিদ্যা পদের অন্তর্গত আত্মন্ শব্দটি আত্মত্ব জাতি-বিশিষ্টের প্রতিপাদক, সেজন্য জীব ও ঈশ্বর উভয়কে পাওয়া গেল॥ ৬॥

সিদ্ধান্তকণা—কঠবল্লীর পূর্ব্বোক্ত বাক্যে যে প্রধানকে কোন প্রকারেই এ-স্থলে অব্যক্ত শব্দবাচ্য করা যাইতে পারে না, তাহার আরও একটি যুক্তি সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে দেখাইতেছেন যে, নচিকেতা যমের নিকট গিয়া তিনটি বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং যমরাজ কর্ত্তৃক তিনটি বিষয়েরই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এ-স্থলে প্রকৃতি-সম্বন্ধে কোন প্রশ্নও নাই এবং উপদেশও নাই সুতরাং প্রধানের কথা এখানে আসিতেই পারে না। কেহ যদি

বলেন যে, যম নচিকেতাকে জীব ও পরমাত্মা-সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ায় এ-স্থলে চারিটি বরের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে, তদুত্তরে টীকাকার লিখিয়াছেন যে, আত্মবিদ্যার অন্তর্গত আত্মন্ শব্দটি আত্মজাতীয় (একজাতীয়) বিচারে গ্রহণ করায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়কেই পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায় স্বায়ম্ভুব মনু পৌত্র ধ্রুবকে তত্ত্বোপদেশ-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

"তমেব মৃত্যুমমৃতং তাত দৈবং
সর্ব্বাত্মনোপেহি জগৎপরায়ণম্।" (ভাঃ ৪।১১।২৭)

অর্থাৎ হে বৎস! তিনি অভক্তপুরুষগণের পক্ষে মৃত্যুস্বরূপ এবং ভক্তগণের পক্ষে অমৃতস্বরূপ। তিনিই বিশ্বের পরমেশ্বর ও জগদ্বাসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়। সর্ব্বান্তঃকরণে সেই ভগবান্‌কেই আশ্রয় কর।

আরও উপদেশ দিয়াছিলেন,—
"ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা-
গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্" (ভাঃ ৪।১১।৩০) ॥৬॥

সূত্রম্—মহদ্বচ্চ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ—মহানের মত অব্যক্ত শব্দের দ্বারাও প্রধান গ্রাহ্য নহে ॥ ৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ" ইত্যত্র যথা বুদ্ধি-পরত্বোক্তেরাত্মশব্দৈকার্থ্যাচ্চ মহচ্ছব্দেন স্মার্ত্তং মহত্তত্ত্বং ন গৃহ্যতে। এবমাত্মপরত্বোক্তেরব্যক্তশব্দেন প্রধানং নেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যেমন 'বুদ্ধেরাত্মা মহান্‌পরঃ' এই বাক্যে বুদ্ধি হইতে মহানের শ্রেষ্ঠত্ব বলায় এবং 'মহান্ আত্মা' এই কথায় আত্মার সহিত মহানের অভেদ অর্থ প্রকাশ পাওয়ায় মহৎ-শব্দদ্বারা সাংখ্যোক্ত মহত্তত্ত্ব গ্রাহ্য হয় না, সেইরূপ আত্মা হইতে পরমেশ্বর প্রধান বলায় অব্যক্ত-শব্দের বাচ্য প্রধান নহে, ইহাই সূত্রার্থ ॥ ৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—মহদ্বচ্চেতি। বুদ্ধেরাত্মেত্যত্র মহচ্ছব্দেন প্রথমবিকারে বাচ্যে মহতো মহান্ পর ইত্যনিষ্টং স্যাৎ তথাত্মশব্দেন মহতো বিশেষণং

চানিষ্টমতো ন প্রথমবিকারো গৃহ্যতে। এবমাত্মপরত্বোক্তেস্তত্রাব্যক্তশব্দেন প্রধানং ন গ্রাহ্যম্। ন হ্যাত্মনঃ পরতয়া প্রধানং সাংখ্যৈর্মতং তস্মাৎ সূক্ষ্মশরীরং তদিতি সুষ্ঠূক্তম্ ॥ ৭ ॥

টীকানুবাদ—'বুদ্ধেরাত্মা মহান্‌পরঃ' এই বাক্যে মহৎশব্দের অর্থ যদি সাংখ্যোক্ত মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব বাচ্য হয়, তবে 'মহতো মহান্‌পরঃ' মহান্ হইতে মহান্ শ্রেষ্ঠ, এ-কথা সাংখ্যমতে সঙ্গত হয় না; এইরূপ 'মহান্ আত্মা' এই কথায় বোধিত মহান্ আত্মার বিশেষণও হইতে পারে না, ইহাও সাংখ্যের অপসিদ্ধান্ত; অতএব মহান্ প্রকৃতির প্রথম বিকার নহে, এইরূপ আত্মা হইতে প্রাধান্য বলায় অব্যক্ত শব্দের দ্বারা প্রধানকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, যেহেতু প্রধান আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহা সাংখ্যাভিমত নহে, অতএব অব্যক্ত-শব্দের অর্থ সূক্ষ্মশরীর, ইহা ঠিকই বলা হইয়াছে ॥ ৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এতৎ-প্রসঙ্গে সূত্রকার আরও একটি সূত্র বলিতেছেন যে, মহানের ন্যায় অব্যক্ত-শব্দের দ্বারা প্রধানকে গ্রহণ করা যায় না। যেমন কঠবল্লীতে আছে,—

"মনসস্ত পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।" (কঠ ১।৩।১০)

অর্থাৎ মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ। এ-স্থলে মহান্ ও আত্মা একার্থকরূপে প্রকাশ পাওয়ায়, মহৎ-শব্দকে সাংখ্যের কথিত মহত্তত্ত্ব বলা যাইতে পারে না। সেইরূপ আবার আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠত্ব কথনহেতু অব্যক্ত-শব্দে প্রধানকে গ্রহণ করা যায় না। শ্রুতি-কথিত অব্যক্তকে এ-স্থলে প্রধান বিচার করিলে সাংখ্যমতেও যে সঙ্গত হইবে না, তাহা টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"মহত্যাত্মনি যঃ সূত্রে ধারয়েন্ময়ি মানসম্।
প্রাকাম্যং পারমেষ্ঠ্যং মে বিন্দতেঽব্যক্তজন্মনঃ।।" (ভাঃ ১১।১৫।১৪)
॥ ৭ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্,—অন্যোঽপি স্মার্ত্তসিদ্ধান্তো নিরস্যতে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি পঠ্যতে—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" ইতি।

কিমত্র স্মৃতিসিদ্ধা প্রকৃতিরজা কিংবা ব্রহ্মাত্মিকা বৈদিকীতি সন্দেহে অজামিত্যকার্য্যত্বস্য বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানামিতি স্বাতন্ত্র্যেণ সৃষ্টেশ্চ প্রত্যয়াৎ স্মৃতিসিদ্ধেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর অন্য সাংখ্যসিদ্ধান্তও খণ্ডিত হইতেছে। শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে পঠিত হয় যে, 'অজামেকাং লোহিতশুক্ল-কৃষ্ণাং…ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ' পূর্ব্বপক্ষীর মতে অর্থ যথা—'লোহিত শুক্লকৃষ্ণাম্' —লোহিত অর্থাৎ রজোগুণ, শুক্ল—সত্ত্বগুণ, কৃষ্ণ—তমোগুণ, এই ত্রিগুণাত্মিকা, 'বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং'—যিনি বহু প্রজা সৃষ্টি করিতেছেন, যিনি স্বয়ং 'অজা' —জন্মরহিতা ও 'একাম্'—এক অদ্বিতীয়া, সরূপভূতাঃ প্রজাঃ—নিজের সমান-রূপ বহুতর প্রজার সৃষ্টিকারিণী সেই প্রকৃতিকে এক অজ—মায়াধীন জীব ভজন করিয়া অর্থাৎ তাহাকে আত্মবোধে আশ্রয় করিয়া সেই প্রকৃতিগত সুখদুঃখাদি ভোগ করে, আর অন্য অজ অর্থাৎ মুক্তপুরুষ 'ভুক্তভোগাং'—ভুক্তভোগা প্রকৃতিকে ত্যাগ করে অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হন। এই শ্রুত্যুক্ত 'অজা'-শব্দে সংশয় এই—'অজা'-শব্দে কি সাংখ্যদর্শনে সিদ্ধান্তিত প্রকৃতি? না বেদসিদ্ধ ব্রহ্মাত্মিকা শক্তি? এই সন্দেহের উপর পূর্ব্বপক্ষী সিদ্ধান্ত করেন—এই অজা-শব্দে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিই গ্রহণ করিব। যেহেতু তিনি অজা অর্থাৎ জন্মরহিতা, ইহার দ্বারা কার্য্যস্বরূপ নহেন, ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে এবং 'বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং' বহু প্রজার সৃষ্টিকারিণী বলায় স্বাধীনভাবে অর্থাৎ অন্য নিরপেক্ষভাবে সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব অবগত হওয়ায় সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিই গ্রাহ্য, এই পূর্ব্বপক্ষীর কথার প্রতিবাদার্থ বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বমব্যক্তশব্দমাত্রেণ প্রধানস্য স্ফুটম-প্রতীতেস্তচ্ছব্দস্য প্রকৃতশরীরপরত্বমুক্তং ইহ ত্বজাশব্দাৎ লোহিতেত্যাদিনা ত্রৈগুণ্যার্থাচ্চ তস্য স্ফুটং প্রতীতেরজাশব্দঃ প্রধানপরোঽস্ত্বিতি প্রত্যুদাহরণ-

সঙ্গত্যাহ অন্যোঽপীত্যাদি। অজামিত্যাদেঃ পূর্ব্বপক্ষেঽর্থঃ। লোহিতেতি। রজঃসত্ত্বতমাংসি গুণা লক্ষ্যন্তে। বহ্বীঃ প্রজা ইতি বহবঃ পুরুষা বোধ্যন্তে। সৃজমানামিত্যজায়াঃ স্বতঃকর্ত্তৃত্বঞ্চ। একো বিবেকহীনোঽজঃ পুরুষস্তাং জুষমাণো ভজন্ননুশেতে। তামাত্মত্বেনোপগম্য তদ্গতসুখদুঃখাদ্যনুভবতীত্যর্থঃ। অন্যস্ত্বজো বিবেকিনাং ভুক্তভোগাং কৃতভোগবিবেকজ্ঞানাং জহাতি ভুক্ত্বা বিমুচ্যত ইতি। সিদ্ধান্তে তু একো জীবঃ অন্যস্ত্বীশ ইত্যর্থো বোধ্যঃ। তস্যাপি জিঘ্রতি ষড়্‌গুণেশ ইতি শ্রীভাগবতে তদ্ভোগস্মরণাৎ। সংশয়ং দর্শয়তি কিমত্রেতি। বৈদিকী বেদোক্তা।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে কেবল অব্যক্তশব্দের মাত্র প্রয়োগ হইয়াছে কিন্তু তাহার দ্বারা প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির স্পষ্টতঃ প্রতীতি হইতেছে না, অব্যক্ত-শব্দের প্রাকৃতিক শরীরপরত্ব বলা আছে, এখানে 'অজা' শব্দ হইতে এবং 'লোহিত-শুক্ল কৃষ্ণবর্ণাং'—বলায় তাহা দ্বারা ত্রিগুণাত্মকতা অর্থই প্রকাশ হওয়ায় সেই অব্যক্ত-শব্দের অর্থ স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। অতএব শ্রুত্যুক্ত অজা-শব্দ প্রধান অর্থে প্রযুক্ত হউক, এই প্রত্যুদাহরণ বা আক্ষেপসঙ্গতি ধরিয়া বলিতেছেন—'অন্যোঽপীত্যাদি'। অজামিত্যাদি শ্রুতির অর্থ পূর্ব্বপক্ষী বলেন—লোহিতশব্দে রজোগুণ, শুক্ল-শব্দে সত্ত্বগুণ ও কৃষ্ণশব্দে তমোগুণ লক্ষিত হইতেছে, 'বহ্বীঃ প্রজাঃ' উক্তি দ্বারা জীব-বহুত্ব বোধিত হইতেছে, 'সৃজমানাম্' এই শব্দ দ্বারা প্রকৃতির স্বতঃ-কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। এক ইত্যাদি শ্রুত্যংশের অর্থ এক পুরুষ আছে যে বিবেকহীন, সে সেই প্রকৃতিকে ভোগ করিয়া অনুশায়ী হয় অর্থাৎ আত্মবোধে—সেই প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া সেই প্রকৃতিজন্য সুখ-দুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকে, আর এক পুরুষ আছেন, যিনি বিবেকীর আত্মা তিনি প্রকৃতিকে ভোগ করিয়া বিবেকোদয়ের পর ত্যাগ করেন অর্থাৎ ভোগান্তে প্রকৃতিসংস্রব হইতে মুক্ত হন। সিদ্ধান্তপক্ষে এই শ্রুতির অর্থ এইরূপ—একঃ—এক জীব, অন্য অর্থাৎ ঈশ্বর, সেই ঈশ্বরের ভোগবার্ত্তা শ্রীমদ্‌ভাগবতে এইরূপ উক্তি—যথা 'জিঘ্রতি ষড়্‌গুণেশঃ' ষড়্‌গুণৈশ্বর্য্যশালী ঈশ্বর তাহাকে আঘ্রাণ (দূর হইতে ঈক্ষণ দ্বারা) করেন। 'কিমত্র ইত্যাদি' গ্রন্থের দ্বারা সংশয় দেখাইতেছেন। বৈদিকী ব্রহ্মাত্মিকা ইতি। ভাষ্যে—বৈদিকী শব্দের অর্থ বেদবর্ণিত।

চমসবদধিকরণম্

সূত্রম্—চমসবদবিশেষাৎ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ—ন, অবিশেষাৎ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি 'অজা'-শব্দের লক্ষ্য নহে, কারণ কি? 'অবিশেষাৎ'—অজা-শব্দের ব্যুৎপত্তি—যাহা জন্মায় না; এই হিসাবে প্রকৃতিকেই যে বুঝাইবে এমন কোন বিশেষ হেতু—ধর্ম্ম কথিত হয় নাই—এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—'চমসবৎ'—চমস-শব্দের মত অর্থাৎ যেমন চমস বলিলে ব্যুৎপত্তি-অনুসারে মধ্যে গর্ত্তবিশিষ্ট যজ্ঞীয় দ্রব্য ভক্ষণের পাত্রমাত্রই বুঝায়, বিশেষকে বুঝায় না, সেইরূপ ॥ ৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বদতীতি সূত্রান্নেত্যনুবর্ত্ততে। নাত্র স্মৃতি-সিদ্ধা সা শক্যা গ্রহীতুম্। কুতঃ? অবিশেষাৎ। ন জায়ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা অজাত্বমাত্রপ্রতীতেস্তস্যা গ্রহণে বিশেষহেত্বভাবাদিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তশ্চমসবদিতি। যথা বৃহদারণ্যকে—"অর্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্ন" ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে চম্যতেঽনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা যজ্ঞীয়ভক্ষণসাধনত্বমাত্র-প্রতীতের্বিশেষাবোধাৎ নামতোরূপতশ্চ সোঽয়ং চমসবিশেষ ইতি ন শক্যতে গ্রহীতুম্। যৌগিকশব্দেষ্বর্থপ্রকরণাদিকং বিনার্থবিশেষা-নিশ্চয়াৎ তদ্বৎ। তস্মাদত্র মন্ত্রে স্মৃতিসিদ্ধা প্রকৃতির্ন গ্রাহ্যা অর্থ-প্রকরণাদেরপ্যভাবাৎ। নাপি স্বাতন্ত্র্যেণ সৃষ্টেঃ প্রত্যয়ঃ প্রজাঃ সৃজমানামিতি তন্মাত্রপ্রতীতেঃ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'বদতীতি চেন্ন' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত সূত্র হইতে 'ন' এই পদটি এই সূত্রেও অনুবৃত্ত হইতেছে। ইহার অর্থ—সাংখ্যশাস্ত্রসম্মত প্রকৃতি এখানে গ্রহণীয় হইতে পারে না। কি কারণে? উত্তর—'অবিশেষাৎ'—বিশেষ হেতু কিছু নাই। যাহা জন্মে না তাহাই অজা, এই ব্যুৎপত্তি-অনুসারে অজাত্ব-ধর্ম্মমাত্রের প্রতীতি হওয়ায় অজা-শব্দে প্রকৃতিকেই ধরিতে হইবে এমন কোনও বিশেষ হেতু নাই, ইহাই 'অবিশেষাৎ' ইহার তাৎপর্য্য। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—'চমসবৎ'—চমস-শব্দের মত।

যেমন বৃহদারণ্যকোপনিষদে কথিত হইয়াছে—'অর্বাগ্বিলশ্চমসঃ' যাহার শেষভাগে নিম্নে গর্ত্ত আছে—'চম্যতে অনেন'—যাহার দ্বারা পান করা হয়, এই ব্যুৎপত্তি-অনুসারে যজ্ঞীয় দ্রব্যের ভক্ষণপাত্রমাত্রই প্রতীত হওয়ায় যেমন ইহা সেই চমস বলিয়া বিশেষ চমস গ্রহণ করিতে পারা যায় না, তাহার কারণ বিশেষার্থ নিশ্চয় করাইয়া দেয় প্রয়োজন, প্রকরণ প্রভৃতি, যখন ঐগুলি থাকে না তখন সাধারণ অর্থই গৃহীত হয়, সেইরূপ এখানেও অজা-শব্দের বাচ্য প্রকৃতি গ্রহণীয় নহে, যেহেতু অর্থ-প্রকরণাদি বিশেষনির্ণায়ক কোন শব্দ নাই। আরও একটি কথা—প্রকৃতি স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করেন, ইহাইবা কিরূপে বুঝাইবে? শ্রুতিতে মাত্র কথিত হইয়াছে—বহু প্রজা সৃষ্টি করে ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পূর্ব্বপক্ষং পরিহরতি চমসবদিতি। চমসো যজ্ঞীয়পাত্র-বিশেষঃ। তস্যাঃ সাংখ্যোক্তায়াঃ প্রকৃতেঃ। সোঽয়মিতি। কথঞ্চিদর্বাগ্-বিলত্বাদেরন্যত্রাপ্যবিশেষাদিত্যর্থঃ। অর্থেতি। অর্থেন প্রকরণেন চ বিশেষো নিশ্চীয়তে। যথা হরিং ভজ ভবচ্ছিদে ইত্যত্রানন্যসাধ্যেন মোক্ষলক্ষণেন ফলেন হরিশব্দস্য পরমাত্মত্বেবার্থঃ। দেবো জানাতি মে মন ইত্যত্র বক্তৃ-শ্রোতৃবুদ্ধিসান্নিধ্যলক্ষণেন দেবশব্দস্য ভবানিত্যেবার্থো নিশ্চিতস্তথা প্রকৃতেঽর্থ-প্রকরণাদিকং নাস্তীতি ন স্মার্ত্তপ্রকৃতির্নিশ্চিতেত্যর্থঃ। সংযোগাদিরাদিপদাৎ। তন্মাত্রেতি। সৃষ্টিমাত্রপ্রত্যয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকানুবাদ—এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষীর মতের নিরাস করিতেছেন—'চমসবৎ'—এই সূত্রে চমস অর্থাৎ যজ্ঞীয় পাত্র বিশেষ। 'তস্যাঃ গ্রহণে'—সেই সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির গ্রহণে। 'অর্থ-প্রকরণাদিকং বিনা ইত্যাদি', অর্থ—অর্থাৎ ফল বা উদ্দেশ্য, এবং প্রকরণ দ্বারা বিশেষার্থ নিশ্চয় হয়। যেমন 'হরিং ভজ ভবচ্ছিদে' সংসার-নিবৃত্তির জন্য শ্রীহরিকে ভজন কর—এ-কথা বলিলে হরি-শব্দে সিংহ, ইন্দ্র প্রভৃতিকে না বুঝাইয়া অনন্যসাধ্য (যাহা হরি ভিন্ন অন্য কর্ত্তৃক সিদ্ধ হয় না) মোক্ষরূপ ফল দ্বারা হরি-শব্দের পরমাত্মা অর্থই গ্রাহ্য, আবার প্রকরণ দ্বারাও অর্থবিশেষ প্রতীত হয়, যেমন 'দেবো জানাতি মে মনঃ'—দেব আমার মন জানেন—এ-কথায় দেব-শব্দের অর্থ দেবতা না বুঝাইয়া সন্নিহিত রাজাকেই বুঝাইতেছে, এখানে প্রকরণ

হইতেছে বক্তা, বোদ্ধা, বুদ্ধি ও সন্নিধি এই সকল পর্য্যালোচনা দ্বারা 'আপনি' এই অর্থই 'দেব' শব্দ দ্বারা নিশ্চিত হইল। সেইরূপ এ-স্থলে প্রকৃতিকে বুঝাইবে এমন কোন নিশ্চায়ক অর্থ-প্রকরণাদি প্রমাণ নাই। এইজন্য সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ধর্ত্তব্য নহে। প্রকরণাদি বলায় সংযোগ, বিপ্রয়োগ, সাহচর্য্য, বিরোধিতা প্রভৃতি বিশেষ নিশ্চায়ক জ্ঞাতব্য। 'তন্মাত্র প্রতীতেঃ'—কেবল সৃষ্টি মাত্রেরই প্রতীতি হইতেছে এজন্য ॥ ৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে পাওয়া যায়—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং……ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥ (শ্বেঃ ৪।৫) এ-স্থলে যে 'অজা'-শব্দের উল্লেখ আছে, তাহা কি সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি? না, বৈদিকী ব্রহ্মাত্মিকা শক্তি? পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন, ইহা সাংখ্যের প্রকৃতিই হইবে, তাহা নিরসনকল্পে বর্ত্তমান সূত্র বলিতেছেন যে, না, তাহা হইবে না অর্থাৎ এখানে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিতেছে না। কারণ 'অবিশেষাৎ' অর্থাৎ বিশেষ হেতু উল্লেখ নাই, অজা হইলেই যে সাংখ্যের প্রকৃতি হইবে এরূপ বলা যায় না, দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায়, চমস-শব্দের মত অর্থাৎ যেমন চমস বলিলে তদ্দেশে গর্ত্তবিশিষ্ট যজ্ঞীয় ভোজনপাত্রমাত্রই' বুঝায়, অন্য কোন বিশেষকে বুঝায় না, এ-স্থলেও সেইরূপ। বিশেষতঃ সাংখ্যের প্রকৃতি স্বতন্ত্র সৃষ্টিকারিণী বলিয়া নিরূপিতা। কিন্তু ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মের অধীনতায় সৃষ্টি করেন। এ-স্থলে কেবল সৃষ্টিমাত্রই বোধিত হইতেছে।

শ্রীভগবানের শক্তি যে ভগবানের অধীনতায় সৃষ্টি করেন তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া॥
গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ।
বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়া॥" (ভাঃ ৩।২৬।৪-৫)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর শক্তিরূপিণী অব্যক্তা গুণময়ী প্রকৃতি লীলার্থ তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইলে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাকে বহিরঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ দূর হইতে তাহাতে ঈক্ষণ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন। অনন্তর ঐ প্রকৃতিকে স্বীয় সত্ত্বাদি গুণত্রয় দ্বারা তদনুরূপ বিচিত্র প্রজা সৃষ্টি

করিতে দর্শন করিয়া জীবাখ্য-পুরুষ তাঁহার জ্ঞানের আবরণ স্বরূপা অজ্ঞানরূপা অবিদ্যা দ্বারা শীঘ্রই বিমুগ্ধ হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবেও পাই,—

"স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্
ভজতি সরূপতাং তদনু মৃত্যুমপেতভগঃ।
ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো
মহসি মহীয়সেঽষ্টগুণিতেঽপরিমেয়ভগঃ॥" (ভাঃ ১০।৮৭।৩৮)

এতৎপ্রসঙ্গে চতুর্থ সূত্রের সিদ্ধান্তকণাও দ্রষ্টব্য ॥ ৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—বৈদিকী ব্রহ্মশক্তিস্তু গ্রাহ্যা বিশেষহেতুসত্ত্বাদিত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—বেদোক্ত ব্রহ্মশক্তিই অজাশব্দে গ্রাহ্য, কারণ তদ্বিষয়ে বিশেষহেতু আছে, এই কথা বলিতেছেন—

সূত্রম্—জ্যোতিরুপক্রমা তু তথাহ্যধীয়ত একে ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ—'জ্যোতিঃ'—অর্থাৎ ব্রহ্মই যাহার উপক্রম অর্থাৎ কারণ, ঐ 'অজামেকাং' ইত্যাদি শ্রুতি-প্রতিপাদিত এই অজা ব্রহ্মাত্মিকা শক্তিই গ্রাহ্য, যেহেতু অথর্ব্ববিদ্‌গণ সেইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তুশব্দো নিশ্চয়ে। জ্যোতির্ব্রহ্ম। "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ। তদেবোপক্রমঃ কারণং যস্যাঃ সা ব্রহ্মকারণৈবেয়মজা গ্রাহ্যা চমসবদন্যতোঽস্যা বিশেষবোধাদিতি। তত্র যথা "ইদং তচ্ছির এষ হ্যবাগ্‌বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্ন" ইতি বাক্যশেষাৎ শিরোরূপশ্চমসবিশেষো নিশ্চিতস্তথাস্যামপি প্রথমেঽধ্যায়ে অজামন্ত্রান্বিতে চতুর্থে চ শক্তেঃ প্রক্রমাৎ ব্রহ্মশক্তিরূপো বিশেষ ইতি। অত্র পূর্ব্বত্র—"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" ইতি। পরত্র তু "য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ" ইতি। অথৈতস্যা গ্রহণে

প্রমাণান্তরঞ্চ দর্শয়তি তথা হীতি। হির্হেতৌ। যস্মাদেকে শাখিনস্তথাধীয়তে "তস্মাদেতদ্ব্রহ্মনামরূপমন্নঞ্চ জায়ত" ইতি প্রকৃতিমীশ্বরোৎপন্নাং পঠন্তি। ব্রহ্মশব্দবাচ্যমত্র প্রধানং ত্রিগুণাবস্থং গ্রাহ্যং "মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম" ইতি স্মৃতেঃ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দটি নিশ্চয়ার্থক। জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। যেহেতু শ্রুতিতে তাহাই প্রসিদ্ধ আছে। 'তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' দেবগণ জোতিঃসমূহ সূর্য্যাদির, জ্যোতিঃ-প্রকাশক সেই ব্রহ্মকে ধ্যান করেন। সেই 'জ্যোতিরুপক্রমা সা ইয়মজা' জ্যোতির্ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এই অজা অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তিই অজাশ্রুতির প্রতিপাদ্য, যেহেতু চমসের মত প্রমাণান্তর হইতে এই ব্রহ্মশক্তি অর্থ অবগত হওয়া যাইতেছে। তাহাই বিবৃত করিতেছেন—'যথেদং ইত্যাদি' মনুষ্যের মস্তক চমসশব্দের বাচ্য। যেহেতু 'তচ্ছির এষ হি অর্বাগ্ বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নঃ'—চমস বলিতে যজ্ঞীয় দ্রব্যভক্ষণ-পাত্র বিশেষ নহে, 'তচ্ছির' ইত্যাদি বাক্য শেষ মনুষ্যের মস্তকরূপ বিশেষার্থকে বুঝাইতেছে, মনুষ্যের মস্তকেরও অভ্যন্তরে গর্ত্ত আছে, ঊর্দ্ধভাগে গোলাকৃতি পিণ্ডও আছে, সেই প্রকার এই উপনিষদেও প্রথম অধ্যায়েও অজা মন্ত্র দ্বারা ব্যাপ্ত এই চতুর্থপাদে শক্তির কথাই প্রক্রান্ত হওয়ায় ব্রহ্মশক্তিরূপ বিশেষ অর্থই অজাশব্দে বোধ্য। এই উপনিষদের পূর্ব্বভাগে পঠিত হইয়াছে যে 'তে ধ্যানযোগানুগতা······স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্' তাহারা ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে করিতে ব্রহ্মশক্তি দর্শন করিলেন যে শক্তি স্বগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। আবার পরে পঠিত হইয়াছে 'য একোঽবর্ণো বহুধা-শক্তিযোগাৎ' যিনি এক অদ্বিতীয় এবং বর্ণহীন (রূপহীন) হইয়াও বিভিন্ন শক্তিযোগে বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তবেই দেখা যাইতেছে বহুরূপে অভিব্যক্তির কারণ ব্রহ্মশক্তিই, অতঃপর অজা-শব্দের দ্বারা এই ব্রহ্মশক্তিকে গ্রহণ করিবার অন্য প্রমাণও সূত্রকার দেখাইতেছেন—'তথা হ্যধীয়ত একে' 'হি'—যেহেতু, 'একে'—কেহ কেহ অর্থাৎ অথর্ব্বশাখাবিদ্গণ, 'তথা' সেইরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তিরূপে 'অধীয়তে'—পাঠ করেন, অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর হইতে কার্য্য-ব্রহ্ম, প্রধান, নাম, রূপ, ভোগ্য বস্তু জন্মিয়া থাকে অতএব প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন ইহা বলিয়া থাকেন। এখানে ব্রহ্ম-শব্দের

বাচ্য প্রধান ত্রিগুণাত্মক অবস্থাযুক্ত, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। ভগবদুক্তিই তাহার প্রমাণ, যথা—'মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম' মহৎ নামক ব্রহ্ম-রূপা প্রকৃতি আমার গর্ভাধান-স্থান। ইহাতেও প্রধান ব্রহ্ম-শব্দের বাচ্য উক্ত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—জ্যোতিরিতি। শিরোরূপ ইতি। মনুষ্যমস্তকমিহ চমসত্বেন রূপ্যত ইত্যর্থঃ। অস্যামুপনিষদি। শাখিন আথর্বণিকাঃ। ত্রিগুণাবস্থং বিভক্তগুণত্রয়ম্। মমেতি শ্রীগীতাসু ॥ ৯ ॥

টীকানুবাদ—'জ্যোতিরুপক্রমা তু' ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যান্তর্গত 'বাক্য-শেষাৎ' শিরোরূপ ইত্যাদি মনুষ্যের মস্তককে এখানে চমসরূপে রূপক করা হইতেছে, ইহাই তাৎপর্য্য। 'তথাহস্যামপি' এই উপনিষদে—বেদান্তদর্শনে। 'একে শাখিনস্তথা···শাখিনঃ অথর্ব্ববেদবিদ্গণ। প্রধানং ত্রিগুণাবস্থম্—সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিন গুণের বিভাগযুক্ত। 'মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম' ইহা শ্রীভগবদ্গীতোক্ত ॥ ৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এ-স্থলে যে, বৈদিকী ব্রহ্মশক্তিকেই বুঝিতে হইবে, তাহার আরও একটি বিশেষ হেতু সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে দেখাইতেছেন। শ্রুতিতে 'জ্যোতিঃ' শব্দে উপক্রম হইয়াছে বলিয়া অজাকে ব্রহ্মেরই শক্তি বুঝাইতেছে। আবার বৈদিক শাখান্তরে প্রকৃতি যে ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, তাহাও পাঠ করিয়া থাকেন। এখানে ব্রহ্মশব্দে ত্রিগুণাবস্থ প্রকৃতিই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। যেমন গীতায় বলিয়াছেন "মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম"। আবার শ্রীমদ্ভাগবতে কপিল-দেবহূতিসংবাদে শ্রীভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন,—

অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্ধামা স্বয়ংজ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্ ॥ (ভাঃ ৩।২৬।৩)

অর্থাৎ অনাদি (নিত্য) পরমাত্মাই পুরুষ; তিনি প্রকৃতি হইতে পৃথক্—অসঙ্গ বলিয়া প্রাকৃতগুণরহিত, তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগম্য, স্বয়ং-জ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ এই বিশ্ব তাঁহারই ঈক্ষণযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীগীতায় পাওয়া যায়,—

"মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।" (গীঃ ১৪।৩)

সে-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"কালবৃত্ত্যাত্মমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥" (৩।৫।২৬)
"দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাঽসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥" (৩।২৬।১৯)

শ্রীকপিলদেবের আরও একটি বাক্যে পাই,—

"যৎ তত্ত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ॥" (৩।২৬।১০)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি' করে বীর্য্যের আধান॥
সাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি স্পর্শন।
'জীব'রূপ 'বীজ' তাতে কৈলা সমর্পণ॥ (মধ্য ২০।২৭২-২৭৩)

শ্রীব্রহ্মসংহিতায়ও পাওয়া যায়,—

"যা যোনিঃ সাপরা শক্তিঃ"—এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ লিখিয়াছেন,—

"সৃষ্টিকামযুক্ত সঙ্কর্ষণই প্রপঞ্চোৎপাদনোন্মুখ কৃষ্ণাংশ; কারণ-বারিতে আদ্যাবতার পুরুষরূপে শয়ন করতঃ তিনি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন। সেই ঈক্ষণই সৃষ্টির নিমিত্তকারণ। তৎপ্রতিফলিত জ্যোতির আভাসরূপই শম্ভু-লিঙ্গ; তাহাই রমাশক্তির ছায়ারূপা মায়ার প্রসব-যন্ত্রে সংযুক্ত হয়। তখন মহত্তত্ত্বরূপ কামবীজের আভাস আসিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মহাবিষ্ণুসৃষ্ট কামের প্রথম উদয়কে হিরণ্ময় মহত্তত্ত্ব বলে; তাহাই সৃষ্ট্যুন্মুখ মনোরূপীতত্ত্ব। ইহাতে গূঢ় বিচার এই যে, নিমিত্ত ও উপাদান লইয়া পুরুষেচ্ছাই সৃষ্টি করেন। নিমিত্তই মায়া অর্থাৎ যোনি, এবং উপাদানই শম্ভু অর্থাৎ লিঙ্গ। মহাবিষ্ণু—পুরুষ অর্থাৎ ইচ্ছাময় কর্ত্তা। দ্রব্যময়

প্রধানরূপ তত্ত্বই উপাদান এবং আধারময় প্রকৃতি-তত্ত্বই মায়া। তদুভয়ের সংযোগকারী ইচ্ছাময়তত্ত্বই প্রপঞ্চপ্রকটনকারী শ্রীকৃষ্ণাংশরূপ পুরুষ" ॥ ৯ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বু কথমস্যাঃ প্রকৃতেরজাত্বং, অজায়াঃ পুনঃ কথং জ্যোতিরুৎপন্নত্বমিত্যাশঙ্ক্য সমাধত্তে —

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আশঙ্কা হইতেছে, তবে প্রকৃতি অজা হইলেন কিরূপে? আর যদি অজাই হন, তবে তাঁহার জ্যোতির্ব্রহ্ম হইতে উৎপন্নত্ব কিরূপে সম্ভব? এই আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। অজাত্বং ব্রহ্মবন্নিত্যত্বম্। জ্যোতি-রুৎপন্নত্বং ব্রহ্মকার্য্যত্বম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'নন্বু ইত্যাদি'—অজাত্ব—অর্থাৎ ব্রহ্মের মত নিত্যত্ব, 'জ্যোতিরুৎপন্নত্ব'—ব্রহ্মকার্য্যত্ব।

সূত্রম্—কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ—এই প্রকৃতির অজাত্ব ও জ্যোতির্ব্রহ্মোৎপন্নত্ব দুইই সম্ভব—'চ' শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা নিরাস করা হইল। কি হেতু সম্ভব? উত্তর—'কল্পনোপদেশাৎ'—যেহেতু শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতির সৃষ্টির কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রকৃতি হইতেই মহদাদিক্রমে জগতের সৃষ্টি। প্রকৃতির কারণত্ব ও কার্য্যত্ব উভয় কিরূপে সম্ভব? তাহার উত্তর—কারণব্রহ্মে বিলীনাবস্থায় উহা নিত্য, আবার কার্য্যাবস্থায় অর্থাৎ সৃষ্টিকালে জ্যোতিঃ হইতে উৎপন্না; এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—'মধ্বাদিবৎ'—যেমন সূর্য্য কারণাবস্থায় ব্রহ্মের সহিত একীভূত, অতএব নিত্য, আবার কার্য্যাবস্থায় অর্থাৎ বসু প্রভৃতি ভোগ্য মধুরূপে স্থিতিকালে উদয়াস্তময়-ভাগীরূপে কল্পিত হইয়া অনিত্যরূপে প্রতিভাত হইলেও কোনও বিরোধ বা অসঙ্গতি থাকে না, সেইরূপ ঐ 'অবিরোধঃ'—এখানেও কোন বিরোধ নাই ॥ ১০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চ-শব্দেন শঙ্কা নিরস্যতে। তদ্দ্বয়মস্যাঃ সম্ভবতি। কুতঃ? কল্পনেতি। কল্পনং সৃষ্টিঃ। "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" ইতি

প্রয়োগাৎ। তমঃশক্তিকাদ্‌ব্রহ্মণঃ প্রধানোৎপত্তিকথনাদিত্যর্থঃ। ইদমত্র তত্ত্বম্। তমোঽভিধানাতিসূক্ষ্মা নিত্যা চ পরস্য শক্তিরস্তি। "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতং যদা তমস্তন্ন দিবা ন রাত্রিঃ" ইতি "গৌরনাদ্যন্তবতী" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। সা কিল প্রলয়ে তেন সহৈক্যং গতা, ন তু তত্র বিলীনা তিষ্ঠতি। "পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়ত" ইত্যাদি শ্রুত্যা পৃথিব্যাদীনামক্ষরান্তানাং তমসি লয়কথনাৎ তমসস্তু পরস্মিন্নৈক্যকথনাৎ। তদৈক্যং নামাতিসৌক্ষ্ম্যাদ্বিভাগানর্হত্বমেব নান্যৎ। ইতরথা তম একীভবতীতি চ্বিপ্রত্যয়াসামঞ্জস্যাৎ। অথ সিসৃক্ষোঃ পরস্মাদ্দেবাৎ তমঃশক্তিকাৎ ত্রিগুণাবস্থমব্যক্তমুৎপদ্যতে। "মহানব্যক্তে লীয়তে। অব্যক্তমক্ষরে, অক্ষরং তমসি" ইতি শ্রুতেঃ। "তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নংত্রিগুণং দ্বিজসত্তম" ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ। ততস্তু মহদাদেঃ সর্গঃ। তেন প্রধানকল্পনোপদেশেন কারণরূপা কার্য্যরূপা চেতি ব্যবস্থা প্রকৃতিসিদ্ধা। "প্রধান পুংসোরজয়োঃ কারণং কার্য্যভূতয়োঃ" ইতি স্মৃতেশ্চ। সৃষ্টিকালে তূদ্ভূতসত্ত্বাদিগুণা বিভক্তনামরূপা প্রধানাব্যক্তাদিশব্দিতা লোহিতাদ্যাকারা জ্যোতিরুৎপন্নেতি। দৃষ্টান্তমাহ—মধ্বাদিবদিতি। যথাদিত্যঃ কারণাবস্থায়ামেকীভূতঃ কার্য্যাবস্থায়াং বস্বাদিভোগ্যমধুত্বেনোদয়াস্তময়ত্বেন চ কল্প্যমানোঽপি ন বিরুধ্যতে তদ্বৎ॥ ১০॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'চ' শব্দটি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা নিরাকৃত হইতেছে অর্থাৎ প্রকৃতির অজাত্ব ও জ্যোতির্ব্রহ্মোৎপন্নত্ব সেই দুইটিই সম্ভব। কারণ কি? উত্তর—'কল্পনোপদেশাৎ'—কল্পনার অর্থ সৃষ্টি, শ্রুতিতে প্রযুক্ত আছে—'বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ' —জগদ্বাসীর দৃষ্টির সমক্ষেই পরমাত্মা পূর্ব্ব সৃষ্টির মত সূর্য্যচন্দ্র সৃষ্টি করিলেন। তমঃপ্রধান শক্তিময় পরমাত্মা হইতে প্রকৃতির উৎপত্তি কথিত হওয়ায়, ইহাই তাৎপর্য্য। এ-বিষয়ে রহস্য এই—পরমাত্মার 'তমঃ' নামে একটি অতি সূক্ষ্মা (দুর্জ্ঞেয়) এবং নিত্য শক্তি আছে; শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন—'তম আসীৎ তমসা গূঢ়ম্' অগ্রে—প্রলয়কালে তমঃশক্তি ছিল

অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া। যখন তমোময় ছিল তখন দিন, রাত্রি কিছুই ছিল না, এই হেতু প্রকৃতি আদি-অন্তহীন ইত্যাদি। প্রসিদ্ধি আছে—সেই প্রকৃতি প্রলয়কালে ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়াছিল, একেবারে তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয় নাই, যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—পৃথিবী জলে লীন হয়, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে ইত্যাদিরূপে পৃথিব্যাদি অক্ষর পর্য্যন্তের তমঃতে লয় কথিত হইয়াছে, তমঃশক্তির পরব্রহ্মে ঐক্যই উক্ত হইয়াছে। ঐক্য শব্দের অর্থ—অতি সূক্ষ্মতাহেতু বিভাগের অযোগ্যত্বই, অন্য কিছু নহে। যদি ইহাকেও লয় বলা হয়, তবে 'তম একী ভবতি' যাহা এক ছিল না এক হইয়া গেল, এই অভূত তদ্ভাব অর্থে চ্বিপ্রত্যয় সঙ্গত হয় না। তাহার পর পরমাত্মা সৃষ্টির ইচ্ছা করিলে তমঃশক্তি সম্পন্ন তাহা হইতে ত্রিগুণাবস্থ অব্যক্ত উৎপন্ন হয়, মহান্ অব্যক্তে লীন হয়, অব্যক্ত অক্ষরে, অক্ষর তমঃতে লীন হয়, এইরূপ শ্রুতি আছে। স্মৃতিবাক্যও আছে, হে ব্রাহ্মণোত্তম! সেই তমঃশক্তিসম্পন্ন পরমাত্মা হইতে ত্রিগুণাবস্থ অব্যক্ত উৎপন্ন হইল। অব্যক্ত হইতে মহৎ প্রভৃতির সৃষ্টি। সেই প্রধানের সৃষ্টির উক্তি দ্বারা কারণরূপা ও কার্য্যরূপা উভয়বিধা প্রকৃতি সিদ্ধ হইল। প্রধান ও পুরুষ ইহারা নিত্য হইয়াও কারণস্বরূপ ব্রহ্মের কার্য্য।—এই প্রকার বিষ্ণুপুরাণের উক্তি আছে। অতএব সিদ্ধান্ত এই,—সৃষ্টিকালে প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণের উদ্ভব হয়, নামরূপের বিভাগ হয়, প্রধান, অব্যক্ত, অব্যাকৃত, প্রকৃতি নানা পর্য্যায় শব্দে শব্দিত হইয়া লোহিতাদি আকারে প্রকৃতি ব্রহ্মজ্যোতিঃ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—'মধ্বাদিবৎ'। যেমন আদিত্য কারণাবস্থায় একই থাকেন, কার্য্যাবস্থায় বসুরুদ্রাদিভোগ্য মধুরূপে এবং উদয়-অস্তগমনরূপে কল্পিত হইলেও কোন বিরুদ্ধ হয় না, সেইরূপ প্রকৃতিরও অজাত্ব ও কার্য্যত্ব অবিরুদ্ধ জানিবে॥ ১০॥

সূক্ষ্মা টীকা—কল্পনেতি। যথেতি। অকল্পয়দসৃজৎ। প্রকৃতের্নিত্যত্বে প্রমাণং তম আসীদিত্যাদি। প্রকেতং জগৎ। তেন পরমাত্মনা সহ। চ্বিপ্রত্যয়েতি। অনেকমেকং ভবতীতি ব্যুৎপাত্তের্মহানব্যক্তমিত্যাদি প্রলীনানামেবোৎপত্তিরিতি ভাবঃ। স্মৃতিস্তমর্থং স্ফুটয়তি তস্মাদিতি ভারতবাক্যম্। তস্মাৎ তমঃশক্তিকাৎ পরমাত্মনঃ। প্রধানেতি শ্রীবৈষ্ণবে। কারণমিত্যত্র

ব্রহ্মেতি বোধ্যম্। দ্ব্যবস্থত্বং গ্রাহয়িতুমাহ যথেত্যাদি। মধুব্যপদেশানর্হ-সূক্ষ্মাত্মনা স্থিতিঃ কারণাবস্থা বস্বাদিভোগ্যরসাশ্রয়তয়া মধুত্বং কার্য্যাবস্থে-ত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকানুবাদ—'কল্পনোপদেশাচ্চ' ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যোক্ত—'যথাপূর্ব্ব-মকল্পয়ৎ' অকল্পয়ৎ—অর্থাৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রকৃতির নিত্যতা-বিষয়ে প্রমাণ 'তম আসীদিত্যাদি' শ্রুতি। 'প্রকেতং'—জগৎ। 'তেনসহৈক্যং গতা', তেন—পরমাত্মার সহিত। 'একী ভবতীতি চ্বিপ্রত্যয়াসামঞ্জস্যাৎ'—যাহা এক ছিল না তাহা এক হইল এই অভূততদ্ভাব অর্থে চ্বিপ্রত্যয়ের সঙ্গতি হয় না। মহান্ অব্যক্তমিত্যাদি যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহাদেরই উৎপত্তি ; ইহাই ভাবার্থ। মহাভারতবাক্য—তস্মাদব্যক্তমিত্যাদি সেই কথাটি স্পষ্টীকৃত করিতেছে। তস্মাৎ শব্দের অর্থ—তমঃশক্তিসম্পন্ন সেই পরমাত্মা হইতে। 'প্রধানপুংসো-রজয়োঃ' ইত্যাদি শ্লোকটি বিষ্ণুপুরাণের। 'কারণম্'—অর্থাৎ ব্রহ্ম, ইহাই বোদ্ধব্য। 'দ্ব্যবস্থত্বং'—দুই অবস্থা (অজাত্ব ও কার্য্যত্ব) সম্পন্নত্ব গ্রহণ করাই-বার জন্য বলিতেছেন, যথা আদিত্য ইত্যাদি বাক্য। মধু-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিতত্ব হইবার অযোগ্য সূক্ষ্মস্বরূপে স্থিতির নাম কারণাবস্থা। বসুপ্রভৃতি-ভোগ্য রসের আশ্রয়ত্বনিবন্ধন মধুত্ব, ইহাই কার্য্যাবস্থা। ইহাই তাৎপর্য্য ॥১০॥

সিদ্ধান্তকণা—প্রকৃতির অজাত্ব ও অজা হইয়া কিরূপে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হন, তাহারই সমাধান বর্ত্তমান সূত্রে করিতেছেন যে, হ্যাঁ, ইহা সম্ভব ; কারণ প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্না ;—ইহা শ্রুতি, স্মৃতি ও বিষ্ণু-পুরাণে পাওয়া যায়, ভাষ্য দ্রষ্টব্য। সেই প্রধান কারণরূপা ও কার্য্যরূপা। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখাইয়াছেন, যেমন আদিত্য কারণাবস্থায় এক থাকিয়া কার্য্যাবস্থায় বসুরুদ্রাদি-ভোগ্য মধুরূপে এবং উদয় ও অস্তগমনরূপে কল্পিত হয়, তাহাতে কোন বিরুদ্ধতা আসে না, সেইপ্রকার প্রকৃতির অজাত্ব ও কার্য্যত্বে কোন বিরোধ নাই।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

"প্রকৃতিকে অজা বলিয়া আবার জ্যোতিরুপক্রমা বিচারে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিলে, আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও বিরুদ্ধ নহে ; কারণ প্রকৃতির কারণাবস্থা ও কার্য্যাবস্থাভেদে দুইটি অবস্থা আছে।

প্রকৃতির কারণাবস্থাকে 'অজা' বলা হইয়াছে এবং কার্য্যাবস্থাকে 'জ্যোতি-রুপক্রমা' বলা হইয়াছে। কল্পনা অর্থাৎ সৃষ্টির উপদেশ হেতু।—'মধ্বাদিবৎ' অর্থাৎ আদিত্য সৃষ্টির পূর্ব্বে একরূপে অবস্থান করিয়া সৃষ্টির পর যেমন দেবগণের ভোগ্য মধুরূপে কল্পিত হন, ইহাও সেইরূপ।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"কেবলাত্মানুভাবেন স্বমায়াং ত্রিগুণাত্মিকাম্।
সংক্ষোভয়ন্ সৃজত্যাদৌ তয়া সূত্রমরিন্দম ॥
তামাহুস্ত্রিগুণব্যক্তিং সৃজন্তীং বিশ্বতোমুখম্।
যস্মিন্ প্রোতমিদং বিশ্বং যেন সংসরতে পুমান্ ॥" (ভাঃ ১১।৯।১৯-২০)

আরও পাই,—

"কার্য্যকারণকর্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ।
ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥" (ভাঃ ৩।২৬।৮)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥" (গীঃ ১৩।২১) ॥১০॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—বৃহদারণ্যকে—"যস্মিন্ পঞ্চপঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতো-ঽমৃতম্" ইতি শ্রূয়তে। কিমত্র কাপিলতন্ত্রোক্তানি পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বানি জ্ঞেয়ানি কিংবা পঞ্চৈব কেচিদন্যে ইতি বীক্ষায়াং বহু-ব্রীহিগর্ভকর্ম্মধারয়বিশিষ্টাৎ পঞ্চপঞ্চজনশব্দাৎ পঞ্চবিংশতিপদার্থ-প্রতীতেঃ কাপিলোক্তান্যেব তানি গ্রাহ্যাণি। আত্মাকাশয়োরতিরে-কস্তু কথঞ্চিন্নির্ব্বর্ত্তনীয়ঃ। জনশব্দস্তত্ত্ববাচীত্যেবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—বৃহদারণ্যকে পঠিত হয়—'যস্মিন্ পঞ্চপঞ্চ-জনা...ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্' যাহাতে পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহাকেই আমি পরমাত্মা বুঝিয়া উপাসনা করি, যিনি এইরূপ অমৃত-ব্রহ্মকে জ্ঞান করেন, তিনি অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন। এই বিষয়টি লইয়া সংশয় হইতেছে এই—'পঞ্চপঞ্চজনাঃ' পদটি কি সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত পঞ্চবিংশতি-

তত্ত্ব (যথা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই স্থূল পঞ্চ মহাভূত ; গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম মহাভূত ; চক্ষুঃ কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় ; উভয়েন্দ্রিয়—মন, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব এবং প্রকৃতি ও পুরুষ) কে বুঝিব ? না পাঁচটিই তত্ত্ব পঞ্চজন নামক কোন কোনও ব্যক্তি মনে করেন, এই অর্থ ধরিব ? এই সংশয়ের উপর পূর্ব্বপক্ষী বলেন, সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বই 'পঞ্চপঞ্চজনাঃ' পদের বাচ্য, কারণ কি ? তাহার উত্তরে তাঁহারা বলেন,—পঞ্চপঞ্চজনাঃ পদটি বহুব্রীহি সমাস পূর্ব্বক কর্ম্মধারয় সমাস নিষ্পন্ন, ইহাতে পঞ্চবিংশতি সংখ্যক পদার্থকেই বুঝাইতেছে। কথাটি এই—প্রথমে পঞ্চপঞ্চাঃ পঞ্চকৃত্ব আবৃত্তাঃ পঞ্চ—অর্থাৎ পঞ্চবারে আবৃত্ত পঞ্চ এইরূপ বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন, ঐ শব্দটি পঁচিশ সংখ্যক পদার্থ বুঝাইল, তৎপরে পঞ্চপঞ্চাঃ জনাঃ এইবাক্যে কর্ম্মধারয় সমাস। আপত্তি হইতে পারে,—ঐ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মধ্যেই তো আকাশ ও আত্মা বা পুরুষ ধরা আছে, তবে আবার আকাশ এবং 'তমেব মন্য আত্মানম্' এই বলিয়া আত্মার কথা অতিরিক্তভাবে বলিলেন কেন ? তাহার উত্তর এই,—ঐ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের মধ্যে আকাশ ও আত্মা প্রধান, এই বিবক্ষায় অতিরিক্ততা কোনও প্রকারে নির্ব্বাহ করিতে হইবে। জনশব্দ মনুষ্যবাচী নহে, তত্ত্ববাচক ;—এইরূপ পূর্ব্ব-পক্ষবাদীর উক্তিতে সূত্রকার সমাধান করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বমজামন্ত্রস্যেশশক্তিপরত্বনির্ণায়কঃ প্রাগূর্দ্ধঞ্চ তচ্ছক্তিপ্রসঙ্গো যথাস্তি তথায়মস্মিন্নিতি মন্ত্রস্য কপিলোক্তপঞ্চবিংশতিতত্ত্ব-নির্ণায়কা পঞ্চজনশ্রুতিরস্তীতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ—বৃহদারণ্যকে যস্মিন্নিত্যাদি। ফলদ্বয়মিহ প্রাগ্বদ্বোধ্যম্। যস্মিন্ পরেশে প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ সর্ব্বাধার আকাশ-শ্চৈতে সন্তি। তমেবাত্মানং বিভুবিজ্ঞানানন্দং ব্রহ্ম—বৃহদ্গুণকমমৃতমবিনাশি-নমহং মন্যে জ্ঞাত্বোপাসে। য ইদং বিদ্বানমৃতো মুক্তঃ। তদ্‌বিজ্ঞানেন মুক্তেরবশ্যম্ভাবাদিতি ভাবঃ। বহুব্রীহিগর্ভেতি। পঞ্চকৃত্ব আবৃত্তাঃ পঞ্চেতি পঞ্চপঞ্চাঃ সংখ্যয়াব্যয়াসন্নাদূরাধিকসংখ্যাঃ সংখ্যেয়েইতি সূত্রাৎ সমাসঃ। সংখ্যেয়ার্থয়া সংখ্যয়া সহাব্যয়াদয়ঃ সমস্যন্তে স বহুব্রীহিরিতি তদর্থঃ। দ্বিরাবৃত্তাঃ দশ দ্বিদশ বিপ্রা ইতিবৎ। বহুব্রীহৌ সংখ্যেয়ে ডজবহুগুণাদিতি সূত্রাৎ ডচ্ সমাসান্তঃ। সংখ্যেয়ে যো বহুব্রীহিস্তস্মাৎ ডচ্ ন চ বহুগুণশব্দাচ্চেতি

তদর্থঃ। অন্যপদার্থবৃত্ত্যভাবেহপ্যয়ং বহুব্রীহির্দ্বিত্রা ইতিবদ্বোধ্যঃ। তল্লক্ষণস্য প্রায়োঽভিপ্রায়ত্বাৎ তদধিকারপঠিতত্বেঽপি তত্ত্বমিতি ন দোষঃ। ততশ্চ পঞ্চপঞ্চাশ্চ তে জনাশ্চেতি কর্ম্মধারয়ে পঞ্চবিংশতিলাভঃ। নন্বাত্মাকাশাভ্যাং সপ্তবিংশতিঃ স্যুরিতি চেৎ তত্রাহাত্মেতি। পঞ্চবিংশত্যন্তর্ভূতয়োস্তয়োঃ প্রাধান্যাৎ কথঞ্চিৎ পৃথক্‌কৃত্বোক্তিরিত্যর্থঃ। কথঞ্চিত্ত্বন্যগতিকগতিঃ। জন-শব্দস্তত্ত্ববাচী জনস্তত্ত্বসমূহক ইতি স্মরণাৎ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে যেমন 'অজামেকাং লোহিতে-ত্যাদি মন্ত্রান্তর্গত 'অজা' শব্দ পরমেশ্বরের তমঃশক্তি বাচক নির্ণীত হইয়াছে, যেহেতু সেই শ্রুতির পূর্ব্বে ও পরে ব্রহ্মশক্তির প্রসঙ্গে উহা উক্ত, সেইরূপ 'যস্মিন্ পঞ্চপঞ্চজনাঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের পঞ্চজন শ্রুতি কপিলোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের নির্ণায়িকা হইবে, এইরূপ দৃষ্টান্তসঙ্গতি ধরিয়া ভাষ্যকার বলিতেছেন—'বৃহদারণ্যকে ইত্যাদি' গ্রন্থ। এই উপাসনায় পূর্ব্বপক্ষিসম্মত ফল পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের উপাসনায় মুক্তি, সিদ্ধান্তিমতে পঞ্চসংখ্যক পঞ্চজন সংজ্ঞক পদার্থের উপাসনায় মুক্তি। 'যস্মিন্ ইত্যাদি' শ্রুতির সিদ্ধান্তসম্মত ব্যাখ্যা, যথা—'যস্মিন্'—যে পরমেশ্বরে, প্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি পদার্থ ও সকলের আধার আকাশ এই কয়টি অধিষ্ঠিত আছে, সেই সর্ব্বব্যাপক, বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মকে আমি বৃহত্ত্বগুণসম্পন্ন অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী মনে করি অর্থাৎ সেইরূপ জানিয়া উপাসনা করি। যিনি এইরূপ জ্ঞান করেন, তিনি অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন। সেই বিজ্ঞানবলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবিনী ইহাই অভিপ্রেত। বহুব্রীহি গর্ভেত্যাদি—পঞ্চপঞ্চজনাঃ এই পদে প্রথমে পঞ্চাবৃত্তাঃ পঞ্চ এইবাক্যে 'সংখ্যয়াব্যয়াসন্নাদূরাধিকসংখ্যাঃ সংখ্যেয়ে' সংখ্যেয়ার্থক সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত অব্যয়শব্দ, আসন্ন, অদূর, অধিক ও সংখ্যা বাচক শব্দের বহুব্রীহি সমাস হয় যেমন দ্বিরাবৃত্তাঃ দশ দুইবার উচ্চারিত দশটি ব্রাহ্মণ বলিলে দ্বিদশ-(২০) ব্রাহ্মণ বুঝায় সেইরূপ পঞ্চাবৃত্তাঃ পঞ্চ এই অর্থে পঞ্চপঞ্চ পদটি নিষ্পন্ন হইল। তাহার পর পঞ্চপঞ্চাঃ হইল কেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'বহুব্রীহৌ ডজবহুগুণাৎ' ইহার অর্থ—সংখ্যেয়াথক সংখ্যাশব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাসান্তে, ডচ্ (অ) প্রত্যয় হয়, ডচ্ প্রত্যয়ের ড্ ইৎহেতু পূর্ব্বপদের টির লোপ এজন্য পঞ্চপঞ্চ অকারান্ত হইল। কেবল বহু ও গুণ শব্দের ডচ্ হয় না। যদিও বহুব্রীহি সমাসের নিয়ম 'অনেকমন্যপদার্থে' সমাস-

নিষ্পন্ন পদটি সমাসঘটক পদার্থ না বুঝাইয়া অপর পদার্থকে বুঝাইবে। কিন্তু এখানে অন্য পদার্থ না বুঝাইলেও এই বহুব্রীহি হইল। যেমন দ্বৌ বা ত্রয়ো বা বাক্যে দ্বিত্র শব্দ অন্যার্থবোধক না হইলেও বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন হইয়াছে। তবে যে বহুব্রীহি লক্ষণের অব্যাপ্তি হইল তাহাও নহে ইহা প্রায়িকার্থে, এজন্য বহুব্রীহি প্রকরণে এই সূত্র পঠিত বলিয়া বহুব্রীহি বলিয়া গণ্য, অতএব কোনও দোষ নাই। পঞ্চপঞ্চ শব্দ নিষ্পত্তির পর পঞ্চপঞ্চাশ্চ তে জনাশ্চেতি এই কর্ম্মধারয় সমাস দ্বারা পঞ্চপঞ্চজন শব্দ হইতে পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব বুঝা গেল। যদি বল, আকাশ ও আত্মাকে ধরিয়া সপ্তবিংশতিতত্ত্ব হয় তাহাতে বলিতেছেন—'আত্মাকাশয়োরিত্যাদি'—পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে আকাশ ও আত্মা প্রধান—এই অভিপ্রায়ে তাহাদের স্বতন্ত্রভাবে উক্তি হইয়াছে। কথঞ্চিৎ শব্দের অর্থ কোনও প্রকারে, অর্থাৎ যেখানে কোনও গতি নাই তথায় অগতিকের গতি। জনশব্দ তত্ত্ববাচক, কথিত আছে—'জনস্তত্ত্বসমূহকে' তত্ত্বসমূহের নাম জন।

ন সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণম্

সূত্রম্—ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ—'ন উপসংগ্রহাদপি'—না, সাংখ্যোক্ত পঞ্চাবৃত্ত পাঁচ এই সমাস দ্বারা পঞ্চপঞ্চ শব্দে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বুঝাইলেও গ্রহণীয় নহে, যেহেতু তাহা গ্রহন করিলেও সেইগুলি এই শ্রুতিতে প্রতিপাদনের অশক্য। কারণ কি? 'নানাভাবাৎ' নানাবিধ ভূতের মধ্যে অনুগত ধর্ম্মের অভাবে পঞ্চকত্ব গ্রহণ করিতে পারা যায় না, তদ্‌ভিন্ন আত্মা ও আকাশের পৃথক্ উল্লেখহেতু সঙ্কলনে সাতাইশ সংখ্যাই হইয়া পড়ে। তোমরা 'পঞ্চপঞ্চজনাঃ' এই পদে দুইবার পঞ্চন্ শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া ভুল করিও না। যদি বল, তবে সিদ্ধান্ত কি? তাহাও বলিতেছি,—পঞ্চজন শব্দটি সপ্তর্ষি শব্দের মত নিত্যসমাসনিষ্পন্ন সংজ্ঞাবাচক, পাণিনির 'দিক্ সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্' সংজ্ঞা বুঝাইলে দিগ্‌বাচক ও সংখ্যাবাচক শব্দের কর্ম্মধারয় সমাস হয়, এই সূত্রই তাহার প্রমাণ—যেমন 'সপ্তর্ষয়ঃ সপ্ত' বলিলে প্রত্যেকটি

সপ্তর্ষি শব্দে সংজ্ঞিত, নতুবা ঊনপঞ্চাশ ঋষি হইয়া যায়, কিন্তু এক একটিও সপ্তর্ষিসংজ্ঞক বুঝাইতেছে সেইরূপ পাঁচটি পঞ্চজন বলিলেও এক একটি পঞ্চজন সংজ্ঞককে ধরিয়া সঙ্গতি হইবে। অতএব পঞ্চজন নামক পাঁচটি পদার্থ, ইহাই সুষ্ঠু বাক্যার্থ ॥ ১১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অপি শব্দঃ সম্ভাবনায়াম্। সংখ্যাগ্রহণেনাপি ন তান্যত্র প্রতিপাদয়িতুং শক্যন্তে। কুতঃ? নানেত্যাদেঃ। নানাভূতেষু তেষ্বনুগতধর্ম্মাভাবেন পঞ্চতয়া গ্রহীতুমশক্যত্বাৎ। আত্মাকাশয়োঃ পৃথঙ্ নির্দ্দেশেন সপ্তবিংশতিতত্ত্বাপত্তেশ্চ। ন হি পঞ্চদ্বয়শ্রুতিমাত্রেণ ভ্রমিতব্যম্। কস্তর্হি নির্ণয়ঃ? উচ্যতে। পঞ্চজনশব্দোঽয়ং সমস্তঃ সপ্তর্ষিশব্দবৎ সংজ্ঞাবাচকঃ। "দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্" ইতি পাণিনিস্মরণাৎ। যথা সপ্তর্ষয়ঃ সপ্তেত্যেকৈকোঽপি সপ্তর্ষিসংজ্ঞস্তথা পঞ্চজনাঃ পঞ্চেত্যেকৈকোঽপি পঞ্চজনসংজ্ঞ ইত্যর্থঃ। ততশ্চ পঞ্চজনসংজ্ঞকাঃ পঞ্চ পদার্থা ইতি সুষ্ঠু ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'অপি' শব্দের অর্থ সম্ভাবনা, অর্থাৎ পঞ্চপঞ্চজনা ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত পদদ্বারা পঞ্চপঞ্চকতত্ত্ব অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি সংখ্যা বোধিত হইলেও তাহার দ্বারা সেই কপিলোক্ত তত্ত্ব এখানে প্রতিপাদন করা সম্ভব নহে, কেন? উত্তর—'নানাভাবাৎ' যেহেতু নানাভূত, কপিল সিদ্ধান্ত এই—মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ। আত্মা প্রকৃতি এক—তিনি নিত্য, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটি প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয় স্বরূপ অর্থাৎ ইহারা কার্য্যও বটে কারণও বটে। আর ষোলটি যথা, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, একটি উভয়েন্দ্রিয় (মন) ও পঞ্চমহাভূত ইহারা কেবল কার্য্য, কারণ নহে, কিন্তু পুরুষ (আত্মা) প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে। এইরূপে তত্ত্বগুলি পঞ্চবিংশতি, কিন্তু পঞ্চপঞ্চ অবয়ব লইয়া পঞ্চবিংশতি সংখ্যক নহে। আর কপিলবর্ণিত সংখ্যা যদি স্বীকার করা হয়, তাহাতেও বাধা আছে—'অতিরেকাচ্চ'—অর্থাৎ—একটি আত্মা ও ভৌত-ভিন্ন আকাশ—এই অতিরিক্ত দুইটি স্বীকার করিলে সপ্তবিংশতি সংখ্যা

হয়। অতএব পঞ্চপঞ্চজন—এই দ্বিধা পঞ্চন্ শব্দের উল্লেখদ্বারা তোমরা পঞ্চপঞ্চক তত্ত্ব অর্থাৎ পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব বলিয়া ভ্রম করিও না। তবে সিদ্ধান্ত কি ? তাহাও বলিতেছেন, পঞ্চপঞ্চজন শব্দ সপ্তর্ষি শব্দের মত সংজ্ঞার্থে কর্ম্মধারয় সমাস নিষ্পন্ন, ইহাতে পাণিনির সূত্র 'দিক্ সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্' দিগ্‌বাচী শব্দ ও সংখ্যাবাচক শব্দ কেবল সংজ্ঞা বুঝাইলেই কর্ম্মধারয় সমাসে সমস্ত হইবে, নতুবা নহে ; যেমন 'সপ্তর্ষয়ঃ সপ্ত' বলিলে প্রত্যেক ঋষিকেই সপ্তর্ষি সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়া থাকে সেইরূপ 'পঞ্চজনাঃ পঞ্চ' বলিলেও প্রত্যেকটি পঞ্চজনসংজ্ঞক। অতএব সিদ্ধান্ত—পাঁচটি পদার্থ (প্রাণাদি) পঞ্চজনসংজ্ঞক। ইহা সঙ্গত বলা হইয়াছে ॥ ১১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—এতৎ পূর্ব্বপক্ষং নিরস্যন্নাহ ন সংখ্যেতি। তান্যত্রেতি। কপিলোক্তানীত্যর্থঃ। নানাভূতেষ্বিতি। মূলপ্রকৃতিরেকা। প্রকৃতিবিকৃতয়ো মহদাদয়ঃ সপ্ত। ইন্দ্রিয়াণ্যেকাদশ ভূতানি তু পঞ্চেতি। বিকৃতয় এব ষোড়শ। প্রকৃতিবিকৃতিভাবহীনঃ পুরুষ এক ইত্যেবং নানাভূতানি তানি ন তু পঞ্চ-পঞ্চকরূপাণীত্যর্থঃ। কপিলোক্তসংখ্যাঙ্গীকারে বাধকান্তরঞ্চাহ আত্মেতি। তথা চাপসিদ্ধান্তাপত্তিঃ। দিগিতি। এতে সংজ্ঞায়ামেব সমস্যেতে স কর্ম্মধারয়ঃ। দিগ্‌যথা দক্ষিণাগ্নিঃ। সংখ্যা যথা সপ্তর্ষয়ো বিপ্রা ইতি ॥ ১১ ॥

টীকানুবাদ—এই পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করতঃ বলিতেছেন—'ন সংখ্যোপ-সংগ্রহাৎ' ইত্যাদি সূত্র। 'তান্যত্র-তানি' সেই কপিলোক্ত। 'নানাভূতেষু'—বিবিধ পদার্থের মধ্যে সকলের পঞ্চসংখ্যাবয়বিত্ব নাই। যথা সাংখ্যকারিকা—'মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ'। ইহার অর্থ মূল প্রকৃতি এক বিকারহীন, মহৎ তত্ত্ব হইতে সাতটি (মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র) প্রকৃতিও বটে বিকৃতিও বটে। একাদশ (মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়) ও পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিত্যপ্‌তেজ-মরুৎ, ব্যোম) এই ষোলটি কেবলমাত্র বিকৃতি। পুরুষ (জীবাত্মা) প্রকৃতি ও বিকৃতিভাবহীন—এক। এইরূপে নানাস্বরূপ তাহারা তো প্রত্যেকে পঞ্চ-পঞ্চক নহে। কপিলোক্ত সাংখ্যশাস্ত্র মানিলে আরও একটি প্রতিবন্ধক—অনুপপত্তি আছে, 'আত্মাকাশয়োরতিরেকাচ্চ' ইহা মানিলে অপসিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে। 'দিক্ সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্' দিক্‌বাচক ও সংখ্যাবাচক শব্দের

সংজ্ঞা বুঝাইলেই কর্ম্মধারয় সমাস হয়। দিক্‌বাচকের উদাহরণ দক্ষিণাগ্নিঃ, সংখ্যাবাচকের যথা—সপ্তর্ষয়ো বিপ্রাঃ ॥ ১১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়,—

> "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ।
> তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্ ॥" (বৃঃ ৪।৪।১৭)

অর্থাৎ যাঁহাতে পঞ্চ পঞ্চজন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত, তিনিই আত্মা, ব্রহ্ম ও অমৃত, ইহা জানিলে, অমৃতত্ব লাভ হয়। এ-স্থলে একটি সংশয় হইতে পারে যে, এই 'পঞ্চপঞ্চজনঃ' শব্দে সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বুঝায় ? কিংবা অন্য কাহাকেও বুঝিতে হইবে ? এই সংশয়ের নিরাকরণার্থ বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, না, সাংখ্যের পঞ্চ বিংশতি তত্ত্ব বুঝায় না, কারণ—সংখ্যার উপসংগ্রহহেতু, সাংখ্যোক্ত তত্ত্বগুলি গ্রহণ করা যাইতে পারে না, দ্বিতীয়তঃ সাংখ্যের বস্তুগুলি বিভিন্ন ভাবযুক্ত বলিয়া এবং সংখ্যায়ও আকাশ ও আত্মা দুইটি অধিক হইয়া যাইতেছে, সুতরাং সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বরূপে গ্রহণ করা যায় না।

এ-স্থলে পঞ্চজন শব্দ সপ্তর্ষি শব্দের ন্যায় সংজ্ঞাবাচক মাত্র, সংখ্যাবাচক নহে। সুতরাং প্রাণাদি পঞ্চ পদার্থকেই পঞ্চজন শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

> "প্রাণাদীনাং বিশ্বসৃজাং শক্তয়ো যাঃ পরস্য তাঃ ॥
> পারতন্ত্র্যাদ্বৈসাদৃশ্যাদ্দ্বয়োশ্চেষ্টৈব চেষ্টতাম্ ॥
> কান্তিস্তেজঃ প্রভা সত্তা চন্দ্রাগ্ন্যর্কর্ক্ষবিদ্যুতাম্।
> যৎস্থৈর্য্যং ভূভৃতাং ভূমের্বৃত্তির্গন্ধোঽর্থতো ভবান্ ॥" (ভাঃ ১০।৮৫।৬-৭)
> ॥ ১১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—কে তে ইত্যপেক্ষায়ামাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—সেই পঞ্চজন কাহারা ? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

সূত্রম্—প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ—'প্রাণ' প্রভৃতি পাঁচটি পঞ্চজন। পরিশিষ্ট বাক্য—'প্রাণস্য প্রাণমিত্যাদি' হইতে তাহা অবগত হওয়া যায় ॥ ১২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুঃ" ইত্যস্মাৎ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ তে বোধ্যাঃ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'প্রাণস্য প্রাণম্···মনো বিদুঃ'—যাঁহারা তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ, কর্ণের কর্ণ, ভোগ্যবস্তুর ভোগ্য, মনের মন বলিয়া জানেন। এই শ্রুতি হইতে প্রাণ, চক্ষুঃ, কর্ণ, অন্ন, ও মন এই প্রসিদ্ধ পাঁচটি পঞ্চজন-শব্দে জ্ঞেয় ॥ ১২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রাণেতি। তত্তদ্বৃত্ত্যেককারণং তদ্ব্যাপকং বা ব্রহ্ম যে বিদুরিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

টীকানুবাদ—প্রাণাদি ব্রহ্মস্বরূপ কিরূপে হয়? ইহার মীমাংসা এই, প্রাণ প্রভৃতির বৃত্তির একমাত্র কারণ ব্রহ্ম অথবা তদ্ব্যাপক ব্রহ্ম, ইহা যাঁহারা জানেন—শ্রুতির এই অর্থ ॥ ১২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বৃহদারণ্যকে বর্ণিত সেই পঞ্চজন পদার্থ কি কি ? তাহাই বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের শেষেই পাওয়া যায়, "প্রাণস্য প্রাণমুত···মনসো যে মনো বিদুঃ।" (বৃঃ ৪।৪।১৮)। অতএব প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, অন্ন ও মন এই পাঁচটি পদার্থকেই পঞ্চজন-শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। উহারা ব্রহ্ম। কারণ প্রাণ প্রভৃতির বৃত্তির একমাত্র কারণ ব্রহ্ম অথবা তদ্ব্যাপক ব্রহ্ম, ইহা যাঁহারা জানেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ইন্দ্রিয়ং ত্বিন্দ্রিয়াণাং ত্বং দেবাশ্চ তদনুগ্রহঃ।
অববোধো ভবান্ বুদ্ধের্জীবস্যানুস্মৃতিঃ সতী ॥" (ভাঃ ১০।৮৫।১০)

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের বিষয় প্রকাশিকা শক্তি, তাহাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ, তাহাদের অধিষ্ঠানশক্তি, বুদ্ধির অধ্যবসায়শক্তি এবং জীবের যথার্থ প্রতিসন্ধান-শক্তি এই সকলও আপনি অর্থাৎ আপনার স্বরূপ ॥ ১২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বেতন্মাধ্যন্দিনানাং সঙ্গচ্ছতে ন তু কাণ্বানাং তেষামন্নপাঠাভাবাদিত্যাশঙ্ক্য সমাধত্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই—প্রাণাদি পঞ্চসংখ্যার মধ্যে অন্নের উল্লেখ মাধ্যন্দিন শাখীরাই করিয়াছেন, অন্নপাঠাভাবহেতু কাণ্ব শাখীয়গণ তো করেন নাই, তবে কিরূপে পঞ্চসংখ্যার উপপত্তি? ইহার সমাধান করিতেছেন—

সূত্রম্—জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—'একেষাম্'—কাহাদের অর্থাৎ কাণ্ব শাখীয়দের পাঠে, 'অসতি অপি অন্নে'—অন্ন 'শব্দ' না থাকিলেও, 'জ্যোতিষা'—জ্যোতিঃ শব্দের পাঠ দ্বারা পঞ্চ সংখ্যার পূরণ সম্পন্ন হইতেছে ॥ ১৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—একেষাং কাণ্বানাং পাঠে অন্নে অসত্যপি জ্যোতিষা পঞ্চসংখ্যা সম্পদ্যতে। যস্মিন্ পঞ্চেত্যতঃ পূর্ব্বং তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরিতি জ্যোতিষঃ পঠিতত্বাৎ। ইহোভয়েষাং জ্যোতির্মন্ত্রে তুল্যেঽপি সতি জ্যোতির্গ্রহণাগ্রহণমপেক্ষ্য সত্ত্বাসত্ত্ব-নিবন্ধনং বোধ্যম্ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—কতকগুলি অর্থাৎ কাণ্বশাখীয়দের পাঠেতে অন্ন শব্দটি না থাকিলেও সেই স্থানে জ্যোতিষ্ শব্দের পাঠ দ্বারা পঞ্চ সংখ্যার সম্পূর্ত্তি হইতেছে, তাঁহারা 'যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ' ইত্যাদি শ্রুতির পূর্ব্বে 'তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' এইরূপ শ্রুতি পাঠ করেন, সেই শ্রুতির মধ্যে জ্যোতিষ্ শব্দটি পঠিত হইতেছে। যদিও এই জ্যোতির্মন্ত্রটি কাণ্বশাখী ও মাধ্যন্দিন শাখী উভয়ের পক্ষেই সমান পাঠ, তাহা হইলেও যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা ইহার মধ্যে জ্যোতিষ্ শব্দের গ্রহণবশতঃ পঞ্চ সংখ্যার সত্ত্ব অর্থাৎ পূরণ আবার জ্যোতিঃ শব্দের অনুল্লেখ অর্থাৎ সেই স্থানে মাধ্যন্দিনদের অন্ন শব্দের উল্লেখ হেতু কাণ্বশাখীদের পক্ষে অসত্ত্ব বুঝিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—জ্যোতিষৈকেষামিতি। প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুরিতি কেচিৎ কাণ্বাঃ পঠন্তি ॥ ১৩ ॥

টীকানুবাদ—কতিপয় কাণ্বশাখীয় ব্রাহ্মণ পাঠ করেন 'প্রাণস্য প্রাণমুত……যে মনো বিদুঃ' যাঁহারা সেই পরমেশ্বরকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ, এবং কর্ণেরও কর্ণ, মনেরও মন বলিয়া জানেন, ইহাই কাণ্বশাখীয়দের পাঠ, ইহার মধ্যে অন্ন শব্দটির উল্লেখ নাই ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, শুক্ল-যজুর্ব্বেদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন দুইটি শাখা, তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বাক্যটি মাধ্যন্দিন শাখায় সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু কাণ্বগণের পক্ষে নহে; কারণ তাহারা অন্ন শব্দ নির্দ্দেশ করে না। এই আশঙ্কার সমাধানার্থ বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, কাণ্বগণের অন্ন পাঠ না থাকিলেও 'জ্যোতিষা' অর্থাৎ জ্যোতিঃ-শব্দের দ্বারা পঞ্চ সংখ্যার পূরণ হইয়া থাকে। এই বাক্যের পূর্ব্বেই বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়, "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্।" (বৃঃ ৪।৪।১৬)

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বিষয় উল্লিখিত আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"জ্যোতিঃ পরং যত্র রজস্তমশ্চ
সত্ত্বং ন যদ্ব্রহ্ম নিরস্তভেদম্।" (ভাঃ ৮।৭।৩১) ॥ ১৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—পুনরপি সাংখ্যঃ শঙ্কতে। বেদান্তেষু ব্রহ্মৈককারণং বিশ্বমিতি ন শক্যতে বক্তুং তেষ্বেককারণিকায়াঃ সৃষ্টেরদর্শনাৎ। একত্র "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদিনা সৃষ্টিরাত্মহেতুকা প্রদর্শ্যতে। "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইত্যসদ্ধেতুকা চ। অন্যত্র ক্বচিদাকাশহেতুকা সৃষ্টিঃ পঠ্যতে। "অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ" ইত্যাদিনা। ক্বচিৎ প্রাণহেতুকা। "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি" ইত্যাদিনা। ক্বচিদসদ্ধেতুকা। "অসদেবেদমগ্র আসীৎ তৎসমভবৎ" ইত্যাদিনা। ক্বচিৎ তু সদ্ধেতুকা। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি ব্রহ্মহেতুকা।

"তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত" ইত্যব্যাকৃতহেতুকা চ প্রোচ্যতে। এবমন্যত্রাপি সানেকধা। তদেবং তেষ্বেকস্য হেতোরনিরূপণাৎ ব্রহ্মৈকহেতুকং বিশ্বমিতি ন শক্যতে নিশ্চেতুং কিন্তু প্রধানৈকহেতুকং তন্নিশ্চেতুং শক্যতে তদ্ধেদং তর্হীত্যাদি শ্রবণাৎ। কার্য্যকারণয়োঃ সারূপ্যং খল্বস্মিন্ পক্ষে নির্বাধং বীক্ষ্যতে। ইহাত্মাকাশব্রহ্মশব্দা বিভুত্বাৎ অসৎসচ্ছব্দৌ তস্য বিকারাশ্রয়ত্বাৎ নিত্যত্বাচ্চ প্রাণশব্দশ্চ স্বোৎপন্নতত্ত্বরূপকত্বাদীক্ষাদয়োঽপি কার্য্যাভিমুখ্যত্বাভিপ্রায়েণ তত্রৈব যোজ্যাস্তস্মাৎ সাংখ্যোক্তং প্রধানমেব বিশ্বৈকহেতুর্বেদান্তৈরুচ্যতে ইত্যেবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আবার সাংখ্যবাদী আক্ষেপ করিতেছেন—বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মই একমাত্র বিশ্বের কারণ, এই সিদ্ধান্ত তো বলিতে পারা যায় না, যেহেতু সেই বেদান্তশাস্ত্রের মধ্যে সৃষ্টির এক ব্রহ্মকর্ত্তৃত্ব দেখা যাইতেছে না অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যান্য কর্ত্তারও উপলব্ধি হইতেছে, যথা—একস্থানে বলিতেছেন—'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ সকাশাদাকাশঃ সম্ভূতঃ' সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। এখানে আত্মা হইতে আকাশের উৎপত্তি বলিয়া আত্মা হইতে সৃষ্টি প্রদর্শিত হইতেছে। আবার 'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ……স্বয়মকুরুত' প্রলয়কালে এই বিশ্ব অসৎ অর্থাৎ শূন্য ছিল তাহা হইতে সদ্বস্তু জন্মিল, তখন সেই সৎ নিজেকে নামরূপে ব্যক্ত করিলেন, এখানে অসদ্ হইতে উৎপত্তি বলা হইতেছে। অন্যস্থানে আবার আকাশ হইতে সৃষ্টির কথা শ্রুত হইতেছে, যথা—'অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ' এই লোকের কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—আকাশ। কোন কোনও স্থানে প্রাণ হেতুক সৃষ্টিও বর্ণিত হইয়াছে, যথা—'সর্ব্বাণি হ বা ইমানি……সংবিশন্তি' এই সমস্ত বিশ্ব প্রাণেই বিলয় প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা। কুত্রাপি শ্রুতিতে অসদ্ধেতুক সৃষ্টিও শ্রুত হয়। যথা—'অসদেবেদমগ্র আসীৎ তৎসমভবৎ' এই জগৎ প্রলয়কালে শূন্য ছিল, পরে উৎপন্ন হইল। কিন্তু কোন কোনও শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে, যথা—'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ'

হে সৌম্য! শ্বেতকেতু! প্রলয় কালে এক ব্রহ্মই মাত্র ছিলেন। প্রকৃতি হইতেও সৃষ্টি শ্রুত হইতেছে, যথা—'তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃত···ব্যাক্রিয়ত' তর্হি—তখন প্রলয়কালে, তৎ—সেই প্রধানই,—হ-প্রসিদ্ধ আছে, অব্যাকৃতম্—অব্যক্ত অর্থাৎ নামরূপে অনভিব্যক্ত প্রকৃতিরূপে, আসীৎ—ছিল। সেই প্রধানই নাম ও রূপে বিকৃত হইল। এখানে অব্যাকৃত শব্দ দ্বারা প্রকৃতিহেতুক সৃষ্টি কথিত হইতেছে। এইরূপ অন্যান্য স্থলেও সেই সৃষ্টি অনেক প্রকার অর্থাৎ বিভিন্ন হেতুক বলা আছে, অতএব এইরূপে বেদান্ত-বাক্যসমুদায়ে এক সৃষ্টিকর্ত্তার অনুল্লেখ হেতু বিশ্ব কেবল ব্রহ্মহেতুক ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না। কিন্তু একমাত্র প্রধান হেতুক নিশ্চিত রূপে বলিতে পারা যায়। যেহেতু 'তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতম্' এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। এই প্রধান-কারণবাদে কার্য্য-কারণের সমানরূপতাও নির্ব্বাধ দেখা যাইতেছে। আত্মন্, আকাশ ও ব্রহ্মন্ শব্দ যে বিভিন্ন শ্রুতিতে কারণ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—সেগুলি বিভুত্বনিবন্ধন এই প্রধানপর হইতে পারে, আবার অসৎ-কারণবাদ ও সৎ-কারণবাদও বিকারের আশ্রয় বলিয়া ও নিত্য বলিয়া প্রধানে সঙ্গত। প্রাণবাদ পক্ষেও প্রাণ-শব্দ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন-তত্ত্বরূপে রূপক হেতু প্রকৃতিতে সম্ভব। 'স ঐক্ষত' 'সোঽকাময়ত' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে ঈক্ষণ বা কামনা শ্রুত হইতেছে, তাহাও প্রধান-কারণবাদে কার্য্যাভিমুখত্বাভিপ্রায়ে প্রধানে যোজনীয়। অতএব সাংখ্যোক্ত প্রধানই বিশ্বের একমাত্র কারণ, ইহাই বেদান্ত বাক্যগুলি দ্বারা কথিত হইতেছে; পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ উক্তির প্রতিবাদে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্র জ্যোতিষা বা পঞ্চসংখ্যাপূর্ত্তিরিতি বিকল্পস্যাবিরোধঃ কারণবিষয়ত্বাভাবাৎ। অথ কারণে বস্তুনি তস্য বিরুদ্ধত্বেন স্বীকারানৌচিত্যাৎ তদনাদরেণ প্রধানস্যৈব কারণত্বং সমর্থনীয়মিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ পুনরপীতি। নন্ববিরোধার্থময়ং ন্যায়োঽত্রাসঙ্গতঃ। মৈবম্। সমন্বয়াদ্বাক্যার্থজ্ঞানে স্মৃত্যাদিপ্রমাণান্তরবিরোধশঙ্কাপরিহারস্যাবিরোধাধ্যায়ার্থত্বাৎ। ইহ তু কারণবিষয়বাক্যানাং মিথো বিরোধান্ন ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ সংভবতীত্যাশঙ্ক্য তৎপরিহারেণ সমন্বয়স্য সাধ্যত্বাৎ তদধ্যায়সঙ্গতিসিদ্ধেঃ। অসৎপরস্য বাক্যস্য বাহস্বীকৃতাসৎপরত্বনিরাসেন সমন্বয়স্থাপনাৎ পাদসঙ্গতিশ্চ বোধ্যা। একত্রেতি তৈত্তিরীয়কে। অন্যত্রেতি ছান্দোগ্যে।

অব্যাকৃতং প্রধানম্। তথাচ প্রতিবেদান্তং কারণবৈবিধ্যাৎ তদ্বিগানং স্ফুটম্। তত্তৎ প্রতিপাদয়তাং মিথো বিরোধান্ন তেষাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ। কিন্ত্বনুমানসিদ্ধপ্রধানলক্ষ্যত্বমেব সাম্প্রতমিতি ভাবঃ। এবমিতি। সা সৃষ্টিরনেকধা পরমাণুসমারব্ধতৎসজ্ঘরূপত্বাদিনেত্যর্থঃ। বিবক্ষিতমাহ তদেবমিতি। অস্মিন্ পক্ষে প্রধানবাদে। ইহ প্রধানে। তত্রৈব প্রধানে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—প্রশ্ন হইতেছে—পূর্ব্বসূত্রে 'জ্যোতিষা বা পঞ্চসংখ্যাপূর্ত্তিঃ' অন্নস্থানে জ্যোতিঃ শব্দ ধরিয়া পঞ্চজনের পঞ্চ সংখ্যা না হয় পূরণ হইবে, এই কথায় বিকল্প বুঝাইতেছে, কিন্তু সেই বিকল্পের কোন অসঙ্গতি না হইতে পারে! যেহেতু বিকল্প কারণকে ধরিয়া হইতেছে না, সংখ্যা লইয়া বিকল্প হইতেছে, কিন্তু বিকল্প সৎস্বরূপ ব্রহ্ম-বিষয়ে বিরুদ্ধ হেতু স্বীকার করা তো অনুচিত; অতএব তাহা না মানিয়া প্রধানকেই কারণ বলা যাউক, এই প্রত্যুদাহরণ ন্যায় ধরিয়া সাংখ্যবাদী আপত্তি করিতেছেন—'পুনরপি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। যদি বল, ব্রহ্ম-কারণবাদে বিকল্প হইলে বিরোধ হয়; অতএব অবিরোধের জন্য এই প্রত্যুদাহরণ ন্যায় এখানে অসঙ্গত, অর্থাৎ এই অধিকরণটি অবিরোধার্থক বলিব না, এইরূপও বলিতে পার না, যেহেতু 'তত্তু সমন্বয়াৎ' সূত্রে ব্রহ্মে সমস্ত বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য সমন্বয়বোধক বাক্যার্থজ্ঞানে স্মৃতিপ্রভৃতি অন্যান্য প্রমাণগুলির বিরোধ থাকিতে পারে, সেই আশঙ্কা পরিহারের জন্য এই অধিকরণ অবিরোধাধ্যায় বলিতেই হইবে। কিন্তু এই অধিকরণে জগৎকারণ-বিষয়ে বিভিন্ন বাক্যগুলির পরস্পর বিরোধ দেখা যাইতেছে, তবে বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মে তাৎপর্য্য সম্ভব হইবে কিরূপে? ইহা আশঙ্কা করিয়া ভাষ্যকার তাহার নিরাস দ্বারা বেদান্তবাক্য-সমুদায়ের ব্রহ্মে তাৎপর্য্য সাধন করিতেছেন, অতএব এই অধ্যায়ের প্রয়োজন আছে। আবার এই চতুর্থ পাদোত্থানের সঙ্গতিও আছে, যেহেতু 'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ' ইত্যাদি শূন্যবাদ-স্বীকৃত সৎকারণতাবাদের নিরাস দ্বারা শূন্যেরই জগৎ-কারণত্ব সমন্বয় (তাৎপর্য্য) পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক স্থাপন হেতু পাদসঙ্গতি বোদ্ধব্য। একত্র 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ' ইত্যাদি একত্র অর্থাৎ তৈত্তিরীয়োপনিষদে। অন্যত্র ক্বচিদাকাশহেতুক। ইত্যাদি অন্যত্র অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদে। 'তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ'—অব্যাকৃত অর্থাৎ প্রধান। 'তথাচেত্যাদি'—তাহা যদি হইল,

তবে প্রতি বেদান্তবাক্যেই বিবিধ কারণের উল্লেখ হেতু বিরোধ স্পষ্টই হইতেছে। সেই সেই কারণপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্যগুলির পরস্পর বিরোধ হেতু বেদান্তবাক্য সমুদায়ের ব্রহ্মে তাৎপর্য্য হইতে পারিতেছে না। অতএব অনুমান সিদ্ধ প্রধানেই তাৎপর্য্য, ইহাই যুক্তিযুক্ত; ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়। 'এবমন্যত্রাপি সা অনেকধা' ইতি—ন্যায় বৈশেষিকমতে পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তিক্রমে এই বিশ্ব মহৎ পরিমাণে পরিণত হইয়াছে ইত্যাদিরূপে সৃষ্টি অনেক প্রকার। অতঃপর পূর্ব্বপক্ষীর বিবক্ষিত বলিতেছেন —'তদেবমিত্যাদি' দ্বারা। অস্মিন্ পক্ষে অর্থাৎ প্রধান-কারণবাদে। ইহাত্মা-কাশেত্যাদি—ইহ—এই প্রধানেতে। কার্য্যাভিমুখ্যত্বাভিপ্রায়েণ তত্রৈব যোজ্যা ইতি—তত্রৈব—সেই প্রধানেই।

যথাব্যপদিষ্টাধিকরণম্

সূত্রম্—কারণত্বেন চ আকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥১৪॥

সূত্রার্থ—'চ' তাহা নহে, ব্রহ্মই বিশ্বের একমাত্র কারণ, ইহা নিশ্চয় করিতে পারা যায়, কি হেতু? উত্তর—'আকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ'—যেহেতু লক্ষণ-সূত্র প্রভৃতিতে সর্ব্বজ্ঞতা, সত্যসঙ্কল্পাদি গুণবিশিষ্টরূপে ব্রহ্ম নির্ণীত হইয়াছে। সেই এক ব্রহ্মেরই আকাশাদির কারণত্ব সকল বেদান্তে অভিহিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চ শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদায়। ব্রহ্মৈব বিশ্বৈক-হেতুরিতি শক্যতে নিশ্চেতুম্। কুতঃ? আকাশাদিষু কারণত্বেন যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ। লক্ষণসূত্রাদিষু সার্ব্বজ্ঞ্যসত্যসঙ্কল্পাদিগুণকত্বেন নির্ণীতং ব্রহ্ম যথাব্যপদিষ্টমুচ্যতে। তস্যৈকস্যৈব খাদিহেতুত্বেন সর্ব্বেষু বেদান্তেষ্বভিধানাৎ। যথা "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" ইত্যাদিনা সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণকতয়া নির্দ্দিষ্টং ব্রহ্ম "তস্মাদ্বা এতস্মাৎ" ইত্যাদিনা কারণত্বেন বিমৃশ্যতে যথা চ "সদেব সৌম্যেদম্" ইত্যাদৌ "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইতি তদ্গুণকত্বেন নির্দ্দিষ্টং ব্রহ্ম "তত্তেজোঽ-

সৃজত" ইতি তত্বেন পরামৃশ্যতে এবমন্যত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। কার্য্য-কারণয়োঃ সারূপ্যন্তু ব্রহ্মপক্ষে বক্ষ্যামঃ। আত্মাকাশপ্রাণসদ্ব্রহ্ম-শব্দাব্যাপ্তিসন্দীপ্তিপ্রাণনসত্ত্ববৃহদ্গুণকত্বযোগান্মুখ্যাস্তথেক্ষাদয়শ্চ ॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'চ' শব্দ পূর্ব্বোক্ত শঙ্কার নিরাসার্থ। ব্রহ্মই বিশ্বের একমাত্র হেতু ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। কি কারণে? উত্তর—'কারণত্বেন চাকাশাদিষ্বিতি' লক্ষণসূত্রাদিতে সত্যসঙ্কল্প প্রভৃতি গুণবিশিষ্টত্বহেতু যেরূপ ব্রহ্ম জগৎকারণরূপে নির্ণীত হইতেছে, সেইরূপ সেই একই ব্রহ্মকে আকাশাদিরও কারণরূপে সকল বেদান্তে বলা হইয়াছে। যথা ব্রহ্মের লক্ষণ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' যিনি সত্য বস্তুস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অন্তহীন 'তিনিই ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপে যে ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তিনিই 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ সকাশাদাকাশঃ সম্ভূতঃ' সেই এই পরমাত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল ইত্যাদি দ্বারা জগৎকারণরূপে বিজ্ঞাত হইতেছেন। আবার যেমন 'সদেব সৌম্যেদমগ্র-আসীৎ' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে নির্দ্দিষ্ট সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম, 'তদৈক্ষত বহু স্যাম্' তিনিই ইচ্ছা করিলেন বহু হইব, ইহা দ্বারা তিনিই ঈক্ষণকর্ত্তৃরূপে নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্ম, 'তত্তেজোঽসৃজত' তিনি অগ্নিকে সৃষ্টি করিলেন ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা সেই ব্রহ্মই তেজঃ প্রভৃতির সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বরূপে পরামৃষ্ট হইতেছেন, এইরূপ অন্য সব স্থলেও জ্ঞাতব্য। তবে যে কার্য্য-কারণের সরূপতা ব্রহ্মপক্ষে কিরূপে সম্ভব, এই আপত্তি হইবে, তাহার মীমাংসা পরে করিব। সৃষ্টিকারণরূপে উক্ত আত্মা, আকাশ, প্রাণ, সৎ ও ব্রহ্মন্ শব্দ ব্রহ্মকারণবাদেই মুখ্যার্থে প্রযুক্ত, যেহেতু আত্মা ব্যাপ্তি-গুণযোগে, আকাশ সন্দীপ্তি (আ সমন্তাৎ কাশতে দীপ্যতে এই ব্যুৎপত্তি ধরিয়া) ধর্ম্মে, প্রাণনাদি দ্বারা প্রাণ, সত্ত্বহেতু সৎ, বৃহত্ত্ব নিবন্ধন ব্রহ্ম শব্দে পরমাত্মা শব্দিত, ইহার মত ঈক্ষণাদি ধর্ম্মও চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মে সঙ্গত হইতেছে, জড় প্রকৃতি পক্ষে উহা গৌণ ॥ ১৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—এবং প্রাপ্তে নিরস্যতি কারণত্বেন চেতি। লক্ষণেতি। লক্ষণসূত্রং জন্মাদ্যস্য যত ইত্যেতৎ। তস্যৈকস্য ব্রহ্মণস্তদ্গুণকত্বং তৈত্তিরীয়কে দর্শয়তি যথা সত্যমিত্যাদিনা। অথ ছান্দোগ্যেঽপি তদ্গুণকত্বং

দর্শয়তি যথা সদেবেত্যাদিনা। তত্ত্বেন তদ্গুণকত্বেন। এবমন্যত্রাপীতি বৃহদারণ্যকাদাবপি তৈত্তিরীয়কাদিবৎ তদ্গুণকত্বৈব ব্রহ্মণঃ খাদিহেতুত্ব-মন্বেষণীয়মিত্যর্থঃ। কার্য্যেতি। সারূপ্যং সাধর্ম্ম্যম্। আত্মাকাশেত্যাদৌ ক্রমেণ ব্যাপ্তিসন্দীপ্তিপ্রাণনাদি ধর্ম্মসম্বন্ধো বোধ্যঃ ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ—'এবং প্রাপ্তে নিরস্যতি কারণত্বেন চ' এই পূর্ব্বপক্ষীর মতবাদের খণ্ডন করিতেছেন—'লক্ষণসূত্রাদিষু' ব্রহ্মের লক্ষণকারক সূত্র—'জন্মাদ্যস্য যতঃ'। সেই একই ব্রহ্মের সেই জগৎ স্রষ্টৃত্বগুণ তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে দেখাইতেছেন যেমন 'সত্যং জ্ঞানমিত্যাদি' দ্বারা। আবার ছান্দোগ্যেও ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্ব দেখাইতেছেন—যেমন 'সদেব সৌম্যেদমিত্যাদি' শ্রুতি দ্বারা। 'তত্ত্বেন পরামৃশ্যতে'—সেই জগৎ-কর্তৃকত্বগুণবিশিষ্টত্বরূপে। 'এবমন্যত্রাপি' বৃহদারণ্যক প্রভৃতিতেও। তাৎপর্য্য এই—তৈত্তিরীয় প্রভৃতি শ্রুতির মত জগৎ-সৃজনকারিত্বগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই আকাশাদি সৃষ্টিকারিত্ব, এই সকল শ্রুতি অনুসন্ধেয়। 'কার্য্যকারণয়োঃ সারূপ্যম্ভ'—কারণ-ব্রহ্মও আকাশাদি কার্য্যের সাধর্ম্ম্য। আত্মাকাশেত্যাদির যথাক্রমে ব্যাপ্তি, দীপ্তি, প্রাণন প্রভৃতি ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ জ্ঞাতব্য ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সাংখ্যমতবাদিগণের পুনরায় একটি আশঙ্কা দেখা যায় যে, শ্রুতির মতে একমাত্র ব্রহ্মই যে বিশ্বের কারণ, তাহা বলা যায় না, কারণ এককারণতার পরিবর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন কারণ বর্ণিত হইয়াছে, কোথাও আত্মা, কোথায়ও আকাশ, কোথায়ও প্রাণ, কোথায়ও সৎ, কোথায়ও অসৎকে কারণরূপে নির্দ্দেশ করা আছে, এইরূপ অনেককারণতা দৃষ্ট হইলে ব্রহ্মই যে বিশ্বের একমাত্র হেতু, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না, সাংখ্যবাদীর এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, তাহা নহে, ব্রহ্মই বিশ্বের একমাত্র কারণ; ইহা নিশ্চয় করিতে পারা যায়। কারণ, সেই ব্রহ্মই আকাশাদিতে কারণরূপে যথাযথ ব্যপদিষ্ট হইয়াছেন। যেমন লক্ষণসূত্র প্রভৃতিতে সর্ব্বজ্ঞতা, সত্যসঙ্কল্পতা গুণবিশিষ্টরূপে ব্রহ্মই নির্ণীত হইয়াছেন, সেইরূপ আকাশাদির তিনিই কারণ—ইহারও ব্যপদেশ আছে। সুতরাং সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মেই আকাশাদির কারণত্ব। জড়া প্রকৃতির পক্ষে উহা কখনও সঙ্গত হইতে পারে না।

বিভিন্ন শ্রুতিতে ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব স্বীকৃত আছে যথা,—

"বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ" ইতি

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ" ইতি

"পুরুষো হ বৈ নারায়ণঃ" ইতি "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ" "পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত। অথ নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরম্। ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্" ইতি "একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ"।

অথর্ব্ব বেদশিখায়ও পাওয়া যায়,—

"অহমেকঃ প্রথমমাসং বর্ত্তামি ভবিষ্যামি।"

বৃঃ আঃ ১ম অঃ ৪র্থ ব্রাহ্মণেও পাওয়া যায়,—

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ, সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ, সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ।"

নারায়ণ-উপনিষদেও আছে,—

"ওঁ অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত" ততঃ প্রজাঃ সৃজেয়েতি। ততঃ প্রজাঃ সৃজেরণ্। নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে……নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।" (ভাঃ ৩।৫।২৩)

আরও—

"স চাপি যত্র পুরুষো বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ।" (ভাঃ ২।৮।১০)

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥" (ভাঃ ২।৯।৩২)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"অহং ব্রহ্মা চ শর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্।" (ভাঃ ৪।৭।৫০)

শ্রীমদ্ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।" (গীতা ১০।২)
"যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।" (ঐ ১০।৩)
"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।" (ঐ ১০।৮)
"অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।" (ঐ ১০।২০)
মোক্ষধর্ম্মেও পাওয়া যায়,—
"প্রজাপতিং চ রুদ্রঞ্চাপ্যহমেব সৃজামি বৈ।
তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়াবিমোহিতৌ॥" ইতি

বরাহপুরাণেও আছে,—

"নারায়ণঃ পরো দেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্ম্মুখঃ।
তস্মাদ্ রুদ্রোঽভবদ্দেবঃ স চ সর্ব্বজ্ঞতাং গতঃ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪৩)॥ ১৪॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথাসদব্যাকৃতশব্দয়োর্গতিমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ইহার পর অসৎকারণবাদ ও প্রধান কারণ-বাদবোধক শ্রুতিদ্বয়ের উপপত্তি কি হইবে, তাহাই বলিতেছেন—

সূত্রম্—সমাকর্ষাৎ॥ ১৫॥

সূত্রার্থ—পূর্ব্ববাক্য হইতে এই বাক্যে প্রক্রান্ত ব্রহ্মের অনুবৃত্তি হেতু ঐ সকল অসৎকারণ শ্রুতি ও প্রধানশ্রুতির ব্রহ্মে তাৎপর্য্য জানিবে॥ ১৫॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সোঽকাময়তেতি পূর্ব্বসন্দর্ভপ্রকৃতস্য পর-মাত্মনোঽসদ্বা ইত্যত্র আদিত্যো ব্রহ্মেতি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টস্য ব্রহ্মণোঽ-সদেবেদমিত্যত্র চ সমাকর্ষাৎ তত্তচ্চ বাক্যং ব্রহ্মপরমেব। প্রাক্-সৃষ্টের্নামরূপাবিভাগাৎ তৎসম্বন্ধিতয়াস্তিত্বাভাবাদসচ্ছব্দেন তত্র ব্রহ্মৈবোক্তম্। অন্যথা সদেব সৌম্যেত্যাদ্যনন্তরসম্ভাবিতাসৎকারণ-

তাপ্রত্যুক্তেরাসীদিতি কালসম্বন্ধস্য চ বিরোধঃ। অসন্নেব স ভবতী-ত্যাদিনা সদ্বাদিনো বিগীতত্বাচ্চ সূক্ষ্মশক্তিকং ব্রহ্মৈব তদর্থঃ। তদ্বেদং তর্হীত্যত্রাপ্যব্যাকৃতশব্দেন তদন্তরালভূতং ব্রহ্মৈব বোধ্যতে। "স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ" ইত্যাদিপরবাক্যতস্তস্যাকর্ষণাৎ তচ্ছক্তিকং ব্রহ্মৈব স্বসঙ্কল্পবশাৎ স্বয়মেব নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত ইতি তত্রার্থঃ। ইতরথা বেদান্তপ্রতিষ্ঠিতত্বং গতিসামান্যঞ্চ শ্রুতং ব্যাকুপ্যেত। তস্মাদেকং ব্রহ্মৈব বিশ্বহেতুরিতি নিশ্চেয়ম্॥ ১৫॥

ভাষ্যানুবাদ—'সোঽকাময়ত' তিনি কামনা করিলেন বলিয়া পূর্ব্বসন্দর্ভে পরব্রহ্মের কথাই আরম্ভ করা হইয়াছে, 'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ' ইহাতে 'আদিত্যো ব্রহ্ম, সূর্য্যঃ ব্রহ্ম এই বলিয়া উপক্রান্ত ব্রহ্মের এবং 'অসদেবেদম্' ইত্যাদি শ্রুতিতেও সেই ব্রহ্মের অনুবৃত্তিহেতু ঐ সকল বাক্য ব্রহ্মে তাৎপর্য্য-বোধকই জানিবে। যদি বল, ব্রহ্ম অসৎশব্দের বাচ্য হইবেন কিরূপে? তাহাই বলিতেছি—সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপদ্বারা বস্তুর বিভাগ ছিল না এবং সেই নামরূপসম্বন্ধিরূপে তাহার অস্তিত্বও প্রতিভাত হয় নাই, এইজন্য অসৎ-শব্দের দ্বারা ব্রহ্মই বোধিত হইল। ইহা যদি স্বীকার না কর, তবে 'সদেব সৌম্যেত্যাদি' বাক্যদ্বারা ইহার ঠিক পরেই জগতের সম্ভাবিত অসৎকারণতাবাদের প্রত্যাখ্যান হইত না, আবার 'অগ্র আসীৎ' এই আসীৎ পদে প্রতীয়মান অতীতকাল সম্বন্ধও বিরুদ্ধ হইত, যেহেতু শূন্যের কোন কালসম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তদ্ভিন্ন 'অসন্নেব স ভবতি' তিনি অসৎই হইতেছেন এ-কথায় সদ্বাদীর নিন্দাই করায় ব্রহ্ম থাকিয়াও অসৎ-স্বরূপ অর্থাৎ সূক্ষ্মশক্তি ইহাই বুঝাইতেছে। আবার 'তদ্বেদং তর্হ্যব্যা-কৃতমাসীৎ' এই শ্রুতি বর্ণিত অব্যাকৃতশব্দের দ্বারা সেই প্রকৃতির (অব্যা-কৃতের) অন্তরাত্মস্বরূপ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। 'স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ' তিনিই এই জগতের মধ্যে প্রবিষ্ট আছেন, এই পরবর্ত্তী বাক্য হইতে ব্রহ্মের অনুকর্ষণহেতু প্রধানের অন্তরাত্মভূত ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইতেছেন। যদি বল, ব্রহ্ম নামরূপে ব্যাকৃত হইলেন কিরূপে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—নিজসঙ্কল্প বশতঃ নিজেই নামরূপে ব্যক্ত হইলেন, ইহাই ঐ শ্রুতির অর্থ। ব্রহ্মের কারণতা না মানিলে বেদান্তশাস্ত্রে প্রতিপাদিত ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা ও

সকল উপাসকের সেই একই ব্রহ্মগতি—এই উক্তি বিরুদ্ধ হইত। অতএব এক ব্রহ্মই বিশ্বের কারণ, ইহা নিশ্চয় করিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সমাকর্ষাদিতি। তৎসম্বন্ধিতয়া নামরূপোপযোগিতয়া। অন্যথা সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিতি সৎকারণতাং নিরূপ্য তদ্ধ্যেক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদিত্যাদিনা অসৎকারণতাং সম্ভাব্য তস্যাঃ প্রত্যুক্তিঃ। কুতস্তু খলু সৌম্যেদং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি বাক্যেন কৃতাস্তি সা কথং সম্ভবেৎ যদ্যসদেব কারণং স্যাৎ কিঞ্চাসীদিতি কালসম্বন্ধোঽপ্যস্ত তয়া সহ ন স্যাৎ সতোরেব সম্বন্ধাৎ তস্মাদুক্তমেব চার্ব্বিত্যর্থঃ। তদন্তরাত্মভূতং তচ্ছক্তিকং মতং ব্যাক্রিয়ত ইতি কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ। এবমেব ব্যাচষ্টে তচ্ছক্তিকমিত্যাদিনা। কার্য্যবিষয়ং বিজ্ঞানং তু কচিদাকাশপূর্ব্বতয়া কচিত্তেজঃপূর্ব্বতয়া কচিৎ প্রাণপূর্ব্বতয়া কচিদক্রমাচ্চ সৃষ্টিবর্ণনাৎ কিল ন বিয়দশ্রুতেরিত্যাদিনা পরিহরিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

টীকানুবাদ—'সমাকর্ষাদিতি' সূত্রে 'প্রাক্‌সৃষ্টের্নামরূপাবিভাগাৎতৎসম্বন্ধিতয়া'—সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম রূপের কোনও বিভাগ ছিল না সুতরাং 'তৎসম্বন্ধিতয়া'—অর্থাৎ নামরূপবিশিষ্টরূপে। অন্যথা সদেবেত্যাদি—অন্যথা যদি ব্রহ্মকেই জগৎকারণ না বলা হয়, তবে প্রথমতঃ 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' প্রলয়ে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, ইহাদ্বারা 'সৎ' এর কারণতা বলিয়া তাহার পর 'তদ্ধ্যেক আহুরসদেবেদমগ্র আসীৎ' সেইকালে সেই সৎ অসৎই ছিল ইত্যাদি দ্বারা অসতের কারণতা সম্ভাবনা করা হইল, পরে তাহার প্রতিবাদ করা হইল যথা—'কুতস্তু খলু সৌম্যেদং স্যাৎ ইতি হোবাচ' মহানুভব! এই জগৎ তবে কোথা হইতে আসিল? যেহেতু অসৎ অর্থাৎ শূন্য হইতে তো সৎ জন্মিতে পারে না, এই বাক্যের দ্বারা অসৎকারণতা খণ্ডিত হইতেছে, কিন্তু যদি অসৎই কারণ হয়, তবে এই প্রতিবাদই বা কিরূপে সম্ভব? আর এক কথা—'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' এইবাক্যে যে অতীতকালবোধক 'আসীৎ' পদটি আছে তাহার সম্বন্ধ অসতের প্রত্যুক্তির সহিত যুক্তিযুক্ত হয় না যেহেতু দুইটি সদ্বস্তুরই কাল সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে, অসতের নহে, এইজন্য ব্রহ্মকে যে কারণ বলা হইয়াছে, উহা সুন্দরই হইয়াছে; এই ইহার তাৎপর্য্য। 'তচ্ছক্তিক' অর্থে তাহার অন্তরাত্মস্বরূপ ইহাই অভিপ্রেত। 'ব্যাক্রিয়ত'

ইহা কৃ-ধাতুর কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্যে লঙ্ বিভক্তিতে প্রয়োগ। কথাটি এই—কর্ম্মবাচ্যে প্রযুক্ত বলিলে তাহার দ্বিতীয় একটি কর্ত্তা অপেক্ষিত হয়, কিন্তু তৎকালে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ ছিল না, কাহাকর্ত্তৃক ব্যাকৃত হইবে, এজন্য স্বয়ং ব্যাকৃত হইল, এইরূপ কর্ম্মকেই কর্ত্তা করিয়া প্রয়োগ হইল। এইরূপই ব্যাখ্যা করিতেছেন 'তচ্ছক্তিকম্' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। জগৎ-সৃষ্টিরূপকার্য্য-বিষয়ে বিবিধ উক্তি আছে—যথা কোন শ্রুতিতে আকাশ হইতে সৃষ্টিক্রম, কোন-স্থলে তেজঃপূর্ব্বক, কুত্রাপি বা প্রাণপূর্ব্বক, আবার কোথাও ক্রম না থাকিয়াই সৃষ্টির বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা 'ন বিয়দশ্রুতেঃ' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা সেই বিরোধ পরিহার করিবেন ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে অসৎ ও অব্যাকৃত শব্দদ্বয়ের গতি কি? তাহাই বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, পূর্ব্ব-উপক্রান্ত ব্রহ্মেরই সমাকর্ষণ অর্থাৎ তাহারই প্রসঙ্গ অনুসরণপূর্ব্বক বলা হইয়াছে বলিয়া, সেই সকল বাক্য ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মপর।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে দ্বিতীয় ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠ অনুবাকে পাওয়া যায়, "অসন্নেব স ভবতি। অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ।" পরে পাওয়া যায়, "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।" তারপর পাওয়া যায়, "তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে"।

ঐ উপনিষদে সপ্তম অনুবাকে পাওয়া যায়, "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত।" এই সকল বাক্য দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপ দ্বারা বস্তুর বিভাগ ছিল না। কারণ পরেই বলা হইয়াছে 'সদেব সৌম্য" ইত্যাদি বাক্যে কিন্তু অসৎ-কারণতাবাদ নিরস্ত হইয়াছে। সূক্ষ্মশক্তিক ব্রহ্মই পূর্ব্ব অসতের প্রতিপাদ্য, আবার অব্যাকৃত শব্দের দ্বারাও সেই প্রকৃতির অন্তরাত্মস্বরূপ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। 'স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ' এই বাক্যে ব্রহ্মের সমাকর্ষণহেতু প্রধানের অন্তরাত্মভূত ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে এবং তিনিই স্বীয় সঙ্কল্পবশে নামরূপ দ্বারা ব্যক্ত হইলেন। অতএব ব্রহ্মই বিশ্বের হেতু, ইহা নিঃসংশয়ে নিশ্চয় করা যাইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্।
মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্॥" (ভাঃ ৩।৫।২৪)

অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভকালে সেই সর্ব্বাধিকারী প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা পুরুষ প্রধানকে দেখিতে পাইলেন না (অর্থাৎ বিশ্ব তখন তাঁহাতেই লীন ছিল) পুরুষে চিচ্ছক্তি নিত্য প্রকাশবতী, কিন্তু বিশ্বসৃষ্টির সাহায্যকারিণী বহিরঙ্গা মায়াশক্তি তখন সেই পুরুষে সুপ্ত থাকায় তিনি সমষ্টি বিরাট্‌কে তাঁহাতে সূক্ষ্মরূপে বিরাজিত থাকিলেও না থাকার মতই (কারণ—কারণার্ণবশায়ী পুরুষের প্রকৃতিতে ঈক্ষণ ব্যতীত সমষ্টি বিরাটের প্রাকট্য অসম্ভব) বিবেচনা করিলেন।

পরবর্ত্তী শ্লোকে পাই,—

"সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ॥" (ভাঃ ৩।৫।২৫)

এই দুইটি শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

প্রথমে দুইটি শ্লোকে মায়ার উদ্ভবপ্রকার বলিতেছেন। সেই ভগবান দ্রষ্টা হইয়া দৃশ্যবস্তু দেখিতে পাইলেন না, যেহেতু তিনি একরাট্ ছিলেন, অর্থাৎ তখন তিনি এক অদ্বয়তত্ত্বরূপেই প্রকাশিত ছিলেন। দৃশ্য বস্তুর অভাবহেতু সেই অদ্বয়তত্ত্বের কোনও দ্রষ্টা ছিল না; সুতরাং তখন তিনি নিজেকে অবিরাজমান বস্তুর ন্যায় মনে করিয়াছিলেন; তখন মায়াদি শক্তিসমূহ তাঁহাতে সুপ্ত ছিল। কিন্তু তাঁহার সত্তা নাই, তাহাও তিনি মনে করেন নহে, যেহেতু তাঁহার চিচ্ছক্তি তাঁহাতে নিত্যই অসুপ্তাবস্থায় অবস্থিত। শ্রীভগবানের দ্রষ্টৃ-দৃশ্যানুসন্ধানরূপা কার্য্যকারণরূপা শক্তিই সেই মায়া॥ ১৫॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—পুনরপি সাংখ্যং নিরস্যতি। কৌষীতকীব্রাহ্মণে বালাকিনা বিপ্রেণ ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্মতয়াদিত্যাদিষু ষোড়শসু পুরুষেষূক্তেষু অজাতশত্রুর্নাম রাজা

তান্নিরাকৃত্য স্বয়মাহ "যো বৈ বালাকে এষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্য চৈতৎ কর্ম্ম স বেদিতব্যঃ" ইতি। তত্র সন্দেহঃ। কিমত্র প্রকৃত্যধ্যক্ষস্তন্ত্রোক্তো ভোক্তা বেদ্যতয়োপদিশ্যতে উত সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীবিষ্ণুরিতি। যস্য চৈতৎ কর্ম্মেতি কর্ম্মসম্বন্ধবীক্ষয়া ভোক্তৃত্বাবগমাৎ উত্তরত্র চ "তৌ হ সুপ্তং পুরুষমাজগ্মতুঃ" ইত্যাদিনা। "তদ্‌যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে" ইত্যাদিনা চ ভোক্তুরেব প্রতিপাদনাৎ সোঽয়ং তন্ত্রোক্তো ভবেৎ। প্রাণশব্দশ্চাত্র প্রাণভৃত্ত্বাদুপপদ্যতে। তদয়মর্থঃ। য এষাং পুরুষাণাং ভোগোপকরণভূতানাং কর্ত্তা কারণভূতস্তথা তদ্ধেতুভূতং পুণ্যপাপলক্ষণং কর্ম্ম চ যস্য স বেদিতব্যঃ প্রকৃতিবিবিক্ততয়া জ্ঞেয় ইতি। তস্মাৎ তন্ত্রোক্তো জীব এবাস্মিন্ প্রকরণে বেদ্যঃ প্রতিপাদ্যতে। ততশ্চ বক্তব্যতয়োপক্রান্তং ব্রহ্ম স এব, তদন্যেশ্বরাসিদ্ধেঃ। ঈক্ষাদয়োঽপি কারণং গতাস্তস্মিন্নেবোপপন্নাঃ, তদধিষ্ঠাতা প্রকৃতিরেব বিশ্বজনয়িত্রীত্যেবং প্রাপ্তৌ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আবার সাংখ্যমত খণ্ডন করিতেছেন—যথা কৌষীতকী-ব্রাহ্মণবাক্যে আছে বালাকি ব্রাহ্মণ অজাতশত্রু রাজার কাছে গিয়া বলিলেন 'আমি তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ করিব' এই প্রতিশ্রুতি দিয়া আদিত্য প্রভৃতি ষোলটি পুরুষকে (জীবকে) ব্রহ্মরূপে উল্লেখ করিলেন কিন্তু অজাতশত্রু তাহা খণ্ডন করিয়া নিজেই বলিলেন, ওহে বালাকে! যিনি এই আদিত্যাদি পুরুষের সৃষ্টিকর্ত্তা, যাঁহার কার্য্য এই বিশ্ব, তিনিই ব্রহ্ম জানিও। এ-স্থলে সংশয় হইতেছে—এখানে বেদ্যরূপে কাহাকে বলা হইল, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা তন্ত্রোক্ত ভোক্তা জীবকে? অথবা সর্ব্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে? পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—জীবকেই বেদ্য বলা হইতেছে বলিব, যেহেতু উক্ত শ্রুতিতে 'যস্য চৈতৎ কর্ম্ম' বলায় কর্ম্ম-সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে, সেই কর্ম্মসম্বন্ধ জীবেরই সম্ভব, (নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের নহে) প্রাক্তন কর্ম্মসম্বন্ধবশতঃই তাহার ভোক্তৃত্ব বুঝা যায়, এইহেতু—তদ্‌ভিন্ন ঐ আখ্যায়িকার শেষে বলা আছে যে, তাঁহারা (বালাকি ও অজাতশত্রু) দুইজন একটি নিদ্রিত পুরুষের কাছে আসিলেন ইত্যাদি বৃত্তান্তে ভোক্তাই

বেদ্যপুরুষ বুঝাইল এবং যেমন 'শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে' শ্রেষ্ঠী স্বীয় ভৃত্যাদির সহিত ভোজন করিতেছেন বলিলে শ্রেষ্ঠীকে ভোক্তা বুঝাইতেছে, সেইরূপ এখানেও তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত জীবই বেদ্য বলিব। আর যে প্রাণশব্দকে বেদ্য পুরুষ বলা হইয়াছে, তাহার উপপত্তি প্রাণ-শব্দে প্রাণভৃৎ এই লক্ষণা দ্বারা। অতএব এই সমুদায়ের এই তাৎপর্য্য—যিনি এই ভোগোপকরণ-স্বরূপ আদিত্য প্রভৃতি পুরুষের কর্ত্তা অর্থাৎ কারণস্বরূপ এবং ভোগের হেতু যে পুণ্য ও পাপরূপ জীবের কর্ম্ম, তাহা যাহার আছে তিনিই জ্ঞেয়, তিনি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। অতএব এই প্রকরণে তন্ত্রোক্ত জীব জ্ঞেয়রূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। তাহা হওয়ায় এই প্রকরণে বক্তব্যরূপে উপক্রান্ত ব্রহ্মশব্দের অর্থ জীব, ঈশ্বর নহে; কারণ সাংখ্যবাদী জীবভিন্ন ঈশ্বর মানেন না। কারণস্থিত ঈক্ষণাদি ধর্ম্মও জীবেই সঙ্গত, সেই জীবের দ্বারা অধিষ্ঠিতা হইয়া প্রকৃতি বিশ্বের উৎপাদিকা হয়। এই পূর্ব্বপক্ষীর মতের নিরাস করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্র স এষ ইতি পরবাক্যতো ব্রহ্মাকর্ষণাৎ তদ্বেদম্ তর্হীতি পূর্ব্ববাক্যং ব্রহ্মপরতয়া ব্যাখ্যাতং তদ্বৎ পরস্মাৎ কর্ম্ম-বাক্যাৎ পূর্ব্বব্রহ্মবাক্যং কাপিলপুরুষপরং স্যাদিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ কৌষীত-কীত্যাদিনা। বালাকিনা বালাকাপুত্রেণ। বাহ্বাদিভ্যশ্চেতি সূত্রাদিঞ্-প্রত্যয়ঃ। আদিত্যাদিম্বিতি। আদিত্যচন্দ্রবিদ্যুদাকাশাদ্যধিকরণকেম্বিত্যর্থঃ। তৌ হেতি বালাক্যজাতশত্রূ বোধ্যৌ। তদ্‌যথেতি। তদ্‌যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্ত্যেবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মা তৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্তে। এবমেবৈতে আত্মানং ভুঞ্জন্তীতি বাক্যেন চ ভোক্তুরেব নিরূপণাদিত্যর্থঃ। শ্রুত্যর্থস্তু—শ্রেষ্ঠী প্রাণভৃতঃ পুমান্ স্বৈর্ভৃত্যৈর্ভোগোপকরণভূতৈর্ভুঙ্‌ক্তে ভৃত্যাশ্চ ভোজনা-চ্ছাদনাদিনা প্রধানং তমুপজীবন্তি। এবং জীবঃ আদিত্যাদিভিঃ প্রকাশাদিনা ভোগোপকরণভূতৈর্ভুঙ্‌ক্তে। আদিত্যাদয়োঽপি হবির্গ্রহণাদিনা ভৃত্যবজ্জী-বমুপজীবন্তীতি জীবোঽত্র ভোক্তা সিদ্ধ ইতি স এব সাংখ্যোক্তো জীব এবেত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে যেমন 'স এষঃ' ইত্যাদি পরবাক্য হইতে ব্রহ্মের আকর্ষণ করায় 'তদ্বেদং তর্হীত্যাদি' বাক্য ব্রহ্মে তাৎপর্য্যবোধক, সেইরূপ পরবর্ত্তী কর্ম্মবোধক বাক্য হইতে জীবকে আকর্ষণ

করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মবোধক বাক্যও সাংখ্যোক্ত পুরুষপর বলিব, এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি ধরিয়া বলিতেছেন—কৌষীতকী-ব্রাহ্মণে ইত্যাদি দ্বারা। বালাকিনা—বালাকার পুত্র। 'বাহ্বাদিভ্যশ্চ' এই সূত্রে অপত্যার্থে বালাকা শব্দের উত্তর ইঞ্ প্রত্যয়। 'আদিত্যাদিষু ষোড়শসু জীবেষু ইত্যাদি' যথা আদিত্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, আকাশাদিগত অধিষ্ঠাতৃ পুরুষ এই অর্থ। 'উভয়ত্র চ তৌ'—তৌ-পদে সেই বালাকি ও অজাতশত্রু এই দুইজন বোদ্ধব্য। 'তদ্ যথা শ্রেষ্ঠী ইত্যাদি' অথবা 'স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্তি এবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মা তৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্তে। এবমেবৈতে আত্মানং ভুঞ্জন্তি' এই শ্রুতি-বাক্যদ্বারাও যেহেতু ভোক্তারই নিরূপণ হইয়াছে এইজন্য এই অর্থ। ঐ শ্রুতিটির অর্থ এইরূপ—শ্রেষ্ঠী একটি প্রাণস্বরূপ পুরুষ, নিজভৃত্যগণের দ্বারা ভোগ করেন, যেহেতু ভৃত্য ভোগের সহায়ক। ভৃত্যরাও আবার ভোজনাচ্ছাদনাদি দ্বারা সেই প্রধানকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে। এই লৌকিক ব্যবহারের মত প্রকাশাদিকার্য্যদ্বারা জীব ভোগোপকরণস্বরূপ আদিত্যাদি-সাহায্যে ভোগ করে, আদিত্যাদিও জীবপ্রদত্ত হবির্গ্রহণাদি দ্বারা ভৃত্যের মত জীবকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে, অতএব জীবই ভোক্তা সিদ্ধ হইল। 'স এষ' অর্থাৎ সেই এই সাংখ্যোক্ত জীবই এই প্রকরণে বেদ্য; ইহাই অর্থ।

জগদ্বাচিত্বাধিকরণম্

সূত্রম্—জগদ্বাচিত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ—এ-স্থলে তন্ত্রোক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ জীব প্রতিপাদিত হইতেছে না কিন্তু পরমেশ্বর শ্রীহরিই বেদ্য, তাহার কারণ কি? উত্তর—'জগদ্বাচিত্বাৎ'—যেহেতু কর্ম্মশব্দ চিদংশ জীব ও জড় প্রকৃত্যাদি বিশ্ব প্রপঞ্চের বাচক, তাহার কর্ত্তৃস্বরূপে পরমেশ্বরকেই বুঝায়, 'কর্ম্মন্' শব্দ যদি জগদ্বাচক হয়, তবেই 'ক্রিয়তে যৎ তৎ' যাহা কৃত হয়—এই ব্যুৎপত্তি-অনুসারে উহা সার্থক হয়, তাহার কারণ—কর্ম্মন্-শব্দ যদি জগতের অন্তর্ভূত আদিত্যাদি ষোড়শ পুরুষকে বুঝায়, তবে কোন প্রকারেই তাহাদের কর্তৃত্ব বুঝাইতে পারে না; যে কর্ম্ম (কৃত) তাহা কর্ত্তা হয় না, অতএব জগতের কর্ত্তা পরমেশ্বর; ক্ষেত্রজ্ঞ জীব নহে ॥ ১৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ন হ্যত্র তন্ত্রোক্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রতিপাদ্যতে, অপি তু বেদান্তৈকবেদ্যঃ সর্ব্বেশ্বর এব। কুতঃ? জগদিতি। এতচ্ছব্দসহচরস্য কর্ম্মশব্দস্য চিজ্জড়াত্মকপ্রপঞ্চাভিধায়িত্বাদিত্যর্থঃ। তৎকর্ত্তৃত্বেন তস্যৈব প্রাপ্তেঃ। ইদমত্র তত্ত্বম্। ক্রিয়ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা কর্ম্মশব্দো জগদ্বাচী। সতি চ তদ্বাচিত্বে তচ্ছব্দঃ সার্থকঃ। পুরুষমাত্রকর্ত্তৃত্বশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থকত্বাৎ। ন চ তন্ত্রোক্তস্য কর্ত্তৃত্বমস্বীকারাৎ ন চাধ্যাসাৎ তদসঙ্গশ্রুতিব্যাকোপাৎ। তস্মাৎ সর্ব্বেশ্বর এব তৎকর্ত্তা। এবঞ্চ মৃষাবাদিত্বমজাতশত্রোর্ন স্যাৎ। ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি প্রতিজ্ঞায় ষোড়শপুরুষান্ বদতো বালাকের্মৃ ষৈব কিলেতি বাক্যেন মৃষাভাষিত্বমাপাদ্য স্বয়ং ব্রহ্ম বিবক্ষুঃ স চেত্তজ্জীবং ব্রূয়াৎ তর্হি তস্যাপি তৎ স্যাদিতি। তদেবং সত্যেষ বাক্যার্থঃ। ত্বয়া যে পুরুষা ব্রহ্মত্বেনোক্তাস্তেষাং যঃ কর্ত্তা তে যৎকার্য্যভূতা ভবন্তীত্যর্থঃ। নম্বেতাবদেব কৃৎস্নং জগদ্‌যস্য কার্য্যং ভবতি স পরমকারণভূতঃ সর্ব্বেশ্বর এব বেদ্য ইতি ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই কৌষীতকী ব্রাহ্মণে সাংখ্যোক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ প্রতিপাদিত হইতেছে না, কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রের একমাত্র বেদ্য সেই পরমেশ্বরই বোদ্ধব্য। কি হেতু? উত্তর—'জগদ্বাচিত্বাৎ'—'যস্য চৈতৎকর্ম্ম স বেদিতব্যঃ' —এতৎ কর্ম্ম অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান চিৎ ও জড়সমূহাত্মক বিশ্ব যাঁহার কর্ম্ম অর্থাৎ তাহার কর্ত্তা যিনি, তিনিই জ্ঞেয়। এখানে 'এতদ্' শব্দের সহিত কর্ম্মন্ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা চিৎ ও জড়-সমূহাত্মক প্রপঞ্চের বাচক হওয়ায়, তাহার কর্ত্তৃত্বরূপে পরমেশ্বরই বোধিত হইতেছেন। মর্ম্মকথা —যাহার 'এই কর্ম্ম' বলিলে 'এই' অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগৎ যাহার কার্য্য এই অর্থ ই বুঝায়, এখানে 'এই' 'ক্রিয়তে যৎতৎকর্ম্ম' যাহা কৃত হয় অর্থাৎ উৎপাদিত হয়, তাহার নাম কর্ম্ম—যেহেতু কর্ম্মন্ শব্দটি কর্ম্মবাচ্যে কৃঞ্ ধাতুর মন্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন। অতএব জগতের বাচক। জগদ্‌বাচী হইলেই তবে তাহার বিশেষণ বা সহোচ্চারিত 'এতদ্' শব্দটিও সার্থক হইবে। কেননা, আদিত্যাদি ষোলটি পুরুষের কর্ত্তৃত্ব-শঙ্কা তাহা দ্বারা নিবৃত্ত হইবে। যেহেতু তাহারা

কর্ম্ম, যাহা কর্ম্ম, তাহা কর্ত্তা হয় না, আবার সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত ক্ষেত্রজ্ঞের কর্ত্তৃত্বও হইতে পারে না, যেহেতু সে-মতে প্রকৃতিরই জগৎকর্ত্তৃত্ব, জীবের কর্ত্তৃত্ব তাঁহারা মানেন না। যদি প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব জীবে আরোপিত বল, তাহাও নহে, তাহাতে জীব নিঃসঙ্গ—এই শ্রুতির বিরোধ হয়। অতএব সর্ব্বেশ্বরই জগৎকর্ত্তা। এই হইলেই অজাতশত্রুরও মিথ্যাবাদিত্ব হয় না। তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিব বলিয়া বালাকি প্রতিজ্ঞা করিয়া আদিত্য প্রভৃতি ষোলটি জীবের কথা বলিতে লাগিলেন, তাহাতে অজাতশত্রু 'মৃষৈব' ইহা মিথ্যা, এই কথা 'কিল' শব্দের দ্বারা বলিয়া তাঁহার মৃষাবাদিত্ব প্রতিপন্ন করিয়া নিজেই ব্রহ্মস্বরূপ বলিতে চাহিয়া যদি জীবকে ব্রহ্ম বলেন, তবে তাঁহারও তো মিথ্যা-বাদিত্ব হয়। অতএব এই অবস্থায় অজাতশত্রুর বাক্যার্থ এইরূপ বোদ্ধব্য—বালাকে! তুমি যে পুরুষগুলিকে ব্রহ্মরূপে বলিলে, তাহাদের যিনি কর্ত্তা, উঁহারা যাঁহার কার্য্যস্বরূপ হইয়া থাকেন। ওহে! এই পরিদৃশ্যমান যাবদ্ ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার কার্য্য হইতেছে, তিনিই পরমকারণস্বরূপ সর্ব্বেশ্বর জানিবে ॥ ১৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—এবং প্রাপ্তে পরিহরতি জগদিতি। উহ্যোঽত্র পক্ষঃ। এতদিতি। এতদিতি সর্ব্বনাম্না প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণেঽপি লক্ষিতং জগন্নির্দ্দিষ্টম্। সতি চেতি। জগদ্বাচিত্বে সত্যেব কর্ম্মশব্দঃ সার্থকঃ স্যাৎ। তত্র হেতুঃ পুরুষমাত্রেতি। আদিত্যাদয়ঃ ষোড়শ সর্ব্বে কর্ত্তার ইতি যা শঙ্কা সা তদৈব নিবর্ত্ততে যদি কর্ম্মশব্দোঽন্তর্ভূতাদিত্যাদিকং জগদ্‌ব্রূয়াদিত্যর্থঃ। ন হি জগদন্তর্ভূতানামাদিত্যাদীনাং জগৎকর্ত্তৃত্বং সম্ভবেদিতি ভাবঃ। ন চেতি। অস্বীকারাৎ তন্মতে প্রকৃতেরেব বিশ্বকর্ত্তৃত্বাভ্যুপগমাদিত্যর্থঃ। ন চাধ্যাসাদিতি। পুরুষে কর্ত্তৃত্বং প্রকৃত্যধ্যাসাদ্‌ভবেদিতি ন বাচ্যম্। "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" ইতি শ্রুতিব্যাকোপাপত্তেরিত্যর্থঃ। স চেদিতি। স নৃপতিরজাতশত্রুঃ। তদিতি মৃষাভাষিত্বম্। সিদ্ধান্তে বাক্যার্থমাহ তদেবং সতীত্যাদিনা ॥ ১৬ ॥

টীকানুবাদ—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর সিদ্ধান্ত পরিহার করিতেছেন—'জগদ্বা-চিত্বাৎ' সূত্রে। ইহা যে উত্তর-পক্ষ, তাহা কল্পনীয়—ধর্ত্তব্য। 'এতচ্ছব্দসহচ-রস্য ইত্যাদি' 'এতদ্' এই সর্ব্বনাম শব্দ দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণেও প্রমিত জগৎ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। 'সতি চ তদ্বাচিত্বে' ইতি এতদ্ শব্দ জগদ্বাচক হইলেই

কর্ম্মন্ শব্দটি সার্থক হইবে, সে-বিষয়ে কারণ এই—'পুরুষমাত্রকর্ত্তৃত্বশঙ্কা-নিবৃত্ত্যর্থকত্বাদিতি' আদিত্যাদি ষোলটি পুরুষ সকলেই জগৎ কর্ত্তা এই যে শঙ্কা, তাহা তখনই নিবৃত্ত হইবে, যদি কর্ম্মন্ শব্দটি আদিত্যাদি পুরুষ সম্বলিত জগৎকে বুঝায়। ভাবার্থ এই—জগতের অন্তর্ভূত আদিত্যাদি ষোল পুরুষের জগৎকর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে। 'ন চ তন্ত্রোক্তস্য কর্ত্তৃত্বম্'—সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত ক্ষেত্রজ্ঞের কর্ত্তৃত্ব বলিতেই পার না, তাহা বলিলে অপসিদ্ধান্ত হয়, যেহেতু সাংখ্যমতে জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত নহে। আরোপ ধরিয়া কর্ত্তৃত্বোক্তিও সঙ্গত নহে, তাহাতে 'পুরুষ নিঃসঙ্গ' এই শ্রুতির বিরোধ ঘটে। 'অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ' এই জীবাত্মা নিঃসঙ্গ—এই শ্রুতিই জীবের নিঃসঙ্গত্ব বলিতেছে, তাহার ব্যাঘাত হয়। 'স চেত্যাদি' সেই রাজা অজাতশত্রু। 'তৎ স্যাৎ—মিথ্যাবাদিত্ব হইয়া পড়ে। অতঃপর উত্তরবাদীর সিদ্ধান্ত-বাক্যার্থ বলিতেছেন—'তদেবং সতি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ॥ ১৬॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় সাংখ্যমত নিরসন করিতেছেন। কৌষীতকী উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে গার্গ্য-বালাকি ও কাশীরাজ অজাতশত্রুর উপাখ্যান আছে, তাহাতে পাওয়া যায়, বালাকা-তনয় বালাকি নামক একজন প্রসিদ্ধ বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে পরব্রহ্ম কি বস্তু, তাহা বলিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া আদিত্যাদি ষোড়শ পুরুষকেই ব্রহ্ম বলিয়া নিরূপণ করিলেন। রাজা অজাতশত্রু তাঁহাকে পরব্রহ্ম-বিষয়ে অনভিজ্ঞ জানিয়া বলিলেন যে, ওহে বালাকে! যিনি এই সকল পুরুষের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং এই বিশ্ব যাঁহার কার্য্য তিনিই পরব্রহ্ম। এই বাক্যে একটি সংশয় হয় যে, এখানে প্রকৃতির অধ্যক্ষ সাংখ্যোক্ত ভোক্তা জীবকে বেদ্য বলিলেন? না, সর্ব্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকেই বেদ্য বলিলেন? এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বপক্ষবাদী যে সকল যুক্তির অবতারণা করিলেন, সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে তাহা নিরসন করিয়া ইহাই স্থাপন করিলেন যে, এখানে তন্ত্রোক্ত ক্ষুদ্র ক্ষেত্রজ্ঞ জীবকে বেদ্যরূপে প্রতিপাদন করা হয় নাই। বেদান্তৈকবেদ্য সর্ব্বেশ্বরকেই বুঝাইয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, সাংখ্যের প্রকৃতি যে জগৎকারণ হইতে পারে না, পূর্ব্বেই সেই প্রকৃতিবাদ-খণ্ডনে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে, এক্ষণে প্রমাণ করিতেছেন যে, সাংখ্যের পুরুষও অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত ক্ষুদ্র পরিমাণ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবও জগৎকারণ

হইতে পারে না। একমাত্র পরব্রহ্মই সমস্ত চিজ্জড়ময় প্রপঞ্চের ও সমস্ত জীবের কর্ত্তা, তাঁহারই কার্য্যস্বরূপ এই সমুদয়, সুতরাং পরম কারণস্বরূপ পরব্রহ্মই একমাত্র বেদ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"তব বিভবঃ খলু ভগবন্ জগদুদয়স্থিতিলয়াদীনি।
বিশ্বসৃজস্তেঽংশাংশাস্তত্র মৃষা স্পর্দ্ধন্তি পৃথগভিমত্যা॥"

(ভাঃ ৬।১৬।৩৫)

আরও পাওয়া যায়,—

"অসৌ গুণময়ৈর্ভাবৈর্ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মভিঃ।
স্বনির্ম্মিতেষু নির্ব্বিষ্টো ভুঙ্‌ক্তে ভূতেষু তদ্গুণান্॥" (ভাঃ ১।২।৩২)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"অসৌ বিশ্বাত্মা ভূতসূক্ষ্মাণি বিষয়াশ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ আত্মা মনশ্চ তৈর্গুণময়ৈর্ভাবৈঃ। স্বনির্ম্মিতেষু দেব-তির্য্যগাদিষু ভূতেষু নির্ব্বিষ্টঃ প্রবিষ্টঃ সন্ তদ্গুণান্ তদনুরূপান্ বিষয়ান্। বৈষয়িকসুখানি ভুঙ্‌ক্ত ইতি জীবানাং ভোক্তৃত্বমন্তর্য্যামিণা বিনা ন সিদ্ধ্যতীতি বা জীবস্য তদীয় তটস্থশক্তিত্বাদ্বা জীব-দ্বারা স্বয়মন্তর্য্যামী ভুঙ্‌ক্ত ইতি প্রযুজ্যতে। ভোজয়তি জীবানিতি ণিজর্থো বা জ্ঞেয়ঃ" ॥ ১৬ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বত্র জীবস্য মুখ্যপ্রাণস্য চ লিঙ্গদর্শনাৎ তদন্যতরো গ্রাহ্য ইতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—যদি বল, এই স্থলে জীব ও মুখান্তর্ব্বর্ত্তী প্রাণবায়ুর সাধক প্রমাণ দেখা যাইতেছে, অতএব জীব অথবা প্রাণই গৃহীত হউক, এই আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন—

সূত্রম্—জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতম্॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ—জীব ও মুখান্তর্ব্বর্ত্তিপ্রাণবায়ুর সাধক প্রমাণ থাকায় ঐ বাক্য ব্রহ্মে তাৎপর্য্যবোধক নহে, এই যদি বল, তবে 'তদ্ব্যাখ্যাতম্' ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনা-

খ্যায়িকায় তাহা নির্ণীত হইয়াছে, অর্থাৎ সেই লিঙ্গও জীবাদিপর না হইয়া ব্রহ্মপরই হইবে, ইহা মীমাংসিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনাখ্যায়িকায়াং তল্লিঙ্গং নির্ণীতম্। তত্র কিলোপক্রমোপসংহারপর্য্যালোচনেন বাক্যস্য ব্রহ্মপরত্বে নিশ্চিতে জীবাদিলিঙ্গমপি তৎপরত্বেন নীতম্। ইহাপি "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" ইত্যুপক্রমাৎ। "সর্ব্বান্ পাপ্মনোঽপহত্য সর্ব্বেষাং ভূতানাং শ্রেষ্ঠমাধিপত্যং পর্য্যেতি য এবং বেদ" ইত্যুপসংহারাচ্চ তৎপরত্বেন তন্নেয়মিতি। ন চেদং বাক্যং প্রতর্দ্দনাখ্যাননির্ণয়াদ্গতার্থং "যস্য চৈতৎ কর্ম্ম" ইত্যস্যাপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনাখ্যায়িকায় জীবলিঙ্গও ব্রহ্মপর বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যেহেতু তথায় উপক্রম ও উপসংহার পর্য্যালোচনা দ্বারা বাক্যের ব্রহ্মে তাৎপর্য্য নিশ্চিত হওয়ায় জীব ও মুখ্য-প্রাণের লিঙ্গও ব্রহ্মপর-রূপে গৃহীত হইয়াছে, সেইরূপ এখানেও 'ব্রহ্ম তে ব্রবাণি' এই কথায় উপক্রমে ব্রহ্মোপদেশের প্রসঙ্গ থাকায় এবং 'সর্ব্বান্ পাপ্মনোঽপহত্য……য এবং বেদ' সকল পাপ নাশ করিয়া সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠত্ব অর্থাৎ আধিপত্য সে প্রাপ্ত হয়, যে এইরূপ জ্ঞান করে, এই উপসংহার থাকায়, জীবাদি লিঙ্গও ব্রহ্ম তাৎপর্য্যে লওয়া উচিত। যদি বল, ইন্দ্র-প্রতর্দ্দনাখ্যায়িকায় নির্ণয়হেতু এই বাক্য তো মীমাংসিতই হইয়াছে আবার এখানে তাহার প্রসঙ্গ কেন? তাহাও নহে—'যস্য চৈতৎ কর্ম্ম' এই অংশের বিচার তথায় নাই ॥ ১৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আশঙ্ক্য সমাধত্তে নম্বত্রেত্যাদিনা। জীবেতি। ইন্দ্র-প্রতর্দ্দনেতি। প্রাণস্তথানুগমাদিত্যস্মিন্নধিকরণে চিন্তিতমেতৎ। তৎপরত্বেন তন্নেয়মিতি। মধ্যেঽপি যস্য চৈতৎ কর্ম্মেতি জগদাত্মক কর্ম্মকর্ত্তৃত্বোক্তেঃ পুরুষমাত্রানুক্তেশ্চেতি বোধ্যম্। ন চেদমিতি। প্রাণস্তথেত্যধিকরণে কর্ম্মপদস্যাবিচারণান্ন তেনোক্তার্থতেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টীকানুবাদ—আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন—'নম্বত্র ইত্যাদি' উক্তি দ্বারা। 'জীব প্রাণেত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনেত্যাদি' ব্যাখ্যাতম্—অর্থাৎ 'প্রাণস্তথানুগমাৎ' এই অধিকরণে বিচারিত হইয়াছে। 'তৎপরত্বেন তন্নেয়ম্' এই গ্রন্থের দ্বারা এবং মধ্যেও 'যস্য চৈতৎ কর্ম্ম' এই কথা দ্বারা জ্ঞাপিত জগৎরূপ কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব-উক্তিবশতঃ এবং পুরুষমাত্রের কর্ত্তৃত্বের অনুক্তিবশতঃ ইহা জ্ঞাতব্য। ন চেদমিত্যাদি গ্রন্থ 'প্রাণস্তথানুগমাৎ' এই অধিকরণে কর্ম্মপদের বিচারাভাববশতঃ ঐ অধিকরণ দ্বারা বক্তব্য চরিতার্থ হয় নাই, এই অর্থ ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—যদি পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, জীব ও মুখ্যপ্রাণের লিঙ্গ-দর্শন হেতু এ-স্থলে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন, যদি তাহা বল, তাহা হইলে, ইন্দ্র ও প্রতর্দ্দন আখ্যায়িকায় তাহা নির্ণীত হইয়াছে অর্থাৎ উপক্রম ও উপসংহার-বিচারে জীব ও মুখ্যপ্রাণেরও ব্রহ্মপরত্বই বিচারিত হইয়াছে।

কৌষীতকী উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন ও ইন্দ্রের পরস্পর যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায়, ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে প্রতর্দ্দন বলিয়াছিলেন, 'যাহা মনুষ্যগণের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণজনক, তাহাই আমাকে প্রদান করুন।' তখন ইন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"মামেব বিজানীহি। এতদেবাহং মনুষ্যায় হিততমং মন্যে।" অর্থাৎ "আমাকেই (ব্রহ্মকেই) জান, বাস্তব বস্তুকে জানাই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা হিততম মনে করি।" এ-স্থলে ব্রহ্মবস্তুরই অবগতির কথা বলিয়াছেন। পরে প্রাণের কথা উল্লেখ করিয়াও বলিয়াছিলেন যে, যদি প্রাণ না থাকে, তাহা হইলে চক্ষু আদি থাকিয়াও ফল হয় না, আর যদি প্রাণ থাকে, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের অভাবে ক্ষতি হয় না, কর্ম্মকে জানিতে চেষ্টা না করিয়া কর্ত্তাকে জানা দরকার। উপসংহারে বলিয়াছেন সর্ব্বলোকাধিপতি সর্ব্বেশ্বর তিনিই আমার আত্মা, সেই অমর আত্মা জ্ঞানময় পরব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞাতব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সাক্ষাৎ স্বয়ংজ্যোতিরজঃ পরেশঃ।
নারায়ণো ভগবান বাসুদেবঃ
স্বমায়য়াত্মন্যবধীয়মানঃ ॥

যথানিলঃ স্থাবরজঙ্গমানা-
মাত্মস্বরূপেণ নিবিষ্ট ঈশেৎ।
এবং পরো ভগবান্ বাসুদেবঃ
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মেদমনুপ্রবিষ্টঃ॥" (ভাঃ ৫।১১।১৩-১৪)

অর্থাৎ তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা, জগৎকারণ, পূর্ণ, অপরোক্ষ, স্বতঃপ্রকাশ, জন্মাদি-রহিত এবং ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর। তিনি নারায়ণ অর্থাৎ সর্ব্বজীবের আশ্রয়। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ ও সর্ব্বভূতের আবাস বাসুদেব। তিনিই স্বীয় মায়া দ্বারা জীবাত্মাতে তাহার নিয়ন্তৃরূপে বর্ত্তমান। বায়ু যেমন প্রাণরূপে স্থাবর-জঙ্গমাদি সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা, পরম পুরুষ বাসুদেবও এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার উপর আধিপত্য করেন॥ ১৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ননু যস্যৈতৎকর্ম্মেতি বাক্যস্থ কর্ম্মশব্দাৎ ব্রহ্মণি প্রসিদ্ধাৎ প্রাণশব্দাচ্চায়ং সন্দর্ভো ব্রহ্মপরঃ কর্ত্তুং শক্যস্তথাপি জীবসঙ্কীর্ত্তনাদতথাভূতত্বং তস্য। ন চ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং জীবান্য-দ্ব্রহ্মাত্র শক্যং মন্তুম্। তত্রাপি জীবস্যৈব প্রত্যয়াৎ। স্বাপাধারা-দিপৃচ্ছয়া জীব এব পৃষ্ট ইতি সুপ্তিস্থানন্তু নাড্যঃ করণগ্রামশ্চ প্রাণশব্দিতে জীব এবৈকধা ভবতি, স এব চ প্রতিবুধ্যত ইতি ব্যাখ্যানে চ প্রতীয়তে। তস্মাজ্জীবপরোঽয়মিতি শঙ্কায়াং পঠতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন এই,—যদিও 'যস্যৈতৎকর্ম্ম' এই বাক্যোক্ত এতদ্-শব্দের সহিত অন্বিত কর্ম্মশব্দ হইতে এবং ব্রহ্ম অর্থে প্রসিদ্ধ প্রাণ শব্দ হইতে এই বাক্য সন্দর্ভটি ব্রহ্মপর করিতে পারা যায়, তাহা হইলেও জীব কথাটির উল্লেখ হেতু সেই বাক্য সন্দর্ভের ব্রহ্মবোধকতার অভাব বলিব। কেননা, প্রশ্ন ও উত্তর হইতে জীব ভিন্ন ব্রহ্মকে এই বাক্যে মনে করিতে পারা যায় না, যেহেতু সেই প্রশ্নোত্তরে জীবেরই প্রত্যয় হয়, যেহেতু শয়নাধার প্রভৃতির প্রশ্নদ্বারা বুঝা যায়, জীবকেই প্রশ্ন করা হইয়াছে, সুষুপ্তিস্থান এবং নাড়ীসমূহ বা ইন্দ্রিয়সমূহ প্রাণশব্দদ্বারা সংজ্ঞিত

জীবেই একীভাব প্রাপ্ত হইতেছে, 'সেই জীবই সুষুপ্তির পর জাগরিত হয়' এই ব্যাখ্যাতেও জীব প্রতীত হইতেছে—এইজন্য জীবপরই এই সন্দর্ভ, এই আশঙ্কায় উত্তর করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। অতথাভূতত্বং ব্রহ্মবোধকত্বাভাবঃ। তস্য বাক্যসন্দর্ভস্য। তত্রাপীতি। প্রশ্নব্যাখ্যানয়োরপীত্যর্থঃ। স এবেতি। শয়নাধারাদিপ্রশ্নদ্বারেণ জীব এব পৃষ্ট ইতি প্রশ্নে প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ। স্ফুটমন্যৎ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অবতরণিকা-ভাষ্যের অন্তর্গত 'জীব-সঙ্কীর্ত্তনাদতথাভূতত্বং তস্য' ইত্যাদি অতথাভূতত্বং জীবশব্দের উল্লেখহেতু ব্রহ্ম-বোধ করাইতেছে না, এই অর্থ। 'তস্য'—অর্থাৎ ঐ বাক্য সন্দর্ভের। 'তত্রাপি জীবস্যৈব প্রত্যয়াৎ'—তত্র—প্রশ্ন ও তাহার প্রত্যুত্তরেও জীবকেই বুঝাইতেছে—এইজন্য। 'স এব চ প্রতিবুধ্যতে'—স এব—সেই জীবই এই অর্থ, যেহেতু নিদ্রাকালে তাহার আশ্রয় প্রশ্নদ্বারা জীবই প্রশ্নের বিষয় হইয়াছিল, ইহা প্রশ্নে প্রতীত হইতেছে। অন্যান্য অংশ সুস্পষ্ট।

সূত্রম্—অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈব-মেকে॥ ১৮॥

সূত্রার্থ—তাহা নহে, জৈমিনি মনে করেন, এই প্রবন্ধে জীবের উল্লেখ, 'অন্যার্থম্'—জীবভিন্ন ব্রহ্ম-বোধের জন্য। কারণ কি? উত্তর—'প্রশ্নব্যাখ্যানা-ভ্যাম্'—বালাকির প্রতি অজাতশত্রু নৃপতির শয়ন-বিষয়ক প্রশ্ন ও ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায়, এই শয়নকর্ত্তা জীব-ভিন্ন ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। তদ্ভিন্ন বাজসনেয়ী বৈদিকগণ এই বালাকি-অজাতশত্রু-সংবাদে বর্ণিত বিজ্ঞানময় শব্দের দ্বারা জীবকে অভিহিত করিয়া তাহা হইতে ভিন্ন ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আবার তাহার ব্যাখ্যাতেও সর্ব্বেশ্বরই এই সংবাদে জ্ঞাতব্যরূপে উপদিষ্ট হইতেছে॥ ১৮॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদায়। ইহ জীবসঙ্কীর্ত্তন-মন্যার্থং জীবান্যব্রহ্মবোধার্থমিতি জৈমিনির্ম্মন্যতে। কুতঃ? প্রশ্নেতি। প্রশ্নস্তাবৎ প্রবুদ্ধপ্রাণস্য সুপ্তস্য প্রতিবোধনে প্রাণাদিভিন্নে জীবে

বোধিতে পুনঃ—"কৈষ এতদ্বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট ক্ব বা এতদভূৎ কুত এতদাগাৎ" ইতি জীবান্যব্রহ্মবিষয়ো দৃশ্যতে। ব্যাখ্যানমপি। "যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি তথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি" ইত্যাদি। "এতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকা" ইতি চ জীবান্যদেব ব্রহ্ম গময়তি। প্রাণোঽত্র পরমাত্মা, তস্যৈব সুষুপ্ত্যাধারত্বপ্রসিদ্ধেঃ। তত্রৈব জীবাদীনাং লয়ো নিষ্ক্রমশ্চ তস্মাৎ। নাড়ীনাস্তু সুপ্তিস্থানগমনায় দ্বারমাত্রতা বক্ষ্যতে। জাগরাৎ শ্রান্তো জীবো যত্র স্বপিতি পুনরপি ভোগায় যস্মান্নিঃসরতি সোঽয়ং পরমাত্মাত্র বেদ্য ইতি। অপি চৈবমেকে বাজসনেয়িনোঽস্মিন্নেব বালাক্যজাতশত্রুসংবাদে বিজ্ঞানময়শব্দেন জীবমভিধায় ততো ভিন্নং ব্রহ্মামনন্তি। "য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ ক্বৈষ তদাভূৎ কুত এতদাগাৎ" ইতি প্রশ্নে "য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে" ইতি ব্যাখ্যানে চ। তস্মাৎ সর্ব্বেশ্বর এবাত্র বেদ্যতয়োপদিশ্যত ইতি ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দটি পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা নিরাসের জন্য। এই সংবাদে যে জীবের উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা জীবভিন্ন ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য, ইহা জৈমিনি মনে করেন। কি কারণে? উত্তর—প্রশ্ন-বাক্য ও ব্যাখ্যান হইতে তাহারই প্রতীতি হয়। প্রশ্নবাক্য যথা—ব্রহ্মজিজ্ঞাসু বালাকিকে সঙ্গে লইয়া অজাতশত্রু সুপ্ত সোমরাজার নিকট উপস্থিত হইয়া মৃদুস্বরে ডাকিলেন—'হে সোমরাজন্!' কিন্তু সুপ্ত সোমরাজা আহ্বানের শব্দ শুনিতে পাইলেন না। তাঁহার প্রাণ জাগিয়া আছে, তথাপি যখন উত্তর হইল না, তখন বুঝিতে হইবে প্রাণ ভোক্তৃ-পুরুষ নহে। তখন যষ্টির আঘাতশব্দে রাজাকে জাগান হইল, ইহাতে বুঝা গেল, জীব প্রাণাদি হইতে ভিন্ন, আবার জীবের শয়নের আধার এবং কোথা হইতে উৎপত্তি? এ-বিষয়ে বালাকিকে নিজেই প্রশ্ন করিলেন যথা—'কৈষ এতদ্বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট' ওহে বালাকি! সুষুপ্তির সময় এই পুরুষ কোথায় শয়ন করিয়াছিল? 'ক্ব বা এতদভূৎ' 'কুত এতদাগাৎ' কোথায় তখন তাহার এই

একীভাব ছিল? জাগরণ অবস্থায় কোথা হইতেই বা সে আসিল? এই প্রশ্ন জীবভিন্ন ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই দেখা যাইতেছে। তাহার পর এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরও যাহা নিজে করিলেন, তাহাতেও উহা বুঝা যাইতেছে। যথা—জীব যখন সুষুপ্তিতে মগ্ন থাকে, তখন কোনও স্বপ্ন দেখে না, সেই প্রকার এই প্রাণের সহিতই তখন মিলিয়া থাকে, ইত্যাদি ব্যাখ্যানে বুঝাইতেছে যে, এই পরমেশ্বর হইতে প্রাণবর্গ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিচয় যথাস্থানে অধিষ্ঠান করে, ইন্দ্রিয় হইতে দেবগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ সূর্য্যাদি দেবতাসমূহ সেই পরমেশ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, দেব হইতে লোক অর্থাৎ স্থানগুলি প্রকাশ পায় ইত্যাদি দ্বারা জীবভিন্নই পরমেশ্বর বুঝাইতেছে। এখানে প্রাণ শব্দের অর্থ পরমাত্মা; যেহেতু সেই পরমাত্মাই সুষুপ্তিকালীন জীবের শয়নস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই পরমাত্মাতেই তখন জীব, ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাতৃ দেবতাদিগের লয় এবং তাহা হইতে নিষ্ক্রমণ বুঝাইতেছে। পুরীতৎ প্রভৃতি নাড়ী আধার নহে, তাহারা সুপ্তিস্থানে লইয়া যাইবার দ্বার মাত্র, এ-কথা পরে বলা হইবে। সমুদয় তাৎপর্য্য এই—জাগরণ অবস্থার জন্য পরিশ্রান্ত জীব যথায় শয়ন করে এবং আবার পুনরায় ভোগের জন্য যাহা হইতে নির্গত হয়, তিনিই এই পরমাত্মা, ইহা জ্ঞেয়। তাহা ব্যতীত বাজসনেয়িগণ বলেন, এই বালাকি-অজাতশত্রুর সংবাদে বিজ্ঞানময় শব্দের অর্থ জীব এবং সেই জীব হইতে পরমেশ্বর ভিন্ন। যথা 'য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ ইত্যাদি' প্রশ্নে এবং 'য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে' জীবের হৃদয়মধ্যে এই যে আকাশ আছে, তাহাতে জীব শয়ন করিয়া থাকে—এই প্রত্যুত্তরে শয়নস্থান ও নির্গমস্থান পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে। অতএব এই সন্দর্ভে সর্ব্বেশ্বরই জ্ঞেয়রূপে উপদিষ্ট হইতেছেন ॥ ১৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—এবং শঙ্কায়াং পঠত্যন্যার্থস্থিতি। প্রশ্নেতি। ব্রহ্মজিজ্ঞাসুং বালাকিমাদায়াজাতশত্রুঃ সুপ্তপুরুষসন্নিধিং গত্বা হে সোমরাজন্নিতি সুপ্তমাহুয়াহ্বানশব্দাশ্রবণাৎ প্রাণাদেরভোক্তৃত্বং নিরূপ্য যষ্টিঘাতোত্থাপনেন প্রাণাদিভিন্নে জীবে প্রতিবোধিতে পুনর্জীবভিন্নাধিকরণভবনাপাদানবিষয়ান্ প্রশ্নান্ স্বয়মেব চকার কৈষ এতদিত্যাদিনা। অস্যার্থঃ। হে বালাকে শয়নমেতদ্‌যথা স্যাৎ তথা এষ পুরুষঃ ক্ব কস্মিন্নধিকরণেঽশয়িষ্ট স্বাপে শয়নং কৃতবানিত্যধিকরণ-

প্রশ্নার্থঃ। এতদ্ভবনমেকীভাবো যথা স্যাৎ তথা কাশ্রয়ে সুপ্তোঽভূদিতি ভবনায়তনপ্রশ্নার্থঃ। শয়নভবনয়োরাধারং পৃষ্ট্বোত্থানাবস্থায়ামাগমনাপাদানং পৃচ্ছতি। এতদাগমনং যথা স্যাৎ তথা কুতঃ কস্মাৎ উদ্বোধাবস্থায়ামগাদুত্থানং কৃতবানিত্যর্থঃ। এতৎপ্রশ্নোত্তরদানাসমর্থং বালাকিং মত্বা স্বয়মেবোত্তরমাহ যদা সুপ্ত ইত্যাদি। শয়নভবনয়োরাধার উত্থানাপাদানং চ প্রাণশব্দবোধ্যঃ পরমাত্মৈবেত্যুত্তরার্থঃ। তথা চ জীবস্য ভোক্তুর্যত্র শয়নভবনে যতশ্চোত্থানমেকীভাবভ্রংশরূপঃ স পুরুষোত্তমো হরিরেবাত্র নিখিলকর্তা বেদ্যতয়া ময়োপদিষ্ট ইতি। এতস্মাদিতি। আত্মনঃ পরেশাৎ। প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি। যথায়তনং যথাস্থানম্। দেবাস্তদধিষ্ঠাতারঃ। লোকাঃ স্থানানীত্যর্থঃ। এষ ইতি বিজ্ঞানময়ো জীবঃ॥ ১৮॥

টীকানুবাদ—এইরূপ আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন—'অন্যার্থন্তু' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা। 'প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাম্'। আখ্যায়িকাটি এই—ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছু বালাকিকে লইয়া রাজা অজাতশত্রু সুপ্ত সোমরাজের নিকট গিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন,—ওহে সোমরাজন্! রাজা উত্তর না দেওয়ায় বুঝা গেল, তিনি আহ্বান শব্দ শুনিতে পান নাই, তাহা হইতে নিরূপিত হইল প্রাণ প্রভৃতি ভোক্তৃপুরুষ নহে। পরে যষ্টির আঘাতে রাজা উঠিলে অজাতশত্রু বুঝাইলেন—জীব প্রাণাদি ভিন্ন। তাহার পর সুষুপ্তির অধিকরণ, মিলনস্থান ও তাহা হইতে নির্গত হইবার অপাদানকারক বিষয়ক যে সকল প্রশ্ন রাজা নিজেই করিলেন—এগুলি জীবভিন্নকে আশ্রয় করিয়া। 'কৈষ ইত্যাদি' বাক্যের অর্থ যথা,—ওহে বালাকি! এই যে সুষুপ্তিকালে জীব যে ঘুমায়, সে তখন কোথায় শুইয়াছিল? ইহা অধিকরণকারকের প্রশ্ন। আর এই যে একীভাব প্রশ্ন, তাহা এইবাক্যে 'ক বা এতদভূৎ' অর্থাৎ কোন্ আশ্রয়ে এই জীব সুপ্ত ছিল? ইহা একীভাবের আয়তন-জিজ্ঞাসা। এইরূপে শয়নাধার ও একীভাবের আধার জিজ্ঞাসার পর, উত্থানাবস্থায় তাহার ফিরিয়া আসিবার প্রশ্নে 'কোথা হইতে আসিল' এইরূপ অপাদানকারকের প্রশ্ন। যথা 'কুত এতদাগাৎ'—এই আগমন হয় কোথা হইতে? তদ্রূপ কোথা হইতে জাগরণ-অবস্থায় আসিয়াছে অর্থাৎ উত্থান করিয়াছে? এই সব প্রশ্নের উত্তরদানে বালাকিকে অসমর্থ বুঝিয়া নিজেই উত্তর দিলেন 'যদা সুপ্ত ইত্যাদি' বাক্যে—শয়ন ও একীভাবের আধার এবং উত্থানের অপাদান প্রাণ-শব্দের বাচ্য পরমাত্মাই;

এইটি উত্তরের সারকথা। তাহা এই—ভোক্তা জীবের যাহাতে শয়ন ও একীভাব এবং যাহা হইতে উত্থান অর্থাৎ একীভাবের ভঙ্গ সেই পুরুষোত্তম শ্রীহরিই এখানে সর্ব্বেশ্বর, তিনিই বেদ্য; ইহা আমি উপদেশ করিয়াছি। 'এতস্মাদাত্মনঃ প্রাণাঃ'—এই পরমেশ্বর হইতে, 'প্রাণাঃ'—ইন্দ্রিয়বর্গ, 'যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে'—যথাস্থানে ফিরিয়া আসে। 'প্রাণেভ্যো দেবাঃ'—ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে অধিষ্ঠাতৃদেবগণ। 'দেবেভ্যো লোকাঃ'—দেবগণ হইতে লোক অর্থাৎ স্থানগুলিতে স্থিতি লাভ করে। 'য এষোঽন্তর্হৃদয়ে'—এষঃ—এই বিজ্ঞানময় জীব॥ ১৮॥

সিদ্ধান্তকণা—যদি কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন যে, 'এতৎ' শব্দের সহিত কর্ম্মন্‌শব্দ এবং ব্রহ্মে প্রসিদ্ধ প্রাণশব্দ থাকার দরুণ এই সন্দর্ভকে ব্রহ্মপর বলা যায়, কিন্তু জীব-কথার উল্লেখবশতঃ উহা ব্রহ্মপর করা যায় না। ইহা জীবপরই হইবে,—এইরূপ আশঙ্কার মীমাংসায় সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, জৈমিনির মতে জীবভিন্ন ব্রহ্মেরই বোধার্থ, এ-স্থলে জীবের উল্লেখ হইয়াছে। ইহা বালাকি ও অজাতশত্রুর প্রশ্নোত্তরের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। আবার বাজসনেয়িসম্প্রদায় এই সংবাদে জীবকে বিজ্ঞানময় নির্দ্দেশ করিয়া তাহা হইতে ব্রহ্মকে ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং এই সন্দর্ভের প্রশ্নোত্তরে জীব-শব্দটিও ব্রহ্মপরই হইবে।

বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণে অজাতশত্রু ও বালাকির প্রশ্নোত্তরে পাওয়া যায়,—"য' এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ কৈষ তদাভুৎ' ইত্যাদি প্রশ্নে এবং 'য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে" এই উত্তরে সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরিই এখানে বেদ্য বলিয়া উপদিষ্ট হইতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যস্তত্র বদ্ধ ইব কর্ম্মভিরাবৃতাত্মা
ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ীমবলম্ব্য মায়াম্।
আস্তে বিশুদ্ধমবিকারমখণ্ডবোধ-
মাতপ্যমানহৃদয়েঽবসিতং নমামি॥

যঃ পঞ্চভূতরচিতে রহিতঃ শরীরে-
চ্ছন্নোঽযথেন্দ্রিয়গুণার্থচিদাত্মকোঽহম্।
তেনাবিকুণ্ঠমহিমানমৃষিং তমেনং
বন্দে পরং প্রকৃতিপূরুষয়োঃ পুমাংসম্॥"
(ভাঃ ৩।৩১।১৩-১৪)

অর্থাৎ (জীব ও শ্রীভগবানে বিশেষ আছে; জীব সেবক, শ্রীভগবান্ সেব্য, জীব শরণাগত ও শ্রীভগবান্ শরণ্য।) যে আমি জননী-জঠরে দেহাকার-পরিণতা মায়াকে আশ্রয় পূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা আবৃতস্বরূপ হইয়া বদ্ধের ন্যায় অবস্থান করিতেছি এবং শ্রীভগবান্, যিনি অন্তর্য্যামিরূপে আমার সহিত এইস্থানে বাস করিতেছেন;—সেই আমাতে ও শ্রীভগবানে বিশেষ পার্থক্য আছে। শ্রীভগবান্ স্থূল ও লিঙ্গ উপাধিরহিত অর্থাৎ তাঁহার দেহ-দেহীতে ভেদ নাই; তিনি অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ। আমার সন্তপ্ত-হৃদয়ে যিনি ঐরূপ প্রতীত হইতেছেন, তিনিই আমার শরণ্য, তাঁহাকে আমি প্রণাম করিতেছি।

আমি পঞ্চভূতরচিত এই দেহমধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছি বলিয়া যেরূপ আমার বোধ হইতেছে কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, কারণ আমার নিত্যস্বরূপ পাঞ্চভৌতিক দেহের সহিত অসঙ্গ, সুতরাং ইন্দ্রিয়, গুণ, বিষয় ও চিদাভাসাত্মক হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু শ্রীভগবানের মহিমা এই শরীরযোগেও কুণ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ তিনি ব্যষ্টিজীব-হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করাতে, তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপের কোন বিকার বা মায়ার সংস্পর্শ হয় না। অথবা মায়িক জীবের দেহের ন্যায় তাঁহার দেহ-দেহীতে কখনও ভেদ হয় না। কারণ তিনি বৈকুণ্ঠ বস্তু। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বজ্ঞ, আমি সেই আদি পুরুষকে বন্দনা করি॥ ১৮॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্যো মৈত্রেয়ীং স্বভার্য্যামুপদিশতি। "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" ইত্যুপক্রম্য "ন বা অরে

সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি"। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতম্" ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমস্মিন্ বাক্যে দ্রষ্টব্যত্বেন তন্ত্রোক্তো জীবাত্মোপদিশ্যতে কিং বা পরমাত্মেতি। তত্রোপক্রমে পতিজায়াদিপ্রীতিসংসূচনেন মধ্যে "এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্যসংজ্ঞাস্তি" ইত্যুৎপত্তিবিনাশযোগেন সংসারিস্বভাবপ্রতীতেরুপসংহারে "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" ইতি বিজ্ঞাতৃত্বোক্তেশ্চ তন্ত্রোক্তঃ স্যাৎ। আত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানন্তু ভোগ্যজাতস্য ভোক্ত্রর্থত্বাদৌপচারিকং ভবেৎ। ন তু "অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন" ইত্যাদিনা অমৃতত্বলাভোপায়োপদেশাৎ কথমস্য বাক্যস্য জীবপরত্বমিতি তস্যৈব প্রকৃতিবিযুক্তস্য জ্ঞানেন তত্ত্ব-সম্ভবাৎ। এবমন্যান্যপি ব্রহ্মলিঙ্গানি কথঞ্চিদত্রৈব নেয়ানি। তস্মাদত্র জীবাত্মোপদিশ্যতে। তদধিষ্ঠিতা প্রকৃতির্বিশ্বকারণমিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—বৃহদারণ্যকে আছে—যাজ্ঞবল্ক্য নিজস্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিতেছেন—'ন বা অরে পত্যুঃ কামায়…প্রিয়ো ভবতি' ওরে মৈত্রেয়ি! পতির অভিলাষ পূরণের জন্য কোন স্ত্রীর পতি প্রিয় হন না কিন্তু আত্মার প্রীতিসাধনার্থ পতি প্রিয় হন। এইরূপে আরম্ভ করিয়া 'ন বা অরে সর্ব্বস্য…সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি' অধিক কি, অরে মৈত্রেয়ি! কাহারও অভিলাষ পূরণের জন্য কেহ প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই সকলে সকলের প্রিয় হয়। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ……সর্ব্বং বিদিতম্।' অতএব, অরে মৈত্রেয়ি! আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, আত্মাকে ধ্যান করিবে, অরে মৈত্রেয়ি! আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানদ্বারা সকল বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। এক্ষণে এই বিষয়ের উপর সংশয় হইতেছে—এই বাক্যে কি সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত জীবাত্মা দ্রষ্টব্যরূপে উপদিষ্ট হইতেছে, অথবা পরমাত্মা? তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, তথায় (সাংখ্যশাস্ত্রে)

আরম্ভে পতি, পত্নী প্রভৃতির প্রীতি সূচনা করা হইয়াছে এবং মধ্যে 'এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়……ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি' বলা হইয়াছে যে, এই সকল পঞ্চভূত দেহরূপে পরিণত হইবার পূর্ব্বে সেই ভূতসমূহ হইতে উঠিয়া অর্থাৎ দেবাদিভাব সম্যক্রূপে ভোগ করিয়া ঐ ভূতগুলি বিনষ্ট হইবার পর, সেই পুরুষও বিনষ্ট অর্থাৎ মৃত হয়, মৃত্যুর পর তাহার আর কোনও দেবাদি সংজ্ঞা থাকে না, ইহা দ্বারা উৎপত্তি ও বিনাশ-সম্বন্ধ বর্ণিত হওয়ায় ঐ পুরুষ যে সংসারি-স্বভাবসম্পন্ন, ইহা প্রতীত হওয়ায়, আবার উপসংহারে 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ' অরে মৈত্রেয়ি! বিজ্ঞাতা পুরুষকে কাহার দ্বারা জানিবে, এই কথায় তাহার বিজ্ঞাতৃত্বও প্রতিপাদিত হওয়ায়, ঐ পুরুষ সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত জীবাত্মাই হইবে। তবে যে বলা হইয়াছে—আত্মবিজ্ঞান দ্বারা সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, ইহা তো জীবাত্মবোধক হইতে পারে না, একথাও লাক্ষণিক অর্থাৎ যেমন ভোগ্যবস্তুসমূহ ভোক্তার অধীন সেইরূপ সমস্ত বিজ্ঞান আত্ম-বিজ্ঞানের অধীন। আর 'অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন' ধন দ্বারা অমৃতত্বের (মুক্তির) কোন আশাও নাই ইত্যাদি উক্তি দ্বারা অমৃতত্বলাভের যে উপায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে 'বিজ্ঞাতারমরে' ইত্যাদি বাক্যের জীব-তাৎপর্য্য কিরূপে হইবে, এই কথাও বলিতে পার না; যেহেতু সেই জীব যখন তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা প্রকৃতিসম্বন্ধরহিত হয় তখন তাহার অমৃতত্ব সম্ভব। এইরূপ অপরাপর ব্রহ্মজ্ঞাপক ধর্ম্মগুলিও কোনও এক প্রকারে জীবাত্মায় সমন্বয় লাভ করিবে। অতএব এই প্রবন্ধে জীবাত্মাই উপদিষ্ট হইতেছে। সেই জীবাত্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিতা হইয়া প্রকৃতি বিশ্বসৃষ্টির কারণ হয়, এই পূর্ব্বপক্ষীর মতের নিরাকরণার্থ বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ব্রহ্মোপক্রমসামর্থ্যাদ্বাক্যার্থস্য যথা ব্রহ্মপরত্বং বর্ণিতং প্রাক্ তদ্বৎ মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে জীবোপক্রমসামর্থ্যাৎ জীবপরত্বং স্যাদিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ বৃহদারণ্যক ইত্যাদিনা। ন বা অরে পত্যুরিত্যাদেরর্থঃ। অরে মৈত্রেয়ি মিত্রপুত্রি পত্যুঃ কামায় অভিলাষায় তং পূরয়িতুং পতিঃ প্রিয়ো ভবতীতি নৈব ত্বয়া বোধ্যং অপি তু আত্মনো জীবস্যৈব কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতীত্যেবমগ্রিমেষু পর্য্যায়েষু ব্যাখ্যেয়ম্। যদ্ ভোগায় পত্যাদিপ্রপঞ্চঃ প্রকৃত্যা সৃষ্টঃ স এবাত্মা জীবঃ প্রকৃতেঃ প্রাকৃতাচ্চ দেহাদের্ব্বিবিচ্য ত্বয়া দ্রষ্টব্য ইতি পূর্ব্বপক্ষার্থঃ। সিদ্ধান্তার্থস্তু ভাষ্যেনৈব স্ফুটীকৃতোঽস্তীতি। তত্রোপক্রম ইতি। পতিজায়াদিভোগ্যবদ্ভোক্তুপক্রমান্মধ্যেঽপ্যেতেভ্য ইতি জীবধর্ম্ম-প্রত্যয়াচ্চ কাপিল এবায়মাত্মা দ্রষ্টব্যোঽভিধীয়তে। এতেভ্যো দেহরূপেণ পরিণতেভ্যঃ প্রাক্ তেভ্যো ভূতেভ্যঃ সম্যগুত্থায় দেবাদিভাবমনুভূয়েত্যর্থঃ। তান্যেবংভূতানি বিনষ্টান্যনুলক্ষ্যীকৃত্য বিনশ্যতি ম্রিয়তে। প্রেতস্থিতস্য তস্য দেবমানবাদিসংজ্ঞা নাস্তি ন ভবতীত্যর্থঃ। বিজ্ঞাতারমিত্যুপসংহারাচ্চ কাপিলঃ সোঽভিমত ইত্যাহোপসংহার ইতি। সত্ত্বধর্ম্মৌ জ্ঞানসুখে স্বস্মিন্ অধ্যস্য চিদ্রূপোঽয়ং জীবঃ সংজ্ঞাতারং সুখিনঞ্চ মন্যত ইতি কাপিলমতম্। **নন্ব** জীববিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং কথমুপপদ্যেত তথাহাত্মেতি। ভোক্তৃর্থত্বাদিতি। শয্যাসনাদিবদিতি জ্ঞেয়ম্। ঔপচারিকমিতি গৌণমিত্যর্থঃ। ন ত্বিতি। তমেব বিদিত্বেত্যাদৌ পরমাত্মজ্ঞানস্যৈব মোক্ষোপায়তয়া শ্রবণাৎ নাস্য বাক্যস্য জীবপরত্বমিতি ন বাচ্যমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুস্তস্যৈবেতি। তস্য কাপিলস্য জীবাত্মনস্তত্ত্বমমৃতত্বং মোক্ষ ইত্যর্থঃ। অত্রৈব কাপিলে জীবাত্মনি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—উপক্রমে ব্রহ্মের কথা বলায় যেমন পূর্ব্ব বাক্যার্থ ব্রহ্মপর বলা হইয়াছে, সেইরূপ বৃহদারণ্যকীয় মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণবাক্যে জীবের প্রথমে উপক্রম থাকায় উহাও জীবপর হইবে, এই দৃষ্টান্তরূপ সঙ্গতি বলে বলিতেছেন—বৃহদারণ্যকে ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। 'ন বা অরে পত্যুঃ কামায়' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের অর্থ এই—অরে মৈত্রেয়ি!—মিত্রপুত্রি! পতির অভিলাষ-পূরণের জন্য পতি প্রিয় হন, ইহা তুমি মনে করিও না, তবে কি? আত্মার অর্থাৎ জীবেরই প্রীতির জন্য পতি প্রিয় হন। এইরূপ পরে কথিত বাক্যসমুদায়েও ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য। যে আত্মার ভোগ-সম্পাদনার্থ পতি, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি সমুদায় প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই আত্মা জীবই, তাহাকে প্রকৃতি হইতে এবং প্রকৃতির বিকার দেহাদি হইতে পৃথক্ দৃষ্টিতে তুমি দর্শন করিবে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর বক্তব্য। সিদ্ধান্ত-অর্থ ভাষ্য দ্বারাই স্ফুটীকৃত আছে। 'তত্রোপক্রমে পতিজায়াদীত্যাদি'—উপক্রমে পতিজায়া প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুগুলির উল্লেখের মত ভোক্তারও উল্লেখ থাকায়, আবার মধ্যেও 'এতেভ্যঃ সমুত্থায়' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জীবধর্ম্ম প্রত্যায়িত হওয়ায় কপিলোক্ত আত্মাই দ্রষ্টব্যরূপে অভিহিত হইতেছে। পূর্ব্বে দেহাদিরূপে পরিণত ভূত সমুদায় হইতে ক্রমশঃ উঠিয়া অর্থাৎ দেবাদিভাব ভোগ করিয়া আবার সেই দেবাদিদেহ বিনষ্ট দেখিয়া নিজেও মৃত হয়। যখন প্রেতাবস্থায়

থাকে তখন তাহার দেবমনুষ্যাদি কোনও ব্যপদেশ থাকে না। ইহা দ্বারা জীবের ধর্ম্মই প্রকাশিত হইল। আবার উপসংহারে 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ' ইহা দ্বারাও কপিলোক্ত জীবই অভিমত হইতেছে, এই কথাই উপসংহারে ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন। বুদ্ধি-ধর্ম্মজ্ঞান ও সুখকে জীবাত্মা নিজেতে আরোপ করিয়া চিৎস্বরূপ ঐ জীব নিজেকে বিজ্ঞাতা ও সুখী মনে করে, ইহাই সাংখ্যমত। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—জীবের বিজ্ঞান দ্বারা সমস্ত বিজ্ঞাত হয় কিরূপে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'আত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ব বিজ্ঞানস্ত······ঔপচারিকং ভবেৎ' উহা লাক্ষণিক হইবে, 'ভোক্ত্রর্থত্বাদিতি' —শয্যা-আসনাদি যেমন ভোক্তার ভোগের জন্য সেইরূপ সমস্ত ভোগ্য বস্তুও ভোক্তার ভোগের জন্য অতএব ভোক্তাকে জ্ঞান করিলে ভোগ্যেরও জ্ঞান হইয়া থাকে, ইহাই আত্ম-বিজ্ঞান দ্বারা সমস্ত বিজ্ঞাত হয়, এই শ্রুতির তাৎপর্য্য। আপত্তি হইতেছে—'অমৃতত্বস্য তু' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তত্ত্ব জ্ঞানকেই অমৃতত্বলাভের উপায় বলা হইয়াছে, তবে কিরূপে 'অস্য বাক্যস্য' এই বাক্যের জীবপরত্ব হইবে? যেহেতু 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি' 'সেই পরমাত্মাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করে' ইত্যাদি ব্যক্যে পরমাত্ম-জ্ঞানই মুক্তির উপায় শ্রুত হইতেছে, অতএব এই বাক্য জীবপর হইতে পারে না, ইহাও বলিতে পার না, সে-বিষয়ে হেতু এই—'তস্যৈব প্রকৃতি-বিযুক্তস্যেত্যাদি'—'তস্য'—সেই কপিলোক্ত জীবাত্মার, 'তত্ত্বম্'—অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ। 'অত্রৈব নেয়ানি' এই কাপিল জীবাত্মায় যোজনীয়।

বাক্যান্বয়াধিকরণম্

সূত্রম্—বাক্যান্বয়াৎ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ—উক্ত প্রবন্ধে পরমাত্মাই উপদিষ্ট, হেতু কি? উত্তর—'বাক্যান্বয়াৎ' —সমগ্র বাক্যের পরমেশ্বরেই সমন্বয় অর্থাৎ যোজনা বা তাৎপর্য্যবশতঃ ॥ ১৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অত্র পরমাত্মৈবোপদিশ্যতে ন তু তন্ত্রোক্তো জীবঃ। কুতঃ? পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনায়াং কৃৎস্নস্য বাক্যস্য তত্রৈব সম্বন্ধাৎ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই সন্দর্ভে পুরুষপদের দ্বারা পরমাত্মাই উপদিষ্ট হইতেছেন, সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত জীবাত্মা নহে। কি কারণে? উত্তর—যেহেতু পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনায় সমগ্র বাক্যই সেই পরমেশ্বরে তাৎপর্য্যবোধক ॥ ১৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—এবং প্রাপ্তে ব্রূতে বাক্যান্বয়াদিতি। উহ্যোহত্র পক্ষঃ। তত্রৈব পরমাত্মনি শ্রীহরৌ ॥ ১৯ ॥

টীকানুবাদ—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষবাদ স্থিরীকৃত হইলে তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'বাক্যান্বয়াৎ' এখানে ইহা যে সিদ্ধান্তপক্ষ, ইহা বোদ্ধব্য। 'তত্রৈব সম্বন্ধাৎ' ইতি। 'তত্র'—সেই পরমেশ্বর শ্রীহরিতে ॥ ১৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বৃহদারণ্যক-উপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়,—যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ প্রসঙ্গে বলিলেন যে, কেহই অন্যের প্রীতির জন্য অন্যকে ভালবাসে না, আত্মার প্রীতির জন্যই সকলে সকলকে ভালবাসিয়া থাকে; অর্থাৎ পতি পত্নীকে, পত্নী পতিকে, পিতা পুত্রকে এবং পুত্রগণ পিতাকে ভালবাসে। আবার কাহারও প্রীতির জন্য কেহ প্রিয় হন না, কেবল আত্মার প্রীতির জন্যই সকলে সকলের প্রিয় হন। সেই আত্মার সাক্ষাৎকারের জন্য আত্ম-বিষয়েই শ্রবণ, মনন ও ধ্যান করা উচিত ইত্যাদি বাক্যে সংশয় হইতে পারে যে, এ-স্থলে সাংখ্যের তন্ত্রোক্ত জীবাত্মাকে উপদেশ করা হইয়াছে? অথবা পরমাত্মাকে দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্যরূপে উপদেশ করা হইয়াছে? সাংখ্যবাদিগণ কয়েকটী যুক্তি উত্থাপন পূর্ব্বক স্থির করেন যে, এ-স্থলে সাংখ্যের পুরুষকেই জীবাত্মরূপে উপদেশ করা হইয়াছে। এই পূর্ব্বপক্ষের নিরসনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন,—না, এখানে সাংখ্যের পুরুষকে নির্ণয় করা যাইতে পারে না, পরমাত্মাকে উপদেশ করা হইয়াছে, ইহা নির্ণীত হইতেছে, কারণ পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে সমগ্র বাক্যই পরমাত্মা—পরমেশ্বরেই সমন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইতেছে। তাহার প্রধান কারণ উপক্রমে ব্রহ্মের কথা পাওয়া যায়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াই ভার্য্যা মৈত্রেয়ীর নিকট বিদায় চাহিলেন এবং কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী—উভয়কে ধনাদি বিভাগ করিয়া দিয়া যাইবার মনস্থ করিলেন। কিন্তু মৈত্রেয়ী বলিলেন, হে স্বামিন্! আমি কি বিত্তের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য

বলিলেন,—না; বিত্তদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না। তখন মৈত্রেয়ী পুনরায় বলিলেন, যাহা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হইবে না, সেই বিত্ত দ্বারা আমি কি করিব? আপনি যাহা জানেন, আমাকে তাহাই উপদেশ করুন অর্থাৎ মোক্ষ সাধনের উপদেশ দিন। আবার উপসংহারেও পাওয়া যায়—"যাঁহাকে জানিলে সকল বিজ্ঞান লাভ হয়", এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন শ্রুতিতে পাওয়া যায়, "পরমাত্মাকে জানিলেই সংসার অতিক্রম করে অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ হয়।" অতএব সমগ্র বাক্যের সমন্বয় বিচার করিলে শ্রীহরিতেই সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুক-বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি॥
তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম্।
ন তথা মমতালম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু॥" (ভাঃ ১০।১৪।৫০-৫১)

আরও পাই,—

"তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্॥
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥"
(ভাঃ ১০।১৪।৫৪-৫৫)॥ ১৯॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—তমেতং প্রতিজ্ঞাতং বাক্যান্বয়ং ত্রিমুনিসম্মত্যাপি দ্রঢ়য়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—সূত্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—সমস্ত বেদান্ত-বাক্যেরই পরমেশ্বর শ্রীহরিতে সমন্বয় অর্থাৎ তাৎপর্য্য; ইহাই তিনটি মুনির অনুমোদিত দেখাইয়া দৃঢ় করিতেছেন—

সূত্রম্—প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ॥ ২০॥

সূত্রার্থ—'আশ্মরথ্যঃ'—আশ্মরথ্য মুনি বলেন, 'প্রতিজ্ঞা'—আত্মার বিজ্ঞান দ্বারা সমস্ত বিজ্ঞাত হয়, এই যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহাই 'সিদ্ধের্লিঙ্গম্'—আত্মার পরমেশ্বরত্ব সিদ্ধির লিঙ্গ—জ্ঞাপক॥ ২০॥

গোবিন্দভাষ্যম্—আত্মনো বিজ্ঞানেন সর্ব্বং বিদিতমিতি যা প্রতিজ্ঞা সৈবাস্যাত্মনঃ পরাত্মত্বসিদ্ধের্লিঙ্গমিত্যাশ্মরথ্যো মন্যতে। ন হ্যাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমুপদিষ্টম্। অন্যত্র পরমকারণবিজ্ঞানাৎ তৎ সম্ভবেৎ। ন চৈতদৌপচারিকং শক্যং বক্তুম্। আত্ম-বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় "ব্রহ্ম তং পরাদাদিত্যাদিনা" তস্যৈ-বাত্মনো ব্রহ্মক্ষত্রাদিবিশ্বাশ্রয়তায়াঃ সর্ব্বরূপতায়াশ্চোক্তত্বাৎ। ন হি সা সা চ পরস্মাদন্যত্র সম্ভবেৎ। ন চ "তস্য বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্" ইত্যাদিদর্শিত কৃৎস্নজগৎকারণতা তদন্যস্মিন্ কর্ম্মবশ্যে পুংসি শক্যা ব্যাখ্যাতুম্। ন চানাদৃত্য বিত্তা-দিকং মোক্ষোপায়ং পৃচ্ছতীং মৈত্রেয়ীং স্বপত্নীং প্রতি ব্রহ্মান্যং জীবং ব্রুবন্নাপ্তঃ। তজ্জ্ঞানেন মোক্ষস্যাভাবাৎ। "তমেব বিদিত্বা" ইতি ব্রহ্মজ্ঞানেনৈব মোক্ষশ্রবণাৎ। তস্মাদয়ং পরমাত্মৈবেতি॥ ২০॥

ভাষ্যানুবাদ—'আত্মনোবিজ্ঞানেন সর্ব্বং বিদিতং ভবতি' আত্মার বিজ্ঞান দ্বারা সকল বিজ্ঞাত হয়, এই যে প্রতিজ্ঞা হইয়াছে, তাহাই এই আত্মার পরমাত্মত্ব সিদ্ধির জ্ঞাপক; ইহা আশ্মরথ্য মনে করেন। এই আত্মবিজ্ঞান বলিতে জীববিজ্ঞান নহে, কিন্তু পরমেশ্বরবিজ্ঞান, যেহেতু জীবাত্মার বিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান উপদিষ্ট হয় নাই, পরমকারণ পরমেশ্বর-বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোনও বিজ্ঞান হইতে সর্ব্ববিজ্ঞান সম্ভব নহে। আর এই এক বিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান কথাটি লাক্ষণিকও বলিতে পারা যায় না; যেহেতু প্রথমে আত্মবিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে 'ব্রহ্ম তং পরাদাদিত্যাদিনা' সেই পরমকারণ ব্রহ্ম হইতে জগৎকে পৃথগ্‌রূপে দর্শনে পরাভূত হইতে হয়। ইত্যাদিরূপ শ্রুতি দ্বারা সেই আত্মারই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমগ্র বিশ্বের আশ্রয়ত্ব এবং সর্ব্বরূপত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেই আত্মার বিশ্বাশ্রয়তা ও সর্ব্বস্বরূপতা পরমেশ্বর ভিন্ন অন্যতে সম্ভব নহে। তদ্ভিন্ন 'তস্য বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ' এই বেদত্রয় সেই মহাপুরুষের নিঃশ্বাসস্বরূপ, এই শ্রুতিদ্বারা কথিত—সমস্ত জগতের কারণত্বও পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কর্ম্মাধীন পুরুষ জীবে বলিতে

পারা যায় না। অন্য একটি কারণ—সমস্ত বিত্ত প্রভৃতিকে অনাদর করিয়া মৈত্রেয়ী যখন পতি যাজ্ঞবল্ক্যকে মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য নিজপত্নীকে যদি ব্রহ্মভিন্ন জীবের উপদেশ করেন, তবে তিনি প্রমাণ-পুরুষ হইলেন না, অনাপ্তই হইলেন, কেননা জীব-জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না। আবার 'তমেব বিদিত্বা' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই মুক্তির কথা শ্রুত হইতেছে; এইসব কারণে এই আত্মা পরমেশ্বরই জ্ঞাতব্য ॥ ২০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ত্রিমুনিসম্মত্যাপীতি। আশ্মরথ্যৌড়ুলোমিকাশকৃৎস্নমতে-নাপীত্যপিশব্দাৎ স্বস্যৈতদেব মতমিত্যুক্তম্। প্রতিজ্ঞেতি। লিঙ্গং সামর্থ্যং বোধ্যম্। ন চৈতদিতি। এতদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং। ন হি সা সা চেতি। সা বিশ্বাশ্রয়তা সা সর্ব্বজ্ঞতা চ পরেশাদন্যত্র জীবে ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। তস্যাল্পকত্বাদিতি ভাবঃ। তদন্যস্মিন্ পরেশভিন্নে পুংসি জীবে কর্ম্মবশ্যে ইতি হেতুগর্ভং বিশেষণমেতৎ। ন চেতি ব্রুবন্ যাজ্ঞ্যবল্ক্যঃ। তজ্‌জ্ঞানেন জীবজ্ঞানেন ॥ ২০ ॥

টীকানুবাদ—অবতরণিকাভাষ্যস্থিত 'ত্রিমুনিসম্মত্যাপি'ইতি—আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি ও কাশকৃৎস্ন এই তিন মুনির মতেও, 'অপি'শব্দ দ্বারা বলা হইল যে, এই মত নিজেরও। প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি সূত্র—'সিদ্ধের্লিঙ্গম্'—লিঙ্গ শব্দের অর্থ সামর্থ্য জানিবে। 'ন চৈতদৌপচারিকম্' ইত্যাদি ভাষ্য—এতৎ অর্থাৎ এক-বিজ্ঞানদ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান। 'ন হি সা সা চ' ইতি—প্রথম 'সা' পদের অর্থ বিশ্বাশ্রয়তা, দ্বিতীয় 'সা' পদের অর্থ—সর্ব্বজ্ঞতা, এই দুইটি 'পরেশাদন্যত্র' পরমেশ্বর ভিন্ন অন্যে—অর্থাৎ জীবে সম্ভব হইতে পারে না, ইহাই অর্থ। অভিপ্রায় এই—জীব যে ক্ষুদ্র, পরিচ্ছিন্ন, তাহাতে সর্ব্বাশ্রয়ত্ব, সর্ব্বজ্ঞতা থাকিতে পারে না। 'তদন্যস্মিন্' পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য, 'পুংসি'—জীবে, 'কর্ম্মবশ্যে' যেহেতু জীব কর্ম্মাধীন, ইহা হেতুবোধক জীবের বিশেষণ। 'ন চানাদৃত্য বিত্তাদিকমিতি…ব্রুবন্ নাপ্তঃ'। ব্রুবন্—উক্তিকারী যাজ্ঞবল্ক্য। 'তজ্‌জ্ঞানেন মোক্ষাভাবাৎ'—যেহেতু জীবস্বরূপ জ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয় না ॥ ২০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকারের প্রতিজ্ঞাত বাক্য আছে যে, সমস্ত বেদান্তবাক্যের শ্রীহরিতেই সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছে। তাহা আবার তিনটি মুনির সম্মতির

উল্লেখ পূর্ব্বক দৃঢ় করিতেছেন। প্রথমেই আশ্মরথ্য মুনির মত। তিনি বলেন,—"আত্মার বিজ্ঞানের দ্বারাই সব জানা যায়"—এই যে প্রতিজ্ঞা বাক্য ইহাই আত্মার পরমাত্মত্ব সিদ্ধির জ্ঞাপক। ইহা জীববিজ্ঞান নহে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যে 'আত্মা' বলিতে 'পরমাত্মা'কেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বিভিন্ন যুক্তিমূলে আশ্মরথ্যও নিশ্চয় করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যদা তু সর্ব্বভূতেষু দারুষ্বগ্নিমিব স্থিতম্।
প্রতিচক্ষীত মাং লোকো জহ্যাৎ তর্হ্যেব কশ্মলম্ ॥
যদা রহিতমাত্মানং ভূতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ।
স্বরূপেণ ময়োপেতং পশ্যন্ স্বারাজ্যমৃচ্ছতি ॥"
(ভাঃ ৩।৯।৩২-৩৩)

আরও পাই,—

"অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি।
অতো ময়ি রতিং কুর্য্যাদ্দেহাদির্যৎকৃতে প্রিয়ঃ ॥"
(ভাঃ ৩।৯।৪২) ॥ ২০ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ননু জীবোঽয়মাত্মা পত্যাদিপ্রিয়তাসংসূচনেন সংসারপ্রত্যয়াৎ। ন চাত্র বাক্যপ্রতিজ্ঞানুপরোধার্থমাত্মনস্তু কামায়ে-ত্যত্রাত্মশব্দেন পরমাত্মানং ব্যাখ্যায় তত্রারাধকগতং সর্ব্বকর্ত্তৃকং সর্ব্বকর্ম্মকং বা প্রীণনং বিবক্ষণীয়ম্। "যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পি-তানি জগন্ত্যপি। রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র স্থাবরা জঙ্গমা অপি" ইতি স্মৃতে-রিতি বাচ্যম্। তথাভাবস্য তত্রাবীক্ষণাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ইহাতে পূর্ব্বপক্ষীর প্রশ্ন হইতেছে—এই বর্ণিত আত্মা জীবই বলিতে হইবে, কারণ পতি প্রভৃতির প্রিয়ত্ব ঐ শ্রুতিবাক্য দ্বারা সূচিত হওয়ায় সংসারিত্বই প্রতীত হইতেছে। যদি সিদ্ধান্তী বলেন, প্রতিজ্ঞাবাক্য বজায় রাখিবার জন্য 'আত্মনস্তু কামায়' ইত্যাদ্যন্তর্গত আত্মন্ শব্দে পরমাত্মা অর্থ করিয়া সেই পরমেশ্বরের আরাধনায় উপাসকের সর্ব্বকর্ত্তৃক প্রীতি সম্পাদন অথবা সকলকে ভালবাসা ফল হয়, ইহা বক্তব্য,

এ-বিষয়ে স্মৃতিবাক্যও প্রমাণ, যথা—"যেনার্চ্চিতো...স্থাবরা জঙ্গমা অপি।" যিনি শ্রীহরিকে পূজা করিয়াছেন তাঁহা কর্ত্তৃক সমস্ত জগৎ পূজিত হয়। স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রাণীও সেই শ্রীহরির উপাসকের অনুরক্ত হয়। ইহা বলা যায় না, যে শ্রীভগবানের আরাধনাতে জগৎকর্ত্তৃক প্রীণন বা জগৎকর্ম্মক প্রীণন তো দেখা যায় না। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ন চাত্রেতি। প্রতিজ্ঞানুপরোধার্থমেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানসিদ্ধ্যর্থম্। যেনার্চ্চিত ইতি পাদ্মে। সর্ব্বকর্ম্মকং প্রীণনং পূর্ব্বার্দ্ধে সর্ব্বকর্ত্তৃকন্তু পরার্দ্ধে বোধ্যম্। তথেতি। তথাভাবস্থ তাদৃশপ্রীণনস্য। তত্র ভগবদারাধকে অদর্শনাদিত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'ন চাত্র' বাক্যপ্রতিজ্ঞানুপরোধার্থম্' ইত্যাদি ভাষ্য—'প্রতিজ্ঞানুপরোধার্থম্'—অর্থাৎ 'একটি জানিলেই সমস্ত জানা হয়' এই প্রতিজ্ঞাত বিষয়টি-সপ্রমাণ করিবার জন্য। 'যেনার্চ্চিতোহরিস্তেন' ইত্যাদি শ্লোকটি পদ্মপুরাণে কথিত। পূর্ব্বার্দ্ধে আত্মন্‌শব্দে পরমাত্মাকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন যে শ্রীহরির উপাসককে সকলে ভালবাসে, এই সর্ব্বকর্ত্তৃক প্রীণন; আবার শেষার্দ্ধ দ্বারা বলা হইয়াছে যে, উপাসক সকলকে ভাল-বাসে, ইহা সর্ব্বকর্ম্মক প্রীণন বুঝিতে হইবে। 'তথাভাবস্থ তত্রাবীক্ষণাৎ'—তথাভাবস্থ তাদৃশ প্রীণন, 'তত্র'—সেই ভগবানের আরাধনাকারীতে,'অদর্শনাৎ' —দেখিতে পাওয়া যায় না।

সূত্রম্—উৎক্রমিষ্যত এবং ভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ—'ঔড়ুলোমিঃ'—ঔড়ুলোমি মুনি বলেন—'উৎক্রমিষ্যতঃ'—যখন সাধন সম্পন্ন জ্ঞানীব্যক্তি সংসার হইতে মুক্ত হইয়া অচিরে পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবেন, তাদৃশ ব্যক্তির, 'এবং ভাবাৎ'—এইরূপ সর্ব্বপ্রিয়তা হয়, এইজন্য উপক্রমে কথিত আত্মন্ শব্দের দ্বারা পরমেশ্বরই বোধ্য ॥ ২১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—উৎক্রমিষ্যতঃ সাধনসম্পন্নস্যাসন্নপরমাত্মপ্রাপ্তে-র্বিদুষ এবং ভাবাৎ সর্ব্বপ্রিয়ত্বাদুপক্রমগতেনাত্মশব্দেন পরমাত্মৈব বোধ্য ইত্যৌড়ুলোমির্মন্যতে। তদয়মত্র বাক্যার্থঃ—পত্যুঃ কামায় মৎপ্রয়োজনায়াহমস্যাঃ প্রিয়ঃ স্যামিত্যেবংরূপায় পতিঃ প্রিয়ো ন ভবতি কিন্তু আত্মনঃ পরমাত্মনঃ কামায় স্বারাধকপ্রিয়প্রতিলম্ভন-রূপায়ৈবেত্যর্থঃ। কাম ইচ্ছা। তং সফলং কর্ত্তুমিত্যর্থঃ। "ক্রিয়া-র্থোপপদস্য চ কর্ম্মণি স্থানিনঃ" ইতি সূত্রাচ্চতুর্থী। ভক্ত্যারাধিতঃ খলু ভগবান্ ভক্তানাং সর্ব্ববস্তুগতং প্রিয়ত্বং সম্পাদয়তি। "অকিঞ্চনস্য শান্তস্য দান্তস্য সমচেতসঃ। ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশ" ইতি স্মৃতেঃ। যদ্বা পত্যুঃ কামায় পতিং প্রিয়ং ন করোত্যপি তু পরমাত্মনঃ কামায়ৈব। "প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ। যৎ-সম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোহন্যঃ পরঃ প্রিয়" ইতি স্মরণাৎ। কামঃ সুখম্। চতুর্থী পূর্ব্ববৎ। তথা চ যৎসম্পর্কাৎ যৎসঙ্কল্পাদ্ যৎসম্বন্ধাদ্বা অপ্রিয়মপি প্রিয়ং ভবতি স শ্রীহরিরেব প্রেষ্ঠো দ্রষ্টব্য ইতি। কিঞ্চ নায়মাত্মশব্দো জীবার্থক ইতি শক্যমাগ্রহীতুং, তস্য বিভৌ পরেশে মুখ্যব্যুৎপন্নত্বাৎ। ইতরথা আত্মা বা অরে ইত্যনে-নানন্বয়াপত্তিঃ। সত্যাঞ্চ তস্যাং বাক্যভেদঃ। স্বীকৃতে চ তস্মিন পূর্ব্ব-বাক্যস্য ন কিঞ্চিৎ ফলং পশ্যামঃ। দ্রষ্টব্যতৌপয়িকতয়া তস্যোপ-দেশাৎ। ন চোভয়ত্রাপি জীবার্থকোহস্তু, ব্রহ্মৈকান্তধর্ম্মশ্রুতিব্যা-কোপাৎ। যদ্যপ্যয়ং নির্গুণাত্মবাদী "চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাৎ ইত্যৌড়ুলোমিঃ" ইতি বক্ষ্যমাণাৎ, তথাপ্যবিদ্যাবিনিবৃত্তয়ে তাদৃগাত্মা-ভিব্যক্তয়ে চ শ্রীহরিং ভজত্যা 'ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়ত ইতি বক্ষ্যমাণাৎ ভক্তিরেব সর্ব্বাভীষ্টসাধিকেতি প্রসিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'উৎক্রমিষ্যতঃ'—অর্থাৎ এই সংসার হইতে মুক্তি লাভে অধিকারী, সে কিরূপ? 'সাধনসম্পন্নস্য'—যিনি সাধন-সম্পন্ন হইয়াছেন, পরমেশ্বরের সান্নিধ্যলাভ যাঁহার নিকট আসন্ন তাদৃশ জ্ঞানীব্যক্তির এইরূপ হইয়া থাকে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রিয়ত্ব হয়, এইজন্য উপক্রমে কথিত আত্মন্ শব্দের দ্বারা পরমেশ্বরই বুঝিতে হইবে, ইহা ঔড়ুলোমি মুনি মনে করেন। অতএব 'ন বা অরে পত্যুঃ কামায়' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যের এখানে এই অর্থ—পত্যুঃ কামায়

অর্থাৎ আমার কিনা পতির প্রীতি সাধনের জন্য আমি পতি পত্নীর প্রিয় হইব, এইরূপ উদ্দেশ্যে পতি প্রিয় হয় না কিন্তু আত্মার অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রীণনের জন্য অর্থাৎ যে পরমেশ্বরের ভক্ত তাহার পতি প্রভৃতির প্রিয়ত্বসম্পাদনার্থ ই পতি প্রিয় হন অর্থাৎ ভগবানের আরাধকের সকলই প্রিয় হয়, এজন্য পতি প্রিয়। 'কামায়' এই পদে চতুর্থীর অর্থ এইরূপ—কামশব্দের অর্থ ইচ্ছা, তাহা সফল করিবার জন্য 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্ম্মণি স্থানিনঃ' কোন একটি উহ্য ক্রিয়ার নিষ্পাদিকা যে প্রযুক্ত ক্রিয়া উপপদ যাহার হয়, তাদৃশ তুমর্থ প্রকাশক কিন্তু অপ্রযুক্ত তুমুন্ প্রত্যয় তাহার কর্ম্মে চতুর্থী হয়; যেমন 'পুষ্পায় বাটীং প্রযাতি' পুষ্পম্ আহর্ত্তুং বাটীং প্রযাতি পুষ্পাহরণার্থ বাটী (বাগিচা) গমনের প্রয়োজন আহরণ, এজন্য পুষ্পায় চতুর্থী, ভগবানের অভিলাষ—ভক্তের সকলের উপর প্রীতি, তাহা সফল করিবার জন্য পতি প্রভৃতি বস্তু প্রিয় হয়। কথাটি এই—ভক্ত-কর্ত্তৃক ভক্তি দ্বারা আরাধিত হইয়া ভগবান্ ভক্তগণের সকল বস্তু-বিষয়ে প্রিয়তা সম্পাদন করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে ইহাই কথিত আছে, যথা—'অকিঞ্চনস্য শান্তস্য…সুখময়া দিশঃ।' যিনি অকিঞ্চন, যিনি জিতেন্দ্রিয়, মনকে যিনি দমন করিয়াছেন, যিনি সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখেন, আমাকে পাইয়াই সন্তুষ্টচিত্ত, তাদৃশ ব্যক্তির সকলদিক্ই সুখে পূর্ণ। অথবা 'ন পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি' ইহার ব্যাখ্যা অন্যরূপ যথা, 'পত্যুঃ কামায়' পতির সুখের জন্য পতি প্রিয় হয় না কিন্তু পরমেশ্বরকে প্রীত করিবার জন্য। এ-বিষয়ে শ্রীভাগবতোক্ত বাক্য প্রমাণ যথা—'প্রাণবুদ্ধি…কোঽন্যঃ পরঃ পুমান্' প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ধন প্রভৃতি যাঁহার সম্বন্ধহেতু প্রিয় হইয়াছে, তাঁহা হইতে প্রধান প্রিয় আর কে আছে? এখানে কাম শব্দের অর্থ সুখ এবং পূর্ব্বের মত ক্রিয়ার্থোপপদে চতুর্থী। ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য এই—যাঁহার ইচ্ছায় এবং অধিষ্ঠানে অপ্রিয়ও প্রিয় হয়, সেই শ্রীহরিকেই সর্ব্বাধিক প্রিয়তম জানিবে। আর এক কথা—পূর্ব্বপক্ষী যে 'আত্মন্' শব্দটিকে জীবাত্মপর বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও অশক্য; কেননা ঐ শব্দটি বিভু (বিশ্বব্যাপক) পরমেশ্বরেই মুখ্যবৃত্তি অভিধাদ্বারা ব্যুৎপন্ন। উপক্রমস্থ 'আত্মন্' শব্দের জীবে তাৎপর্য্য যদি স্বীকার কর, তবে 'আত্মা বা অরে' ইত্যাদি বাক্যের ঐ আত্মন্ শব্দের সহিত একবাক্যতা থাকে না। কিরূপে? দেখাইতেছি—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা যদি

জীবাত্মা বোধ্য হয়, তবে এক তাঁহার জ্ঞান হইলেই সকল জ্ঞাত হয়, এই বাক্যদ্বারা বোধিত পরমেশ্বর আর দ্রষ্টব্য বলিয়া বোধিত জীবাত্মা বিভিন্ন হইল অতএব উভয় বাক্যার্থের পরস্পর অন্বয়াভাব হইয়া পড়ে। যদি সেই অনন্বয়াপত্তিকে ইষ্টাপত্তি বল, তবে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে—'সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন চেষ্যতে' একবাক্যতা সম্ভব হইলে বাক্যভেদ শাস্ত্রকারদের অভিপ্রেত নহে; ইহা মীমাংসাশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। যদি বাক্যভেদও স্বীকার কর, তবে পূর্ব্ববাক্যের কোন ফলই দেখিতেছি না। কেননা, কেবল দ্রষ্টব্য নির্ব্বাহার্থ তাহা উপদিষ্ট দেখা যাইতেছে। যদি বল, পূর্ব্ববাক্য ও পরবাক্য উভয়-স্থলেই আত্মন্ শব্দের অর্থ জীবাত্মা হউক, ইহাও বলা যায় না, যেহেতু তাহাতে কেবল ব্রহ্মমাত্রে সঙ্গত ধর্ম্মগুলির বোধক শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়ে। যদিও ঐ নির্গুণ আত্মবাদী ঔড়ুলোমি 'চিতি তন্মাত্রেণ তন্মূলকত্বা-দিত্যৌড়ুলোমিঃ' এই সূত্রে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মধ্যানদ্বারা অবিদ্যা দগ্ধ হইলে মুক্ত জীব চিদ্রূপ ব্রহ্মে সম্পন্ন হইয়া কেবল চিৎস্বরূপেই আবির্ভূত হয়, যেহেতু তখন সৈন্ধবখণ্ডের জলে পতনের পরবর্ত্তী অবস্থার মত বাহ্যহীন, অন্তরহীন, এক প্রজ্ঞানঘন হইয়া যায়, তাহা হইলেও অবিদ্যাদাহের জন্য এবং সেইরূপ আত্মার আবির্ভাবের জন্য শ্রীহরিকে ভজন করে, ইহা ঔড়ুলোমি 'আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমি স্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে'—'স্বামী শ্রীভগবান্ নিরপেক্ষ-ভাবে নিজভক্তদের কাছে ভক্তিমূল্যে ক্রীত হন, যেমন ঋত্বিকগণ দক্ষিণা বিনিময়ে যজমানের কাছে ক্রীত হইয়া থাকেন' বলিতেছেন, ঔড়ুলোমি ঋষি নির্গুণ আত্মবাদী, সুতরাং এই ভক্তিবাদ রিক্তভক্তিবাদ নামে অভিহিত হয়। ইহা পরে কথিত হইবে। কারণ—ভক্তিই সকল অভীষ্টসাধন করে, ইহা প্রসিদ্ধই আছে ॥ ২১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—উৎক্রমিষ্যত ইতি। এবং ভাবাদিত্যস্য ব্যাখ্যানং সর্ব্বপ্রিয়-ত্বাদিতি। সর্ব্বেষাং প্রিয়ঃ প্রীণনকর্ত্তা যঃ স চ সর্ব্বে প্রিয়াঃ প্রীণনকর্ত্তারো যস্য স চ সর্ব্বপ্রিয়স্তত্ত্বাদিত্যর্থঃ। প্রীঞ্ তর্পণে ইত্যস্মাৎ কর্ত্তরি কপ্রত্যয়ঃ। ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ ক ইতি সূত্রাৎ। তদর্থমত্রেতি। সর্ব্বং বস্তু মদ্ভক্ত-স্যানুকূলমস্তু। মদ্ভক্তস্য মদধিষ্ঠানধিয়া সর্ব্বস্মিন্ বস্তুনি অনুকূলোঽস্তু ইতি ভগবতো যোঽভিলাষস্তমহং সফলং কর্ত্তুম্। পত্যাদিবস্তু ভক্তস্য প্রিয়ং ভাসতে। ততশ্চ পত্যাদিবস্তুনি ভগবদধিষ্ঠানত্বসম্বন্ধং বিজ্ঞায় তদীয়ত্বধিয়া

সর্ব্বং তদনুকূলয়তি প্রাণেত্যাদিনা ন তু তদ্বিষয়ীত্যর্থঃ। ক্রিয়ার্থেতি। ক্রিয়ার্থা ক্রিয়া উপপদং যস্য তস্য স্থানিনোঽপ্রযুক্তস্য তুমুনঃ কর্ম্মণি চতুর্থী স্যাদিত্যর্থঃ। যথা পুষ্পায় বাটীং প্রযাতীত্যাদি পুষ্পমাহর্ত্তুমিত্যাদ্যর্থঃ। পুষ্পাহরণার্থং হি বাটীপ্রয়াণং এবং ভগবদভিলাষসাফল্যকরণার্থং পত্যাদিবস্তুপ্রিয়তাভবনমিতি যোজ্যম্। তত্র সর্ব্বকর্তৃকপ্রীণনপক্ষং ব্যুৎপাদয়তি ভক্ত্যারাধিত ইতি। সর্ব্ববস্থিতি। হরিসঙ্কল্পেন সর্ব্বং তস্য প্রিয়করং ভবতীত্যর্থঃ। অকিঞ্চনস্যেতি শ্রীভাগবতে। সর্ব্বা দিশস্তদ্বর্ত্তিনোঽর্থাস্তাশ্চেত্যর্থঃ। সর্ব্বকর্ম্মকপ্রীণনপক্ষং ব্যুৎপাদয়তি যদ্বেতি। প্রাণেতি শ্রীভাগবতে। যৎসম্পর্কাৎ যদধিষ্ঠানত্বলক্ষণাৎ সম্বন্ধাৎ। বক্তুস্তাৎপর্য্যমাহ তথাচেতি। কিঞ্চেতি। অয়মুপক্রমবাক্যস্থঃ। ইতরথেতি। উপক্রমস্থাত্মশব্দস্য জীবার্থকত্বস্বীকারে তেন সহাত্মা বা অরে ইতি বাক্যস্যৈকবাক্যতালক্ষণসম্বন্ধো ন স্যাৎ —স্যৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানবেদিনঃ পরেশপরত্বাদিত্যর্থঃ। তস্যামনন্বয়াপত্তৌ। তস্মিন্ বাক্যভেদে। তস্য পূর্ব্ববাক্যস্য। উভয়ত্রাপি পূর্ব্ববাক্যে পরবাক্যে চেত্যর্থঃ। নন্বৌড়ুলোমেরীদৃগ্ ভক্তিব্যাহারঃ কথং তত্রাহ যদ্যপীতি। সূত্রদ্বয়ার্থস্তু তদ্ভাষ্যে দ্রষ্টব্যঃ॥ ২১॥

টীকানুবাদ—'উৎক্রমিষ্যতঃ' ইত্যাদি সূত্রোক্ত 'এবং ভাবাৎ'—এই পদের ব্যাখ্যা ভাষ্যোক্ত 'সর্ব্বপ্রিয়ত্বাৎ'—সর্ব্বপ্রিয়ত্বহেতু, তাহার অর্থ 'সর্ব্বেষাং প্রিয়ঃ' সকলের প্রীতি-সম্পাদক আবার 'সর্ব্বে প্রিয়াঃ প্রীণনকর্তারো যস্য' যাহার সকলেই প্রীতিকারক—এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা সর্ব্বপ্রীণনকর্তৃত্ব ও সকল প্রীণন-কর্ম্মত্ব বুঝাইতেছে। প্রিয় শব্দটির ব্যুৎপত্তি এই, প্রীঞ্ তর্পণে তৃপ্ত করা অর্থে ক্র্যাদিগণীয় প্রী ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক প্রত্যয়। তাহার সূত্র 'ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ' যে সকল ধাতুর উপধায় (শেষবর্ণের পূর্ব্বে) ইক্ (ই বর্ণ, উ বর্ণ, ঋ বর্ণ) থাকে তাহাদের, জ্ঞা ধাতু, প্রীঞ্ ধাতুও কৃ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 'ক' প্রত্যয় হয়। 'তদয়মত্র বাক্যার্থ' ইতি সকল বস্তু আমার ভক্তের প্রিয় হউক এবং আমার ভক্ত 'সর্ব্বত্র আমি আছি' এই মনে করিয়া সকল বস্তুকে ভালবাসুক, এই প্রকার ভগবানের যে ইচ্ছা, তাহা আমি সফল করিব, এই জন্য ভক্তের পতি প্রভৃতি বস্তু প্রিয় হইয়া প্রতিভাত হয়। ইহার ফলে পতি প্রভৃতি বস্তুতে ভগবানের অধিষ্ঠানরূপ সম্বন্ধ বুঝিয়া তাঁহারই সমস্ত বস্তু নিজস্ব—এই জ্ঞানে সেগুলিকে প্রিয় করে

প্রাণ ইত্যাদি দ্বারা বোধিত হইল, কিন্তু 'ন প্রিয়ো ভবতি' ইহার অর্থ পতি প্রিয়তার বিষয় নহে। 'কামায়' পদে যে চতুর্থী বিভক্তি আছে, তাহার সূত্র দেখাইতেছেন 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্ম্মণি স্থানিনঃ' ক্রিয়ার্থোপপদস্য ইহার অর্থ—ক্রিয়ার্থা ক্রিয়া যাহার উদ্দেশ্য, এমন যে ক্রিয়া যাহার উপপদ হইবে এইরূপ, 'স্থানিনঃ'—উহ্য অর্থাৎ অপ্রযুক্ত, 'তুমুনঃ'—তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার, যে কর্ম্ম, তাহাতে চতুর্থী হইবে। উদাহরণ 'পুষ্পায় বাটীং প্রযাতি' পুষ্প আহরণের জন্য ফুলের বাগিচাতে যাইতেছে, এখানে পুষ্পায় পদে চতুর্থী এইরূপে ক্রিয়ার্থা ক্রিয়া পুষ্পাহরণার্থ বাটী প্রয়াণ ক্রিয়া, তাহা 'আহর্ত্তুম্' এই অপ্রযুক্ত তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার উপপদ (সমীপে প্রযুক্ত পদ) অতএব তুম্ অর্থ (নিমিত্ত) প্রকাশক আহর্ত্তুম্ এই পদের কর্ম্ম পুষ্প তাহাতে চতুর্থী হইল। এইরূপ 'কামায়' পদে 'কামং পূরয়িতুং, ভগবানের অভিলাষ পূরণ করিবার জন্য পতি প্রভৃতি প্রিয় হয়, এইভাবে সর্ব্বত্র অর্থ যোজনীয়। ভাষ্যে যে সর্ব্বকর্তৃক প্রীণন কথাটি প্রযুক্ত আছে, তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন—'ভক্ত্যারাধিতঃ খলু ভগবান্' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা, 'সর্ব্ববস্তুগতং প্রিয়ত্বং' সকল বস্তু তাহার প্রীতিসম্পাদক হয় অর্থাৎ সকলে তাহার প্রিয় করে। 'অকিঞ্চনস্য শান্তস্য' ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতের। 'সর্ব্বা দিশঃ' ইহার অর্থ সকল দিকে অবস্থিত পদার্থগুলি ও সেই দিক্‌গুলি। অতএব সর্ব্বকর্ম্মক-প্রীণনবাদ যুক্তিযুক্ত করিতেছেন যদ্বা ইত্যাদি পক্ষদ্বারা। 'প্রাণবুদ্ধি মনঃ' ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত। 'যৎসম্পর্কাৎ' যাহার অধিষ্ঠানরূপ সম্বন্ধবশতঃ। 'তথাচ যৎসম্পর্কাৎ যৎসঙ্কল্পাৎ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বক্তার তাৎপর্য্য বলিতেছেন। 'কিঞ্চ নায়মাত্মশব্দ' ইত্যাদি 'অয়ম্' অর্থাৎ উপক্রম বাক্যস্থিত 'আত্মন্' শব্দটি। 'ইতরথা আত্মা বা অরে' ইত্যাদি। 'ইতরথা'—অন্যথা অর্থাৎ উপক্রম বাক্যস্থিত আত্মন্ শব্দের জীব অর্থ স্বীকার করিলে, সেই বাক্যের সহিত 'আত্মা বা অরে' ইত্যাদি বাক্যের একবাক্যতারূপ সম্বন্ধ থাকে না অর্থাৎ দুইটি বাক্য মিলিয়া একটি অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না; কেননা, তোমাদের মত প্রথম বাক্যোক্ত আত্মা জীব আর 'তস্যৈকবিজ্ঞানেন' ইত্যাদি দ্বিতীয় বাক্যের অন্তর্গত সর্ব্ববেদনকারী পরমেশ্বর অতএব দুইটি বিভিন্ন হওয়ায় একবাক্যতা অসম্ভব। 'সত্যাঞ্চ তস্যাম্'—তাহা হইলে অর্থাৎ অনন্বয়াপত্তি ঘটিলে, 'স্বীকৃতে চ তস্মিন্'—তাহা অর্থাৎ বাক্যভেদ মানিয়া

লইলে। 'দ্রষ্টব্যতৌপয়িকতয়া তস্যোপদেশাৎ'—তস্য সেই পূর্ব্ব বাক্যের। 'ন চোভয়ত্রাপি'—উভয়ক্ষেত্রেই—অর্থাৎ পূর্ব্ব বাক্য ও উত্তর বাক্যে। যদি বল, ঔড়ুলোমি মুনির এইরূপ ভক্তির উক্তি কিসে বুঝিলে? সে-বিষয়ে উত্তর দিতেছেন—'যদ্যপ্যয়ং নিগু´ণাত্মবাদীত্যাদি' ভাষ্যোক্ত সূত্র দুইটির অর্থ সেই সেই সূত্রের ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। আমরা এই ভাষ্যের অনুবাদে তাহা বিবৃত করিয়াছি ॥ ২১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—যদি এরূপ পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, পত্যাদির প্রিয়তার কথা এ-স্থলে সংসূচিত হওয়ায়, সংসার প্রতীত হইতেছে; সুতরাং এখানে আত্মন্ শব্দে জীবকেই ধরা হইবে। পরমাত্মার প্রীণনে সর্ব্ব জগতের প্রীণনরূপ ধর্ম্ম তো বিবক্ষিত হয় নাই। এই পূর্ব্বপক্ষ নিরসনকল্পে ঔড়ুলোমি মুনি বলেন, যিনি সাধনসম্পন্ন এবং যাঁহার পরমাত্ম-প্রাপ্তি আসন্ন হইয়াছে, তিনিই সর্ব্বপ্রিয় হন। সুতরাং উপক্রমগত আত্মন্-শব্দে পরমাত্মাই বোধ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যৎ তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্॥
অকিঞ্চনস্য শান্তস্য দান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ॥" (ভাঃ ১১।১৪।১২-১৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্ম-দারাপত্যধনাদয়ঃ।
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোন্বপরঃ প্রিয়ঃ॥"

(ভাঃ ১০।২৩।২৭) ॥ ২১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—স্যাদেতৎ। "স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাপ্ত উদকমেবানুলীয়তে ন হাস্যোদ্‌গ্রহণায়ৈব স্যাদ্ যতো যতস্ত্বাদদীত লবণমেবৈবং বা। অরে ইদং মহদ্‌ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন-এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি" ইত্যেতন্মধ্যমং বাক্যং কথং প্রতিসমাধেয়ম্। তন্ত্রোক্তজীবসাধনে নিপুণতরত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আশঙ্কা হইতেছে, যেমন সৈন্ধবখণ্ড জলে ফেলিয়া দিলে তাহাতে বিলীন ঐ সৈন্ধবের উদ্ধার করা অসম্ভব, যে যে জলভাগ হইতে উহা লইবে, সেই সেই জলপ্রদেশ লবণই প্রতীত হয়, উদক ও লবণের পার্থক্য (অবিমিশ্রভাব) উপলব্ধি হয় না, এই প্রকার এই প্রত্যগাত্মার স্বরূপ অনবচ্ছিন্ন, তাহা সত্য, নিত্য ও অপার বিভু বিশ্বব্যাপক, ঈদৃশ বস্তু হইতেছে বিজ্ঞানঘন জীব, উহা প্রকৃতির অধ্যাস লাভ করিয়া—দেহ, ইন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া তাহাদের সহিত সংসর্গ পাইয়া—দেব মানব প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয় এবং সেই সকল দেহেন্দ্রিয়াদির উপাদানীভূত আকাশাদিভূতগুলি বিনষ্ট হইলে সেও বিনষ্ট হয়। সিদ্ধান্ত পক্ষে ঐ সন্দর্ভের অর্থ এই প্রকার। যেমন একখণ্ড সৈন্ধব লবণ জলে ফেলিয়া দিলে উহা জলে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, আর জল হইতে তাহাকে তুলিয়া লওয়া যায় না—'অরে মৈত্রেয়ি! এইরূপ বিজ্ঞানঘন জীবের মধ্যে এই পূজনীয়, অনন্ত, অপার (বিভু) ব্রহ্ম ব্যাপিয়া আছেন। এই মধ্যম বাক্যটি কিরূপে সমাধান হইবে? যেহেতু এই মধ্যম বাক্যটি সাংখ্যোক্ত জীবসাধনে অতি সুদক্ষ। এই আশঙ্কা করিয়া উত্তর দিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পুনঃ শঙ্কতে স্যাদেতদিতি। স যথেত্যস্য পূর্ব্বপক্ষেঽয়মর্থঃ। সৈন্ধবখণ্ডে উদকক্ষিপ্তে তত্র বিলীয়মানস্য তস্যোদ্‌গ্রহণং কর্ত্তুমশক্যম্। যতো যত উদকপ্রদেশাৎ স আদীয়তে তত্তৎপ্রদেশো লবণমেব ন তূদকলবণয়োঃ পার্থক্যেন প্রাপ্তিঃ। এবমিদং প্রত্যগ্রূপং মহৎ পূজ্যং অনবচ্ছিন্নং ভূতং সত্যং অনন্তং নিত্যমপারং বিভুম্। ঈদৃশং বস্তু বিজ্ঞানঘনো জীবঃ প্রকৃত্যধ্যাসী সন্ দেহেন্দ্রিয়ভাবেন পরিণতেভ্যো ভূতেভ্যঃ খাদিভ্য এব সমুত্থায় তৈঃ সংসৃষ্টঃ সন্ দেবমানবাদি সংজ্ঞয়া ব্যক্তীভূয় তান্যেব ভূতানি অনুবিনশ্যতি অনুপশ্চাৎ বিনশ্যতি তদ্বিনাশেন বিনাশী ভবতি। সিদ্ধান্তে ত্বয়মর্থঃ। সৈন্ধবখণ্ডো যথোদকে ক্ষিপ্তস্তদ্ব্যাপ্নোতি ন চাস্যোদ্ধৃত্য গ্রহণং ভবেৎ। অরে মৈত্রেয়ি! এবমেব বিজ্ঞানঘনে জীবে ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং ব্রহ্ম ব্যাপ্যাস্তীত্যনুষঙ্গঃ। কৃৎস্নং জীবস্বরূপং তদ্ব্যাপ্যং ভবতি ন তু বহিস্তেনাবৃতমিত্যর্থঃ। অন্তঃপ্রবেশাভিপ্রায়াদেবাণোরণীয়ানিতিশ্রুতিরাহ। সর্ব্বাবচ্ছেদেন ব্যাপ্তেস্তিলেষু তৈলং দধনীব সর্পিরিতি শ্রুতিঃ সঙ্গচ্ছতে। ইত্থঞ্চোপাস্যস্য শ্রীহরেঃ

সদা সান্নিধ্যাৎ তস্যোপাসনে প্রবৃত্তেরুৎসাহো যোগ্য ইতি ভাবঃ। স চ বিজ্ঞানঘনস্তঞ্চেন্নোপাস্তে তর্হি এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি তত্তুৎপত্তিবিনাশাবাত্মনি মন্যমানঃ সংসরতীত্যর্থঃ। যত্ত্বসৌ তমুপাস্তে তদা প্রেত্য তল্লোকং প্রাপ্য তত্র বিরাজতস্তস্য সংজ্ঞা নাস্তি। ভূতসংসৃষ্টতয়া দেবমনুষ্যাদিধীরাত্মনি ন ভবতীত্যর্থঃ। স্বরূপনিষ্ঠা তদ্‌ভৃত্যত্বধীস্তত্র স্ফুরত্যেবেতি। বিজ্ঞানঘনশব্দস্য মহদ্বিশেষণত্বে ক্লীবত্বং স্যান্নচৈবমস্তি। তথাচোক্তমেব সুষ্ঠু।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'স্যাদেতৎ' বলিয়া আবার আশঙ্কা করিতেছেন—'স যথা সৈন্ধবখিল্যো' ইত্যাদি শ্রুতির পূর্ব্বপক্ষী সম্মত অর্থ এই প্রকার—জলের মধ্যে সৈন্ধব খণ্ড ফেলিয়া দিলে তাহা জলেই মিলিয়া যায়, আর তাহাকে তথা হইতে তোলা যায় না, জলের যে যে অংশ হইতে তাহাকে গ্রহণ কর, সেই সেই অংশ লবণই প্রতীত হয়, লবণ ও জলের কোনও পার্থক্য উপলব্ধি হয় না, এইরূপ এই প্রত্যগাত্মার স্বরূপ সে মহৎ অর্থাৎ পূজ্য, অসীম, সত্য, সনাতন, ব্যাপক, বিজ্ঞানঘন জীব প্রকৃতির অধ্যাস প্রাপ্ত হইয়া দেহ, ইন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত আকাশাদি পঞ্চভূত অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতে উত্থিত হয় এবং তাহাদেরই সহিত সংসৃষ্ট হইয়া দেবতা মনুষ্য প্রভৃতি সংজ্ঞায় ব্যক্ত হয়, সেই আশ্রিত পঞ্চভূতগুলি বিনষ্ট হইলে পরে সেও বিনষ্ট হয়,—ইহা পূর্ব্বপক্ষবাদীর অর্থ। সিদ্ধান্তপক্ষে অর্থ কিন্তু এইরূপ—যেমন সৈন্ধবখণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জলকে ব্যাপিয়া থাকে—আর তাহা হইতে উহার গ্রহণ হয় না, অরে মৈত্রেয়ি! এইরূপই বিজ্ঞানঘন জীবের মধ্যে প্রবিষ্ট এই মহদ্ ভূত অনন্ত, অসীম, ব্রহ্ম জীবকে ব্যাপিয়া আছেন, তাৎপর্য্য এই—সমগ্র জীবস্বরূপই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক ব্যাপ্য হয়, ব্রহ্ম কর্ত্তৃক বহির্দ্দেশে আবৃত হয় না। ব্রহ্মের ক্ষুদ্র হৃদয়মধ্যে প্রবেশ মনে করিয়াই শ্রুতি তাহা অণু হইতে অণুতর বলিয়াছেন। আবার সর্ব্বাবয়বাবচ্ছেদে (সর্ব্বাংশে) ব্যাপ্তি ধরিয়া 'তিলেষু তৈলং দধনীব সর্পিঃ' তিলের মধ্যে তৈলের মত, দধির মধ্যে ঘৃতের মত অবস্থিতি, এইরূপ শ্রুতি সঙ্গত হয়। এইভাবে উপাস্য শ্রীহরির জীবের মধ্যে সর্ব্বদাই সন্নিধানহেতু তাঁহার উপাসনা-বিষয়ে প্রবৃত্তির উৎসাহ দান উচিতই হইয়াছে,—ইহাই তাৎপর্য্য। সেই পরমপুরুষ বিজ্ঞানঘন তাঁহাকে জীব যদি উপাসনা না করে, তবে এই

পঞ্চভূত হইতে আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়া আবার তাহাদের নাশের পরই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। সেই উৎপত্তি ও বিনাশ আত্মাতে অভিমান করিয়া এই সংসারে আসা যাওয়া করিতে থাকে,—এই ইহার অর্থ। যদি ঐ জীব সেই পরমেশ্বরকে উপাসনা করে, তবে মৃত্যুর পর শ্রীহরির লোক—বৈকুণ্ঠ ধামে গিয়া তথায় বিরাজ করিতে থাকে তখন তাহার দেব-মনুষ্যাদি সংজ্ঞা থাকে না। পঞ্চভূতের সহিত সংসর্গবশতঃ যে দেব মনুষ্য প্রভৃতি আত্মাভিমান, তাহা আর থাকে না।' তখন তাহার স্বরূপনিষ্ঠ ভৃত্যত্ব জ্ঞানই প্রকাশ পাইতে থাকে। বিজ্ঞানঘন শব্দটিকে যদি মহদ্‌ভূতের বিশেষণ বল, তবে 'বিজ্ঞানঘনং' ক্লীবলিঙ্গ হইয়া যাইত—কিন্তু তাহা তো নাই, পুংলিঙ্গই আছে। অতএব সিদ্ধান্তী যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমীচীনই হইয়াছে।

সূত্রম্—অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ—'অবস্থিতেঃ'—জলে ক্ষিপ্ত সৈন্ধব লবণের মত বিজ্ঞানঘন-শব্দে সংজ্ঞিত জীব-ভিন্ন মহাভূত—অর্থাৎ পরমাত্মার অবস্থিতি হইয়া থাকে, ইহা উপদিষ্ট হওয়ায়, সেই সকল বাক্যের মধ্যে পতিত এই বাক্যটি পরমেশ্বর বোধকই হইতেছে, তাহা হইলে পরমাত্মা ও জীবের ভেদ প্রতীয়মান হওয়ায় মহৎ ভূত, অনন্ত বস্তুটিই বিজ্ঞানঘন জীব নহে; এ-কথা কাশকৃৎস্ন মুনি মনে করেন ॥ ২২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—উদকে সৈন্ধবখিল্যস্যেব বিজ্ঞানঘনশব্দিতস্য জীবেতরস্য মহতো ভূতস্য পরমাত্মনোঽবস্থিতেরুপদেশাৎ তন্মধ্যগতং বাক্যং পরমাত্মপরমেব। তথা চ পরাপরাত্মনোর্ভেদপ্রত্যয়াৎ ন মহদ্-ভূতমনন্তং বস্ত্বেব বিজ্ঞানঘনো জীব ইতি কাশকৃৎস্নো মন্যতে। অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ। "যেনাহং নামৃতঃ স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্" ইতি মোক্ষোপায়ং পৃষ্টো মুনিরাত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদিনা পরমাত্মোপাসনং তদুপায়-মুক্ত্বা আত্মনি খল্বরে দৃষ্ট ইত্যাদিনা উপায়স্য লক্ষণং স যথা দুন্দুভেরি-ত্যাদিনা উপাসনোপকরণং করণনিয়মনং চ সামান্যাতুপদিশ্য স যথা আর্দ্রৈধোঽগ্নেরিত্যাদিনা স যথা সর্ব্বাসামপামিত্যাদিনা চ সবিস্তরং

তত্ত্বভয়ং পুনরুক্ত্বা অথ মোক্ষোপায়প্রবৃত্তিপ্রোৎসাহনায় স যথা সৈন্ধবেত্যাদিনা সদৈবোপাস্যসান্নিধ্যমুপপাদ্য এতেভ্য এব ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়েত্যনুপাসকস্য দেহোৎপত্তিবিনাশানুকারিতয়া সংসরতো দেহাত্মভ্রান্তিং প্রদর্শ্য, ন প্রেত্যসংজ্ঞাস্তীত্যুপাসকস্য তু পরমং দেহ-বিয়োগং প্রাপ্য বিমুক্তস্য তদানীং স্বাভাবিকস্বজ্ঞানোদয়াদ্ভূতসজ্ঘা-তেনৈকীকৃত্য আত্মনি দেবমনুষ্যাদিধীর্নাস্তীত্যভিধায় যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতীত্যাদিনা মুক্তস্যাপি তস্য পরমাত্মানমাশ্রয়মুপদিশ্য যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদিতি তস্য দুর্জ্ঞেয়তামাপাদ্য বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি প্রক্রমোক্তাৎ তৎপ্রসাদরূপাদু-পাসনাদ্বিনা তং সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরং কেনোপায়েন জানীয়াৎ ন কেনাপী-ত্যেতদেবোপাসনমমৃতত্বোপায়ঃ পরমাত্মাপ্তিরেবামৃতত্বমিত্যুপসংহৃ-তবান্। অতঃ পরমাত্মৈবাস্মিন্ বাক্যসন্দর্ভে নিরূপ্যতে ন তু তন্ত্রোক্তঃ পুমান্ ন চ তদধিষ্ঠিতা প্রকৃতিরিতি ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—জলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত সৈন্ধব লবণ যেমন জলের মধ্যেই থাকিয়া যায়, এইরূপ বিজ্ঞানঘন জীব ভিন্ন মহাভূত অর্থাৎ পরমাত্মার জীব মধ্যে অবস্থিতি, তাহাকে আর পৃথক্ করিয়া দেখান যায় না, ইহা উপদিষ্ট হওয়ায়, ঐ সকল বাক্যের মধ্যে পতিত 'আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি' এই বাক্যান্তর্গত আত্মন্ শব্দটি পরমাত্মবোধকই হইবে, তাহা হইলে পরমাত্মা ও জীবের ভেদপ্রতীতিবশতঃ মহদ্ভূত অনন্ত বস্তুই যে বিজ্ঞানঘন জীব—ইহা হইতে পারে না; এই কথা কাশকৃৎস্ন মনে করেন। এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই—মৈত্রেয়ী পতি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে বিত্ত প্রভৃতি লইয়া আমি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইব না, তাহাদ্বারা আমি কি করিব? ইহা হইতে মুক্তির উপায় বলুন, ইহাই জিজ্ঞাসিত হইয়া মুনি পত্নীকে 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' অরে মৈত্রেয়ি! আত্মাই দ্রষ্টব্য ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পরমাত্মার উপাসনারূপ মুক্তির উপায় বলিয়া পরে 'আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে' অরে আত্মদর্শন হইলে তখন আর অন্য জ্ঞান হয় না ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সেই উপায়ের চিহ্ন প্রকাশ করিলেন।

'স যথা দুন্দুভেঃ' যেমন দুন্দুভিধ্বনিতে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তি অন্য শব্দ শুনিতে পায় না, এইরূপ শ্রীহরিতে নিবিষ্টচিত্তও শ্রীহরিকেই গ্রহণ করিবে, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই সে গ্রহণ করিবে না ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। আবার ইন্দ্রিয়-সংযমকে সাধারণতঃ উপাসনার সাধন উপদেশ করিলেন। তৎপরে আবার বিস্তৃতভাবে উপাস্য ও উপাসনা উভয়েরই লক্ষণ বলিলেন—যেমন একটি আর্দ্র কাষ্ঠেস্থিত অগ্নি হইতে ধূম ও অগ্নিকণা নির্গত হয়, এইরূপ যাঁহা হইতে নিঃশ্বাসস্বরূপে বেদ প্রভৃতি শব্দগুলি প্রাদুর্ভূত হয়, তিনিই পরমেশ্বর; ইহা দ্বারা উপাস্যের লক্ষণ বর্ণনা করিলেন এবং ইন্দ্রিয়সংযমকে উপাসনার লক্ষণ বর্ণন করিলেন, যথা 'সর্ব্বাসামপামিত্যাদি' বাক্যদ্বারা, তাহার অর্থ এই যে,—যেমন সমুদ্র সমস্ত জলের একমাত্র প্রধান আশ্রয় কিংবা যেমন স্পর্শ প্রভৃতির গ্রাহক ত্বক্ প্রভৃতিই ইন্দ্রিয়, সেইরূপ শ্রীহরিই সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের আশ্রয় মনে করিবে এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে শ্রীহরির গ্রাহক করিবে ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। পরে মুনি পত্নীর মোক্ষোপায়ে প্রবৃত্তির উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ 'স যথা সৈন্ধবখিল্য' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দেখাইলেন, সেই উপাস্য শ্রীহরি সর্ব্বদাই আমাদের মধ্যে বিরাজিত আছেন, সর্ব্বদা আমাদের কাছে আছেন, ইহা যুক্তিদ্বারা উপপন্ন করিয়া যে পরমেশ্বরের উপাসক নহে তাহার গতি বর্ণনা করিলেন, যথা 'এতেভ্য এব ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়' এই সকল পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতে সে উঠিয়া (নির্গত হইয়া ঊর্দ্ধে যাইয়া) আবার তদাশ্রিত পঞ্চভূত বিনাশের পর বিনষ্ট হয় ইত্যাদি দ্বারা দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ অনুসরণ করায় ঐ জীব সংসারে আসা যাওয়া করে, তাহার দেহে আত্মভ্রম দেখাইলেন। অতঃপর ব্রহ্মোপাসকের 'ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি' মৃত্যুর পর আর (দেব-মনুষ্যাদি দেহাভাব হেতু) কোন সংজ্ঞা থাকে না, ইহার দ্বারা বলিলেন যে, উপাসকের সেই শেষ দেহবিয়োগ, তাহা পাইয়া সে বিমুক্ত—তাহার তখন স্বভাবসিদ্ধ আত্মস্বরূপ-বোধের উদয় হওয়ায় পঞ্চভূতাদি সঙ্ঘাতে আত্মাভিমান অর্থাৎ আমি দেবতা, মনুষ্য বা পশু ইত্যাদি জ্ঞান থাকে না, এই বলিয়া উপদেশ করিলেন—'যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি' যথায় দ্বৈতের মত প্রতিভাত হয় ইত্যাদি উক্তিদ্বারা মুক্তপুরুষেরও আশ্রয় পরমাত্মা এই উপদেশের পরই বলিলেন—'যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ' যাঁহার সাহায্যে সমস্ত জানে, তাঁহাকে কাহার দ্বারা জানিবে। এই কথায় উপাস্যের দুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রতি-

পাদন পূর্ব্বক সমাধান করিলেন—'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ' এই প্রক্রমে' উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিলেন, তাঁহার অনুগ্রহরূপ উপাসনা ব্যতীত সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরকে কোন উপায়ের দ্বারা জানিবে? কাহারও দ্বারা নহে। তবেই দেখা যাইতেছে—পরমেশ্বরের উপাসনা বা প্রসাদই মুক্তিলাভের উপায়, আর পরমেশ্বরকে লাভ করাই মুক্তিস্বরূপ, এইভাবে এই প্রকরণের উপসংহার করিলেন। অতএব এই বাক্যসন্দর্ভে পরমাত্মাই নিরূপিত হইতেছেন, সাংখ্যোক্ত পুরুষও নহে, আর সেই পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতিও নহে ॥ ২২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অবস্থিতেরিতীতি। অয়মত্রেতি। যেন বিত্তাদিনা। তত্রাত্মনি খল্বিত্যাদৌ। যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং স্যাৎ স পরমাত্মেত্যর্থাদুপাস্যলক্ষণমুক্তং ভবতি। স যথেতি। স দৃষ্টান্তো যথেত্যর্থঃ। যথা বাদ্যমানস্য দুন্দুভিশঙ্খাদের্ধ্বনৌ নিহিতমনাস্তং ধ্বনিং গৃহ্লাতি নান্যমেবং শ্রীহরিনিহিতমনাঃ শ্রীহরিমেব গৃহ্ণীয়ান্ন ততোহন্যদিতি করণসংযমস্তদুপাসনোপযোগীত্যর্থঃ। যথার্দ্রৈধোহগ্নেরিত্যাদিনা পুনরুপাস্যলক্ষণম্। যথার্দ্রকাষ্ঠযুক্তাদগ্নের্ধূমবিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবং যস্মাৎ বেদাদয়ো নিঃশ্বসিতরূপা নিত্যশব্দা প্রাদুর্ভবন্তি স পরমাত্মেত্যর্থঃ। স যথা সর্ব্বাসামিত্যাদিনা পুনঃ করণনিয়মনমুক্তম্। যথা সর্ব্বাসামপাং সমুদ্রো মুখ্যাশ্রয়ো যথা চ সর্ব্বেষাং স্পর্শাদীনাং ত্বগাদয়ো গ্রাহকাস্তথা শ্রীহরিরেব সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারাশ্রয়স্তদ্গ্রাহী চ বিধেয় ইতি তদর্থঃ। অবশিষ্টং স্ফুটার্থম্। স্বজ্ঞানোদয়াদিতি। নিজস্বরূপনিজজ্ঞানাবির্ভাবাদিত্যর্থঃ। যত্র হি দ্বৈতমিবেত্যাদৌ পরমাত্মসঙ্কল্পসিদ্ধদিব্যবিগ্রহযোগো মুক্তস্যেতি চতুর্থেহধ্যায়ে স্ফুটীভাবী ॥ ২২ ॥

টীকানুবাদ—'অবস্থিতেরিত্যাদি' সূত্রের ভাষ্যান্তর্গত 'অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ' ইহার পরিচয়—'যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্' যেন—যে বিত্ত প্রভৃতি দ্বারা। 'তত্রাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে' ইত্যাদি, তত্র—সে বিষয়ে, 'আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—যিনি বিজ্ঞাত হইলে সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, তিনিই পরমেশ্বর; এই অর্থের দ্বারা উপাস্যের লক্ষণ (স্বরূপ) বলা হইল। 'স যথা দুন্দুভেঃ' যথা শব্দের অর্থ দৃষ্টান্ত—যেমন দুন্দুভি, শঙ্খ প্রভৃতি বাদিত হইতে থাকিলে সেই ধ্বনিতে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তি সেই ধ্বনিই শুনে, অন্য শব্দ শোনে না, এইরূপ শ্রীহরিধ্যানে একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি শ্রীহরিকেই গ্রহণ করে

আর কিছু তাহার গ্রাহ্য হয় না; ইহার নাম ইন্দ্রিয়সংযম, ইহাই উপাসনার উপযোগী সাধন—ইহাই তাৎপর্য্য। 'যথার্দ্রৈধোহগ্নেঃ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা আবার উপাস্যের লক্ষণ বলিলেন। ইহার অর্থ—যেমন আর্দ্র কাষ্ঠযুক্ত অগ্নি হইতে ধূম ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলি নির্গত হয়, এই প্রকার যে পরমেশ্বর হইতে তাঁহার নিঃশ্বাসরূপে বেদাদি নিত্য শব্দগুলি প্রকাশ পায় তিনিই পরমেশ্বর। 'স যথা সর্ব্বাসামপাম্' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা আবার ইন্দ্রিয়সংযম বর্ণিত হইল। ইহার অর্থ—যেমন সকল জলের সমুদ্র প্রধান-আশ্রয়, কিংবা যেমন ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় স্পর্শাদি-বিষয়ের জ্ঞান করিয়া দেয়, সেইরূপ শ্রীহরিকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির মুখ্য আশ্রয় মনে করিবে এবং ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা তাঁহারই সাধন করিবে, ইহাই বক্তব্য। ভাষ্যের অবশিষ্টাংশ সুস্পষ্ট। 'স্বজ্ঞানোদয়াদ্ভূতসজ্ঘাতেনৈকীকৃত্যেত্যাদি'—নিত্যস্বরূপ নিজজ্ঞান উদিত হয়, এজন্য। 'যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি' তখন মুক্তপুরুষের পরমাত্মার ইচ্ছায় সিদ্ধ দিব্যদেহ সম্বন্ধ হয়, ইহা চতুর্থাধ্যায়ে ব্যক্ত হইবে ॥ ২২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে পুনরায় আর একটি আশঙ্কা উত্থাপিত হয় যে, সৈন্ধব লবণ খণ্ড যদি জলে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে উহা ঐ জলে মিশিয়া যায়, উহাকে আর জল হইতে পৃথক্ করা যায় না বা জল ও লবণের পার্থক্য উপলব্ধিও হয় না। এইপ্রকার প্রত্যগাত্মস্বরূপ, মহৎপূজ্য, অনবচ্ছিন্ন, সত্য, অনন্ত, নিত্য, অপার, বিভু, ঈদৃশ বস্তু বিজ্ঞানময় জীব, উহা প্রকৃতিতে অধ্যাসবশতঃ দেহেন্দ্রিয়ভাবে পরিণত আকাশাদি ভূতগণ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া দেবমানবাদি সংজ্ঞা লাভ করে, সেই সকল ভূতগণ বিনষ্ট হইলে সেও বিনষ্ট হয়।—ইহা পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তি; কিন্তু সিদ্ধান্তগত অর্থ এই যে,—সৈন্ধব লবণ খণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে সে যেমন জলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহাকে আর জল হইতে উত্তোলন করা যায় না; সেইরূপ, অরে মৈত্রেয়ি! সেই বিজ্ঞানঘন জীবে এই অনন্ত, অপার, বিভু মহাভূতস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যাপিয়া আছেন। সুতরাং সমুদয় জীব তাহা কর্ত্তৃক ব্যাপ্য হইয়া আছে। এ-স্থলে এই মধ্যম বাক্যটির সমাধান কিরূপ? ইহা সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত জীবসাধনে নিপুণতর—এই আশঙ্কা পূর্ব্বক বর্ত্তমান সূত্রে উত্তর দিতেছেন যে, কাশকৃৎস্ন মুনির মতে, ব্রহ্ম সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থান করায়, জীব-ভিন্ন ব্রহ্মের অবস্থিতি জানা যায়, এইহেতু মধ্যম বাক্যটি

পরমাত্মা পরব্রহ্মপরই হইতেছেন। সুতরাং মহদ্‌ভূত অনন্ত বস্তুটি জীব, এ-কথা কাশকৃৎস্ন মুনিও স্বীকার করেন না।

এতৎ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে বর্ণিত বিষয় এ-স্থলে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষেতানন্যভাবেন ভূতেম্বিব তদাত্মতাম্ ॥" (ভাঃ ৩।২৮।৪২)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"সর্ব্বভূতাত্মভাবেন ভূতাবাসং হরিং ভবান্।
আরাধ্যাপ দুরারাধ্যং বিষ্ণোস্তৎপরমং পদম্ ॥"
(ভাঃ ৪।১১।১১)

"সম্প্রসন্নে ভগবতি পুরুষঃ প্রাকৃতৈগু´ণৈঃ।
বিমুক্তো জীবনির্ম্মুক্তো ব্রহ্ম নির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥"
(ভাঃ ৪।১১।১৪)

শ্রীগীতায়ও (৬।২৯ শ্লোকে) পাই,—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥" (৬।২৯)

জীবহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতি-সম্বন্ধে শ্রীভগবদ্বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"অহং হি সর্ব্বভূতানামাদিরন্তোঽন্তরং বহিঃ।
ভৌতিকানাং যথা খংবাভু´বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ ॥
এবং হেতানি ভূতানি ভূতেম্বাত্মাত্মনা ততঃ।
উভয়ং ময্যথ পরে পশ্যতাভাতমক্ষরে ॥"
(ভাঃ ১০।৮২।৪৫-৪৬) ॥ ২২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং নিরীশ্বরং প্রধানবাদং নিরস্য সেশ্বরং তমিদানীং নিরস্যন্ বিশ্বকারণতাবাদিবাক্যানি পরস্মিন্ ব্রহ্মণি প্রবর্ত্তয়তি। "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।" "যতো বা

ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।" "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা-দ্বিতীয়ং তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়"। "স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা" ইত্যাদীনি বচাংসি শ্রূয়ন্তে। কিমেষু নিমিত্তমেব ব্রহ্ম মন্তব্যং কিংবা নিমিত্তোপাদানরূপং তদিতি বীক্ষায়াং পূর্ব্বপক্ষো দর্শ্যতে। তথাহি যদ্যপ্যুপনিষদস্তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাদিভির্বাক্যৈর্জগৎকারণতয়া পরং ব্রহ্মাহুস্তথাপি তাসু নিমিত্তমাত্রতা তস্য মন্তব্যা। তদৈক্ষত স ঐক্ষত ইত্যাদিষু বীক্ষণপূর্ব্বকসৃষ্টিবর্ণনাৎ তৎপূর্ব্বকস্রষ্টারঃ খলু কুলালাদয়ো ঘটাদিনিমিত্তান্যেব দৃশ্যন্তে। জগদুপাদানন্ত প্রকৃতিরেব স্যাৎ উপাদানোপাদেয়য়োস্তয়োঃ সাধর্ম্ম্যদর্শনাৎ। ন চ নিমিত্তমে-বোপাদানমিতি শক্যং বক্তুম্। লোকে জড়স্য মৃদাদের্ঘটাদ্যুপাদানত্বং চেতনস্য তু কুলালাদের্ঘটাদিনিমিত্তত্বমিতি তয়োর্ভেদনিয়মাৎ। তথা-নেককারকসিদ্ধঞ্চ কার্য্যং বীক্ষ্যতে। তদেবং লোকসিদ্ধং ভাবমুপেক্ষ্য তস্যৈকস্যৈব তদুভয়ত্বং বক্তুং ন তাঃ ক্ষমন্তে। অতো নির্ব্বিকারেণ ব্রহ্মণা অধিষ্ঠিতা বিকারিণী প্রকৃতিরেব বিকৃতস্য বিশ্বস্য জগদুপাদানং ব্রহ্ম তু নিমিত্তমেব কেবলম্। ন চৈতদ্ যৌক্তিকং—"বিকার-জননীমজ্ঞামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্। ধ্যায়তেঽধ্যাসিতা তেন তন্যতে প্রেরিতা পুনঃ। সূয়তে পুরুষার্থঞ্চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা জগৎ। গৌর-নাদ্যন্তবতী জনিত্রী ভূতভাবিনী। সিতাসিতা চ রক্তা চ সর্ব্বকাম-দুঘা বিভোঃ। পিবন্ত্যেনামবিষমামবিজ্ঞাতাঃ কুমারকাঃ। একস্তু পিবতে দেবঃ স্বচ্ছন্দোঽত্র বশানুগাম্। ধ্যানক্রিয়াভ্যাং ভগবান্ ভুঙ্-ক্তেঽসৌ প্রসভং বিভুঃ। সর্ব্বসাধারণীং দোগ্ধ্রীং পীয়মানাং তু যজ্বভিঃ। চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাকমব্যক্তং ব্যক্তমুচ্যতে।" ইতি চূলিকোপনিষদি শ্রবণাৎ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ। "যথা সন্নিধিমাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে। মনসো নোপকর্ত্তৃত্বাৎ তথাসৌ পরমেশ্বরঃ। সন্নিধানাদ্ যথাকাশকালাদ্যাঃ কারণং তরোঃ। তথৈবাপরিণামেন বিশ্বস্য ভগবান্ হরিঃ। নিমিত্তমাত্রমেবাসৌ সৃষ্টানাং সর্গকর্ম্মণি। প্রধানকারণী-

ভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ” ইত্যাদ্যাঃ। এবং সিদ্ধৌ ক্বচিদ্-ব্রহ্মোপাদানতাভাষি বচাংসি কথঞ্চিদন্যথৈব নেয়ানীত্যেবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—উক্তপ্রকারে নিরীশ্বর সাংখ্যবাদ (প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ববাদ) খণ্ডন করিয়া সেশ্বর প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ববাদ (পাতঞ্জল মত) নিরাস করিবার জন্য বিশ্বের কারণতাবোধক বাক্যগুলিকে পরব্রহ্মে সমন্বয় করিতেছেন। ‘তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ’ এই শ্রুতিতে বলিলেন—আত্মা হইতে আকাশের উৎপত্তি। এইরূপ ‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে’ যাঁহা হইতে এই সকল বিশ্ব-প্রপঞ্চের উৎপত্তি। ‘সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ’ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সৎ-ব্রহ্মই ছিলেন, ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বরূপগত ভেদত্রয়রহিত ব্রহ্মমাত্র ছিলেন। ‘তদৈক্ষত’ ইত্যাদি সেই ব্রহ্ম চিন্তা করিলেন, আমি লোক সকল সৃষ্টি করিব ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য শোনা যায়। সবগুলি হইতেই বুঝা যাইতেছে—ব্রহ্ম জগতের কারণ, কিন্তু কোন্ কারণ? ব্রহ্ম কি নিমিত্ত কারণ? অথবা নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ স্বরূপ? এই সন্দেহের উপর পূর্ব্বপক্ষীর সিদ্ধান্ত দেখান হইতেছে, তাহা এইপ্রকার—যদিও উপনিষদ্‌গুলি ‘তস্মাদ্বা এতস্মাৎ’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা পরমেশ্বরকে জগতের কারণরূপে বর্ণন করিতেছেন, তাহা হইলেও তিনি নিমিত্তকারণ—ইহাই মাত্র মনে করিতে হইবে। কেননা, ‘তদৈক্ষত’ বা ‘স ঐক্ষত’ ইত্যাদি শ্রুতিতে দেখা যাইতেছে ঈক্ষণপূর্ব্বক সৃষ্টি। যাঁহারা ঈক্ষণ পূর্ব্বক সৃষ্টি করেন, যেমন কুম্ভকার প্রভৃতি ঘটাদি কার্য্যের নিমিত্ত কারণ, সেইরূপ ঈশ্বরও নিমিত্তকারণ। জগতের উপাদান কারণ কিন্তু প্রকৃতিই হইবে, তাহার কারণ উপাদান ও উপাদেয় উভয়ের সমানরূপতা দেখা যাইতেছে। নিমিত্তকারণই যে উপাদানকারণ হইবে, এ-কথা বলিতে পারা যায় না; কেননা, লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়, মৃত্তিকাদি জড় পদার্থ উপাদান হয়, আর চেতন কুম্ভকারাদি ঘটাদি কার্য্যের নিমিত্তকারণ হইয়া থাকে, এইরূপে নিমিত্ত ও উপাদানের ভেদ নিয়মিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্‌ভিন্ন একটি কার্য্য অনেক কারণ হইতে সিদ্ধ হয় দেখা যায়; অতএব লোক-প্রসিদ্ধ ব্যবহার অনাদর করিয়া সেই এক ব্রহ্মকে নিমিত্তকারণ ও উপাদান কারণ উভয় বলা সঙ্গত হয় না; অতএব নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার ব্রহ্ম কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া বিকারময়ী প্রকৃতিই বিকৃত বিশ্বের উপাদানকারণ

ও ব্রহ্ম কেবল নিমিত্তকারণ মাত্র। ইহা যে কেবল যুক্তিমুলক তাহা নহে, শ্রুতিমূলকও বটে। যেহেতু শ্রুতি আছে—‘অচেতনা প্রকৃতি বিকার জন্মাইয়া থাকেন, তিনি জড়, স্বয়ং জন্মাদিবিকাররহিত, শুদ্ধ, অতএব নিত্য ও ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত, শ্রীভগবান্ তাহাকে বীক্ষণ করেন, অর্থাৎ সেই ভগবদ্ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিতা হইয়া ‘ধ্যায়তে’ অর্থাৎ সৃষ্টি করিতে অভিলাষিণী হন। পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া ‘তন্যতে’ কার্য্যগুলি উৎপাদন করেন। কি জন্য করেন, তাহা বলিতেছেন—‘সূয়তে পুরুষার্থং’—জীবাত্মার ভোগ ও মোক্ষের জন্য। গাভীর মত উৎপাদন যোগ্য এই প্রকৃতি আদি-অন্তহীন, যেহেতু উৎপাদিকা—এইজন্য পৃথিবীর তিনি জননী এবং যেহেতু নিত্যা, এইজন্য সমস্ত ভূতের উৎপাদিকা। তিনি শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণা অর্থাৎ সত্ত্ব, তমঃ, রজোগুণময়ী; ঈশ্বরের সমস্ত কামনা অর্থাৎ বিচিত্র বিবিধ সৃষ্টি সম্পাদন করেন। এই গোরূপিণী প্রকৃতিকে বিবেকহীন জীবেরা গোবৎসের মত পান করে অর্থাৎ ভোগ করে। কিন্তু প্রকৃতি বৈষম্যহীন সকল বৎসকেই সমান জ্ঞান করেন। কিন্তু লীলাময় সেই এক পরমেশ্বর আপন ইচ্ছামত সেই নিজের বশীভূত প্রকৃতিকে প্রেরণাদিদ্বারা ভোগ করেন, সেই ভোগেরই পরিচয় দিতেছেন—তিনি ধ্যান ও সৃষ্টি সঙ্কল্পের পরিণতিস্বরূপ ক্রিয়া দ্বারা বলপূর্ব্বক প্রকৃতিকে ভোগ করেন। যেহেতু ভগবান্ ষড় গুণৈশ্বর্য্যশালী এ-জন্য তাঁহার প্রকৃতি-ভোগেও প্রকৃতিসঙ্গ ঘটে না। কর্ম্মিব্যক্তিগণ সর্ব্বসাধারণী কামপ্রসবিনী এই প্রকৃতিকে ভোগ করে। সেই স্বতঃ অব্যক্ত প্রধান চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বরূপে ব্যক্ত হন, ইহা কথিত হয়; চুলিকা-উপনিষদে ইহা শোনা যায়। অতএব প্রকৃতিকে উপাদান কারণ বলা উচিত। আবার স্মৃতিবাক্যও আছে, যথা ইত্যাদি—যেমন গন্ধ নাসিকায় সংযুক্ত হইয়া মনের বিকার জন্মাইয়া দেয়, তদ্‌ভিন্ন অন্য কিছু করে না, সেইপ্রকার পরমেশ্বরও সন্নিধিমাত্রে প্রকৃতির বিকৃতির কারণ, জগতের কারণ নহেন। অথবা যেমন আকাশ, কাল প্রভৃতি সন্নিধিমাত্রে বৃক্ষের উপকারক কিন্তু বৃক্ষের কারণ নহে, সেইপ্রকার শ্রীহরি সন্নিধিমাত্রে জগতের হেতু, কিন্তু জগৎ-সৃষ্টির ব্যাপার করেন না, অতএব ভগবান্ শ্রীহরি সমস্ত সৃষ্টবস্তুর সৃষ্টি-ব্যাপারে নিমিত্তকারণ, সৃজ্য-শক্তিসমূহের প্রকৃতিই কারণ।—ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য তাহা বলিতেছে। এই

যদি হইল, তবে যে কতকগুলি বাক্য আছে, যেগুলি ব্রহ্মের উপাদান কারণতা সাধন করিতেছে। তাহাতে সামঞ্জস্য এই—তাঁহার সান্নিধ্য ব্যতীত যখন প্রকৃতির পরিণাম হয় না তখন ব্রহ্মই উপাদানকারণরূপে লক্ষণাদ্বারা কথিত হয়—এই পূর্ব্বপক্ষবাদের খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্রৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানশ্রবণাৎ বাক্যং যথা ব্রহ্মপরমভূৎ তথেহ বীক্ষাপূর্ব্বকসৃষ্টিশ্রবণাৎ বাক্যং নিমিত্তমাত্রতাববোধি ভবত্বিতি দৃষ্টান্তসঙ্গতিঃ। এবং নিরীশ্বরমিত্যাদিনা। সেশ্বরমিতি পাতঞ্জলং জ্ঞেয়ম্। তদিতি ব্রহ্ম বোধ্যম্। তয়োরিতি প্রকৃতিজগতোরিত্যর্থঃ। ভাবমভিপ্রায়ম্। ভাবঃ সত্তা স্বভাবাভিপ্রায়চেষ্টাত্মজন্মস্বিতি নানার্থবর্গঃ। তস্যৈকস্যেতি ব্রহ্মণ এবেত্যর্থঃ। তদুভয়ত্বমিতি নিমিত্তত্বমুপাদানত্বঞ্চেত্যর্থঃ। তা উপনিষদঃ। ক্ষমন্তে সমর্থা ভবন্তি। কেবলং শুদ্ধং বিকারশূন্যমিতি হেতুগর্ভবিশেষণম্। ন চৈতদিতি। যৌক্তিকং যুক্তিবলকল্পিতম্। বিকারেত্যস্যার্থঃ। বিকারজননীং শুদ্ধাম্। অজ্ঞাং জড়াম্। অষ্টরূপামিতি। "ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা" ইতি স্মৃতেঃ। অজাং জন্মরহিতাং অতো ধ্রুবাং নিত্যাং বীক্ষতে ভগবানিতিশেষঃ। তেনেশ্বরেণাধ্যাসিতাধিষ্ঠিতা সতী ধ্যায়তে কার্য্যাণি সিসৃক্ষতি। তেন প্রেরিতা সতী তনুতে কার্য্যাণ্যুৎপাদয়তি। কিমর্থমিত্যাহ সূয়ত ইত্যাদি। পুরুষার্থং জীবভোগাপবর্গার্থং জগৎ সূয়ত ইত্যর্থঃ। গৌঃ সন্তানোৎপাদনসাম্যাৎ তত্তুল্যা। অনাদ্যন্তবতী নিত্যেত্যর্থঃ। উভয়ত্র ক্রমেণ হেতু। জনিত্রী ভূতভাবিনীতি। সিতেত্যাদিনা সত্ত্বতমরজোময়ী ত্যুক্তা। বিভোরীশস্য সর্ব্বকামদুঘা বিবিধবিচিত্রসর্গসাধিকা। অবিজ্ঞাতা বিবেকখ্যাতিহীনাস্তৎকার্য্যদেহাদিবন্ধনাস্তদ্বশা জীবা এতাং পিবন্ত্যনুভবন্তীত্যর্থঃ। অবিষমাং সর্ব্বেষু কুমারেষু সাধারণীম্। একো মুখ্যো দেবঃ ক্রীড়াপরঃ পরমাত্মা স্বচ্ছন্দঃ স্বতন্ত্রো বশানুগাং স্বায়ত্তামেনাং পিবতে ভুঙ্‌ক্তে তৎপ্রবর্ত্তনাদিনা তামনুভবতীত্যর্থঃ। তদেবাহ ধ্যানেতি। ধ্যানং স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি। কার্য্যং সৃষ্টিসঙ্কল্পঃ ক্রিয়া তস্যাঃ পরিণতিঃ। তাভ্যাং প্রসভং বলাদেব ভুঙ্‌ক্তে। নন্বেবং প্রকৃত্যনুভবে তল্লেপঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ ভগবানিতি। তদাপ্যবিলুপ্তষড়ৈশ্বর্য্য ইত্যর্থঃ। যজ্ঞভির্যজমানৈঃ কর্ম্মিভিরিত্যর্থঃ। যথা সন্নিধীতি শ্রীবৈষ্ণবে। গন্ধো নাসিকাসন্নিহিতঃ সন্

মনসঃ ক্ষোভহেতুর্ভবতি ন তু কিঞ্চিৎ করোতি। আকাশাদয়শ্চ তরুং নোৎপাদয়ন্তি ন চ তং বর্দ্ধয়ন্তি কিন্তু সন্নিধিমাত্রেণ সন্নিধানাদেবাবকাশাদিদানদ্বারা তস্য হেতবঃ কথ্যন্তে। তথা প্রকৃতিসন্নিধিমাত্রেণ জগদ্ধেতুরীশ্বরো ন তু তত্র ব্যাপারীতি। স্ফুটার্থমন্যৎ। শ্রুতৌ প্রতীতো ব্যাপারোঽত্র নিরস্তঃ। নন্থ ব্রহ্মৈবোপাদানমিতি বদতাং বচসাং কা গতিরিতি চেৎ তত্রাহ কথঞ্চিদিতি। তৎসন্নিধিং বিনা প্রকৃতৌ পরিণামো ন ভবেদিতি তস্যৈব স উপচর্য্যতামিতি ভাবঃ। এবং প্রাপ্তে।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে যেমন 'এক বিজ্ঞানদ্বারা সমস্ত বিজ্ঞাত হয়' এই কথা শ্রুত হওয়ায় 'আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি' ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্মে তাৎপর্য্যবোধক হইয়াছে, তদ্রূপ এখানেও বীক্ষণ পূর্ব্বক সৃষ্টির কথা নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, এইবাক্য ব্রহ্মের নিমিত্তকারণতামাত্রবোধক হউক, এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি এই প্রকরণে জানিবে। 'এবং নিরীশ্বরমিত্যাদি' বলায় সেশ্বর প্রধানবাদের অর্থ পাতঞ্জল যোগবাদ জানিবে। 'তদৈক্ষত' তৎ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। 'উপাদানোপাদেয়য়োঃ তয়োঃ সাধর্ম্ম্যদর্শনাৎ'—ইতি—'তয়োঃ'—প্রকৃতি ও জগতের এই অর্থ। 'তদেবং লোকসিদ্ধং ভাবমুপেক্ষ্য' ইতি—ভাব অর্থাৎ সত্তা বস্তুস্থিতি। নানার্থকোষে ভাব শব্দের অর্থ সত্তা, স্বভাব, অভিপ্রায়, চেষ্টা, আত্মা ও জন্ম। 'তস্যৈকস্য ইতি'—তস্য—ব্রহ্মের। 'তদুভয়ত্বম্'—অর্থাৎ—নিমিত্ত-কারণতা ও উপাদানকারণতা এই উভয়। 'ন তাঃ ক্ষমন্তে'—তাঃ—তাহারা উপনিষদ্‌গুলি। 'ন ক্ষমন্তে'—সমর্থ হয় না। 'নিমিত্তমেব কেবলম্' কেবলম্ অর্থাৎ শুদ্ধ বিকারশূন্য, ইহা হেতুবোধক বিশেষণ অর্থাৎ যেহেতু বিকারশূন্য এইজন্য। 'ন চৈতদ্‌যৌক্তিকম্ ইতি'—যৌক্তিকং—যুক্তি বলে কল্পিত, কেবল তাহা নহে। 'বিকার জননীমজ্ঞাম্' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—বিকারজননীম্ বিকারেরকারণ কিন্তু শুদ্ধাং, নিজে বিকারহীনা, অজ্ঞা—জড়-অচেতনা। অষ্টরূপা—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকারে বিভক্তা অন্যবিধা আমার প্রকৃতি—ইহা শ্রীভগবদ্ গীতায় উক্ত আছে। 'অজাম্'—জন্মরহিত, এইজন্য 'ধ্রুবা'—নিত্যা, তাহাকে 'বীক্ষতে' দেখেন, কে? উত্তর—শ্রীভগবান্, ইহা উহ্যপদ। সেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক অধ্যাসিত অর্থাৎ পরিচালিত হইয়া প্রকৃতি,—'ধ্যায়তে'—কার্য্য সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক

প্রেরিত হইয়া কার্য্য উৎপাদন করেন। কি জন্য করেন? সেই প্রয়োজন বলিতেছেন—'সূয়তে পুরুষার্থম্'—পুরুষের ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ের জন্য জগৎ সৃষ্টি করেন—এই অর্থ। প্রকৃতি—গোতুল্য, সন্তানোৎপাদন সাদৃশ্য ধরিয়া প্রকৃতিকে গাভী বলা হইয়াছে। অনাদ্যন্তবতী—যাহার উৎপত্তিনাশ নাই অর্থাৎ নিত্যা। গো ও প্রকৃতির সাম্যে হেতু দুইটি যথাক্রমে দেখাইতেছেন, গো জনয়িত্রী আর প্রকৃতি ভূতসৃষ্টিকারিণী। 'সিতাসিতা চ' ইত্যাদি—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণময়ী বলিয়া তাহাকে শুক্লা, রক্তা, কৃষ্ণা বলা হইয়াছে। 'বিভোঃ সর্ব্বকামদুঘা'—বিভোঃ—পরমেশ্বরের, 'সর্ব্বকামদুঘা'—বিবিধ বিচিত্র সৃষ্টি-নিষ্পাদিকা। 'অবিজ্ঞাতা'—বিবেকখ্যাতিহীন জীব অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্য দেহাদির উপর আত্মাভিমান বশতঃ বদ্ধ, প্রকৃতির বশ, 'এতাং' এই প্রকৃতিকে, 'পিবন্তি'—অনুভব করে। 'অবিষমাং' সকল সন্তানেই সমান স্নেহবতী। 'একঃ'—মুখ্য, দেবঃ—লীলাময় পরমেশ্বর, স্বচ্ছন্দঃ—স্বাধীন, বশানুগাম্—আজ্ঞাধীন। এই প্রকৃতিকে ভোগ করেন অর্থাৎ প্রেরণাদি দ্বারা তাহাকে অনুভব করেন। সেই কথাই বলিতেছেন—'ধ্যানক্রিয়াভ্যাং ভগবান্' ইতি—ধ্যান অর্থাৎ লোক সৃষ্টি করিব এই সঙ্কল্প কার্য্য ক্রিয়া। সেই কার্য্যের পরিণতি। সেই দুইটির বশে বলপূর্ব্বক ভোগ করেন। যদি বল, তাহা হইলে পরমেশ্বরেরও প্রকৃতিসঙ্গ হইল? উত্তর—তাহা নহে, তিনি ভগবান্, তাঁহার ষড়্‌গুণৈশ্বর্য্য প্রকৃতি সঙ্গেও লুপ্ত হয় না, ইহাই অর্থ। 'পীয়মানাস্তু যজ্বভিরিতি'—যজ্বভিঃ—যাগকারী অর্থাৎ কর্ম্মীদের দ্বারা পীয়মানা উপভুজ্যমানা। 'যথা সন্নিধিমাত্রেণ' ইত্যাদি শ্লোকটি বিষ্ণুপুরাণীয়। গন্ধ নাসিকায় সংযুক্ত হইয়া মনের বিকৃতির কারণ হয় মাত্র কিন্তু কিছু করে না, আকাশাদিও সেইরূপ অবকাশ দানাদি দ্বারা তরুর উপকারক, তাহার সৃষ্টিকারক নহে, ভগবান্ শ্রীহরি প্রকৃতি-সন্নিধিমাত্রে জগতের হেতু তদ্‌ভিন্ন সৃষ্টি-কার্য্যে তাঁহার কোনও ব্যাপার নাই। অন্যান্য শ্লোকাংশের অর্থ সুস্পষ্ট। শ্রুতিতে প্রতীয়মান ঈশ্বরের ব্যাপার এখানে নিরাস করা হইল। প্রশ্ন—তাহা হইলে যে সকল বাক্য ব্রহ্মকেই উপাদানরূপে ঘোষিত করিতেছে, তাহাদের সঙ্গতি কি হইবে? এই যদি বল, তাহাতে উত্তর দিতেছি—'কথঞ্চিৎ'—কোন প্রকারে অর্থাৎ ব্রহ্মের সন্নিধি ব্যতিরেকে প্রকৃতির মহদাদিরূপে পরিণাম হয় না, এইরূপে প্রকৃতির ব্যাপার পরমেশ্বরে

আরোপ করা হউক, ইহাই কথঞ্চিৎ এই উক্তির অভিপ্রায়। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর মত নিরাকরণার্থ বলিতেছেন—

প্রকৃত্যধিকরণম্

সূত্রম্—প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ—'প্রকৃতিশ্চ' ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদান-কারণও। হেতু কি? উত্তর—'প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ'—প্রতিজ্ঞাবাক্য ও দৃষ্টান্ত, ইহাদের তাহা হইলে অসামঞ্জস্য হয় না; এই সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য পরমেশ্বরকে উপাদান কারণও বলিতে হয়। প্রতিজ্ঞাবাক্য ও দৃষ্টান্ত ভাষ্যে বর্ণিত আছে, তাহা দ্রষ্টব্য ॥ ২৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ব্রহ্মৈব জগতঃ প্রকৃতিরুপাদানং কুতঃ? প্রতিজ্ঞেত্যাদেঃ। শ্রৌতয়োঃ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তয়োরানুগুণ্যাদিত্যর্থঃ। "শ্বেতকেতো যন্নু সৌম্যেদং মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধোঽস্যুত তমাদেশমপ্রাক্ষীর্যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানবিষয়া প্রতিজ্ঞা" শ্রূয়তে ছান্দোগ্যে। সা কিলাদেশস্য উপাদানত্বে সতি সম্ভবেৎ কার্য্যস্য তদব্যতিরেকাৎ। নিমিত্তাৎ তস্যাব্যতিরেকস্তু ন কুলালঘটয়োর্ব্যতিরেকাৎ। দৃষ্টান্তেঽপি "যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ" ইত্যাদিরূপাদানবিজ্ঞানাৎ কার্য্যবিজ্ঞানবিষয়স্তত্রৈব শ্রুতঃ। স চ নিমিত্তমাত্রতাভ্যুপগমে ন সম্ভবেৎ। ন হি কুলালে বিজ্ঞাতেঘটো বিজ্ঞায়তে। তদনুপরোধাদ্ বিশ্বস্যোপাদানঞ্চশব্দান্নিমিত্তঞ্চ ব্রহ্মৈবেতি ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ, প্রকৃতি নহে। কেননা, প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের তাহাতে বিরোধ থাকে না। শ্রুতিতেই প্রদর্শিত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অনুরোধে ইহা স্বীকার্য্য। প্রতিজ্ঞা বাক্য যথা,—শ্বেতকেতুর পিতা উদ্দালক তাহাকে বলিলেন—বৎস প্রিয়দর্শন শ্বেতকেতু! এই যে হইতেছ ইহা কি? তুমি তো সাঙ্গ সমগ্র বেদাধ্যয়নের অভিমানে অভিমানী হইতেছ, নিজেকে মহান্ বলিয়া মনে করিতেছ, এজন্য অবিনীতও

হইয়াছ, এই যে ইহা কি ? যে প্রশ্নের উত্তর জ্ঞাত হইলে অশ্রুত তত্ত্বও শ্রুত হয়, যাহা মনন করিলে মননের বিষয় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, অজ্ঞাতও জ্ঞাত হয়, এইরূপে এক তত্ত্বের জ্ঞান দ্বারা সমস্ত জ্ঞান সম্পন্ন হয়, সেই বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করিয়াছ, ইহাতে বুঝিতেছি, তুমি সম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ কর নাই। এই প্রবন্ধ দ্বারা প্রতিজ্ঞাত হইল, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই সর্ব্ববিজ্ঞান অতএব ব্রহ্মই ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রতিজ্ঞাত। কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা যুক্তিযুক্ত হয়, উপদেশ্য ব্রহ্ম উপাদানকারণ হইলে, যেহেতু কার্য্য ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে, কিন্তু নিমিত্তকারণ হইতে কার্য্যের পার্থক্য আছে, যেমন কুম্ভকার ও ঘটের। শ্রুতি-দৃষ্টান্ত বাক্যেও তাহা উক্ত হইয়াছে 'যথা সৌম্যৈকেন···মৃৎপিণ্ডং বিজ্ঞাতং স্যাৎ' ইত্যাদি—হে বৎস! যেমন এক মৃৎপিণ্ড জানিলেই মৃত্তিকা-নির্ম্মিত সকল ঘট শরাবাদি কার্য্যের জ্ঞান হয় ইত্যাদি বাক্যের উপাদান-বিজ্ঞান হইতে কার্য্যবিজ্ঞান হয়, ইহা প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা সেইস্থলে শ্রুত হইতেছে। সেই দৃষ্টান্ত ব্রহ্মকে নিমিত্তমাত্র বলিলে সঙ্গত হয় না, কারণ কুম্ভকারকে জানিলে ঘটজ্ঞান হয় না, অতএব এই দৃষ্টান্ত ও প্রতিজ্ঞার ভঙ্গ না হয়, ইহার অনুরোধে পরমেশ্বরই বিশ্বের উপাদান-কারণ ও সূত্রোক্ত 'চ' শব্দ হইতে নিমিত্তকারণ স্থির হইল ॥ ২৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রকৃতিশ্চেতি। শ্বেতকেতো ইতি তৎপিতুরুদ্দালকস্য বাক্যম্। শ্বেতকেতো হে সৌম্য চন্দ্রবৎ প্রিয়দর্শন অনূচানমানী সাঙ্গবেদাধ্যয়নবানস্মীত্যভিমানবান্। অতএব মহামনাঃ মহানস্মীতি মনো যস্যাসৌ তথা। অতএব স্তব্ধো বিনয়শূন্যোঽসি। ইদং যৎ তৎ কিমিত্যর্থঃ। যেন প্রশ্নেন মতেন বিজ্ঞাতেন অন্যৎ সর্ব্বং অশ্রুতমমতং অবিজ্ঞাতমপি শ্রুতং মতং বিজ্ঞাতঞ্চ ভবতি তমাদেশং পরেশমপ্রাক্ষীঃ পৃষ্টবান্ অভূদিত্যর্থঃ। আদেশঃ শাস্তা উপদেশ্যো বেত্যর্থঃ। তাদৃশস্য তস্য বিজ্ঞানং তব প্রায়েণাভূন্ন বেতি। কথমন্যথা তব মহাগর্ব্বোদয়ঃ স্যাৎ। স্ফুটার্থমন্যৎ ॥ ২৩ ॥

টীকানুবাদ—প্রকৃতিশ্চ ইত্যাদি সূত্র। 'শ্বেতকেতো! যন্নু সৌম্যেদং' ইত্যাদি বাক্য শ্বেতকেতুর পিতা উদ্দালকের। তিনি বলিতেছেন—অয়ি চন্দ্রবৎ প্রিয়দর্শন! শ্বেতকেতু! তুমি অনূচানমানী—অর্থাৎ নিজেকে মনে করিতেছ আমি সাঙ্গবেদাধ্যয়নকারী, এইজন্য মহামনা হইয়াছ 'আমি

মহান্' মনে মনে এই গর্ব্বও পোষণ করিতেছ, সে কারণ বিনয়শূন্য হইয়াছ, কিন্তু এইটা কি ? এই যে তুমি আমাকে পরমেশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, যথা—যাঁহাকে জানিলে অন্য অশ্রুতও শ্রুত হয়, মননের অবিষয়ীভূতও মনন করা হয়, অদৃষ্টও দৃষ্ট হয়, তাঁহার কথা বলুন, এই প্রশ্ন করিলে কেন ? 'আদেশঃ' অর্থাৎ শাসনকারী বা উপদেশের বিষয়ীভূত সেই পরমেশ্বর-সম্বন্ধে বিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে হইয়াছে কিনা, সন্দেহ হইতেছে। তাহা না হইলে অর্থাৎ যদি পরমেশ্বরকে যথার্থভাবে জানিতে তবে তোমার এত গর্ব্বের উদয় হইত না। অন্যান্য অংশ সুস্পষ্ট ॥ ২৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—নিরীশ্বর সাংখ্যবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক সেশ্বর পাতঞ্জলমতও খণ্ডনার্থ বিশ্বের কারণতাবাচক বাক্যগুলিকে সেই পরব্রহ্মেই সমন্বয় করিতেছেন। শ্রুতি বাক্যগুলি যথা,—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈত্তিরীয় ২।১।৩) "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈত্তিরীয় ৩।১।১) "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছান্দোগ্য ৬।২।১) "স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা" (বৃঃ ১।২।৫) "তদৈক্ষত বহু স্যাং" (ছান্দোগ্য ৬।২।৩) ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলা হইয়াছে। এ-স্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন যে, যদিও ঐ সকল শ্রুতি ব্রহ্মকেই জগৎ-কারণ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা হইলেও উহা নিমিত্তকারণমাত্র কিন্তু উপাদানকারণ বলা যায় না। প্রকৃতিকেই জগতের উপাদানকারণ বলিতে হইবে। এ-বিষয়ে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অবতরণিকা ভাষ্যে পাওয়া যাইবে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐ সকল যুক্তি খণ্ডনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ, যেহেতু শ্রুতি-প্রসিদ্ধ প্রতিজ্ঞাবাক্য ও দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা যায়। এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকার শ্বেতকেতু ও উদ্দালকের কথা বর্ণনপূর্ব্বক প্রমাণিত করিয়াছেন যে, শ্রুতির এই প্রতিজ্ঞা বাক্য ও দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

"শ্রুতিতে যেখানে ব্রহ্ম কর্তৃক অধিষ্ঠিত প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলিয়াছেন, সেখানে অব্যাকৃত নামরূপ ব্রহ্মকেই প্রকৃতি শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

সাধারণতঃ উপাদান ও নিমিত্তকারণ ভিন্ন হইলেও—কুম্ভকারের ক্ষেত্রে কুম্ভকার নিমিত্তকারণ ও মৃত্তিকা উপাদানকারণ দেখা গেলেও কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ং নিমিত্ত ও উপাদানকারণ হইতে পারেন। ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ সুতরাং ইচ্ছামাত্র জগৎ রচনা করিতে পারেন, এজন্য অন্য কাহারও অপেক্ষা করিতে হয় না ; কিন্তু কুম্ভকার মৃত্তিকা না পাইলে, ঘট প্রস্তুত করিতে পারে না সত্য।"

শ্রীভগবান্ যে বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"যথা নভস্যভ্র-তমঃপ্রকাশা
ভবন্তি ভূপা ন ভবন্ত্যনুক্রমাৎ।
এবং পরে ব্রহ্মণি শক্তয়স্ত্বমূ
রজস্তমঃসত্ত্বমিতি প্রবাহঃ ॥" (ভাঃ ৪।৩১।১৭)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন,—"নম্নু গুণময়স্য বিশ্বস্য গুণাতীতো হরিঃ কথং কারণং ন হি মৃণ্ময়স্য ঘটস্য মৃদতীতং বস্তুপাদানকারণং ভবিতুমর্হতি উপাদানত্বে চ হরেঃ কথং বা নির্ব্বিকারত্বমিত্যাহ"—"যথা অভ্রতমঃ প্রকাশা নভসি" ইত্যাদি টীকা দ্রষ্টব্য।

আরও পাওয়া যায়,—

"তেনৈকমাত্মানমশেষদেহিনাং
কালং প্রধানং পুরুষং পরেশম্।
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহ-
মাত্মৈকভাবেন ভজধ্বমদ্ধা ॥" (ভাঃ ৪।৩১।১৮)

অর্থাৎ যেহেতু তিনি সর্ব্বকারণ-কারণ, অতএব তিনিই নিখিল দেহীর আত্মা নিমিত্ত ও উপাদানকারণ। তিনি স্বীয় শক্তিপ্রবাহে গুণপ্রবাহরূপ সংসার হইতে নির্ম্মুক্ত অর্থাৎ তিনি মায়াধীশ। সেই পরম-পুরুষ পরমেশ্বরকে আত্মা হইতে অভিন্নজ্ঞানে সাক্ষাদ্ভাবে ভজনা কর।

যমলার্জ্জুন বৃক্ষরূপী কুবের পুত্রদ্বয় বৃক্ষযোনিমুক্ত হইয়া স্তবমুখে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে বলিয়াছিলেন,—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ ॥

ত্বমেকঃ সর্ব্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ।
ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ ॥
ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী।
ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষঃ সর্ব্বক্ষেত্রবিকারবিৎ ॥" (ভাঃ ১০।১০।২৯-৩১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"জগৎ কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥
কৃষ্ণ শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণকারণ।
অগ্নি শক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল—জগৎ-কারণ।
প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজাগলস্তন ॥" (চৈঃ চঃ আদি ৫।৫৯-৬১)

ইহার অনুভাষ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"বহিরঙ্গা মায়াশক্তি জগতের উপাদানাংশে 'প্রধান' ও 'প্রকৃতি'—নামে প্রসিদ্ধা এবং জগতের নিমিত্তাংশে 'মায়া'-নামে খ্যাত। জড়রূপা প্রকৃতি জগতের কারণ নহে, যেহেতু কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে কৃষ্ণ প্রকৃতিতে উপাদান বা দ্রব্য শক্তি প্রদান করিয়া শক্তি সঞ্চার করেন। উদাহরণ স্বরূপ—তপ্ত লৌহের উপমা ; যেরূপ লৌহের দাহন বা তাপ-প্রদান প্রভৃতি শক্তি নাই, কিন্তু অগ্নির স্পর্শে তপ্ত লৌহ অন্য বস্তুকে দাহন ও তাপ দিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ লৌহরূপ জড়া প্রকৃতির দ্রব্য বা উপাদান হইবার স্বতন্ত্রতা নাই। অগ্নিসদৃশ কারণোদকশায়ীর ঈক্ষণ-শক্তি সঞ্চারিত হইলেই লৌহ সদৃশ প্রকৃতি উপাদান প্রতিমা দাহিকা বা তাপ-প্রদায়িনী শক্তিবিশিষ্টা হন। উপাদান পরিচয়ে খ্যাতা প্রকৃতিকে উপাদান-কারণ মনে করা ভ্রান্তি মাত্র। শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন (ভাঃ ৩।২৮।৪০),—

"যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাৎ ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্ যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ ॥"

যদিও ধূম, জ্বলন্তকাষ্ঠ ও বিস্ফুলিঙ্গে অগ্নি রূপ উপাদান বর্ত্তমান থাকায় অগ্নির সহিত এক বস্তু বলিয়া উক্ত হয়, তাহা হইলেও উল্মুক হইতে

অগ্নি পৃথক্ বস্তু; ধূম স্থানীয় 'ভূতসমূহ', বিস্ফুলিঙ্গ-স্থানীয় 'জীব' ও উল্মুক স্থানীয় 'প্রধান' সকলেই অগ্নিস্থানীয় সর্ব্বোপাদান ভগবান্ হইতে শক্তি সমূহ লাভ করিয়াই নিজ নিজ পৃথক্ পরিচয় দেয়; তাহা হইলেও সকলের উপাদান কারণ সেই ভগবান্। জগতের উপাদান বলিয়া যে 'প্রধান'কে স্থির করা হয়, প্রধানে ভগবানের নিহিত উপাদান-কারণত্ব হইতেই তাদৃশ পরিচয়। 'প্রধান' ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র উপাদানত্বে পৃথক্ বিষয় হইতে পারে না। উপাদান-মূলাশ্রয় কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া সাংখ্যের উপাদানত্ব প্রকৃতিতে আরোপ করা—অজার গলদেশস্থিত স্তনাকৃতি-মাংসপিণ্ডের দুগ্ধপ্রদানে অক্ষমতার ন্যায় নিষ্ফল মাত্র।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

"মায়া-দ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড-কারণ॥
জড় হইতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বর শক্তি বিনে।
তাহাতেই সঙ্কর্ষণ করে শক্তির আধানে॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে পায় দাহ-শক্তি॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৫৯-২৬১)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৪৬।৩১ শ্লোক দ্রষ্টব্য॥ ২৩॥

সূত্রম্—অভিধ্যোপদেশাচ্চ॥ ২৪॥

সূত্রার্থ—ব্রহ্ম যে জগতের উপাদান কারণ, এ-সম্বন্ধে দ্বিতীয় হেতু 'অভিধ্যোপদেশ'—অর্থাৎ সঙ্কল্প পূর্ব্বক সৃষ্টির উপদেশ 'চ' শব্দে বহু সৃজন-কারিত্ব, ইহা হেতুকও॥ ২৪॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চ-শব্দোঽনুক্তসমুচ্চয়ার্থঃ। "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়, স তপোঽতপ্যত তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজৎ। যদিদং কিঞ্চন তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" ইতি তৈত্তিরীয়কে পরমাত্মন এব চিজ্জড়াত্মনা বহুভবনসঙ্কল্পোপদেশাৎ তদাত্মকবহুস্রষ্টৃত্বোপদেশাচ্চ স এবোভয়রূপঃ॥ ২৪॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'চ' শব্দটি যাহা বলা হয় নাই অর্থাৎ 'বহু স্যাং প্রজায়েয়' এই বহু স্রষ্টৃত্ব তাহারও গ্রাহক। সেই শ্রুতিটি এই—'সোঽকাময়ত' তিনি সঙ্কল্প করিলেন, 'বহু স্যাং' আমি বহুরূপে ব্যক্ত হইব, 'প্রজায়েয়'—আমি জন্মিব, এই মনে করিয়া 'স তপোঽতপ্যত' তিনি তপস্যা করিতে লাগিলেন, 'তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজৎ' তপ আচরণ করিয়া এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎকে সৃষ্টি করিলেন, 'যদিদং কিঞ্চন তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' এই যাহা কিছু আছে, সে সমুদয় সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশ করিলেন, 'তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চ অভবৎ' তাহার মধ্যে পরে প্রবেশ করিয়া তিনি সৎ অর্থাৎ আকাশ ও বায়ু 'ত্যৎ' অর্থাৎ অগ্নি, জল ও পৃথিবী হইলেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এইভাবে পরমেশ্বরেরই চিৎ—জীব ও জড়—মহদাদিরূপে ব্যক্ত হওয়া এবং বহুরূপে প্রকাশের সঙ্কল্প উপদিষ্ট থাকায় এবং সেই চিজ্জড়াত্মক বহু পদার্থের স্রষ্টৃত্ব কথিত হওয়ায় সেই পরমেশ্বরই উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ উভয় স্বরূপ॥ ২৪॥

সূক্ষ্মা টীকা—অভিধ্যেতি। অভিধ্যা সঙ্কল্পঃ। চশব্দাদ্বহুস্রষ্টৃত্বোপদেশঃ। যদ্যপি অকাময়তেতি বাক্যং পূর্ব্বং জ্ঞাতপরং তথাপি পরবাক্যস্য তস্য তত্রত্যজ্ঞানায় তদাকারতামাত্রং পুনরুক্তম্। সচ্চেত্যাকাশবায়ু ত্যচ্চেতি তেজোঽপ্পৃথিব্যঃ॥ ২৪॥

টীকানুবাদ—'অভিধ্যা' শব্দের অর্থ—সঙ্কল্প। 'চ' শব্দের দ্বারা বহু স্রষ্টৃত্বের কথন। যদিও পূর্ব্বে 'সোঽকাময়ত' ইত্যাদি বাক্য জ্ঞাতই আছে, তাহা হইলেও সেই পরবাক্য যে সেই স্থানীয়, ইহা জানাইবার জন্য তদাকারতা মাত্র পুনরায় বলা হইল। সত্য শব্দের দুইটি অংশ আছে—সৎ ও ত্যৎ, তন্মধ্যে সৎ যাহা নিত্য—আকাশ ও বায়ু, ত্যৎ—অগ্নি, জল, পৃথিবী॥ ২৪॥

সিদ্ধান্তকণা—ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ; এই বিষয়ে আরও একটি যুক্তি বর্ত্তমান সূত্রে দিতেছেন যে, সংকল্প ও বহুস্রষ্টৃত্বের

উপদেশ-দ্বারাও ইহা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। "সোঽকাময়ত"। "বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি স তপোঽতপ্যত।" ইত্যাদি (বৃহদারণ্যক ২।৬।২) শ্রুতির মর্ম্মে অবগত হওয়া যায়—পুরুষ সৃষ্টির বিষয় ঈক্ষণ—আলোচনা করিলেন। তিনি উহা আলোচনা করিয়া এই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিলেন এবং সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন। সংসারে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক 'সৎ' অর্থাৎ আকাশ, বায়ু এবং 'ত্যৎ' অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি উভয়ই হইলেন। ছান্দোগ্যেও আছে, "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" (ছাঃ ৫।২।৩)।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তমেব দেবং বয়মাত্মদৈবতং
পরং প্রধানং পুরুষং বিশ্বমন্যম্।
ব্রজাম সর্ব্বে শরণং শরণ্যং
স্বানাং স নো ধাস্যতি শং মহাত্মা॥" (৬।৯।২৬)

নারদীয় পুরাণেও পাওয়া যায়,—

"অবিকারোঽপি পরমঃ প্রকৃতিস্তু বিকারিণী।
অনুপ্রবিশ্য গোবিন্দঃ প্রকৃতিশ্চাভিধীয়তে॥"

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও আছে,—

"স্মৃতিরব্যবধানেন প্রকৃতিত্বমিতি স্থিতিঃ।
উভয়াত্মক সূতিত্বাদ্বাসুদেবঃ পরঃ পুমান্।
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি শব্দৈরেকোঽভিধীয়তে॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"আপনে পুরুষ—বিশ্বের 'নিমিত্ত'-কারণ।
অদ্বৈত-রূপে 'উপাদান' হন নারায়ণ॥" (চৈঃ চঃ আদি ৬।১৬)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে পাই,—

"যেরূপ প্রকৃতিতে 'নিমিত্ত' ও 'উপাদান'—দুই ভাগ, তদ্রূপ পুরুষ, 'মহাবিষ্ণু'রূপে নিমিত্ত এবং 'অদ্বৈত'-রূপে উপাদান—এই দুই মূর্ত্তি হইয়া বিশ্ব সৃষ্টি করেন॥" ২৪॥

সূত্রম্—সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ॥ ২৫॥

সূত্রার্থ—'চ'-এবার্থে,—সাক্ষাদ্ভাবেই শ্রুতিতে পরমেশ্বরের উপাদানকারণত্ব ও নিমিত্ত-কারণত্বের, 'আম্নানাৎ'—কথন আছে এইজন্য পরমেশ্বরের উভয়-রূপতা॥ ২৫॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অবধৃতৌ চশব্দঃ "কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আসীৎ যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতৈতৎ যদধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্ ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীৎ যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ মনীষিণো মনসা প্রব্রবীমি বো ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্" ইতি তত্রৈব সাক্ষাদুভয়-রূপত্বকথনাদেব তস্য তথাত্বম্। ইহ হি যতো বৃক্ষাদুপাদানভূতাদ্ দ্যাবাপৃথিবীশব্দোপলক্ষিতং জগদীশ্বরো নিষ্টতক্ষুর্নির্ম্মিতবান্। বচন-ব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ। স বৃক্ষঃ কস্তদাধারভূতং বনঞ্চ কিং, ভুবনানি ধারয়ন্ স যদধ্যতিষ্ঠৎ তৎ কিমিতি লোকানুসারিণি প্রশ্নে অলৌ-কিকবস্তুত্বাৎ স চ তচ্চ ব্রহ্মৈবেত্যুক্তমতস্তদেবোভয়রূপমিতি॥২৫॥

ভাষ্যানুবাদ—'চ' শব্দ এখানে এব অর্থে। 'কিংস্বিদ্বনং...ভুবনানি ধারয়ন্।' সে বন কি হইবে? সে গাছই বা কে ছিল, যাহা হইতে এই স্বর্গমর্ত্ত্য নির্ম্মিত হইল। হে মনীষিগণ! মনে মনে ইহা প্রশ্ন কর, এই সমস্ত ভুবন ধারণ করিয়া যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই ব্রহ্মই বন, ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ, যাহা হইতে অন্তরীক্ষও পৃথিবী নির্ম্মিত হইয়াছে, হে মনীষিগণ! আমি তোমাদিগকে মনে মনে বিচার করিয়া প্রত্যুত্তর দিতেছি, পরমেশ্বরই ভুবনগুলি ধারণ করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এইভাবে ঐ শ্রুতিতে সাক্ষাদ্ভাবে পরমেশ্বরের উভয়রূপত্ব কথন হেতু নিমিত্তকারণত্ব ও উপাদান-কারণত্ব উভয়ই সঙ্গত হইতেছে। এই শ্রুতির অন্তর্গত 'যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ' ইহার অর্থ—যে উপাদান কারণ-স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে দ্যাবাপৃথিবী—স্বর্গপৃথিবী এবং সমস্ত জগৎ, নিষ্টতক্ষুঃ—নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই পদে বহুবচন কেন? 'নিষ্টতক্ষ' এইরূপ এক

বচনান্ত পদ হওয়া উচিত এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন 'বচনব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ' বৈদিক প্রয়োগে বচনের ব্যতিক্রম হয় এইজন্য এখানে একবচন স্থানে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই বৃক্ষটি কে? এবং সেই বৃক্ষের আধার স্বরূপ বনই বা কি? ভুবনকে ধারণ করিয়া সেই বৃক্ষ যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই বনটি কি? এই প্রশ্ন লোকমত হইয়াছে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে, অলৌকিক বস্তু বলিয়া সেই ব্রহ্ম বৃক্ষও বটে, আবার বৃক্ষের আধার বনও বটে এই উভয়রূপে উক্তি হইয়াছে, অতএব সেই পরমেশ্বর উভয়স্বরূপ ॥ ২৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—স চ তত্তচ্চেতি। স চ বৃক্ষঃ তত্তচ্চ বনমধিষ্ঠানঞ্চেত্যর্থঃ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। উভয়রূপং নিমিত্তোপাদানাত্মকমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকানুবাদ—'স চ তৎ তচ্চ ইত্যাদি' 'সঃ'—সেই বৃক্ষ, 'তৎ তচ্চ'—সেই বন তাহার অধিষ্ঠানও। তৎ—সেই ব্রহ্মই উক্ত স্বরূপ, 'উভয়রূপম্'—নিমিত্ত-কারণ ও উপাদানকারণ এই উভয়স্বরূপ ॥ ২৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, সাক্ষাদ্‌ভাবেই শ্রুতিতে পরব্রহ্মকে বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণরূপে বর্ণন পাওয়া যায়। শ্রুতিবাক্যে পাওয়া যায়,—মনীষিগণ মনে মনে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই বনটি কি? সেই বৃক্ষটি কি? যাহা হইতে অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী নির্ম্মিত হইয়াছে, যাহাতে সেই বৃক্ষ এই ভুবন সমূহ ধারণ করিয়া অধিষ্ঠিত আছেন, ইত্যাদি প্রশ্নে—অলৌকিক বস্তু বলিয়া সেই বৃক্ষ ও তাহার আধারভূত বন উভয়ই ব্রহ্ম এইরূপে উক্ত হইয়াছে, অতএব তিনিই নিমিত্ত ও উপাদান উভয়স্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের উক্তিতেও পাই,—

"আত্মন্যেবাত্মনাত্মানং সৃজে হন্ম্যনুপালয়ে।
আত্মমায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা" ॥ ২৫ ॥

সূত্রম্—আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ—পরমেশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব উভয়ই শ্রুত হইতেছে এজন্য পরমেশ্বর নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ উভয়ই। কারণ কি? উত্তর—'আত্মকৃতেঃ'—আত্ম-বিষয়ক কৃতি ও 'পরিণামাৎ'—শাস্ত্রীয় তাত্ত্বিক অন্যথা ভাবাত্মক পরিণাম শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় ॥ ২৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সোঽকাময়তেতি সৃষ্টিকামত্বেন প্রকৃতঃ পরমাত্মৈব তদাত্মানং স্বয়মকুরুতেতি সৃষ্টেঃ কর্ত্তৃভূতঃ কর্ম্মভূতশ্চ শ্রূয়তে অতস্তস্যৈব তদুভয়রূপত্বম্। ননু কথমেকস্যৈব পূর্ব্বসিদ্ধস্য কর্ত্তৃতয়া স্থিতস্য ক্রিয়মাণত্বং, তত্রাহ পরিণামাদিতি। কূটস্থত্বাদ্য-বিরোধিপরিণামবিশেষসম্ভবাদবিরুদ্ধং তস্য তৎ। ইদমত্র তত্ত্বং—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশ" ইতি শ্রুতেস্ত্রিশক্তি ব্রহ্ম। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে" ॥ ইতি স্মৃতেশ্চ। তস্য নিমিত্তত্বমুপাদানত্বঞ্চাভিধীয়তে। তত্রাদ্যং পরাখ্য-শক্তিমদ্রূপেণ, দ্বিতীয়ন্তু তদন্যশক্তিদ্বয়দ্বারৈব। সবিশেষণে বিধি-নিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামত ইতি ন্যায়াৎ। "য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ" ইত্যাদি শ্রবণাচ্চ। এবঞ্চ নিমিত্তং কূটস্থমুপাদানন্তু পরিণামীতি সূক্ষ্মপ্রকৃতিকং কর্ত্তৃ স্থূলপ্রকৃতিকং কর্ম্ম ইত্যেকস্যৈব তদুভয়ত্বং সিদ্ধং। মৃৎপিণ্ডাদিদৃষ্টান্তশ্রবণাৎ। পরিণামাদিতি সূত্রাক্ষরাচ্চ ভ্রান্ত্যধ্যাসপর্য্যায়োঽতাত্ত্বিকান্যথাভাবাত্মা বিবর্ত্তঃ পরিহৃতঃ। ন চ শুক্ত্যাদিবদ্‌ব্রহ্মণ্যধ্যাসঃ সম্ভবতি তদ্বৎ তস্য পুরো-নিহিতত্বাভাবাৎ। ন চাকাশবৎ তত্র সঃ তদ্বৎ তস্য গম্যত্বাভাবাৎ। কিঞ্চান্যথাভাবোঽন্যথাভানমেব। তচ্চ নাবৃত্তিমন্তরেণ সম্ভবেৎ। আবৃত্তিস্তু ব্রহ্মেতরত্বাদ্বিবর্ত্তান্তঃ পতেদিত্যনবস্থৈব। এবমপি ক্বচিৎ তদুক্তির্বিরাগায়েবেতি তত্ত্ববিদঃ। ইতরথা তন্মাত্রভূতাদীনাং ন্যূনতা-তিরেকৌ বা শ্রূয়েতে ভ্রান্তেরনিয়তরূপত্বাৎ। নিয়তস্বভাবানাং বস্তূনাং ভাববিনিময়শ্চ দৃশ্যতে। তস্মাৎ তাত্ত্বিকান্যথাভাবাত্মা পরিণাম এব শাস্ত্রীয়ঃ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'সোঽকাময়ত' তিনি সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন, ইহাদ্বারা সৃষ্টিকামত্বরূপে পরমেশ্বরই প্রক্রান্ত হইয়াছেন সুতরাং তিনি সৃষ্টির কর্ত্তৃভূত এবং 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত' তখন (সৃষ্টিকালে) তিনি নিজেকে নিজে প্রকাশ

করিলেন, ইহার দ্বারা তিনি সৃষ্টির কর্ম্মভূত। —একথাও শ্রুতি বলিতেছেন অতএব সেই পরমেশ্বরেরই কর্তৃত্ব-কর্ম্মত্ব উভয়রূপতা। প্রশ্ন—যিনি পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ কর্তৃরূপে স্থিত, সেই এক পরমেশ্বরের ক্রিয়মাণত্ব বা কর্ম্মত্ব কিরূপে সম্ভব? সে-বিষয়ে সমাধান করিতেছেন—'পরিণামাৎ' যে পরিণামে ব্রহ্মের কূটস্থত্বাদির ভঙ্গ না হয়, সেই অবিরুদ্ধ পরিণাম-বিশেষ সম্ভব হওয়ায় তাহার কর্ম্মত্বও অবিরুদ্ধ। এ-বিষয়ে ইহাই সারকথা—শ্রুতি বলিতেছেন—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" "প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ" এই পরমেশ্বরের বিবিধশক্তি শোনা যায়, যথা পরাশক্তি, প্রধানশক্তি ও ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি এই তিনশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর, তিনি প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞের অধিপতি গুণাধীশ্বর। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—বিষ্ণুশক্তির নাম পরাশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি ও অপরাশক্তি দ্বিতীয়া, কর্ম্মনামক যে অবিদ্যা বা মায়াশক্তি আছে, তাহা তৃতীয়া শক্তি। সেই পরমেশ্বরের নিমিত্তকারণতা ও উপাদানকারণতাও অভিহিত হইতেছে। তাহার মধ্যে নিমিত্তকারণতা পরা নামক শক্তিমৎ-রূপে, উপাদানকারণতা পরা-ভিন্ন যে দুইটি শক্তি আছে, তাহা দ্বারাই। যদি বল, উপাদানত্বশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের বিধান দ্বারা উপাদান-শক্তির বিধান বুঝাইল কিরূপে? তাহার উত্তরে বলা যায়—'সবিশেষণে বিধি নিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামতঃ সতি বিশেষ্যবাধে', যখন বিশেষণ বিশিষ্ট বিশেষ্যে বিধি বা নিষেধ বাধ হইবে, তখন সেই বিধি বা নিষেধ বিশেষণে পর্য্যবসায়ী হইবে সুতরাং এখানে উপাদানত্বের বিধান, উপাদানকারণত্ব-বিশিষ্ট ব্রহ্মের বিধান হইতেছে না, যেহেতু ব্রহ্ম সিদ্ধ তাহার বিধান হয় না। তদ্ভিন্ন শ্রুতিও পরমেশ্বরের নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্বের কথা ঘোষণা করিয়াছেন—যথা 'য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ' তিনি এক রূপহীন হইয়াও বিভিন্ন শক্তিযোগে বহুরূপে প্রকাশ পান ইত্যাদি। এইভাবে কূটস্থ (নির্ব্বিকার) ব্রহ্ম নিমিত্ত, কিন্তু উপাদান পরিণামী। তমঃ-শব্দে সংজ্ঞিত, অনভিব্যক্ত-গুণা, সঙ্কুচিতজ্ঞানা এবং জীব-শব্দে সংজ্ঞিতা প্রকৃতির আধার পরাখ্যশক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্ম কর্ত্তা অর্থাৎ নিমিত্তকারণ, এবং স্থূল-প্রকৃতির আধার ব্রহ্ম উপাদানকারণ, ইহা কর্ম্ম, এইরূপে এক পরমেশ্বরের উভয়রূপতা সিদ্ধ হইতেছে। যদি বল, বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের বিবর্ত হউক, তাহাও নহে; ইহাতে মৃৎপিণ্ডের দৃষ্টান্ত শ্রুত হওয়ায় এবং সূত্রেও 'পরিণামাৎ' এই পরিণামের কথা থাকায়

পরিণামবাদই গ্রাহ্য, বিবর্ত্তবাদ নহে; যেহেতু বিবর্ত্ত ভ্রমাত্মক অধ্যাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, অতাত্ত্বিক—অসৎস্বরূপ অন্যথাভাবাত্মক। এতাদৃশ বিবর্ত্ত উহার দ্বারা নিরাকৃত করা হইল। বিবর্ত্তবাদে অসঙ্গতি দেখাইতেছেন—শুক্তিতে রজতের অধ্যাস-মত ব্রহ্মে প্রপঞ্চের অধ্যাস হইতে পারে না, কারণ শুক্তি প্রভৃতির মত ব্রহ্ম সম্মুখে অবস্থিত নহেন—আবার আকাশের মত অধ্যাস অর্থাৎ বিশ্বব্যাপক আকাশের উপর ঘটাকাশাদির মত অল্পপরিমাণত্বের যেমন অধ্যাস হয়, সেইরূপ বলাও যায় না, যেহেতু আকাশের মত ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যত্ব নাই। আর এক কথা—অন্যথাভাবের নাম অধ্যাস। সেই অন্যথাভাব বলিতে অন্যরূপ জ্ঞানকে বুঝায়, সেই অন্যথাজ্ঞান দ্বিতীয় বস্তু ব্যতিরেকে কিরূপে সম্ভব? ব্রহ্মভিন্ন যখন দ্বিতীয় বস্তু নাই, তখন বিবর্ত্ত নাই, যদি উহাও স্বীকার করা যায়, তবে তাহার জ্ঞানও বিবর্ত্ত-মধ্যে পড়িল, সেই বিবর্ত্তও অন্যথা জ্ঞানাধীন, সেই জ্ঞানও বিবর্ত্ত মধ্যে পতিত, অতএব অনবস্থা দোষই আসিয়া পড়িতেছে। এইরূপ হইলেও কোন কোন স্থলে যদি বিবর্ত্তবাদের কথা উক্ত হইয়াও থাকে তবে তাহা বৈরাগ্যোৎ-পাদনের জন্য, ইহা তত্ত্ববিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করেন। যদি অন্যথা বল অর্থাৎ বিবর্ত্তবাদই স্বীকার কর তবে কদাচিৎ শব্দাদি তন্মাত্র ও আকাশাদি ভূত-বর্গের ন্যূনাধিকভাবও শ্রুত হইত; কেননা ভ্রমের নিয়মাধীনত্ব নাই, এবং নিয়ত স্বভাবসম্পন্ন বস্তুগুলিরও স্বরূপ বিনিময় দেখা যাইত অর্থাৎ অগ্নির উষ্ণ-স্বভাব তাহা শীতল হইত, শীতল স্পর্শ জল উষ্ণস্বভাব হইত। অতএব এই যে অন্যথাভাবাত্মক পরিণাম—ইহা তাত্ত্বিক যথার্থ, বিবর্ত্তের মত ভ্রমাত্মক নহে। ইহা শাস্ত্র-সম্মত ॥ ২৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আত্মকৃতেরিতি। লোকে তু খলু কৃতিমান্ কর্ত্তা কৃতি-বিষয়ো মৃৎসুবর্ণাদিরুপাদানমিতি ব্যবস্থা। আত্মানমিতি দ্বিতীয়য়া কৃতিবিষয়-ত্বম্। স্বয়মিত্যনেন কৃতিমত্ত্বঞ্চ। তথাচোপাদানং নিমিত্তঞ্চ ব্রহ্মৈবেত্যুক্তম্। কুতঃ? আত্মকৃতেরাত্মসম্বন্ধিন্যাঃ কৃতেরিত্যর্থঃ। সম্বন্ধশ্চাত্র বিষয়বিষয়িভাবঃ। আত্মাধারাধারিভাবশ্চ। ইদমত্রেতি। পরা-প্রধানক্ষেত্রজ্ঞরূপা শক্তিত্রয়ী। বিষ্ণ্বিতি শ্রীবৈষ্ণবে। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা চ তৃতীয়া শক্তির্মায়েত্যর্থঃ। তস্যেতি ব্রহ্মণঃ। অভিধীয়তে শাস্ত্রেষু। সবিশেষণে ইতি। বিশিষ্টে বস্তুনি যো বিধির্নিষেধশ্চ স খলু বিশেষণপর্য্যবসায়ীত্যর্থঃ। যথা গৌরঃ পুমানিত্যত্র

গৌরত্বং পুংসো বিহিতং তৎ খলু বিশেষণদেহপর্য্যবসায়িপ্রতীতম্। যথা ভগবৎকৈঙ্কর্য্যপ্রতিবন্ধী স্তব্ধো নিন্দ্য ইত্যর্থঃ। তৎ কৈঙ্কর্য্যপ্রতিবন্ধিত্বং স্তব্ধস্য বিশেষণং নিষিধ্যতে। মাভূদিতি তথৈতদ্বোধ্যম্। এবঞ্চেতি। কূটস্থং নির্ব্বিকারম্। সূক্ষ্মেতি। সূক্ষ্মানভিব্যক্তগুণা তমঃশব্দিতা সঙ্কুচিতজ্ঞানা জীবশব্দিতা চ প্রকৃতির্যত্র তৎপরাবদ্‌ব্রহ্মকর্ত্তৃ নিমিত্তং তাদৃক্ তদুভয়াংশস্তূপাদানং বোধ্যম্। স্থূলাভিব্যক্তগুণা প্রধানাদিবিকাশিতগুণা জীবশব্দিতা চ প্রকৃতির্যস্য তদ্‌ব্রহ্মেতি। কর্ম্মেতি ক্রিয়মাণমিত্যর্থঃ। নন্থু ব্রহ্মণো বিবর্ত্তোহস্ত প্রপঞ্চ ইতি চেৎ তত্রাহ মৃৎপিণ্ডাদীতি। বিবর্ত্তবাদেহনুপপত্তিং দর্শয়তি ন চেতি। তদ্বৎ শুক্ত্যাদিবৎ। তস্য ব্রহ্মণঃ। নন্থু পুরোনিহিতত্বমপ্রযোজকং বিভোরপ্যাকাশস্যেবাল্লাধ্যাসাদিতি চেৎ তত্রাহ আকাশবদিতি। গম্যত্বং গোচরত্বমধ্যাসে প্রয়োজকং ব্রহ্মণি তত্ত্বাভাবান্নাধ্যাস ইত্যর্থঃ। কিঞ্চেতি। তচ্চান্যথাভানম্। এবমিতি। "আত্মানমেবাত্মতয়া বিজানতাং তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্। জ্ঞানেন ভূয়োহপি চ তৎ প্রলীয়তে রজ্জ্বামহের্ভোগভবাভবৌ যথা" ইত্যাদৌ বিবর্ত্তবাদোক্তিঃ প্রপঞ্চে বৈরাগ্যায়েত্যর্থঃ। ইতরথেতি। তন্মাত্রাণি শব্দাদীনি ভূতানি খাদীনি যে চৈব প্রতিসর্গং শ্রূয়ন্তে নাধিকানি ন চোনানি। তেজ উষ্ণং জলং শীতং পৃথিবী ত্বনুষ্ণাশীতেত্যেবং বস্তুস্বভাবাশ্চ নিয়তা অনুভূয়ন্তে সর্ব্বৈঃ। তদেতৎ সর্ব্বং বিপর্য্যস্তম্। তস্মাৎ যদি রজ্জুভুজঙ্গাদিবদ্ ভ্রমবিজৃম্ভিতঃ প্রপঞ্চঃ স্যাৎ তস্যানাদিত্বাৎ বস্তুভূতত্বাদেব চেয়মেকরূপতা সিদ্ধ্যেৎ। সাদিত্বে সৃষ্টেরকস্মাৎ স্বীকারে মুক্তানামপি পুনর্জ্জন্মপ্রসঙ্গাৎ পূর্ব্বসৃষ্টিসাদৃশ্যানুপপত্তিশ্চ। অবস্তুভূতত্বে স্বাপ্নিকরাজ্যাদিবৎ ক্ষণে ক্ষণে বৈলক্ষণ্যঞ্চ স্যাৎ। শাস্ত্রীয় ইতি। তদাত্মানং স্বয়মকুরুতেতি "পাচ্যাংশ্চ সর্ব্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ" ইতি শ্রুতেঃ। "কালাদ্‌গুণব্যতিকরঃ পরিণামস্বভাবতঃ" ইত্যাদি স্মৃতেঃ। পরিণামাদিতি সূত্রখণ্ডাচ্চ ॥ ২৬ ॥

টীকানুবাদ—'আত্মকৃতেরিত্যাদি' সূত্রের অভিপ্রায় এই—লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়—যে কৃতি করে সেই কর্ত্তা, যে বিষয়ে চেষ্টা করে সেই কৃতির বিষয়—কর্ম্ম, যেমন মৃত্তিকা স্বর্ণ প্রভৃতি, ইহারা উপাদান এই ব্যবস্থা আছে অতএব 'আত্মানং স্বয়মকুরুত' এই শ্রুত্যন্তর্গত 'আত্মানম্' পদে দ্বিতীয়া বিভক্তি দ্বারা কৃতি-বিষয়ত্বই বোধিত হইতেছে। 'স্বয়ম্' এই পদ দ্বারা কৃতিমান্‌ও বুঝাইতেছে অর্থাৎ আত্মাকে নিজে ব্যক্ত করিলেন বলিলে

আত্মা কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়ই বোধিত হইতেছে অতএব আত্মা (পরমেশ্বর) নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ উভয়ই কথিত হইল; কারণ কি? উত্তর—'আত্মকৃতেঃ' আত্ম-সম্বন্ধিনী কৃতি হেতু, সম্বন্ধবিশিষ্টের নাম সম্বন্ধী, সেই সম্বন্ধ বিষয়-বিষয়িভাব অর্থাৎ একটি কৃতির বিষয় কর্ম্ম, অপরটি কৃতির আশ্রয় কর্ত্তা, সেই কর্ম্ম ও কর্ত্তা এক আত্মাই হইতেছে এবং আত্মবিষয়ক আশ্রয়াশ্রয়িভাব। 'ইদমত্র তত্ত্বমিত্যাদি'—পরা, প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপ শক্তিত্রয়। 'বিষ্ণুশক্তিঃ পরা ইত্যাদি' শ্লোকটি বিষ্ণুপুরাণোক্ত। অবিদ্যা কর্ম্মনাম্নী তৃতীয়া শক্তি অর্থাৎ মায়া। 'তস্য নিমিত্তত্বম্'—তস্য—সেই ব্রহ্মের, 'উপাদানত্বঞ্চ অভিধীয়তে'—উপাদানত্বও শাস্ত্রে অভিহিত হয়। 'সবিশেষণে বিধিনিষেধৌ' ইত্যাদি ন্যায়ের অর্থ—কোনও বিশেষণবিশিষ্ট বস্তুর উপর যে বিধি ও নিষেধ বলা হয়, তাহা বিশেষণের উপর পর্য্যবসিত হয়, যেমন 'গৌরঃ পুমান্' বলিলে গৌরত্ব পুরুষের উপর বিহিত হইয়া সেই গৌরত্ব দেহে পর্য্যবসিত রূপে প্রতীত হইতেছে; নিষেধের উদাহরণ—ভগবৎ-কৈঙ্কর্য্য-প্রতিবন্ধী স্তব্ধঃ, অহঙ্কার ভগবানের দাসত্বের প্রতিবন্ধক অর্থাৎ নিন্দনীয়, এ-কথায় ভগবৎ-কৈঙ্কর্য্য-প্রতিবন্ধিত্বের নিষেধ বুঝাইতেছে, স্তম্ভবান্ ব্যক্তির নহে; স্তব্ধত্ব বিশেষণের, অর্থাৎ স্তব্ধত্ব ভগবৎকৈঙ্কর্য্য-প্রতিবন্ধক। স্তব্ধত্ববানের নিষেধ না হউক, ইহাই উক্ত ন্যায়ের প্রতিপাদ্য। 'এবঞ্চ নিমিত্তং কূটস্থম্' ইত্যাদি কূটস্থম্—অর্থাৎ নির্ব্বিকার। 'সূক্ষ্মপ্রকৃতিকং কর্ত্তৃ-স্থূলপ্রকৃতিকং কর্ম্মেত্যাদি'—সূক্ষ্মপ্রকৃতিকং সূক্ষ্ম অর্থাৎ যাহার গুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) অভিব্যক্ত হয় নাই, যাহাকে তমঃ-শব্দে শব্দিত করা হয়, সেই সঙ্কুচিতজ্ঞান জীবনাম্নী প্রকৃতি যাহাতে আছে, এতাদৃশ পরা শক্তিমান্ ব্রহ্ম কর্ত্তা অর্থাৎ নিমিত্তকারণ, আর উপাদানকারণ অবিদ্যা ও কর্ম্ম এই উভয় শক্তিসমন্বিত জানিবে। স্থূলপ্রকৃতিক ব্রহ্ম কর্ম্মপদবাচ্য—স্থূল অর্থাৎ যাহার গুণ অভিব্যক্ত হইয়াছে, প্রকৃত্যাদিরূপে বিকাশিত হইয়াছে ও জীবনাম্নী প্রকৃতি যাহার সেই ব্রহ্ম কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়মাণ কার্য্যাত্মক। অতঃপর বিবর্ত্তবাদের আক্ষেপ করিয়া খণ্ডন করিতেছেন—'নন্থু ইত্যাদি' দ্বারা —প্রশ্ন এই—বিশ্ব প্রপঞ্চ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত হউক না কেন? এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন—না, বিবর্ত্ত নহে, তাহা হইলে মৃৎপিণ্ড স্বর্ণ প্রভৃতি শ্রুতি-প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না, কারণ অধ্যস্ত বস্তু মিথ্যা, অধ্যাসের

অধিষ্ঠান সত্য হইয়া থাকে, কিন্তু কটকাদি ও ঘটাদি দ্রব্যের স্বর্ণাদি ও মৃত্তিকাদিতে অধ্যাস স্বীকার করিতে হইলে, মৃত্তিকাদির সত্যতা স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু বাস্তবপক্ষে উহা অসত্য, আর দার্ষ্টান্তিক ব্রহ্ম সত্য, এই দৃষ্টান্ত অসঙ্গত হয়। আবার শুক্তিতে রজত-ভ্রমরূপ বিবর্ত্তবাদে অনুপপত্তি দেখাইতেছেন—'ন চেত্যাদি' বাক্যদ্বারা। শুক্তি প্রভৃতিতে রজত প্রভৃতির অধ্যাসের মত ব্রহ্মে জগতের অধ্যাস অর্থাৎ কল্পনা বলা যায় না, যেহেতু 'তদ্বৎ'—শুক্তি প্রভৃতির মত, 'তস্য'—সেই ব্রহ্মের, 'পুরোনিহিতত্বাভাবাৎ' সম্মুখে স্থিতি নাই। প্রশ্ন—পুরোনিহিতত্ব-ধর্ম্ম বিবর্ত্তের প্রযোজক নহে অর্থাৎ অনুকূলতর্করহিত, যেহেতু দেখা যায়—সর্ব্বব্যাপী আকাশেরও ঘটাদিতে অল্পত্ব (ক্ষুদ্র পরিমাণত্ব)-রূপে অধ্যাস হইতেছে, কই আকাশ তো তথায় পুরোনিহিত নহে, (যেহেতু ব্রহ্মের মত আকাশও প্রত্যক্ষের অবিষয়) এই যদি বল, সে-বিষয়ে উত্তর করিতেছেন—'ন চাকাশবদিত্যাদি' আকাশের মত অধ্যাস বলা যায় না, কেননা আকাশ জ্ঞেয় পদার্থ কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞেয় নহেন, জ্ঞেয়ত্ব বা গোচরত্ব অধ্যাসের প্রযোজক, তাহা ব্রহ্মে নাই, অতএব জগতের অধ্যাস ব্রহ্মে স্বীকার করা যায় না। 'কিঞ্চেতি'—বিবর্ত্তবাদে আর একটি অনুপপত্তি—অন্যথাভাবকে বিবর্ত্ত বলা হয়, তাহার অর্থ—অন্য প্রকারে জ্ঞান, যথা শুক্তিকে রজতরূপে জ্ঞান। 'তচ্চ নাবৃত্তিমন্তরেণ সম্ভবেৎ' সেই অন্যথাজ্ঞান দ্বিতীয় বস্তু না থাকিলে হইতে পারে না, ব্রহ্ম অদ্বিতীয় বস্তু। যদি দ্বিতীয় বস্তু জগদাদির বাস্তবসত্তা স্বীকার কর, তবেই সে দ্বিতীয় হইবে, কিন্তু সেও বিবর্ত্ত মধ্যে পড়িল, এইরূপে অনবস্থা আসিয়া পড়ে। কথাটি এই—ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তুরই যখন অভাব তখন ব্রহ্মে তাহার জ্ঞান ইহাও বিবর্ত্ত, আবার তাহাকে সত্য বলিলে তাহাতে যাহার জ্ঞান হইবে, তাহার সত্তা মানিতে হয়, ইহাও বিবর্ত্ত, এইরূপে অনবস্থা ঘটিয়া পড়ে। 'এবমপি ক্বচিৎ' ইত্যাদি যদি বিবর্ত্ত স্বীকার না করা হয়, তবে কোন কোন শাস্ত্রে বিবর্ত্তের উল্লেখ সঙ্গত হয় কিরূপে? যেমন কথিত আছে—'আত্মানমেবাত্মতয়া ইত্যাদি······ভবাভবৌ যথা' যাঁহারা আত্মাকে আত্মরূপে জ্ঞান করেন, সেই আত্মা-দ্বারাই এই যে নিখিল প্রপঞ্চ নিজেতে কল্পিত হইয়াছে, তাহা জ্ঞান দ্বারা আবার নষ্ট হইয়া যায়, যেমন রজ্জুতে সর্প শরীরের উৎপত্তি ও নাশ হয়। —এই উক্তি দ্বারা সমর্থিত

বিবর্ত্তবাদের উদ্দেশ্য বিশ্বপ্রপঞ্চের উপর মিথ্যাত্ব বোধ জন্মাইয়া বৈরাগ্যোৎপাদন। 'ইতরথা'—তদ্ব্যতিরেকে অর্থাৎ যথাযথ যদি বিবর্ত্ত মানা যায় তবে দোষ এই, শব্দাদিতন্মাত্র আকাশাদি পঞ্চভূত ও অন্যান্য পদার্থ যাহারা প্রত্যেক সৃষ্টিকালে জন্মায়, তাহা হইতে অধিকও নহে কমও নহে, আবার অগ্নি উষ্ণ হয়, এইরূপ জল শীতল, পৃথিবী অনুষ্ণ অশীতল স্পর্শ এইরূপ বস্তু-স্বভাবগুলি নিয়মাধীন, ইহা সকলেই অনুভব করে, কিন্তু বিবর্ত্ত স্বীকার করিলে ইহা তাহা হইতে বিপরীত হইয়া যায়। কেননা, যদি বিশ্বপ্রপঞ্চ রজ্জুতে সর্পের মত ব্রহ্মে ভ্রম কার্য্য বিবর্ত্ত হয় তবে সেই বিশ্বের অনাদিত্ব ও বাস্তবত্ব থাকে না, যাহার জন্য প্রতি যুগের সৃষ্টির একরূপতা সিদ্ধ হয়। যেহেতু বিশ্বকে সাদি (আদিযুক্ত—অনাদি না হইয়া) বলিলে অকস্মাৎ সৃষ্টির স্বীকার হইলে মুক্ত পুরুষদিগেরও পুনর্জ্জন্মের আপত্তি হয় এবং পূর্ব্ব সৃষ্টির সাদৃশ্যেরও অনুপপত্তি ঘটে। যদি অবাস্তব বলা হয়, তবে স্বপ্ন-দৃষ্ট রাজ্যাদির মত ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে। অতএব বিবর্ত্ত নহে। 'পরিণাম এব শাস্ত্রীয়ঃ' ইতি শ্রুতি পরিণামের কথাই বলিয়াছেন যথা—'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত'—সৃষ্টির আরম্ভে পরমেশ্বর নিজেকে অভিব্যক্ত করিলেন। স্মৃতি বাক্যেও পাওয়া যায়—'পাচ্যাংশ্চ সর্ব্বান্ পরিপাচয়েদ্ যঃ' যিনি পরিণামের যোগ্য পদার্থগুলিকে পরিণাম করিবেন। আরও 'কালাদ্‌গুণব্যতিকরঃ পরিণামস্বভাবতঃ' কাল হইতে পরিণাম-স্বভাবে গুণের কার্য্য হয়। সূত্রের 'পরিণামাৎ' এই অংশ হইতেই পরিণামবাদ অবগত হওয়া যায়॥ ২৬॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার দেখাইতেছেন যে, যেহেতু পরমেশ্বরে সৃষ্টি-বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্বের কথা শোনা যায়, সেই হেতু তিনি নিমিত্ত ও উপাদানকারণ উভয়-স্বরূপ। সৃষ্টি-বিষয়ে নিজ সম্বন্ধীয় কৃতি ও শক্তির পরিণাম-বিচারে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভাষ্যকার বলেন—তৈত্তিরীয় শ্রুতির 'সোঽকাময়ত' (২।৬।২) এই বাক্য হইতে ব্রহ্মের কৃতিমত্ত্ব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, পুনরায় "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" (তৈঃ ২।৭।১) বাক্যে স্পষ্টই ব্রহ্মের কর্ম্মভূতত্ব উক্ত হইয়াছে। সুতরাং তিনি নিমিত্ত ও উপাদান উভয়-স্বরূপ ইহা বলিতেই হইবে, যদি পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, যিনি একমাত্র পূর্ব্বসিদ্ধ কর্ত্তৃস্বরূপ, তিনি কি প্রকারে কর্ম্মস্বরূপ হইতে পারেন? তদুত্তরে

বলিতেছেন যে, ইহা পরিণামবাদ হইতে সিদ্ধ হয়, কারণ তিনি কূটস্থ, সুতরাং তাঁহার শক্তির পরিণাম হেতু, তাঁহার নির্ব্বিকারত্বের কোন বিরোধ হয় না। অতএব তিনি কর্ত্তা হইয়াও স্বয়ং কূটস্থ থাকিয়া কর্ম্মস্বরূপ হওয়া অবিরুদ্ধ।

এ-বিষয়ে বিভিন্ন শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তাঁহার ভাষ্যে ও টীকায় বিবর্ত্তবাদিগণের বিবর্ত্তবাদের অসারতা বিভিন্ন যুক্তিমূলে খণ্ডন পূর্ব্বক শক্তি-পরিণামবাদ স্থাপন করিয়াছেন। ইহা তত্তৎস্থলে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"কালং কর্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।
আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে॥
কালাদ্‌গুণব্যতিকরঃ পরিণামস্বভাবতঃ।
কর্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ॥" (ভাঃ ২।৫।২১-২২)

অর্থাৎ সেই মায়াধীশ ভগবান্ বহুবিধ হইতে ইচ্ছা করিয়া আপনাতে অনুস্যূতভাবে অবস্থিত জীবের অদৃষ্ট, কাল ও স্বভাবকে যদৃচ্ছাসহকারে স্বীয় মায়া দ্বারা সৃষ্টির জন্য আশ্রয় প্রদান করেন। সেই ভগবৎ কর্ত্তৃক কাল অধিষ্ঠিত হইলে কাল হইতে গুণসমূহের ক্ষোভ উপস্থিত হয় অর্থাৎ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা ত্যক্ত হয়। ঈশ্বরাশ্রিত স্বভাব হইতে পরিণাম হইয়া থাকে। পুরুষাধিষ্ঠিত জীবের কর্ম্ম হইতে মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হয়।

আরও পাওয়া যায়,—

"দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ॥"
(ভাঃ ২।৫।১৪)

"আত্মসৃষ্টমিদং বিশ্বমন্বাবিশ্য স্ব-শক্তিভিঃ।
ঈয়তে বহুধা ব্রহ্মন্ শ্রুত-প্রত্যক্ষ গোচরম্॥" (ভাঃ ১০।৪৮।১৯)

শ্রীউদ্ধবের উক্তিতেও পাই,—

"দৃষ্টং শ্রুতং ভূত-ভবদ্ভবিষ্যৎ
স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্ম্মহদল্পকঞ্চ।
বিনাচ্যুতাদ্বস্তুতরাং ন বাচ্যং
স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ॥" (ভাঃ ১০।৪৬।৪৩)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—
"বস্তুতস্তু ভো ব্রজরাজ, যুষ্মদাদিকং সর্ব্বমিদং জগত্তচ্ছক্তিসৃষ্টত্বাত্তদাত্মকমেব জানীহি ব্রুহি চ তদনুরূপমিত্যাহ, দৃষ্টমিতি।"

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীপ্রকাশানন্দকে বলিয়াছেন,—

"ব্যাসের সূত্রেতে কহে 'পরিণাম' বাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি' তার উঠাইল বিবাদ॥
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি' 'বিবর্ত্ত'-বাদ স্থাপনা যে করি॥
বস্তুতঃ পরিণাম-বাদ সেই সে প্রমাণ।
'দেহে আত্মবুদ্ধি' হয় বিবর্ত্তের স্থান॥
অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে॥
প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি—ইথে কি বিস্ময়॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৭।১২১-১২৭)

শ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্যে উদ্ধৃত শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর রচিত 'পরমাত্ম-সন্দর্ভের' মর্ম্মে পাই,—

"বিবর্ত্তে বা মিথ্যাবাদের আশ্রয়ে জীব প্রভৃতি যাবতীয় দ্বিতীয়ভাব-বিশিষ্ট তত্ত্ব ব্রহ্মের নিজস্বরূপে অজ্ঞানদ্বারা কল্পিত হইয়াছে। অন্য কোন-

প্রকার-ধর্ম্মরহিত, সর্ব্ববিলক্ষণ, অহঙ্কারশূন্য, চিন্মাত্র ব্রহ্মবস্তুর অজ্ঞানাশ্রয়-যোগ্যতা, অজ্ঞানবিষয়াশ্রিতত্ব ও ভ্রম-হেতুত্ব কখনই সম্ভবপর নহে। ব্রহ্ম-বস্তু—পরম অলৌকিক বস্তু, সুতরাং তাঁহাতে ক্ষুদ্র মানবগণের অচিন্তনীয় শক্তির সম্ভাবনা আছে। প্রাকৃত চিন্তামণি প্রভৃতি বস্তুতেও যখন অলৌকিক-শক্তি দৃষ্ট হয়, তখন ব্রহ্মেও অলৌকিক শক্তি নিশ্চয়ই অবস্থিত। বাত, কফ ও পিত্ত, ত্রিবিধ দোষ একাধারে রোগীকে আশ্রয় করিলে যেরূপ পরস্পর-বিরোধিধাতুর শোধনের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা হয়, সেই প্রকার পরস্পরবিরোধিগুণত্রয়ের ধারিণী শক্তিদ্বারা ব্রহ্মের নিরাকারত্বাদি হইলেও অবয়বাদি স্বীকৃত হয়, তদ্বিষয়ে বেদপ্রমাণ আছে—"সনাতনপুরুষ-বিচিত্র-শক্তিবিশিষ্ট ; অপরের তাদৃশ শক্তিসমূহ নাই"—ইহা শ্বেতাশ্বতরে উক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতেও "আত্মা ঈশ্বর অতর্ক্য, সহস্রশক্তি-বিশিষ্ট" বলিয়া উক্ত আছে। ব্রহ্মসূত্রেও "আত্মায় এই প্রকার বিচিত্রতা আছে"। ব্রহ্মে দ্বৈতভাবের সঙ্গতি না থাকায় ব্রহ্মে অজ্ঞানাদির অসম্ভাবনা-হেতু কল্পনা করা যাইতে পারে না। "ব্রহ্মে যে অচিন্ত্য শক্তিসমন্বিত" এই যুক্তি এবং শ্রুতিবাক্যে তাঁহাতে দ্বৈতানুপপত্তি দূরে গিয়াছে ; তাহা হইলে অচিন্ত্যশক্তিই দ্বৈতোপপত্তির কারণ বলিয়া অবশিষ্ট থাকে। সেজন্য নির্ব্বিকার-স্বভাবসম্পন্ন হইলেও পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে বিশ্বরূপে পরিণাম আদি সংঘটিত হয়, যেরূপ চিন্তামণি স্বয়ং বিকারবিশিষ্ট না হইয়া সর্ব্বার্থপ্রসবে সমর্থ, অয়স্কান্তমণি নিজে বিকারবিশিষ্ট না হইয়া অন্য লৌহাদিকে আকর্ষণ-চালনাদি করিতে সমর্থ, তদ্রূপ ব্রহ্মবস্তু বিকৃত না হইয়া ব্রহ্মের বিকারযোগ্য শক্তিই বিকৃত হইয়া বিশ্বাকারে পরিণত হয়। তাহা হইলে ব্রহ্মের তাদৃশী শক্তি থাকায় প্রাকৃতের ন্যায় মায়া-শব্দের ইন্দ্রজালবিদ্যা-বাচ্যত্ব যুক্ত নহে। কিন্তু এই মায়া-দ্বারা বিচিত্রতা নির্ম্মিত হয় অর্থাৎ বিচিত্রার্থকর-শক্তিবাচ্যত্বই সিদ্ধ হয়। এজন্য পরমাত্মার পরিণামই যে এই বিশ্ব, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। অপরিণাম সত্যবস্তুর অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবেই পরিণতি হয়। সন্মাত্রত্ব-প্রকাশমান স্বরূপেরই বিস্তাররূপ দ্রব্যনামক শক্তি। সেই শক্তিরূপেরই পরিণতি হয়, পরন্তু স্বরূপের পরিণাম ঘটে না। যে প্রকার চিন্তামণি স্বীয় শক্তি পরিচালনা করিয়াও নিজে কোনপ্রকার বিকারান্তর্ভুক্ত হয় না, তদ্রূপ। অতএব কেহ কেহ এই বিশ্বের উপাদান

'ব্রহ্ম', আবার কেহ বা বিশ্বোপাদান 'প্রধান' বলিয়া থাকেন, এরূপ শুনা যায়। * * * পূর্ব্বে বারি দর্শন করিয়া বারির সম্বন্ধে ধারণা উদিত হইলেও তাহার অপ্রসঙ্গ সময়ে সেই ভাব নিদ্রিত থাকে, আবার তত্তুল্য বস্তুর দর্শনে সেই বৃত্তি জাগরূক হয়। সেই বস্তুর বিশেষ অনুসন্ধান ব্যতীত সেই বস্তুকে পূর্ব্ববস্তুর সহ অভেদ বলিয়া স্বেচ্ছাপর হইয়া আরোপ করিলে বারি মিথ্যা হয় না, অথবা স্মরণময়ী তদাকারা বৃত্তি মিথ্যা হয় না, অথবা বারিতুল্য মরীচিকাদি বস্তু মিথ্যা হয় না, কিন্তু বারির সহিত অভেদ বলিয়া আরোপই অযথার্থ বা মিথ্যা। স্বপ্নেও "মায়ামাত্রই সমগ্র অপ্রকাশিত স্বরূপ"—এই ন্যায়াবলম্বনে জাগরণকালের প্রতীত (দৃষ্ট) বস্তুর আকাররূপিণী মনোবৃত্তিতে পরমাত্মমায়া পূর্ব্বের ন্যায় সেই বস্তুতে অভেদ আরোপ করে ; তজ্জন্য বস্তুতঃ কিছুই মিথ্যা নহে। শুদ্ধাত্মায় বা পরমাত্মায় তাদৃশ তদারোপই মিথ্যা, বিশ্ব মিথ্যা নহে। * * * আরও বিবর্ত্তোদাহরণ—জ্ঞানাদি-প্রকরণের মধ্যে উল্লিখিত হওয়ায় গৌণ বলিয়া, পরিণামবাদ স্বপ্রকরণে পঠিত হওয়ায় মুখ্য বলিয়া এবং জ্ঞানাদি উভয় প্রকরণে পঠিত বলিয়া সন্দংশন্যায়সিদ্ধ-প্রাবল্যহেতু শক্তি-পরিণামকেই শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য বলিয়া জানা যায়।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও পাই,—

> 'পরিণাম-বাদ'—ব্যাস-সূত্রের সম্মত।
> অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
> মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।
> জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর, তবু অবিকার।
> ব্যাস—ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
> 'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥
> জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি, সেই মিথ্যা হয়।
> জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বরমাত্র হয়॥
>
> (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৭০-১৭৩)

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"শক্তিপরিণামবাদই 'জন্মাদ্যস্য'-সূত্রের সম্মত। অসংখ্য, অনন্ত নিত্যশক্তি যাঁহাতে জাত, স্থিত ও অব্যক্ত, শক্তিসমূহ যাঁহার অধীন,

এতাদৃশী শক্তিসমূহের প্রভুই 'ঈশ্বর'। অনন্তরূপে বিরাজমান নিত্যানিত্য শক্তি, আত্মানাত্ম শক্তি প্রভৃতির যুগপৎ ঈশ্বরে অবস্থিতি কিরূপভাবে সম্ভব, তাহা জীব বর্ত্তমান জড়বদ্ধাবস্থায় মায়াশক্তির অধীন থাকা-কালে বুঝিতে পারে না; তজ্জন্য মানবজ্ঞানে ঐরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ-সমাশ্রয়—অচিন্ত্য অথচ ঈশ্বরে নিত্য অবস্থিত। মানব জড়জ্ঞানাহঙ্কারে নিজের ক্ষুদ্র অজ্ঞানরূপ সামর্থ্যকে মিথ্যাকল্পনাদ্বারা বিপুল বলিয়া জ্ঞান করিয়া, যে শক্তিরাহিত্যরূপ একটি অবস্থাকে 'ব্রহ্ম'রূপে কল্পনা করে, তাহা চিন্ত্য-শক্তির প্রকার ভেদ মাত্র। তদ্দ্বারা জগৎকে ঈশ্বরের 'পরিণাম' বলিয়া বুঝিতে গেলে 'বিবর্ত্তবাদ' অবশ্য গ্রহণীয় হয়, কিন্তু ঈশ্বরত্বে যে অচিন্ত্য নিত্যশক্তিমত্তা নিহিত, ইহা বুঝিলে, ঈশ্বরের বহিরঙ্গা-মায়াশক্তি-পরিণত খণ্ডজ্ঞান-গম্য রাজ্যেও যে তিনি প্রকাশিত বা অবতীর্ণ হইতে পারেন, তাহা বুঝা যায়। কোন মণিতে এরূপ শক্তি নিহিত আছে যে, মণি স্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াও নিজমণিত্বকে অন্য প্রকারে পরিণত বা পরিবর্ত্তিত করে না; স্বর্ণ-সৃষ্টির পূর্ব্বে মণি যেরূপ ছিল, স্বর্ণপ্রসবের পরেও তদ্রূপই থাকে। যে প্রকার প্রকৃত অন্তর্নিহিত শক্তিপ্রভাবে মণি নিজে বিকার লাভ না করিয়া এবং মণি-ভিন্ন অপরবস্তু (স্বর্ণ) প্রসব করিয়াও নিজ-মণিত্বেই অবস্থিত হইতে পারে, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর স্বীয় মায়াশক্তি পরিচালনা করিয়া, তাদৃশ-শক্তিকে বিকারযোগ্য গুণময় জগদ্রূপে পরিণত করিতে পারেন। ঈশ্বর নিজের অন্যতম শক্তিকে বিকারময় জগদ্রূপে পরিণত করিয়াও নিজ-স্বরূপকে বিকার-রহিত রাখিতে পারেন,—এই নিত্যশক্তি তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে।

সেই সূত্রে,—ব্রহ্মসূত্রের প্রারম্ভে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের উত্তরে প্রথমেই "জন্মাদ্যস্য যতঃ"-সূত্র। এই সূত্র পরিণামবাদের উদ্দেশেই লিখিত, যথা,—"যতো বা ইমানি ভূতানি"—এই তৈত্তিরীয়বাক্য, "যথোর্ণনাভঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ"—এই মণ্ডুক-বাক্য ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভোক্ত শ্লোক-সকলের তাৎপর্য্যই 'পরিণামবাদ'। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য 'পরিণামবাদ' গ্রহণ করিলে পাছে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'-সূত্র 'দুষ্টসূত্র' ও তল্লেখক শ্রীব্যাসদেব 'ভ্রান্ত' বলিয়া কাল্পনিক-লক্ষণাবৃত্তিবাদিদিগের আক্রমণের পাত্র হন, তাহার প্রতিষেধার্থে এবং নিজ-গুরু ব্যাসকে ও 'জন্মাদ্যস্য'-সূত্রকে যথাক্রমে পরিণাম-

বাদী ও পরিণামবাদ বলিয়া গর্হণ না করে, তদুদ্দেশে কাল্পনিক যুক্তি বিস্তারপূর্ব্বক বেদের অংশবিশেষে লিখিত অন্যতাৎপর্য্যজ্ঞাপক 'বিবর্ত্তবাদ'ই সত্য বলিয়া স্থাপন করিলেন।

নিত্য কৃষ্ণদাস নির্ম্মল জীব, কর্ম্মফল ভোগপর স্থূলসূক্ষ্মদেহদ্বয়কে ভ্রম-ক্রমে যে 'আমি' বুদ্ধি করেন, ঐ বুদ্ধি—মিথ্যা; উহাই 'বিবর্ত্তবাদের' স্থল। জীবাত্মা 'অনিত্য, কালবশযোগ্য-ব্রহ্মে'র অজ্ঞানজন্য তাৎকালিক স্থূল শরীর বা সূক্ষ্মশরীর নহেন। বিশ্ব বস্তুতঃ মিথ্যা নহে, তবে কালদ্বারা পরিবর্ত্তনযোগ্য। বিশ্ব-ভোগবুদ্ধিতে জীবের 'বিবর্ত্ত' আছে। এই অচিৎ বিশ্বের স্বরূপ—শক্তি-পরিণত। মায়াবাদী জীবস্বরূপে ও বিশ্বের স্বরূপে 'বিবর্ত্ত' বিচার করেন, কিন্তু উভয়ই শক্তি-পরিণাম ॥ ২৬ ॥

সূত্রম্—যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ—'যোনিঃ চ'—উপাদানকারণ ও পুরুষ অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ এই উভয়স্বরূপ ব্রহ্ম কথিত হন, 'হি'—যেহেতু, এইজন্য পরমেশ্বর উভয়ই ॥ ২৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" "কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্" ইত্যাদি শ্রুতৌ যোনিমিতি কর্ত্তারং পুরুষমিতি চ গীয়তে হি যস্মাদতো ব্রহ্মৈবোভয়ম্। যোনিশব্দস্তূপাদানবাচী। পৃথিবী যোনিরোষধিবনস্পতীনামিত্যাদি প্রয়োগাৎ। যৎ খলু নিমিত্তোপাদানয়োর্লোকবেদাভ্যাং ভেদ ইতি যচ্চ লোকে কার্য্যস্যা-নেকসিদ্ধত্বনিয়মাদেকস্মাদেব তস্মাৎ তদ্বক্তুং ন তাঃ ক্ষমা ইত্যুক্তং তদনেনৈব প্রত্যুক্তম্ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'যদ্ভূতযোনিং…পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্' যাঁহাকে পণ্ডিতগণ সমস্ত প্রাণীর উপাদানকারণ মনে করেন, যিনি কর্ত্তা অর্থাৎ নিমিত্তকারণ নিয়ন্তা পুরুষ ব্রহ্মভূত আদিকারণ। ইত্যাদি শ্রুতিতে 'যোনিম্' এইপদ দ্বারা 'কর্ত্তারম্ পুরুষম্' ইহাও যেহেতু কথিত হইতেছে এইজন্য ব্রহ্ম উভয়স্বরূপ। যোনি-শব্দ উপাদানবাচক, যেহেতু 'পৃথিবী যোনিরোষধিবনস্পতীনাম্' পৃথিবী ওষধি বনস্পতি প্রভৃতির যোনি অর্থাৎ উপাদানকারণ ইত্যাদি

প্রয়োগ রহিয়াছে। নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণের লোকব্যবহার ও বেদশাস্ত্রদ্বারা ভেদ কথিত হয়, আর যে বলা হয়, কার্য্য অনেককারণ (সামগ্রী) হইতে সিদ্ধ হয় অতএব এক ব্রহ্ম হইতে সেই জগৎকার্য্যের উৎপত্তি উপনিষদ্‌বাক্যগুলি বলিতে পারে না, এই যে আপত্তি করা হয়, তাহার প্রত্যুত্তর বা খণ্ডন এই 'আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ' এই সূত্র-ব্যাখ্যান দ্বারাই হইল ॥ ২৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—যোনিরিতি। যৎ খল্বিতি। তৎ জগৎ কার্য্যম্। তা উপনিষদঃ। অনেনৈব আত্মকৃতেরিতি সূত্রব্যাখ্যানেনৈব ॥ ২৭ ॥

টীকানুবাদ—'যোনিরিত্যাদি' সূত্রের 'যৎ খলু' ইত্যাদি ভাষ্য—'তস্মাদ্ তদ্‌বক্তুম্'—তৎ—জগৎকার্য্য। 'ন তাঃ ক্ষমাঃ'—তাঃ—উপনিষদ্ বাক্যসমূহ। 'তদনেনৈব প্রত্যুক্তম্'—অনেন—'আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ' এই সূত্রের ব্যাখ্যান দ্বারাই খণ্ডিত হইল ॥ ২৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ব্রহ্ম যে উপাদান ও নিমিত্তকারণস্বরূপ; তদনুকূলে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রুতিতে ব্রহ্মকে যোনিস্বরূপ ও কর্ত্তা-পুরুষ বলায় তিনি উভয়স্বরূপ, ইহাই প্রতিপাদিত হয়। মুণ্ডক শ্রুতিতে আছে—"যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।"—(১।১।৬) এবং "কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্"—(মুঃ ৩।১।৩) এ-স্থলে, যোনি এবং কর্ত্তা-পুরুষ গীত হওয়ায় ব্রহ্মই উভয়স্বরূপ। কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ পরস্পর ভেদযুক্ত এবং এক কার্য্যের বহু কারণ থাকে, সুতরাং এক ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি প্রতিপাদন করা যায় না, তদুত্তরে বলিতেছেন যে পূর্ব্বসূত্রেই উক্ত আপত্তি খণ্ডন করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"জানে ত্বামীশং বিশ্বস্য জগতো যোনিবীজয়োঃ।
শক্তেঃ শিবস্য চ পরং যৎ তদ্‌ব্রহ্ম নিরন্তরম্ ॥" (ভাঃ ৪।৬।৪২)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥"

(গীঃ ১৪।৩-৪) ॥ ২৭ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ দর্শিতঃ সমন্বয়ো ভজ্যেত ন বেতি বিশঙ্কাং বিহন্তুং অধিকরণমারভতে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদাদৌ শ্রূয়তে—"ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ।" "একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ"। "যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ। বিশ্বাধিকো রুদ্রঃ শিবো, মহর্ষিঃ।" "যদা তমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবল" ইতি। "প্রধানাদিদমুৎপন্নং প্রধানমধিগচ্ছতি। প্রধানে লয়মভ্যেতি ন হ্যন্যৎ কারণং মতম্" ইতি। "জীবাদ্‌ভবন্তি ভূতানি জীবে তিষ্ঠন্ত্যচঞ্চলাঃ। জীবে চ লয়মিচ্ছন্তি ন জীবাৎ কারণং পরম্" ইতি চৈবমাদি। তত্র সংশয়ঃ। কিমেতে হরাদিশব্দাঃ শিতিকণ্ঠাদের্বাচকা উত পরব্রহ্মণ এবেতি। প্রসিদ্ধেঃ শিতিকণ্ঠাদেরেবেতি প্রাপ্তে—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে শ্রীবলদেবকৃতমবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—বিশ্বের কারণ সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীহরিতেই বেদান্তবাক্যগুলির সমন্বয় বা তাৎপর্য্য দেখান হইয়াছে কিন্তু তাহার ভঙ্গ হইবে কিনা? এই আশঙ্কা নিরাস করিবার জন্য এই একটি অধিকরণ আরম্ভ করা হইতেছে। শ্বেতাশ্বতরাদি উপনিষদে শ্রুত হইতেছে, যথা—'ক্ষরং প্রধানম্ অমৃতাক্ষরং হরঃ"। প্রধান বা প্রকৃতি ক্ষরপদার্থ, কিন্তু হর অক্ষর—অবিনশ্বর। এই শ্রুতিতে, 'একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ' এক রুদ্রই আছেন, তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় আশ্রয় লইয়া এই ভূতবর্গ ছিল না এই শ্রুতিতে 'যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ...শিবো মহর্ষিঃ'—যিনি সমস্ত দেবের উৎপত্তিস্থান ও স্থিতির কারণ, বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, রুদ্র, তিনি মহাযোগী মঙ্গলময়। এই শ্রুতিতে শিবকে জগৎকারণ বলা হইয়াছে। আরও কথিত হইয়াছে, যখন

কেবল তমঃ ছিল, দিন নহে, রাত্রি নহে, সৎ ছিল না অসৎও ছিল না, এক অদ্বিতীয় শিবই তৎকালে ছিলেন, ইহার দ্বারাও শিবেরই পরমেশ্বরত্ব ঘোষিত হইতেছে। আবার কোন শ্রুতি প্রধানকেই সর্ব্বকারণ বলিতেছেন, যথা—'প্রধানাদিদমুৎপন্নং……কারণং মতম্'। প্রকৃতি হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, প্রধানকেই আশ্রয় করিয়া থাকে এবং প্রধানেই লয় প্রাপ্ত হয়, আর অন্য কেহ কারণ সম্মত নহে। শ্রুত্যন্তরে বলা হইয়াছে—জীবাত্মা হইতেই পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে, জীবেই স্থির হইয়া আছে এবং জীবেতেই লয় প্রাপ্ত হয় অতএব জীবভিন্ন অন্য কোন কারণ নাই। এই প্রকার আরও অনেক শ্রুতি বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করিতেছেন। তাহাতে সংশয় এই—হর প্রভৃতি শব্দ কি শিতিকণ্ঠাদির বাচক? অথবা পর-ব্রহ্মের বাচক? পূর্ব্বপক্ষী বলেন, যেহেতু হর প্রভৃতি শব্দ শিতিকণ্ঠাদি অর্থেই প্রসিদ্ধ, অতএব তাঁহাদেরই বাচক হইবে, এই মতের খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থপাদের শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—বিশ্বকারণে সর্ব্বেশ্বরে শ্রীহরৌ বেদানাং সমন্বয়ো দর্শিতঃ স ন যুজ্যতে শ্রীশিবাদেরপি বিশ্বকারণত্বেন শ্রবণাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধেরাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। অথেত্যাদি। ক্ষরমিত্যাদৌ হরাদি-শব্দানাং সিদ্ধান্তার্থোঽয়ং হরতি তত্ত্বানি লয়াভিমুখ্যং নয়তি ইতি হরঃ পরমাত্মা স ত্বমৃতাক্ষর ইত্যর্থঃ। রুজং সংসৃতিপীড়াং দ্রাবয়তি অপনয়তীতি রুদ্রঃ স এব। একঃ সর্ব্বাধ্যক্ষঃ। তস্মাৎ দ্বিতীয়ায় ন তস্থুঃ ততোঽন্যং নোপতস্থুরাশিশ্রিয়ুরিত্যর্থঃ। শিবো মঙ্গলরূপঃ শ্রীহরিঃ মঙ্গলং মঙ্গলানামিতি সহস্রনামস্তোত্রাৎ। প্রধানাদিতি। প্রধানাৎ সর্ব্বতত্ত্বমুখ্যাৎ পরমাত্মনঃ। জীবাদিতি জীবয়তি সর্ব্বানিতি ব্যুৎপত্তের্জীবঃ পরেশঃ কো হেবান্যাদিতি শ্রুতেশ্চেতি। পূর্ব্বপক্ষে তু হরাদিনামানঃ শিতিকণ্ঠাদয়ো বোধ্যাঃ। তত্রেতি। তত্র ক্ষরমিত্যাদিশ্রুতিষু। শিতিকণ্ঠাদেরুমাপত্যাদেঃ।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে শ্রীবলদেবকৃত-অবতরণিকা-ভাষ্যস্য সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা॥

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আক্ষেপ হইতেছে—জগৎসৃষ্টির কারণ, সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীহরিতে সমস্তবেদের তাৎপর্য্য যাহা দেখান হইয়াছে, তাহা তো যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ—বিশ্বকর্তৃরূপে শিবাদির উল্লেখ শ্রুতিতে দেখা যায়; সেই আক্ষেপের সমাধান হওয়ায় এই প্রকরণে আক্ষেপসঙ্গতি জানিবে। 'ক্ষরম্ প্রধানমিত্যাদি' শ্রুতির অন্তর্গত হর প্রভৃতি শব্দের পূর্ব্বপক্ষিমতে অর্থ অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদে দেখান হইয়াছে, সম্প্রতি সিদ্ধান্ত অর্থ দেখাইতেছেন—হরতি অর্থাৎ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বকে যিনি লয়ের দিকে লইয়া যান, সেই পরমেশ্বর—তিনি কিন্তু অমৃত—নিত্য, অক্ষর—নির্ব্বিকার, এই অর্থ। তিনিই রুদ্র—'রুজং' সংসার পীড়াকে, 'দ্রাবয়তি' দূর করিয়া দেন এই অর্থে। 'একঃ'—সর্ব্বাধ্যক্ষ, সেইজন্য 'দ্বিতীয়ায় ন তস্থুঃ'—তাঁহা ছাড়া অন্য কাহাকেও তত্ত্বগুলি আশ্রয় করে নাই। তিনি 'শিবঃ'—মঙ্গলময় শ্রীহরি, 'মঙ্গলং মঙ্গলানাম্' সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গলত্ব তাঁহাতে, বিষ্ণুর সহস্রনামস্তোত্রে ইহা কথিত হইয়াছে, এইজন্য। 'প্রধানাদিদমুৎপন্নম্' ইত্যাদি শ্রুতির সিদ্ধান্তিত অর্থ যথা—প্রধান অর্থাৎ সমস্ত তত্ত্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই পরমেশ্বর হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন। 'জীবাদ্-ভবন্তি ভূতানি' ইত্যাদি শ্রুতির সিদ্ধান্তার্থ—'জীবয়তি সর্ব্বান্' ইতি যিনি সকলকে বাঁচাইয়া রাখেন, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে জীব-শব্দের অর্থ পরমেশ্বর। শ্রুতিও সেই কথা বলিয়াছেন—'কোহেবান্যাৎ' তিনি ভিন্ন আর কে জীবনদাতা আছে? পূর্ব্বপক্ষীর মতে হর প্রভৃতি শব্দ প্রসিদ্ধ শিতিকণ্ঠ (মহাদেবের) বাচক জানিবে। 'তত্র সংশয়ঃ' ইত্যাদি—তত্র অর্থাৎ 'ক্ষরং প্রধানম্' ইত্যাদি শ্রুতিতে 'শিতিকণ্ঠাদেৰ্বাচকাঃ'—শিতিকণ্ঠ প্রভৃতির নীলকণ্ঠ যিনি উমাপতি তাঁহাদের অভিধায়ক।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থপাদের শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ সমাপ্ত॥

সর্ব্বব্যাখ্যানাধিকরণম্

সূত্রম্—এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ॥ ২৮॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে সূত্রং সমাপ্তম্॥

সূত্রার্থ—'এতেন' পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্রহ্মে সমন্বয় বিচার দ্বারা, 'সর্ব্বে'—সমস্তই হর প্রভৃতি শব্দও, 'ব্যাখ্যাতাঃ'—ব্যাখ্যাত হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্ম তাৎপর্য্যে যোজিত হইয়াছে, যেহেতু হরাদি সমস্তই তাঁহার নাম। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাত শব্দ অধ্যায়-সমাপ্তিসূচক ॥ ২৮ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থপাদের সূত্রার্থ সমাপ্ত ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—এতেনোক্তপ্রকারকসমন্বয়চিন্তনেন সর্ব্বে হরাদয়ঃ শব্দা ব্যাখ্যাতা ব্রহ্মপরতয়া নীতাঃ তস্য সর্ব্বনামত্বাৎ। "নামানি বিশ্বানি ন সন্তি লোকে যদাবিরাসীৎ পুরুষস্য সর্ব্বম্। নামানি সর্ব্বাণি যমাবিশন্তি তং বৈ বিষ্ণুং পরমমুদাহরন্তি" ইতি ভাল্লবেয়শ্রুতিঃ। বৈশম্পায়নোঽপ্যেতান্ শ্রীকৃষ্ণাহ্বয়ান্ সস্মার। "শ্রীনারায়ণাদীনি নামানি বিনান্যানি রুদ্রাদিভ্যো হরির্দত্তবান্" ইত্যন্যত্র স্মর্য্যতে। কিন্ত্বয়মত্র নিয়মঃ। যত্রান্যবাচকত্বেঽপ্যবিরোধস্ত-ত্রান্যদমুখ্যতয়োচ্যতে। যত্র তু বিরোধস্তত্র শ্রীবিষ্ণুরেবিতি। পদাভ্যাসোঽধ্যায়সমাপ্তিদ্যোতনায় ॥

সর্ব্বে বেদাঃ পর্য্যবস্যন্তি যস্মিন্ সত্যানন্তাচিন্ত্যশক্তৌ পরেশে।
বিশ্বোৎপত্তিস্থেমভঙ্গাদিলীলে নিত্যং তস্মিন্নস্তু কৃষ্ণে মতির্নঃ ॥২৮॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে শ্রীবলদেবকৃতং মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত প্রকার সমন্বয় বিচার করিলে দেখা যায়—হর, শিব, রুদ্র, বিশ্বেশ্বর, প্রধান, জীব প্রভৃতি শব্দ ব্রহ্মেই তাৎপর্য্যবোধক। যেহেতু তিনি সমস্ত নামময়। ভাল্লবেয় শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন, যথা—'নামানি বিশ্বানি···পরমমুদাহরন্তি' এই যত কার্য্য নাম লৌকিক প্রয়োগে শ্রুত হয়, ইহারা কারণনাম হইতে ভিন্ন নহে, পরমেশ্বর হইতেই সমস্ত ব্যক্ত হইয়াছে। আবার সকল নাম যাহাতে লীন হয়, তাহাকেই পণ্ডিতগণ পরমপুরুষ বিষ্ণু বলিয়া থাকেন। বৈশম্পায়ন মুনিও এই শিব, রুদ্র প্রভৃতি নাম শ্রীকৃষ্ণেরই বাচক বলিয়াছেন। অন্যত্র স্কন্দ পুরাণেও শ্রুত হইতেছে যে,

শ্রীহরি নিজস্ব নারায়ণ প্রভৃতি নাম ব্যতীত অন্য সকল হর প্রভৃতি নাম রুদ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতিকে দিয়াছেন। কিন্তু ইহা হইলেও সিদ্ধান্ত এই—যেখানে অন্য বাচক হইলেও কোন বিরোধ নাই, তথায় অন্য নাম গৌণরূপে কথিত হয় কিন্তু যেখানে বিরোধ আছে, তথায় যেমন নারায়ণ শব্দ রুদ্রে প্রযুক্ত হইলে, শ্রীবিষ্ণুই সেই নামের বাচ্য। 'ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ' এই যে দুইবার ব্যাখ্যাত শব্দের আবৃত্তি করা হইল, ইহা অধ্যায় সমাপ্তিদ্যোতক। অধ্যায়ান্তে আবার মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। ভাষ্যকার পতঞ্জলি মুনিও বলিয়াছেন, 'মঙ্গলাদ্যানি মঙ্গলমধ্যানি মঙ্গলান্তানি প্রথন্তে আয়ুষ্মৎ পুরুষাণি ভবন্তি' ইত্যাদি—যে সকল গ্রন্থের আদিতে, মধ্যে ও অবসানে মঙ্গলাচরণ আছে, সেই সকল গ্রন্থ অপ্রতিহত গতিতে চলিতে থাকে এবং গ্রন্থকারের পরমায়ুঃ বাড়ে। 'সর্ব্বে বেদাঃ' ইত্যাদি মঙ্গলাচরণ শ্লোকের অর্থ এই—সকল বেদ যে পরমেশ্বরে পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কেই বুঝাইয়া থাকে, যিনি সত্যস্বরূপ, অচিন্তনীয়, অনন্তশক্তিসম্পন্ন; বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় যাঁহার লীলা, সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে আমাদের স্থিরা ভক্তি হউক ॥ ২৮ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থপাদের শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূক্ষ্মা টীকা—এতেনেতি। তস্যেতি। তস্য পরব্রহ্মণঃ। শ্রীবিষ্ণোরেব হরাদিনামনামিত্বাদিত্যর্থঃ। যদুক্তং ব্রহ্মাণ্ডে। "রুজং দ্রাবয়তে যস্মাৎ রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দ্দনঃ। ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ। পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ। তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ। শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্ব্বসংরোধনাদ্ধরঃ। কৃত্ত্যাত্মকমিদং বিশ্বং যতো বস্তে প্রবর্ত্তয়ন্। কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ। বৃংহণাদ্ ব্রহ্মনামাসাবৈশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে। এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ। বেদেষু চ পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ"। ইতি মনুষ্যাদি-শব্দানামপি শ্রীহরৌ বৃত্তিঃ শ্রূয়তে। কিমুত তত্র যোগভাজাং হরাদি-শব্দানামিত্যভিপ্রায়েণোদাহরতি যদ্ যতঃ পুরুষাদেব সর্ব্বমাবিরভূৎ। নামানীতি। কার্য্যনামান্যপি কারণনামান্যেবাভেদাদিতিভাবঃ। বৈশম্পায়-নোঽপীতি। এতান্ হরাদিশব্দান্। অন্যত্রেতি। যথা স্কান্দে। "ঋতে

নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ। প্রাদাদন্যত্র ভগবান্ রাজবৎ ত্র্যম্বকং পুরম্" ইতি। ব্রাহ্মে চ—"চতুর্ম্মুখঃ শতানন্দো ব্রহ্মণঃ পদ্মভূঃ" ইতি। "উগ্রো ভস্মধরো নগ্নঃ কাপালীতি শিবস্য চ। বিশেষনামানি দদৌ স্বকীয়ান্যপি কেশব" ইতি। যত্রেতি শাস্ত্রে। ইত্থং পঞ্চত্রিংশদধিকৈকশতসূত্রকেণ সপ্তত্রিংশদধিকরণকেন প্রথমাধ্যায়েন ব্রহ্মণি বেদানাং সমন্বয়ং নিরূপ্যাথ তদ্ভক্ত্যাশয়া মঙ্গলমাচরতি সর্ব্ব ইতি। স্থেমা পালনম্। ভঙ্গঃ সংহারঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা ॥

টীকানুবাদ—'এতেন' ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে 'তস্য সর্ব্বনামত্বাৎ' তস্য—অর্থাৎ সেই পরব্রহ্মের, শ্রীবিষ্ণুই হরাদি নামের নামী—এইজন্য। যেহেতু ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা আছে—'রুজমিত্যাদি' যেহেতু তিনি সংসার পীড়াকে দূর করিয়া দেন এজন্য রুদ্র, সেইজন্য তিনি জনার্দ্দন—লোকের রক্ষক। সর্ব্ব-নিয়ন্তা বলিয়া ঈশান, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেব এইজন্য মহাদেব। 'পিনাকী' পি—পিবন্তি ভোগ করে, নাকং—স্বর্গকে যাহারা অর্থাৎ সংসার সাগর হইতে যাহারা মুক্ত হইয়া থাকে, বিষ্ণু তাহাদের আধার, এইজন্য বিষ্ণুকে পিনাকী বলা হয়। আনন্দস্বরূপ বলিয়া 'শিব', সর্ব্বসংসার নাশ করেন বলিয়া 'হর', এই বিশ্বের নাম কৃত্তি অর্থাৎ বেষ্টন কর্ম্ম, সেই কৃত্তিকে যিনি প্রবর্ত্তিত (পরিচালিত) করিতেছেন, সেকারণ তিনি 'কৃত্তিবাসাঃ'। সংসারকে বিরেচন অর্থাৎ দূরীকরণ করেন বলিয়া 'বিরিঞ্চি'; 'বৃংহণাৎ' বর্দ্ধকত্ববশতঃ তিনি ব্রহ্ম নামে খ্যাত, 'ইদি পরমৈশ্বর্য্যে' এই অর্থে ইন্দ্‌+র প্রত্যয়ে ইন্দ্র শব্দটি নিষ্পন্ন, অতএব পরমেশ্বর বলিয়া তিনি ইন্দ্র নামে অভিহিত। এইরূপে একই পরমেশ্বর ত্রিবিক্রম, নারায়ণ নানাবিধ শব্দে শব্দিত হন। বেদ, পুরাণে যিনি উত্তমপুরুষ বলিয়া গীত হন তিনি পুরুষোত্তম। যখন মনুষ্যাদি শব্দগুলিও শ্রীহরির বাচক, ইহা রূঢ়ি শক্তিতে বোধ্য, তখন যেখানে প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগবলে শ্রীহরিকে বুঝাইবে, সেই হর প্রভৃতি শব্দ যে পরমেশ্বরকে বুঝাইবে, ইহাতে আর বক্তব্য কি? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'যদাবিরাসীৎ পুরুষস্ত সর্ব্বম্' ইহার অর্থ 'যৎ' যাহা হইতে, 'সর্ব্বং' সমস্ত বিশ্ব 'আবিরাসীৎ' আবির্ভূত হইয়াছে। 'শ্রীনারায়ণাদীনি নামানি' ইত্যাদি কার্য্যনামগুলিও কারণ-

নাম স্বরূপ, যেহেতু উহারা অভিন্ন—এই অভিপ্রায়ে। 'বৈশম্পায়নোঽপীত্যাদি'—এতান্—এই সকল হর প্রভৃতি শব্দকে। 'অন্যত্র স্মর্য্যতে'—অন্য স্থলেও স্মৃত হয়, যথা স্কন্দপুরাণে 'ঋতে নারায়ণাদীনি…ত্র্যম্বকং পুরম্' ভগবান্ শ্রীহরি নারায়ণ ত্রিবিক্রম প্রভৃতি নিজস্ব নামগুলি ব্যতীত অন্য সমস্ত নাম অপরাপরকে দিয়াছেন। যেমন রাজা নিজস্ব রাজচিহ্ন ব্যতীত অপরাপর ভোগ্য বস্তু অপরাপরকে দেন, সেইরূপ পুরুষোত্তম শ্রীহরি মহাদেবকে ত্র্যম্বক পুরারি নাম দিয়াছেন অতএব পুরারি শব্দ মহাদেবের বাচক। ব্রহ্ম পুরাণেও কথিত হইয়াছে—পদ্মযোনি ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ, শতানন্দ, পদ্মযোনি প্রভৃতি নাম, শিবের উগ্র, ভস্মধর, নগ্ন, কপালী নাম। বিশেষ নাম গুলি স্বকীয় হইলেও অপরাপর দেবতাকে দিয়াছেন। 'যত্রান্যবাচকত্বেঽপ্যবিরোধ' ইত্যাদি—যত্র—অর্থাৎ যে শাস্ত্রে। এই প্রকারে একশত পঁয়ত্রিশটি সূত্র-সমন্বিত, সাইত্রিশটি অধিকরণাত্মক প্রথমাধ্যায় দ্বারা সমস্ত বেদান্ত বাক্যের ব্রহ্মে তাৎপর্য্য দেখাইয়া অতঃপর সেই ব্রহ্মে ভক্তির উৎকর্ষের আশায় মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—'সর্ব্বে বেদাঃ পর্য্যবস্যন্তি' ইত্যাদি। স্থেমা—স্থিরত্ব অর্থাৎ পালন। ভঙ্গ—প্রলয়, সংহার ॥ ২৮ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থপাদের মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি আশঙ্কা করেন যে, শ্রীহরিতেই যে বিশ্বের একমাত্র কারণ ও সকলের ঈশ্বর বলিয়া বেদবাক্য সকলের সমন্বয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ শিবাদিকেও কোথাও কোথাও বিশ্বের কারণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরে যেমন কথিত হইয়াছে—"ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ" (শ্বেঃ ১।১০) "একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ।" ইত্যাদি। ইহাতে যদি এইরূপ সংশয় উপস্থিত হয় যে, এই হরাদি শব্দ কি শিতিকণ্ঠ-বাচক? অথবা পরব্রহ্মের বাচক? যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, 'হর'-শব্দ শিতিকণ্ঠ অর্থেই প্রসিদ্ধ, সুতরাং শিতিকণ্ঠকেই 'হর' বলিয়া ধরিব। ইহারই খণ্ডনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্রহ্ম সমন্বয়-বিচার দ্বারা 'হর' প্রভৃতি শব্দসমূহ যে একমাত্র

পরব্রহ্মের বাচক, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। কারণ ব্রহ্মই সর্ব্বনাম-স্বরূপ। অর্থাৎ সকল নামই পরব্রহ্মেরই বাচক। এ-বিষয়ে ভাষ্য ও টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীভগবানের বাক্যেও পাই,—

"অহং ব্রহ্মা চ শর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্।
আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ॥
আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ।
সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্॥
তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি।
ব্রহ্মরুদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনুপশ্যতি॥" (ভাঃ ৪।৭।৫০-৫২)

আরও পাওয়া যায়,—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥" (ভাঃ ১।২।২৩)

শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম-স্তোত্রে বিষ্ণুর শিবাদি নাম পাওয়া যায়,—

"সর্ব্বঃ শর্ব্বঃ **শিবঃ** স্থাণুর্ভূতাদির্নিধিরব্যয়ঃ।"
"বাসুদেবো বৃহদ্ভানুরাদিদেবঃ **পুরন্দরঃ**।"
"**জীবো** বিনয়িতা সাক্ষী মুকুন্দোঽমিতবিক্রমঃ।"
"ব্রহ্মণ্যো বৃক্ষকৃদ্ **ব্রহ্মা** ব্রহ্ম ব্রহ্ম-বিবর্দ্ধনঃ।"
"অণুর্বৃহন্ কৃশঃ স্থূলো গুণভৃন্নির্গুণো **মহান্**" ইত্যাদি।

বেদে ও পুরাণে যে নানাবিধ শব্দে পুরুষোত্তম তত্ত্বকেই গান করা হইয়াছে, তাহাও পাওয়া যায়,—

"রুজং দ্রাবয়তে যস্মাদ্রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দ্দনঃ।
ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ॥
পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ।
তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ॥

শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্ব্বসংরোধনাদ্ধরঃ।
কৃত্ত্যাত্মকমিদং বিশ্বং যতো বস্তে প্রবর্ত্তয়ন্॥
কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ।
বৃংহণাদ্ ব্রহ্মনামাসৌ ঐশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে॥
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ।
বেদেষু চ পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ॥" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

স্কন্দপুরাণেও পাওয়া যায়,—পুরুষোত্তম কেশব নারায়ণাদি নাম ভিন্ন অন্য নাম দেবতাদিগকে প্রদান করিলেন। ব্রহ্মপুরাণেও এ-বিষয়ে পাওয়া যায়, টীকায় দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় 'ব্যাখ্যাতাঃ' শব্দের দ্বারা অধ্যায়ের সমাপ্তি বুঝাইতেছেন। অবশেষে পুনরায় 'মঙ্গলাচরণ' পূর্ব্বক সমাপ্ত করিতেছেন।

আচার্য্য শ্রীশঙ্করের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—এতদ্দ্বারা সকলই ব্যাখ্যাত হইল। প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল বলিয়াও 'ব্যাখ্যাত' শব্দটি এখানে দুইবার ব্যবহার করা হইয়াছে। অনেকের ধারণা—সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ উপনিষদে পাওয়া যায়, আবার কেহ কেহ বলেন—বৈশেষিকের পরমাণুবাদও উপনিষদে দৃষ্ট হয়; এইভাবে উপনিষদের দ্বারা অন্যান্য মতবাদ সমর্থনের চেষ্টা অনেকে করেন; ইহাদের মধ্যে সাংখ্যমতাবলম্বীই প্রধান। এজন্য সাংখ্যমত খণ্ডনের জন্য বিশেষ যত্ন হইয়াছে এবং এইভাবে বৈশেষিকাদি মতও খণ্ডিত হইয়া থাকে। এই সকল প্রতিপক্ষের মতগুলি শ্রুতির সিদ্ধান্তের প্রতিকূল।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্যের মর্ম্মে পাই,—প্রথম অধ্যায়ের পাদচতুষ্টয়ে যে যুক্তি-প্রণালী প্রদর্শিত হইল, তাহা দ্বারাই সর্ব্ব বেদান্তে জগৎকারণ-প্রতিপাদক বিশেষ বিশেষ বাক্যসমূহ যে, চেতনাচেতন-বিলক্ষণ-সর্ব্বজ্ঞ-সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম-প্রতিপাদনপর, তাহাই নির্ণীত হইল অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মই যে জগৎকারণ, তাহাই শ্রুতির সিদ্ধান্তে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অধ্যায়ের সমাপ্তি বুঝাইবার জন্য 'ব্যাখ্যাত' শব্দ দুইবার উক্ত হইয়াছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাওয়া যায়,—পূর্ব্বোক্ত কারণে শূন্যাদি শব্দ সমূহও শ্রীভগবান্ বিষ্ণুবিষয়ক বলিয়া নিরূপিত হইল। মহোপনিষদে

পাওয়া যায় যে, ইনিই শূন্য, ইনিই তুচ্ছ, ইনিই অভাব, ইনিই অব্যক্ত, অদৃশ্য, অচিন্ত্য এবং নির্গুণ। মহাকৌর্ম্মেও আছে যে, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং অদৃশ্য হইয়া আত্মসুখ হইতে সকলের সুখকে অল্প করেন বলিয়াই তাঁহাকে শূন্য বলে, আর তিনি সকলকে তোদন অর্থাৎ প্রেরণ করেন বলিয়া তাঁহাকে তুচ্ছ বলা হয়। কেহই এই পুরুষোত্তমকে উৎপাদন করিতে পারেন না বলিয়া তিনি অভাব-শব্দবাচ্য। তিনি সকলের অভক্ষ্য বলিয়া নাশ-শব্দে কথিত হন। সমুদয় পদার্থই শ্রীবিষ্ণুর অধীন সুতরাং সেই সেই পদার্থ-বাচক শব্দসমূহও শ্রীবিষ্ণু-বাচক। কেবল ব্যবহারকারীর ব্যবহার-নিমিত্ত অন্যান্য অর্থে শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। অতএব জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ-কর্ত্তৃত্বাদি অনন্ত গুণ বিষ্ণুতেই সিদ্ধ হয়। বরাহ সংহিতায়ও লিখিত আছে যে, অধ্যায়ের মূল হইতে অন্ত পর্য্যন্ত লিখিত বিষয় সমূহের অবধারণ-নিমিত্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ অধ্যায়ান্তে দ্বিরুক্তি ব্যবহার করেন ॥ ২৮ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থপাদের সিদ্ধান্তকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা।

প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদ সমাপ্ত।

ইতি—প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥